আগমোদ্দিষ্টবিধিনা ভুক্ত্বাচম্য যথাবিধি[১]।
ঘৃতে বা দর্পণে বাপি মুখং পশ্যেদ্দদৌ চ গাম্ ॥ ৭১
ততঃ সভাং সমাস্থায় পশ্যেৎ কার্যাণি কার্য্যিণাম্।
সমমিত্রারিসদ্ভাব অদ্বৈধীকৃতধর্ম্মধীঃ ॥ ৭২
তত্র আয়ব্যয়ৌ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ সাধুভিঃ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংস্তর্প্য হুত্বা ভুক্ত্বা প্রক্রীড্য সঃ[২]।
সভামণ্ডপমাস্থায় পশ্যেৎ স্বানি বলানি চ ॥ ৭৩
সন্ধ্যাং প্রাপ্য তথা লোকান্ বিসৃজ্য মন্ত্রিভিঃ সহ।
মন্ত্রয়িত্বা যথান্যায়ং মিত্রোদাসীনশাত্রবান্ ॥ ৭৪
বুদ্ধ্যা মণ্ডলযোন্যাদিমষ্টধা দুর্গসঞ্চয়ম্।
কোষবৃদ্ধিঃ প্রজারক্ষা কণ্টকানাঞ্চ শোধনম্ ॥ ৭৫
প্রকৃতীনাং বিভাগঞ্চ তেষাঞ্চৈব বিচেষ্টিতম্।
মুক্তো হ্যষ্টাদশৈর্দোষৈঃ কুর্য্যাদ্রাজ্যং মহাসুরঃ।
তস্য কালাৎ সমুৎপন্নো বজ্রদণ্ডো মহাসুতঃ ॥ ৭৬
ততঃ সর্ব্বাং যথান্যায়ং গর্ভাধানাদিকাং ক্রিয়াম্।
নির্ব্বর্ত্ত্য যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সোঽপি তাতেন দৃষ্টবান্ ॥ ৭৭

অধিষ্ঠিত হইল। হে ইন্দ্র! সেই দানব, ঈশান কোণের এক মন্দিরে, মণি-মুক্তা-ভূষিত, বিচিত্র আলেখ্যবৎ মনোরম, অতুলনীয় নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিল। ঘোর, দিবসকে অষ্টভাগে বিভক্ত এবং ঘটিকাদি দ্বারা রাত্রিকে বিভাগ করিয়া বিভাগানুসারে সতর্কচিত্তে সোদ্যমে ধর্ম্ম-অর্থাদির অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আবশ্যক কর্ম (শৌচাদি) সমাপন করিত। তারপর কণ্টকিবৃক্ষশাখাসম্ভূত শুভ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা বানস্পত্য মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া আচমন করিত। অনন্তর ঘৃত অথবা দর্পণে, মুখ দেখিয়া গোদান করিত। তারপর সভায় আসিয়া কার্য্যার্থীদিগের কার্য্য দর্শন করিত। কার্য্যদর্শনসময়ে শত্রুমিত্রে সমভাব দেখাইত; দ্বৈধ করিত না। কার্য্যনির্ণয়ে নিপুণ হইত। অনন্তর আয়-ব্যয়ের হিসাব লইয়া সাধুগণের সহিত ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান, দেব-পিতৃ-তর্পণ, হোম, ভোজন এবং ক্রীড়া যথাক্রমে সম্পাদন করিত। অনন্তর সভায় পুনরায় আসিয়া স্বীয় সৈন্যাদি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক সন্ধ্যা হইলে, লোক সকল বিদায় দিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ন্যায়ানুসারে মন্ত্রণা করিত। অনন্তর কে শত্রু, কে মিত্র, কে উদাসীন এই সব এবং মণ্ডলরাজদিগের বিষয় অবগত হইত। অষ্টবিধ দুর্গসঞ্চয়, ধনবৃদ্ধি, প্রজারক্ষা, ক্ষুদ্রশত্রুদূরীকরণ, প্রকৃতিবিভাগ, তাহাদিগের কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, এ সকলই দানবরাজ উত্তমরূপে করিত। মহাসুর, অষ্টাদশদোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিল। যথাকালে ঘোর দানবের বজ্রদণ্ড নামে মহাবলশালী পুত্র উৎপন্ন হইল। ৬৬-৭৬

যথাকালে তাহার গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছিল। তারপর বজ্রদণ্ড যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া একদিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—পিতঃ! আমি

১। বানস্পত্যেন বিধিনা ভুক্ত্বাচম্য যথাক্রমম্ ইতি চ পাঠঃ।
২। চিকিৎসব ইতি পাঠান্তরম্।

বজ্রদণ্ড উবাচ—

বিজ্ঞাপয়াম্যহং তাত নাপরাধো মমোপরি।
কর্ত্তব্যো মম বাক্যেষু গ্রাহ্যমস্মৎসুভাষিতম্ ॥ ৭৮
নৃপৈর্দণ্ডবলোপেতৈরন্যরাজ্যজিগীষুভিঃ।
ভবিতব্যং দনুশ্রেষ্ঠ ন চৈবং ভবতা যথা ॥ ৭৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুতস্য কৃতবেদিনঃ।
প্রোবাচ বিহসন্ ঘোরো বাক্যেন সুমহাস্বনঃ ॥ ৮০

ঘোর উবাচ—

অচ্যুতস্য প্রসাদেন ময়া রাজ্যং মহামতে।
প্রাপ্তং ঘোরেণ তপসা নির্জ্জিত্য দেহজান্ রিপূন্ ॥ ৮১
অহমদ্যাপি তং দেবং সর্ব্বদেবৈর্নমস্কৃতম্।
পূজয়ামি মহাবাহো সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥ ৮২
স মে দদাতি সৌখ্যানি রাজ্যং পুত্রাংস্ত্বয়া সমান্।
পত্নীঞ্চ চন্দ্রলেখাং বৈ স পালয়তি মে বিভুঃ ॥ ৮৩
ন হি পৃচ্ছাম্যহঞ্চান্যং কুশদ্বীপস্য চোত্তমম্।
এতদ্রাজ্যঞ্চ স্বর্গঞ্চ যত্র পূজামি কেশবম্ ॥ ৮৪
এবং সম্বোধয়েৎ পুত্রং রাজ্যকামং সুরাধিপ ॥ ৮৫
অথামাত্যো গতস্তস্য সুষেণো নাম দানবঃ।
সুতস্য চিত্তসদ্ভাবং কথয়াম্যসুরাধিপ।
স তং প্রাহ যথা মন্ত্রী সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ ॥ ৮৬

সুষেণ উবাচ—

স্বচক্রেনৈব নির্জ্জিতা সন্তুষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ।
সমৃদ্ধধনরাষ্ট্রস্তু ক্ষিপ্রং নাশমুপৈতি হি ॥ ৮৭

একটি কথা নিবেদন করিতেছি, আমার কথায় আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; যদি ভাল বলিয়া বোধ হয় ত গ্রহণ করিবেন। হে দৈত্যপ্রবর! দণ্ডবল-সম্পন্ন রাজগণের অন্যরাজ্যজয়ে অভিলাষী হওয়া উচিত; আপনার ন্যায় থাকা উচিত নহে। কার্য্যজ্ঞ পুত্রের এই কথা শুনিয়া ঘোর উচ্চহাস্য করিয়া তাহাকে বলিল,—হে মহামতে! আমি শারীরিক রিপুসমুদয় পরাজয় করিয়া, নারায়ণের প্রসাদে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাবাহো! আমি অদ্যাপি সেই সর্বদেবনমস্কৃত সর্ব্বশত্রুবিনাশী দেবদেবকে পূজা করিয়া থাকি। তিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তোমার ন্যায় পুত্র সকল দিয়াছেন, পত্নী চন্দ্রলেখাও তাঁহার প্রদত্ত। সেই প্রভুই আমার পালক, আমি অন্য রাজ্য জানিতেও চাহি না। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে আমার এই কুশদ্বীপস্থ উত্তম রাজ্য স্বর্গেরই তুল্য। হে সুর-রাজ! ঘোর, এইরূপে রাজ্যকামী পুত্রকে বারণ করিতে লাগিল। এই অবসরে মন্ত্রী সুষেণ নামে দানব, রাজসকাশে উপস্থিত হইল। সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ মন্ত্রী তাঁহাকে বলিল,—হে অসুররাজ! রাজপুত্রের মনোভাব অতি মহান্, আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। নিষ্কণ্টক স্বরাজ্যমাত্রে সন্তুষ্ট রাজা, ধনরাজ্যে সমৃদ্ধ হইলেও শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হন। ৭৮-৮৭

তস্মান্নৃপেণ যোগ্যেন সম্পত্তের্নয়বেদিনা।
পররাষ্ট্রসমাকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্যা শ্রিয়মিচ্ছতা॥ ৮৮
বল্কলাদানমিচ্ছন্তি মুনয়ো বনমাশ্রিতাঃ।
ন হি সামগ্রামুক্তাস্তু নৃপ যে বসুধাধিপাঃ॥ ৮৯
পালয়ন্তি বিনা দণ্ডৈর্মহীং শম্ভুবলাদপি॥ ৯০
কিন্তু সত্যব্রতো দেবঃ কেশবারাধনে রতঃ।
তস্য প্রসাদসম্পন্নো লব্ধাদেশো রিপূন্ জহি॥ ৯১
মন্ত্রিবাক্যানলোত্থেন উদ্যোতিতবসুং প্রতি।
মতির্দানবনাথস্য ব্রতারাধনমাযযৌ॥ ৯২
পুষ্যকে দ্বাদশী পুণ্যা সর্ব্বপাপনিবর্হণা।
কৃতা বা তেন সা শক্র ঘৃতপাত্রপ্রদায়িনা॥ ৯৩
তদা প্রত্যক্ষতস্তস্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
দদর্শ স্বাং তনুং শুভ্রাং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৯৪
তং দৃষ্ট্বা স মহাঘোরঃ স্তবেন স্তবতে হরিম্॥ ৯৫

ঘোর উবাচ—

নমস্তে পীতবাসায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
গদাশার্ঙ্গাসিধারায় সর্ব্বদেবনুতায় চ॥ ৯৬
বামনায় অঘোরায় ত্রিবিক্রমধরায় চ।
মধুসূদনদৈত্যারে স্কন্দায় শ্রীধরায় চ। ৯৭
তব তেজঃপ্রসাদেন সর্ব্বান্ শত্রূন্ যথা বিভো।
বিজয়ামি যথা স্বর্গে তথা কুরু সুরেশ্বর॥ ৯৮
তস্য কারুণ্যতো জ্ঞাত্বা তমেব প্রতিপাদিতম্।
দুষ্টানাং দণ্ডনং ধর্ম্মঃ পূজিতস্য চ পূজনম্॥ ৯৯
ন্যায়েন কোষসংবৃদ্ধির্মিত্ররক্ষা অরের্বধঃ।
এবং তস্য বরং দত্ত্বা ভূয়োঽপি গতবান্ হরিঃ॥ ১০০

এবং রাজনীতিবেত্তা, সম্পত্তি অভিলাষী যোগ্য রাজা পররাজ্যবিজয়ে অভিলাষী হইবেন। রাজন্! বনবাসী মুনিরাও অন্য বল্কল আহরণে ইচ্ছুক থাকেন, আর রাজারা—যাঁহাদের যে সামগ্রী নাই, সেই রাজারা—সে সামগ্রীতে অভিলাষী হইবেন না? * বিনা যুদ্ধে রাজার রাজ্যপালন আর ঐশ্বরিক নিয়মে রাজ্যরক্ষা হওয়া, একই কথা। কিন্তু মহারাজ ব্রত অবলম্বন করিয়াই আছেন। বিষ্ণু-আরাধনা করিয়া আপনি তাঁহার প্রসাদপত্র বিষ্ণুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শত্রুজয় আপনার করা উচিত। দানবরাজ মন্ত্রীর বাক্যানলে সন্ধুক্ষিত হইয়া বিষ্ণুব্রত আচরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন। হে ইন্দ্র! ঘোর, বিষ্ণুকে ঘৃতপাত্র প্রদান করত পৌষীশুক্লাদ্বাদশীব্রত পালন করিলেন। তখন অসুররাজ শুক্লবর্ণ, পীতাম্বর-পরিধান, চতুর্ভুজমূর্ত্তিধারী, দেবদেব জনার্দ্দনকে প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিবামাত্র তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—আপনি পীতাম্বর, শঙ্খচক্রধারী, গদাশার্ঙ্গসম্পন্ন এবং সর্ব্বদেবস্তুত; আপনাকে

* বনবাসী মুনিরাই বল্কল না থাকিলে বল্কল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রাজাদের সে নিয়ম নহে। ইহা এক প্রকার অর্থ।

সোঽপি লব্ধবরোদ্দামো মহাদর্পো বলান্বিতঃ।
সর্ব্বমন্ত্রিসমাজস্তু জ্ঞাত্বা পত্নীমপৃচ্ছত ॥ ১০১
পূর্ব্বেণৈব বহুক্ষেপং দত্ত্বা শক্রং বশং নয়েৎ।
অতিবলং নাম রাজানং সাধয়ামাস দারুণঃ ॥ ১০২
সৌবলন্তুগ্রনামানমাগ্নেয়ীং দক্ষিণাং দিশম্।
নৈর্ঋতীং পশ্চিমাং কালবারুণ্যাখ্যং মহাবলম্ ॥ ১০৩
সাধয়ামাস বালস্তু বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতাম্।
অনুহ্রাদমহাহ্রাদৌ চোত্তরামীশদিগ্গতাম্।
নির্জ্জিত্য সর্ব্বনৃপতীংস্তথা দ্বীপেষু চোদ্যমম্ (১) ॥ ১০৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মেন্দ্রোপদেশো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

নমস্কার। হে বামন অমোঘ ত্রিবিক্রম শ্রীধর। আপনাকে নমস্কার; হে মধুসূদন। তুমিই দৈত্যারি, তুমিই কার্ত্তিকেয়। হে প্রভো। আপনার তেজঃ-প্রভাবে স্বর্গে সকল শত্রু যাহাতে জয় করিতে পারি, হে সুরেশ্বর! তাহা আপনাকে করিতে হইবে। বিষ্ণু, ঘোরের কার্য্য অবগত হইয়াও তাহার প্রতি দয়া করিয়া, দুষ্টের দণ্ড, ধার্ম্মিকের পূজা, ন্যায়পথে ধনবৃদ্ধি, মিত্র-রক্ষা এবং শত্রুবধ এই সব বর তাহাকে পুনরায় দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবলসম্পন্ন ঘোর, পুনরায় বরলাভ করিয়া মহাদর্পে সমগ্র মন্ত্রিবৃন্দকে এবং পত্নীকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। হে শত্রু! তাঁহাদিগের পরামর্শমত দুর্দ্ধর্ষ ঘোর, পূর্ব্ব-দিকে যাত্রা করিয়া অতিবল নামক রাজাকে জয় করিয়া পূর্ব্বদিক্ অধিকার করিলেন। সৌবল রাজা এবং উগ্র রাজাকে জয় করিয়া অগ্নিকোণ এবং দক্ষিণদিক্ অধিকার করিলেন। কালবরণ নামক মহাবল রাজাকে জয় করিয়া নৈর্ঋতি কোণ এবং পশ্চিমদিক্ আয়ত্ত করিলেন। ঘোরের বালক পুত্র, বায়ুকোণস্থিত রাজগণকে, অনুহ্রাদ মহাহ্রাদ প্রভৃতিকে আর উত্তরদিক্ ও ঈশান কোণ জয় করিল। এইরূপে, সর্ব্বদ্বীপস্থিত রাজগণকে জয় করিয়াও ঘোর দৈত্যের অন্য স্থান জয়ে উদ্যম রহিল। ৮৮—১০৪

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

১। চোত্তমম্ ইতি চ পাঠঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

দেবরাজ উবাচ—

ভগবন্! সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ।
স্তবস্তব কৃতে দেব বরার্থেন কথাং প্রতি॥ ১
ত্বঞ্চ সুরবরাধ্যক্ষঃ কথাং পূর্ব্বাং প্রকথ্যসে।
অহং স্বর্গাথিনো ব্রহ্মন্ প্রাপ্তুং তব জনার্দ্দনাৎ॥ ২
ত্বমেব সর্ব্বদেবানাং বন্দ্যঃ পূজ্যঃ সুরোত্তম।
তথাহং শরণং ভক্ত্যা তব স্রষ্টুরুপাগতঃ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

সত্যেবং দেবরাজেন্দ্র ভক্ত্যাহং পূজিতস্ত্বয়া।
তদর্থং কথয়াম্যেব শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ৪
কুশদ্বীপং পুরা তেন সবলেনৈব অর্জ্জিতম্
জম্বুং শাকং তথা ক্রৌঞ্চং শাল্মলীমথ প্লক্ষরম্।
সপ্ত দ্বীপাস্ততস্তেন দেবরাজ বশীকৃতাঃ॥ ৫
ক্ষীরোদঞ্চৈব ক্ষীবোদং দধি সর্পী (·রিক্ষু) রসং তথা॥ ৬
মদিরোদঞ্চ স্বাদূদং সপ্তোদধিবসুন্ধরাম্।
নির্জ্জিত্য বরদানেন স্বকীয়াজ্ঞা তু লাঞ্ছিতা॥ ৭
কৃত্বা বশে ভুবং শক্র ততঃ পাতালবিগ্রহম্।
প্রারব্ধং ধ্বজদণ্ডেন কালতন্ত্রাধিপেন চ॥ ৮
আভাষন্তে গতাঃ শক্র পাতালং প্রথমং মহৎ।
যত্র তিষ্ঠতি নাগেন্দ্র হ্যনন্তঃ কুল্লিকঃ স্বয়ম্॥ ৯
এলাপত্রো মহানাগো দৃষ্টিবিষা মহাবলঃ।
বিকটঃ শূকরাস্যশ্চ লোহিতাক্ষোঽথ রাক্ষসঃ॥ ১০

ইন্দ্র বলিলেন—হে সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ সর্ব্বদেবেশ ব্রহ্মন্! আমি বর-লাভের জন্য আপনার স্তুতি করিলে বিষ্ণুর নিকট বরপ্রাপ্ত স্বর্গজিগীষু অসুর-রাজের যে পূর্ব্বকথা আপনি আমাকে বলিতেছিলেন, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন, আমি আপনার নিকটে শুশ্রূষু। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনিই সকল দেবগণের বন্দনীয় এবং সর্ব্বদেবপ্রধান। হে বিধাতঃ! আমি ভক্তিসহকারে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র! ইহা সত্য বটে যে, তুমি আমার নিকটে বর প্রার্থনায় অভিলাষী হওয়াতেই এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণেও আমি ইহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঘোর দৈত্য, কুশদ্বীপকে ত নিজ বাহুবলে পূর্ব্বেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে, জম্বুদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ এবং প্লক্ষরদ্বীপ—হে দেবরাজ! ঘোর এই সপ্তদ্বীপকেই তখন বশবর্ত্তী করিল। লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র এবং স্বাদুজলসমুদ্র এই সপ্ত সাগরা বসুমতীকে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণু বরে জয় করিলে—সর্ব্বত্রই তাহার আজ্ঞা অঙ্কিত হইল। হে ইন্দ্র! পৃথিবী জয় করিয়া ঘোরপুত্র বজ্রদণ্ড এবং কাল দৈত্য

নদনো নন্দনো ভৃঙ্গ এতে চৈব মহাসুরঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা মর্ত্তজান্ যোধান্ নাগরাক্ষসদানবাঃ ॥ ১১
সংনহ্য সবলেনৈব মহাসংগ্রামং চক্রিরে।
তৈর্বজ্রদণ্ডসৈন্যস্তু তথা কালস্য বাহিনী ॥ ১২
নাগৈর্দানবসঙ্ঘৈশ্চ পলাশৈর্বিনিপতিতা।
এবং তাং বাহিনীং ভগ্নাং দৃষ্ট্বা কালো মহাবলঃ।
চকার গারুড়ীং মায়াং বজ্রদণ্ডোঽথ ভৈরবীম্ ॥ ১৩
তে নাগাঃ সহসা প্রেক্ষ্য দানবা রাক্ষসাস্তথা।
ভীতঃ কৃতপ্রণামাশ্চ শরণং বশতাং গতাঃ ॥ ১৪
জিত্বা পাতালরাজেন্দ্রানাভাষে ভবনানি চ।
রসাতলং গতঃ শক্র কালো বজ্রাহ্বয়োঽসুরঃ ॥ ১৫
হিলিহিলো ভদ্রনামা চ ঘোররূপোঽথ দানবঃ।
শঙ্খপালো ধৃতরাষ্ট্রো বিদ্যুন্মালী মহোরগঃ ॥ ১৬
বিদ্যুজ্জিহ্বো হিরণ্যাখ্যঃ অন্ধকারশ্চ রাক্ষসাঃ।
নাগরাক্ষসদৈতেয়াস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতো মহান্ ॥ ১৭
অকৃত্বা সঙ্গরং তৈস্তু ভীতাস্তেষাং নতিং যযুঃ।
তেনাপস্থাপয়িত্বা[১] তু পাতালানাগতাঃ পুনঃ ॥ ১৮
তারাক্ষঃ শৈশুপালশ্চ অময়ো যত্র দানবঃ।
কম্বলস্তক্ষকঃ পদ্মো নাগা যত্র মহাবলাঃ।
যমদণ্ডোগ্রদণ্ডশ্চ বিশালাক্ষঃ পলাশিনঃ ॥ ১৯

পাতালে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যথায় স্বয়ং নাগরাজ অনন্ত, কুলিক, মহানাগ, এলাপত্র, বিষবলসম্পন্ন হস্তী, এই সব নাগ; বিকট, শূকরাস্য এবং লোহিতাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস; এবং নদন, নন্দন, ভৃঙ্গ প্রভৃতি মহাসুরগণ অবস্থিত। ১-১১

হে ইন্দ্র! ঘোর দৈত্য সসৈন্যে সেই পাতালপুরে প্রথমেই প্রবিষ্ট হইল। নাগ রাক্ষস এবং অসুরবৃন্দ, মর্ত্ত্যভূমিসম্ভূত যোদ্ধবর্গ অবলোকনপূর্ব্বক, সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হইল। সেই নাগ রাক্ষস দানবসৈন্য বজ্রদণ্ড এবং কালের সৈন্যমণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল; নিজ নিজ সৈন্যমণ্ডলীকে রণে ভগ্ন দেখিয়া মহাবল কাল, গারুড়ী মায়া এবং বজ্রদণ্ড ভৈরবী মায়া করিল। তাহা দেখিয়া নাগ, দানব ও রাক্ষসবৃন্দ, ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাদের শরণাগত এবং বশতাপন্ন হইল। হে শক্র! বজ্রদণ্ড এবং কাল দৈত্য পাতালের রাজেন্দ্রগণকে এবং হস্তিপ্রমুখ তদীয় তেজস্বিনী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া রসাতলে গমন করিল। হিলহিল, ভদ্রনামা এবং ঘোরদর্পপ্রমুখ দানব; শঙ্খপাল, ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং বিদ্যুন্মালী প্রমুখ মহাসর্প; আর বিদ্যুজ্জিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ এবং অন্ধকার প্রমুখ রাক্ষসগণ সেই দৃপ্ত মর্ত্ত্য অসুরগণকে দেখিয়া, ভয়ে যুদ্ধ না করিয়াই তাহাদিগের নিকটে নত হইল। কালসমভিব্যাহারী বজ্রদণ্ড, তথায় জয়লক্ষ্মী স্থাপনা করিয়া পুনরায় পাতালের এক অংশে আগত হইল। তথায় তারাক্ষ, শৈশুপাল এবং আময় নামে অসুর, কম্বল, তক্ষক এবং পদ্ম নামে মহাবল নাগ; আর যমদণ্ড, উগ্রদণ্ড,

---

১। তে বশে স্থাপয়িত্বা তু ইতি পাঠান্তরম্।

এবংবিধ-মহাঘোরা দৈত্যরাক্ষসপন্নগাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা সহসা যোধাবাগতৌ ভূমিজৌ তদা ॥ ২০
অসিপাশাঙ্কুশৈর্দণ্ডৈ[১] র্মহাসংগ্রামমঞ্চক্রিরে। ২
নির্জ্জিত্য নাগরক্ষেন্দ্রদৈতেয়ানাস্তু বাহিনীম্ ॥ ২১
প্রণিপাতং গতাঃ সর্ব্বে কালবজ্রস্য হেতবে।
শর্করাতলসংজ্ঞস্তু গতৌ তৌ ঘোরজৌ বলৌ ॥ ২২
মহিষো যমকালাখ্যো দৈত্যরাজা মহাবলঃ।
উরগাঃ পদ্মকর্কোটশঙ্কুকর্ণাস্তথাবশঃ ॥ ২৩
মহোদর-মহাকায়-মহাভুজাঃ ক্ষপাচরাঃ।
শর্করে তে স্থিতা জিত্বাগতস্তাখ্যং ততো গতাঃ ॥ ২৪
অসুরাঃ শুম্ভতারাক্ষদনুজা বলদর্পিতাঃ।
ভোগাঃ কুলিকঃ সৌবর্ণস্তথা চাপি ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৫
উগ্ররূপোঽক্ষিভদ্রশ্চ বিরূপাক্ষো নিশাচরঃ।
জিতাস্তে দর্শনাদেব গতাস্তে চ রসাতলম্ ॥ ২৬
কালনেমির্হিরণ্যাক্ষো নিশুম্ভো যত্র তিষ্ঠতি।
পৌণ্ডরীকঞ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যং শ্বেতভদ্রং তথোরগাঃ ॥ ২৭
মেঘনাদা মহানাদী পিঙ্গলাক্ষস্তু খেচরঃ।
এবং তে সংস্থিতা হৃষ্টা মহাবলপরক্রমাঃ ॥ ২৮
সহসা প্রেক্ষিতৌ যোধৌ মর্ত্তজৌ বলদর্পিতৌ।
মোহং গতাঃ সমস্তাস্তে দৈত্যরক্ষোমহোরগাঃ ॥ ২৯
তদাজ্ঞাবর্ত্তিনো ভূত্বা শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে তদা।
তং জিত্বা চৈব পাতালং গতাবন্যং রসাতলম্ ॥ ৩০

এবং বিশালাক্ষ নামে রাক্ষস—ইহারা প্রধান। ইত্যাদি অসুর-নাগ-রাক্ষসবৃন্দ মর্ত্ত্যসম্ভূত বীরদ্বয়কে সহসা আসিতে দেখিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১২-২০

কাল বজ্র, অসি, প্রাস, অঙ্কুশ, কুন্ত, মুষল এবং লাঙ্গলের প্রহারে, সেই নাগ রাক্ষস দানবরাজবাহিনীকে পরাজিত করিলে, তাহার বজ্রদণ্ডের নিকটে নত হইয়া পড়িল। তারপর, ঘোর দৈত্যের দ্বিধাবিভক্ত সৈন্যমণ্ডলী পাতালের অন্য অংশ শর্করাতলে গমন করিল। তথায় দৈত্যগণের রাজা মহাবল মহিষ যম এবং কালাক্ষ সর্পরাজ পদ্ম, কর্কোটক এবং শঙ্কুকর্ণ আর রাক্ষসরাজ মহোদর মহাকায় এবং মহাতেজা—ইহারা প্রথমে বশীভূত হয় নাই, পরে ইহাদিগকে জয় করিয়া ঘোরসৈন্য পতন্তীনাম্নী পাতালনগরীতে গমন করিল। তথাপি শুম্ভ, তারাক্ষ প্রভৃতি বলদর্পিত অসুর; কুলিক, সৌবর্ণ এবং ধনঞ্জয় প্রভৃতি সর্প; উগ্ররূপ, অক্ষিভদ্র এবং বিরূপপ্রমুখ রাক্ষসগণকে দর্শনমাত্রে তাহারা জয় করিয়া রসাতলের সেই অংশে গমন করিল,—যথায় কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ এবং নিশুম্ভপ্রমুখ দানব পৌণ্ডরীক, শ্বেতভদ্র এবং দুষ্প্রেক্ষ্য প্রভৃতি সর্প; মেঘনাদ, মহানাদী এবং পিঙ্গলাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসগণ অবস্থিত। তত্রস্থ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস সর্প দানবেরা মর্ত্ত্যলোক সম্ভূত বলদর্পিত দৈত্যবীরদ্বয়কে সহসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তখন আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া সেই বীরদ্বয়ের

১। কুন্তৈরিতি বা পাঠঃ।

জরাসিন্ধু-মহাসিন্ধুর্বিরোচন-মহাসুরাঃ।
ঐরাবাশ্বতরঃ পিঙ্গ উরগা রাক্ষসাস্তথা ॥ ৩১
মাল্যমারীচকুম্ভাখ্যা এবং যত্র মহাবলাঃ।
তত্র প্রাপ্য মহাবাহূ বজ্রকালাখ্যশাসনৌ।
ঘোরজৌ বলসম্পন্নৌ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৌ ॥ ৩২
ঔশনোদ্দিষ্টবিধিনা জিত্বা পাতালজান্ নৃপান্।
স্ববশে স্থাপয়িত্বা তু আগতা ভূতলং পুনঃ[১] ॥
জম্বুদ্বীপে তথা স্থিত্বা মধ্যদেশে উড়ুম্বরে।
পুরে যত্র মহাবাহো ভার্গবস্তিষ্ঠতে সদা ॥ ৩৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মেন্দ্রোপদেশে পাতালাদিজয়ো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই প্রদেশ জয় করিয়া তাহারা রসাতলের অপরাংশে গমন করিল। জরাসিন্ধু মহাসিন্ধু এবং বিরোচন-নন্দনপ্রমুখ অসুর; ঐরাবত অশ্বতর এবং আপিঙ্গ প্রভৃতি সর্প; মাল্য; মারীচ এবং কুম্ভ প্রভৃতি রাক্ষস; এই সকল মহাবলসম্পন্ন ব্যক্তি তথায় অবস্থিত। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবলশালী, মহাবাহু ঘোরপুত্র বজ্রদণ্ড এবং কাল তথায় গিয়া তাহাদিগকে জয় করিল। শুক্রকথিত বিধি অনুসারে, পাতালের সকল রাজাকেই জয় করিয়া ঘোরপুত্রদ্বয়, যে নগরে মহাবাহু শুক্র অবস্থিত, তথায় গমন করিল। ২১—৩৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

১। আগতা বৈ পুনঃ ক্ষিতিম্ ইতি পাঠান্তরম্।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

তথা তৌ বলসম্পন্নৌ বজ্রকালৌ মহাবলৌ।
পৃষ্টবান্ গ্রহরাজেন্দ্রং ভার্গবং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ১
ভগবন্নস্মত্তাতেন প্রেষিতা বিজয়ং প্রতি।
দিশো গতাস্তথা দেশাঃ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ২
নির্জ্জিতাঃ সপ্তপাতালা বশে কৃত্বা চ তৎপ্রজাঃ ॥
নৃপানুশাসনে স্থাপ্য তব পার্শ্বমিহাগতাঃ।
কেনোপায়েন ইন্দ্রাদীন্ জিত্বা স্বর্গং জয়ামহে ॥ ৪
এতদেব মমাচক্ষ সর্ব্ববিদ্যাকৃতাশ্রমঃ । ৫

শুক্র উবাচ—

জম্বুদ্বীপং সমস্তন্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
পাতালাঃ সুখসাধ্যাস্তু দিবং দুঃখেন সাধ্যতি ॥ ৬
যস্মিংস্তিষ্ঠতি দেবেশঃ সর্ব্বদেবমতো[১] হরঃ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বাত্মকো দেবো ব্রহ্মা বেদবিশারদঃ ॥ ৭
বৃহস্পতির্মহাপ্রজ্ঞো অর্থশাস্ত্রকৃতশ্রমঃ।
ইন্দ্রো মহাবলশ্চৈব ধনদো বহ্নিনির্ঋতী ॥ ৮
মরুদ্বায়ুর্যমো যত্র যত্র চন্দ্রদিবাকরৌ।
বিশ্বেদেবা বসুরুদ্রা গ্রহনক্ষত্রতারকাঃ ॥ ৯

মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য সম্পত্তিশালী বজ্র এবং কাল গ্রহশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন শুক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আমাদিগের পিতা আমাদিগকে দিগ্বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন, আমরা নানাদিগ্‌দেশে গমন করিয়া সপ্তদ্বীপা বসুমতী এবং সপ্ত পাতাল জয় করিয়াছি, তথাকার প্রজামণ্ডলীকে বশ করিয়া এবং তথাকার রাজগণকে স্ব স্ব সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিয়া আপনার পার্শ্বে এই স্থানে আমরা আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা কি উপায়ে ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গ অধিকার করি? হে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শিন্! তাহাই আমাদিগকে বলুন। ১—৫।

শুক্র বলিলেন—সমস্ত জম্বুদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী এবং পাতাল এ সমস্তই অনায়াসে জয় করা যায়, কিন্তু স্বর্গ জয় করা দুঃসাধ্য। কেননা সর্ব্বদেবপূজিত দেবদেব শিব, সর্ব্বস্বরূপী দেব শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, বেদ বিশারদ ব্রহ্মা, অর্থশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি, মহাবলশালী ইন্দ্র, কুবের, বহ্নি, নির্ঋতি, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বিশ্বদেব, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারামণ্ডল তথায় অবস্থিত। হে কাল! ধর্ম্মরক্ষিত স্বর্গকে জয় করা অশক্য। রাজধর্ম্মের উপদেশ অনুসারে, পৃথিবী এবং পাতাল ভোগ কর। নতুবা ধর্ম্মত প্রাপ্ত রাজ্যও নাশ প্রাপ্ত হইবে। যেমন, মার্জারে মূষিকে, কাকে-পেচকে, অশ্বে-মহিষে, সিংহে হস্তীতে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়, তোমাদিগের এবং দেবতাদিগের যুদ্ধও এই

১। নুতো হরিঃ ইতি বা পাঠঃ।

ন জেতুং শক্যতে কাল দিবং ধর্ম্মেণ রক্ষিতম্ ।
রাজধর্ম্মোপদেশেন ভূপাতালানি ভুঞ্জথ ॥ ১০
অন্যথা ধর্ম্মতঃ প্রাপ্তং রাজ্যং নাশমুপৈতি হি ।
মার্জ্জারমূষিকং যদ্বদ্ যুদ্ধং ধ্বাঙ্ক্ষোলূকং যথা ॥ ১১
মহিষাশ্বং যথা যুদ্ধং যথা দন্তিমৃগাধিপম্ ।
এবং যুষ্মৎসুরৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমেকাঙ্গমুচ্যতে[১] ॥ ১২
যুদ্ধযোগং তথা কালং দেশঞ্চৈব ন জানতাঃ[২] ।
অস্মদ্রিপুবলাশক্তিং যে যুধ্যন্তি নরাধিপাঃ ।
আত্মনাশং ব্রজন্ত্যেতে নৃপা নরপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৩
নয়ো হি বলবান্ যুদ্ধে দৈবসম্পৎসমন্বিতম্ ।
তথা পুরুষকারন্তু বুদ্ধা যুধ্যন্তি যে নৃপাঃ ॥ ১৪
তে জয়ং শত্রুনাশন্ত লভন্তে অবিচারণাৎ ।
পৃথ্বী পুরবরৈর্যুক্তা সশৈলবনকাননা ॥ ১৫
যাবজ্জীবং স্থিরা তেষাং যেষাং নীতিঃ ক্রমাগতা ।
ধর্ম্মেণ প্রাপ্যতে রাজ্যং ধর্ম্মদেব জয়ো ভবেৎ ॥ ১৬
দেবাশ্চ রুদ্রব্রহ্মেন্দ্র-কেশবা রবিচন্দ্রমাঃ ।
তেষাং যো যোধমিচ্ছেত স কথং জায়তে সুখী ১৭
ন যুদ্ধেন বিনা দেবাঃ সাধ্যন্তি হি ক্বচিৎ ক্রিয়াঃ ।
যুদ্ধে ঘাতং ভবেদ্ বৎস বন্ধুবর্গপরিক্ষয়ঃ ॥ ১৮
ক্ষয়ং যাতি ধনং যুদ্ধে অশ্বদন্তিমহাবলাঃ ।
সমেঽপি পুনর্বিষমে যত্র শঙ্করকেশবৌ ॥ ১৯

প্রকার বলিয়াই কথিত। আপনার এবং শত্রুর সমৃদ্ধি, দেশ কাল এবং আপনার ও নিজশত্রুর সৈন্যাদি শক্তি বিশেষ প্রকারে না জানিয়া যে রাজগণ যুদ্ধ করে, সেই নীতি বিমুখ রাজগণ আপনারাই বিনষ্ট হয়। ৬—১৩

যুদ্ধকার্য্যে নীতি বিশেষ ফলোপযোগী, আর দৈবসম্পত্তি-সমন্বিত পুরুষকারও বলবান ইহা বুঝিয়া যে রাজগণ যুদ্ধ করেন, তাঁহারা জয় লাভ এবং শত্রুনাশ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই নগরবরশৈল-কাননশালিনী মেদিনী তাহাদিগের যাবজ্জীবন স্থির—যাহারা পুরুষানুক্রমে নীতিপথ পরিত্যাগ না করে। ধর্ম্মবলেই রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মবলেই যুদ্ধজয় হয়। কিন্তু রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণকে যাহারা বধ করিতে ইচ্ছুক, সে সুখী হইবে কিরূপে? বৎস! যুদ্ধ ব্যতীত দেবলোকে তোমাদের কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবে না। যুদ্ধের ফলও কেবল প্রাণিবধ, আর বন্ধুবর্গের বিনাশ। যুদ্ধে ধনক্ষয় এবং অশ্ব হস্তী ও প্রধান প্রধান সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট হইবে। সকল যুদ্ধেই এইরূপ ক্ষয় হয়; বিশেষত যথায় হরি-হর বর্ত্তমান, সে বিষম যুদ্ধে যে ইহাই হইবে, তাহা আর কি বলিতে হইবে? ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ দেবরাজের কথা কি, মহাত্মা শঙ্করও যাহাদিগকে জয় করিতে পারেন না। ১৪-১৯

১। যুদ্ধমেকং সমুচ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমৃদ্ধিগং তথা কালং দেশঞ্চৈবমজানতামিতি পাঠান্তরম্।

কাল উবাচ—

দৃষ্টিবিষা মহাঘোরা অনন্তাদ্যা মহোরগাঃ।
নির্জ্জিতা অসুরা রক্ষাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ২০
নহি মে[১] শক্যতে জেতুং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
কিং পুনর্দেবরাজেন ব্রাহ্মণেন বরাকিণা ॥ ২১
বজ্রদণ্ডসহায়স্য মম খড়্গকরস্য চ।
সঙ্গরে কো ভবেচ্ছত্রুঃ কালপাশেন কর্ষিতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মা বা যদি বা রুদ্রঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
অস্মাকং নির্জ্জিতা পৃথ্বী তথা পাতালগোচরাঃ ॥
স্বামিনো দর্শনাদেব দিবং প্রাপ্তুং ততো যদা।
জয়স্তদা ভবেৎ কীর্ত্তিঃ পরাজয়ঃ পরা গতিঃ ॥ ২৪
প্রস্থিতা গ্রহশার্দ্দূল অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি।
এবং শুক্রং সমাপৃচ্ছ্য নভো মঘে তু চোত্তরাম্ ॥ ২৫
দিশঞ্চোত্তরঋক্ষে চ দ্বিতীয়ায়াং ততো গতৌ।
নন্দনং তৌ বনং গত্বা সর্ব্বসৈন্যেন তিষ্ঠতঃ ॥ ২৬
যমান্তকঃ পূর্ব্বদিশি মেরৌ ঘোরস্তু চোত্তরে।
পশ্চিমে বজ্রদণ্ডস্তু কালো দক্ষিণতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭
এবং তে বেষ্টয়িত্বা তু কোটিকোটিগুণেন তু।
আরুরোহ পুরীং যাম্যাং মেরোরূর্দ্ধমধিষ্ঠিতাম্ ॥ ২৮
অনেকপরিখোপেতাং বৈবস্বতীং মহোজ্জ্বলাম্।
তত্র তে কৃষ্ণঘোরাস্যা দণ্ডপাণিমহাবলাঃ।
যমশ্চারুহ্য মহিষং কালপাশকরোদ্যতঃ ॥ ২৯

কাল বলিল,—পাতালতলবাসী সেই অনন্ত প্রভৃতি মহামহা দৃষ্টিবিষ বিষধর, দৈত্য এবং রাক্ষসদিগকে আমরা পরাজিত করিয়াছি। বজ্রদণ্ড আমার সহায় থাকিলে আর আমার হস্তে খড়্গ থাকিলে, যুদ্ধে আমার শত্রু হইবে কে? যিনি শত্রু হইবেন তিনি ব্রহ্মাই হউন, অথবা সর্ব্বদেবনমস্কৃত রুদ্রই হউন,—তিনিই কালপাশে আকৃষ্ট। আমরা পৃথিবী জয় করিয়াছি, পাতালে সর্পকুলকে পরাভূত করিয়াছি, এক্ষণে যখন প্রভুর দর্শন করিয়া স্বর্গজয় করিতে যাইতেছি, তখন নিশ্চয়ই জয় হইবে, কীর্ত্তি হইবে, পরাজয় পরপক্ষে থাকিবে। হে গ্রহশ্রেষ্ঠ। আমরা প্রস্থান করি, আপনি অনুজ্ঞা করুন। তাহারা এইরূপে শুক্রের সহিত সম্ভাষণ করিয়া শ্রাবণ মাসে উত্তরা নক্ষত্রে(১) দ্বিতীয়া তিথিতে উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিল। বজ্রদণ্ড এবং কাল সর্ব্বসৈন্য সমভিব্যাহারে নন্দনকাননে উপস্থিত হইল। ২০—২৬

সুমেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে রহিল যমান্তক দৈত্য, উত্তরে থাকিল ঘোর(২) দৈত্য, পশ্চিমে বজ্রদণ্ড এবং দক্ষিণে থাকিল স্বয়ং কাল। এইরূপে কোটী কোটী সৈন্যে সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া সুমেরুর ঊর্দ্ধভাগে অধিষ্ঠিতা বহু-পরিখাসমন্বিতা

১। যে ইতি পাঠান্তরম্।

(১) উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র।

(২) পুত্রদ্বয় সহিত ঘোর দৈত্য নিজেও যুদ্ধে আসিয়াছিলেন, তবে সকল স্থলে তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইত না, পুত্রেরাই যুদ্ধ করিত।

ততঃ সা দানবী সেনা যুধ্যমানা মহাহবে।
দারিতা যমরাজেন স্ববলেন মহাত্মনা ॥ ৩০
তাং ভগ্নাং সহসা দৃষ্ট্বা ক্রোধেন তু সুদীপিতঃ।
উত্থন্ হালাহলঃ শক্র মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩১
পশুনা তু সতেজেন সূর্য্যাযুতপ্রভেণ চ।
জিঘাংসন্ যমজাং সেনাং পদ্মিনীমিব দন্তিনঃ।
যমান্তকস্তথা চক্রে মহামায়াত্মকং বলী।
মহিষং যমভঙ্গায় মহিষস্য মহাবলম্ ॥ ৩২
কালে চৈব কৃতান্তে চ দন্তিনা বিনিপাতিতে।
একধা দশধা চাপি শতধা চ সহস্রধা ॥ ৩৩
অযুতং লক্ষকোটিনি মায়াবী বৈ বিনির্ম্মমে।
তৈর্দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজস্তু আত্মানং শতধাবৃতম্ ॥ ৩৪
বাহনাস্ত্রাণি সন্ত্যজ্য গতবান্ পাবকীং পুরীম্।
দুর্নিরীক্ষ্যাং রিপুর্ঘোরস্তস্য দৃষ্ট্বা তু বাহিনীম্ ॥ ৩৫
অজারূঢ়াং সমন্তাস্তে বহ্নিনা সহ সঙ্গরম্।
তং বহ্নিং জ্বালালক্ষেণ কালানলমিবোত্থিতম্ ॥ ৩৬
দদাহ সহসা শক্র বজ্রদণ্ডস্য বাহিনীম্।
পুরী তেজস্বতী তস্য তাম্রপ্রাকারতোরণা ॥ ৩৭
স্রুবহস্তাস্তথা বিপ্রা উত্থিতা বহুলক্ষধা।
ধ্যানেন তেঽদহন্ সর্ব্বাং বাহিনীং বিভুঘোরজাম্ ॥ ৩৮

মহোজ্জ্বলা বৈবস্বতী পুরীর নিকটবর্ত্তী হইল। তথায় কৃষ্ণবর্ণ করালাস্য সৈন্য-মণ্ডলীসহ মহাবল দণ্ডপাণি পাশহস্ত কাল এবং মহিষারোহণে যম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দানব-সৈন্য, মহাসমরে যুদ্ধ করিতে করিতে মহাত্মা যমরাজ কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। হে ইন্দ্র! প্রধান দানবেরা সহসা নিজ বাহিনীকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া অতি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন অতি প্রবল হলহলা শব্দ হইয়া উঠিল। হস্তীরা যেমন দলন করে, তদ্রূপ যমান্তক, অযুত সূর্যসমপ্রভ তেজে যমসেনা বিনষ্ট করিবার জন্য, মহিষ ও যমকে রণে ভঙ্গ দেওয়াইবার উদ্দেশে মায়াপ্রভাবে এক মহাবল মহিষ সৃষ্টি করিল, আর কাল ও কৃতান্ত যেন হস্তী কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন, আর বীরেরা তাঁহাদিগকে একধা, দশধা, শতধা, সহস্রধা, অযুত, লক্ষ এবং কোটী ভাগে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে—এইরূপ মায়াও তাহারা দেখাইল। ধর্ম্মরাজ যম মায়াবীরগণের হস্তে আপনাকে শত ভাগে খণ্ডিত দেখিয়া বাহন এবং অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিয়া অগ্নিলোকে গমন করিলেন। দানবরাজ ঘোর দেখিল, কৃশানুর সৈন্যমণ্ডলী সকলেই দুষ্প্রেক্ষ্য এবং অজারূঢ়। তার পরেই ঘোর, অগ্নির সহিত বিষম সমরানল প্রজ্বলিত করিল; ইন্দ্র! তখন বহ্নি উদ্যুক্ত হইয়া সহসা লক্ষ লক্ষ শিখায় ঘোরপুত্র বজ্রদণ্ডের সৈন্যমণ্ডলী দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নি-নগরী বড়ই তেজস্বতী, নগরীর প্রাকার এবং তোরণ তাম্রময় বা তাম্রবর্ণ; তথা হইতে বহু লক্ষ লক্ষ স্রুবধারী ব্রাহ্মণ উত্থিত হইলেন, তাঁহারা দৈত্যরাজ ঘোরের সৈন্যসমূহকে ধ্যান-প্রভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৯-৩৮

এবং দৃষ্ট্বা তথা কালো দণ্ডিনা সর্ব্বগেন চ।
মায়ামেঘসমুত্থেন বারিণা তৃপশাময়েৎ ॥ ৩৯
চেতসামৃতদাবান্যৈঃ[১] সর্ব্বান্ ক্রূরান্ প্ররোহয়েৎ।
এবং তচ্ছমিতং তেজো বহ্নিক্রোধসমুদ্ভবম্ ॥ ৪০
ববর্ষ পঙ্কশৈবালকদলীন্দীবরাণি চ।
এবং তৎ পাবকো দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং দণ্ডিনির্জ্জিতম্ ॥ ৪১
ত্যক্ত্বা তেজোঽভিমানস্তু গত ইন্দ্রামরাবতীম্।
ইন্দ্রেণ তৌ সমায়াতৌ দৃষ্ট্বা যমহুতাশনৌ ॥ ৪২
মহাক্ষোভং সমাস্থায় গজরাজং রুরোহ সঃ।
উদয়াচলসঙ্কাশং সিন্দূরারুণবিগ্রহম্ ॥ ৪৩
ঘণ্টাকিঙ্কিণীশব্দাঢ্যং চামরৈরুপশোভিতম্।
চতুর্দ্দন্তং মহানাগং সুরশক্রভয়াবহম্ ॥ ৪৪
আরুরোহ সুরাধ্যক্ষো বজ্রপাণির্মহাবলঃ।
মাতলিঞ্চ পুরস্কৃত্য বিশ্বেদেবাস্তথাপরে ॥ ৪৫
বৈষ্ণবা[২] বারুণাঃ সৌম্যা ঐন্দ্রাশ্চান্দ্রাস্তথৈব চ ॥ ৪৬
কুবেরো ধনদশ্চন্দ্রো বায়ুর্বরুণ এব চ।
শ্রুত্বা দেবেন্দ্রসংগ্রামং সর্ব্বে তত্র যুযুৎসবঃ ॥ ৪৭
আগতাঃ ক্ষণমাত্রেণ স্বায়ুধোদ্যতপাণয়ঃ।
এবং তে ত্রিদশাঃ শক্র সশক্রাঃ সঙ্গরোৎসুকাঃ।
শ্রুত্বা দেবং স্বয়ং তত্র হ্যাগতো গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৪৮

কালদৈত্য ইহা অবলোকন করিয়া দণ্ডী (বজ্রদণ্ড অথবা অন্য কোন দৈত্য) এবং সর্ব্বগ নামক অসুরের সমভিব্যাহারে মায়ামেঘ সৃষ্টি করিয়া, তাহার জলে, সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিল। মায়াময় জলধারা দ্বারা সেই ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন সৈন্যমণ্ডলী যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। কৃশানুর ক্রোধ-সম্ভূত অপরিমেয় তেজোরাশি কেবল পঙ্ক, শৈবাল, কদলী এবং ইন্দীবর-বর্ষণের কারণ হইল; অর্থাৎ অগ্নি ক্রুদ্ধ হওয়াতে কেবল মায়াময় এই সকল পদার্থ বৃষ্টি হইল, অগ্নি দৈত্যজয় করিতে পারিলেন না। বৈশ্বানর, আপনার সৈন্যগণকে, দণ্ডী প্রভৃতি অসুরের নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজ তেজের অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রের অমরাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন; বলা বাহুল্য, যমও সেই সঙ্গে গেলেন। ইন্দ্র, যম ও অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া মহাক্রোধে ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। ৩৯-৪৩

তখন মহাবল অমরাধিপতি, মাতলিকে অগ্রে করিয়া সিন্দূর-শোণিত-দেহ, ঘণ্টা-কিঙ্কিণী-শব্দশব্দিত, চামরোপশোভিত, চতুর্দ্দন্ত-সম্পন্ন, অসুরভীতি-সম্পাদক পর্ব্বতপ্রতিম মাতঙ্গে, বজ্রহস্তে আরোহণ করিলে, বিশ্বদেব, বরুণের সৈন্য, চন্দ্রের সৈন্য, ইন্দ্র-সৈন্য, বিষ্ণু-সৈন্য দলে দলে এবং স্বয়ং ধনাধ্যক্ষ কুবের, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রের সহিত সমরবৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে স্ব স্ব অস্ত্র হস্তে উদ্যত করিয়া ক্ষণমাত্রে তথায় আসিয়া উপস্থিত

১। চেতনা মৃত্যুদাখোঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। ভল্লাটা ইতি পাঠান্তরম্।

ইন্দ্রস্তু পরমং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দৃষ্ট্বা পপাত চরণে ভক্ত্যা স্তোত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৪৯

ইন্দ্র উবাচ—

নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বদেবময় প্রভো।
শঙ্খচক্রগদাহস্ত বনমালাবিভূষণ ॥ ৫০
শ্রীবাৎসাঙ্ক-মহাকায় কৌস্তুভোরস্কমণ্ডিত।
দেবারিনাশ দেবেশ বেদগর্ভ নমোঽস্তু তে ॥ ৫১
দেবমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ বেদযজ্ঞফলপ্রদ।
ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগতির্দেব ভক্তানাং ভয়নাশন।
সমমিত্রমু্যদাসীনরিপূণাং[১] কুলনাশনঃ।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ পীতবাসো জগৎপতে ॥ ৫২
দানবৈর্বাধিতা দেবাস্ত্বামেব শরণং গতাঃ।
নির্জ্জিতো যমযজ্ঞোঽসৌ বহ্নির্দীপ্তিসমন্বিতঃ ॥ ৫৩
এবং ত্বাং ভগবন্ প্রাপ্তঃ কিং করোমি তদাদিশ।
তথা শ্রুত্বা বচো বিষ্ণুঃ কৃপয়া শক্রভাষিতম্ ॥ ৫৪
প্রোবাচ বিহসন্ দেবো মা ভৈস্তে মম সন্নিধৌ।
যদ্যপি দেবদেবেশ উমাদেহার্দ্ধহারিণঃ ॥ ৫৫
আগতস্তব দেবেন্দ্র তথাপি পরিহণ্যতাম্।
কিন্তু কারণসদ্ভাবং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৫৬

হইলেন। ইন্দ্র। ইন্দ্রপ্রমুখ সেই সব দেবতা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া স্বয়ং গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু তথায় আসিলেন। ইন্দ্র, পরম দেবতা শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারী হরিকে দেখিয়াই ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪-৪৯

ইন্দ্র কহিলেন,—হে সর্ব্বদেবেশ্বর! সর্ব্বদেবময়-প্রভো! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা বিভূষিত! আপনাকে নমস্কার, হে শ্রীবৎস-চিহ্নিত মহাকায়! হে কৌস্তুভ-শোভিতবক্ষঃস্থল! হে দৈত্যসূদন! হে বেদগর্ভ! হে দেবেশ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! বেদ আপনার মূর্ত্তি, আপনি নিরাকার, বেদোক্ত যজ্ঞাদির ফল দান আপনিই করিয়া থাকেন। আপনি ত্রিমূর্ত্তিস্বরূপ। হে ভক্তভয়নাশন! সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই গতিত্রয়ও আপনি। হে শত্রু-মিত্র-উদাসীনে সমদর্শিন্! অসুরকুল-বিনাশক। হে দেবদেবেশ! হে পীতাম্বর! হে জগদীশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন। দানবতাড়িত দেবগণ, আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছে। দানবেরা যুদ্ধে যমকে এবং দীপ্তিশালী বহ্নিকে জয় করিয়াছে। এক্ষণে আপনি আসিয়াছেন; কি করি, আদেশ করুন। বিষ্ণু, ইন্দ্রের কথা শুনিয়া কৃপা করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—আমার নিকটে তোমাদের কোন ভয় নাই। কিন্তু হে দেবেন্দ্র! যদিও উমা-দেহার্দ্ধধারী দেবদেব ঈশ্বর, তোমার পক্ষে আসিয়াছেন, তথাপি এ যুদ্ধ তোমার পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না, এ বিষয়ে বিশেষ কারণ আছে, তাহা শুন। ৫০-৫৬

১। সমমিত্রারিমধ্যস্থ দেবারি ইতি বা পাঠঃ।

বিষ্ণুরুবাচ—

আসীদ্ দুন্দুভিনামাসাবসুরাণাং প্রভুত্তমঃ।
তেন জিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবরপ্রভাবতঃ॥ ৫৭
অজেয়ো ব্রহ্ম-সূর্য্যাণাং যমস্যাস্মাকমেব চ।
তদা নির্জ্জিত্য দেবাংস্তু স্বর্গাচ্চ্যাবয়তে কিল॥ ৫৮
তাবৎ তস্য মহাবাহো ঈশঃ শৈলঙ্গমোঽভবৎ।
তদা পশ্যতি দেবেশীং[১] শঙ্করস্য তনুস্থিতাম্॥ ৫৯
বামভাগে মহারূপাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
তাং দৃষ্ট্বা ক্ষোভমাপন্নঃ কামবিহ্বলচেতনঃ॥ ৬০
দেবীং সমুদ্যতো বক্তুং দেবেন চ স ঈক্ষিতঃ।
ততঃ স সহসা দগ্ধো নেত্রজেনানলেন তু॥ ৬১
দেবদেবস্য কোপেন দানবো ভস্মতাং গতঃ।
সায়ুধঃ সরথঃ ক্রূরঃ সপদাতিঃ সবাহনঃ॥ ৬২
সহসা ভস্মীভূতং তং দৃষ্ট্বা দেবস্ত্রিলোচনঃ।
রক্তপীতাসিতশ্যামা ভস্মাদ্ধরিতমেব চ॥ ৬৩
গৃহীত্বা সিতভস্মেন দেবীঞ্চাপ্যবধূনয়ৎ॥ ৬৪
তস্য হস্তকরাস্ফালা...নাবসানতঃ।
উদ্ধৃতা মহতী বর্ত্তিঃ সর্ব্ববর্ণকভূষিতা॥ ৬৫
তাং তপন্তীং সমালোক্য উমাং দেবনমস্কৃতাম্।
তস্মিন্ সমুদ্ভবচ্ছায়া সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা॥ ৬৬
দ্বিতীয়ং দেবভাগস্তু যাচমানা মহাবলা।
তদা উমা দদৌ শাপং স্মৃত্বা ঘোরং মহাসুরম্॥ ৬৭

পূর্ব্বে দুন্দুভি নামে, অসুরদিগের এক মহারাজ ছিল, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে, দুন্দুভি, সূর্য্য, অগ্নি, যম এবং আমাদিগের অজেয় হইয়াছিল, সকল দেবতাকেই সে পরাজিত করিল। দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট করিল। হে মহাবাহো! এই সময়ে শিব পর্ব্বতবিহার করিতেছিলেন, তখন দুন্দুভি শঙ্কর-শরীরের বামভাগে অবস্থিতা সর্ব্বদেবনমস্কৃতা মহারূপবতী উমাকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইয়া বিহ্বলচিত্তে সেই দেবীকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইবামাত্র, মহাদেব, তাহার প্রতি রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনন্তর, ক্রূরপ্রকৃতি দুন্দুভি দানব, শিবের রোষদৃষ্টিসম্ভূত অনলে, অস্ত্র-শস্ত্র, রথ, পদাতি এবং বাহন সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ৫৭-৬২

ত্রিলোচন দেব, দুন্দুভি দানবকে সহসা ভস্মীভূত অবলোকন করিয়া তাহার রক্ত, পীত, সিত, শ্যামল ভস্ম হইতে সত্বর শুক্ল ভস্ম গ্রহণ করিয়া দেবীকে তাহা মাখাইতে লাগিলেন। ভস্ম মাখান শেষ হইলে, শিবের করঘর্ষণে একটা ভস্মের বড় বর্ত্তি (বাতি) উদ্‌বৃত্ত হইল। তাহা নানাবর্ণে সুশোভিত হইল। সেই বর্ত্তিতে সর্ব্ব লক্ষণলক্ষিত দানবমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবলশালিনী সে মূর্ত্তিও শিবের বামভাগের অর্থাৎ উমার জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেব নমস্কৃতা উমা তাহা দেখিয়া সেই ঘোর মহাসুরকে স্মরণ

১। দেবস্য ইতি বা পাঠঃ।

গচ্ছ পাপ দুরাচার ভূতলং ত্বং মহাবল।
তথারূপো ভবেদ্ঘোরো নীলমেঘসমপ্রভঃ ॥ ৬৮
মহারূপো ভয়ং দত্ত্বা সসুরাসুররক্ষসাম্।
দেবেন তং তদা দৃষ্ট্বা কিমেতদ্ ভবতীকৃতম্ ॥ ৬৯
স এব নির্জ্জিতঃ শত্রুরস্মাকং বধমুদ্যতঃ।
ন যুক্তং শত্রুপক্ষস্য বৃদ্ধিং দাতুং কদাচন।
যশ্চ কারণদ্রব্যাণাং সবিশেষং কৃতং মুদা।
মোচতে কৃপয়া মূঢ়ঃ স এব নিধনং ব্রজেৎ ॥ ৭০
নিপাত্য সাখিলং সর্ব্বং মূলং যস্য ন খন্যতে।
স এব স্যাদ্ বলী ভূয়ো বদরী ইব শোভতে ॥ ৭১
তথা ত্বমপি দুর্ব্বুদ্ধে মমায়ং বিনিপাতিতঃ।
দেবানাং বিঘ্নকর্ত্তা চ ঋষি-ব্রাহ্মণত্রাসকঃ ॥ ৭২
ন যুক্তং দ্বিজদেবানাং শত্রুবর্গস্য বর্দ্ধনম্।
মন্দবুদ্ধে সদা বালে স্ত্রীস্বভাবেন বর্ত্তসে ॥ ৭৩
ইত্যুক্তা শম্ভুনা দেবী ক্রুদ্ধা তমবলোক্য সা।
মদ্ভক্তিপরমো ভূত্বা সর্ব্বদেবান্ জয়িষ্যতি ॥ ৭৪
বিষ্ণুভাবঃ পরো হ্যেষ অবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
কুশদ্বীপপুরাবাসী চন্দ্রশোভাং ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
সপ্ত দ্বীপাঃ সপাতালাঃ সপ্ত লোকাঃ সবাসবাঃ।
এতদাজ্ঞাকরা ভূতা অজেয়োঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৭৬

করিয়া দারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—রে মহাবল! পাপিষ্ঠ দুরাচার! তুই মর্ত্তলোকে পতিত হ। নীলমেঘ-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন ঘোর দৈত্য তদ্রূপেই পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তাহার রূপ দেখিয়া দেব, দানব, কি রাক্ষস—সকলেরই ভয় হইয়াছিল। ৬৩-৬৮

শিব তাহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি এ কি করিলে! সেই শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করিলেই হইত। সেই পরাজিত শত্রুই এখন আমাদের বধের জন্য উদ্যত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের বৃদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি কৃপাবশত শত্রুর শেষ পরিত্যাগ করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় নিধন প্রাপ্ত হয়। সমুদয় বিনষ্ট হইলেও যাহার মূলোৎপাটন করা না হয়, শাদ্বলভূমিতে মূল-মাত্রাবশিষ্ট বদরী-বৃক্ষের ন্যায় কালক্রমে তাহা সুপ্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। তুমিও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই দেববিঘ্নকর্ত্তা, ঋষিব্রাহ্মণত্রাসকারী অসুরের বধের ভার আমার উপরেই নিক্ষেপ করিলে। দেবদ্বিজগণের শত্রুপক্ষ বাড়ান কদাচিৎ উচিত নহে। হে মন্দবুদ্ধে! বালে! স্ত্রীলোকের স্বভাব তোমাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। ৬৯-৭৩।

শিব এই কথা বলিলে ভগবতী বড়ই ক্রুদ্ধা হইলেন, অনন্তর তিনি সেই অসুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—এই অসুর, বিষ্ণুভক্তিবলে, সকল দেবগণকে জয় করিবে এবং অবধ্য হইবে। কুশদ্বীপের চন্দ্রশোভাপুরে ইহার বাসস্থান হইবে। সপ্তদ্বীপা বসুমতী, সপ্তপাতাল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত সপ্তলোক ইহার আজ্ঞাকর হইবে। এই অসুর অজেয় হইবে। শিব, ক্রোধপরতন্ত্রা দেবীর এই অসুরোন্নতিকর অনুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে

নিশম্য বচনং দেব্যা উন্মার্গগতিভাষিতম্ ।
শশাপ রোষমাবিশ্য ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যং গমিষ্যসি ।
তত্র চৈষ দুরাচারঃ পতিত্বং যাচয়িষ্যতি ॥ ৭৭
তথা ক্রোধানলাদীপ্তা সা শপেতাসুরাধিপম্ ।
নীলমেঘনিভাকারং যমমহিষমিবাপরম্ ।
ক্রীড়মানা হনিষ্যামি পঞ্চাননব্যবস্থিতা ॥ ৭৮
উবাচ কুপিতা দেবী দেবোঽপি চ তথৈব তাম্ ।
এবং পূর্ব্বং সুরাধ্যক্ষ শম্ভুনা বজ্রনির্ম্মিতঃ ॥ ৭৯
দুন্দুভের্দেহজো ভূত্বা মম ভক্তিপরায়ণঃ ।
চন্দ্রশোভাপুরাবাসী মদীয়ার্চ্চাসদোদ্যতঃ ॥ ৮০
তস্যেদং শাসনং প্রাপ্তং ব্রাহ্মণৈরপি দুঃসহম্ ।
কিং পুনঃ সর্ব্বযত্নেন সবলো যদি দানবঃ ॥ ৮১
আগতো ঘোরনামাসৌ রুদ্রাদীনপি সংহরেৎ ॥ ৮২
তচ্ছ্রুত্বা তু হরের্বাক্যং কিং করোমি প্রভো বদ ।
ত্বয়া দত্তং মম স্বর্গং যজ্ঞাঃ সর্ব্বাশ্চ রক্ষিতাঃ ।। ৮৩
ইন্দ্রাণাং ত্বং প্রভুঃ স্বামী দেবানাং ত্বঞ্চ পালকঃ ।
ইত্যুক্তে বদতে বিষ্ণুং শৃণু শক্র সমাহিতঃ ।
তত্রাগতো মহাবুদ্ধির্বাচস্পতি র্বৃহস্পতিঃ ॥ ৮৪

বৃহস্পতিরুবাচ—

যস্য শাসনমাত্রেণ সর্ব্বে দেবাঃ সভাস্করাঃ ।
শমিতা বসুযুক্তাশ্চ[১] বারিণা ইব পাবকঃ ॥ ৮৫

দেবীকে অভিশাপ দিলেন, তুমিও মর্ত্ত্যবাসিনী হইবে ; তখন এই দুরাচার দৈত্য তোমার পতি হইতে উদ্যত হইবে। ৭৪-৭৭

তখন দেবী, ক্রোধে প্রজ্বলিতা ও আরক্তমুখী হইয়া, সেই অসুরেন্দ্রকে শাপ দিলেন,—এমন হইলে আমি সিংহারূঢ়া হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে, অপর যমন্যায়, নীল-মেঘসঙ্কাশ এই দৈত্যকে বিনষ্ট করিব। এইরূপে, শিব-কোপিতা দেবী অসুরকে অভিশাপ দিলেন, শিবও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে অভিশাপ দিলেন। হে সুরেন্দ্র! শিবকর্ত্তৃক ভস্মদ্বারা নির্ম্মিত এবং দুন্দুভির দেহ-সম্ভূত, চন্দ্রশোভা-পুরবাসী এই অসুর আমার ভক্ত এবং আমার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। তাহার আদেশ ব্রাহ্মণদিগেরও পালনীয়। এখন ত সেই ঘোর দৈত্য, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রকার যত্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন সে রুদ্রাদিকেও সংহার করিতে পারে। ৭৮-৮২

বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! আমি কি করিব বলুন। আপনি আমাকে স্বর্গরাজ্য দিয়াছেন, আপনিই যজ্ঞরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি ইন্দ্রগণের প্রভু, দেবগণের স্বামী এবং পালক। ইন্দ্র, এই কথা বলিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র! একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৮৩-৮৪

ইত্যবসরে মহাবুদ্ধি বাচস্পতি বৃহস্পতি, উপস্থিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন,—যাহার শাসনমাত্রে সূর্য্য অথবা যম প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ, জলধারায় অগ্নির

১। বলযুক্তাপি ইতি পাঠান্তরম্।

তস্য কঃ শক্যতে যুদ্ধে সবলস্য নিপতিতম্ ।
ব্রহ্মা বা যদি বা রুদ্রঃ সামনয়বিবর্জ্জিতঃ ।
অজেয়ঃ সর্ব্বদেবানামেতদ্দত্তং ত্বয়া প্রভো ।
উময়া তচ্চ পূর্ব্বে চ সর্ব্বদেবারিকণ্টকঃ ॥ ৮৬
সর্ব্বাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা চ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ ।
তথা ভক্তিপরা দেব তথা ভার্য্যা পতিব্রতা ॥ ৮৭
লোকপালঃ প্রজাপালো ধর্ম্মবর্ত্ম্যবস্থিতঃ ।
তথা প্রভূতভূপালাঃ কোটিকোটিগুণাহতাঃ ॥ ৮৮
দন্তিনাং যস্য মত্তানামশ্বানাঞ্চ চতুর্গুণাঃ ।
ঐরাবতসমাঃ সর্ব্বে সচলা ইব ভূধরাঃ ।
নারায়ণাস্ত্র-ব্রহ্মাস্ত্র-শৈবাশ্চান্যেঽথ বারুণাঃ ।
তস্য এবংবিধঃ শত্রোর্বিনাশঃ কেন ক্রিয়তে ।
দেশকালক্রমঞ্চাপি একাঙ্গং প্রতিভাষতে ॥ ৮৯
মুক্তস্ত্রাসকৃতৈর্দোষৈঃ ক্রোধজৈশ্চ তথৈব চ ।
একাদীন্ সপ্ত যো বেত্তি স গুণী গুণিনাং বরঃ ॥ ৯০
অশ্বমহিষমার্জ্জার-আখুকাকোলূকং যথা ।
ন যুদ্ধং শ্রেয়সে দেব উরগা নকুলৈঃ সহ ॥ ৯১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মোপদেশে বৃহস্পতি-বাক্যানি
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ন্যায়, সসৈন্যে নির্ব্বাপিত হইয়াছেন, সৈন্য-সমন্বিত সেই অসুরকে যুদ্ধে নিপাতিত করা কাহার সাধ্য? হে প্রভো! ভগবন্! আপনিই বর দিয়াছেন, কোন দেবতা, এমন কি, ব্রহ্মা এবং শিবও সেই আপনার ভক্ত দৈত্যকে জয় করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে দুর্গাও এই বর তাহাকে দেন। সেই দৈত্য সর্ব্বধর্ম-পরায়ণ, সর্ব্বাস্ত্র-তত্ত্ববেত্তা এবং সর্ব্ব দেব-রাক্ষসাদির বিজেতা; তাহার ভার্য্যাও পতিব্রতা। হে প্রজারক্ষক! ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া সে, লোক পালন করিতেছে। কত কোটী কোটী বলবিক্রমসম্পন্ন রাজগণকে সে বিনষ্ট করিয়াছে। তাহার উত্তমালঙ্কারভূষিত দৃপ্ত অশ্বসমূহ এবং তাহার চতুর্গুণ ঐরাবত সদৃশ সুশোভিত, মত্ত গজরাজি, জঙ্গম পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, শৈবাস্ত্র এবং বরুণাস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র তাহার আছে। এরূপ শত্রুর বিনাশ করিতে কে পারে? সেই দৈত্য দেশ, কাল এবং ক্রম অনুসারে কথা কয়, একের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেকথা অসমাপ্ত রাখিয়া অপরের সহিত কথা বলে না। কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসন তাহার নাই। সে গুণিশ্রেষ্ঠ অসুর, সপ্ত অঙ্গের প্রত্যেকটীর বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছে। মহিষের সহিত অশ্বের, মার্জ্জারের সহিত ইন্দুরের, কাকের সহিত উলূকের কিংবা নকুলের সহিত সর্পের যুদ্ধ করা যেমন শ্রেয়স্কর নহে, তদ্রূপ এ যুদ্ধও দেবগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। ৮৫-৯১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

সত্যমেব মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতিবচস্পতে।
ত্বমেবং বেদিতুং যোগ্যঃ সর্বন্যায়বিবেচকঃ ॥ ১
শম্ভুগীতা নয়া যস্য ঔশনাশ্চ তথা নিজাঃ।
মদীয়া ব্রহ্মগীতাশ্চ বেত্তি যঃ স বচস্পতিঃ ॥ ২
ত্বয়া ইন্দ্রস্য নাথেন সচিবেন তথাত্মনা।
কো ন বাধয়িতুং শক্যঃ শূলপাণিরপীহয়া[১] ॥ ৩
সর্বগুণপ্রধানা যে দুর্ব্বিজ্ঞেয়া মহাত্মভিঃ।
যোগিভিঃ ষড়্গুণা এব মন্ত্রিভিঃ সন্ধিবাদিতঃ ॥ ৪
বিভিন্না সন্ধিসন্ধানে সমদোষাশ্চ বাধয়ঃ[২]।
সন্ধত্তে সমতে যস্তু সচিবং ভিষজৌ বরৌ ॥ ৫ ॥
ত্বং ত্রিকালনয়ং বেত্তা সর্ববিদ্যাবিশারদঃ।
বদাস্য যদ্ভবেদ্ যুক্তং সুররাজস্য সত্তম ॥ ৬

বৃহস্পতিরুবাচ—

দেবদেব সুরাধ্যক্ষ শঙ্খচক্রগদাধর।
ত্বদীয়া মে মতির্ভদ্রা ন নিজাসুরনাশন ॥ ৭
তবানুভাবো দেবেশ তব প্রত্যক্ষতো বয়ম্।
যদ্ বদামো মহাত্মানং ধৃষ্টা কুলবধূরিব ॥ ৮
তব বাচো গুণাবিষ্টা নিষ্ক্রামন্তি স্ম মন্মুখাৎ[৩]।
তথাপি কিঞ্চিদ্দেবেশং হিতাহিতকরং প্রভো ॥ ৯

ভগবান বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, বাচস্পতি বৃহস্পতে! তুমি সকল ন্যায্য বিষয় বিচারে নিপুণ, তুমিই এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছ। তুমি শিবগীতা, ব্রহ্মগীতা, মদীয় গীতা, শুক্রগীতা এবং তোমার নিজগীতা সম্পূর্ণ অবগত আছ, এইজন্য তুমি বাচস্পতি। হে মহাত্মন্। তুমি ইন্দ্রের সাধক এবং পরিচালক থাকিলে, কাহাকে না পরাজিত করিতে পার? বোধ হয়, সাক্ষাৎ শূলপাণিকেও আয়ত্ত করিতে পার। রাজনীতির সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণ, সর্ব্বগুণপ্রধান; মহাত্মা যোগিগণের পক্ষেও তাহা দুর্জ্ঞেয়, মন্ত্রিগণের তাহা জানিতে হয়। সন্ধি-সন্ধানের বিভিন্ন প্রণালী এবং সমদোষ-সম্পন্ন ব্যাধিগণের বিষয় যাহারা শাস্ত্রানুসারে ঠিক জানে, সেই মন্ত্রী এবং সেই বৈদ্যই প্রধান। হে সত্তম! তুমি কালানুসারিণী নীতি অবগত আছ, তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ; এই সুররাজের পক্ষে এখন যা কর্ত্তব্য তাহা বল। ১-৬

বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরাধ্যক্ষ শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেব! আমার যে বুদ্ধি, তাহা আপনারই। হে অসুরনাশন! আমার নিজের বুদ্ধি কিছুই নাই হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! ধৃষ্টা রমণী কুলবধূকে যেমন কোন কথা বলে, তদ্রূপ, আমরা আপনার প্রত্যক্ষে যে কিছু বলিতেছি, তাহা আপনারই প্রভাব,

---

১। শূলপাণিরপীহ চ ইতি পাঠান্তরম্।
২। চাধয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। তন্মুখাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

তবাজ্ঞাকারিণো ভূত্বা সুখমিচ্ছন্ দিবৌকসঃ।
তিষ্ঠন্তু তস্য বাচায়াং যাবদ্দেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ১০
তোষয়িত্বা ভবান্ দেবীং বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীম্।
এবং তে মন্ত্রয়িত্বা তু শক্রো বিষ্ণুর্বৃহস্পতিঃ।
নারদং প্রেষয়ামাসুর্বজ্রদণ্ডস্য শাসনে ॥ ১১

বিষ্ণুরুবাচ—

ত্বং দেবর্ষে বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র মহাতপঃ।
গত্বা বদস্ব তং পাপং ঘোরপুত্রং সুরারিণম্ ॥ ১২
গতবান্ বিষ্ণোরাদেশান্নারদো যত্র সোঽসুরঃ।
তমায়ান্তমৃষিং দৃষ্ট্বা কালো বজ্রশ্চ পূজ্য তৌ ॥ ১৩

নারদ উবাচ—

তব ঘোরসুত বজ্র সকালস্য মহাবল।
শাসনে সংস্থিতা দেবা দেবী কান্তকরা চ তে ॥ ১৪
কং পুনঃ শতযষ্টা বা ব্রাহ্মণো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১৫
ভুঙ্ক্ষ স্বর্গং মহীং যাবদ্দেবদেবী তবান্তকৌ।
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রাগ্নিদেবস্য শাসনং ঘোরজং দিবি।
কৃত্বা বৃহস্পতির্বিষ্ণুর্জগ্মুর্যত্র পিতামহঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে হরিবৃহস্পত্যো ব্র্হ্মসদনপ্রাপ্তি র্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

আপনার গুণ-প্রেরিত বাক্যই আমার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। প্রভো! তথাপি আপনার আদেশে হিতাহিতবিষয়ক কিঞ্চিৎ উপদেশ করিতেছি। দেবতারা যদি সুখাভিলাষী হন্, তু আপনার আজ্ঞাকারী হইয়া তাবৎ অবস্থিতি করুন, যাবৎ আপনি ত্রিলোচন দেব এবং বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবীকে সন্তুষ্ট না করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু এবং বৃহস্পতি এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া বজ্রদণ্ডকে উপদেশ করিবার জন্য নারদকে পাঠাইলেন। ৭-১১

বিষ্ণু, নারদকে কি বলিতে হইবে বলিয়া দিয়া বলিলেন,—হে দেবর্ষে! হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মনন্দন! তুমি মহাতপস্বী; পাপিষ্ঠ দৈত্য ঘোর-পুত্রকে এই সব কথা বলিবে গিয়া। যথায় ঘোর-পুত্র বজ্রদণ্ড প্রভৃতি অবস্থিত ছিল—বিষ্ণুর আদেশে নারদ তথায় যাইলেন। ঋষিকে সমাগত দেখিয়া ঘোরপুত্র কাল এবং বজ্র, তাঁহাকে পূজা করিল। ১২-১৩

নারদ বলিলেন,—হে ঘোরপুত্র! মহাবল বজ্র এবং কাল! দেবগণ তোমাদিগের শাসনে অবস্থিত হইলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতী তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন। যখন দেবতারা তোমাদের শাসনে অবস্থিত হইলেন, তখন বিষ্ণুতৎপর শতযজ্ঞযাজী ব্রাহ্মণেরাও যে তোমাদের শাসনে অবস্থিত, ইহা বলাই বাহুল্য। তাবৎ স্বর্গ ভোগ কর, যতদিন তোমাদিগের বিনাশকারী উমা ও মহেশ্বর পৃথিবীতে গমন না করেন। সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাইলে, ষষ্ঠী তিথিতে স্বর্গে ঘোর দৈত্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। তার পর বিষ্ণু এবং বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। ১৪-১৬

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

নমস্তে বিশ্বরূপেশ বিশ্বভাব নমোঽস্তু তে।
সর্ব্বদেবময় শ্রীমন্ বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ ১
ভূতভব্যভবিষ্যাণাং কারণাকারণে নমঃ।
অনাদিরাদিমধ্যান্তপরকারণকারণ।
ভবিষ্যরূপসদ্ভাব মৎস্যরূপ নমোঽস্তু তে॥ ২
ধাত্রীধরণকূর্ম্মেশ বরাহ নরসিংহরাট্।
সর্ব্ববেদপতে বেদ্য বেদান্তান্ত নমো নমঃ॥ ৩
বামনায় নমস্তুভ্যং রাম রাম নমো নমঃ।
বাসুদেব নমস্তুভ্যং কৃষ্ণদেহ নমো নমঃ॥ ৪
শুদ্ধসদ্ভাবভাবায় শুদ্ধবুদ্ধতনুস্তব।
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত রক্তবাসো নমোঽস্তু তে॥ ৫
অশ্বারূঢ় মহাবাহো কলিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
দিগম্বরধরো দেব শূদ্রধর্ম্মপ্রবর্ত্তক॥ ৬
ম্লেচ্ছবর্গকুলোচ্ছেদ নমস্তে কল্কিরূপিণে।
যুগান্তযুগ-উৎপত্তি-যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক॥ ৭
নমস্তে দেবদেবেশ ঈপ্সিতার্থপ্রদায়ক।
যদিচ্ছামি ভবেৎ ত্বত্তো মম দেব তথৈব চ॥ ৮
মম কার্য্যেষু কার্য্যাণামীপ্সিতানাং সুরোত্তম।
ভবিষ্যাণাঞ্চ বস্তূনাং সাহায্যং কুরু কেশব॥ ৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে বিশ্বরূপ! হে ঈশ্বর! আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্বভাবন্! সর্ব্বদেবময়! শ্রীমন্ বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার। হে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কারণ! হে কারণবর্জ্জিত! আপনাকে নমস্কার। আপনি অনাদি, আদি, মধ্য এবং অন্তের যাহা পরম কারণ, আপনি তাহারও কারণ। হে ভবিষ্যরূপ! হে বর্ত্তমানস্বরূপ! হে মৎস্যরূপিন্! আপনাকে নমস্কার। ১-২

আপনি কূর্ম্মরূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, আপনি বরাহরূপী এবং নৃসিংহরূপী; হে সর্ব্ববেদপতে! হে বিজ্ঞেয়! বেদান্ত-প্রতিপাদ্য! আপনাকে নমস্কার। হে পরশুরাম! আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীরাম! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম! আপনাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণদেহধারিন্! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৩-৪

হে, রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত! হে শুদ্ধসদ্ভাব! হে শুদ্ধ! হে রক্তবস্ত্রপরিধান! বুদ্ধমূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার। হে কলিধর্মপ্রবর্ত্তক! হে দিগম্বররূপিন্! হে শূদ্র ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক! হে মহাবাহো! আপনি অশ্বারূঢ় হইয়া ম্লেচ্ছকুল নির্ম্মূল করিয়া থাকেন, হে কপিনেত্র! আপনাকে নমস্কার। আপনি যুগান্ত সময়ে আবির্ভূত হইয়া যুগোৎপাদন এবং যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ৫-৭

হে ইষ্টসিদ্ধিকারিন্! দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব!

ততস্তুষ্টো মম বিষ্ণুঃ পুরা আসীৎ সুরাধিপ।
বরদোঽভূদ্ যথাকামং সাহায্যমীপ্সিতেষু চ॥ ১০
এবং যো বৈষ্ণবং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় ভাবয়েৎ।
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যাকালে চ তস্যেচ্ছা কামসিদ্ধিদা॥ ১১
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং সুখার্থী সুখভাগ্ ভবেৎ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে
বিষ্ণুস্তবঃ সমাপ্তঃ॥

ব্রহ্মোবাচ—

ময়া পূর্ব্বে চ ত্বং দেবা উক্তমাসীজ্জনার্দ্দন!
অসুরাণাং বরঃ শ্রেষ্ঠো ন দেয়ো মধুসূদন॥ ১
লব্ধবরা মদোদ্রেকাদসুরাঃ সুরবাধকাঃ।
ভবন্তি দেবদেবানাং দ্বিজযজ্ঞবিনাশকাঃ॥ ২
তথাপ্যেবং মহাবাহো বিনাশায়াসুরস্য চ।
চিন্ত্যতাং ব্রহ্মন্ গোবিন্দো বাচস্পতির্বৃহস্পতিঃ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

ত্বমেব সর্ব্ববেত্তাসি তথাপি সুরসত্তম।
কার্য্যগতস্তু বক্তব্যং নহি দোষস্ত্রিবিক্রমম্॥ ৪

আমি যে কার্য্য ইচ্ছা করি, আপনার প্রসাদে আমার তাহাই সম্পন্ন হয়। হে সুরোত্তম! এইরূপ অভিলষিত ভবিষ্যৎ কার্য্যসমূহ সম্পাদনেও আপনি সাহায্য করিবেন। হে ইন্দ্র![১] পূর্ব্বকালে বিষ্ণু, এই স্তবের পর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আমারই ইচ্ছামত বর আমাকে প্রদান করিলেন। অভিলষিত কার্য্যের সাহায্য করিতেও স্বীকৃত হইলেন। যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে উঠিয়া এবং মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই এই বিষ্ণুস্তব চিন্তা করে, তাহার অভীষ্টসিদ্ধি ইচ্ছামাত্রেই হয়। এই স্তোত্র ভাবনা করিলে, পুত্রার্থীর পুত্রলাভ, ধনার্থীর ধনলাভ এবং বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ ও সুখার্থীর সুখলাভ হয়। ৮—১২

বিষ্ণু-স্তব সমাপ্ত হইল।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জনার্দ্দন মধুসূদন দেব! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, অসুরদিগকে শ্রেষ্ঠ বর দিবেন না। অসুরেরা দেবদেবগণের নিকট বরলাভে মত্ত হইয়া, দেবগণের পীড়া দেয়, আর দ্বিজবিনাশ ও যজ্ঞবিনাশ করে। গোবিন্দ এবং বৃহস্পতি বলিলেন,—তাহা হইলেও হে মহাবাহো! ব্রহ্মন্! অসুরবিনাশের উপায় এক্ষণে চিন্তনীয়। ১-৩

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে সুরসত্তম! আপনি সকলই জানেন, কার্য্যতঃ

১। মনে থাকে যেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকটে ঘোর দৈত্যের উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। সাবেক নিয়ম আছে, কখন কখন আপনাকেও আর একজনের ন্যায় বোধ করিয়া দেওয়া। যেমন,—গ্রন্থকার নিজে লিখেন; "অমুক, এই গ্রন্থ করিতেছে", তদনুসারে, ব্রহ্মাও বলিতে পারেন "ব্রহ্মা বলিলেন" কি, "তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গেলেন" ইত্যাদি।

তদ্ভবেৎ তৎপুরাকল্পে ভৌত্যে মন্বন্তরে হরে।
দেবদেবো মহাদেবো যোঽসৌ পরমকারণঃ ॥ ৫
সর্ব্বগঃ সর্ব্বব্যাপী চ অনাদিনিধনঃ শিবঃ।
তস্যেচ্ছার্থং সুরাধ্যক্ষ স্থিতৌ পালয়িতা প্রভুঃ ॥ ৬
সুতঃ কালাগ্নিরুদ্রস্য রুদ্রপাষাণমূর্দ্ধনি।
তস্মিন্ হালাহলো নাম মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৭
উপনেতাত্মজং ঘোরং দ্বিতীয়মিব পাবকম্।
তৎ সংপ্রেক্ষ্য তদা দেব মুদ্গরেণ হতং ত্বয়া ॥ ৮
প্রবুদ্ধোঽসৌ তদা বহ্নিঃ শুদ্ধক্রোধেন দীপিতঃ।
তস্য নিশ্বাসজা জ্বালা নির্গতাস্তু দিশো দশ ॥ ৯
তদা ত্বং মোহসম্পন্নো মম শঙ্কা তদাভবৎ।
ময়া সংস্তুতো রুদ্রঃ খট্বাঙ্গকরভাস্বরঃ ॥ ১০
স চ কারণসম্ভাবো ধ্যানসিদ্ধিবরপ্রদঃ।
প্রেষয়ামাস চামুণ্ডাং কালানলসমপ্রভাম্ ॥ ১১
রক্ষণায় তবাস্মাকং হুতাশনশমায় চ।
সা ত্রায় ক্ষণমন্ত্রেণ সা চ জ্বালা শমং গতা।
তদাসৌ বদতে দেব হালাহলহুতাশনঃ ॥ ১২
কথ্যতাং কারণং বিষ্ণো যেনাহং তাড়িতস্ত্বয়া।
ত্বয়াপি যাচিতো দেব জয় মেঽস্তু তদাবহ[1] ॥ ১৩
পূর্ণঃ সংবর্ত্ততে কালো মাং ব্রহ্মস্য চ পাবক।
তেন বোধিতবান্ রুদ্রো যোঽসৌ কালাগ্নিবিশ্রুতঃ ॥ ১৪

উপস্থিত বিষয় সকলেরই বক্তব্য। হে ত্রিবিক্রম! তাহাতে দোষ হয় না। হে হরে! পূর্ব্বকল্পে ভৌত্য মন্বন্তরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। হে সুরাধ্যক্ষ! যিনি সেই পরম কারণ, অনাদিনিধন, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বব্যাপী, দেবদেব! মহাদেব শিব, তাঁহার ইচ্ছায় আমরা উভয়ে প্রজাপালন করিতাম, আর কালাগ্নি রুদ্র বজ্রময় পর্ব্বত-মস্তকে অবস্থিত ছিলেন। তথায় হালাহল নামে কালাগ্নিরুদ্রের পুত্র হয়। হালাহল, মহাবল পরাক্রান্ত ও দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় ঘোরতর। হে দেব! তখন তুমি তাহাকে দেখিয়া মুদ্গরাঘাত কর। তাহাতে হালাহল অগ্নিরূপে প্রকাশিত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন! তদীয় নিশ্বাস সম্ভূত বহ্নিশিখা দশদিকে প্রধাবিত হইল। তখন আপনার মোহ হইল, আমার বড়ই আশঙ্কা হইল। আমি খট্বাঙ্গধারী জ্যোতির্ম্ময় রুদ্রকে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করি। সেই কারণ ধ্যাতা এবং সাধকের বরপ্রদাতা রুদ্র, আপনার ও আমাদিগের রক্ষার জন্য এবং অগ্নিপ্রশমনের জন্য কালানল-সদৃশী চামুণ্ডাদেবীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ক্ষণমাত্রে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া বহ্নিশিখার সহিত মিলিত হইলেন। হে দেব! তখন হালাহল হুতাশন বলিয়াছিলেন—হে বিষ্ণো! আমাকে যে আঘাত করিলেন, ইহার কারণ কি বলুন। আপনি তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ অনুনয় করিলে হালাহল আর কিছু না বলিয়া যথায় পূর্ণ কালাগ্নি অবস্থিত, তথায় গমন করিলেন। তারপর সেই বিখ্যাত কালাগ্নি-রুদ্রকে পুত্র হালাহল সকল কথা বলিলে,

১। জগাম তং হুতাবহঃ ইতি পাঠান্তরম্।

বদতে কারণং ব্রূহি যেন ত্বং মম ক্ষোভকঃ।
বিষ্ণুস্ত্বমাগতো দেব জগতো দহনায় চ ॥ ১৫
উত্থিতস্তাবৎ কালাগ্নির্মহাজ্বালৌঘ-ভাস্বরঃ।
শমিতস্তস্য দেব্যা যঃ প্রতাপঃ পুনরেব সঃ ॥ ১৬
তদা ত্বয়া মহাদেব জ্ঞাত্বা শক্তিং মহাবলাম্ ॥ ১৭
জগদুৎপত্তিপালায় নিধনায় স্বয়ং পুরা।
তুতোষ পরয়া ভক্ত্যা স্তবেনানেন মাধবঃ ॥ ১৮

বিষ্ণুপিতামহাবূচতুঃ—

নমস্তে কালজ্বালৌঘ-ঘোরদীপ্ত-প্রশামতি।
নীলস্যন্দ-মহাকাল-নবমেঘ-প্রভাবতি ॥ ১৯
রক্তসিন্দূর-কিঞ্জল্ক-বিদ্রুমাকারভাবতি।
পীতপদ্মারুণহেম-সর্ব্বাকারাবিভাবতি ॥ ২০
শ্বেতশঙ্খাব্ধিক্ষীরাভ্রহিমকুন্দবিভাবতি।
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারি-রুদ্রমূর্ত্তিপ্রভাবতি ॥ ২১
ব্রহ্মবিষ্ণুযমশক্রচন্দ্রসূর্য্যবিরোধকি।
ঈশরক্ষোঽনিলতোয়-মনলাত্মনমস্কৃতে ॥ ২২
একধা বহুধা ত্বঞ্চ দশধা শতধা শিবা।
পুনরুক্তপদার্থার্থ-বহুকারণকারকি ॥ ২৩
কালপাশমহামায়া[১] বধবন্ধনমোচকি।
সুরাসুরনরসিদ্ধ-নানাভাবপ্রবর্ত্তকি ॥ ২৪

তিনি আসিয়া আপনাকে বলিলেন,—আপনি বিষ্ণু হইয়াও যে আমার ক্ষোভজনক হইলেন, ইহার কারণ বলুন এই বলিয়া কালাগ্নি-রুদ্র মহাজ্বালামাল্য ভাস্বরমূর্ত্তিতে জগৎ দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পুনরায় তদীয় সেই প্রতাপও দেবীই নির্ব্বাণ করেন। হে পরম দেব! তখন আপনি শক্তিকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সমর্থা মহাবলা বলিয়া বুঝেন। তারপর হে মাধব! আমরা সেই পরমাদেবীকে পরম ভক্তিসহকারে এই স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলাম। ১-১৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন, অর্থাৎ আমরা দুইজনে বলিলাম,—হে কালাগ্নি-রুদ্রজ্বালামালা-ঘোরতেজঃপ্রশমনকারিণি! হে বর্ষণোন্মুখ-নবনীল-জলধর-প্রভাশালিনি আপনাকে নমস্কার। হে পীত, রক্ত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণ-সমুজ্জ্বলে! হে শঙ্খ-ক্ষীরসাগর হিম-কুন্দচন্দ্রবৎ শুক্লপ্রভাবতি! হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-যম-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য-প্রকাশকারিণি! হে ঈশরক্ষিণি! হে অনলানিল! বরুণ-আত্মনমস্কৃতে! আপনাকে নমস্কার। ১৯-২২

হে শিবে! আপনি, একধা, বহুধা, দশধা এবং শতধা, পদার্থের বাহুল্য সম্পাদন করিতেছেন. আপনি পদার্থসমূহের কারণের কারণ স্বরূপ। মহা-মায়াময় কালপাশবন্ধন ও বধ হইতে মুক্তিপ্রদায়িনি! সুরাসুর, নর এবং সিদ্ধ প্রভৃতির নানা ভাবপ্রবর্ত্তনা আপনা হইতে হইয়াছে। ২৩-২৪

১। মহাপাশ ইতি পাঠান্তরম্।

পশুমৃগপক্ষিতির্য্যক্-তৃণমানুষবর্ত্তিকি।
ব্রহ্মপ্রজেশসোমশ্চ যক্ষঃরক্ষঃপিশাচকি ॥ ২৫
গন্ধর্ব্বভাবভাবেষু ত্বঞ্চ দেবি পরাবরে।
লবস্যন্দত্রুটিমেষ-মুহূর্ত্ত অথ কাষ্ঠাসু ॥ ২৬
কলাযামার্দ্ধযামেষু সন্ধ্যাবাসররাত্রিষু।
পক্ষমাসঋতুদ্বিত্রি অয়নেষু সমেষু চ ॥ ২৭
মানবান্ দেবশত্রূণাং ব্রহ্মাদ্যস্মাকজন্তুষু।
কল্পকল্পমহাকল্প উৎপত্তিস্থিতিহেতুষু ॥ ২৮
দৈবপুরুষসদ্ভাব-মন্ত্রশক্তিভবেষু চ।
বিদ্যাবেদনবেত্তারি-বেদবেদান্তবাদিষু[১] ॥ ২৯
মন্ত্রতন্ত্রজ্বরঘোরভূতকুষ্মাণ্ডজাতিষু।
শব্দপ্রমাণসিদ্ধান্ত-সাংখ্যযোগাগমেষু চ ॥ ৩০
জ্যোতির্ব্বেদাদি-শাস্ত্রেষু কালগারুড়মাদিষু।
রস অন্যক্রিয়াবাদ-সরিৎসাগরমধ্যসু ॥ ৩১
সর্ব্বগা সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বভাবপ্রবর্ত্তককি।
ন হি শক্যা গুণা দেবি তব বক্তুং সমাদিষু ॥ ৩২
নিত্যৈব ভাব্যতে সর্ব্বা কৃতকৃত্যস্য কীর্ত্তনা।
স্তোতা ত্বঞ্চ স্তুতিস্ত্বঞ্চ বেত্তা ত্বং বেদনী চ ত্বম্ ॥ ৩৩
কোঽয়ং স্তোতা স্তবঃ কস্য ক্রিয়তে বাক্প্রলাপনম্।
এবম্ভূতার্থভব্যৈস্ত ভবিষ্যৈঃ পৌরুষৈস্তথা ॥ ৩৪

পশু, মৃগ, পক্ষী, তির্যগ্‌জাতি, তৃণ এবং মানুষ আপনারই সৃষ্ট। হে কার্য্যকারণরূপে দেবি! ব্রহ্মা, প্রজাপতি, শিব, অষ্টবসু, ইন্দ্র, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ সকলের ভাবেই আপনি অধিষ্ঠিতা! হে দেবি! আপনি লব, স্পন্দ, ত্রুটি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, কাষ্ঠা, কলা, যাম, অর্দ্ধযাম, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অনয় এবং বৎসরের অধিষ্ঠিতা। ২৫-২৭

হে ভদ্রকালি! হে মহাকালি! আপনি মানব, দানব—অধিক কি, ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীতে কল্পে ও মহাকল্পে উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারহেতু পরমপুরুষে, দৈব পুরুষকারে, মন্ত্রশক্তি বিদ্যা জ্ঞানাজ্ঞাতা এবং বেদবেদান্ত-বাদি-জনগণের মন্ত্র, তন্ত্র, ঘোরতর ভূতজাতি ও কুষ্মাণ্ডজাতিতে বেদান্ত, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, আগম, জ্যোতিশাস্ত্র, বেদাদিশাস্ত্র, গারুড়াদিশাস্ত্র এবং তত্তৎশাস্ত্রবাদি-জনগণে, রসক্রিয়া খনিকর্ম্মাদিজ্ঞাপক শাস্ত্রে নদী, সমুদ্র, এবং মধু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যে অধিষ্ঠিতা। ২৮-৩১

আপনি সর্ব্বগামিনী সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বভাবপ্রবর্ত্তিনী। হে দেবি! গুণাবলী বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নহে। আপনাকে নিত্য বলিয়াই ভাবনা করা যায়। আপনার সম্বন্ধে সকল কথাই পুনরুক্ত; সকলকার্য্যই আপনার কৃত। আপনি স্তোতা, আপনি স্তুতি, আপনি ছেদ, আপনি ছেদনী আপনা ব্যতীত স্তবকর্ত্তাই বা কে? কাহারই বা স্তব করা যাইতেছে? এই স্তব বাক্‌প্রপঞ্চমাত্র। এইরূপ

১। পক্ষমাসেত্যাদিবেদান্তবাদিষিত্যন্তসার্দ্ধপদ্যদ্বিতয়স্থানীয়ং "ভদ্রকালি মহাকালি হত দেবি পরেষু চ" ইতি পদ্যার্দ্ধং ক্বচিলভ্যতে।

দেব্যুবাচ—

তুতোষ পরমা দেবী বরদা চ অভূদ্বয়োঃ।
কৃষ্ণ ব্রহ্মন্ বরং যাচ তুষ্টাহমুভয়োরপি ॥ ৩৫
তদা ত্বহঞ্চ সঞ্চিন্ত্য সহায়া ভব সুব্রতে।
যেষু যেষু চ কল্পেষু মন্বন্তরযুগেষু চ ॥ ৩৬
তেষু তেষু তথা দেবি যৎ যস্মাৎ কো ভবিষ্যতি।
কর্ত্তৃত্বে স্থাপনে নাশে তৎ ত্বং নিষ্পদাতে যথা ॥ ৩৭
তত্তথেতি চ সা উল্কা পরে চ পরতা হ্যভূৎ।
কালেন স্তবমাকর্ণ্য ফলঞ্চ স্তবতে কৃতম্ ॥ ৩৮
ইদং যশ্চর্চ্চিকাস্তোত্রং ব্রহ্মবিষ্ণুবিনির্ম্মিতম্।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষো বা ঋষির্বিপ্রোঽথ ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ৩৯
বৈশ্যঃ শূদ্রোঽবলা বাপি ভক্তিতঃ সম্পঠিষ্যতি।
শৃণুয়াচ্চিন্তয়েদ্বাপি সর্ব্বার্থান্ প্রাপয়িষ্যতে।
ন গ্রহা ন চ কুষ্মাণ্ডা ন ভূতা ন চ রাক্ষসাঃ ॥ ৪০
পিশাচাঃ পূতনানন্দা নাগাঃ সর্পাশ্চ গোননা[১]।
বালজা ভূতজা যে চ গ্রহা দুষ্টা মহাবলাঃ ॥ ৪১
শমং যাস্যন্তি রোগাশ্চ বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।
স্থাবরাঃ কৃত্রিমা ভৌমা[২] বিষা দন্তনখোদ্ভবাঃ ॥ ৪২
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ প্রণশ্যন্ত্যবিচারণাৎ।
পাতকাশ্চ শমং যান্তি ব্রহ্মঘাতাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩
গুরুপিতৃসুহৃদ্বন্ধু-মাতাবালাবলাবধম্।
পাতকং শমতে ভক্ত্যা শ্রবণাল্লভতে ফলম্ ॥ ৪৪

প্রভাবশালিনী এবং পশ্চাৎ বর্ণিত পরাক্রমসম্পন্না পরমা দেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। ৩২-৩৪

দেবী বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে ব্রহ্মন্! তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন আপনি ও আমি চিন্তা করিয়া কহিলাম, হে সুব্রতে! আপনি আমাদের সহায় হউন। যে যে কল্প মন্বন্তর যুগে প্রয়োজন হইবে, তত্তৎসময়ে আপনি যে কোনরূপে আবির্ভূত হইবেন। ৩৫-৩৬

আর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যাহাতে যথার্থরূপে নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও আমাদিগের সাহায্য করিবেন। দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই স্তব যথাকালে অন্য কেহ পাঠ করিলে, তাহা শ্রবণ করিলেও ফল হয়। ৩৭-৩৮

দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা স্ত্রীলোকেও এই ব্রহ্মা বিষ্ণুকৃত ভগবতী স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে, তাহার গ্রহপীড়া, কুষ্মাণ্ড, ভূত, রাক্ষস ও পিশাচের উপদ্রব, পূতনা (পেঁচোয় পাওয়া) প্রভৃতি প্রবল দুষ্ট বালগ্রহের উপদ্রব, দুষ্ট নাগসর্পাদি কৃত অনিষ্ট দূর হয়; বাত-পিত্ত কফ-সম্মত পীড়া উপশান্ত হয়। স্থাবর, কৃত্রিম ও দন্ত নখাদি সম্ভূত ঘোরতর বিষসমূহ, আর ঔপসর্গিক রোগ সকল বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্ম—

১। গোনসাঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। ঘোরাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

দশানাং রাজসূয়ানামগ্নিষ্টোমশতস্য চ।
শ্রবণাৎ ফলমাপ্নোতি সর্ব্বদানব্রতাদিকম্ ॥ ৪৫
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো দেব্যান্তে[১] লীয়তে নরঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতঃ স্তবো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

হত্যা, গুরুবধ, পিতৃবধ, সুহৃদ্বধ, বন্ধুবধ, মাতৃবধ এবং স্ত্রীবধসম্ভূত প্রভৃতি পাপরাশিও দূর হয়। ৩৯-৪৪

এই স্তব শ্রবণ করিলে যে ফল হয়, তাহা শুন—দশটী রাজসূয় যজ্ঞ শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, এবং সর্ব্ববিধ দানব্রতাদির ফল, এই স্তব শুনিলে, প্রাপ্ত হয়। আর শ্রোতা ব্যক্তি, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে দেবীতে বিলীন হয়। ৪৫-৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

১। দেব্যান্তে ইতি বা পাঠঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

এবং পূর্ব্বং ত্বয়া দেবী তোষিতা সুরসত্তম।
সা সর্ব্বকার্য্যকার্য্যেষু শঙ্করাদ্ যদবাপ্স্যসি ॥ ১
তত্র গত্বা মহাদেবং পরাপরতনূদ্ভবম্।
তোষয়ামাস গোবিন্দো ঘোরদণ্ডবধক্ষমম্ ॥ ২
এবং পূর্ব্বস্তদা বিষ্ণুঃ স চ ব্রহ্মা সুরোত্তমঃ।
গতবান্ যত্র দেবোঽসৌ যোগিনাং ধ্যানগোচরঃ ॥ ৩
তদা হ্যঙ্ঘ্রি ক্ষ যুগস্যাধঃ[১] পেততুর্দ্বিজমাধবৌ।
মূর্ত্তিভূতং শিবং সাক্ষাচ্ছক্তিবামাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪
ত্রিনেত্রং পশ্যতে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বিষ্ণুং প্রপশ্যতি।
এবং বিচিত্রতাং তস্য মত্বা ধ্যানেন শূলিনঃ ॥ ৫
ভূতভব্যভবিষ্যার্থৈঃ প্রভুরেষ পরাক্রমৈঃ।
নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈস্তু স্তবেনৈনং তুতোষ চ ॥ ৬
জয় সূক্ষ্মপরানন্ত-কারণত্রয়হেতবে।
ধ্যানগম্য পরাধ্যক্ষ সাক্ষিভূত গুণত্রয়ে ॥ ৭
জয় বিজিতসদ্ভাব হ্যস্মাকং সুরসত্তম।
জয় হ্যকাশবায়্বগ্নিতোয়ধাত্রীষু মূর্ত্তয়ে ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সুরসত্তম বিষ্ণো! আপনি পূর্ব্বে দেবীকে এইরূপে সন্তুষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের সর্ব্বকার্য্যের সহায়। অথবা এক্ষণে শিব যাহা আদেশ করেন, তাহাই কর্ত্তব্য। তখন গোবিন্দ, ঘোর দৈত্য ও বজ্রদণ্ড দৈত্যের বধ কামনা করিয়া কার্য্যকারণরূপী মহাদেবকে পূজা করিলেন। অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, যোগিগণের ধ্যেয় দেবদেব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গিয়া শিবের পদযুগতলে নিপতিত হইলেন। বিষ্ণু দেখিলেন শিব ত্রিনেত্র, বামাঙ্গে শক্তি অবস্থিতা। ব্রহ্মা দেখিলেন, দ্বিতীয় বিষ্ণু তথায় অবস্থিত। ইহা শিবেরই মায়া,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানযোগে তাহা জানিতে পারিলেন। ভগবান শিব যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়ে সমর্থ, তাহা তাঁহাদিগের অবিদিত নহে। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও নিম্নলিখিত স্তুতি দ্বারা শিবের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। ১-৬

হে সূক্ষ্ম! হে পরম! হে অনন্ত! আপনার জয় হউক। হে কারণত্রয়হেতু! আপনাকে নমস্কার।* আপনি, ধ্যানগম্য, পরম অধ্যক্ষ এবং গুণত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ। হে সুরসত্তম! আপনার জয় হউক, আপনি আমাদিগের সাধু অভিপ্রায় জানিতে পারিতেছেন। হে পৃথিবী-জল তেজোবায়ু-ব্যোমস্বরূপ

১। তদাঙ্ঘ্রি ক্ষ যুগস্যাধঃ ইতি পাঠান্তরম্।

* মূলে 'নমঃ' পদ নাই, কিন্তু চতুর্থীবিভক্তি আছে। সেইজন্য 'নমঃ' উহ্য করিলাম। অথবা চতুর্থী আর্ষ, সম্বোধনই হইবে। তাহা হইলে, 'জয় হউক' ইহার সহিতই অন্বয় জানিবে, শেষপক্ষ অনুসারেই পরে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

জয় তন্মাত্রকর্ম্মাখ্য-বুদ্ধীন্দ্রিয়বিধাত্রে।
জয় বুদ্ধিমনোগর্ব্ব-প্রধানপুরুষাত্মনে ॥ ৯
জয় মালাকলারাগকালবিদ্যাবিবোধন।
জয় নিয়ামকশক্তি জয়[১] বিদ্যে সমুদ্ভবে ॥ ১০
জয় কালাগ্নিসাদন্ত ব্যাপ্তিব্যাপক শূলিনে।
জয় ঘোর মহাঘোর কালদণ্ড যমান্তক।
জয় অন্ধপৃথুস্কন্ধ-খট্বারুরুজিঘাংসক ॥ ১১
জয় কালমহাকূট-বিষকণ্ঠস্থজীর্ণবে।
জয় দানববিধ্বংসি গঙ্গাজলজটাধর।
জয় ত্রিপুরদাহেশ কামদাহেশ শম্ভবে ॥ ১২
জয় খট্বাঙ্গমালাহি-ভূষণানাং সদাপ্রিয়ে।
জয় দিগ্‌বাস ভূতেশ জয় শ্মশানবাসিনে ॥ ১৩
জয় সার্দ্রগজচর্ম্ম-প্রাবৃতায় মহাত্মনে।
জয় ত্রিশূলহস্তায় কর্ণাপূরিতভইষবে।
জয় বাসুকিশঙ্খাব্জ অনন্তকৃতমেখল ॥ ১৪
জয় গৌরীস্তনস্পর্শরোমরোমাঞ্চধূসর।
জয় গম্য মহীকম্প দেবদেব ভবোদ্ভব ॥ ১৫
জয় ডিণ্ডি মহাকাল শম্ভু শঙ্কর ঈশ্বর।
জয় রুদ্র হর ঘোর সত্যবাস সদাশিব ॥ ১৬
জয় পুরুষ বক্ত্রেশ পরমেষ্ঠিভবায় চ।
জয় পশুপতে সর্ব্ব ভীম উগ্র নমো নমঃ ॥ ১৭

পঞ্চভূত-মূর্ত্তে! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে পঞ্চতন্মাত্র! পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়বিধান! আপনার জয় হউক। হে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার-প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ! আপনার জয় হউক। আপনি মালাবিদ্যা, কলাজ্ঞান, রাগজ্ঞান এবং কালবিদ্যা দ্বারা বিদ্যোতিত, আপনার জয় হউক। হে নিয়ামকশক্তি-স্বামিন্! হে সর্ব্ববিদ্যেশ্বর শম্ভো! আপনার জয় হউক। হে শূলিন্! আপনি কালাগ্নিরূপে জগতের বিনাশ করেন, অন্তকাল পর্য্যন্ত যাহা অবস্থিত, আপনি তাহারও ব্যাপক, আপনার জয় হউক। হে ঘোরদৈত্যনিসূদনক্ষম! হে মহাঘোর কাল-বজ্রদণ্ড-বিনাশসমর্থ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে অন্ধকসূদন! হে পৃথুস্কন্ধ খট্বা-রুরু-দানবঘাতিন্! আপনি জয়যুক্ত হউন। আপনি মহা-কালকূটবিষ কণ্ঠে রাখিয়া তাহার শক্তি জীর্ণ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে গঙ্গাজলপূর্ণ-জটাধর! আপনার জয় হউক। হে ত্রিপুরদাহক! হে কামদাহক! হে শম্ভো! আপনার জয় হউক। হে খট্বাঙ্গসর্পমালা-ভূষণ-প্রিয়! হে দিগম্বর! ভূতেশ! শ্মশানবাসিন্! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্ব! হে গজাজিন-পরিধান! হে মহাত্মন্! আপনার জয় হউক। হে ত্রিশূলপাণে! হে কর্ণাপূরিত-ধুস্তুরভূষণ! আপনার জয় হউক। আপনার মেখলা অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম এবং শঙ্খ নাগ দ্বারা নির্ম্মিত, আপনার জয় হউক। হে গৌরীস্তনস্পর্শ-পুলকিতশরীর! হে ভস্মধূসর! হে দেব-দেব! হে মহমায়! হে ভবভাবন! আপনার জয় হউক। হে ডিণ্ডিমাদিবাদ্যপ্রিয়! হে শঙ্কর

১। সর্ব্ব ইতি পাঠান্তরম্।

এবং স্তুতস্তদা দেবো ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চ[১] তুষ্টবান্।
বরং বর হরে ব্রহ্মন্ যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮
যথাবৃত্তকথাং খ্যাপ্য ঘোরদণ্ডং নিবর্হয়[২]।
এবমুক্তস্তদা তেন ঈশঃ সঞ্চিন্ত্য অব্রবীৎ ॥ ১৯
যা সা আদ্যা পরা[৩] শক্তির্যোগনিদ্রা মহাত্মনাম্।
সা তু সিংহং সমারুহ্য বিন্ধ্যে ক্রীড়নতাং যযৌ ॥ ২০
তত্রস্থা হ্যস্মদংশেন পরাশক্তিবলেন চ।
ব্রহ্মাস্ত্বং কিঙ্করো ভূত্বা বিষ্ণুশ্চ জয়রূপিণা ॥ ২১
প্রতিহার্য্যো মহাতেজাশ্চত্বারোঽন্যা মহাবলাঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণাং যদ্ধাম যৎ পরং বলম্ ॥ ২২
তে চ বেদাস্তনুস্তাসাং মূর্ত্তিমন্তো ভবন্তি চ।
সর্ব্বা বীণাকরা দেব্যঃ সর্ব্বাঃ পাশাঙ্কুশোদ্যতাঃ ॥ ২৩
সিতরক্তপীতকৃষ্ণা বহুবক্ত্রাস্ত্রিলোচনাঃ।
দিব্যপট্টাংশুকচ্ছন্না দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
কামরূপা মহারূপা অণিমাদিগুণৈর্যুতাঃ ॥ ২৪
হারনূপুরনির্ঘোষ-মণিবৈদূর্য্যচর্চ্চিতাঃ।
কেশৈর্মৃগমদামোদ-ঘননীলসমপ্রভৈঃ ॥ ২৫

হে ঈশ্বর! আপনার জয় হউক। হে রুদ্র! হে হর! হে অঘোর! হে সত্যবাস সদাশিব! আপনার জয় হউক। হে পুরুষ! হে সদ্য! হে ঈশান! আপনার জয় হউক। হে পশুপতে! হে সর্ব্ব! হে ভীম! হে উগ্র! আপনার জয় হউক। হে পরমেষ্ঠিন্! হে ভব! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৭-১৭

তখন দেবাদিদেব, এইরূপ স্তুত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—হে হরে! হে ব্রহ্মন্। তোমাদের যে অভিলষিত বিষয় মনে আছে, সেই বর প্রার্থনা কর। তখন তাঁহারা সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপুরঃসর বলিলেন,—হে শম্ভো! ঘোর দৈত্য ও তৎপুত্র বজ্রদণ্ড যাহাতে নিবৃত্ত হয়, তাহা করুন। ১৮-১৯

তাঁহারা তখন এই কথা বলিলে, শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন,—যিনি সাক্ষাৎ পরমা শক্তি এবং মহাত্মগণের যোগনিদ্রা স্বরূপা, তিনি সিংহে আরূঢ়া হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে ক্রীড়া করিবেন। সেই পরমা শক্তি তথায় অবস্থিত হইলে, বলনামক মদীয় অংশ, জয়রূপী বিষ্ণু এবং তুমি; আমরা কিঙ্কররূপে তথায় থাকিব। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রবলতেজঃ-সম্পন্ন এই বেদ চতুষ্টয় মহাবল মহাতেজা প্রতীহারিরূপে থাকিবেন। বেদ, বিদ্যা হইলেও তাঁহার আকার আছে। সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহারা প্রতীহারীর কার্য্য করিবেন। ২০-২২

সেই পরমাশক্তির সমভিব্যাহারে যতদেবী থাকিবেন, তাঁহাদের সকলেরই হস্তে বীণা থাকিবে, সকলেই পাশাঙ্কুশধারিণী, তাঁহাদের কেহ শুক্লবর্ণা, কেহ রক্তবর্ণা; কেহ পীতবর্ণা এবং কেহ কৃষ্ণবর্ণা সকলেই ত্রিনয়না। পরিধানে

১। বিষ্ণুব্রহ্মস্ত ইতি পাঠান্তরম্।
২। নিবর্ত্তয় ইতি বা পাঠঃ।
৩। যা সাক্ষাদ্ যা পরা ইতি বা পাঠঃ।

বেণীবন্ধমহাচ্ছদ্ম-উরগৈরিব পৃষ্ঠগৈঃ ॥ ২৬
অৰ্দ্ধেন্দুরিব ললাট-নিম্নোন্নতবিরাজিতৈঃ।
নিষ্পাবসদৃশঘ্রাণা কর্ণযুগ্মে সমাংসলে ॥ ২৭
নীলোৎপলদলপ্রখ্যৈ র্হরিণীরিব লোচনৈঃ।
বিদ্রুমাকারশোভাঢ্যৈঃ পক্কবিম্বোপমাধরৈঃ ॥ ২৮
কুন্দকুট্মলবদাভাস-দন্তপংক্তিঃ সুশোভনা।
হনুগণ্ডস্থলচিবুকানৌপম্যমনোরমাঃ ॥ ২৯
কম্বুরেখসমগ্রীবৈঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বৈস্তু মাংসলৈঃ।
পীনোন্নতকুচা বৃত্তহারাবলিতমধ্যগৈঃ ॥ ৩০
মধ্যদেশতনুক্ষাম-ত্রিবলীরোমবর্জ্জিতৈঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তগম্ভীর-নাভিমণ্ডলমণ্ডিতৈঃ ॥ ৩১
গুরুবিস্তীর্ণনিতম্ব-মাংসোপচিতশোভিতৈঃ।
অশ্বত্থপত্রসাকারনিগূঢ়মণিবন্ধনৈঃ[১] ॥ ৩২
কূর্ম্মপৃষ্ঠ ইব শ্রোণি গু হ্যদেশৈস্তু শোভনৈঃ।
নিগূঢ়গুল্‌ফদেশৈশ্চ সমৈঃ পাদৈঃ সুমাংসলৈঃ ॥ ৩৩
ঊরু করিকরাকার-বিলোমৈর্বিশিরৈঃ শুভৈঃ।
জানুনী সমসুশ্লিষ্ট-জঙ্ঘৈর্বৃত্তৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ৩৪
অঙ্গুলানাং ক্রমান্ন্যূনা মধ্যমাদি যথাস্থিতি।
বিচিত্রলাঞ্ছনৈর্ভদ্রৈঃ পাদহস্তৈশ্চ লাঞ্ছিতাঃ ॥ ৩৫
মৃণালকোমলৈর্বৃত্তৈ র্দোর্দ্দণ্ডৈঃ সুদৃঢ়ৈঃ সমৈঃ।
তাঃ সর্ব্বা মোহনা দেব্যো দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৩৬

দিব্য পট্টবস্ত্র, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত, সকলেই ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থা ও পরম রূপবতী, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সকলেরই আছে। বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, হার এবং নূপুরধ্বনি তাঁহাদিগের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহাদিগের সকলেরই মৃগনাভিগন্ধ-বাসিত ভ্রমর-কৃষ্ণ নিবিড় কেশপাশে বদ্ধবেণী ফণিনী-সম পৃষ্ঠে বিলম্বিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সমতল ললাটফলক, তিলপুষ্পের ন্যায় নাসিকা, কর্ণদ্বয় মাংসলসুন্দর, নীলোৎপলদলোপম হরিণ-সদৃশ লোচন, প্রবালবৎ শোভাসম্পন্ন পক্কবিম্বাকৃতি অধরোষ্ঠ, কুন্দকলিকোপম সুশোভন দন্তপংক্তি এবং তাঁহারা নিরুপম হনু, গণ্ডস্থল ও চিবুক দ্বারা মনোহারিণী সকলেরই কম্বুরেখাসমন্বিত মাংসল গ্রীবা, হারাবলীমণ্ডিত উন্নত বৃত্ত পয়োধর-মণ্ডল, ক্ষীণ মধ্যদেশ, লোমহীন ত্রিবলী, দক্ষিণাবর্ত্ত গম্ভীর নাভিমণ্ডল, মাংসভূয়িষ্ট বিস্তৃত গুরু নিতম্ব অশ্বত্থপত্রাকৃতি গূঢ়মণি গুহ্যাঙ্গ, কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ শ্রোণি এবং শোভন অপানদেশ। সকলেরই লোমবর্জ্জিত শিরাহীন হস্তিশুণ্ডাকৃতি সুন্দর ঊরু, সম-সুশ্লিষ্ট জানু, সুশোভনবৃত্ত জঙ্ঘা, নিগূঢ় গুল্‌ফ, সমতল মাংসল পদপল্লব, অঙ্গুলি সকল যথাসন্নিবেশে ন্যূনমধ্যাদি ক্রমে অবস্থিত। তাঁহাদিগের করচরণে শুভসূচক বিচিত্র চিহ্ন এবং মৃণালকোমল সমবর্ত্তুল সুদৃঢ় বাহু। সেই সকল দেবীই দর্শন এবং স্পর্শনে সকলকেই মুগ্ধ করিতে সক্ষম। ২৩-৩৬

১। অশ্বত্থপত্রমাকারনিগূঢ়মণিমুন্নতৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

কামার্ত্তা বিহ্বলা যাভিঃ ক্রিয়ন্তে দানবা বুধাঃ।
শান্তিদা[২] বীতরাগাণাং তা দেব্যো ঋষিমানবাঃ॥ ৩৭
ত্রাতাস্তাঃ সর্ব্বদেবানামাপৎসু সুমহৎসু চ।
চিন্তিতার্থপ্রদাঃ পুণ্যা ধ্যাতা জপ্তাথ পূজিতাঃ॥ ৩৮
কন্যারূপা মহাভাগা মহদাদিনমস্কৃতা॥ ৩৯
তাসামপি মহাদেবী যা সা শক্তিরনৌপমা।
পরাপরবিমিশ্রা চ সর্ব্বদিগমৃতাত্মিকা॥ ৪০
বস্তুমাত্রাস্থিতা ব্রহ্মবিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
শান্তিরূপা সুরূপা যা ঘোররূপা সুরারিহা॥ ৪১
একানেকবিভাগেন কোটিভেদৈর্ব্যবস্থিতা।
সদাস্মাকং ভবস্যেব স্বামিভূতা মহাত্মিকা॥ ৪২
তাসাং চতুর্ণাং দেবীনাং নায়িকা সুরনায়িকা।
যুগমন্বন্তরাকল্প-উৎপত্তিস্থিতিনাশিনী॥ ৪৩
ভেদভেদান্তরজ্ঞানামৃষীণাং মনুদক্ষয়োঃ।
ভবিষ্যতি সমস্তানামীপ্সিতার্থফলপ্রদা।
তাপি বাহনং ব্রহ্ম হরিনাথস্য বিনির্ম্মিতম্॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বদেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বদেবাস্তয়া সহ।
সর্ব্বদেবময়ঃ কৃত্বা বাহনা হ্যরিদর্পহা॥ ৪৫

জ্ঞানসম্পন্ন দানবদিগকেও তাঁহারা মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। বীতরাগ ঋষি ও মানব-মণ্ডলীকে মুক্তি দান করিতে তাঁহারা সমর্থা এবং সকল দেবগণকে মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেও তাঁহারা সক্ষম। সেই পবিত্রা দেবীগণের ধ্যান, পূজা ও জপ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয়। সেই মহাভাগাগণ সকলেই কন্যারূপা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি কর্ত্তৃক নমস্কৃতা। ৩৭-৩৯

তন্মধ্যে আবার মহাদেবী পরমা শক্তি অনুপমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি পরাপরাত্মিকা, সর্ব্বগতা এবং অমৃতময়ী। তিনি বস্তুমাত্রেই অবস্থিতা, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রভু। তিনি শান্তরূপা, বিরূপা, ঘোররূপা এবং অসুরঘাতিনী। সেই শক্তি, বাস্তবিক অদ্বিতীয়া হইলেও অনেক বিভাগে কোটি কোটি ভেদে অবস্থিতা। সেই মাহাত্ম্য-সম্পন্না দেবী আমাদিগের—শুধু আমাদিগেরই বা কেন, সংসারেরই প্রভুস্বরূপা। সেই দেবদেবীই, সেই সকল দেবীগণের অধিনেত্রী; তিনিই যুগ, মন্বন্তর এবং কল্প ভেদ এবং অভেদাদি জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ, মনু এবং দক্ষ ইত্যাদি সকলের যথানিয়মে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কর্ত্রী, তিনি সকলেরই অভীষ্ট ফল সাধন করিবেন। ব্রহ্মন্! বিষ্ণু তাঁহার বাহন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ৪০-৪৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণো! * আপনার সহিত সকল দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব-

---

২। মুক্তিদা ইতি বা পাঠঃ।

* মূলের আর এক প্রকার অর্থ করা যায়, সেটী এই—"হে ব্রহ্মন্! তাঁহার যে বাহন প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার স্বামী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন হরি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শিব!" ইত্যাদি। এ ব্যাখ্যার পরে "হে কেশব!......রূপে আপনি" এই অংশ থাকিবে না। দুটি অক্ষরের সামান্য পার্থক্যে এই অর্থদ্বয়ের সৃষ্টি।

তথা তং কেশবো দেব স্বয়ং কেশরমূলতঃ।
বিষ্ণুঃ স্থাস্যতি গ্রীবায়াং সর্ব্বলোকাশ্চ তদ্বপুঃ ॥ ৪৬
শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ।
ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী ॥ ৪৭
ষণ্মুখো মণিবন্ধেষু নাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ।
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষোঃ শশিভাস্করৌ ॥ ৪৮
দন্তেষু বসবঃ সর্ব্বে জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ।
হুঙ্কারে চর্চ্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ ॥ ৪৯
সন্ধ্যাদ্বয়ং তথোষ্ঠাভ্যাং গ্রীবায়ামিন্দ্র আশ্রিতঃ।
গ্রীবাসন্ধিষু ঋক্ষাণি সাধ্যাশ্চোরসি সংস্থিতাঃ।
নির্ঘৃণত্বে তমস্তস্য ক্রৌর্য্যে সর্ব্বাস্তু পূতনাঃ ॥ ৫০
পালনে[১] মাতরো দেব্যঃ অপানে পিতরঃ স্থিতা।
শ্রিয়া রূপে স্থিতা তস্য বালে চাদিত্যরশ্ময়ঃ ॥ ৫১
বৃষণে মেরুর্বিন্যস্তঃ সাগরা রসনে স্থিতাঃ।
সরিতস্তস্য স্বেদস্থাঃ স্থাপিতাঃ পরমেশ্বর ॥ ৫২
মখাঃ সদেবতাঃ সর্ব্বে চাঙ্গুলে চাভবদ্ য সঃ।
বলং বীর্যঞ্চ দেবেশ ত্বদীয়ং তস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৫৩
খাদকাদীনি রক্ষাংসি ন্যস্তব্যানি সুরেশ্বর।
সর্ব্বেষাং বাহনাদেব যে চ যস্য নিয়োজিতাঃ ॥ ৫৪
আত্মনঃ পররক্ষাসু পথি সংগ্রামসাগরে।
ভূতরাক্ষসবেতালাদ্দরীণাং সঙ্কটেষু চ ॥ ৫৫

গণ দেবীবাহনে আবির্ভূত থাকিবে। দেবীবাহন সর্ব্বদেবময় হইবে, এইজন্য তাহা শত্রুগণের দর্পমোচনে সক্ষম হইবে। হে কেশব! সেই দেবময় বাহনের কেশরমূলে গ্রীবাদেশে বিষ্ণুরূপে আপনি থাকিবেন। তাহার শরীরে সর্ব্বলোক বর্ত্তমান থাকিবে। কালরূপী বাহনের মস্তকমধ্যে অদ্বিতীয় মহাদেব অধিষ্ঠিত হইবেন। ললাটাগ্রে উমাদেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্ত্তিকেয় ও পার্শ্বে নাগগণ থাকিবেন। কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্রসূর্য্য, দন্তপঙ্‌ক্তিতে বসুগণ, জিহ্বাতে বরুণ, হুঙ্কারে চর্চ্চিকা দেবী, গণ্ডদ্বয়ে যম এবং কুবের, ওষ্ঠাধরে সন্ধ্যাদ্বয়, গ্রীবার একদেশে ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিস্থলে নক্ষত্রবৃন্দ এবং বক্ষঃস্থলে সাধ্যগণ অধিষ্ঠিত হইবেন। মন তাহার নির্দ্দয়তায় পূর্ণ হইবে, ক্রুরতা সর্ব্ববিধ পূতনা অপেক্ষা অধিক হইবে। ৪৫-৫০

সাক্ষাৎ মাতৃদেবীগণ তাহার পালনের ভার লইবেন এবং পিতৃগণ রক্ষণে অধিষ্ঠিত হইবেন। শ্রী তাহার রূপে, সূর্য্যরশ্মি সকল তদীয় রোমরাজিতে থাকিবে। বৃষণে সুমেরু, রসনায় সাগর, ঘর্ম্মে সরিৎসমূহ অবস্থান করুক। হে পরমেশ্বর! ইহার লাঙ্গুলে দেবগণসমন্বিত যজ্ঞ সকল বিন্যস্ত করুন। দেবতার যত বাহন আছে, সকলের বলবীর্য্য এই বাহনে নিয়োজিত করুন, এবং হে সুরেশ্বর! আর যে সকল রক্ষামন্ত্রাদি আছে, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করিবেন। কিন্তু হে কেশব! এরূপ রক্ষামন্ত্র কি আছে,—যদ্দ্বারা বহু সমর-

১। আননে ইতি পাঠান্তরম্।

গ্রহদুষ্টেষু সর্ব্বেষু উপসর্গ-ভয়েষু চ।
সুরকিন্নরকন্যাসু হ্যপ্সরঃস্ববলাসু চ ॥ ৫৬
গর্ভরক্ষা মাতৃরক্ষা পুত্রার্থে গুর্ব্বিণীষু চ।
এবং সংপৃষ্টবান্ দেব দ্রুহিণঃ কেশবেন চ ॥ ৫৭
বিহস্য কথ্যতে শক্র যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
নমঃ পিঙ্গলনেত্রায় কোটরাক্ষায় ভৈরবে ॥ ৫৮
নমস্তে ঘোররূপায় সুরাসুরভয়ঙ্করে।
নমঃ খট্বাঙ্গ-হস্তায় রুরুচর্ম্মার্দ্রবাসসে ॥ ৫৯
নমঃ কপালমালায় ব্রহ্মকৃষ্ণসভাজনে।
নমঃ করাল-মালায় নারায়ণতনূরুহে ॥ ৬০
নমো মুদ্গর-হস্তায় খড়্গপট্টিশধারিণে।
নমঃ পরশুহস্তায় পিণাকবরপাণিনে ॥ ৬১
নমঃ শঙ্খগদাহস্ত ক্রতুডমরুবাদিনে।
নমঃ শৈল মহাবেগ মহাবেগনিনাদিনে[১] ॥ ৬২
নমঃ শৈলমহাঘোর বজ্রহস্তায় চক্রিণে।
ঊর্দ্ধকেশ মহাবেশ মহামেঘনিনাদিনে ॥ ৬৩
মহাবিদ্যুজ্জিহ্বায় মহা-উল্কানিভায় চ।
সোমসূর্য্যাগ্নি-নেত্রায় নানাক্রীড়ারতায় চ ॥ ৬৪
নানাভক্ষ্য-ক্রিয়াভোজ্য-নানাহারপ্রিয়ায় চ।
মাংসাসব-বসামেদ-পূতনাদিরতায় চ।
কৃন্ত কৃন্ত সুরাধ্যক্ষ শত্রুবর্গং মহাবল ॥ ৬৫

সাগরে শত্রুপক্ষ হইতে আত্মরক্ষা হয়, ভূত, রাক্ষস, বেতাল এবং শত্রুসঙ্কটে রক্ষা হয়। ৫১-৫৫

গ্রহপীড়া ও সকল ঔপসর্গিক ভয়ের শান্তি হয়, দেবকন্যা, কিন্নরকন্যা, অপ্সরা এবং সাধারণ স্ত্রীজাতির রক্ষা, গর্ভরক্ষা এবং গর্ভিণীদিগের পুত্ররক্ষার্থ মহারক্ষা হইতে পারে? যদি থাকে ত আমাকে তাহা বলুন। হে ইন্দ্র! তখন কেশব হাস্য করিয়া যথাযথ আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতে লাগিলেন,—হে পিঙ্গলনেত্র কোটরাক্ষ ভৈরব! আপনাকে নমস্কার। হে সুরাসুর-ভয়ঙ্কর ঘোররূপিন্! আপনাকে নমস্কার। হে রক্তার্দ্র-রুরু-চর্ম্মপরিধান! হে খট্বাঙ্গধারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মমস্তক পাত্রপাণে! করালমালিন্! আপনাকে নমস্কার। হে কপালমালিন্! নারায়ণশরীরাধিষ্ঠিত! আপনাকে নমস্কার। হে মুদ্গর-হস্ত! হে খড়্গ-পট্টিশ-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে পরশুহস্ত! হে পিনাকপাণে! হে বরদানব্যগ্রহস্ত! আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্খগদাধর! হে ক্রতুধ্বংসিন্! হে ডমরুবাদক! আপনাকে নমস্কার। হে গিরিশ! হে মহাঘোর! (অথবা—হে পর্ব্বতসদৃশ মহাঘোর!) বজ্রপাণে! চক্রিন্! হে ঊর্দ্ধকেশ! হে মহাবেষ! হে মহামেঘ-গম্ভীর-নিনাদিন্! হে মহাবিদ্যুজ্জিহ্ব! হে মহোল্কাসন্নিভ! চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি আপনার নয়নত্রয়। হে নানাক্রীড়ারত! হে বিবিধভক্ষ্য-ভোজক! হে নানাহারপ্রিয়! হে মাংসাসব-বসামেদাদিপ্রিয়! হে মহাবল সুরাধ্যক্ষ! শত্রুবর্গকে ছেদন করুন, ছেদন করুন।

১। এতৎ পদ্যার্দ্ধং কচিন্নাস্তি।

খাদ খাদ মহাঘোর খড়্গখট্বাঙ্গধারিণে।
বন্ধ বন্ধ মহাপাশ মহাশত্রুপ্রমর্দ্দন ॥ ৬৬
হাহাহুঙ্কারনাদেন দৈত্যান্ হি বিনিকৃন্তয়।
মহারূপ মহাকায় সমদেবারিশঙ্কর ॥ ৬৭
উগ্র ভৈরব চামুণ্ড দিণ্ডিমুণ্ড জটাধর।
ছিন্দ ছিন্দ মহাচক্র ইষুহস্তায় শঙ্কর ॥ ৬৮
জন্তুকাদ্যাথ চামুণ্ডা ডাকিন্যো ভূতমাতরঃ।
যে যে দানবপক্ষ্যস্তে তে তে খাদয় মস্তিকে ॥ ৬৯
বজ্রশক্তিমহাদণ্ডখড়্গপাশাঙ্কুশোদ্যত।
গদাত্রিশূলহস্তায় সর্ব্বাং বাধাং বিনাশয় ॥ ৭০
জ্বরভূতগ্রহোন্মাদশকুনীনন্দ রেবতী।
নাগকিন্নরগন্ধর্ব্বসর্ব্বরোগাদ্ ভবাৎ সম ॥ ৭১
কালপীড়া ক্রিয়াপীড়া পাপপীড়াথ ধাতুজা।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতাং শময়েৎ ভৈরবঃ সদা ॥ ৭২
বিদ্বেষোচ্চাটনাদীনি মারণস্তম্ভকর্ষণ।
মন্ত্রযন্ত্রকৃতাং বাধাং শময় সুরসত্তম ॥ ৭৩
অথর্ব্ববিহিতাং পীড়াং তথা শাপাদি তাপসৈঃ।
দুষ্টবাক্যকৃতাং সর্ব্বাং নাশয়েদ্ বৃষবাহনঃ ॥ ৭৪
খড়্গকুন্তভূষুণ্ড্যাদিঘাতাশ্চক্রাসিজাশ্চ যে।
বজ্রমুষ্টি-কৃতা দেব স্তম্ভ স্তম্ভ শুভাস্বর ॥ ৭৫
ইষুজোপলবাক্ষ্যেঽথ যে চান্যে বৈরিণঃ কৃতাঃ।
আহবেষু মহাঘোরং তে শমং যান্তু ভৈরবম্ ॥ ৭৬

হে খড়্গখট্বাঙ্গধারিন্! মহাঘোর! শত্রুবর্গকে ভোজন করুন, ভোজন করুন। হে মহাশত্রুনিসূদন মহাপাশ! শত্রুগণকে বন্ধন করুন, বন্ধন করুন। হাহাশব্দে এবং হুঙ্কারধ্বনিতে দৈত্যগণকে বিনষ্ট করুন। হে মহারূপ! মহামায়! শঙ্কর! দেবশত্রুগণকে শান্ত করুন। হে উগ্র, ভৈরব চামুণ্ড! হে ডিণ্ডিমুণ্ড! হে জটাধর শঙ্কর! শত্রুগণকে ছেদন করুন, ছেদন করুন। হে চক্রপাণে! হে শরধারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে যমান্তক! চামুণ্ডা, ডাকিনী, ভূত, মাতৃগ্রহ এবং দানবপক্ষীয় জন্তুকাদিকে আপনি ভোজন করুন। হে বজ্র-শক্তি মহাদণ্ড খড়্গ, পাশাঙ্কুশধারিন্! হে গদাত্রিশূলহস্ত! আপনি আমাদের সর্ব্ব বাধা দূর করুন। ৫৬-৭০

জ্বর, ভূতগ্রহ, উন্মাদ, দুষ্ট ও শকুনি ও নাগ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-দৃষ্টিসম্ভূত সর্ব্ব-রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট করুন। হে ভৈরব! কালসম্ভূত পীড়া, কর্ম্মজন্য পীড়া, পাপপীড়া এবং ধাতুবৈষম্য-জনিত বাত পিত্ত-কফোদ্ভূত পীড়া শমন করুন। হে সুরসত্তম! বিদ্বেষ, উচ্চাটন, মারণ, স্তম্ভন, আকর্ষণাদি সম্পাদন এবং মন্ত্র-যন্ত্রাদি-কৃত পীড়া বিনাশ করুন। হে বৃষবাহন! অথর্ব্ববেদোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার যে পীড়া, তপস্বিপ্রদত্ত অভিসম্পাতাদি দ্বারা যে পীড়া এবং দুষ্টবাক্য-জনিত যে পীড়া, তৎসমস্ত বিনষ্ট করুন। হে দেব! ভাস্বর! খড়্গ, কুন্ত, ভূষুণ্ডী, চক্র এবং ছুরিকার আঘাত, বজ্রাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাতজনিত পীড়া দূর করুন। হে

দংষ্ট্রবিষং-মহাঘোষং-নখজং রুদ্র নাশয়।
পরসৈন্যবিঘাতস্তু কালবজ্রকরানন ॥ ৭৭
কুর্ব্ব কুর্ব্ব মহাক্রোধ পরস্য বধমাহবে।
নক্রব্যাঘ্রবরাহেষু সিংহখড়্গিভয়েষু চ ॥ ৭৮
ত্রায় মাং দেবদেবেশ তস্করেষু পথেষু চ।
মাঞ্চ সাগরনদ্যেষু দীর্ঘিকোপবনেষু চ ॥ ৭৯
পর্ব্বতেষু তড়াগেষু বনবিন্ধ্যাটবীষু চ।
অগ্রতো রক্ষতে শম্ভুঃ শূলপাণির্মহাবলঃ ॥ ৮০
পৃষ্ঠতো বাণহস্তস্তু পিনাকী বৃষকেতনঃ।
পার্শতস্তু মহারুদ্রঃ খড়্গাখেটকধারিণঃ ॥ ৮১
আকাশে চ মহাদেবো ঘণ্টাডমুরুশব্দিতঃ।
পাতালস্থঃ স্বয়মীশো বাসুকীকৃতভূষণঃ ॥ ৮২
সর্ব্বতঃ শিবনামা চ ভয়েভ্যঃ পাতু শঙ্করঃ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং প্রশ্নোক্তাল্লভতে গুণান্ ॥ ৮৩
য ইদং পঠতে নিত্যং ব্রহ্ম মাতরসন্নিধৌ।
বিষ্ণ্বাগারে ত্বদীয়ে বা তীর্থে গোষ্ঠে চতুষ্পথে ॥ ৮৪
একলিঙ্গে তড়াগে বা পর্ব্বতে বা বনেঽপি বা।
নদীসঙ্গমপুণ্যে বা গৃহে বা হুতপাবকে।
ন তস্য ব্যাধয়ঃ শোকো ন হানির্ন চ শত্রবঃ ॥ ৮৫
ন জ্বরার্ত্তিভয়োদ্বেগা নাপি মিত্রেষ্টনাশনম্।
নাকালে মরণং তস্য ন চাপায়োঽস্য সম্ভবেৎ ॥ ৮৬
মোচতে সর্ব্বপাপাণি শ্রবণাৎ পঠনাদপি।
ধারণাৎ পত্রভূর্জ্জেষু তাম্রপাত্রেষু পূজয়েৎ[১] ॥ ৮৭

মহাবাহো ভৈরব! যুদ্ধে শত্রুরা বাণ, প্রস্তর এবং বৃক্ষ প্রভৃতির আঘাতে যে পীড়া উৎপাদন করে, তাহা প্রশান্ত হউক। ৭১-৭৬

হে রুদ্র! মহাঘোরতর দংষ্ট্রাবিষ দূর করুন। হে সর্ব্বসংহারক মহাক্রোধ পঞ্চানন! আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের বধ ও শত্রু-সৈন্যমণ্ডলীর ব্যাঘাত সম্পাদন করুন। হে দেব-দেবেশ! নক্র, ব্যাঘ্র, বরাহ, সিংহ এবং তরক্ষু প্রভৃতির ভয় উপস্থিত হইলে, এবং চৌরভয়ে ও কান্তারমধ্যে আমাকে পরিত্রাণ করুন। সাগর, নদী, নদ, দীর্ঘিকা, উপবন, পর্ব্বত, তড়াগ, বন, বিন্ধ্যাটবী, এ সমস্ত স্থানেই মহাবল শম্ভু শূলপাণি হইয়া সম্মুখে রক্ষা করুন। পশ্চাতে বৃষধ্বজ শর ও পিনাক-হস্তে রক্ষা করুন। শঙ্খ ও খেটক ধারণপূর্ব্বক রুদ্র পার্শ্বে রক্ষা করুন। মহাদেব ঘণ্টা ও ডমরুধ্বনি করত আকাশে থাকিয়া রক্ষা করুন। বাসুকিভূষণ স্বয়ং ঈশ্বর পাতালে থাকিয়া রক্ষা করুন। আর শিবনামা শঙ্কর, সর্ব্বভয় হইতে রক্ষা করুন। মহাদেবের এই স্তব পাঠ করিলে, আপনার প্রশ্নোক্ত সকল কার্য্যই সফল হয়। হে ব্রহ্মন্! তোমার বা আমার নিকটে, মদীয় মন্দিরে বা ত্বদীয় তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, একলিঙ্গ-সমীপে, একবৃক্ষ-সমীপে, পর্ব্বতে, বনে, নদীসঙ্গমক্ষেত্রে, পবিত্র গৃহে অথবা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকটে যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার রোগ, শোক ও হানি, শত্রু-জরাব্যাধি-

---

১। পট্টভূর্জ্জেষু তাসু পর্ব্বসু পূজনাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

যন্ত্রপুস্তকমন্ত্রেষু সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং হন্যাৎ পাতকদুষ্কৃতম্ ॥ ৮৮
সকৃদুচ্চারণাদ্ ব্রহ্মন্ সর্ব্বকর্ম্মফলং লভেৎ।
সর্ব্বতীর্থতপোদানং সর্ব্বব্রতপ্রদায়িকা ॥ ৮৯
শঙ্করেণ কৃতা রক্ষা সর্ব্বকামার্থসাধিকা।
গৃহেঽপি তিষ্ঠতে যস্য স সুখং যশ আপ্নুয়াৎ ॥ ৯০

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে শঙ্করগীতারক্ষা সমাপ্তা ॥

ব্রহ্মোবাচ—

সিংহং নিষ্পাদিতং দেব দেব্যায় বিনিবেদয়।
তদঙ্গতেজঃসম্ভূতা জয়াদ্যা যাশ্চ মাতরঃ ॥ ১
তা দেব্যাজ্ঞাকরা ভূত্বা মর্ত্ত্যে গত্বা ররাম চ।
জম্বুদ্বীপে মহাদ্বীপে সর্ব্বভোগফলপ্রদে ॥ ২
বিন্ধ্যে পর্ব্বতরাজেন্দ্রে নর্ম্মদাজলফেনিতে[1]।
নির্দ্ধৃত-পাবকাসত্ত্ব-ঋষিসিদ্ধনিষেবিতে ॥ ৩
বধায় সুরশত্রূণাং নরাণাঞ্চ হিতায় চ।
পরিত্রাণায় ভক্তানাং সর্ব্ববর্ণাশ্রমেষু চ ॥ ৪
অন্ত্যজানাং মহাভানাং ভক্তানাং সমদর্শনাঃ।
পূজিতাঃ সংস্তুতা দেব্যঃ কর্ম্মভাবফলপ্রদাঃ ॥ ৫

ভয়, মিত্রনাশ, অকালমৃত্যু বা পাপ এসব কিছুই হইবে না। এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ইহা ধারণ করিলে, পর্ব্বে পর্ব্ব যন্ত্রে, পুস্তকাদিতে বা ধৃত ভূর্জ্জপত্রে পূজা করিলে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ বিনষ্ট হয়। হে ব্রহ্মন্! এই স্তব একবার উচ্চারণ করিলে সর্ব্ব যজ্ঞফলপ্রাপ্তি হয়। শঙ্করকৃত এই রক্ষাস্তোত্র সর্ব্ববিধ তীর্থফল, তপস্যাফল, দানফল ও সর্ব্ববিধ ব্রতফল প্রদান করিয়া থাকে, এই রক্ষা লিখিত হইয়াও যাহার গৃহে থাকে, সে সুখ ও যশ প্রাপ্ত হয়। ৭৭-৯০

শঙ্করগীতা রক্ষা সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবরাজ! সিংহ নিষ্পাদিত হইলে, দেবীকে তাহা প্রদত্ত হইল। বিষ্ণু শিব প্রভৃতির তেজে জয়াদি পরিবার উৎপন্ন হইয়া দেবীর আজ্ঞাকারী হইয়া ভূতলে গিয়া সর্ব্বকামফলপ্রদ মহাদ্বীপ জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যপর্ব্বতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য নর্ম্মদানদীর পবিত্র সলিলে প্রক্ষালিত এবং নির্ম্মল নিষ্পাপ সিদ্ধ ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। ১-৩

অসুরগণের বধ মানবগণের হিত, ভক্তগণের ও নিখিল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিত্রাণের জন্যই তাঁহাদিগের এই আবির্ভাব। হে মহাভাগ! তাঁহারা অন্ত্যজ অভক্ত ও ভক্ত—সকলের প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই সকল দেবীগণ পূজিত ও স্তুত হইলে, কর্ম্মফল প্রদান করেন। সকল দেবীকে সমভাবাপন্ন ও ভগবতীর বশবর্ত্তিনী করিয়া শিব, পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা

১। ক্ষালিতে ইতি বা পাঠঃ।

এবং তাঃ সম্মতীকৃত্বা নায়িকা মাতরার্ত্তিহাঃ[১] ।
নিযুক্তাঃ শম্ভুনা মর্ত্ত্যে বিন্ধ্যে শৈলবরোত্তমে ॥ ৬
তদা তাঃ সর্ব্বগা ভূত্বা সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্ ।
ব্যাপয়িত্বা স্থিতাস্তস্মিন্ বিন্ধ্যে ভূধরসত্তমে ॥ ৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীবিন্ধ্যাবতরণং
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সকলেই সমভাবে বিন্ধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী-ব্যাপিনী হইয়াও সেই পর্ব্বতোত্তম বিন্ধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪-৭

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

১। নতবর্ত্তিকা ইতি পাঠান্তরম্

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

বজ্রদণ্ড উবাচ—

অস্মাকং মর্ত্ত্যপাতালাঃ শক্রাদ্যাশ্চ তথামরাঃ।
সাধিতাঃ কালদেবস্য প্রসাদেন মহাবলাঃ॥ ১
দূতা হ্যবেদয়ন্[১] গত্বা দেবস্থানমনুত্তমম্।
এবং শ্রুত্বা তদালাপং বজ্রকালচিকীর্ষিতম্॥ ২
বৃহস্পতিনা চাখ্যাতং ব্রহ্মণো বাসবস্য চ॥ ৩

বৃহস্পতিরুবাচ—

কালেন সহবজ্রেন ঘোরঃ স্বর্গনিবাসিনাম্।
আননায় কৃতো যত্নো ভবতাং তন্নিবেদিতম্॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ—

নারদং প্রেষয় বিষ্ণো অসুরস্য বিমোহনম্।
করোতি যেন স গত্বা অধর্ম্মেষু নিয়োজনম্॥ ৫
বেদব্রাহ্মণদেবানাং ভক্তিং কৃত্বাহ্যপাগতঃ[২]
তস্য পত্নী হ্যধর্ম্মেষু যাতি ধর্ম্মবহিষ্কৃতা॥ ৬
অধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাস্তস্য ন শান্তিদাঃ।
যেন কেনচিদুপায়েন তেনেদং কুরু মাধব॥ ৭
এবং পৃষ্টস্তদা বিষ্ণুর্নারদং স সমাদিশৎ।
ত্বং ব্রহ্মজ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৮

এদিকে, বজ্রদণ্ড বলিল,—পৃথিবী, পাতাল ও ইন্দ্র প্রভৃতি মহাবল দেবগণ, কালদেবের প্রসাদে আমাদের অধীন হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম দেবলোকে গিয়া বজ্রদণ্ডের বাক্যই অনুচরেরা বিঘোষিত করিল।* বৃহস্পতি সেই কথা শুনিয়া ও বজ্রদণ্ড এবং কাল দৈত্যের কর্ত্তব্য অবগত হইয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্মার নিকট আসিয়া বলিলেন,—ঘোরদৈত্য, কাল ও বজ্রের সহিত, স্বর্গে বাস করিবার জন্য যত্ন করিতেছে, ইহা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। ১-৪

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণো! অসুর-মোহনের জন্য নারদকে প্রেরণ করুন। নারদ যেন গিয়া ঘোর প্রভৃতি অসুরের দেবতা ব্রাহ্মণ ও বেদের প্রতি ভক্তি হরণ করেন, তাহাদিগকে অধর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তাহার পত্নীও যাহাতে ধর্ম্মবহির্ভূতা হইয়া অধর্ম্ম পথে যায়, তাহাও নারদের কর্ত্তব্য। প্রজাগণ অধর্ম্মপরায়ণ হইলে, ঘোরের শান্তিদায়ক হইবে না, অতএব তাহাদিগকেও অধার্ম্মিক করিতে হইবে। হে মাধব! যে কোন উপায়ে নারদ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করুন। বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই কথায় নারদকে আজ্ঞা করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মনন্দন! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! হে ব্রহ্মন্! দানবগণের

১। তস্য নিবেদয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। কৃতজ্ঞয়া যতঃ ইতি পাঠান্তরম্।
* অনুচরেরা গিয়া বজ্রদণ্ডকে স্বর্গের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা নিবেদন করিল। শেষাংশের এই অর্থও হয়। সঙ্গতি অসঙ্গতি পাঠক মনোযোগ করিলেই বুঝিবেন।

কুশদ্বীপং ব্রজ ব্রহ্মংস্ত্বমধর্ম্মবিঘাতকঃ।
তথেতি তৈঃ সমাদিষ্টো দেবার্থে কৃষ্ণবিগ্রহঃ ॥ ৯
আগম-ধ্যানযোগেন স্বতন্ত্রো ঋষিপুঙ্গবঃ।
কুশদ্বীপং ক্ষণাৎ প্রাপ্তো যত্র রাজা মহাসুরঃ ॥ ১০
দ্বাঃস্থেন তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মসুতোত্তমম্।
প্রবিষ্টো যত্র বৈ রাজা ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ ॥ ১১

দ্বাঃস্থ উবাচ—

রাজরাজ মহাবাহো দ্বারে ব্রহ্মসুতোত্তমঃ।
নারদস্তিষ্ঠতে দেব স্থাপ্যতাং কিং প্রবেশ্যতাম্ ॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা দনুরাজেন্দ্রো নারদং দ্বার আগতম্।
দ্বাঃস্থং সমাদিশৎ তূর্ণং কৃপজো হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৩
প্রবেশতো প্রতীহার দ্বিজরূপো জনার্দ্দনঃ।
লব্ধাদেশস্তদা দ্বাঃস্থো নারদমানয়েৎ ততঃ ॥ ১৪
তত্রাসৌ বিষ্ণুভক্তাত্মা ঘোরো দেবদ্বিজপ্রভুঃ।
তং প্রেক্ষ্য উত্থিতো রাজা ভূম্যাং জানুগতশিরাঃ ॥ ১৫
প্রণম্য ভক্তিভাবেন প্রপূর্য্যার্ঘ্যোদকাসনৈঃ।
সুখং সংবিশ দেবর্ষে ইত্যুক্তো নারদোঽবদৎ ॥ ১৬
উত্থ রাজন্ মহাবাহো বিষয়ান্ মানয়েঃ সুখম্।
মানয়স্ব প্রিয়ান্ কামান্ স্ত্রীণাং ক্রীড়ারতীঃ সদা ॥ ১৭
এতদেব ফলং রাজন্ দেবতারাধনোদ্ভবম্।
ভূপতিত্বং সদা ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা নবযৌবনাঃ ॥ ১৮
আত্মানং পরমং দেবং তোষণীয়ং সদা বুধৈঃ।
শ্রূয়তে চ মহারাজ দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১৯

ধর্ম্মবিঘাতের জন্য তুমি কুশদ্বীপে গমন কর। স্বাধীন ঋষিবর দেবকার্য্যের জন্য দেবাদেশে ধ্যানযোগে ক্ষণমাত্রে কুশদ্বীপে অসুররাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ৫—১০

দৌবারিক ব্রহ্মনন্দন শ্রেষ্ঠ নারদকে সমাগত দেখিয়া ঘোরপরাক্রম অসুররাজ ঘোরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে মহাবাহো! রাজরাজ ব্রহ্মনন্দন শ্রেষ্ঠ নারদ দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, হে দেব! তাঁহাকে তথায় থাকিতে বলিব, না এখানে প্রবেশ করাইব? ইন্দ্রিয়শত্রু জেতা দানব-রাজেন্দ্র নারদ দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন শুনিয়া, সহর্ষে দৌবারিককে বলিলেন,—দৌবারিক! শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস, ব্রাহ্মণ নারায়ণেরই মূর্ত্তি। দৌবারিক, আদেশ পাইয়া নারদকে সেই বিষ্ণুভক্ত দেবদ্বিজপ্রিয় ঘোরদৈত্যের নিকট লইয়া গেল। রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র, গাত্রোত্থান, ভূতল-বিলুণ্ঠিত-মস্তকে, জানু পাতিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম এবং অর্ঘ্য, জল, ও আসন দিয়া পূজা করিয়া বলিলেন,—দেবর্ষে! সুখে উপবেশন করুন। তারপর নারদ বলিলেন,—মহাবাহো! মহারাজ! উঠ, বিষয়কেই সুখজনক বলিয়া বিবেচনা কর। অপর ভোগ এবং রমণী-ক্রীড়া রতিকে প্রিয়া বলিয়া বিবেচনা কর। রাজন্! রাজত্বলাভ এবং সতত নবযুবতী বিবিধরমণীসম্ভোগ ইহাই দেবতা-আরাধনার

ঋষিকন্যাপ্রক্রীড়ায় গতো দারুবনং কিল।
স চ দেব মহাদেবঃ পরতত্ত্বার্থবেদকঃ ॥ ২০
সেবতে বিষয়ান্ রাজন্ যথা সর্ব্বেষু সপরঃ।
তথাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রিয়ং বক্ষঃস্থলে বরম্ ॥ ২১
চন্দ্র ইন্দ্র সুরা ব্রহ্মা সর্ব্বে চ সুখমর্থিনঃ।
তদর্থং তপ্যতে ধর্ম্মফলোঽয়ং বিষয়ো নৃপ ॥ ২২
এবমুক্তস্ত তঃ শক্র ঘোরঃ প্রত্যববোচতম্।

ঘোর উবাচ—

নহি নারদ ধর্ম্মস্য বিষয়ান্মোক্ষণং শুভম্ ॥ ২৩
সংযতাস্তে শুভা ব্রহ্মন্ বিসৃষ্টা নরকায়তে।
ইন্দ্রিয়বিজয়ী পুমান্ বিনয়েনোপপদ্যতে ॥ ২৪
বিনীতঃ সেবতে লোকং তদা সম্পদমাপ্নুয়াৎ।
সম্পদা ধর্ম্মভোগা হি স্ববৃত্তপরিপালনম্ ॥ ২৫
তচ্চ সম্পালনং[১] ব্রহ্মন্ দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্।
ব্যাধির্ভৈষজসেবায়াং ক্ষয়ং গচ্ছেদসংশয়ম্ ॥ ২৬
সেব্যমানেন্দ্রিয়া ব্রহ্মন্ প্রবৃদ্ধিমুপযান্তি হি।
জ্বালামালাকুলং গেহং মহাপাবকদীপিতম্ ॥ ২৭
অনেনোপশমং যাতি বিষয়াণাঞ্চ দীপকম্[২]।
দাহজ্বরমহাতাপো বহ্নিপিত্তসমুদ্ভবম্ ॥ ২৮

ফল। পণ্ডিতেরা সতত পরম দেব আত্মার পরিতোষসাধনই করিয়া থাকেন। মহারাজ! শুনা যায়, দেবাদিদেব ত্রিলোচন ঋষি-কন্যাগণের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য দারুবনে গিয়াছিলেন। রাজন্! সেই দেব পরমতত্ত্বজ্ঞ মহাদেব; তিনিও অপরের ন্যায় বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীকে ত বক্ষঃস্থলেই রাখিয়াছেন। ১১—২১

চন্দ্র, ইন্দ্র ব্রহ্মা—সকল দেবতাই সুখপ্রার্থী; রাজন্! সেইজন্যই তপস্যা বিষয়-ভোগই ধর্ম্মের পরিণাম। ইন্দ্র! নারদ এই কথা বলিলে ঘোর বলিতে লাগিল,—নারদ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধর্ম্মকথা নহে, বিষয়ত্যাগই মঙ্গলকর! হে ব্রহ্মন্! যাহারা সংযমী, তাহারা উত্তম; যাহারা অসংযত বিষয়-গৃধ্নু, তাহাদিগের পরিণাম নরক। জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বিনয়ী হয়; বিনীত ব্যক্তি লোকরঞ্জনে দক্ষ; যে লোকরঞ্জন করিতে জানে; তাহার সম্পদ্ সুলভ। সম্পদের ফল ধর্ম্মানুষ্ঠান, ভোগ এবং নিজ চরিত্র রক্ষা করা; হে ব্রহ্মন্! চরিত্ররক্ষায় ইহলোক, পরলোক উভয়ত্র ফল হয়। ঔষধ-সেবনে নিশ্চয়ই রোগ দূর হয়, কিন্তু হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়-দোষ বাড়িতেই থাকে। জ্বালামালা-সঙ্কুল মহাপাবক-দীপিত গৃহ জল পাইলেই উপশম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিষয় বিমুগ্ধ-চিত্ত মানবগণের বহ্নিপিত্ত-সম্ভূত মহাতাপ-সম্পন্ন বিষয়জ্বর হিমচন্দন-সংযোগেও শান্ত হয় না, প্রত্যুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কদলীদল, কহ্লার, মৃণাল কমল, উৎপল নামক পুষ্পবিশেষ, হিম, চন্দন এবং কর্পূর দ্বারা কামাগ্নি

১। সম্পালয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। বিষয়ান্নাত্মদীপকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

হিমচন্দনসংযোগীচ্ছমেন্ন বিষয়াত্মনে।
কদলীদলকহ্লারমৃণালকমলোৎপলৈঃ ॥ ২৯
হিমচন্দনকর্পূরৈঃ কামাগ্নির্জ্জ্বলতে তু তৈঃ।
ঋণং দানেন শমতে দহনে হ্যুদকেন চ ॥ ৩০
শত্রবো ঘাতমানা হি ক্ষীয়ন্তে হ্যবিচারণাৎ।
এতেষাং ঘাতনং ব্রহ্মংস্তন্নিবোধ সুখাবহম্ ॥ ৩১
শব্দস্পর্শরসরূপ-গন্ধবাগিন্দ্রিয়স্তথা।
পাণিপাদপায়ূপস্থাঃ সংযতাস্তু সুখাবহাঃ ॥ ৩২
পতঙ্গমৃগমৎস্যেভ-কীটাদ্যাশ্চ পতত্রিণঃ।
একৈকবিষয়াসক্তাঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশং গতাঃ ॥ ৩৩
যঃ পুমান্ সংহৃতান্ সেবেদ্বিষয়ান্ বিষয়ী নরঃ।
স পতেন্মহদৈশ্বর্য্যাচ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৩৪
স্ত্রিয়ঃ পানং দিবাস্বপ্নং তথা বাদিত্রনর্ত্তনম্।
দ্যূতাটনমৃগা গেয়ং কামজা নিন্দনং পরে ॥ ৩৫
দণ্ডৈর্বাচা ঈর্ষ্যাসূয়াক্রোধপৈশুন্যসাহসম্।
অর্থানাং দূষণং ব্যাধি অষ্টকায়ায়াং[১] বিনাশকৃৎ ॥ ৩৬
দেবা বিদ্যাধরা যক্ষাঃ কিন্নরোরগমানুষাঃ।
পশবঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বে বিষয়ে নিধনং গতাঃ ॥ ৩৭
এবং বিবেকমাসক্তং বুদ্ধ ঘোরং নরাধিপ।
ধর্ম্মব্যাজং সমাস্থায় বিষয়ৈঃ সংনিবেশ্যতাম্ ॥ ৩৮

নারদ উবাচ—

নির্জ্জিত্য শত্রুসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ।
অনাথামুদ্বহেৎ কন্যাং বংশজাং ন চ দোষভাক্ ॥ ৩৯
ধর্ম্মস্য সাধনং রাজ্যং রাজ্যাদৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
ভুঞ্জয়ন্ পুনরন্যাশ্চ স্ত্রিয়ো রত্নবিভূষিতাঃ ॥ ৪০

আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরিশোধ করিলে ঋণ যায়, জল দ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণ হয়, বধ করিতে করিতে শত্রুদিগকে নিশ্চয় ক্ষয় করা যায়, হে ব্রহ্মন্! এ সব নষ্ট করা সুকর। ২২—৩২

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; যাহাদের সংযত, তাহারা মঙ্গলান্বিত। পতঙ্গ, মৃগ, মৎস্য, হস্তী এবং কীটাদি পক্ষী এক এক বিষয়ে আসক্ত হইয়া ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; রূপদর্শনে বহ্নিতে পতঙ্গ, গানশ্রবণে ব্যাধের হস্তে মৃগ ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। যে বিষয়ী মানব, সকলবিষয়ে আসক্ত হয়, সে, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। স্ত্রীলোকে আসক্তি, সুরাপান, দিবানিদ্রা, নৃত্য গীত-বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ এবং মৃগয়া— এই গুলি কামজ ব্যসন। কটুকথা দণ্ড-পারুষ্য, ঈর্ষা অসূয়া পৈশুন্য, সাহস, অপকার ও অর্থদূষণ এই কয়টী ক্রোধজ ব্যসন। ক্রোধজ ব্যসন মৃত্যুর কারণ। দেবতা, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, সর্প, মানুষ, পশুপক্ষী সকলেই বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন নিধন প্রাপ্ত

১। অর্থদূষণক্রোধোহর্থ অষ্টকোপং ইতি পাঠান্তরম্।

মদ্যমৈথুনমাংসস্য ন দোষঃ স্বপ্রবৃত্তির্তঃ।
মিত্রাগমসুখালাপাঃ স্ত্রীণাং সম্ভোগহেতবঃ॥ ৪১
নিত্যং চেষ্টা মনোঽভীষ্টাঃ কথা গেয়াঃ সুখপ্রদাঃ॥ ৪২
সৌধপৃষ্ঠমৃতুন্নাথ-রশ্ময়ঃ সুখহেতবঃ।
উষ্ণোদকসুখস্নানং পয়ঃপানং বরস্ত্রিয়ঃ[১]॥ ৪৩
বাজীকরণযোগাংশ্চ নন্দিকেশ্বর উক্তবান্।
ভুক্ত্বা নারীশতং পুংসঃ সৌভাগ্যং পরমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪
সহস্রেণ মহাভোগী হ্যযুতেন ধনেশ্বরঃ।
লক্ষেণ কামদেবত্বং কোটিনা পরমং পদম্॥ ৪৫
এবং পূর্ব্বোপদেশস্ত নন্দিনা পরিপৃচ্ছতঃ।
বিষ্ণুতত্ত্বং কামতত্ত্বং শিবতত্ত্বং তথাপরম্॥ ৪৬
ইত্যেবং কপিলঃ প্রাহ মুনীনাং প্রবরো মুনিঃ।
দ্বিরষ্টবর্ষাং কন্যাঞ্চ পীনোন্নতপয়োধরাম্॥ ৪৭
যঃ সদা কাময়তে পুমানমরত্বং স গচ্ছতি॥ ৪৮
স্থূলাং শিথিলদুর্গন্ধাং কেকরাং বা কটাং শঠীম্।
রোগিণীং ব্যাধিতাং মূকামযোগ্যাং মন্দগামিনীম্॥ ৪৯
গন্তা পুমানবাপ্নোতি ব্যাধিং পুংস্তবিনাশনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্ত্রিয়োঽন্বেষ্যা মহামতে॥ ৫০

হইয়াছে। নারদ অসুররাজ ঘোরকে এইরূপ বিবেকাসক্ত বুঝিয়া ধর্ম্মব্যাজ অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়াসক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়া বলিলেন—শত্রু-সৈন্যমণ্ডলী জয় করিয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন করিবে, সৎকুলোদ্ভুতা অনাথা কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইহাতে দোষভাগী হইবে না। রাজ্য ধর্ম্মের সাধন, রাজ্য উত্তম ঐশ্বর্য্যলাভের হেতু; এই রাজ্য ও পত্নী ভোগ করত রত্নালঙ্কার-ভূষিতা অপর রমণীকেও সম্ভোগ করিতে পারে। স্বীয় প্রবৃত্তি হয় ত, মদ্য, মাংস, মৈথুনে দোষ হয় না, মিত্রাগম, সুখালাপ, স্ত্রীসম্ভোগ, অভিলষিত বিচিত্র গল্প, সুখপ্রদ গীতি, সৌধপৃষ্ঠ এবং কোমলশশাঙ্ক-কিরণ এই সমস্ত হইল সুখের উপকরণ। উষ্ণজলে সুখজনক স্নান, দুগ্ধপান, বরাঙ্গনা-সম্ভোগ এবং বাজীকরণ যোগের কথা নন্দিকেশ্বর বলিয়াছেন। পুরুষ একশত রমণী সম্ভোগ করিলে পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। ৩৩-৪৪

সহস্ররমণীসম্ভোগে মহাভোগী এবং অযুতরমণীসম্ভোগে ধনেশ্বর হয়। লক্ষ-রমণীসম্ভোগে কামদেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কোটীরমণীসঙ্গে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। নন্দী জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-মুনি কপিল, ইত্যাদি প্রকারে বিষয়তত্ত্ব, কামতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। নিত্য অষ্টাদশবর্ষীয়া পীনোন্নত-পয়োধরা রমণী সম্ভোগ যে ব্যক্তি করে, তাহার অমরত্ব-প্রাপ্তি হয়। স্থূলা, জরতী, দুর্গন্ধশালিনী, কেকরা (টেরা), কটুভাষিণী, শঠা, রোগিণী, দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধিযুতা, মূকা, অযোগ্যা অথবা নীচগামিনী রমণীতে উপগত হইলে পুরুষ, পুংস্ত্বক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব হে মহামতে! সর্ব্বতোভাবে বরাঙ্গনার অন্বেষণ করা বিধেয়। প্রাণ, শুক্র, ওজ এবং বল

১। পরস্ত্রিয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তদায়ত্তা ইমে প্রাণাঃ শুক্রৌজবলমেব চ।
বলঞ্চ পরমং শুক্রং তচ্চ জীবং মতং বুধৈঃ ॥ ৫১
তচ্চ শুভাবলাযোগোদ্[১] বর্দ্ধতে অসুরাধিপ।
স হৃষ্টঃ স্ফীতঃ পুরুষস্তস্মাৎ সর্ব্বক্ষমো ভবেৎ ॥ ৫২
এবং ধর্ম্মার্থকামানাং ন হানির্ভবতেঽসুর।
জম্বুদ্বীপে মহাবাহো বিন্ধ্যে ভূধরপুত্রিকা ॥ ৫৩
দ্বিরষ্টবর্ষকন্যা সা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
যোগ্যা রাজংস্তদীয়স্য বিভবান্তঃপুরস্য চ ॥ ৫৪
তামানয় যথাশক্ত্যা ত্রৈলোক্যস্য বিভূতয়ে।
পাতালং মূলভূতন্তু সারং পৃথ্বী সসাগরা ॥ ৫৫
শাখাশৈলবনোপেতা দিবং পুষ্পং বিনির্দ্দিশেৎ।
অপ্সরস্তৎফলং বিদ্ধি তাঃ কন্যাঃ ফলবীজগাঃ ॥ ৫৬
এবং স নারদাদেশাদ্ব্যাজধর্ম্মপ্রবর্ত্তিতঃ।
চকার সম্মতিং শক্র কন্যামুদ্বহনোপরি ॥ ৫৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ঘোরপ্রলোভনং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সমস্তই স্ত্রীর আয়ত্ত। শুক্রই পরম বল এবং পণ্ডিতেরা তাহাকেই জীব বলিয়া থাকেন। ৪৫-৫১।

হে অসুররাজ! উত্তমা রমণীর প্রতি অনুরাগ ও তাহার সাহায্যেই শুক্র-বৃদ্ধি হয়। বরবর্ণিনীর অনুগ্রহেই পুরুষ আনন্দে স্ফীত ও সর্ব্বকার্য্যে সক্ষম হয়। হে অসুর! এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিছুরই হানি হয় না। হে মহাবাহো! জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যপর্ব্বতে এক পর্ব্বতনন্দিনী আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ, আর তিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না। রাজন্! সেই কন্যাই তোমার ঐশ্বর্য্য ও অন্তঃপুরের উপযুক্ত। ত্রৈলোক্যের বিভূতির জন্য তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক, লইয়া আইস। পাতালমূল, গৃহ-পর্ব্বত-বনশালিনী সসাগরা পৃথিবী বৃক্ষ, স্বর্গ তাহার পুষ্প, অপ্সরোগণ তাহার ফল। আর সেই পর্ব্বত-নন্দিনী এবং তৎসঙ্গিনী কন্যারা ফলমধ্যবর্ত্তী বীজস্বরূপ। হে শক্র! ঘোরদৈত্য, নারদের উপদিষ্ট, ব্যাজধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য খুব যত্নবান্ হইল। ৫২-৫৭

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

১। শুভারলাদ্রাগাৎ ইতি চ পাঠঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

নারদকথনাচ্ছক্র ব্যাজধর্ম্মরতোঽসুরঃ।
ন স পূজয়তে বিপ্রান্ ন বেদান্ ন চ অচ্যুতম্ ॥ ১
ন মন্ত্রিদ্বাঃস্থবাক্যানি ন চ পত্নীসমং বসেৎ।
সর্ব্বধর্ম্মপথং ত্যক্ত্বা বলবাহনসঞ্চয়ম্ ॥ ২
পানসঙ্গমগেয়াদিমিচ্ছন্ দ্যূতনিষেবণম্।
উৎকণ্ঠিতমনা জাতঃ পরপত্নীরতঃ সদা ॥ ৩
স্বকান্তাং বিষবন্মেনে ন চ ধর্ম্মং প্রতীক্ষতে।
এক এব সুহৃদ্ বিপ্রো নারদ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৪
যেন মে বিষয়াসক্তির্দত্তা কামসুখপ্রদা।
কতরেণ বিধানেন আনয়ামি মুদা[১] ত্বহম্ ॥ ৫
পরপত্ন্যঃ শুভা ভদ্রাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ।
সত্যমেব হি ধর্ম্মস্য ফলং রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ৬
তথা চ পুরগ্রামাণি গৃহাঃ পত্ন্যঃ সুশোভনাঃ।
দেববিদ্যাধরা যক্ষা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৭
সদা কামমুদাশক্তাঃ[২] স্ত্রিয়ঃ পানমনোঽনুগাঃ।
তথা বয়ঞ্চ কুর্ব্বামো[৩] যথা ভূধরপুত্রিকাম্।
নারদাকথনং সত্যং ভুঞ্জামি সুরদুর্লভাম্ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—অসুররাজ ঘোর, নারদের উপদেশে ব্যাজধর্ম্মে রত হইয়া বিপ্রপূজা পরাঙ্মুখ হইল, বেদের সম্মাননা করা পরিত্যাগ করিল, বিষ্ণুপূজাও আর করিল না। মন্ত্রী প্রভৃতির কথা শুনিল না, পত্নীর সহিত সহবাস ত্যাগ করিল, সর্ব্বধর্ম্মপথ, সৈন্য-সামন্তবাহন সকলই পরিত্যাগ করিয়া দ্যূতক্রীড়া, সুরা পান, স্ত্রীসম্ভোগ এবং গীতাদির প্রতি আসক্ত এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঘোর পরদারে আসক্ত হইল। আপনার পত্নীকে বিষতুল্য দেখিতে লাগিল, ধর্ম্মের প্রতি আর তাহার দৃষ্টি রহিল না। ঘোর তখন ভাবিল, ঋষিসত্তম নারদই আমার একমাত্র সুহৃৎ, এই ইচ্ছানুরূপ সুখময়ী বিষয়াসক্তি ইহাঁরই প্রসাদে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কোন্ উপায়ে, পীনোন্নতস্তনী রূপবতী মৃদুভাষিণী পরপত্নীদিগকে সর্ব্বদা আনয়ন করিতে পারি? আজ আমার ধর্ম্ম সফল হইয়াছে, রাজ্য সফল হইয়াছে। ১-৬

নগর গ্রাম গৃহ সকলও সফল হইয়াছে, কেননা সুন্দরী যুবতী বহুরমণী আমি সম্ভোগ করিতেছি। যক্ষ, বিদ্যাধর, দেবতা, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই কামাসক্তচিত্তে সর্ব্বদা রমণীর প্রতি আসক্ত এবং পানাদিপরায়ণ। নারদের কথিত সেই দেবদুর্লভা পর্ব্বতনন্দিনীকে যাহাতে সম্ভোগ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই উপায় করিব। ৭-৮

১। সদা ইতি চ পাঠঃ।
২। কামমনাশক্তাঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। কুর্য্যামঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ—

বিজ্ঞায় নারদাচ্ছক্র ঘোরং তন্মতিবর্ত্মগম্।
অমাত্যসহিতো বাগ্মী চন্দ্রবুদ্ধিরমন্ত্রয়ৎ॥ ৯

চন্দ্রমতিরুবাচ—

যথা তাত মম স্বামী চন্দ্রশোভা মহাত্মনঃ।
তথৈব ত্বং মহামাত্যো মম ভর্ত্তানুপালকঃ॥ ১০
তব সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিদ্যা আন্বীক্ষিকাদয়ঃ।
বসন্তে উদরে যস্য স কথং মুচ্যতে পথঃ॥ ১১
অমাত্যবশগং রাজ্যং বশো রাজা সুমন্ত্রিষু।
তন্মতে ভুঞ্জতে পৃথ্বীমন্যথা তু বিপর্য্যয়ঃ॥ ১২
ত্বয়া তাত সমস্তেয়ং পৃথ্বী পাতালদেবরাট্।
নাথেন ভবতা প্রাপ্তা স কথং ন বশস্তব॥ ১৩
যদা হি ব্যসনাসক্তং নৃপং বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে।
বিজ্ঞায় স তদামাত্যঃ প্রাকৃতং দর্শয়েদ্ ভয়ম্॥ ১৪
তব ভিন্নাঃ সুতা ভার্য্যাঃ সামন্তাঃ প্রবরা নৃপাঃ।
মদীয়ে ত্বন্মতে ন ত্বং স্বয়ং বেৎস্যসি বর্ত্ততে[১]॥ ১৫
ত্বং পুনঃ সর্ব্বভাবেণ তস্যাজ্ঞামনুবর্ত্তকঃ।
নহি ইষ্টং সদামাত্যং রাজ্ঞো রাজ্যং কথং[২] ভবেৎ॥ ১৬
যস্য সমুৎসবা বৈদ্যা অমাত্যা নৃপবাক্করাঃ।
ন হি রাজ্যং স্থিরং তস্য কপিমালেব মূর্দ্ধগা॥ ১৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! রাজ্ঞী চন্দ্রমতি, স্বামী ঘোরকে নারদের উপদিষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্ত জানিয়া অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমতি, মন্ত্রীকে বলিলেন,—বাবা! আমার স্বামী যেমন চন্দ্রশোভাপুরের মহারাজ, তুমিও তেমনই তাঁহার উপযুক্ত স্বামিরক্ষাপরায়ণ মহামন্ত্রী। সকল শাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা তোমার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, তুমি মার্গভ্রষ্ট হইবে কিরূপে? রাজ্য মন্ত্রীর আয়ত্ত, রাজা মন্ত্রীর আয়ত্ত। পৃথিবীপালন মন্ত্রীর মতানুসারেই করিতে হয়, নতুবা বিপরীত ফল হয়। বাবা! এই সমস্ত পৃথিবী, পাতাল এবং স্বর্গপর্যন্ত সমস্তই তোমার সাহায্যে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অসুররাজ তোমার বশবর্ত্তী নহেন কেন? রাজাকে ব্যসনাসক্ত এবং বিপরীত বুদ্ধিসম্পন্ন দেখিলে অমাত্যের তাঁহাকে ভয় দেখান উচিত। ৯-১৪

তখন বলা উচিত, 'হে রাজন্! আপনার পুত্র, পত্নী, সামন্ত রাজগণ, মিত্র রাজগণ সকলেই ভেদ-জর্জ্জরিত হইতেছে, আমার মতে আপনি থাকুন, নতুবা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তুমি এক্ষণেও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছ; পাকশালাধ্যক্ষ, স্ত্রী, শয্যাকারক, জলদাতা ও তাম্বূলদাতা—যে রাজার এই সকল কর্ম্মচারী সচ্চরিত্র, সেই রাজা সর্ব্বদা সুখভোগ করেন। কিন্তু বাবা! এই সকল ব্যক্তি যদি শত্রুপ্রযুক্ত ভেদোপায়ের আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় রাজাও ক্ষণমধ্যে বিশীর্ণ

১। বর্ত্ত স্বয়ং ত্বং ন হি বৎস্যসে ইতি পাঠান্তরম্।
২। নহি দৃষ্টং সদামাত্যং রাজ্ঞো বাক্যকরং ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

অমাত্যপ্রবরং রাজ্যং ভৃতা দ্বাঃস্থা অবেক্ষকাঃ।
মহানসঃ স্ত্রিয়ঃ শয্যা পানতাম্বুলদায়কাঃ ॥ ১৮
এতে হি যস্য সদ্বৃত্তাঃ স রাজা সুখভুক্ সদা।
বিভিন্নৈর্ভিদ্যতে তাত সিকতা ইব সেতুম্ ॥ ১৯
ধর্ম্মাধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিঃ স্বামিনঃ সুখমিচ্ছতাম্।
ভৃত্যানাং ভবতে তাত অন্যথা নিরয়াস্তব ॥ ২০
ঋজুর্ব্রণত্বক্‌সার-মহাবংশা যথা গৃহম্।
ধারয়ন্তি সদা রাজ্যং মন্ত্রিণো দণ্ডপালকাঃ ॥ ২১
রাজ্ঞাঞ্চ শব্দমাত্রৈব অভিমানং যথা মম।
রাজ্যঞ্চামাত্যলেখ্যানাং ভোগ্যং তাত ন চান্যথা ॥ ২২
স্ত্রীস্বরূপা যদা কিঞ্চিন্ময়া বাণী ন সংস্কৃতা।
তথাপি মম ক্ষন্তব্যং বালানাং ন হি রুষ্টতাম্[1] ॥ ২৩
এবং সবান্ধবং মন্ত্রং চন্দ্রবুদ্ধিঃ প্রহৃষ্টবান্ ॥ ২৪
প্রোবাচ সংস্তুতং বাক্যং দেবি ত্বং দেবতাস্বপি।

সুষেণ উবাচ—

ত্বমেব সর্ব্ববাক্যানাং নয়ানামুপদেশিনী।
তথাপি কিঞ্চিদ্‌বক্তব্যং ন ত্বেবং যচ্চ মন্যসে ॥ ২৫
সর্ব্বনীতিগতঃ পারো দেবদ্বিজসদেজ্যকঃ।
শুভবুদ্ধিশ্চ মতিমান্ স কথং বিপথে ব্রজেৎ ॥ ২৬
অকস্মাদদ্য রাত্রৌ চ নারদাদ্বাক্যচোদিতঃ।
তস্য ইচ্ছাকরো ভূত্বা অস্মাকঞ্চ ন হীচ্ছতি ॥ ২৭
যথামাত্যেন মন্ত্রেন বিভূতির্বিকলা তব।
যেন বৃদ্ধস্ত্রিয়াঃ সেবী কৃতো[2] বৈদ্যাঃ পুরোহিতাঃ ॥ ২৮
এবং তস্য মতির্ভূত্বা নারদপথগা শুভে।
বয়ং ত্বঞ্চ তথাগচ্ছ প্রত্যক্ষমনুশাস্যতাম্ ॥ ২৯
অবমন্য তথা দ্বাঃস্থং দেবী মন্ত্রী গতৌ হি তম্।
সংক্রুদ্ধলোচনোঽপশ্যন্ ন চ বাচাভ্যভাষত ॥ ৩০

হইয়া পড়েন। বাবা! স্বামি-সুখাভিলাষী ভৃত্যবর্গ স্বামিকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকারী হয়, আর তুমি যদি স্বামীর সুখ ইচ্ছা না কর, তাহা হইলেও তোমার নরক হইবে। ব্রণহীন সরল মহাবংশ (বড় বড় বাঁশ) যেমন গৃহ রক্ষা করে, তদ্রূপ নির্দ্দোষ সরল সদ্বংশসম্ভূত মন্ত্রিগণ দণ্ডপালক হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন। ১৫-২১

'আমার রাজ্য' এই শব্দ মাত্রেই রাজার অভিমান। বস্তুগত্যা কিন্তু রাজ্য মন্ত্রিলেখ্যেরই অধীন, ইহার অন্যথা নাই। আমি স্ত্রীলোক, আমার কথা যদিও সুসংস্কৃত নহে, তথাপি তাহা আমার ক্ষমা করিবে। মূর্খের প্রতি কোপ করা উচিত নহে। চন্দ্রামতি এই কথা মন্ত্রীকে বলিলেন। তারপর মন্ত্রী স্তববাক্যে বলিলেন, দেবি! দেবতাগণের মধ্যেও তুমি মাননীয়া! সকললোকেরই

১। রূপ্যতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। কৃতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

চন্দ্রমতিরুবাচ—

যদ্যপি ভবতো নাস্মান্ বাচয়ামপি ভাষতে।
তথাপি কিঞ্চিদ্বক্তব্যং ন সপত্নীভয়ং মম ॥ ৩১
ন চাবিজ্ঞাতশীলাসু স্ত্রীষু ভোগ্যাগমঃ ক্বচিৎ।
বিষকন্যাভয়ং ঘোরং পাপজং শ্রূয়তে পরম্।
তপস্বিব্যঞ্জকং নগ্নচণ্ডভীরুচরানুগান্ ॥ ৩২
যজ্ঞবিপ্রবিদাং রাজা বিশস্তঃ সীদতেঽচিরাৎ ॥
রজকী তান্ত্রকী[১] চক্রী বরুটী পুষ্পগ্রন্থিনী।
কৈবর্ত্তী ঈক্ষণী বৃদ্ধা ন হি স্থাপ্যা গৃহে চিরম্ ॥ ৩৩
সূতিকা বধিরা যন্ত্রী কুলালী স্ত্রীজনে যথা।
বিনাশং কুরুতেঽবশ্যং[২] ধর্ম্মরাজোঽপি তদ্বশঃ ॥ ৩৪
পানং কন্যাসনং শয্যা বাহনন্তু বিচারিতম্।
ভুঞ্জানো মহদাপ্নোতি মৃত্যুকৃচ্ছ্রং তথা গদম্ ॥ ৩৫
ন হি অনিচ্ছতা বালা ভুঞ্জনীয়া কদাচন।
ন চ তামুদ্বহেন্নাথ শৃণু পূর্ব্বকথামিমাম্ ॥ ৩৬
ত্বঞ্চ বেৎসি যথান্যায়ং তথাপি শৃণু লোকয় ॥ ৩৭
ক্রৌঞ্চদ্বীপে পুরা বৃত্তং রাজা নাম্না সুমেধসঃ।
তস্য পত্নীসহস্রাণি অষ্টাবষ্টৌ ভবেৎ কিল ॥
সর্ব্বসম্পত্তিসম্পন্নঃ সমস্তবলবাহনঃ।
ভুঞ্জন্ পৃথ্বীমিমাং নাথ সসমুদ্রাং সকাননাম্ ॥ ৩৯

নীতি প্রদর্শন করিতে সমর্থা। তথাপি কিঞ্চিৎ আমাকে বলিতে হইতেছে, কেননা আপনি আমাকে যেরূপ ভাবিয়াছেন, আমি তাহা নহি। আমাদিগের রাজা সর্ব্বনীতিপরায়ণ দেব-দ্বিজগণের সম্মানকারী শুদ্ধবুদ্ধি এবং বুদ্ধিমান্। তাঁহার বিপথে যাইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রে নারদের বাক্যে চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন, আমাদিগকে তিনি চাহিতেছেন না। নারদ রাজাকে বলিয়াছেন, তোমার মন্ত্রী মত্ত, সে তোমার ঐশ্বর্য্যকে নিষ্ফল রাখিয়াছে এবং তোমাকে বৃদ্ধস্ত্রীর প্রতি আসক্ত রাখিয়াছে। আর বৈদ্য ও পুরোহিতগুলার ত কথাই নাই। হে শুভে! নারদের কথায় রাজারও সেইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে। অতএব আমিও যাইতেছি আপনিও চলুন, সম্মুখে গিয়া রাজাকে উপদেশ দিন। তখন মহিষী ও মন্ত্রী দৌবারিকের নিষেধ অমান্য করিয়া ক্রোধরক্তনয়নে আসিতেছেন দেখিয়া অসুররাজ কথা না কহিলেও চন্দ্রমতি বলিলেন—যদিও আমরা উপস্থিত হইলেও আপনি বাক্যালাপ করিলেন না, তথাপি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সপত্নীর ভয়ে যে কিছু বলিতেছি তাহা নহে; সপত্নী ভয় আমার নাই। অবিজ্ঞাত-স্বভাবা রমণীতে কদাচ উপগত হইবেন না। বিষকন্যা ভয় ঘোরতর শুনা যায়। তপস্বিচিহ্নধারী, নগ্নক্ষপণক, ক্রোধী ভীরু শত্রুর অনুচর, যাজ্ঞিক, বিপ্র ও জ্যোতির্ব্বেত্তাকে যে রাজা অধিক বিশ্বাস করেন, অচিরকালমধ্যে তাঁহার অবসাদপ্রাপ্তি ঘটে। রজকী, কন্দুক, চক্রী, বরুটী, মালিনী, কৈবর্ত্তী এবং

১। কন্দুকী ইতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ।
২। দেশ্যম্ ইতি বা পাঠঃ।

তাবৎ কালেন মহতা পরিক্রাম্য পরং কিল।
দ্বীপং শাকাহ্বয়ং নাথ তস্মিন্ ক্রীড়ন্ যথাবিধি ॥ ৪০
সোঽশৃণোৎ পুষ্করে কন্যাম্বযে রূপসমন্বিতাম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪১
তাবৎ স তত্রগো নাথ ন পশ্যেদৃষিতাপসান্।
সা কন্যা ভদ্ররামা চ তামুদ্বাহসমুৎসুকঃ[১] ॥ ৪২
কামার্ত্তো বিহ্বলীভূতো ন বিন্দ্যাদপরং ক্বচিৎ।
অনিচ্ছমানাপি তথা গৃহীতা পাণিনা করে ॥ ৪৩
সা কন্যা ভদ্রনাম্নী চ রুদন্তীং ন মুমোচ সঃ[২] ॥ ৪৪
তথা স ভুঞ্জয়িত্বা তু গতো দ্বীপং নরাধিপঃ।
শাকাহ্বমাগতস্তাবৎ পুষ্করে মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫
তেন সা বিমনা দৃষ্টা রুদমানা তু কন্যকা।
পপ্রচ্ছ সর্ব্বমাখ্যাতং যথাবৃত্তং সুরেশ্বর ॥ ৪৬

অপরিচিতা বৃদ্ধা রমণীকে বহুকাল গৃহে রাখিবে না। সূতিকা, বধিরা, শুণ্ডিকা এবং কুলালী রমণী বশবর্ত্তী রাজাকে বিনষ্ট করে। আবার ধর্ম্মরাজ হইলেও অধিক পরিচয়ে তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইতেই হয়। পান, আসন, শয্যা, রমণী, বাহন এবং অন্ন-বিচার না করিয়া ব্যবহার করিলে, ব্যাধি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। নাথ! অকামা রমণীতে কখন উপগত হইবেন না। আর সেরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবেন না। এ বিষয়ে পূর্ব্ব-ইতিহাস শ্রবণ করুন। যদিও আপনি স্পষ্ট এসব তত্ত্ব অবগত আছেন, তথাপি এক্ষণে একটী কথা শুনুন এবং আলোচনা করুন। পূর্ব্বে ক্রৌঞ্চদ্বীপে সুমেধা নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার ষোড়শসহস্র পত্নী ছিল। অতুল সম্পত্তি, সৈন্য-সামন্ত বাহনাদি সম্পূর্ণ ছিল। নাথ! তিনি এই সাগরগহনশালিনী বসুমতীকে নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতেন। তিনি বহুকাল পর্যটন করিতে করিতে শাকদ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় যথা-বিধানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি শুনিতে পাইলেন, পুষ্কর-দ্বীপে এক ঋষির[৩] কন্যা অতি রূপবতী সর্ব্বলক্ষণান্বিতা এবং নানালঙ্কার-ভূষিতা। নাথ! রাজা সেই ঋষির আশ্রমে গিয়া কোন ঋষি তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই ঋষি কন্যা ভদ্ররামাকে দেখিতে পাই-লেন। ভদ্ররামাকে বিবাহ করিতে রাজা উৎসুক হইলেন। তিনি তখন কামবিহ্বল, তাঁহার হিতাহিত বিবেচনা রহিল না। ভদ্ররামার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি রমণার্থী হইয়া স্বহস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। ভদ্ররামা রোদন করিতে থাকিলেও রাজা তাহাকে ত্যাগ করিলেন না; তিনি আত্মকার্য্য সাধন করিয়া শাকদ্বীপে গমন করিলেন। এদিকে, সেই মুনিসত্তম, পুষ্করদ্বীপে নিজ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, দুহিতা ভদ্ররামা বিমনায়মানা এবং রোদন-পরায়ণা। হে অমরবিজয়িন্! তখন তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যা সকল কথাই বলিয়া দিলেন। ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া সেই রাজাকে

১। তামুদ্বাহনমুৎসুকঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। স কন্যাং রমণার্থী তু রুদন্তীঞ্চ ন মোচত ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
৩। পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইলে, 'পুষ্কর ঋষির কন্যা' এইরূপ অনুবাদ হইবে। পরেও এইরূপ অনুবাদ।

শ্রুত্বা ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ তম্বষির্নৃপম্ ।
সুমেধসস্ততো যাতো নরকং ভূতলাদভূৎ ॥ ৪৭
এবং নাথ ন সাপত্ন্যশঙ্কয়া অসুরেশ্বর ।
বারয়ামি ত্বহং স্বামিন্ তব রাজ্যসুখার্থিনী ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ—

নারদেন বচঃ শ্রুত্বা ঘোরবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্ ।
মোহনা জপ্যতে বিদ্যা পদমালেতি ভৈরবা ॥ ৪৯

শক্র উবাচ—

কথং সা ভৈরবা বিদ্যা কিংবীর্য্যা কিংপরাক্রমা ।
জপ্তব্যা কেন বিধিনা কথং প্রাপ্তা চ শঙ্করাৎ ॥
বিদ্যা মোহনশীলা যা সসুরাসুরমানবান্ ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ—

আরাধ্য নন্দিনা পূর্ব্বং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
যোগাভ্যাসেন মহতা তদা তস্য দদর্শ তাম্ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা দেবেশ্বরং শম্ভুং পপ্রচ্ছেমং[১] বরং শৃণু ॥
তথা তেন সমাচিন্ত্য বিঘ্নপাপপ্রণাশনীম্ ।
পদমালাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥
যাচয়ামি সুরেশান-মুমাদেহার্দ্ধহারিণম্ ॥ ৫২

নন্দিকেশ্বর উবাচ—

যদি মাং বরদো দেবস্তুষ্টো বা ত্রিদশেশ্বরঃ ।
তদালোকহিতার্থায় পদমালাং প্রযচ্ছ নঃ ॥ ৫৩

অভিসম্পাত দিলেন। সুমেধা তাহাতে ভূতল হইতে নরকে গমন করিল। হে নাথ! শাপের শঙ্কা এইরূপ সর্ব্বত্রই আছে। হে স্বামিন্! হে অসুরেশ্বর! আপনার রাজ্য ও সুখ ইচ্ছা করিয়াই আমি এইসব কার্য্য করিতে বারণ করিতেছি। ২২-৪৮

ব্রহ্মা বলিলেন—নারদ, এ ঘোর-মহিষীর কথা শুনিয়া বুঝিলেন, ইহাতে ঘোরের চৈতন্য হইতে পারে ; তাই তিনি ঘোরের মোহনের জন্য অতি-ভৈরবা পদমালা জপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—সেই ভৈরববিদ্যা কিরূপ? কেমন বিদ্যা? তাহার সামর্থ্য কিরূপ? কোন্ বিধানে তাহা জপ করিতে হয়? আর শিবের নিকট হইতে সুরাসুর নরবিমোহিনী সেই বিদ্যা, কে কিরূপে লাভ করিল? ব্রহ্মা বলিলেন,—নন্দী পূর্ব্বে জগদ্গুরু দেবাদি-দেবকে মহাযোগাভ্যাসে আরাধনা করিলে, দেবদেব শিবমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। নন্দিকেশ্বর চিন্তা করিয়া উমা-দেহার্দ্ধধারী শিবের নিকটে পাপ ও বিঘ্ন বিনাশিনী সর্ব্বদেব-নমস্কৃতা পদমালা মহাবিদ্যা যাচ্ঞা করিলেন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে দেবদেব! যদি তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদান করিতে আপনি প্রবৃত্তই হইলেন,

---

১। তুষ্টা দেবেশ্বরঃ শম্ভুঃ প্রযচ্ছেমম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ঈশ্বর উবাচ—

শুক্রেণ চ তপস্তপ্তং তেন বিদ্যা পুরার্থিতা।
নহি দত্তা ময়া তস্য দেবানাং বিঘ্নকারকঃ ॥ ৫৪
ত্বয়া হি যাচিতা বৎস ময়া ভক্তং তথেতি চ।
দাতব্যা শৃণু তত্ত্বেন ভূত্বাসনসমাধিগঃ(১) ॥ ৫৫

ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি খট্টাঙ্গকপালহস্তে মহাপ্রেত-সমারূঢ়ে মহাবিমানমালাকুলে(২) কালরাত্রি বহুগণপরিবৃতে মহামুখে বহুভুজে ঘণ্টা-ডমরুকিঙ্কিনি অট্টাট্টহাসে কিলিকিলি হু দংষ্ট্রে ঘোরান্ধকারিণি নানাশব্দবহুলে গজচর্ম্মপ্রাবৃতশরীরে রুধিরমাংসদিগ্ধে লেলিহানোগ্রজিহ্বে মহারাক্ষসি রৌদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমাট্টহাসে স্ফুরদ্‌বিদ্যুৎসমপ্রভে চল চল চকোরনেত্রে হিলি হিলি ললনজিহ্বে বীং ভ্রূকুটিমুখে হুঙ্কারভয়ত্রাসিনি কপালবেষ্টিতজটামুকুট-শশাঙ্কধারিণি অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হুং হুং দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশিনি ইদং কর্ম্ম সাধয় সাধয় শীঘ্রং ত্বর ত্বর কট কট (৩) অঙ্কুশেন শময় অনুপ্রবেশয় (৪) বন্ধ বন্ধ কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয়। রুধিরমাংসমদ্য-প্রিয়ে হন হন কুট্ট কুট্ট ছিন্দ ছিন্দ মারয় মারয় (৫) বজ্রশরীরমানয় আনয় ত্রৈলোক্যগতমপি দুষ্টমদুষ্টং বা গৃহীতমগৃহীতং বা আবেশয় আবেশয় ক্রাময় ক্রাময় নৃত্য নৃত্য বন্ধ বন্ধ কোটরাক্ষি ঊর্দ্ধকেশি উলূকবদনে করঙ্কিণি করঙ্ক-মালাধারিণি (৬) দহ দহ পচ পচ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মণ্ডলমধ্যে প্রবেশয় প্রবেশয় কিং বিলম্বসি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন রুদ্রসত্যেন ঋষিসত্যেন আবেশয় আবেশয়। কিলি কিলি মিলি মিলি (৭) বিকৃতরূপধারিণি কৃষ্ণভুজঙ্গমবেষ্টিতশরীরে সর্ব্ব-গ্রহাবেশিনি প্রলম্বোষ্ঠি ভুগ্ননাসিকে কপিলজটে (৮) ব্রাহ্মি ভুঞ্জ ভুঞ্জ জ্বলজ্জ্বালা-মুখি জ্বল জ্বল খল খল পাতয় পাতয় রক্তাক্ষি ঘূর্ণাপয় ঘূর্ণাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় শিরো গৃহ্ণ গৃহ্ণ চক্ষুর্মীলয় মীলয় হৃদয়ং ভুঞ্জ ভুঞ্জ হস্তপাদৌ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুদ্রাঃ

তবে লোকহিতার্থ পদমালা বিদ্যাই প্রদান করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্ব্ব-কালে সেই বিদ্যা প্রার্থনা করত শুক্র তপস্যা করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে সে বিদ্যা দেই নাই ; কেননা শুক্র, দেবগণের বিঘ্নকর্ত্তা। ৪৯-৫৪

তুমিও ইহা যাচ্ঞা করিতেছ, আমিও তোমার প্রার্থিত বর প্রদান করিতে পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব তাহা দিতেছি, ভূতলে সমাসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৫৫

এই বলিয়া শিব "ওঁ নমঃ ভগবতি চামুণ্ডে" ইত্যাদি "হুং ফট" পর্য্যন্ত মন্ত্র * উপদেশ করিয়া বলিলেন,—

১। ভূম্যাসনসমাধিগঃ ইতি বা পাঠঃ।
২। মহাবিশালমালাগলে ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
৩। ত্বরৎ কহ কহ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
৪। মহাপ্রবেশৎ ইতি পাঠান্তরম্।
৫। অনুক্রম ইত্যধিকঃ পাঠঃ কেষুচিৎ।
৬। বরাঙ্গমলাধারিণি ইতি বা পাঠঃ।
৭। চিলি চিলি ইতি পাঠান্তরম্।
৮। বিকটমুখে ইতি বা পাঠঃ।
* এই মহামন্ত্র বা তদর্থ এইরূপ প্রকাশ করা অকর্ত্তব্যবোধে পরিত্যাগ করিলাম।

স্ফোটয় স্ফোটয় হূং হূং ফট্ বিদারয় বিদারয় ত্রিশূলেন ভেদয় ভেদয় বজ্রেন হন হন দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় চক্রেণ ছেদয় ছেদয় শক্তিনা ভেদয় ভেদয় দংষ্ট্রয়া কীলয় কীলয় কর্ত্রিকয়া পাটয় পাটয় অঙ্কুশেন গৃহ্ণ গৃহ্ণ শিরোঽক্ষিজ্বরম্ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং ডাকিনীস্কন্দগ্রহান্ মুঞ্চাপয় মুঞ্চাপয় লন লন উত্থাপয় উত্থাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ ব্রহ্মাণি ত্র্যাহি মাহেশ্বরি এহি এহি কৌমারি এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি বারাহি এহি এহি ঐন্দ্রি এহি এহি চামুণ্ডে এহি এহি কপালিনি এহি এহি মহাকালি এহি এহি রেবতি এহি এহি মহারেবতি এহি এহি শুষ্করেবতি এহি এহি আকাশরেবতি এহি এহি হিমবন্তচারিণি এহি এহি কৈলাসচারিণি এহি এহি পরমন্ত্রান্ ছিন্দ ছিন্দ কিলি কিলি বিচ্চে অঘোরে ঘোররূপিণি চামুণ্ডে রুদ্রক্রোধাদ্‌বিনিঃসৃতে অসুরক্ষয়ঙ্করি আকাশগামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ কর্ত্ত কর্ত্ত শময় তিষ্ঠ তিষ্ঠ মঙ্গলং প্রবেশয় প্রবেশয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুখং বন্ধ বন্ধ চক্ষুর্বন্ধ বন্ধ হৃদয়ং বন্ধ বন্ধ হস্তপদৌ বন্ধ বন্ধ দুষ্টগ্রহান্ সর্ব্বান্ বন্ধ বন্ধ সাদিশা বন্ধ বন্ধ বিদিশা বন্ধ বন্ধ ঊর্দ্ধং বন্ধ বন্ধ অধস্তাদ্ বন্ধ বন্ধ ভস্মনা পানীয়েন মৃত্তিকয়া বা সর্ষপৈর্ব্বা আবেশয় আবেশয়। ঘাতয় ঘাতয়(১) চামুণ্ডে কিলি কিলি বিচ্চে হূং ফট্ ॥ ৫৬

এবং সা পদমালাখ্যা বিদ্যা দেবনমস্কৃতা।
যস্যার্থে উদরং জগ্মু র্মদীয়ং ভার্গবঃ পুরা ॥ ৫৭
স চ বর্ষশতং দিব্যং স্থিত্বা শাপেন শাপিতঃ ॥ ৫৮
চরাচর তদা দেবী কারুণ্যাদ্ ভবতোষিতা।
তব লিঙ্গাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ শুক্রো নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ৫৯
সুতোঽয়ং তব দেবেশ সর্ব্ববিদ্যাধিপো বরঃ।
ত্বয়াপি বৎসলে দেয়া অভক্তে নাজিতেন্দ্রিয়ে।
অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাঃ কর্ম্মণাং গণনায়ক ॥ ৬০
এবং পূর্ব্বং মহাবিদ্যাং শিবান্নন্দীশঃ প্রাপ্তবান্ ॥ ৬১

শক্র উবাচ—

সমস্তপদ উচ্চারা অষ্টোত্তরশতং বিভো!
কর্ম্মণাং কুরুতে নাথ কিংবা প্রত্যেকশব্দিতা।
কানি কর্ম্মাণি দেবেশ পদানাং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৬২

ইহাই সেই দেব-নমস্কৃতা পদমালা-বিদ্যা। ভার্গব, এই বিদ্যা পাইবার জন্যই আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভার্গব, শাপগ্রস্ত হইয়া দিব্য পরিমাণে শতবৎসর তথায় বিচরণ করে। তারপর পার্ব্বতী দয়াবশতঃ তাহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া আমাকে বলেন,—হে ভব! আপনার লিঙ্গপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শুক্র নামে খ্যাত হউক। হে দেবেশ! শুক্র আপনার পুত্র হইল। সর্ব্ব-বিদ্যার পারদর্শিতা এবং শ্রেষ্ঠতা শুক্রের হইবে। বৎস! এই বিদ্যা তুমিও অভক্ত বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে দিবে না। হে গণশ্রেষ্ঠ! এই পদমালা-মন্ত্র প্রভাবে অষ্টোত্তরশত কর্ম্ম করিতে সামর্থ্য হইবে। (ব্রহ্মা বলিলেন) নন্দিবেশ্বর শিবের নিকট এইরূপে উক্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হন। ৫৬—৬১

ইন্দ্র বলিলেন,—প্রভো! অষ্টোত্তর শত কর্ম্মে পটুতা কি সমস্ত মন্ত্রজপের

১। পাতয় পাতয়েতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ—

একৈকস্য পদন্যাসং পদানাং সাধনং তথা।
উময়া কথিতং বৎস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬৩
তথা তেঽহং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন বাসব।
সিদ্ধান্তবেদকর্ম্মণামথর্ব্বপদদীপনীম্।
অনয়া তু সমা বিদ্যা ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥ ৬৪

দেব্যুবাচ—

কৈলাসপীঠমধ্যস্থং বীরেশং পরমং প্রভুম্।
উক্তা যা চ মহাবিদ্যা মূলতন্ত্রে ত্বয়া প্রভো (১)
কোটিগ্রন্থাৎ সমাহৃত্য সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তকী।
একস্যাপি(২) জপং বক্ষ্যে সমাসাদ্ বিধিচোদিতম্ ॥ ৬৫
মন্ত্রমালেতি নাম্নেয়ং তথা মন্ত্রপদানি চ।
পদে পদে বিধিশ্চৈব সিদ্ধিসাধনমেব চ।
এতন্মে সংশয়ং দেব বক্তুমর্হসি শূলিন ॥ ৬৬

ভৈরব উবাচ—

সাধু দেবি মহাপ্রাজ্ঞে অপূর্ব্বং পৃচ্ছতে বিধিম্।
প্রবক্ষ্যামি ন সন্দেহো যেন সিধ্যন্তি সাধকাঃ ॥ ৬৭
ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে নমঃ।
অনয়েতি সর্ব্বত্র বীরব্রতং লক্ষং জপেৎ সম্মতো ভবতি৩ ॥

ফল, অথবা হে নাথ! এক একটি পদ-মন্ত্র প্রভাবে সে সমস্ত কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা হয়? আর হে দেবেশ! সেই অষ্টোত্তরশত কর্ম্ম কি কি, তাহাও যথার্থতঃ বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—এক একটি পদমন্ত্র-ন্যাস এবং পদমন্ত্র-সাধনের কথাই উমা বলিয়াছেন; যে প্রণালীতে তিনি তাহা বলিয়াছেন, বৎস বাসব! আমি তাহা ঠিক্‌ঠাক্ বলিতেছি। বেদসিদ্ধান্তকর্ম্ম প্রতিপাদনী, অথর্ব্ব-বেদোক্তা এই বিদ্যার তুল্য বিদ্যা আর হয় নাই, হইবে না। ৬২—৬৪

পূর্ব্বে দেবী, কৈলাসপর্ব্বতমধ্যে অবস্থিত বীরেশ্বর পরমপ্রভু শিবকে বলিয়াছিলেন,—হে প্রভো! কোটি কোটি গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া মূলতন্ত্রে সর্ব্বকর্ম-প্রবর্ত্তিনী যে মহাবিদ্যার কথা বলিয়াছেন, তাহার নাম মন্ত্রমালা বা মন্ত্রপদ। তাহা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, সেই মন্ত্রের জপপ্রণালী কীর্ত্তন করুন; পদে পদে সেই মন্ত্রের বিধি আছে, তাহাও কীর্ত্তন করুন; সিদ্ধ ও সাধন-প্রণালীর বিষয়ও বলুন। হে দেব! এসম্বন্ধে আমার সংশয় আছে, অতএব ইহা বলিতে আজ্ঞা হয়। ভৈরব বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞে! দেবি! উত্তম অপূর্ব্ব বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহাতে তোমার সন্দেহ যায়, তদনুসারে বলিতেছি, এতদনুসারেই সাধকেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। (পদমালা বিদ্যার মধ্যে ৩২টী মন্ত্রের প্রসঙ্গ আছে;—আমরা মন্ত্রের উল্লেখ না করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি নামে সেই মন্ত্রের সাধনার কথা বলিতেছি। বলা

১। মূলতন্ত্রেণ যা প্রভো ইতি পাঠান্তরম্।
২। এতস্যাপীতি বা পাঠঃ।
৩। অনয়া বীরব্রতেন লক্ষং জপেত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ওঁ শ্মশানবাসিনি নমঃ
অনয়া শ্মশানপ্রবেশনম্
খট্বাঙ্গকপালহস্তে নমঃ।
অনয়া মন্ত্রাবলম্বনম্ ॥
ওঁ মহাপ্রেতসমারূঢ়ে নমঃ।
অনয়া সর্ব্বশস্ত্রস্তম্ভনম্ ॥
ওঁ মহাবিমানমালাকুলে নমঃ ॥

বৃষ্টিবারণম্ ॥ ওঁ কালরাত্রি নমঃ অন্তর্দ্ধানকরণম্ ॥ ওঁ বহুগণপরিবৃতে নমঃ। জলসাধনম্ ॥ ওঁ মহাসুখে বহুভুজে নমঃ। শস্ত্রমোক্ষণম্ ॥ ওঁ ঘণ্টাডমরু-কিঙ্কিনীনাদশব্দবহুলে নমঃ। অনয়া সর্ব্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥ ওঁ অট্টট্টহাসে নমঃ। মারীপ্রবেশনম্ ॥ ওঁ চল চল্ল চ-কারনেত্রে নমঃ। পরসৈন্যস্তম্ভনম্ ॥ ওঁ হিলি হিলি ললনজিহ্বে নমঃ। কপালমথনম্ সমস্তমদ্যাকর্ষণম্ ! ওঁ ভ্রীং ভ্রূকুটিমুখি নমঃ স্ত্রিয়াকর্ষণম্ ॥ ওঁ হুঁকারভয়ত্রাসিনি নমঃ। বিসর্জ্জনম্ ॥ ওঁ স্ফুরিত-বিদ্যুৎসমপ্রভে নমঃ। খড়্গস্তম্ভনম্ ॥ ওঁ কপালমালাবেষ্টিতজটামুকুটশশাঙ্ক-ধারিণি নমঃ। সর্ব্বসত্ত্ববশীকরণম্ ॥ ওঁ অট্টট্টহাসে কিলিকিলি নমঃ। পর-মন্ত্রচ্ছেদনম্ ॥ ওঁ বিভো[১] নমঃ। ভৈরবীকরণম্ ॥ ওঁ বিচ্চে নমো নমঃ। স্বয়ং দেব্যা অসাধ্যং সাধয়তি ॥ ওঁ হুং হুং নমঃ। গ্রহগহশায়নম্[২] ॥ ওঁ দংষ্ট্রা-ঘোরান্ধকারিণি নমঃ। আবেশনম্ ॥ ওঁ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনি নমঃ। ভস্মনা নৃত্যাপয়তি[৩] ॥ ওঁ ঊর্দ্ধকেশি নমঃ। উপসর্গনিবারণম্ ॥ ওঁ উলূকবদনে করঙ্কিণি নমঃ। কাপালিকসাধনম্ ॥ ওঁ করঙ্গমালাধারিণি নমঃ। রিপু-ক্ষোভণম্ বশীকরঞ্চ ডমরুকেণ ॥ ওঁ বিকৃতরূপিণি নমঃ। উন্মত্তহোমেন উন্মত্তী-করণম্ ॥ ওঁ কৃষ্ণভুজঙ্গবেষ্টিতশরীরে নমঃ। সর্পৈর্দংশাপয়তি ॥ ওঁ প্রলম্বোষ্ঠি

বাহুল্য, মূলে মন্ত্র উল্লিখিত আছে।) বীরব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথম-মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে লোকপ্রিয় ও সম্মানাস্পদ হয়। দ্বিতীয়-মন্ত্রজপে শ্মশানে প্রবিষ্ট করিবার ক্ষমতা হয়। তৃতীয়-মন্ত্রজপে মন্ত্রবল অথবা পরকীয় মন্ত্রণাভেদ-ক্ষমতা হয়। চতুর্থ-মন্ত্রজপে পরপ্রেরিত সর্ব্বশস্ত্র স্তম্ভন করিতে পারা যায়। পঞ্চম-মন্ত্রজপে বৃষ্টি বন্ধ করিবার সামর্থ্য হয়। ষষ্ঠ-মন্ত্রজপে অন্তর্দ্ধান করিবার ক্ষমতা হয়। সপ্তম-মন্ত্রজপে জলসাধন হয়। অষ্টম-মন্ত্রজপে সর্ব্বাস্ত্র-মোচনে নৈপুণ্য হয়। নবম-মন্ত্রজপে সর্ব্ববিঘ্ননিবারণ হয়। দশম-মন্ত্রজপে শত্রুসমূহে মারী-উপদ্রব প্রবেশ করান যায়। একাদশ-মন্ত্রজপে শত্রুর খড়্গ স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ার সামর্থ্য হয়। দ্বাদশ-মন্ত্রজপে পরসৈন্যস্তম্ভনে ক্ষমতা হয়। ত্রয়োদশ-মন্ত্রজপে কপালমথন এবং সমস্ত মদ্যাকর্ষণে ক্ষমতা হয়। চতুর্দ্দশ-মন্ত্রজপে স্ত্রীলোক আকৃষ্ট করা যায়। পঞ্চদশ-মন্ত্রজপে মারণ-সামর্থ্য হয়। ষোড়শ-মন্ত্রজপে সর্ব্বপ্রাণীকে বশ করিবার ক্ষমতা হয়। সপ্তদশ-মন্ত্রজপে পরমন্ত্রকর্ত্তনে সামর্থ্য হয়। অষ্টাদশ-মন্ত্রজপে ভৈরবীকরণে শক্তি হয়। একোন-বিংশ-মন্ত্রজপে স্বয়ং দেবীর অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বিংশ-মন্ত্রজপে গ্রহা-

---

১। চিচ্ছেত্তি ইতি বা পাঠঃ।
২। গ্রহগৃহ্লোগনং। ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
৩। হত্যাপয়তে ইতি তস্মান্নৃত্যাপয়তি। ইতি চ ক্বচিৎ।

নমঃ। নৃত্যাপয়তি॥ ওঁ ভগ্ননাসিকে নমঃ। ভুঞ্জয়তি॥ ওঁ চিপিটামুখে নমঃ[১]। মোচাপয়তি[২]॥ ওঁ কপিলজটে জ্বালামুখি নমঃ। পুরদাহজননম্॥ ওঁ রক্তাক্ষি পূর্ণমায় নমঃ[৩]। সর্ব্বজ্বরাবেশকরণম্॥ ততঃ কৃষ্ণাম্বরধরঃ কৃষ্ণ-মাল্যানুলেপনঃ বীরব্রতধারী শ্মশানবাসী ভৈক্ষ্যাহার একৈকস্য পদস্যাষ্টসহস্রং জপেৎ কৃত পুরশ্চরণো ভবতি তিলানাং মধুনাক্তানামষ্টসহস্রং জুহুয়াৎ সিধ্যতি॥ ৬৮

মহামাংসেন ত্রিমধুনাক্তেন অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি করোতি॥
অন্যকল্পোক্তানি চ করোতি।
অথর্ব্ববেদবিহিতানি করোতি॥
সাক্ষাদ্ভৈরবদেবৈঃ সিদ্ধৈস্তু পরিপূজ্যতে॥ ৬৯
এবং দেবী মহাবিদ্যা চামুণ্ডা পদমালিনী।
নিবদ্ধা শতমষ্টাগ্রকর্ম্মণাং হ্যুপপাদনী॥ ৭০
কুর্ব্বতে কোটিধা কর্ম্ম যোগযুক্তস্য[৪] পার্ব্বতি॥ ৭১
সকৃদুচ্চারণাদ্বিদ্যা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৭২
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু সর্ব্বব্রতফলানি চ।
জপেন শ্রবণাদ্বাথ সর্ব্ববর্ণেষু যচ্ছতি[৫]॥ ৭৩

বিষ্ট করিতে সামর্থ্য হয়। একবিংশ-মন্ত্রজপে ভুতাবেশ করিতে পারা যায়। দ্বাবিংশ-মন্ত্রজপে ভস্ম মাখাইয়া নাচান যায়। ত্রয়োবিংশ-মন্ত্রজপে উপসর্গ দূর করান যায়। চতুর্ব্বিংশ-মন্ত্রজপে কাপালিক সাধন, পঞ্চবিংশ-মন্ত্রজপে নগর-ক্ষোভ-সাধন এবং বশীকরণে ক্ষমতা হয়। ষড়বিংশ-মন্ত্র দ্বারা উন্মত্তক-হোম করিলে উন্মত্ত করিবার ক্ষমতা হয়। সপ্তবিংশ-মন্ত্রজপে সর্প দ্বারা দংশন করান যায়। অষ্টাবিংশ-মন্ত্রজপে নর্ত্তিত করা যায়। একোনত্রিংশ-মন্ত্রজপে ভোজন করাইবার ক্ষমতা হয়। ত্রিংশ-মন্ত্রজপে মোহিনী বিদ্যা হয়। একত্রিংশ-মন্ত্রজপে নগর দাহনে শক্তি হয় এবং দ্বাত্রিংশ-মন্ত্রজপে সর্ব্ববিধজ্বরাবেশনে সামর্থ্য হয়। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, কৃষ্ণমাল্য এবং কৃষ্ণ অনুলেপনে সজ্জিত হইয়া, বীরব্রত অবলম্বন-পুরঃসর, ভিক্ষান্ন ভোজন করত শ্মশানে এক একটী মন্ত্র আটহাজার বার করিয়া জপ করিলে পুরশ্চরণ করা হয়। মাক্ষিকাদি ত্রিবিধ-মধুযোগে তিল দ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিলে সিদ্ধ হয়। ত্রিবিধ-মধুযুক্ত মহামাংস দ্বারা হোম করিলে অত্যদ্ভুত কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য হয়। অন্যকল্পোক্ত কার্য্য সফল করিবার ক্ষমতা হয়। অথর্ব্ববেদ-বিহিত বিচিত্র কর্ম্মসমূহ করিতে পারে। সাক্ষাৎ ভৈরবের ন্যায়, তাহাকে দেবগণ এবং সিদ্ধগণ পূজা করেন। হে দেবি! চামুণ্ডা পদমালিনী মহাবিদ্যা এইরূপ। অষ্টোত্তরশত কর্ম্ম এই বিদ্যা প্রভাবে সিদ্ধ হয়। হে পার্ব্বতি! বিশেষ ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোটি প্রকার কর্ম্ম-সিদ্ধি এই বিদ্যা দ্বারা হয়। এই মহাবিদ্যা একবারমাত্র উচ্চারিত হইলে ব্রহ্ম-হত্যা দূর করেন। এই মহাবিদ্যা জপ বা শ্রবণ করিলে সকল বর্ণেরই সর্ব্বতীর্থে

১। ওঁ বিপিটমুখি নমঃ। ইতি বা পাঠঃ।
২। সোধাপয়তি। ইতি পাঠান্তরম্।
৩। ঘূর্ণায় নমঃ। ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
৪। ভক্তিযুক্তস্যেতি পাঠান্তরম্।
৫। সর্ব্বমন্ত্র প্রযচ্ছতি। ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বোপসর্গশমনী সর্ব্বব্যাধিনিবারণী।
অভক্তায় ন দাতব্যা যৈস্তু দেবীঃ ন পূজ্যতে ॥ ৭৪

ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে দেব্যবতারে পদমালিনী মন্ত্রবিদ্যা
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

স্নানফল এবং সর্ব্বব্রতানুষ্ঠানফল লাভ হয়। সর্ব্ববিধ উপসর্গ, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি এই মহাবিদ্যার প্রভাবে উপশান্ত হয়। যে ব্যক্তি দেবীপূজা না করে, সেই অভক্তকে এই বিদ্যা প্রদেয় নহে। ৬৭-৭৪

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

যোগপ্রকরণম্—প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

শক্র উবাচ—

নন্দিনা পদমালায় দেব্যাস্তৈর্ভুবি বিক্ষিতা।
তস্যাঃ সাধনবীরোক্তং কথং তাং নারদো লভেৎ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

সনৎকুমারং বরদং তপসা ধূতকল্মষম্।
মম পুত্রং মহাপ্রাজ্ঞং শিবভাবেন ভাবিতম্ ॥ ২
তেন আরাধ্য নন্দীশং শিবতুল্যং মহাব্রতম্।
পরিপৃচ্ছ্য যথান্যায়ং যোগশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ৩
শিবসিদ্ধান্তমার্গেণ বেদশাস্ত্রাগমেন চ।
যথা তু প্রাপ্যতে যোগস্তথা মে ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪
স চ যোগং সমাসাদ্য কৃতবুদ্ধির্মহামুনিঃ।
বিদ্যাঞ্চ প্রাপ্তবাংস্তস্য নন্দীশস্য প্রসাদতঃ ॥ ৫
তথা তেনাপি সা বিদ্যা সংযোগান্নারদায় চ।
আরাধ্যমানঃ কালেন দত্তবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৬
যেন যোগেনাসৌ যোগী সবিদ্যোঽপ্যজরামরঃ।
তপতি ধ্রুবমার্গস্থঃ শিবযোগপ্রভাবতঃ ॥ ৭

শক্র উবাচ—

যেন যোগেন সা বিদ্যা ব্রতহীনেঽপি সিধ্যতি।
তচ্চ দেব সমাখ্যাহি যেনৈব সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৮
কিং যোগঃ কেন বা দেব প্রাপ্যতে সুরপূজিত।
এতদেব মহাভাগ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯

ইন্দ্র বলিলেন,—নন্দী পদমালা বিদ্যা দেবীর নিকট শ্রবণ করেন, দেবী শিবের নিকট এই মহাবিদ্যা-সাধন-প্রণালী শ্রবণ করেন, নারদ এ বিদ্যা কোথা হইতে পাইলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—তপোদগ্ধ-পাপরাশি, শিবভাবে ভাবিত, বরদাতা মহাপ্রাজ্ঞ সনৎকুমার নামে আমার এক পুত্র আছে জান ত। তিনি মহাব্রতধারী শিবতুল্য নন্দীশ্বরের আরাধনা করিয়া যথানিয়মে তাঁহার নিকট অত্যুত্তম যোগশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করেন। (সনৎকুমার বলেন) শিবের সিদ্ধান্ত-পথানুসারে এবং শ্রুতিতন্ত্রাদির মতানুসারে প্রকৃত যোগ করা যায় কিরূপে? তাহা আমাকে যথার্থতঃ বলুন। তারপর সেই পরম বুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি, নন্দীর নিকট যোগশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই প্রসাদে পদমালা বিদ্যাও লাভ করেন। অনন্তর, সনৎকুমার মুনিসত্তম নারদকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া সেই বিদ্যা তাঁহাকে যথাকালে প্রদান করেন। যোগী নারদ, সেই শিবযোগ ও বিদ্যার বলে অজর অমর হইয়া ধ্রুবপথে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। ১-৭

ইন্দ্র বলিলেন,—যে যোগপ্রভাবে সেই বিদ্যা ব্রতহীন ব্যক্তির পক্ষেও সিদ্ধ হয় ও যাহাতে সর্ব্বকার্য্যে যোগ্য হয়, হে দেব। তাহা কীর্ত্তন করুন। হে দেব-

ব্রহ্মোবাচ—

সনৎকুমারং বরদং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
মেরুপৃষ্ঠাশ্রিতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ॥ ১০
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ যোগাচার্য্যায় নারদঃ ।
পরিপৃচ্ছতি যত্নেন সুসূক্ষ্মং যোগমুত্তমম্ ॥ ১১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে কথয় সুব্রত ।
কেনোপায়েন তদ্‌যোগং প্রাপ্যতে ঋষিসত্তম ॥ ১২
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যোগং সংক্ষেপতস্তব ॥ ১৩
পুষ্পভূতেষু শাস্ত্রেষু মধুবৎ সারমুদ্ধৃতম্ ।
যোগধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৪
জ্ঞানাদ্ভবতি বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ।
ধর্ম্মাচ্চ যোগো ভবতি যোগান্মাহেশ্বরা গুণাঃ ॥ ১৫
পূর্ব্বং জ্ঞানাগমং কৃত্বা নিরুক্তো ধর্ম্মমাচরেৎ ।
অতিপ্রসঙ্গো জ্ঞানেষু ন কার্য্যঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১৬
ধর্ম্মঃ প্রযত্নতঃ কার্য্যো যোগিনাস্তু বিশেষতঃ ।
নাস্তি ধর্ম্মাদৃতে যোগ ইতি যোগবিদো বিদুঃ ॥ ১৭
যথাদেশং যথাকালং যথাদ্রব্যং যথাক্রমম্ ।
যথোপদিষ্টঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মফলার্থিভিঃ ॥ ১৮
ন সুখানি চ ধর্ম্মাশ্চ নাধর্ম্মশ্চাসুখানি চ ।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্ধর্ম্মং ধর্ম্মার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥ ১৯

পূজ্য। কিরূপ যোগ, কীদৃশ ব্যক্তিই বা তাহাতে অধিকারী, মহাভাগ্যকারী এই কথা যথার্থ শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুমেরু-পর্ব্বতোপরি আসীন, কোটি সূর্য্য-সমপ্রভ, সর্ব্বভূতনমস্কৃত্য বরপ্রদ যোগাচার্য্য সনৎকুমারকে অবলোকনপূর্ব্বক নারদ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অতি সূক্ষ্ম উত্তম যোগের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে ভগবন্ সুব্রত ঋষিসত্তম! আমি শুনিতে ইচ্ছা করি—কোন্ উপায়ে যোগ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বলুন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিতে লাগিলেন,—হে নারদ! যোগপ্রণালী সংক্ষেপে আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮-১৩

শাস্ত্র সকল পুষ্পস্বরূপ; যোগধর্ম্ম তাহার সারোদ্ধার মধুস্বরূপ; আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া যোগধর্ম্ম বলিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞানের ফল বৈরাগ্য, বৈরাগ্যই প্রকৃত ধর্ম্মসঞ্চারের মূল। ধর্ম্ম—যোগের কারণ, যোগ হইতে শৈবগুণপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া বৈরাগ্য সহকারে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে। সিদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জনেও অত্যাসক্তি করিবে না। যোগী ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জন বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। ধর্ম্ম ব্যতীত যোগসিদ্ধি হয় না, যোগবেত্তারা ইহা জানেন। ধর্ম্মফলার্থিগণ দেশ, কাল, দ্রব্য, ক্রম, এবং উপদেশ অনুসারে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। সুখের নাম ধর্ম্মও নহে অধর্ম্মও নহে, যে ব্যক্তি আপাত সুখাভিলাষী হইবে, তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, আর যে ধর্ম্মার্থী হইবে, তাহার অপাত সুখ ত্যাগ করিতে হয়। বরং ধর্ম্মোপার্জ্জন না

বরং নোপার্জ্জিতো ধর্ম্মো ন চৈবাপরিরক্ষিতঃ[১]।
তস্মাৎ কৃতস্য ধর্ম্মস্য কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥ ২০
অন্যথা ক্রিয়তে ধর্ম্মো অন্যথা চোপদিশ্যতে।
কর্ত্তব্যশ্চোপদেষ্টব্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মপরায়ণৈঃ ২১
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য যতিধর্ম্মং সমাচরেৎ।
যতিধর্ম্মপরিভ্রষ্টো অধর্ম্মফলমশ্নুতে ॥ ২২
যতিধর্ম্মস্য সদ্ভাবঃ শ্রূয়তাং গুণদোষতঃ।
অপ্রমাদাৎ পরা সিদ্ধিঃ প্রমাদান্নারকী ধ্রুবম্ ॥ ২৩
পূর্ব্বং ধর্ম্মং চরিত্বা ব্রতযমনিয়মৈঃ শাস্ত্রদৃষ্টৈরুপায়ৈ-
র্ভূয়ো মানুষ্যভাবে হল-শকটঘটৈঃ ক্লেশয়িত্বা শরীরম্।
ইষ্টান্ ভুঞ্জীত ভোগান্ বিশসনরচিতান্ প্রায়শো ধর্ম্মলব্ধান্
পশ্চাদ্ভিন্নে তু দেহে প্রবিশতি নরকং দুষ্কৃতঞ্চোপভুঙ্ক্তে ॥ ২৪

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগশাস্ত্রে
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগঃ—দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

অবিশেষা বিশেষেভ্যঃ কারণত্বাৎ পরাঃ স্মৃতাঃ।
ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ তেভ্যশ্চ অহঙ্কারো বিশিষ্যতে ॥ ১
অহঙ্কারাৎ পরা বুদ্ধিঃ সর্ব্বতশ্চাগ্রজো মহান্।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পরমঃ পরঃ ॥ ২

হওয়া ভাল, তথাপি অর্জ্জন করিয়া রক্ষা না করা ভাল নয়। অতএব, অর্জ্জিত ধর্ম্ম রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মও করিও না, বিশেষ পাপও করিও না, তাহা বরং ভাল, কিন্তু অনেক ধর্ম্মসঞ্চয়ের পর প্রভূত পাপানুষ্ঠান করা কিছু নয়। এক প্রকারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু উপদেশ করা যায় অন্যরূপ, তাহা ভাল নহে; ধর্ম্মপরায়ণেরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও উপদেশ এক প্রকারই করিয়া থাকেন। ১৪-২১

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু যতিধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে, অধর্ম্মফল ভোগ হয়। যতিধর্ম্মের দোষগুণ শ্রবণ কর। অপ্রমাদী হইলে, যতিধর্ম্মে পরম সিদ্ধি হয়, প্রমাদী হইলে, নরক—ইহা সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব-জন্মে, যমনিয়ম ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি শাস্ত্রদৃষ্ট উপায় দ্বারা ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বর্গলাভের পর পুনরায় মনুষ্য-দেহ প্রাপ্তি হইলে হল-চালকতা, শকট-চালকতা, এবং কুম্ভাদি বহন দ্বারা সেই শরীরকে ক্লেশ দিতে হয়; তারপর, হিংসানিষ্পন্ন অধর্ম্মলব্ধ ঈপ্সিত ভোগ্য ভোগ করিবার পরে, সেই দেহ নষ্ট হইলে, নরক-প্রবিষ্ট হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ২২-২৪

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রস তন্মাত্র এবং গন্ধ তন্মাত্র) পঞ্চভূতের কারণ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহঙ্কার প্রধান। বুদ্ধি অহঙ্কার হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব

১। ন চৈব পরিবিক্ষিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বকারণিভিগূর্ঢ়ৈর্যস্যান্তো নোপলভ্যতে।
তচ্চ বিংশতিমং তত্ত্বং পুরুষাদীশ্বরঃ পরঃ ॥ ৩
যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বভূতানাং কারণানাঞ্চ কারণম্।
তমীশানং শিবং জ্ঞাত্বা নরো নির্ব্বাণমর্হতি ॥ ৪
অষ্টৌ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়া বিকারশ্চৈব ষোড়শ।
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব দ্বারা দ্বারিত্বমেব চ ॥ ৫
বিপর্য্যয়ো হ্যশক্তিশ্চ তুষ্টিঃ সিদ্ধিরনুগ্রহঃ।
সুখং দুঃখঞ্চ মোহশ্চ প্রমাণান্যন্তরাণি চ ॥ ৬
দৈবমষ্টবিধং জ্ঞেয়ং তৈর্য্যগ্‌যোন্যঞ্চ পঞ্চধা[১]।
সর্ব্বমেকঞ্চ মানুষ্যমেতৎ সংসারমণ্ডলম্ ॥ ৭
তত্ত্বসর্গং ভাবসর্গং ভূতসর্গঞ্চ যে বিদুঃ।
ঈশ্বরং পুরুষঞ্চৈব স চ বিদ্বান্ স উচ্যতে ॥ ৮
তৎপক্ষকো যস্ত বিবিক্তবুদ্ধি[২] র্জিতেন্দ্রিয়ো নিত্যমহিংসকশ্চ।
বিজ্ঞায় সাংখ্যং পরমঞ্চ যোগং যোগাভ্যাসাৎ সর্ব্বদুঃখান্তমেতি ॥ ৯

যোগঃ—তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ঈশ্বরঃ পুরুষো ব্যক্তঃ যেঽর্থাঃ প্রাগপি সূচিতাঃ।
তেষাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমুপদেক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥ ১
সর্ব্বে সূক্ষ্মাদ্যনুৎপন্নাঃ সর্ব্বে সর্ব্বগতাশ্চ তে।
সর্ব্বে নিত্যা হ্যকম্পাশ্চ সর্ব্বে সংসর্গধর্ম্মিণঃ ॥ ২

সর্ব্ব জন্য পদার্থের অগ্রজ। প্রকৃতি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষের অন্ত সমাহিতচিত্ত যোগিগণেরও অনুপলভ্য। পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। ঈশ্বর, পুরুষ হইতেও প্রধান। যিনি সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, কারণসমূহের কারণ—শিবই সেই ঈশ্বর ইহা জানিলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রকৃতি আট (মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র), বিকার পদার্থ ষোড়শ (একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত,) কার্য্য কারণ, দ্বার দ্বারী বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, অনুগ্রহসর্গ, সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রমাণ অষ্টবিধ দেবযোনি, পঞ্চবিধ তির্য্যগ্‌যোনি, এক প্রকার মনুষ্য, এই সংসারমণ্ডল তত্ত্বসর্গ, ভাবসর্গ, ভূতসর্গ, ঈশ্বর এবং পুরুষ যাহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে বিদ্বান বলা যায়। সংসারবিরক্ত, জিতেন্দ্রিয় নিত্য অহিংসক পণ্ডিত ব্যক্তি, পরম সাংখ্যযোগ অবগত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়। ১—৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ঈশ্বর, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই যে তিন পদার্থের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদিগের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য যথার্থতঃ উপদেশ করিব। উক্ত তিন পদার্থ সকলেই সূক্ষ্ম, অনাদিসর্ব্বব্যাপক নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং সংসর্গধর্ম্মী। তাহারা

১। লিঙ্গপ্রাণাষ্টকং জ্ঞেয়ং গুণাশ্চ সহ বৃত্তিভিঃ। নিমিত্তং নৈমিত্তিকঞ্চ সঞ্চরা প্রতিসঞ্চরম্॥ অব্যক্তং চৈব ব্যক্তঞ্চ অনিত্যং নিত্যমেব চ। অচেতনঞ্চেতনঞ্চ অভোগ্যং ভোগ্যমেব চ॥ ইদমধিকং পদ্যদ্বয়ং ক্বচিৎ।

২। বিরক্তবুদ্ধিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অব্যূহিকা অবষ্টব্ধাঃ সর্ব্বে নিরবয়বাশ্চ তে।
ভূতপ্রেতস্য লিঙ্গাশ্চ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ ॥ ৩
ত্রিগুণং প্রসবং ধর্ম্মমঙ্গং ভোগ্যমচেতনম্।
অস্বতন্ত্রমশুদ্ধঞ্চ প্রধানমিতি চোচ্যতে ॥ ৪
নির্গুণৌ চেতনৌ শুদ্ধাবুভৌ প্রসবধর্ম্মিণৌ।
জ্ঞানত্বমথ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বমুভয়োরপি ॥ ৫
অনেকগুণসম্পূর্ণঃ প্রোচ্যতে গুণবৃদ্ধিভিঃ।
সাপেক্ষোঽদর্শকারী চ অসর্ব্বজ্ঞো হ্যসর্ব্বকৃৎ ॥ ৬
একঃ পতিঃ সমঃ পূর্ণো অপ্রাপ্তো গুণবৃদ্ধিভিঃ।
নিরপেক্ষো দর্শকারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃচ্ছিবঃ ॥ ৭
অস্বতন্ত্রমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
যৎ সাংখ্যানাঞ্চ বুধ্যন্তে[১] রুদ্রমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৮
অনন্তশক্তির্ভগবান্ সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বরঃ।
পশূনামর্থসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বার্থেষু প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
কারণাৎ সর্ব্বভূতানাং সংসারপরিবর্ত্তিনাম্।
ঈশ্বরস্যাপ্রমেয়স্য প্রবৃত্তিমৃষয়ো বিদুঃ ॥ ১০
অগ্রং দুষ্টং তামসানাং বিধত্তে
রজসা দুঃখং রাজসানাং বিধত্তে।
পরমং সৌখং সাত্ত্বিকানাং বিধত্তে
কর্ম্মাপেক্ষা হীশ্বরস্য প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

সকলেই বিকার পদার্থ হইতে পৃথক্, অতীন্দ্রিয় নিরবয়ব এবং অনুমেয়। প্রকৃতি ও বিকার ত্রিগুণাত্মক, প্রসবধর্ম্মী, ভোগ্য, অচেতন, অস্বতন্ত্র এবং অশুদ্ধ। পুরুষ এবং ঈশ্বর নির্গুণ, চেতন, শুদ্ধ এবং অপ্রসবধর্ম্মী জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব পুরুষ এবং ঈশ্বরের ঔপচারিক সাধর্ম্ম্য। পুরুষ গুণদোষে লিপ্ত অনেক অপূর্ণ, সাপেক্ষ, অসমীক্ষ্যকারী অসর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তা নহেন। আর ঈশ্বর শিব এক জগৎপতি, পূর্ণগুণদোষে অলিপ্ত, নিরপেক্ষ সমীক্ষ্যকারী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ত্তা। এই চরাচর নিখিল জগৎ পরাধীন। শিবমায়া বিমোহিত ব্যক্তিগণ ইহাতে ঈশ্বরকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। এক মাত্র সাঙ্খ্যযোগের প্রভাবে তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। সর্ব্বযোগেশ্বরের অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ প্রজাগণের কার্য সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হন। সংসারস্থিত সর্ব্ববিধ প্রাণিগণের প্রতি কৃপাবশতই অপ্রমেয় ঈশ্বরের কর্ম্মপ্রবৃত্তি—ঋষিগণ ইহা অবগত আছেন। ঈশ্বর তমোগুণাবলম্বী জনগণের অতীব দুঃখ বিধান করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণের রজোগুণমূলক দুঃখ বিধান করেন, আর সাত্ত্বিকগণকে পরম সুখ অর্পণ করেন,—ঈশ্বরের প্রবৃত্তি মনুষ্যের কর্ম্মানুযায়িনী। ১-১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১। যৎ সাংখ্যানাবিরুদ্ধন্তে ইতি ক্বচিৎ পাঠান্তরম্।

যোগঃ—চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

যাবচ্ছরীরং ধ্রিয়তে যাবদ্বুদ্ধির্ন হীয়তে।
তাবজ্ জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ সেবেদ্বৈরাগ্যমেব চ ॥ ১
ইহৈব[১] পরমং দুঃখং পরত্র পরমং সুখম্।
তস্মাদ্দুঃখপ্রহাণার্থং যোগধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ২
ধৃতিমান্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞোঽপ্রমাদী নিয়মে স্থিতঃ।
পরং বৈরাগ্যমাস্থায় ধ্যানযোগপরায়ণঃ ॥ ৩
জিতেন্দ্রিয়ো জিতপ্রাণো জিতনিদ্রো জিতাশনঃ।
জিতশ্রমো জিতদ্বন্দ্বস্বল্পমাত্র[২] পরিগ্রহঃ ॥ ৪
অনির্ব্বিণ্ণোঽপ্রতিষ্ঠশ্চ নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ।
নিরামিষো নিরপেক্ষো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ৫
অহিংসকঃ সত্যবাদী শুচিঃ সন্তুষ্ট এব চ।
অক্রোধনো ধর্ম্মচারী[৩] গুরুভক্তো হ্যকম্পনঃ ॥ ৬
সন্দিগ্ধঃ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বলোকজুগুপ্সিতঃ।
পুণ্যান্ দেশাংশ্চরেন্নিত্যং সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৭
সকৃদ্ভৈক্ষ্যং দিবা সেবেদ্রাত্রৌ চ স্থণ্ডিলং বসেৎ।
পরিপূতাভিরদ্ভিশ্চ নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৮
সন্নিধানং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বাবস্থোঽপি[৪] ভিক্ষুকঃ।
সন্নিধানকৃতৈর্দোষৈর্যতিঃ সংজায়তে কৃমিঃ ॥ ৯
সর্ব্বদুঃখপ্রতীকারং নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
উপেক্ষয়া বা ক্ষপয়েদথ শীঘ্রমুপক্রমেৎ ॥ ১০

যাবৎ শরীর থাকে, যাবৎ বুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, তাবৎ জ্ঞানযোগ এবং বৈরাগ্য অভ্যাস করা উচিত। এই কার্য্যে ইহকালে অত্যন্তই দুঃখ, কিন্তু পরকালে পরমসুখ; অতএব পারলৌকিক দুঃখ-হানির নিমিত্ত যোগধর্ম্ম অবলম্বনীয়। যোগাবলম্বনের নিয়ম এই;—ধৈর্য্যসম্পন্ন হইবে, সর্ব্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইবে, অপ্রমাদী, নিয়মস্থ, পর বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানযোগ-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, প্রাণায়ামসেবী, জিতনিদ্র, জিতাহার এবং সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবে। জীবনরক্ষার জন্য প্রতিগ্রহ অতি স্বল্পই থাকিবে। আনন্দে থাকিবে, চিরদিন এক স্থানে থাকিবে না, মমত্বহীন হইবে, নিরহঙ্কার হইবে, নিরামিষভোজী, নিরপেক্ষ, কলহাদি-বর্জ্জিত, পরিজন সংসর্গশূন্য, অহিংসক, সত্যবাদী, শুচি, সন্তোষশীল, অক্রোধী, ধর্ম্মচারী ও গুরুভক্ত হইবে; যোগ-সাধনার সময়ে স্থিরভাবে অবস্থান করিবে। নিত্য পবিত্র দেশে বিচরণ করিবে। লোষ্ট, প্রস্তর এবং সুবর্ণে সমদর্শী হইবে। ১-৭।

দিবসে একবারমাত্র ভিক্ষা করিবে। রাত্রিতে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। পবিত্র জল দ্বারা নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। ভিক্ষুক (যোগী) যে অবস্থা-পন্নই হউক, লোকের সঙ্গ করিবে না। সঙ্গদোষে যতি, কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ

১। অমুত্রেতি পাঠান্তরম্।
২। স্পর্শমাত্রেতি পাঠান্তরম্।
৩। ব্রহ্মচারীতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
৪। সর্ব্বাবস্থাস্বিতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

গ্রীষ্মহৈমন্তিকান্ মাসানষ্টৌ ভিক্ষুর্বিচক্রমেৎ ।
দয়ার্থং সর্ব্বভূতানামেকত্র বর্ষণামুষেৎ ॥ ১১
অনিবৃত্তে চ ন ঋতৌ পুনস্তত্র প্রতিবসেৎ ।
উৎসৃষ্টতৈলবসনো হ্যপপন্নভৈক্ষ্যো ॥
ভৈক্ষ্যাবৃত্তিরব্যক্তলিঙ্গী বিচরেৎ পৃথিব্যাম্ ।
যত্রাস্তমেতি রবিরাসথঃ পথঃ স তপ্স্যতি ॥ ১২

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগঃ—পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

শূন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে বৃক্ষমূলে চতুষ্পথে ।
নদীতীরে শ্মশানে বা দেবতায়তনেষু চ ॥ ১
অপ্রচ্ছন্নে নিবাতে চ নিঃশব্দে জনবর্জ্জিতে ।
অসংশক্তে শুচৌ দেশে যোগদোষবিবর্জ্জিতে ॥ ২
স্নাত্বা শুচিরুপস্পৃশ্য প্রণম্য শিরসা ভবম্ ।
যোগাচার্যান্ নমস্কৃত্য যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥ ৩
পদ্মকং স্বস্তিকং বাপি স্থলিকং জলিকং তথা ।
পীঠার্দ্ধং চন্দ্রদণ্ডঞ্চ সর্ব্বতোভদ্রমেব চ ॥ ৪
আসনং রুচিরং বদ্ধা ঊর্দ্ধকায় উদঙ্মুখঃ ।
নান্যং পদ্মাঞ্জলিং কৃত্বা নিশ্চলঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৫
ইন্দ্রিয়ানিন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিনিবর্ত্তয়েৎ ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য আত্মন্যাত্মানমাশ্রয়েৎ ॥ ৬
উত্তমান্ মধ্যমান্ মন্দান্ সগর্ভাংস্ত্রিবিধাংস্তথা ।
প্রাণায়ামান্ শনৈঃ কুর্য্যাৎ কুম্ভরেচকপূরকান্ ॥ ৭

করে। ঐহিক কোনরকম দুঃখ-প্রতিকার করিবেও না, করাইবেও না। উপেক্ষা করিয়া সে দুঃখ কাটাইবে। ভিক্ষু, হেমন্ত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর অন্তর্গত আটমাস ভ্রমণ করিবে। আর সর্বভূতের প্রতি দয়ার জন্য বর্ষাদি চারি মাস একস্থানেই থাকিবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে আর সেখানে থাকিবে না। চেল-বসন ছাড়িয়া আচমন করিয়া পৃথিবীর যেখানে সূর্য্যাস্ত হয় এবং দিবা আছে, সেইখানেই ভিক্ষাচরণ করিতে যাইবে। ৮—১২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শূন্যগৃহ, গোষ্ঠ, বৃক্ষমূল চতুষ্পথ, নদীতীর, শ্মশান, দেবালয় অথবা নির্জন নিঃশব্দ, নির্ব্বাত যোগদোষ বর্জিত, গোপনীয়, পবিত্র দেশে যোগতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি স্নান আচমনের পর পবিত্র হইয়া শিবকে এবং যোগাচার্য্যগণকে প্রণাম করিয়া যোগাবলম্বন করিবে। পদ্মক, স্বস্তিক, স্থলিক, জলিক, পীঠার্দ্ধ, চন্দ্র-দণ্ড এবং সর্ব্বতোভদ্র এই সকলের মধ্যে যে কোন পবিত্র আসন অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধদেহে উত্তরাস্যে যোগ করিবে। নাভির নিকটে পদ্মমুকুল সদৃশ অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক স্থিরভাবে একাগ্রচিত্তে যোগ করিবে। সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে নিখিল ভোগ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিবে। সকল আশঙ্কা পরিত্যাগ করত আত্মাকে আত্মায় আশ্রিত করিবে। উত্তম, মধ্যম এবং মন্দ এই ত্রিবিধ পূরক-

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্ ।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনাপীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ৮
গায়ত্র্যা যোগসিদ্ধ্যর্থং জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
বাচিকং বাহ্যজপ্তং বা ভক্ত্যা মানসমেব চ ॥ ৯
জপ্যান্তু চিন্তয়েন্নিত্যং ন চ শূন্যো ভবেদ্ দ্বিজঃ ।
স্থিত্বা কালান্তরং কিঞ্চিদোমিত্যেতদনুস্মরেৎ ॥ ১০
ওঁকারঃ প্রণবো ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্ ॥
ইত্যেতে ধ্যাপনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১
যমনিয়মরতানাং বহুবিঘ্নভয়েষু চ লব্ধধৈর্য্যাণাম্ ।
ভবতি জয়ো বিদুষাং প্রাণবায়ুধারণলব্ধলক্ষণানাম্ ॥ ১২

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগঃ—ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ

যমানাং নিয়মানাঞ্চ অবান্তরক্রিয়াসু চ।
সর্ব্বদিগ্দেশকালেষু যোগভ্যাসো বিশিষ্যতে ॥ ১
যদি স্যাৎ পাতকং কিঞ্চিদ্‌যোগী কুর্য্যাৎ প্রমাদতঃ ।
যোগমেব নিষেবেত নান্যং মন্ত্রং কদাচন ॥ ২
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং যোগমন্ত্রং বিশিষ্যতে ।
তস্মাদ্‌যোগঃ সদা সেব্যঃ সর্ব্বাবস্থাগতৈরপি ॥ ৩
যস্তু কায়কৃতান্ ভোগান্ ধ্যায়মানস্তু সেবতে।
অল্পবীর্যং হি তদ্‌যোগং যোগশাস্ত্রেষু গর্হিতম্ ॥ ৪

কুম্ভক-রেচক নামক সগর্ভ প্রাণায়াম ক্রমে ক্রমে করিতে থাকিবে। প্রাণায়াম প্রভাবে দোষ নষ্ট হয়। ধারণা দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়ানুরাগ দূর হয়। ধ্যানবলে ঈশ্বর-গুণের উপরেও বৈতৃষ্ণ্য জন্মে। যোগসিদ্ধির জন্য যোগী একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে বাচিক বাহ্যিক বা মানসিক গায়ত্রী জপ করিবে, জপকালে গায়ত্রী চিন্তা করিবে একবারে নিঃসম্পর্ক হইবে না। কিছুকাল থাকিয়া প্রণব স্মরণ করিবে, প্রণব সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, প্রণব অবিনাশী পরম পদ। ধ্যানশীলগণের এই সকল উপায় ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা যম নিয়মপরায়ণ, বহুবিঘ্নভয়েও যাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, যাঁহারা প্রণবরূপ অস্ত্র দ্বারা লক্ষ্য ভেদকরণে সমর্থ, সেই সব পণ্ডিতগণের জয়লাভ হয়ই। ১—১৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সকল দিগ্দেশ-কালেই যম নিয়ম এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া—সর্ব্বাপেক্ষা যোগাভ্যাসই প্রধান। অতএব যে অবস্থাই হউক না, যোগাবলম্বন সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শারীরিক ভোগ সকল চিন্তা করত যোগ অভ্যাস করে, তাহার যোগ স্বল্পবীর্য্য এবং যোগশাস্ত্রে নিন্দিত। যে ব্যক্তি ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যান প্রয়োজন অবগত আছে সেই যোগীই যোগার্হ। আত্মা ধ্যাতা; মন ধ্যান (ধ্যানকরণ), সূক্ষ্ম পরমেশ্বরই ধ্যেয়; পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তিই ধ্যানের প্রয়োজন। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মে

যো ধ্যাতা যুঞ্জতে ধ্যানং যজ্‌জ্ঞেয়ং যৎ প্রয়োজনম্‌।
সর্ব্বাণ্যেতানি যো বেত্তি স যোগী যোক্তুমর্হতি ॥ ৫
আত্মা ধ্যাতা মনো ধ্যানং ধ্যেয়ঃ সূক্ষ্মো মহেশ্বরঃ।
যত্তৎ পরমমৈশ্বর্য্যমেতদ্ধ্যানপ্রয়োজনম্‌ ॥৬
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৭
অন্তঃশরীরপ্রভবমুদানপ্রেরিতঞ্চ যৎ।
বাগুচ্চার্য্যং শ্রোত্রবৃত্তি শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ৮
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম তস্মিন্‌ ক্ষীণে যদক্ষরম্‌।
সদা তং মনসা ধ্যায়েদ্‌ যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৯
বক্তুকামো যথা বাচ্যমর্থং সম্প্রতিপদ্যতে।
বুদ্ধ্যহঙ্কারসংযুক্তো যথা ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১০
উপলব্ধিঃ স্মৃতিধ্যানং সঙ্কল্পঃ প্রণবং প্রতি।
কল্পনা ভাবনা চিন্তা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১১
পবনবিরহিতো যথা প্রদীপঃ স্থিত
ইব লক্ষ্যতে নিশ্চলস্বভাবঃ।
বিষয়বিরহিতং তথা হি চিত্তং
স্থিতমিব লক্ষ্যতেঽমিতপ্রবৃত্তি ॥ ১২

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

যোগঃ—সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ

ধ্যায়মানস্তমোঙ্কারং প্রাণৈর্যদি বিযুজ্যতে।
তস্য তৎ পরমমৈশ্বর্য্যং ভিন্নে দেহে প্রবর্ত্ততে ॥ ১
ওঁকারাদ্‌ ভ্রশ্যতে চিত্তং ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং পুনঃ পুনঃ।
শব্দাদিভিরসম্পৃক্তং ভূয়স্তস্মিন্‌ নিয়োজয়েৎ ॥ ২
অনির্ব্বিণ্নস্তু যুঞ্জানঃ শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃপুনঃ।
কালেন তদবাপ্নোতি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পদম্‌ ॥ ৩

কুশল হইলে, পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। যাহা শরীর মধ্যে প্রাদুর্ভূত, উদানবায়ু প্রেরিত বাগিন্দ্রিয়ের উচ্চার্য্য এবং শ্রোত্রগ্রাহ্য (শব্দ) তাহাই শব্দব্রহ্ম। আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তি, মনে মনে সর্ব্বদা অক্ষর পরব্রহ্মরূপী শব্দব্রহ্মের ধ্যান করিবে। যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে, যাহা বলিবে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইবে। বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ধ্যানের উপকরণ। প্রণবের অনুভব, স্মরণ, ধ্যান, সঙ্কল্প, কল্পনা, ভাবনা এবং চিন্তা ধ্যান পদের অভিধেয়। নির্ব্বাতপ্রদেশস্থ দীপশিখা যেমন স্থির, সতত অস্থির চিত্তও বিষয় বিমুক্ত হইলে তদ্রূপ স্থির ভাবাপন্ন হয়। ১—১২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ওঙ্কার ধ্যান করিতে করিতে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরত্ব-প্রাপ্তি হয়। লোকের চিত্ত অতীব বিক্ষিপ্ত, ওঙ্কার হইতে পুনঃপুন ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু শব্দাদি বিষয় হইতে তাহাকে সম্বন্ধহীন করিয়া ধ্যাতা, পুনরায়

দেবমানুষতির্য্যক্ষু জন্তুঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
তাবদ্‌ভ্রমতি সংসারে যাবদ্‌যোগং ন বিন্দতি ॥ ৪
নিবৃত্তং সর্ব্বসঙ্গেষু[১] বুদ্ধ্যা চাধিষ্ঠিতং মনঃ।
চিত্তমোঙ্কারসংযুক্তং যোগায় ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫
অনেন ক্রমযোগেণ যস্যোঙ্কারাধিবাসিতম্।
তস্যোঙ্কারং পরিত্যজ্য চিত্তং নান্যত্র গচ্ছতি ॥ ৬
একমাত্রং দ্বিমাত্রং বা ত্রিমাত্রং কৃৎস্নমেব চ।
হ্রস্বং দীর্ঘং প্লুতং শান্তং শান্তেন মনসোদ্বহেৎ ॥ ৬
তৈলধারামিবাচ্ছিন্নাৎ দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
ওঙ্কারসন্ততিং কুর্য্যদ্ বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ৮
বিশুদ্ধমনসা যুক্তঃ শান্তাত্মা মোহবর্জ্জিতঃ।
আসাদ্য পরমং যোগমক্ষয়ং লভতে পদম্ ॥ ৯
ওঙ্কারেণ বিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
পরে ব্রহ্মণি সন্ধ্যায় সংসারাদ্বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১০
যো জ্ঞাত্বা বহুবিধদোষদুষ্টমেতৎ
সংসারং সততমভিপ্রবর্ত্তমানম্।
যোগায় প্রবর্ত্ততে যোগমার্গবেত্তাসৌ
ভুঙ্‌ক্তে ফলমতুলং শিবপ্রসাদাৎ ॥ ১১

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ওঙ্কারে নিযুক্ত করিবে। যোগী বহুশ্রমেও যদি যোগে বিতৃষ্ণা না হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সেই গুহ্য হইতে গুহ্যতর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাবৎ যোগাভ্যাস হয় না, প্রাণী তাবৎকাল কর্ম্মবশে দেবযোনি, মনুষ্য যোনি এবং তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে সংসারে ভ্রমণ করে বুদ্ধ্যধিষ্ঠিত চিত্ত সকলপ্রকার ভোগ্য-বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া ওঙ্কার-ভাবনায় নিযুক্ত হইলে, আর যোগপরাঙ্মুখ হয় না। এইরূপ ক্রমে যাহার চিত্ত ওঙ্কার কর্তৃক অধিবাসিত বা সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়, তাহার চিত্ত ওঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না। যোগী শান্তচিত্তে দীর্ঘ প্লুত এবং শান্ত একমাত্র দ্বিমাত্র ত্রিমাত্র এবং সমগ্র প্রণব ক্রমে অবলম্বন করিবে। যোগী বিশুদ্ধচিত্তে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ ঘণ্টা-নিনাদের ন্যায় ওঙ্কারধারায় তৎপর থাকিবে। মোহ বর্জিত শান্তচিত্ত যোগী বিশুদ্ধ চিত্তে পরম যোগ অবলম্বন করিয়া অক্ষয় পদ লাভ করে। ওঙ্কার-যোগে বিশুদ্ধচিত্ত যোগী পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইলে সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, যে ব্যক্তি সতত গমনশীল এই সংসারকে বহুতর দোষে দুষ্ট বিবেচনা করিয়া যোগমার্গে অভিজ্ঞ হইয়া যোগপ্রবৃত্ত হয়, শিবের প্রসাদে তাহার অতুল ফলভোগ হয়। ১—১১

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১। নিবৃত্তঃ সর্ব্বসর্গেভ্য ইতি পাঠান্তরম্।

যোগঃ—অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ

একাগ্রপ্রণিধানাচ্চ অপ্রমাদাৎ তথৈব চ।
যুঞ্জানস্তু সদা যোগং যোগদ্বারং প্রপশ্যতি ॥ ১
যোগদ্বারং পরং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পবিত্রমতুলঞ্চৈব দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২
ন তং পশ্যন্তি বিবুধা ন তির্য্যঞ্চো ন মানুষাঃ।
কামভোগপরিব্যগ্রা বহুপঠিতকিল্বিষঃ ॥ ৩
যোগদ্বারেণ যতয়ো যুক্তাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
ওঙ্কাররথমারুহ্য গচ্ছতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪
যোগদ্বারমতীতানাং নান্যো লোকো বিধীয়তে।
যং গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৫
যথা পথি স্থিতং মার্গং গমনায়োপপদ্যতে।
তদ্বদ্‌ব্রহ্মময়ং তত্ত্বমৈশ্বর্য্যায়োপপদ্যতে ॥ ৬
যস্য ব্রহ্মময়ং তত্ত্বং ভিত্ত্বা মনসি বর্ত্ততে।
অবশস্যাপি সততং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ ॥ ৭
যেন যেন হি ভাবেন মনঃ সংযুজ্যতে নৃণাম্।
তেন তন্ময়তাং যাতি বিশ্বরূপো মণির্যথা ॥ ৮
ইষ্টং দ্রব্যং যথা কশ্চিৎ প্রনষ্টমপি চিন্তয়েৎ।
তদ্বৎ সুসূক্ষ্মমোঙ্কারং প্রনষ্টমিব চিন্তয়েৎ ॥ ৯

গুরুবচননিযুক্তা জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কলিকলুষবিমুক্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মানুরক্তাঃ ॥
বিবিধগুণমহান্তং শঙ্করং বানুরক্তাঃ
প্রণবনিয়তচিত্তাস্তে কৃতার্থা দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ১০

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগেঽষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

সর্ব্বদা একাগ্র প্রণিধান এবং অপ্রমাদ সহকারে যোগানুষ্ঠান করিলে যোগদ্বারদর্শন হয়। যোগদ্বার পরম গুহ্য, সর্ব্বপাপ-প্রণাশন অনুপম পবিত্র ; আত্মনিশ্চয় যাহাদের হয় নাই তাহারা যোগদ্বার দেখিতে অসমর্থ। দেবগণ, তির্যগ্‌জাতি অর্থাৎ কামভোগে ব্যগ্র এবং বহুপাপসঞ্চয়ী মনুষ্যগণ যোগদ্বারদর্শনে সমর্থ নহে। দৃঢ়ব্রত যতিগণ মুক্তাত্মা হইয়া যোগদ্বারে ওঙ্কাররথারোহণে পরমগতি প্রাপ্ত হন। যোগদ্বার দিয়া যাঁহারা নিষ্ক্রান্ত শিবপ্রসাদে তাঁহাদিগের প্রত্যাবৃত্তি-বর্জিত স্থান প্রাপ্তি হয়, অন্য স্থান তাঁহাদিগের নহে! যোগী ব্যক্তির গমন ঈপ্সিত পথেই হইয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সাধক হন। অতি জটিল ব্রহ্মস্বরূপ সূত্র জটিলতা শূন্য হইয়া যাঁহার মনে বিরাজমান, তাঁহার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। যে বস্তু স্পর্শমণি স্পৃষ্ট হয় তাহাই মণিস্বরূপ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণের চিত্ত যেভাবে আক্রান্ত হয়, তন্ময়ত্বলাভই তাহার ঘটিয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি দ্রব্য সম্মুখে থাকিতেও চিত্তবিভ্রমবশতঃ যেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে—এই ভাবে চিন্তা করে, তদ্রূপ অতিসূক্ষ্ম সেই প্রণবকে নষ্ট ধনের ন্যায় চিন্তা করিবে। যেসকল ব্রাহ্মণ গুরূপদিষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত কলিকলুষবিমুক্ত সর্ব্বধর্ম্মে অনুরক্ত প্রণবপরায়ণচিত্ত হইয়া বিবিধগুণসম্পন্ন শিবের অনুরক্ত হন, তাঁহারা কৃতার্থ হন। ১—১১

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

যোগঃ—নবমঃ পরিচ্ছেদঃ

চিত্তোৎপত্তৌ নচোৎপত্তির্ন চ চিত্তক্ষয়ে ক্ষয়ঃ।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥ ১
ভাবোৎপত্তৌ তয়োঃ সঙ্গমন্তঃকরণপূর্ব্বকম্।
ভাবাভাবৌ তয়োরেব নিয়োগ উভয়োরপি॥ ২
ন দীর্ঘো ন চাসৌ হ্রস্বো ন প্লুতশ্চ মহেশ্বরঃ।
ধ্যানকালে নিমিত্তং হি সর্ব্বথা হ্যুপচর্য্যতে।
শব্দতত্ত্বে চ ভাবে চ সংজ্ঞায়ামক্ষরেষু চ॥ ৩
পঞ্চস্বর্থেষু সততমোঙ্কারমিতি নির্দ্দিশেৎ।
তত্ত্বং চিন্তাভিসম্বদ্ধং চিন্তা মনসি বর্ত্ততে॥ ৪
মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংযুক্তং স্বশরীরে ব্যবস্থিতম্।
শব্দঃস্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধস্তথৈব চ।
সম্প্রাপ্তো নোপলভ্যেত এতদ্যুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৫
সুখং দুঃখঞ্চ মোক্ষঞ্চ স্বশরীরেণ বিন্দতি।
শীতোষ্ণং নাভিজানাতি এতদ্যুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৬
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্বিবিধৈর্গীতবাদিতৈঃ।
ক্রিয়মাণৈর্ন বুধ্যেত এতদ্যুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৭
যোগকর্ম্মণি যুক্তস্য বিশেষাদ্বিঘ্নকারকাঃ।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে তান্ জিত্বা প্রাপ্যতে সুখম্॥ ৮
উপসর্গৈঽপি[১] সৃষ্টস্য নৈব সিদ্ধির্ন সাধনম্।
তস্মাদ্বিঘ্নাঃ সদা হেয়াঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৯
প্রতিভা শ্রবণঞ্চৈব বেদনং স্পর্শনং তথা।
ভ্রমো মোহস্তথাবর্ত্ত উপসর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০

অন্তঃকরণের উৎপত্তিতে আত্মার উৎপত্তি হয় না অন্তঃকরণের বিনাশে আত্মার বিনাশও হয় না। আত্মা সাক্ষাৎ মহেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, অনাদি অনন্ত এবং অবধ্য। ঈশ্বর এবং পুরুষনিমিত্তক ভাবসৃষ্টিতে প্রথমে অন্তঃকরণের সৃষ্টি হয়। ভাব-সৃষ্টিই হউক, আর অভাবসৃষ্টিই হউক, ঈশ্বর এবং পুরুষই তাহাতে নিমিত্ত। বস্তুগত্যা আত্মা দীর্ঘ নহেন, হ্রস্ব নহেন, প্লুত নহেন, ধ্যানের জন্য তাঁহার ওঙ্কারভাব কল্পনা করা গিয়াছে। সেই আত্মাকে শব্দতত্ত্বে ভাবে, সংজ্ঞায় ও অক্ষরে পঞ্চাক্ষরময় ওঙ্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে। তত্ত্ব চিন্তার সহিত সম্মিলিত, চিন্তা মনের ধর্ম্ম, মন স্বীয় শরীরে অবস্থিত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও যাঁহার জ্ঞেয় না হয়, তিনি যোগী অর্থাৎ ঐটীই যোগীর লক্ষণ। আপনার শারীরিক সুখ-দুঃখ বন্ধ-মুক্তি শীতোষ্ণ জানিতে না পারা যোগীর লক্ষণ। ১-৬

শঙ্খধ্বনি দুন্দুভিনির্ঘোষ এবং গীত-বাদ্য-ধ্বনি করিলেও বাহ্যজ্ঞান না হওয়া যোগীর লক্ষণ। যোগকর্ম্মে তৎপর হইলে, বিঘ্নকারক বিশেষ উপসর্গ উপস্থিত হয়। উপসর্গ জয় করিতে পারিলে সুখলাভ হইয়া থাকে। উপসর্গ পরাজিত না হইলে পরম সিদ্ধি বা প্রকৃত সাধনা কিছুই হয় না। অতএব শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা উপসর্গ বা বিঘ্ন দূর করা উচিত। অলৌকিক প্রতিভা

১। উপসর্গাস্ব ইতি পাঠান্তরম্।

ব্যপগতকলুষাণাং নিত্যস্নানোদকানাম্
শিবমতিপরমার্থো জপ্য-ভৈক্ষেন্ধনানাম্।
গুরুবচনরতানাং নিত্যধর্ম্মোদ্যতানাম্
দরশনমপি পুণ্যং যোগমার্গস্থিতানাম্॥ ১১

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

যোগঃ—দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

ধারণাং সম্প্রবক্ষ্যামি কর্ত্তব্যায় প্রযত্নতঃ।
মনসো হৃদ্যবস্থানাদ্ ধারণেত্যভিধীয়তে॥ ১
যথা চক্ষুঃপ্রকাশেন দ্রষ্টৃরূপাণি পশ্যতি।
তদ্বৎ সুসূক্ষ্মযোগেণ যুক্তস্তত্ত্বানি পশ্যতি॥ ২
নির্ম্মলত্বাদ্ যথাদর্শে প্রতিবিম্বানি পশ্যতি।
তদ্বদ্বিশুদ্ধে মনসি নিষ্কলং ব্রহ্ম পশ্যতি॥ ৩
যথা জ্ঞানপ্রকাশেন সুসূক্ষ্মার্থান্ প্রপশ্যতি।
তদ্বৎ সুসূক্ষ্মমোঙ্কারং প্রণিধানেন পশ্যতি॥ ৪
নির্গুণং মনসা গ্রাহ্যমনৌপম্যং মহাদ্যুতিম্।
প্রধানপুরুষেশানং সর্ব্বভূতপতিং শিবম্॥ ৫
স্থিতং স্থিতেন মনসা শুদ্ধং শুদ্ধেন চেতসা।
পরাপরস্বরূপেণ তৎসূক্ষ্মমুপলক্ষয়েৎ॥ ৬
তচ্চিত্তস্তন্ময়ো যুক্তস্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ।
দোষৈর্যোগাগ্নিনির্দ্দগ্ধৈঃ শিবং পশ্যতি শাশ্বতম্॥ ৭
অনুৎপাদ্যং সর্ব্বগতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্।
অক্ষতৈশ্বর্য্যসম্পন্নং[১] দেবমেকং মহেশ্বরম্॥ ৮

অপূর্ব্ব এবং ত্রৈকালিক শব্দ শ্রবণ, অপূর্ব্ব জ্ঞান, আশ্চর্য্য স্পর্শ, ভ্রম, মোহ এবং বিক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ শাস্ত্রে কথিত আছে। কালকলুষবিহীন নিত্যস্নায়ী গুরুবচন-রত সতত ধর্ম্মশীল, ভিক্ষাচরণ, জপ হোমানুষ্ঠানে তৎপর, শিবপরায়ণ, পরমার্থনিষ্ঠ, যোগপথস্থিত ব্যক্তিগণের দর্শন লাভও পুণ্যজনক। ৭-১১

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ধারণার কথা বলিতেছি। ধারণা যোগিগণের যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া মনকে মনে অবস্থাপন করাই ধারণা-পদবাচ্য। আলোক-সন্নিধান হইলে চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ, তদ্রূপ প্রণিধান-বলে সূক্ষ্ম ওঙ্কারও দর্শন করা যায়। নির্গুণ, মনোগ্রাহ্য, অনুপম, জ্যোতির্ম্ময়, প্রকৃতি-পুরুষেরও ঈশ্বর, সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বত্র স্থির, নির্ম্মল সূক্ষ্মতত্ত্ব শিবকে স্থির এবং বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা কার্য্যকারণরূপে অবলোকন করিবে। শিবনিমগ্নচেতা, শিবময়, শিবনিষ্ঠ, শিবপরায়ণ শিবযোগী ব্যক্তি যোগানলে দগ্ধদোষ হইয়া অনাদি. সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, অক্ষতৈশ্বর্য্যসম্পন্ন একদেব মহেশ্বর সনাতন শিবকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাকে দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তি বা তাঁহার তুল্যতা-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। তাঁহাকে

১। অকৃতৈশ্বর্য্যসম্পন্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।

যং দৃষ্ট্বা লভতে সিদ্ধিং সমানগুণলক্ষণম্ ।
যং দৃষ্ট্বা জন্মমোহাভ্যাং নৈব সংযুজ্যতে পুনঃ ॥ ৯
এষ সংক্ষেপতো যোগো ব্যাখ্যানে চাস্য বিস্তরঃ ।
ঋষীণামনুকম্পার্থমুদ্ধৃতো মম সূনুনা ॥ ১০
যং প্রাপ্য নারদঃ সিদ্ধো বিদ্যাবিদ্যার্থতত্ত্বতঃ ॥ ১১

ইদমমৃতপদং শিবপ্রসাদাৎ
প্রবচনমুক্তবান্ সনৎকুমারঃ ।
অনধিগতমপি যঃ করোতি সিদ্ধিং
পরমিহ বিন্দতে স রুদ্রতত্ত্বম্ ॥ ১২

ইতি সনৎকুমারীয়ে যোগে দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না বা মোহের বশীভূত হইতে হয় না। ইহাই সংক্ষিপ্ত যোগ, ইহার ব্যাখ্যা বিস্তর। ঋষিগণের প্রতি দয়া করিয়া আমার পুত্র সনৎকুমার এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। নারদ, এই যোগ-বলে বিদ্যাসিদ্ধি লাভ করেন। সনৎকুমার শিবপ্রসাদে এই অমৃতোপম যোগ-প্রবচন কীর্ত্তন করেন; যোগানুষ্ঠান না করিয়াও যে ইহা অবগত হয়, তাহারও সিদ্ধি এবং রুদ্রত্বলাভ হয়। ১-১২

দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

যোগশাস্ত্র সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

প্রাপ্তযোগো যদা শক্র নারদো মুনিসত্তমঃ।
তদাসৌ জপতে বিদ্যাং বিধিনা শিবভাষিতাম্ ॥ ১
এবং প্রাপ্তা পুরা বৎস সিদ্ধা বিদ্যা চ নারদে।
তদা স সাধয়েচ্ছক্র তস্যা বরপ্রসাদতঃ ॥ ২

শক্র উবাচ—

এবংবিধা যদা বিদ্যা কথং মর্ত্ত্যেষু সা গতা।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং প্রসাদাৎ প্রব্রবীহি নঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পূর্ব্বং ময়া মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্ট্যর্থং পরমেচ্ছয়া।
বিদ্যানাং যাচিতঃ শম্ভুস্তথা চাপ্যপরাজিতাম্।
ভবিষ্যাণাঞ্চ কার্য্যাণাং মন্বন্তরযুগাদিষু ॥ ৪
সা ময়া কর্ত্তৃকামেন দত্তা বিদ্যা প্রজাপতেঃ।
তত অঙ্গিরসে তেন অঙ্গিরাশ্চ বৃহস্পতেঃ ॥ ৫
গুরুণা সবিতুর্দত্তা তেন মৃত্যোঃ প্রকাশিতা।
মৃত্যুনা চাপি ইন্দ্রস্য বশিষ্ঠস্য ততো গতা ॥ ৬
বশিষ্ঠেনাপি সা দত্তা তথা সারস্বতে পুনঃ।
সারস্বতস্ত্রিধামায় ত্রিধামা ত্রিবৃষায় চ ॥ ৭
ত্রিবৃষেণ ভরদ্বাজে অন্তরীক্ষস্য আগতা।
অন্তরীক্ষেণ বহ্বৃচে বহ্বৃচস্ত্বারুণে দদৌ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! যোগপ্রাপ্ত মুনিসত্তম নারদ শিবভাষিত পদমালা-বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন। বৎস! নারদ উক্ত প্রকারে বিদ্যা লাভ করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হে ইন্দ্র! এক্ষণে সে বিদ্যার অসীমপ্রসাদে ইষ্টসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—সেই বিদ্যা যদি এমন, তবে পৃথিবীতে তাহার প্রচার হইল কিরূপে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া তাহার কীর্ত্তন করুন। ১-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মন্বন্তর যুগাদিতে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম করিবার সূত্রপাতে শিবের নিকটে অপরাজিতা বিদ্যা এবং এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে তাহা প্রদান করেন। পরে, আমার নিকট অঙ্গিরা, অঙ্গিরার নিকট বৃহস্পতি এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃহস্পতি সূর্য্যকে এই বিদ্যা প্রদান করেন, সূর্য্য যমকে ইহা উপদেশ করেন; ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্র যমের নিকট, ইন্দ্রের নিকট বশিষ্ঠ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠ সারস্বত ঋষিকে, সারস্বত ত্রিধাম ঋষিকে, ত্রিধামা ত্রিবৃষ ঋষিকে এবং ত্রিবৃষ ভরদ্বাজকে এই বিদ্যা প্রদান করেন। অন্তরীক্ষ মুনি, ভরদ্বাজের নিকট এই বিদ্যা লাভ করেন। অন্তরীক্ষ বহ্বৃচ ঋষিকে, বহ্বৃচ আরুণিকে, আরুণি বলজ মুনিকে, বলজ মুনি কৃতঞ্জয়কে, কৃতঞ্জয় ভারদ্বাজকে, ভারদ্বাজ মহর্ষি গৌতমকে

তস্যারুণেন বলজে তেনাপি চ কৃতঞ্জয়ে।
কৃতঞ্জয়েন ঋণজে ভারদ্বাজেন প্রাপ্তবান্ ॥ ৯
ভারদ্বাজেন সা দত্তা গৌতমস্য মহামুনেঃ।
গৌতমাদুত্তমিং প্রাপ্তা উত্তমিশ্চ হর্য্যর্চ্চনে[১] ॥ ১০
হর্য্যর্চ্চনে প্পুরোধা তু তেন বাজশ্রবায় চ।
বাজশ্রবাস্তথা সোমে সোমাচ্ছুষ্মাদনো লভেৎ ॥ ১১
শুষ্মাদনাৎ তৃণবিন্দুস্তৃণবিন্দোস্তরক্ষুকঃ।
তরক্ষোঃ শক্ত্রিণা প্রাপ্তা শক্ত্রেঃ পরাশরেণ তু ॥ ১২
পরাশরাজ্জাতুকর্ণো জাতুকর্ণাৎ তথা পুনঃ।
দ্বৈপায়নেন সম্প্রাপ্তা এবং মর্ত্ত্যে সমাগতা।
বিদ্যা লোকোপকারায় দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনী ॥ ১৩
নারদেন তথা শক্র জপ্তা বিদ্যা মহোদয়া।
যয়া সম্মোহিতো বৎস অসুরঃ সহ মন্ত্রিণা।
তথা মতিং সমাধায় গিরিকন্যাপতিং প্রতি ॥ ১৪

শক্র উবাচ—

পদমালা মহাবিদ্যা সুরাসুরবিমোহিনী।
এতৎকার্য্যকরী বিদ্যা তথা চাপ্যপরাজিতা ॥ ১৫
সূচিতা হি ন সা উক্তা কিংবীর্য্যা[২] কথমাগতা।

ব্রহ্মোবাচ—

যথা দেবাস্তথা দৈত্যা উভাবেতৌ ব্যবস্থিতৌ।
অনাদিদেবস্তু তথা যথা সৃষ্টিস্তথা ক্ষয়ঃ ॥ ১৬

এই বিদ্যা উপদেশ করেন। বিষ্ণু পূজা করিয়া তাহার ফলে উত্তমি, গৌতমের নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। উত্তমি বাজশ্রবাকে এই বিদ্যা উপদেশ দেন। বাজশ্রবা সোমকে, সোম শুষ্মাদনকে, শুষ্মাদন তৃণবিন্দুকে, তৃণবিন্দু তরক্ষুকে এই বিদ্যা প্রদান করেন। বশিষ্ঠ পুত্র শক্ত্রি তরক্ষুর নিকট, শক্ত্রি হইতে গর্ভস্থ পরাশর, পরাশরের নিকট জাতুকর্ণ এবং জাতুকর্ণের নিকট দ্বৈপায়ন এই বিদ্যা লাভ করেন। দৃষ্টফলকরী, শুভাদৃষ্ট-সাধনী এই বিদ্যা লোকোপকারার্থ পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। ৪-১৩

ব্রহ্মা আবার পূর্ব্বকথা আরম্ভ করিলেন,—বৎস ইন্দ্র! নারদ শিবের প্রতি মন সমাহিত করিয়া এমনভাবে পদমালা-বিদ্যা জপ করিলেন, তাহাতেই ঘোর দৈত্য মন্ত্রীর সহিত মোহিত হইল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—পদমালা মহাবিদ্যা সুরাসুর মোহবিধায়িনী এবং অপরাজিতা বিদ্যাও কার্য্যকরী;—অপরাজিতা বিদ্যার সূচনামাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। অপরাজিতা বিদ্যা দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং তাহার আগম প্রকার কি, তাহাও বলেন নাই। ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—যেমন দেবতা, তেমনই দৈত্য; উভয় বর্ণই ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে। সৃষ্টি এবং ক্ষয় উভয়েরই ব্যবস্থিত।

১। উত্তমের্মহর্ষ্যোর্চ্চনে ইতি পাঠান্তরম্।
২। কিংকার্য্যেতি পাঠান্তরম্।

পূর্ব্বমাসীন্মহাবাহো হুতাগ্নির্নাম দানবঃ।
মম হোমাবসানে তু উৎপন্নঃ সুরমর্দ্দকঃ ॥ ১৭
মাঞ্চাপশ্যৎ তথাসৌ বৈ তপঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
তপসা মহতা তেন তোষিতোঽহং পুরন্দর ॥ ১৮
বরং ব্রূহি ময়া সোক্তো যাচিতঞ্চ তদা বিভো।
জয়ামি ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ সবিষ্ণুন্ সপুরন্দরান্ ॥ ১৯
তথেতি স ময়া উক্তস্তথাসৌ পৃথিবীতলে।
গতো দ্বীপং মহাবাহো শাকং সর্ব্বমনোরমম্ ॥ ২০
স চ তত্র সমাঃ স্থিত্বা দশ পঞ্চ চ বাসব।
উদ্বাহিতা তদা তেন কালপুত্রস্য পুত্রিকা ॥ ২১
তস্য পুত্রো বজ্রদণ্ড[১] শ্চণ্ডতুল্যপরাক্রমঃ।
তেন দ্বীপাধিপান্ জিত্বা দিবমুৎসহতে জয়ে ॥ ২২
নির্জ্জিত্য সর্ব্বদেবাংস্তু তথা বিষ্ণুমভিদ্রবৎ।
তস্য কেতৌ স্থিতো ধ্বাঙ্ক্ষঃ সর্ব্বকেতুভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩
তথা ময়া মহাদেবং তোষয়িত্বা ত্রিলোচনম্।
বরা বরয়াঞ্চক্রে বিষ্ণোঃ কেত্বর্থতস্তদা ॥ ২৪
বরং ব্রূহি শিবস্তুষ্টো যৎ তে হৃদি ব্যবস্থিতম্।
ময়া স যাচিতো দেহি কেতুং দৈত্যনিবারণম্।
বিষ্ণোস্তু যৎ সদা দেব সাহায্যং বিজয়াবহম্ ॥ ২৫
তেন কিঙ্কিণীশোভাঢ্যং ঘণ্টাচামরমণ্ডিতম্।
বিচিত্রপীঠকোপেতং শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ২৬

পূর্ব্বে হুতাগ্নি নামে এক মহাবাহু অসুর ছিল। আমার হোমাবসানে হোম-স্থান হইতে সেই অসুরের উৎপত্তি হয়। তখন আমাকে দেখিয়া সে তপশ্চরণে উদ্যত হয়। হে ইন্দ্র! মহাতপস্যা দ্বারা সে আমাকে পরিতুষ্ট করে। ১৪-১৮

হে দেবস্বামিন্! "বর প্রার্থনা কর" আমি এই কথা বলিলে অসুর আমার নিকট প্রার্থনা করে,—"আমি যেন বিষ্ণু ইন্দ্র এবং সকল দেবগণকে জয় করিতে পারি। হে মহাবাহো! আমি তাহাকে সেই বর প্রদান করিলে, পৃথিবীতলে সর্ব্ব-মনোরম শাকদ্বীপে সে গমন করে। হুতাগ্নি সেইস্থলে পঞ্চদশ বৎসর থাকিয়া কালপুত্রের কন্যাকে বিবাহ করে। তাহার বজ্রদণ্ড নামে এক পুত্র হয়, বজ্রদণ্ডের পরাক্রমও পিতার তুল্য। পরে হুতাগ্নি পুত্র সমভিব্যাহারে সমগ্র দ্বীপ-রাজগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গজয়ে প্রবৃত্ত হয়। সেই দৈত্য, সকল দেবগণকে জয় করিল, বিষ্ণুও পরাজিত হইলেন। দৈত্য বিষ্ণুর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। অসুরের রথধ্বজ-চিহ্ন, সকল রথিগণের ভয়াবহ। বিষ্ণু দৈত্যজয়ের জন্য একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেতুর আকাঙ্ক্ষা করিলেন। হে ইন্দ্র! আমি বিষ্ণুর জন্য বর কামনা করিয়া অপরাজিতা বিদ্যা দ্বারা ত্রিশূলপাণি মহাদেবকে পরিতুষ্ট করি। শিব তুষ্ট হইয়া বলেন,—তোমার মনে যা আছে, সেই বর প্রার্থনা কর। আমি সেই দেবদেবের নিকট প্রার্থনা করিলাম,—হে দেব! সতত বিজয়-সাহায্যকারী অসুরনিবর্হণ রথকেতন বিষ্ণুকে অর্পণ করুন। ১৯-২৫

কিঙ্কিনী শোভিত, ঘণ্টা-চামর মণ্ডিত, বিচিত্র-পিটকান্বিত, শত-সূর্য্য সমপ্রভ

১। পুত্রোঽভবচ্চণ্ড ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বৃষাঙ্কগরুড়াবস্থং[১] শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
মহচ্চিত্রং সুরোপেতং দুর্গমূর্দ্ধং যমাসনম্ ॥ ২৭
ইন্দ্রবহ্নিযমৈ রক্ষোজলবাতৈর্ধনাধিপৈঃ ।
ঈশানসূর্য্যকালাশ্চ রাহুরার্কিশশীন্দুজৈঃ ॥ ২৮
গুরুণা সর্ব্বতোভদ্রং কৃত্বা দণ্ডস্তু শম্ভুনা ।
তং দৃষ্ট্বা স্তবতে বিষ্ণুঃ স্তবেন বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯
জয় কৃষ্ণ করালাস্য কৃষ্ণমেঘসমপ্রভ ।
কৃষ্ণসার মহাবাহো কৃষ্ণসর্পবিভূষণ ॥ ৩০
কৃষ্ণশান্তিকরো দেব কৃষ্ণদংষ্ট্রাভয়ঙ্করঃ ।
নীলস্যান্দপরিধ্বান্ত তমঃষড়্বারুণোপমঃ ॥ ৩১
মহাকপালমালায় ব্রহ্মশিরোনিকৃন্তন ।
সর্ব্বগ সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বাবস্থ দিগম্বর ।
শ্মশানভস্মভূয়িষ্ঠ ভস্মভূষণভূষিত ॥ ৩২
কৃষ্ণমেখলধারায় বাসুকী-উপবীতিনে ।
সর্ব্বজন্তুহিতার্থায় বেদবেদাঙ্গবাদিনে ।
যজ্ঞেশ যজ্ঞহোতায় যজ্ঞভাবায় বৈ নমঃ ॥ ৩৩
গ্রহজ্বরমহারূপশমনায় নমো নমঃ ।
সর্ব্বাত্মনা মহাদেব ত্বয়া বাপি সুরেশ্বর ॥ ৩৪
বিঘাতঃ সুরশত্রূণাং কর্ত্তব্যো বৃষভধ্বজ ।
তথেতি স তদা তুষ্টঃ কেতুং তস্য সমর্পয়ৎ ॥ ৩৫

বিচিত্র, মহৎ রথকেতন ইচ্ছামাত্রে নির্ম্মাণ করিয়া শিব অর্পণ করিলেন। স্বয়ং মহাদেব ও গরুড়ারূঢ় শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণু সেই রথকেতনে অধিষ্ঠিত; রথকেতনের মস্তকে দুর্গা বিরাজমানা। রথকেতনের অবলম্বন যম। সেই রথকেতন ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ'তি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই সকল এবং অন্যান্য দেবগণের অধিষ্ঠানে সর্ব্বতোভদ্র। বিষ্ণু, সেই রথকেতন দেখিয়া বৃষবাহনের স্তব করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণমেঘসম কৃষ্ণবর্ণ ! হে করালবক্ত্র ! হে কৃষ্ণসার ! হে কৃষ্ণ সূর্য্যবিভূষিত মহাবাহো ! হে কৃষ্ণের শান্তিকর্ত্তা দেবদেব ! আপনি কৃষ্ণবর্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়াবহ। হে মহাকপাল-মালিন্ !. ব্রহ্মশীর্ষ-পাতন্ ! আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বগ ! সর্ব্বদেবেশ ! সর্ব্বাবস্থ ! হে দিগম্বর ! হে শ্মশান ভস্ম বহুলভস্মীভূষণে ভূষিত ! হে কৃষ্ণসর্পময় মেখলা-ধারিন্ ! হে বাসুকিযজ্ঞোপবীত ! হে সর্ব্বপ্রাণিহিতকারিন্ !' হে বেদ-বেদাঙ্গবাদিন্ ! হে যজ্ঞেশ ! হে যজ্ঞ ! হে অহোরাত্র ! হে যজ্ঞসম্ভার ! আপনাকে নমস্কার। হে গ্রহপীড়া-প্রশমনকারিন্ ! হে প্রবলজ্বর শান্তিকর ! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে দেব ! সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে সুরেশ্বর বৃষধ্বজ ! যাহাতে সুরারিগণের সংহার হয়, তাহা আপনাকে করিতে হইবে। শিব, সন্তোষের সহিত "তাহা হইবে" বলেন এবং বিষ্ণুকে রথকেতন অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে মহাবাহো ! বিষ্ণো ! দেব, দানব এবং গন্ধর্ব্ব— যাহারাই শত্রু হইবে, মহাবলশালী হইলেও তোমার রথকেতু প্রদর্শনমাত্র

১। গরুড়োপস্থমিতি ক্বচিৎ।

তব বিষ্ণো মহাবাহো কেতুং সংপশ্য বৈরিণঃ।
যেঽসুরা যে চ গন্ধর্ব্বা যে দৈত্যেয়া মহাবলাঃ।
তে তে নাশং সমাজগ্মুস্তব কেতুপ্রদর্শনাৎ ॥ ৩৬
তথেতি বিষ্ণুনা উক্তা গৃহীতং তচ্চ সাদরম্।
উচ্ছ্রয়িত্বা তু তং হন্যাচ্চণ্ডং তং হুতবহ্নিজম্ ॥ ৩৭
শক্রস্য তু পুনর্দত্তা সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
এবং তে কথিতং বৎস যথাবৃত্তং সুরেশ্বর ॥ ৩৮

শক্র উবাচ—

কেন সা বিধিনা লব্ধা মম তুল্যপরাগতৈঃ(১)।
বিশেষতো বিধিং তস্য পৃচ্ছামি কথয়স্ব নঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ—

গঙ্গায়াঃ সিকতাসংখ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সুরসত্তম।
ন ভবেদ্দৈত্যবংশস্য দেবরাজজিগীষিণঃ ॥ ৪০
বিষ্ণুনা ঘাতিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ দেবেন শম্ভুনা।
গুহেন নিহতাশ্চান্যে ময়া কেচিজ্জিঘাংসিতাঃ ॥
দেবীভির্ব্বহবশ্চান্যে তথাপি ন ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৩
সুবলো নাম দৈত্যেন্দ্রো হংসকেতুর্মহাবলঃ।
মম বংশে সমুৎপন্নো দণ্ডঘাতস্য বাসব ॥ ৪৪
সুবলেন জিতা দেবা ভৌত্যে মন্বন্তরে বিভো।
সমাগতাঃ সমস্তাস্তু সহ ইন্দ্রেণ বাসব ॥ ৪৫
যথা ন শক্তাঃ সমরে দৈত্যান্ যোদ্ধুং পিতামহ।
শত্রূণাং পরিভূতানাং শরণং ত্বা গতা বয়ম্ ॥ ৪৬

তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে মনে কর। বিষ্ণু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেই কেতন গ্রহণপূর্ব্বক রথে উত্তোলিত করেন। তারপর যুদ্ধ করিয়া তিনি হুতাগ্নির পুত্র বজ্রদণ্ডকে বিনষ্ট করেন। দৈত্যপক্ষের পরাজয় তাহাতে হইল। অনন্তর বিষ্ণু, সর্ব্বশত্রুবিনাশন সেই রথকেতন ইন্দ্রকে প্রদান করেন। হে বৎস সুরেশ্বর! তোমার নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত করিলাম। ২৬-৩৮

ইন্দ্র বলিলেন,—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্র কোন্ বিধি অবলম্বন করিয়া এই রথকেতু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহার বিশেষ বিধি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরসত্তম! গঙ্গার বালুকা বরং গণনা করা যায়, কিন্তু স্বর্গজিগীষু দৈত্যবংশের সংখ্যা করা যায় না। অনেক দৈত্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, দেবদেব শিব অনেককে বিনাশ করিয়াছেন, কার্ত্তিকেয়ের হস্তে অনেকে মরিয়াছেন; আমিও মারিয়াছি অনেককে, দেবীরাও বহুতর দৈত্য বিনষ্ট করিয়াছেন; তবু তাহাদের ক্ষয় হয় না। হে বাসব! আমার বংশোদ্ভূত দণ্ডঘাত দৈত্যের পুত্র মহাবলশালী হংসকেতন সুবল নামে দৈত্যরাজ ছিল; দেবরাজ! পূর্ব্বের ভৌত্য মন্বন্তরে সে দেবগণকে পরাজয় করে। হে বাসব! তাৎকালিক ইন্দ্রের সহিত সকল

১। বংশক্রমাগতৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

যথাহং চিন্তয়ামাস শক্র বিষ্ণুদিবৌকসাম্ ।
কেতুনা শম্ভুদত্তেন উদিতেন অসংশয়ম্ ॥ ৪৭
ততো ময়া সুরাঃ সেন্দ্রা বিষ্ণুমারাধয়ন্ পুরা ।
স দাস্যতি মহাকেতুং সর্ব্বদৈত্যবিমোহনম্ ॥ ৪৮
তে গতা মম চাদেশাৎ ক্ষীরোদে যত্র কেশবঃ ॥ ৪৯
পরাপরস্বরূপস্থমজমব্যয়শাশ্বতম্ ।
শ্রীবৎসাঙ্কং মহাবাহুং কৌস্তুভোরস্কভূষণম্ ।
স্তুবন্ত্যেতে সমহেন্দ্রা দেবাঃ শত্রুভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৫০
তুতোষ কেশবস্তেষাং বরং ব্রূহি পুরন্দর ।
তদা তৈর্যাচিতো দেবঃ কেতুং দদে সুরারিহা ॥ ৫১
তেন তদ্ভূষয়িত্বা তু দত্তং দেবভয়াপহম্ ।
শ্বেতচ্ছত্রং মহাতেজঃ স্রঙ্‌মালাপিঠকান্বিতম্ ॥ ৫২
সূর্য্যাযুতসমপ্রখ্যং কিঙ্কিণীবরনাদিতম্ ।
চামরব্যজনোপেতং শম্ভুলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৫৩
তদ্দৃষ্ট্বা সৌবলং সৈন্যং ভগ্নং স চ নিপাতিতঃ ।
তদা প্রভৃতি হে শক্র কেতুস্তব ক্রমাগতঃ ॥ ৫৪
অন্যেষাঞ্চৈব রাজ্ঞাঞ্চ উচ্ছ্রয়ো বিজয়াবহঃ ।
ময়া হরেণ দেবেন বিষ্ণুনা বাসবেন চ ॥ ৫৫
যদ্দত্তং কশ্চিদেবেদং নৃপতিরুচ্ছ্রয়িষ্যতি ।
স সমস্তাধিপো ভূমৌ অজেয়শ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৬

অগস্ত্য উবাচ—

এবং শক্রস্য শব্দেন(২) কুথিতং কেতুমুচ্ছ্রয়ম্ ।
ময়াপি তব বিদ্যেশ সর্ব্বং তচ্চ প্রকাশিতম্ ॥ ৫৭

ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে ইন্দ্রোচ্ছ্রয়লব্ধির্নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

দেবতারা আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—হে পিতামহ! আমার দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আমরা শত্রুগণের নিকট পরাভূত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ইন্দ্র! আমি তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, শিবদত্ত বিষ্ণুপ্রাপ্ত সেই কেতু, দেবতারা উত্তোলিত করিলে, নিশ্চয় ইহাদিগের রক্ষা হইবে। হে ইন্দ্র! তারপর আমি দেবগণকে বলিলাম,—হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! বিষ্ণু-আরাধনা কর, তিনি সর্ব্বদৈত্য-নিসূদন মহাকেতু প্রদান করিবেন। দেবতারা আমার আদেশে কেশবস্থান ক্ষীরোদসাগরের তীরে গমন করিলেন। অনন্তর শত্রুভয়পীড়িত ইন্দ্রাদি দেবগণ কার্য্য-কারণরূপী অজ, অব্যয় সনাতন শ্রীবৎসলাঞ্ছন, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভভূষিত মহাবাহু বিষ্ণুকে তৎক্ষণাৎ স্তব করিলেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পুরন্দর! বর প্রার্থনা কর। তখন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা দৈত্যবিনাশ কেতু প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু শ্বেতচ্ছত্র বহুতর মাল্য ও চন্দনতিলক দ্বারা ভূষিত করিয়া সেই দেবভয়বিমোচন মহাতেজঃসম্পন্ন কেতু দেবগণকে প্রদান করিলেন। কেতু

২। ব্রহ্মণে ইতি পাঠান্তরম্।

উত্তোলন, পৃথিবীর রাজগণের পক্ষেও বিজয়কারক। শিব, বিষ্ণু, আমি ও ইন্দ্র এই আমাদিগের অধিষ্ঠিত ও প্রদত্ত কেতু যে রাজা উচ্ছ্রিত করিবেন, তিনি সমস্ত দেশের অধিপতি ও বিজয়ী হইবেন। অগস্ত্য বলিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট এইরূপ কেতু-উচ্ছ্রয়ের কথা বলেন, হে নৃপবাহন! আমিও তোমার নিকটে তৎসমস্ত প্রকাশ করিলাম। ৩৯—৫৭

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য উত্থাপনং যথা।
ক্রিয়তে দিনঋক্ষেষু দ্রব্যমন্ত্রবিধিং বদ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

ব্রহ্মণা কথিতং শক্রবৃহস্পতিসমীপতঃ।
যথা তথা প্রবক্ষ্যামি বিধিং কেতোঃ সমুচ্ছ্রয়ে ॥ ২

বৃহস্পতিরুবাচ—

শুভাহে ঋক্ষে করণে মুহূর্ত্তে শুভমঙ্গলে।
দৈবজ্ঞঃ সূত্রধারশ্চ বনং গচ্ছেৎ সহায়বান্ ॥ ৩
দেবীপ্রতিষ্ঠাবিধিনা যাত্রা যা বা প্রচোদিতা।
গত্বা বৃক্ষং শুভং নেষ্টং ধবার্জ্জুনপ্রিয়ঙ্গুকম্ ॥ ৪
উড়ুম্বরাশ্বকর্ণঞ্চ পঞ্চৈতে শোভনা হরে।
ধ্বজার্থং বর্জ্জয়েৎ বৎস দেব-উদ্যানজান্ দ্রুমান্ ॥ ৫
কন্যামধ্যা তু সা ষষ্ঠী করমানেন কল্পয়েৎ।
একাদশকরা বৎস নবপঞ্চকরাপরা ॥ ৬
অবনীস্থাং কৃমিচিতাং তথা পক্ষিনিষেবিতাম্।
বল্মীকপিতৃবনজাং সুশুষ্ককোটরাং তথা ॥ ৭

নৃপবান বলিলেন,—ভগবান অগস্ত্য! কেতু উত্থাপন কেমন করিয়া করিতে হয়? তাহার তিথি, নক্ষত্র, উপকরণ দ্রব্য ও মন্ত্রবিধি শ্রবণ আমার অভিলাষ হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করুন। অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও দেবগণ, রাজগণের উত্তোলিত কেতুতে শিব-নির্ম্মিত কেতুর তেজ প্রদান করেন এবং তাহাতে সমাগত হন। বৃহস্পতির নিকট এই কেতুচ্ছ্রয় বিধি যে প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি বৃহস্পতির নিকট তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছি। বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছিলেন,—শুভদিনে শুভনক্ষত্রে, শুভ-করণে এবং শুভমুহূর্ত্তে দৈবজ্ঞ এবং সূত্রধারের সহিত রাজা বনে যাইবেন। দেবী-প্রতিষ্ঠা নিয়মানুসারে যাত্রিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রা করিবেন। ইন্দ্রধ্বজকার্য্যে (তাদৃশ কেতু-উত্তোলনের নাম ইন্দ্রধ্বজোচ্ছ্রয় ইত্যাদি) ধব, অর্জ্জুন, প্রিয়ক, উড়ুম্বর এবং অশ্বকর্ণ এই পঞ্চবিধ বৃক্ষ প্রশস্ত। বৎস! দেবোদ্যানসম্ভূত বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে না। দ্বাবিংশতি হস্ত পরিমিত কেতু হইবে *। নয়টি (মতান্তরে পাঁচটী) শক্রকন্যা হইবে। কন্যামধ্যে ষষ্ঠী বা শক্রমাতৃকা থাকিবে। ষষ্ঠীর পরিমাণ একাদশ হস্ত এবং শক্রকন্যাগুলির পরিমাণ

১। অন্য শাস্ত্রে দেখা যায়,—দ্বাবিংশতি হস্ত পরিমিত, দ্বাত্রিংশৎ হস্ত-পরিমিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল—দ্বাচত্বারিংশৎ হস্ত-পরিমিত কেতুদণ্ড। এস্থলে স্পষ্ট কোন কথাই নাই। তবে শক্র মাতৃকা বা ষষ্ঠী কেতুর অর্দ্ধেক হইবে, এই কথা অন্যত্র আছে; এস্থলে আছে একাদশ হস্ত পরিমিত ষষ্ঠী হইবে। তাহাতেই বুঝা যাইতেছে,—দ্বাবিংশতি হস্ত পরিমিত কেতুদণ্ড এই গ্রন্থের উপদিষ্ট।

কুব্জাঞ্চ ঘটসিক্তাঞ্চ তথা স্ত্রীণামগর্হিতাম্ ।
বিদ্যুদ্‌বজ্রহতাঞ্চৈব দগ্ধাঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮
অলাভে চন্দনমাম্রং শলিশাকময়ং পিবা ।
কর্ত্তব্যং শক্রচিহ্নার্থং ন চান্যং বৃক্ষজং ক্বচিৎ ॥ ৯
শুভভূমিভবং গ্রাহ্যং শুভতোয়ং শুভাবহম্ ।
ততঃ সম্পূজয়েদ্‌বৃক্ষং প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা[১] ॥ ১০
নমো বৃক্ষপতে বৃক্ষ ত্বামারাধয়তি পার্থিবঃ ।
ধ্বজার্থং তত্ত্বতো নাথ অন্যথা উপগম্যতাম্ ॥ ১১
রাত্রৌ দেয়ো বলিস্তত্র যুগবৃক্ষে তথৈব চ ।
বাসবানাং মহাবৃক্ষং কৃত্বা চান্যত্র গম্যতাম্ ।
ধ্বজার্থে দেবরাজস্য লক্ষান্তিস্তব এব চ ॥ ১২
পূজয়িত্বা ততো বৃক্ষং বলিং ভূতেষু দাপয়েৎ ।
প্রভাতে চ্ছিন্দয়েদ্‌বৃক্ষং শুভঃ স্বপ্নাদিদর্শনৈঃ ॥ ১৩
শুক্লাম্বরধরঞ্চৈব সমুদ্রতরণং নদী ।
বৃক্ষান্ নম্রান্ শুভান ক্ষীরানারোহেদ্দেবতালয়ম্ ।
দেবো দ্বিজস্তথা সাধুর্লিঙ্গব্রহ্মহরেরপি ॥ ১৪
প্রতিমা পূজিতা স্বপ্নে ক্ষিপ্রং সিদ্ধিফলপ্রদা ॥ ১৫
মৎস্যমাংসদধিলাভরুধিরামৃতরোদনম্ ।
অগম্যাগমনং দৃষ্ট্বা আশু সিদ্ধিফলপ্রদম্ ॥ ১৬

হইবে পাঁচ হাত। ধ্বজদণ্ডই ইন্দ্র সুতরাং তাঁহার কন্যা বা ষষ্ঠী, তাহাও কাষ্ঠময়ী ইহা বলাই বাহুল্য। লতাযুক্ত, কৃমিব্যাপ্ত, পক্ষিনীড়যুক্ত বা পক্ষি-কোটরযুক্ত, বল্মীকাবৃত, শ্মশানসম্ভূত, শুষ্ক কোটরান্তর, বক্র, ঘটজলসেকে বর্দ্ধিত স্ত্রী নাম্নী, বিদ্যুদাহত, বজ্রাহত বা অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষ এ কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বৃক্ষ না পাইলে, চন্দন, আম্র, শাল বা শাক (সেগুণ) বৃক্ষের ইন্দ্রকেতু করিতে পারিবে; অন্যবৃক্ষসম্ভূত ইন্দ্রধ্বজ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উত্তম পবিত্র জল-সমীপস্থ, উত্তম স্থানোৎপন্ন বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ কার্য্যে গ্রাহ্য। অনন্তর পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বৃক্ষপূজা করিবে। হে বৃক্ষপতে! তোমাকে নমস্কার। রাজা ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত তোমাকে পূজা করিতেছে। অতএব তুমি এস্থান ত্যাগ করিয়া আগমন কর। ১—১১

রাত্রিতে সেই বৃক্ষের নিকট বলি দিবে। তাহার মন্ত্র;—হে বৃক্ষ! ইন্দ্রোৎসব সম্পাদন করিয়া অন্যত্র গমন করিও। দেবরাজের ধ্বজের জন্য ছেদন করিতে হইবে, অতএব রাজার প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হইও না। বৃক্ষপূজা করিয়া ভূতোদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে। শুভ স্বপ্নাদি দর্শন করিয়া প্রভাতে বৃক্ষ ছেদন করিবে। স্বপ্নে শুক্লবস্ত্র পরিধান, সমুদ্রতরণ, নদীতরণ, নম্র শুভ ক্ষীরি-বৃক্ষে আরোহণ, দেবালয়ে প্রবেশ, দেবপূজা, বিপ্রপূজা, সাধুপূজা, শিবলিঙ্গপূজা এবং ব্রহ্ম বিষ্ণু-প্রতিমাপূজা করিলে শীঘ্র শুভফল হয়। স্বপ্নে মৎস্যলাভ, মাংসলাভ, দধিলাভ, রুধির দর্শন, অমৃত-দর্শন, রোদন বা অগম্যা-গমন করিলে শীঘ্র ইষ্টসিদ্ধি হয়। স্বপ্নে বৃক্ষারোহণ তিল, মুস্তা বা শক্রনাশ

১। কর্ত্তব্যং শক্রচিহ্নার্থং ন চান্যং বৃক্ষজং ক্বচিৎ। ইতি পদ্যার্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ।

ক্রমাদিলঙ্ঘনং ধন্যং শক্রনাশস্তথা শুভম্ ।
ফলং পুষ্পং সিতা দূর্ব্বা স্বপ্নাল্লব্ধা জয়াবহাঃ ॥ ১৭
শঙ্খো গাবস্তথা দন্তিলাভা রাজ্যপ্রদায়কাঃ ।
গৌঃ সবৎসা নবসূতা দৃষ্টা পুত্রফলপ্রদা ॥ ১৮
পঙ্কমুদ্ধরণং কূপে ব্যাধিমোক্ষকরং চিরাৎ ॥ ১৯
এবং স্বপ্নান্ শুভান্ দৃষ্ট্বা তথা ছিন্দেত পাদপম্ ।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা মধুরক্তাক্তপশুনা ॥ ২০
পূর্ব্বোত্তরে পতন্ শস্তো অশব্দঃ শুভদো ক্রমঃ ।
অলগ্নঃ পাদপে চান্যে অন্যথা তু পরিত্যজেৎ ॥ ২১
অষ্টাঙ্গুলং ত্যজেন্মূলে অগ্রতস্তু জলে ক্ষিপেৎ ।
তথা তমানয়েদ্ বৎস শকটেন বৃষৈরপি ।
যুবানৈর্ব্বলসম্পন্নৈর্নয়ংস্তং পুরতঃ পুরম্ ॥ ২২
নীয়মানা যদা ষষ্ঠী সমা বা চতুরস্রকা ।
বৃত্তা বা ভঙ্গমাধত্তে রাজ্ঞঃ পুত্রং পুরোহিতান্ ॥ ২৩
আরভঙ্গে বলং ভিন্দ্যান্নেম্যা নাশে ক্ষয়ং তথা ।
অর্থস্য অক্ষভঙ্গেণ শান্তিং তত্র তু কারয়েৎ ॥ ২৪
ইন্দ্রজচ্ছত্রমন্ত্রেণ জাতবেদময়েন বা ।
তথা নীত্বা শুভে লগ্নে পুনস্তামুপবেশয়েৎ ॥ ২৫
দ্বারশোভাং পুরং রমাং গৃহে জুষ্টে চ কারয়েৎ ।
পটু পটহনিনাদা বেশ্যা শঙ্খা দ্বিজাতয়ঃ[১] ।
মঙ্গলৈর্ব্বেদশব্দৈশ্চ তা নেয়া যত্র উচ্ছ্রয়েৎ ॥ ২৬
তত্রস্থা চিত্রকর্ম্মাবনির্ম্মিতৈস্তাস্তু বেষ্টয়েৎ ।
বস্ত্রৈশ্চাগুজরোমোত্থৈঃ শুভৈঃ শুক্লৈর্যথাক্রমম্ ॥ ২৭

দর্শন শুভসূচক। ফল, পুষ্প, দুর্ব্বা বা শর্করালাভ স্বপ্নে হইলে জয় হয়। স্বপ্নে শঙ্খলাভ, গোলাভ বা হস্তিলাভ রাজ্যপ্রাপ্তি সূচক। নবপ্রসূতা সবৎস গাভী স্বপ্নে দেখিলে পুত্র জন্ম হয়। স্বপ্নে কূপ হইতে পঙ্কোদ্ধার করিলে রোগমুক্তি হয়। এইরূপ শুভ স্বপ্নদর্শনের পর বৃক্ষচ্ছেদন করা ঘটিলে ভাল হয়। উত্তর-মুখে বা পূর্ব্বমুখ হইয়া মধুপ্লাবিত হীরকযুক্ত কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিবে। পূর্ব্বোত্তরদিকে ছিন্নবৃক্ষ পতন প্রশস্ত। আর বৃক্ষপাতে যদি শব্দ না হয় ও পতিত বৃক্ষ কোনপ্রকারে স্ফুটিত বা বিদীর্ণ না হয়, তাহা শুভসূচক এবং অন্য-বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন না হয়, তবে ভাল ; নতুবা সে বৃক্ষ পরিত্যাগ করিবে। মূলের অষ্টাঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া ছেদন করিরে। অগ্রভাগে যাহাতে জলে পতিত হয়, তাহা করিবে। হে বৎস ! শকট অথবা বলসম্পন্ন তরুণ বৃষগণ দ্বারা নগরের সম্মুখভাগে সেই ছিন্নবৃক্ষ লইয়া যাইবে। ১২-২২

সম-চতুরস্র বা বর্ত্তুল সেই বৃক্ষদণ্ড লইয়া যাইবার সময় যদি ভগ্ন হয় ত, রাজার পুত্র-পুরোহিত বিনষ্ট হয়। কোণভঙ্গে সৈন্যক্ষয় হয়, শকটের অক্ষভঙ্গে অর্থক্ষয় হয়। এপ্রকার স্থলে ঐন্দ্র মন্ত্র বা জাতবেদস ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শান্তি করা কর্ত্তব্য। যথাবিধানে লইয়া গিয়া শুভলগ্নে নগর-সম্মুখে তাহা স্থাপন করিবে। দ্বার, পথ, রথ্যা, গৃহ এবং হট্ট নানাপ্রকারে সাজাইবে। তারপর,

---

১। যদা পটহনিনদাংশ্চ বেশ্যাশঙ্খদ্বিজাতয়ঃ ইতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ।

নন্দোপনন্দসংজ্ঞাশ্চ কুমার্য্যঃ প্রথমাংশগাঃ।
দেব্যো জয়াবিজয়াখ্যাঃ ষোড়শাংশব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮
অধিকে শক্রজননী তত্তথা ধ্বজদৈবতৈঃ।
ধ্বজপরিমাণার্থং পরিধিঃ প্রথমং পিঠম্ ॥ ২৯
ষোড়শাংশবিহীনানি কুর্যাচ্ছেষাণি বুদ্ধিমান্।
বসনাং বিচিত্রবর্ণাং প্রথমং দদ্যাৎ স্বয়ম্ভূঃ ॥ ৩০
সুরক্তাং চতুরস্রাঞ্চ বিশ্বকর্ম্মা দ্বিতীয়তঃ।
অষ্টাশীস্তু স্বয়ং শক্রো নীলবর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩১
কৃষ্ণাং যমেন বৃত্তঞ্চ বরুণেন সহস্রকম্।
মঞ্জিষ্ঠাজলদাকারং বাসুদেবো ময়ূরকম্[১] ॥ ৩২
নীলবর্ণঞ্চ তং দদ্যাৎ স্কন্দো বহুবিচিত্রিতম্।
বৃত্তন্তু দহনো দদ্যাৎ সুবর্ণঞ্চ তথাষ্টমম্ ॥ ৩৩
বৈদূর্য্যসদৃশমিন্দ্রো গ্রৈবেয়ং দাপয়েদ্ বুধঃ।
চক্রাঙ্কাকৃতিস্তু সূর্য্যো বিশ্বদেবাঃ পদ্মনিভাঃ ॥ ৩৪
ঋষয়ো নিয়মং দদ্যুর্নীলং নীলোৎপলাভাসম্।
গুরুণা শুক্রেণ ততো বিশালমূর্দ্ধতো ন্যস্তম্ ॥ ৩৫
গৃহৈর্ব্বিচিত্রাণি বহুমাতৃভিঃ স্বানি রূপাণি।
যদ্যনেকেনৈব দত্তস্তু কেতোস্তৎ তস্য ভূষণম্ ॥ ৩৬

পটহাদি বাদ্যধ্বনি, বেশ্যাগণের সঙ্গীত, শঙ্খধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি;—এইরূপ কোলাহলের মধ্যে উত্তোলন-স্থানে বৃক্ষদণ্ড লইয়া যাইবে। তথায় রাখিয়া শিল্পিনির্ম্মিত ক্ষৌম কৌশেয় শুভ শুক্ল বস্ত্র দ্বারা যথাক্রমে সেই দণ্ড জড়াইবে। অংশ কল্পনা করিয়া নন্দা উপনন্দা নাম্নী শক্রকুমারীগণ প্রথমাংশে থাকিবে; জয়া বিজয়াদি দেবীগণ ষোড়শাংশে আর শক্রজয়িত্রী অর্থজা দেবী তাহারও অধিক অংশে থাকিবে। সকল দেবতাই দণ্ডস্বরূপ। প্রথম বস্ত্র ধ্বজের পরিধি ও পরিমাণের অনুরূপ করিবে। জ্ঞানী রাজা অন্যান্য সকল বস্ত্রই যাহাতে ধ্বজদণ্ডের ষোলভাগের এক ভাগ কম হয়, তাহাই করিবে। নানাবিধ বসন ও চিহ্ন দেবগণের প্রদত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও স্বয়ং দাতব্য। বিচিত্রবর্ণ বস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মার প্রদত্ত। উত্তম রক্তবর্ণ চতুরস্র বস্ত্র তৎপরে বিশ্বকর্ম্মার প্রদত্ত। নীলরক্ত বস্ত্র স্বয়ং ইন্দ্রের প্রদত্ত। যমের দত্ত কৃষ্ণবস্ত্র, মাঞ্জিষ্ঠ ও ধূম্রবর্ণ বর্ত্তুলাকৃতি বস্ত্র বরুণের প্রদত্ত। বাসুদেবের প্রদত্ত নীলবর্ণ বস্ত্র বহুবিচিত্র বস্ত্র কার্ত্তিকেয়ের দত্ত, অগ্নির দত্ত সুবর্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকৃতি বস্ত্র; বৈদূর্য্যসদৃশ গ্রীবাভূষণ ইন্দ্রের দত্ত; সূর্য্য তাহাতে চক্রচিহ্ন, বিশ্বদেবগণের পদ্মচিহ্ন, নীলোৎপল-চ্ছবি নীলচিহ্ন ঋষিগণের দত্ত; গুরু ও শুক্রধ্বজের শিখরদেশে বিশালচিহ্ন প্রদান করেন। মাতৃগণ স্ব স্ব রূপ তাহাতে চিত্রিত করিয়া দেন। সেই বসন-ভূষণাদি যদিও সেই এক যজমানের প্রদত্ত, তথাপি তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিবেচনীয়; অনন্তর যন্ত্রাদি দ্বারা সেই ধ্বজ উত্তোলিত করিবে। ধ্বজ প্রথমেই উচ্ছ্রিত করিবামাত্র বিনাযত্নে মৃত্তিকাগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে রাষ্ট্রভঙ্গ হয়। তৎকালে বালকেরা করতালি দিলে দেশবিঘাত হয়। ধ্বজ যদি

১। মসূরকমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তদেব তং বিজানীয়াদ্বস্ত্রাদিভিঃ সমুচ্ছ্রয়েৎ।
প্রথমং প্রবিশমানা ভূমিং যষ্টির্হন্তি রাষ্ট্রম্ ॥ ৩৭
বালানাং তালশব্দেন দেশবিঘাতং সমাচষ্টে।
নৃপবধকরা বিশীর্ণা শুভাবহা সর্ব্বশান্তা চ ॥ ৩৮
শক্র[1] সূর্য্যযমশুক্রসোমধনদবারুণৈঃ।
বহ্নীশঋষিমন্ত্রৈশ্চ হোতব্যা দধি চাক্ষতা ॥ ৩৯
শুক্রস্কন্দগুরুরুদ্র-অপ্সরাদি প্রপাঠয়েৎ।
হুত্বা চ বিধিবদ্বহ্নিং জ্বালাং লক্ষেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৪০
সুতেজাঃ সুমনোদীপ্তঃ সংহতোরুবিসপ্রভঃ।
রক্তাশোকসমাকারো রথভেরীস্বনঃ শুভঃ ॥ ৪১
শঙ্খদুন্দুভিমেঘানাং নাদাঃ শস্তাস্তু পাবকে।
ততঃ সকদলীক্ষুদণ্ডান্ পতাকানি সমুচ্ছ্রয়েৎ ॥ ৪২
অন্যাশ্চ বিবিধা ভোগাঃ শক্রকেতুমহোৎসবে ॥ ৪৩
প্রোষ্ঠপদে তু অষ্টম্যাং শুক্লায়াং শোভনে ঋক্ষে।
আশ্বিনে বাথ শুক্লায়াং শ্রবণেনাথ উচ্ছ্রয়েৎ ॥ ৪৪
পৌরজনলগ্নবৃন্দৈঃ পটভেরীনিনাদিতম্।
বিতানধ্বজশোভাঢ্যং পতাকাভিঃ সমুজ্জ্বলম্ ॥ ৪৫
বিষ্ণ্বীশশক্রমন্ত্রেণ সিংহবক্ষাকৃতেন চ।
দৃঢ়মাতৃকরন্ধ্রস্থং শুভতোরণমাকুলম্।
অবলম্বিতমুত্থানমভগ্নপিঠকং সমম্ ॥ ৪৬
ন হুতং বা সমুত্থাপ্য কেতুং বাসবজং বিভো।
উত্থিতং রক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কাকোলূককপোততঃ ॥ ৪৭
ন মধুনী পণং দদ্যাৎ অন্যেষামপি পক্ষিণাম্।
যন্ত্রোদ্দেশেন তং কুর্য্যান্মুখং কেতোর্যথাবিধি ॥ ৪৮
তথা সুসংস্থিতং পূজ্যং সুখযন্ত্রসুযন্ত্রিতম্।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদিন্দ্রমন্ত্রানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৯
পুরোহিতঃ সদৈবজ্ঞঃ শুভশান্তিরতঃ সদা ॥ ৫০

ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে রাজার মৃত্যু; নতুবা শুভাবহ এবং সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। শিব, সূর্য্য, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, বরুণ, অগ্নি এবং ঈশান, শুক্র, কার্ত্তিকেয়, গুরু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিয়া দধি ও অক্ষত দ্বারা হোম করিবে; বৈদিক অভাবে পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ করিবে। বুদ্ধিমান সাত্ত্বিক, হোমাগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ্য করিবে। ২৩-৪০

অগ্নি উত্তম তেজঃসম্পন্ন, সুদীপ্ত, একীভূত, সুপ্রভ, রক্তাশোকসবর্ণ এবং রথ ও ভেরীর ন্যায় গম্ভীরশব্দবিশিষ্ট হইলে, অগ্নির প্রজ্বলনশব্দ শঙ্খ, দুন্দুভি ও মেঘের শব্দের মত হইলেও প্রশস্ত। তারপর পতাকাযুক্ত কদলীদণ্ড সকল উচ্ছ্রিত করিবে। ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলনসময়ে অন্যপ্রকার নানাবিধ শোভা সম্পাদন করিতে হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে উত্তম নক্ষত্রে ধ্বজদণ্ড ও কাষ্ঠময়ী কুমারী প্রভৃতির প্রবেশন, আর শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্ল

১। শত্রুরিতি বা পাঠঃ।

ছত্রপাতো নৃপং হন্যাৎ পতাকা মহিষীবধম্ ।
পিঠকে যুবরাজস্য সচিবমনুকম্পনে ॥ ৫১
রাষ্ট্রং তোরণপাতেন ধ্বজে অশ্বক্ষয়ো ভবেৎ ।
পতিতে শক্রদণ্ডে তু নৃপমন্যং সমাদিশেৎ ॥ ৫২
কৃমিজালক উত্থানে শলভাৎ তস্করাদ্ভয়ম্ ।
সুষমে সংস্থিতে শান্তির্নৃপস্য নগরস্য চ ॥ ৫৩
যাবদুচ্ছ্রিতাস্তিষ্ঠন্তি তাবৎ পৌরাঃ সদা হৃষ্টাঃ ।
কেতোর্নিরতা যজনে ভুঞ্জীয়াদ্বিপ্রকন্যাশ্চ ॥ ৫৪
পাতে তথৈব কুর্য্যাদুত্থানে যাদৃশী পূজা ॥ ৫৫
রাত্রৌ শুভকৃৎ পাতনং নো দৃষ্টং কাককপোতৈঃ ।
যাতি নৃপসহ রাষ্ট্রং যশ্চৈব কারয়েৎ কেতুম্ ॥ ৫৬
নগরে বা পুরে খেটে যদ্যেবং কুর্ব্বতে পৌরাঃ ।
পুরনগরস্য দ্বারে বৃষসিংহখগোত্থিতম্ ॥ ৫৭

দ্বাদশীতে উত্তোলন কর্ত্তব্য। নাগরিক লোক ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিবে, পটহ এবং ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে থাকিবে। চন্দ্রাতপ এবং ধ্বজা পতাকাকুলে শোভা সে স্থানকে সমুজ্জ্বল করিবে। বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র এবং ইন্দ্রমন্ত্র দ্বারা ধ্বজোত্থাপন কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব হইতেই সেই ধ্বজাকে সিংহের ন্যায় সাবধানে রক্ষা করিবে। ধ্বজা মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইবে, তাহার সহিত ধ্বজদণ্ডকে বন্ধন করিবে। সেই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে উত্তম তোরণ থাকিবে। না বিলম্ব, না শীঘ্র এইরূপভাবে, সেই ইন্দ্রকেতু উত্থাপন করিবে। ঠিক সরলভাবে রাখিবে এবং দেখিবে যেন পিঠকাভঙ্গ না হয়। ৪৪-৪৬

প্রাজ্ঞ রাজা, কাক, উলুক, কপোত বা অন্য কোন পক্ষী সেই উত্তোলিত ধ্বজে না চড়ে, সেবিষয়ে সাবধান হইবে। পুরে নামাইবার সময়ে যেদিকে যন্ত্র বা গোঁজ থাকিবে, সেই দিকে কেতুর অগ্র নত করিয়া যথাবিধানে নামাইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংস্থিত উত্তম যন্ত্রে সুযন্ত্রিত সেই কেতু পূজা করা বিধি। ইন্দ্রমন্ত্র কীর্ত্তন ও রাত্রি জাগরণ কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত সতত শুভ শান্তিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। ধ্বজের উপর ছত্র ও পতাকা থাকিবে। ছত্র পতিত হইলে রাজার মৃত্যু, পতাকাপতনে মহিষীর মৃত্যু, পিঠকাভঙ্গে যুবরাজের নাশ, কেতুদণ্ড বিকম্পিত হইলে মন্ত্রিনাশ, তোরণপাতে রাষ্ট্রনাশ, কদলীধ্বজাদি পতনে দুর্ভিক্ষ, আর উক্ত ইন্দ্রধ্বজা পড়িয়া যাইলে, অন্য রাজা হইবে অর্থাৎ সেই রাজার মৃত্যু বা রাজ্যনাশ নিশ্চিত। ৪৭-৫২

ইন্দ্রধ্বজা কৃমিজালযুক্ত হইলে, শলভ (পঙ্গপাল) ও তস্করের উপদ্রব হয়। ইন্দ্রধ্বজ সরল ও দৃঢ়ভাবে নিরুপদ্রবে অবস্থিত হইলে নৃপতি ও নগরের শান্তিলাভ হয়। ইন্দ্রধ্বজ যতদিন উচ্ছ্রিত থাকিবে, ততদিন পুরবাসিগণ সতত হর্ষে থাকিবে এবং ইন্দ্রধ্বজের পূজায় নিরত থাকিবে। বিপ্রকন্যাদিগকে ভোজন করাইবে। ৫৩-৫৪

উত্থানকালে যেমন পূজা, হোমাদি পাতকালেও তদ্রূপ কর্ত্তব্য। (সাতদিনের পর) কাক ও কপোতের অলক্ষ্যে রাত্রিতে ইন্দ্রধ্বজ পাতন প্রশস্ত। যে রাজা এইরূপ কেতু উচ্ছ্রয় করেন, তিনি রাষ্ট্রের সহিত জয় যুক্ত হন। ৫৫-৫৬

নগর, উপনগর বা প্রবলগ্রামে পুরবাসিগণ (রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে) যদি

হেতুং সমস্তঘোরাণাং নাশনং জয়দং মতম্।
এবং পূর্ব্বং হরিঃ কেতুং প্রাপ্তবান্ বৃষবাহনাৎ ॥ ৫৮
তথা ব্রহ্মাস্য তেনৈব ব্রহ্মণঃ শক্রমাগতম্।
তেন সোমস্য তদ্দত্তং ততো দক্ষে সমাগতম্ ॥ ৫৯
তদা প্রভৃতি কুর্ব্বন্তি নৃপা অদ্যাপি উচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৬০
য এবং কারয়েদ্রাজা কেতুং বিজয়কারকম্।
তস্য পৃথ্বী বলোপেতা সদ্বীপা বশগা ভবেৎ ॥ ৬১

ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে ইন্দ্রধ্বজলক্ষণং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

এই কার্য্য করে, তবে সেই নগরাদিদ্বারে বৃষ, সিংহ বা পক্ষি বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ৫৭-৫৮

কেতু সমুদয় অমঙ্গলের নাশক, উত্তম এবং জয়প্রদ। পূর্ব্বে ব্রহ্মার সাহায্যে শিবের নিকট হইতে বিষ্ণু কেতু প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার সাহায্যে ইন্দ্রও বিষ্ণুর নিকট তাহা পাইয়াছেন। চন্দ্র ইন্দ্রের নিকট তাহা লাভ করেন, তারপর দক্ষ চন্দ্রসকাশে প্রাপ্ত হন। তদবধি রাজগণ আজ পর্য্যন্ত ইন্দ্রধ্বজের উত্থাপন করেন। ৫৯-৬০

যে রাজা উক্ত বিধিক্রমে বিজয়কারক ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপিত করেন, দ্বীপ-কাননশালিনী মেদিনী তাঁহার বশবর্ত্তিনী হন। ৬১

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং কেতূত্থাপনমাগতম্।
ভূয়ঃ কিং পৃচ্ছসে রাজংস্তন্মো ব্রূহি বদামি তে ॥ ১

নৃপবাহন উবাচ—

কথিতং বিদ্যামাহাত্ম্যং যোগং নারদপৃচ্ছিতম্।
কেতোঃ সমুচ্ছ্রয়ঃ পুণ্যঃ সর্ব্বকামসুখপ্রদঃ ॥ ২
ভূয়স্তাত পুনঃ পৃচ্ছে কথং ঘোরো মহাবলঃ।
নারদেন সপত্নীকঃ সহমন্ত্রী বিমোহিতঃ ॥ ৩

অগস্ত্য উবাচ—

যথা স পৃষ্টবান্ বৎস শক্রস্তং সুরসত্তমঃ।
এবং পিতামহং পূর্ব্বং বিদ্যাযোগস্য কৌতুকম্ ॥ ৪
দেবং ভূয়োঽপি স পৃষ্টো ঘোরবুদ্ধিবিঘাতনম্।
কথং কুর্য্যান্মহাবাহো নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ—

তস্য জপনশীলস্য প্রতাপাৎ সুরসত্তমঃ।
দেবানাং মহতী দৃষ্টিঃ সর্ব্বা সুখপ্রদা ভবেৎ ॥ ৬
বনস্পতিঃ সমস্তাশ্চ ফলপুষ্পৈঃ সুশোভিতাঃ।
মোহিতা ঘোরসেনা তু সহক্ষত্রিপুরোহিতা ॥ ৭
বিধর্ম্মপথগাঃ সর্ব্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে রতাঃ।
বঞ্চনে তস্য দারাদ্যৈর্ধনস্য বিভবস্য চ ॥ ৮

অগস্ত্য কহিলেন,—রাজন্। উপস্থিত প্রশ্ন কেতু-উত্থাপনের কথা সমস্তই তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল, তাহার উত্তর প্রদান করি। ১

নৃপবাহন বলিলেন,—নারদপৃষ্ট যোগ, বিদ্যামাহাত্ম্য এবং সর্ব্বকামসুখপ্রদ পুণ্যজনক কেতু-উত্থাপন এ সব কথা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাত! এক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য—পত্নী ও মন্ত্রীর সহিত মহাবল ঘোর-দৈত্যকে নারদ মোহিত করিলেন কিরূপে? ২-৩

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র, পিতামহদেবকে বিদ্যা ও যোগের রহস্য যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঘোর-দৈত্যের মোহবিষয়ে তিনি ব্রহ্মাকে আবার সেইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—হে মহাবাহো ব্রহ্মন্! মুনিসত্তম নারদ কিরূপে ঘোরদৈত্যের মোহ উৎপাদন করিলেন। ৪-৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরসত্তম! জপপরায়ণ সেই নারদের প্রতাপে সর্ব্বসুখ-সম্পাদনী দেবগণের শুভদৃষ্টি নিপতিত হইল। বনস্পতি সকল ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। এ দিকে, ঘোরদৈত্য, তাহার সৈন্যমণ্ডলী, মন্ত্রী ও পুরোহিত সকলেই মোহিত হইল। সকলেই স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইল।

উন্মার্গং সৎপথং ত্যক্ত্বা তেন তে মোহিতাসুরাঃ।
বিকর্ম্মনিরতা বৎস বিধর্ম্মমতিশীলিনঃ ॥ ৯
তাঞ্চ শীলমতীং রাজ্ঞীং দিগম্বরপরায়ণাম্।
অনেন ব্রতভূয়িষ্ঠাং হেতুবাদমনোঽনুগাম্ ॥ ১০
পাষণ্ডসর্ব্বধর্ম্মস্থাং শিববিষ্ণুজুগুপ্সিতাম্।
ন চাগ্নিহরণে ভক্তির্নাতিথৌ গৃহপূজনে ॥ ১১
ন মাতরো মহাভাগা ন গাবো ন চ ব্রাহ্মণাঃ।
এবং সা নারদোদ্দিষ্টান্ ধর্ম্মান্ কুর্য্যাৎ সদা সতী ॥ ১২
এবং বিধর্ম্মমাস্থায় তস্য ঘোরস্য বৈ সভাঃ।
সুপথমুজ্ঝয়িত্বা তু উন্মার্গেণ প্রবর্ত্তিরে ॥ ১৩

ঘোর উবাচ—

ব্রহ্মপুত্র মহাবাহো শৈলপুত্র্যানয়ে মম।
কো যোগ্যো যত্র যোধানাং দূতকার্য্যস্য ব্রূহি নঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ—

যতঃ শশাঙ্কসম্পূর্ণা বিলাঞ্ছন-ইন্দ্রাননাঃ।
তা দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ ক্ষোভং কিং পুনরসুরাধিপাঃ ॥ ১৫
তথা ত্বং সর্ব্বসৈন্যেন একো বা বিগতায়ুধঃ।
ব্রজস্ব যত্র তাঃ কন্যাঃ শৈলরাজসুতোত্তমাঃ।
দক্ষিণাধীশদৈবত্যে পৌর্ণমাস্যাং সমাযযৌ ॥ ১৬

অসুরগণ দারাদি দ্বারা স্বামী ঘোরদৈত্যের সম্পত্তি বঞ্চনা করিয়া লইতে লাগিল। ঘোরদৈত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া উন্মার্গগামী। নারদ সকল অসুরকেই মোহিত করিয়াছিলেন। বৎস! সকলেই কুকর্ম্মে রত, অধর্ম্মপরায়ণ হইল। ৬-৯

রাজ্ঞী চন্দ্রমতিও দিগম্বর মত পরায়ণা হইলেন; বহু ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। পাষণ্ডধর্ম্মে আসক্তা এবং হরিহরের নিন্দা করিতে লাগিলেন। হোম, অতিথিসেবা এবং গৃহসৎকারে তাঁহার শ্রদ্ধা রহিল না। মহাভাগা মাতৃগণ, গো, ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে কিছুরই মান্য রহিল না। এইরূপে সেই পতিব্রতা রাজ্ঞী নারদপ্রদর্শিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঘোরাসুরের সমুদয় গোষ্ঠীবর্গই অধর্ম্মের আশ্রয়ে সৎপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমার্গে যাইতে লাগিল। ১০-১৩

ঘোর কহিল,—হে মহাভাগ ব্রহ্মনন্দন! মদীয় যোদ্ধবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি পর্ব্বত-তনয়াদিগকে স্ববশে আনিবার কারণ দৌত্যকর্ম্ম করিতে পটু হইবে, তাহা আমাকে বলুন। ১৪

নারদ ববিলেন,—হে মহাভাগ! সেই গিরিসুতাদের নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় শোভমান মুখমণ্ডল দর্শন করিলে মুনিগণও অধীর হন, সুতরাং তাহাতে অসুরাধিপদিগের কথা বিশেষ আর কি বলিব? ইহাতে কাহারও উপর বিশ্বাস না রাখিয়া তুমি স্বয়ং সৈন্যসমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া অথবা একাকী অস্ত্র পর্য্যন্ত ছাড়িয়া তথায় গমন কর, যে স্থানে সেই পর্ব্বতপুত্রীগণ অবস্থান করিতেছেন। ১৫-১৬

সবাহনবলামাত্যঃ সপুরোহিত-সায়ুধঃ।
সুষেণ কুরু হুঙ্কারং দেবল-বিভুদারুণৈঃ ॥ ১৭
বাণকেশরচামুণ্ড-অনুহ্রাদমহাবরৈঃ।
সামন্তপ্রবরৈর্যোধৈর্শ্মঙ্গলৈর্বাশিভিস্তথা ॥ ১৮
মুহূর্ত্তে অভিজিন্নামি মধ্যাহ্নে ত্যজতে পুরম্।
তস্য নির্গচ্ছতো বেগাৎ[1] শ্বানো বান্তিমুখো ভবেৎ ॥ ১৯
ধ্বজে রুরোহ কপোতঃ শিবা শ্যামা চ দক্ষিণা।
পিঙ্গলা রুরু[2] গোধা চ শূকরী কবলাস্তথা।
গজবানরসেনাজ-শিখিচ্ছিবা চ বামতঃ ॥ ২০
পন্থানং ভিন্দতে সর্পঃ কুম্ভোদকং ব্যশীর্য্যত ॥ ২১
রুরাব বানরো ঋক্ষো মার্জ্জারো হ্যতিভৈরবম্।
তৈলতক্রতৃণকেশ-মুক্তাহ্যস্থীনি দর্শনম্ ॥ ২২
বান্তোন্মত্তজড়মূক[3]ক্ষুৎক্ষামনক্রজং বরম্।
তুষকার্পাশলক্ষণ-নিন্দিতানাঞ্চ দর্শনম্ ॥ ২৩
রক্তাম্বরধরং মুক্তং পঙ্কামিষং তথা বসাম্ ॥ ২৪
ললাটং শক্রজং চাপমুল্কাপাতা ধ্বজাননাঃ।
দিশাং দাহো মহীকম্পো সরজঃকলুষং নভঃ।
নিস্তেজাস্তপতে ভানুর্নদ্যঃ প্রতিমুখা বহন্ ॥ ২৫

অসুরপতি নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রনিচয় সংগ্রহ করত অশ্বাদিবাহন, পদাতিসৈন্য এবং পুরোহিত ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণিমাতিথি ভরণীনক্ষত্রে যাত্রা করিল এবং সুষেণনামা স্বীয় প্রধান যোদ্ধার প্রতি হুঙ্কার করিতে আদেশ দিয়া নিজ অধীন রাজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবল, বিভু, দারুণ, বাণ, কেশর, চামুণ্ডা, অনুহ্রাদ, মহাবর প্রভৃতি যোদ্ধবর্গের সহিত মধ্যাহ্ন সময়ে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ১৭-১৯

তাহার যাত্রাকালে বক্ষ্যমাণ অশুভ লক্ষণসকল হইতে লাগিল। ধ্বজাগ্রে কপোত আসিয়া বসিল। দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণশৃগাল এবং বামভাগে পিঙ্গলবর্ণ মৃগ ও গোসর্প, শূকরী, কবলা, ময়ূরী, গজ-সৈন্য ও কপি-সৈন্যের যাতায়াত দৃষ্ট হইল। সম্মুখে সর্প পথরোধ করিল ও জলপূর্ণ কুম্ভ অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বানর, ভল্লুক ও বিড়ালে অতি ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল এবং পথিমধ্যে পতিত তৈল, তক্র (ঘোল), তৃণ, কেশ ও অস্থিনিচয় দেখা যাইল। ২০-২২

কোন স্থানে কেহ বমি করিতেছে ; কোথায় বা উন্মত্ত, জড় ও মূক ব্যক্তি ঘুরিতেছে ; কোথায় বা তুষ কার্পাস লবণ প্রভৃতি কুৎসিত বস্তু সকল দেখা যাইল। ২৩

কোন স্থানে বা রক্তাম্বরধারী, কোথায় মুণ্ডিত মস্তক, কোথায় বা সর্ব্বাঙ্গে পঙ্কলিপ্ত ব্যক্তি রহিয়াছে। পথের কোথায় বা কেবল মাংস ও বসা পড়িয়া আছে। ২৪

আকাশে ললাটাকৃতি ইন্দ্রধনুর প্রকাশ ও ভীষণ উল্কাপাত হইতে লাগিল

১। গেহাৎ ইতি বা পাঠঃ।
২। চুঞ্চু ইতি পাঠান্তরম্।
৩। বাগ্বন্তোন্মত্তজন্মূক ইতি বা পাঠঃ।

উষ্ণোদকমহাকূপ-বারণাং দীর্ঘিকাসু চ।
অকালবিকৃতিঃ পুষ্পফলানামনুভূৎ তদা ॥ ২৬
শীতউষ্ণবিপর্য্যাসা মেঘনাদাশ্চ দারুণাঃ।
আরণ্যসত্ত্বা গ্রামেষু গ্রামজারণ্যবাসিনঃ ॥ ২৭
ক্রোষ্টুসর্পসমূহাশ্চ শশশ্চালপিপীলিকাঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষাণাং মহতী মেলা মৃগাণাঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৮
এতে চ পুরপ্রাকারে নিপতন্তি বসন্তি চ ॥ ২৯
দুর্গন্ধঃ শর্করো বায়ুর্দীনা যোধা হতপ্রভাঃ।
শকৃন্মূত্রাশ্রুপাতানি গজা অশ্বাঃ প্রচক্রিরে ॥ ৩০
ধ্বজচ্ছত্রপতাকানাং স্ফুটনং দণ্ডভেদনম্।
কলঙ্কমসিচক্রেষু নাহতাদ্ দুন্দুভে রবঃ ॥ ৩১
জাতনা[১] কূটনঞ্চাপি নাবাচালঞ্চ কুণ্টজা।
গদানাং মুদ্গরাণাঞ্চ শীর্ণতাদ্যথ ভিন্নতা ॥ ৩২
শুষ্করোহণঞ্চার্কঃ সার্দ্রপাতস্তথৈব চ।
প্রতিমারুদৎ প্রস্বেদং মৃতকানাঞ্চ জল্পনম্ ॥ ৩৩
গবাং রাসভমাবোধঃ স্ত্রীণাঞ্চ বহুপত্যতা।
স্ত্রী সৃতে অবিছাগাদি অজমৃতে[২] সুশোভনম্ ॥ ৩৪

এবং কোথায় বা দিগ্দাহ ও ভূমি-কম্প হইতে লাগিল এবং তৎকালে পৃথিবীর ধূলিরাশিতে আকাশ কলুষভাব ধারণ করিল। সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হইল, নদীসমুদয়ের স্রোত প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৫

গভীর কূপেরও সলিল উষ্ণ হইল এবং তখন পুষ্প ও ফল-বিশেষের অসময়ে রূপান্তর হইতে লাগিল। ২৬

শীত ও উষ্ণদ্রব্য পরস্পর পরস্পরের গুণ পাইল, মেঘের অতি কঠোর শব্দ হইতে লাগিল, অরণ্যবাসী প্রাণিগণ গ্রামে ও গ্রামবাসী প্রাণীরা কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং শৃগাল, সর্প, শশক, পিপীলিকা এবং কাক ও মৃগ নগরের প্রাকারে আসিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ২৭-২৯

বায়ুর দুর্গন্ধ ও কাঠিন্য অনুভব হইতে লাগিল, যোদ্ধবর্গ দুর্ব্বল হওয়ায় হতশ্রী হইয়া যাইল, হস্তী ও অশ্বগণ বিষ্ঠা ও মূত্র-ত্যাগের সহিত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ৩০

ছত্র, ধ্বজ ও পতাকা সকলের আশ্রয়দণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে সেগুলিও ছিঁড়িয়া যাইল। চন্দ্রে কলঙ্ককালিমা সমধিক দৃষ্ট হইল এবং তৎকালে আহত দুন্দুভিরও তাদৃশ ধ্বনি বাহির হইল না। ৩১

যুদ্ধ-সাধন-মুদ্গর গদাদির আকার শীর্ণ ও অল্প আঘাতেই ভগ্ন হইতে লাগিল, শুষ্ক বীজে অঙ্কুর ও সূর্য্যগ্রহণ অকস্মাৎ হইল। দেব-প্রতিমার গাত্রে ঘর্ম্ম লক্ষিত হইল, অচিরমৃত ব্যক্তিদের আলাপ শুনা যাইতে লাগিল, গাভী সকল গর্দ্দভ প্রসব করিতে লাগিল, নারীরা বহু সন্তান (একদা) প্রসব করিতে লাগিল। ছাগ ব্যতীত অন্য স্ত্রী হইতে ছাগোৎপত্তি এবং ঐরূপ মেষোৎপত্তি হইতে লাগিল। ৩২-৩৪

১। হাতলা ইতি পাঠান্তরম্।
২। দিশি ইতি পাঠান্তরম্।

বালানাং ঘাতনং যুদ্ধো নিস্ত্রিংশাঃ সকলাঃ প্রজাঃ।
মক্ষিকাদংশমণ্ডূকা বহুশো নাগদর্শনম্ ॥ ৩৫
নিস্তেজা দহনে বহ্নি সধূমঃ স্ফুটতে মুহুঃ।
এবংবিধাস্তথোৎপাতা দৃষ্টা ঘোরেণ বাসব ॥ ৩৬
পপ্রচ্ছ নারদং সোঽপি কিমেতদ্বিকৃতং দ্বিজ ॥ ৩৭

নারদ উবাচ—

শৈলরাজঃ ক্ষিতিচারী বাসবাংশঃ শিবাত্মকঃ।
দেবানাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ কন্যাঃ কিয়তামসুরাধিপ ॥ ৩৮
সাগ্নিদেবগণাস্তত্র তেনেদমাকুলং জগৎ।
প্রযাহি মাত্র ত্বং তিষ্ঠ কালো হি বহুদোষকৃৎ ॥ ৩৯
তদা স নারদেনোক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রগামিভিঃ।
বিন্ধ্যাচলস্য রশনা নর্ম্মদা যত্র নিম্নগা ॥ ৪০
যত্র সা বীচিকল্লোল-কলগীতমহোৎসুকা।
মত্তমাতঙ্গসংঘুষ্ট-তরুপর্ব্বতসঙ্কুলা।
যত্র কুরর-কারণ্ড-চক্রবাকোপশোভিতা ॥ ৪১
যত্র বর্হিণপারীন্দ্র-কলহংসোপনাদিতা।
রাজহংসমহাবাত-কালকেলীরটিট্টিভৈঃ ॥ ৪২
পারাবতশুকসিদ্ধি-শারিকৈরুপপাটিভিঃ।
নক্রমৎস্যমহাগ্রাহ-মকরাকুলচোদকা ॥ ৪৩

শিশুদিগের নিধনেই যুদ্ধকার্য্য সমাধা হইতে লাগিল, উচ্চ নীচ সাধারণ প্রজাই নিস্ত্রিংশ হইল। মক্ষিকা দংশ ও মণ্ডূকের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল, নানাস্থানে সর্প দেখা যাইতে লাগিল। ৩৫

দাহ-কার্য্যে বহ্নির তেজোহ্রাস হওয়ায় ধূমমাত্র উদ্গীরণ করিয়া নির্ব্বাণ হইতে লাগিল। হে দেবরাজ! ঘোরাসুর যাত্রাকালে এবংবিধ অশুভ উৎপাত-সমুদায় অবলোকন করিয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দ্বিজবর! এই যে অস্বাভাবিক সকল দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, তাহা বলুন। ৩৬-৩৭

নারদ কহিলেন,—পৃথিবীস্থিত গিরিরাজ বিন্ধ্য ইন্দ্রের অংশ, শিব তাঁহাতে বাস করেন। কতিপয় দেবতার লক্ষ্মী-স্বরূপা কন্যাগণ তথায় অবস্থিত। ৩৮

অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও তথায় সম্মিলিত। তাহাতেই জগৎ আকুলীকৃত হইয়াছে। শীঘ্র তথায় গমন কর, এখানে থাকিও না; কালবিলম্বে বহু দোষ। ৩৯

তখন ঘোরাসুর দেবর্ষিকর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া শীঘ্রগামী অনুচর সহায়ে বিন্ধ্যাচলে গমন করিল,—যে স্থানে নর্ম্মদা নদী তরঙ্গাবলীর সুমধুর নিনাদে সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন করত বিন্ধ্যগিরির কাঞ্চীরূপে বিরাজিতা আছেন, যে নর্ম্মদায় সন্নিহিত পর্ব্বতসমূহের বৃক্ষাবলীতে মত্ত মাতঙ্গগণ গুঞ্জগুঞ্জন করিয়া থাকে এবং যাহাতে কুরর, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ বিচরণ করে এবং ময়ূর, পারীন্দ্র, কলহংস, মহাবাত, কালকেলীর, টিট্টিভ, পারাবত, শুক, সিদ্ধি, সারিকা ও উপপাটি প্রভৃতি পক্ষিগণ নিয়ত মধুর কূজন করিয়া থাকে এবং যে নর্ম্মদা সলিলে কুম্ভীর, মহাগ্রাহ, মকর, ভ্রমরীশ

ভ্রমরীশবিচর্ম্মার-কলসৈরিন্দ্রিবল্লিকা[১]।
কালপটমহাসেন-পাঠীনঝষরোহিতাঃ ॥ ৪৪
গর্গরাঃ সিংহতুণ্ডৌষ্ঠ-রাজীবা জলজাতয়ঃ।
তত্র গত্বা মহাবাহো ঘোরসেনাবতিষ্ঠত ॥ ৪৫
যত্রাসৌ ভূধরেন্দ্রাণাং বিন্ধ্যো নাম মহাগিরিঃ।
যত্র দারিতমাতঙ্গ-কেশরিনখমুক্তিভিঃ ॥ ৪৬
যত্র শূকরসম্ভবস্য শূকরাশ্চ ভয়প্রদাঃ।
খড়্গিদ্বীপিমহাগণ্ডৈ রুরুমহিষশল্লকৈঃ ॥ ৪৭
তরক্ষুঋক্ষশার্দ্দূলৈঃ শাখামৃগমহামৃগৈঃ।
কৃষ্ণসারৈঃ সদাচারৈশ্চরদ্ভিঃ স্বেচ্ছয়ান্বিতৈঃ ॥ ৪৮
মুনিদারকসংশক্তং সততং সমিধাননে।
পুষ্পপত্রফলাহার-কন্দমূলফলাশনাঃ ॥ ৪৯
বায়ুম্বুকণশাকান্ন-পক্ষমাসসমাশনাঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞা-স্তৎক্রিয়াধ্যানতৎপরাঃ।
যোগাভ্যাসরতা নিত্যং শিববিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥ ৫০
অনেকশাখশাখান্তা নিবসন্তি তপোঽর্থিনঃ।
রেণুসম্ভবসন্তান-সম্ভূতা বর্ব্ববাবরাঃ।। ৫১
পুলিন্দাঃ শবরাতঙ্কা-কপালিম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
কন্দমূলফলাহারা যত্র বল্কলধারিণঃ ॥ ৫২
গুঞ্জাভরণকৃষ্ণাঙ্গা মালাহারাবলম্বিনঃ।
শতপত্রকৃতাবোঢ়াঃ শুকপিচ্ছবিভূষণাঃ।
ধাতুমণ্ডিতসর্ব্বাঙ্গা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥ ৫৩

বিচর্ম্মার, কলস, ইন্দ্রি-বল্লিকা, কালপট, মহাসেন প্রভৃতি জলজন্তুগণ ও পাঠীন রোহিতাদি মৎস্যগণ বাস করিয়া থাকে এবং যাহাতে গর্গর, সিংহতুণ্ড ও রাজীব এই কয় জলজন্তু অধিক পরিমাণে আছে; হে মহাবাহো! ঘোরসেনাগণ বিন্ধ্যাচলের সেই প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিল। ৪০-৪৫

এক্ষণে সেই পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যথায় সিংহ নখাঘাতে বিদারিত হস্তিগণের গণ্ডচ্যুত মুক্তারাশি আছে, যে স্থানে শূকর-শ্রেণীর শূকরই অভয় প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণিগণের মধ্যে হিংসাভাব নাই এবং যেখানে হস্তী, গণ্ডক, মহাগণ্ডক, রুরু, মহিষ, শল্লক, তরক্ষু, ঋক্ষ, শার্দ্দূল, বানর, শৃগাল ও কৃষ্ণসারগণ বিশ্বস্ত ও হিংসাশূন্য হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। ৪৬-৪৮

মুনিবালকগণ সর্ব্বদা সমিধ আদি যজ্ঞীয় উপকরণের সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন এবং যেস্থানে বেদ বেদাঙ্গের স্বরূপবিদ্ ও তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী চতুর্ব্বেদেরই অসংখ্য শাখার আলোচক হরি-হরোপাসক তপস্বিগণ নিত্য বাস করিয় কখন পুষ্প, পত্র, ফল ও কখন বা কন্দ মূল ফল মাত্র ভোজন করত নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন এবং যে বিন্ধ্যাচলে রেণুজাতীয় অসভ্য বর্ব্বরগণ ও ম্লেচ্ছ-জাতীয় পুলিন্দ, শবর, তঙ্ক ও কাপালিগণ বল্কল পরিধান করত কন্দমূল ও ফলমাত্র

১। বিন্দ্রিরবন্দিকা ইত্যপি পাঠঃ।

কান্তাঙ্গক্রীড়নাসক্তাঃ করিকুম্ভকরচ্ছিদঃ।
নিস্ত্রিংশপ্রাসশক্ত্যষ্টি-দণ্ডমুদ্গরধারিণঃ।
বসন্তি যত্র মাতঙ্গাঃ সঙ্ঘশো দন্তধারিণঃ ॥ ৫৪
গৃহেষু কৃতসংস্কারাঃ শাখিচ্ছায়াকৃতেষু চ।
অশোকচূতবকুল-মাধবীধবরেণুষু ॥ ৫৫
অবিষ্টবিষ্টকপীলু-তমালার্জ্জুনপাদপৈঃ।
প্রনষ্টসূর্য্যসন্তপাঃ শালতালৈর্নভঃস্পৃশৈঃ ॥ ৫৬
ইঙ্গুদোড়ুম্বর-খর্জ্জুর-মাতুলুঙ্গৈঃ সদাড়িমৈঃ ॥ ৫৭
ফলৈস্তৃপ্তিং প্রপদ্যন্তে বালা মাতঙ্গজাতয়ঃ ॥ ৫৮
পতঙ্গকরসংঘাশ্চাচ্ছাদিতাশ্চ সুপূজিতাঃ।
বসন্তি যত্র নীরৌঘমুচঃ সংবর্ত্তকাদয়ঃ।
অথ তস্মিন্ মহাশৈলে ঘোরানীকাবতস্থিরে।
হয়েভ-রথপাদাতং বহুধা সমবাসত ॥ ৫৯
বাদ্যচিহ্নরবোদ্‌ঘুষ্টো লগ্নবৃন্দপ্রপীড়িভিঃ[১]।
অজায়ত মহানাদঃ সহসা গিরিপূরকঃ ॥ ৬০
কন্দরেষু বিচিত্রেষু নাদাঃ প্রতিমুখাহতাঃ।
মৃগেন্দ্রতোষজনকাঃ কপিসৈন্যভয়াবহাঃ ॥ ৬১
এবং শ্রুত্বা তদা দেবী সুরসৈন্যানুবর্ত্তিনী।
প্রণির্গতা প্রহৃষ্টাত্মা বাসবায় বরপ্রদা ॥ ৬২

ভোজন করিয়া বাস কারয়া থাকে, তাহারা আপনাদের কৃষ্ণবর্ণ দেহ গুঞ্জাফলে ও মালাহারে ভূষিত রাখে, কখন বা পদ্মপুষ্পে কিংবা শুকপুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া রাখে, কখন ধাতুরাগে অঙ্গ রঞ্জিত করে ও হস্তিগণের কুম্ভ ও শুণ্ড ভেদ করিয়া অসীম আনন্দ পাইয়া প্রমদার অঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকে, যথায় হস্তিগণ হস্তিপক কর্ত্তৃক সুসজ্জিত হইয়া আপনাদিগের আশ্রম-গৃহভূত অশোক, বকুল, চূত, মাধবী, ধব, রেণু প্রভৃতি বৃক্ষসমূহের ছায়ায় আসিয়া পরস্পরের দন্তের উপর দন্ত রাখিয়া অবস্থান করে এবং যেখানে করিশাবকেরা ও গগনস্পর্শী অরিষ্ট, বিষ্টক, পীলু, তমাল, অর্জ্জুন, শাল ও তাল বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া সূর্য্যসন্তাপ দূর করিয়া থাকে ও ইঙ্গুদ, উড়ুম্বর, খর্জ্জুর, মাতুলুঙ্গ ও দাড়িমের মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়া অসীম তৃপ্তি লাভ করে; যথায় সূর্য্যের কিরণরাশি সাদরে সেবিত হয় ও সংবর্ত্তকাদি মেঘগণ জলভরে পরিপূর্ণ হইয়া নিত্য নিবাস করেন; এতাদৃশ বিন্ধ্যপর্ব্বতে গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ বলে বলীয়ান্ ঘোর সেনাগণ নানারূপে অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৯-৫৯

তখন তাহাদের মধ্যে বাদকগণ কর্ত্তৃক বাদিত বাদ্যের ধ্বনির সহিত উদ্ঘোষিত অসংখ্য জয়নাদে পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল এবং ঐ সকল ধ্বনি বিচিত্র গুহাসমূহে প্রতিহত হইলে সিংহদিগের সন্তোষ ও কপিসৈন্যের ভয় উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৬০-৬১

তখন দেবী অসুর সেনাগণের তাদৃশ জয় ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সুরপতির বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সুরসৈন্যের অনুগামিনী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাহিরে আসিলেন। ৬২

১। প্রপাঠিভিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

বিচিত্রদামশোভাঢ্যা বালাভরণভূষিতা ।
অক্রীড়ত সা বালাভিঃ কন্যকাভিঃ সমং গতা ॥ ৬৩
মার্কণ্ডঋষয়াবাসং পাপৌঘতমনাশনম্ ।
তত্র তামাগতাং দৃষ্ট্বা মুনীনাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্ ॥ ৬৪
ঘোরহরপ্রবৃত্ত্যর্থং দেব্যা হেতোঃ সমাগতাঃ ।
দানবাপি তদাকৃষ্টাঃ কালপাশেন বাসব[১] ।
শৈলেন্দ্রং বোধয়ামাসুর্ভাস্বরাদ্যা মহাভটাঃ ॥ ৬৫
অজপাদে তথা ঋক্ষে দানবস্য বরূথিনী ॥ ৬৬
স চাশ্বিনপ্রথমাহে গিরীন্দ্রমবরোহয়েৎ ।
তদা দুর্ম্মুখনামানং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৬৭
অগ্রগঃ সর্ব্বসৈন্যস্য প্রযযৌ স তু দানবঃ ।
তত্রৈব বিজয়া দেবী ক্রীড়নায় সমাগতা ॥ ৬৮
স চ তাং প্রেক্ষ্য দৈত্যেন্দ্রঃ কামবিহ্বলচেতনঃ ।
করং প্রসারয়েদ্দেব্যা দেবী তমবলোক্য চ ।
গতায়ুশ্চ স দুষ্টাত্মা পপাত ধরণীতলে ॥ ৬৯
সন্ধ্যায়াং বিজয়া গত্বা কারণায়াং নিবেদয়েৎ ।
আগতো দানবো দেবি ময়া সন্ধরণোৎসুকঃ ।
যাবৎ ক্রুদ্ধা প্রপশ্যামি তাবৎ স বিগতাসুকঃ ॥ ৭০

তখন তিনি বিচিত্রমাল্য ও নানা আভরণে বিভূষিতা হইয়া বামিকারূপে বালিকাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে বসিলেন এবং সেই মুনিগণের অভীষ্ট-দায়িনী ভগবতী খেলিতে খেলিতে ক্রমশঃ মার্কণ্ডেয় ঋষির পরম পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৬৩-৬৪

হে দেবরাজ! দেবীর সহিত যুদ্ধে ঘোরাসুরের বলবৃদ্ধির জন্য সমাগত অসুরপক্ষীয় ভাস্বর প্রভৃতি প্রধান যোদ্ধাগণ বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক অসংখ্য হুঙ্কারে বিন্ধ্যাচলকে প্রবোধিত করিতে লাগিল এবং সেই অসুর-সেনাগণ আশ্বিন মাসের প্রথম দিনে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে দুর্ম্মুখ নামক মহাবলিষ্ঠ স্বপক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাকে আপনাদের নায়ক করিয়া পর্ব্বতোপরি প্রেরণ করিল। দুর্ম্মুখও সৈন্যদিগের অগ্রে গমন করিল। তথায় পূর্ব্ব হইতেই বিজয়াদেবী বয়স্যাদিগের সহিত ক্রীড়ার জন্য আসিয়াছেন। ৬৫-৬৮

দৈত্যনায়ক তাঁহাকে দেখিয়া কামাবেশে চেতনা হারাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য কর প্রসারণ করিল। দেবী তাহার অবিধি-আচরণ দেখিয়া যেমনি তদুপরি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই সেই পাপাশয় প্রাণ হারাইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ৬৯

তখন বিজয়াদেবী মূলকারণ সন্ধ্যাদেবীর সন্নিধানে যাইয়া এই ঘটনা ব্যক্ত করিলেন,—হে দেবি! এক দানব আমাকে কামী হইয়া আক্রমণ করিতে আসায়, আমি কুপিত হইয়া যেমন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। সন্ধ্যাদেবী ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন

১। দানবাশ্চাপি সহসা গৃহীতবিবিধায়ুধাঃ ক্বচিদেতৎ পাঠান্তরমস্তি।

তৎ শ্রুত্বা চিন্তয়েদ্দেবী ঘোরো যত্র সমাগতঃ।
ঘাতনীয়ো ময়া দুষ্টঃ পূর্ব্বশাপেন শাপিতঃ ॥ ৭১
ঘোরোঽপি স্বপ্নান্ পশ্যেত নিশান্তে শৃণু বাসব।
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন রক্তাম্বরবিভূষিতঃ ॥ ৭২
কুরুণ্ডকুসুমামোদ-পুষ্পমালাভিমালিতঃ।
উদ্বাহকরণং প্রেক্ষ্য পঙ্কমৎস্যামিষাণি চ ॥ ৭৩
নৃত্যন্তে দানবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণবস্ত্রবিভূষণাঃ।
কৃষ্ণায়সমলঙ্কারাঃ কৃষ্ণস্রগ্‌গন্ধচর্চ্চিতাঃ ॥ ৭৪
কৃষ্ণাম্বরধরাঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বদৈত্যাবগৃহিতাঃ।
উষ্ট্রারূঢ়ৈস্তথা পুম্ভিঃ পাশদণ্ডোদ্যতৈর্ম্মহান্ ॥ ৭৫
নীয়ন্তে হ্যবশাঃ সর্ব্বে তুষকেশাস্থিসঙ্কুলৈঃ।
তমোঽন্ধকারে কান্তারে পঙ্ককূপগতাঃ পরে ॥ ৭৬
শৃগালৈঃ শ্বভির্ভক্ষ্যন্তে হ্যপরে বিগতাসবঃ।
অপরে বায়সৈগৃধ্রৈস্তরক্ষৈর্ব্বানরৈঃ পরে ॥ ৭৭
এবংবিধৈর্ম্মহাসত্ত্বৈ র্মহাসৈন্যানুপদ্রুতান্।
তান্ দৃষ্ট্বা ক্ষোভিতো ঘোরশ্ছর্দ্দিমূত্রাদিবিহ্বলঃ ॥ ৭৮
পপাত শিখরারূঢ়-স্ততো ভৈরবরূপিণী।
জবাপুষ্পকৃতা শোভা গর্দ্দভারূঢ়বাহনা ॥ ৭৯
অস্থিমালালসদ্‌গ্রীবা মহাশূকর-আননা।
নির্ম্মাংসা কেকরাক্ষী তু ঊর্দ্ধকেশা ভয়ঙ্করী ॥ ৮০

—এই যে ঘোরাসুর আসিয়াছে, এ দুষ্ট পূর্ব্বপাপানুসারে আমারই বধ্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয়ে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৭০-৭১

হে দেবরাজ! এদিকে নিশাবসানে নিদ্রিত ঘোর যেরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিল, তাহা শ্রবণ কর। যেন ঘোরাসুর কটু তৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রক্তবসন পরিধানপূর্ব্বক কুলুত্থকুসুমের দুর্গন্ধবতী পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া বিবাহের জন্য সজ্জিত হইয়াছে; তাহার তাদৃশ বিবাহসজ্জা অবলোকন করিয়া পঙ্ক কর্দ্দমাদিতে মৎস্যগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক দানব কৃষ্ণ বসন, কৃষ্ণ লৌহের ভূষণ, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পে মাল্য ও কৃষ্ণ গন্ধে বিভূষিত হইয়া কৃষ্ণবসনা নারীগণের সহিত দৈত্যসমূহের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন কতকগুলি তুষ, কেশ ও অস্থিনিচয়ে ব্যাপ্তসর্ব্বাবয়ব পাশ ও দণ্ডধারী পুরুষ উষ্ট্রোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া সেই নৃত্যকারীদিগকে অন্ধকার কাননে ও কাহাদিগকে পঙ্কিল কূপমধ্যে ফেলিতে লাগিল; ইহাতে কেহ কেহ বা প্রাণ হারাইয়া শৃগাল-কুক্কুরের খাদ্য হইতে লাগিল, কাহাদিগকে বা কাক, তরক্ষু, বানর প্রভৃতি প্রাণিগণে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঘোরাসুর সৈন্যমধ্যে এই সকল প্রাণীর বিশিষ্ট উপদ্রব অবলোকন করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল এবং ভয়-বিহ্বল হইয়া মূত্র ও ঘর্ম্ম ত্যাগ করিতে করিতে শিখরের উপরি নিপতিত হইল। হে ইন্দ্র! অতঃপর ভৈরবরূপিণী এক নারী জবাকুসুমে দেহশোভা সম্পাদন করিয়া অস্থিমালা গলে ধারণপূর্ব্বক গর্দ্দভারূঢ়া হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদন শূকরের ন্যায় বিস্তৃত ছিল, নয়নদ্বয়ে মাংসের লেশমাত্র না থাকায় নিতান্ত দারুণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, কেশসমূহ ঊর্দ্ধভাগে ছিল, হস্তে

আগত্য সহসা নারী পাশাঙ্কুশকরোদ্যতা।
ধৃত্রায়মাণা চ তয়া (১) গৃহীতোঽয়ং নিরায়ুধঃ ॥ ৮১
যামাননং তথা নীতঃ অনন্তং পথদেবনঃ।
এবং দৃষ্ট্বা তদা ঘোরঃ প্রবুদ্ধঃ শর্ব্বরীক্ষয়ে ॥ ৮২

ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে ঘোরবধে স্বপ্নদর্শনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

পাশ ও অঙ্কুশ অস্ত্র রক্ষিত ছিল। তিনি আসিয়াই অস্ত্রবিহীন ঘোরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অনন্ত-পথে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ঘোরাসুর এবংবিধ স্বপ্ন দর্শন করিয়া সকল প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রবুদ্ধ হইল। ৭২—৮২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

১। গৃহ্লীয়মানা চ তথা পাঠান্তরম্।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্র উবাচ—

এবংবিধৈস্তথা স্বপ্নৈর্দৃষ্টৈর্ঘোরেণ পদ্মজ।
প্রভাতে কিং ভবৎ তস্য শুভং বাপ্যথবাশুভম্ ॥ ১

কিং বা সা বাহিনী তস্য তথা মন্ত্রিপুরোহিতৌ।
চকার তৎ স বাখ্যাহি কৌতূহলপরা বয়ম্ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু বাসব তত্ত্বেন বদতোঽস্থ খলং মম।
উত্থায় স তদা দেবী-দেবমন্ত্রমনুস্মরৎ ॥ ৩
তাবন্নষ্টা স্মৃতিস্তস্য মহামোহেতি মাহিতে।
প্রতীক্ষ্য বাসরান্ পঞ্চ তাবৎকালঃ সমাগতঃ ॥ ৪
তেন শ্রুত্বাহতং বীরং দুর্ম্মুখমরিসূদনম্।
শৈলরাজেন্দ্রকন্যায়া বিনা কোপান্নিরায়ুধঃ ॥ ৫
ততঃ স কালঃ কালেন প্রেরিতো বদতেঽসুরান্ ॥ ৬

কাল উবাচ—

যয়া নিপাতিতো বীরো দুর্ম্মুখো হ্যরিমর্দ্দনঃ।
তাং কন্যাং কুত্র পশ্যামি তন্নো বদত সুব্রতাঃ ॥ ৭
যদি পর্ব্বতরাজেন্দ্রো রক্ষতে সহ শম্ভুনা।
তথাপি অদ্য নিহ্নামি যদি বা কেশবো ভবেৎ ॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা স তদা কালঃ পূর্ণকালো মহাবলঃ।
নিবারিতঃ সুষেণেন মন্ত্রিণা ন চ সংস্থিতঃ ॥ ৯

ইন্দ্র কহিলেন,—হে পদ্মযোনে! ঘোরাসুর এবংবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, প্রভাত সময়ে শুভ বা অশুভ কি হইয়াছিল, তাহা বলুন এবং তখন তাহার সৈন্যেরা, পুরোহিত ও অমাত্যগণ কি করিয়াছিল, তাহা আমাদিকে বলুন, আমাদের বড় কৌতুহল হইতেছে। ১-২

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবরাজ! আমি সে সকল সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঘোরদৈত্য প্রভাতে উঠিয়া দেব ও দেবীর মন্ত্র চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার স্মরণশক্তি মহামোহে আচ্ছন্ন থাকায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তথায় পাঁচ দিন অতিবাহিত হইলে কালনামক তৎপক্ষীয় এক দৈত্য উপস্থিত হইল। কাল আসিবামাত্র শত্রুনাশন স্বপক্ষীয় বীর দুর্ম্মুখের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিল ও তাহাতে শৈল-রাজ কন্যার প্রতি কোনরূপ কোপ প্রকাশ না করিয়া অস্ত্র-পরিহারপূর্ব্বক যেন কালপ্রেরিত হইয়াই অসুরদিগকে সম্বোধন করত করিতে লাগিল। ৩-৬

কাল বলিল,—হে সুব্রতগণ! শত্রুনাশন বীর দুর্ম্মুখকে যে নিধন করিয়াছে, সেই কন্যাকে কোথায় দেখিতে পাইব, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া দাও। যদি স্বয়ং পর্ব্বতরাজ মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়া রক্ষা করেন, অথবা স্বয়ং নারায়ণ তাহার রক্ষাকর্ত্তা হন, তথাপি আজ তাহাকে বিনাশ করিব।

কালভৈরবচামুণ্ডপিঙ্গলাক্ষা মহাসুরাঃ।
আরুহ্য পর্ব্বতং বীরাস্তর্জ্জয়ন্তস্ত কন্যকাঃ॥ ১০
তান্ দৃষ্ট্বা উষ্ট্রমারূঢ়ান্ কাংশ্চিৎ স্যন্দনসংস্থিতান্।
জয়া চাশ্বং সমারোহ গজমিব মহাবলম্॥ ১১
কৃপাণপাণিনী ত্যজ্য তদা কালং মহাবলম্।
মহারূপং[১] সুশস্ত্রজ্ঞং যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদম্॥ ১২
মায়োত্থং নির্ম্মমে সিংহং গজরাজভয়ঙ্করম্॥ ১৩
মহিষঞ্চ মহাঘোরং যমস্য ইব বাহনম্।
ভৈরবস্তং সমাস্থায় বিজয়ামভিমর্দ্দয়েৎ॥ ১৪
যমান্তকস্তথা রৌদ্রং বিভুপ্রহ্লাদদুন্দুভিঃ।
অজিতা মৃগমারূঢ় মর্দ্দয়ামাস সা তদা॥ ১৫
বামনৈর্দুষ্টলোহাক্ষৈর্হালাহলভয়ঙ্করৈঃ।
দশধা বেষ্টিতা দেবী যা সা নাম্নাপরাজিতা।
দশধা শতধা চৈব তথা চাযুধলক্ষধা।
নিগূঢ়া জন্তবঃ শক্র দেবাঃ পশ্যন্তি শঙ্কিতাঃ॥ ১৬
ততঃ কর্ণিক-নারাচ-ভুষুণ্ডিমুদ্গরৈস্তথা॥ ১৭
ববর্ষ দানবী সেনা দেবীনাং সহসোপরি।
তদা জয়া তু সংক্রুদ্ধা শরপাতেন পীড়িতা॥ ১৮
প্রাসং প্রক্ষেপয়েৎ কালে তস্য সিংহনিপাতনম্॥ ১৯

মহাবলবান্ কালাসুর ইহা বলিয়া প্রস্থান করিল; তখন তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই অমাত্য সুষেণেরও নিবারণ শ্রবণ করিল না। তাহার পশ্চাতে কালভৈরব, চামুণ্ড, পিঙ্গলাক্ষ প্রভৃতি বীর প্রধান অসুরেরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া কন্যাগণের প্রতি ক্রোধপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। ৭-১০।

জয়াদেবী তাহাদিগের কতকগুলিকে উষ্ট্রারূঢ় ও কতকগুলিকে রথারূঢ় দেখিলেন এবং যুদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ও মহাবলিষ্ঠ কালাসুরকে মায়াবী জানিয়া নিজবাহন অশ্ব-গজাদি সকল ছাড়িয়া স্বয়ং করে অসি-ধারণপূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে হস্তিগণের ভয়প্রদ একটি সিংহ ও যমের দ্বিতীয় বাহনের ন্যায় একটী মহিষ নির্ম্মাণ করিলেন। ভৈরব সেই সিংহে বিজয়কে আরোহণ করাইয়া শত্রু-বিধ্বংসন-কার্য্যে তৎপর হইলেন। ১১-১৪

তখন অজিতা দেবীও মৃগারূঢ় হইয়া যমান্তক, রৌদ্র, বিভু, প্রহ্লাদ ও দুন্দুভি এই কয় প্রধান অনুচরের সহিত সহসা শত্রুমর্দ্দন করিতে আসিলেন। আর সেই অপরাজিতা দেবীও বামন, দুষ্টলোহাক্ষ, হলাহল, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি অনুচর বেষ্টিতা হইয়া আসিলেন। হে দেবরাজ! তখন চতুর্দ্দিকে অসংখ্য জীব অতি গোপনভাবে, অধিক কি, দেবতারাও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সেই যুদ্ধ ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৫-১৬

তখন দৈত্যসৈন্যগণ দেবীগণের প্রতি কর্ণিক, নারাচ, ভুষুণ্ডী, মুদ্গর প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্র নিচয় অলক্ষিতভাবে বর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাতে জয়াদেবীর নিতান্ত ক্লেশ হওয়ায় তিনি কুপিতা হইয়া কালের প্রতি তদীয়

১। মায়ারূপমিতি পাঠান্তরম্।

তৎপ্রাসঘাতাহতছিন্নবর্ম্মা
নিস্ত্রিংশমাদায় তদা তু কালঃ।
চর্ম্মেণ বামং ভুজ পুরয়িত্বা
জয়ামুখো ধাবতি ক্রুদ্ধ কোপাৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তু কালং সহসা পতন্তং
কৃপাণপাণিং সুবিবৃদ্ধমন্যুম্।
জয়া মুমোচোপরি তস্য শক্তিং
কৃপাণঘাতাদপি তাং জঘান ॥ ২১
শক্তিং হতাং পশ্য তদা জয়া তু
নারাচধারাজলবারিবাহৈঃ।
কালস্য সেনোপরি সা ববর্ষ
কালোঽপি ভিন্নঃ শতবাণঘাতৈঃ ॥ ২২
স দেবীঘাতে হতভূনিষণ্ণো
লব্ধ্বা তু চেষ্টাং বিশ্রব্ধচেতাঃ।
আদায় বজ্রাশনিবজ্রকোপঃ
খুরং প্রমুমোচ সুতীক্ষ্ণধারম্ ॥ ২৩
দেবী তু তমাপতন্তং শরেভ্য-
শ্চিচ্ছেদ চান্যান্যপতত্তস্য তনু[১]।
একেন যানং অপরেণ অশ্ব-
মন্যেন ছত্রং সপতাকদণ্ডম্।
চিচ্ছেদ সা কালমহাবলস্য
দেবী শরৈস্তস্য বিবৃদ্ধমন্যুঃ ॥ ২৪

সিংহ নিধন-বাসনায় প্রাশ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহাতে তাহার বর্ম্মমাত্রচ্ছেদ হইল, কিন্তু কাল নিতান্ত আহত হওয়ায় রাগান্ধ হইয়া বাম করে চর্ম্ম ও দক্ষিণ করে খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক জয়াভিমুখে ধাবমান হইল। ১৭-২০

তখন জয়াদেবী কালকে কুপিত ও খড়্গহস্তে স্বাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তদুপরি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; কাল তাহা খড়্গপ্রহারে ব্যর্থ করিল। জয়াদেবী নিজ-শক্তি বিফল হইতে দেখিয়া কালের সেনাগণের উপর মেঘমুক্ত বৃষ্টির মত অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কালকেও অসংখ্য শরপ্রহারে জর্জ্জর করিলেন। তাহাতে কাল কিছুক্ষণ অচেতনাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া রহিল। পরে চেতনা পাইয়া চিত্তকে স্থির করিয়া অদম্য কোপে সমধিক দারুণ হইয়া জয়ার প্রতি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরাস্ত্র প্রয়োগ করিল, দেবীও সেই অস্ত্রকে স্বাভিমুখে আসিতে দেখিয়া বাণপ্রয়োগে ছেদন করিয়া উপর্য্যুপরি অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ অধিক কুপিত হইয়া এক বাণে সেই মহাবলিষ্ঠ কালের রথ, আর বাণে অশ্ব, অন্য বাণে দণ্ডাহত ছত্র নিপাতিত করিলেন। কালাসুর এইরূপে সহায়বিহীন হইয়াও দেবীর প্রতি গদা নিক্ষেপ করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল। দেবী সেই যোদ্ধারিকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া

১। যাস্তানপি তন্মুমোচ ইতি পাঠান্তরম্।

তথাপি কালো গদতাং[১] মুমোচ
দেবীমুখা ধাবতি সম্প্রবৃত্তঃ।
চক্রেণ তং কালভটং পতন্তং
দেব্যাবিমুক্তেন গদানুভূমৌ ॥ ২৫
কালং হতং ভৈরব সংনিরীক্ষ্য
বিষণ্ণমৃত্যুঃ স বিবৃদ্ধমন্যুঃ।
গদাং সমাদায় জয়াং প্রবৃত্তঃ
খুরপ্রঘাতাদপি সো গতাসুঃ ॥ ২৬
এবং স কালো হত ভৈরবশ্চ
চামুণ্ডপিঙ্গাক্ষমহাবলস্য।
মায়াবিনো মত্তমতঙ্গরূপা
দেব্যা সমাসাদ্য জ্বলন্তকোপাঃ ॥ ২৭
তে দেবিবাণাশনিভিন্নবক্ষা
গতাসবঃ প্রেতপথং প্রয়াতাঃ।
এবং হতে কালবলে অশেষে
দেবো মুমোচোপরি পুষ্পবৃষ্টিম্ ॥ ২৮
মেঘাশ্চ শীতোজ্জ্বলবারিবৃন্দকে
বাতো ববাহোপরি দিব্যগন্ধঃ।
নৃত্যন্তি বিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
সহাপ্সরাঃ কিন্নরচারণাশ্চ ॥ ২৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে কালবধো নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

চক্রাস্ত্র ত্যাগ করিলেন; তাহাতেই কাল পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২০-২৫

তাহা দেখিয়া ভৈরব নিতান্ত বিষণ্ণ ও পরে সমধিক কুপিত হইয়া জয়াভিমুখে গদা লইয়া ধাবিত হইল এবং সেও দেবীপ্রযুক্ত ক্ষুরাস্ত্রের আঘাতে পঞ্চত্ব পাইল। এইরূপে কাল ও ভৈরব নিহত হইলে, চামুণ্ড, পিঙ্গাখ্য প্রভৃতি মায়াবী মত্তগজাকৃতি মহা বলিষ্ঠ অসুরগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দেবীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। দেবীর বজ্রসদৃশ বাণপ্রহারে তাহাদেরও রক্ষাসামগ্রী সকল বিনষ্ট হইল; পরে নিজেরা প্রাণ হারাইয়া যমালয়ে গমন করিল। ২৬-২৭

এইরূপে সমস্ত কালসৈন্য নিহত হইলে দেবতারা স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; মেঘগণ শীতল ও উজ্জ্বল বারিবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং অন্তরীক্ষবাসিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ২৮-২৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

১। স তদামত পাঠান্তরম্।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

হতে কালে কালবলপ্রভাবে
সুহৃষ্ট দেবাঃ সুরেণ।
ঘোরস্য পত্নী বিমনা বিষণ্ণা
দৃষ্ট্বা তু শক্রস্তনুতে তু দেবীম্ ॥ ১

শক্র উবাচ—

জয় জয় সুরাণাং পরিত্রাণভূতে
মহাহবসঙ্গরমুতপ্রতাপে।
সমস্তভীতান্ পরিরক্ষণায়
ত্বাং দেবীং মুক্ত্বা অপরো ন চাস্তি ॥ ২
মহাবলঃ ঘোরবলপ্রধানং
যমস্য বহ্নেরপি সংজিতারম্।
বয়ং সব্রহ্মাণঃ সবায়ুযক্ষা-
স্তয়া পুনর্দেবি দিবৈর্নিবিষ্টাঃ ॥ ৩
সর্ব্বেঽপি ভীতা ভবতীং প্রণম্য
ভয়েভ্য মুঞ্চ স্ববিচারণেন।
মহার্ণবে সিংহগজাভিভূতা-
স্ত্বামাশ্রিতা বীতভয়া ভবন্তি ॥ ৪
জ্বালৌঘকল্লানলসম্প্রবৃদ্ধং
যং ব্রহ্মবিষ্ণোরপি মোহকর্ত্তা।
তং প্রেক্ষ্য দেবি সহসা মহান্তং
সমং গতং প্রাষিণেব (১) পাংশুম্ ॥ ৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—কালের শক্তি অনুসারে কালাসুর নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবতারা বস্তুতঃই আনন্দিত হইলেন ; পরন্তু দেবরাজ ঘোরের পরিবারবর্গকে দুঃখিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ১

ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবি! আপনি দেবগণের একমাত্র রক্ষিকা ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আপনারই প্রতাপ লক্ষিত হয় এবং ভীত ব্যক্তিদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ করিতে আপনি ব্যতীত অপর কেহই সমর্থ নহে, এ কারণ আপনি বারংবার জয়যুক্তা হউন। হে দেবি! ব্রহ্মা, আমি, বায়ু, যক্ষ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে আপনিই স্বর্গে বাস করাইয়াছেন ; এক্ষণে অগ্নি, যম প্রভৃতি দেবতারও পরাজেতা এই প্রবল ঘোর সৈন্য অবলোকন করিয়া আমরা সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়াছি, সুতরাং আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমাদিগের এই ভয় দূর করুন। মহা-সমুদ্রের মধ্যে সিংহ গজাদি হিংস্র-প্রাণিগণে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়াও জীবগণ আপনাকে আশ্রয় করিলেই ভয়মুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! মহাপ্রলয়-

---

১। প্রাবৃষেব ইতি পাঠান্তরম্।

যমেন্দুভির্ব্রহ্মজনার্দ্দনৈশ্চ
ন নির্জ্জিতং ভাস্করবায়ুযক্ষৈঃ।
জলেশরক্ষৈঃ সহসা বিভেতি
তং দেবী দৃষ্ট্বা ভস্মীপ্রয়াতম্ ॥ ৬
ত্বং ভূমির্বায়ুঃ খং জলং হুতাশনং
দিশো দিবং সাগরঋক্ষচক্রম্।
যাং সর্ব্বদেবাঃ সততং নমন্তি
তাং দেবদেবীং শরণং ব্রজামি ॥ ৭
যাং ধ্যানযোগৈরপি যোগশক্ত্যা
ধ্যায়ন্তি দেবী পরতত্ত্বদেবী।
বদন্তি বাদী সততঞ্চ কৃৎস্নাং
যাং যাজিনো নিত্যমখেষু যজ্বা ॥ ৮
যাং সাংখ্যযোগৈঃ সপতঞ্জলাখ্যৈঃ
সিদ্ধান্তমন্ত্রৈরপি মন্ত্রবাদী।
যা ডাকিনীভূতগ্রহৈঃ প্রপন্না-
স্তাংস্তান্ সমস্তানপি মোচয়েত ॥ ৯
ন চাদিরস্যা ন চ মধ্যমন্তং
ন রূপকান্তির্ন চ স্তোত্রমন্যৎ।
যাং শঙ্করঃ সর্ব্বগতোঽপি স্তৌতি
তাং দেবদেবীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১০

কালীন সংহারবহ্নির শিখাসমূহের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে অসুরসৈন্য দেখিলে ব্রহ্মা বিষ্ণুরও মোহ হইত, আপনি একাকিনী সেই অসংখ্য সেনাদর্শন করিবামাত্র ভূপৃষ্ঠে ধূলির সমান করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও কৃতান্ত যাহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই ও বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও যক্ষ রাক্ষসগণ যাহাকে দেখিলে ভীত হইতেন, হে দেবি! আপনার কেবল দৃষ্টিনিক্ষেপেই সেই দুষ্ট দুর্ম্মুখ ভস্মাবশেষ হইয়াছে। ভূমি, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, দশ দিক্, স্বর্গ, সাগর ও নক্ষত্রমণ্ডল এ সকল কিছুই তোমা হইতে পৃথক নহে, সকলই তুমি। হে দেবি! সমস্ত দেবতারা যাঁহাকে অনুক্ষণ প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই দেবগণেরও দেবী আপনার শরণাগত হইলাম। হে দেবি! ভবদীয় পরমার্থবিদ্ যোগিগণ যাঁহাকে অনুক্ষণ ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া থাকেন, বক্তা যাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাজ্ঞিকেরা যাঁহাকে নিত্য যাগের যাজকরূপে উল্লেখ করেন এবং যাঁহাকে দার্শনিকেরা সাংখ্যপাতঞ্জলাদি যোগের দ্বারা একমাত্র উপাস্যা বলেন, মন্ত্রেশ্বর-বাদীরাও যাঁহাকে সিদ্ধান্ত মন্ত্রসমূহের অভিধেয়া বলিয়া থাকেন এবং যিনি ভূত, ডাকিনী ও গ্রহগণে নিতান্ত আক্রান্ত ও প্রণত ব্যক্তিদিগকে তাদৃশ বিপদ হইতে মুক্ত করেন, যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, রূপ ও কান্তি নাই ও যাঁহার যোগ্য স্তব কিছুই হয় না এবং দেবাদিদেব স্বয়ং সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই দেবগণেরও দেবী আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ১-১০

এবং তাং তোষয়াঞ্চক্রে জয়াং কালনিবর্হণাম্ ।
প্রদদৌ সা বরং তস্য দেবরাজস্য বাসব ॥ ১১
ইদং ঘোরবলং হত্বা ভূয়োঽপি সুরসত্তম ।
তব পুষ্টিং করিষ্যামি সর্ব্বকালং পুরন্দর ॥ ১২
যদ্যেতদ্ বিজয়াস্তোত্রং ভক্তিতঃ সম্পঠিষ্যতি ।
প্রনষ্টরাজ্যদ্রব্যাণি পুনরেব ভবিষ্যতি ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ—

শ্রুত্বা হতং তদা কালং সভৈরবং সপিঙ্গলম্ ।
বজ্রদণ্ডস্তদা ক্রুদ্ধো দেব্যা যোদ্ধুং ব্যধাবত ॥ ১৪
পাশমুদ্গরদণ্ডাব্জ-কুন্তবাণকৃপাণভৃৎ ।
ববর্ষ সহসা বজ্রঃ প্রাবৃণ্মেঘ ইবাম্বুভিঃ ॥ ১৫
ন দিশো ন তদাকাশং ন চ ভূবায়ুগোচরম্।
লক্ষ্যতে বাণধারোঘৈর্বজ্রদণ্ডমহাস্বনৈঃ ॥ ১৬
দেব্যা ধনুষি বজ্রেণ শরাঃ পঞ্চাশৎ প্রেরিতাঃ ।
তৈর্বিবিধ্য ধনুর্দেব্যা কোপানলসুদীপিতা ॥ ১৭
বিমোক্ষ শস্ত্রং মহামেঘসমপ্রভম্ ।
তং নদন্তং মহাঘোরং বিদ্যুৎপূর্ব্বং দিশো দশ ।
ববর্ষ প্লবতে সর্ব্বাং দানবীং বাহিনীং তদা ॥ ১৮
তং দৃষ্ট্বা বজ্রদণ্ডেন মহামায়াসমুদ্ভবম্ ।
বায়ুং মুমোচ মেঘানাং তেনৈতে শমিতা ঘনাঃ ॥ ১৯

হে বাসব! তখন দেবরাজ এই প্রকার স্তব করিয়া কালদৈত্যনাশিনী ভগবতী জয়ার সন্তোষ সাধন করিলেন, ভগবতীও তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বর প্রদান করিলেন—হে সুরেশ্বর! পুনরায় এই ঘোরসৈন্য বিনাশ করিয়া তোমারই পুষ্টি-সাধন করিব, তাহাতে তোমার ইন্দ্রত্বপদ বহুকাল স্থায়ী হইবে। যে ব্যক্তি এই বিজয়াস্তব ভক্তিসহকার পাঠ করিবে, তাহার সামান্য বস্তু হইতে বিশাল রাজ্য পর্য্যন্ত যে দ্রব্যই বিনষ্ট হইয়া থাকিবে, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ১১-১৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন বজ্রদণ্ড-নামক দৈত্যসেনার নায়ক ভৈরব ও পিঙ্গল প্রধান যোদ্ধদ্বয়ের সহিত কালাসুরের নিধন শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া পাশ, মুদ্গর, দণ্ড, অব্জ, কুন্ত, বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, তেমনি সেই বজ্র সহসা অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহার হুঙ্কার মিশ্রিত বিবিধ বাণের ধারাবর্ষণে দিক্, অন্তরীক্ষ, ভূমি ও বায়ু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই অনুভূত হইল না। বজ্রদণ্ড দেবীর ধনু লক্ষ্য করিয়া পঞ্চাশৎ-বাণ প্রয়োগ করিল; তাহাতে দেবীর ধনু বিদ্ধ হইলে তিনি কোপানলে প্রজ্বলিতা হইয়া, বারুণ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র বিশাল মেঘাকারে পরিণত হইয়া দশদিক্ আচ্ছন্ন করিল এবং প্রথমে বিদ্যুৎ প্রকাশ, পরে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া এমত বর্ষণ করিতে লাগিল যে, তাহাতে অসুর সেনাগণ সকলকেই ভাসিতে হইল। বজ্রদণ্ড মহামায়া-বিমুক্ত বারুণ-বাণের প্রভাব অবলোকন করিয়া, মেঘ দূর করিবার বাসনায় বায়ু অস্ত্র প্রয়োগ করিল, তাহাতেই মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইল। ১৪-১৯

দৃষ্ট্বা ঘনান্ বজ্রানিলেন শান্তান্
দেবী তদা ক্রোধবিবৃদ্ধমন্যুঃ।
মের্ব্বদ্রিমালাহরদ্রোণতুল্যান্
সভূধরান্ সর্ব্বদিশোঽদিশশ্চ ॥ ২০
তং বায়ুমস্ত্রং সহসা নিরুধ্য
বজ্রাশনির্বাণশিলাববর্ষৈঃ।
হত্বা তদাশ্বানয়দবক্ষবক্ষং
সসারথিং ছত্রধ্বজঞ্চ দণ্ডম্ ॥ ২১
জিঘাংস বজ্রং বলবজ্রবীর্য্য
শরেণ হৈমদলপত্রিতেন।
হতন্তু বজ্রং সহসা তু দৃষ্ট্বা
যমান্তকো যত্র জয়া জয়ন্তী ॥ ২২
বিমোচ বাণান্ সহসা সকোপো
* * *
দেব্যা হতঃ সোঽপি পরং প্রয়াতি
যমান্তকঃ প্রেতপথং মহান্তম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বজ্রবধো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তখন দেবী বজ্রবিমুক্ত অনিলবাণে মেঘবৃন্দকে প্রশমিত হইতে দেখিয়া, দ্বিগুণতর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া পর্ব্বতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে দশদিক্ এবং বজ্রপ্রহিত বায়ু অস্ত্র নিরুদ্ধ হইল, আর শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। সুবর্ণ-পুঙ্খ বাণদ্বারা বজ্রের সারথি, ধ্বজ, ছত্র, দণ্ড এবং বজ্রদুর্জ্জেয় আততায়ী বজ্রাসুরকে নিহত করিলেন। বজ্রানুচর যমান্তক বজ্রকে নিহত দেখিয়া কুপিত হইয়া দেবী জয়া ও জয়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই অসুরও দেবীর হস্তে নিহত হইয়া যমালয়ের দুর্গমপথে প্রেরিত হইল। ২০-২৩

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

হতে বজ্রে মহাবীরে হতে চাপি যমান্তকে।
ঘোরসেনার্দ্দিতাভূতা হতবীর্য্যপরাক্রমা॥ ১
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরান্ সুষেণঃ প্রত্যভাষত।
ময় ত্বং দেবদেবানাং বুদ্ধির্নাভ্যধিকো মতঃ।
যেন পূর্বং সুরস্বামী অচ্যুতঃ পরিতোষিতঃ॥ ২
যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
যস্য রাজ্যমদোৎসেকান্ন বিকারঃ প্রবর্দ্ধিতঃ॥ ৩
যস্য মাতৃসমাঃ সর্ব্বাঃ পরদারাঃ স্নুষা ইব।
যস্য কাঞ্চনলোষ্ট্রাণাং বিশেষো নোপলভ্যতে॥ ৪
যস্য শব্দাদয়ো ভাবা ন বাধন্তি মনাগপি।
যস্য কামজক্রোধাদির্ন গণো বিশতে তনুম্॥ ৫
যস্য দুর্গাষ্টকারম্ভে নিত্যঞ্চ করুণোদ্যমঃ॥ ৬
যস্য ব্যূহক্রিয়াভাবমণ্ডলং তত্ত্ববেদিতা।
প্রত্যক্ষং বর্ত্ততে নিত্যং করস্থমপি ধাত্রিজম্॥ ৭
যস্য করিমহাগন্ধা মদমত্তা ন রাষ্ট্রজাঃ।
যস্য হাটকদণ্ডানি ছত্রেষু ন জনে ক্বচিৎ॥ ৮
যস্য ঘাতা অশ্বোষ্ট্রেষু ন পুরে ন চ ঘোটকে।
যস্য দূতাঃ প্রিয়াকোপে কার্ম্মুকাণাং ন বিগ্রহে॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবীর বজ্রাসুর ও যমান্তক নিহত হইলে পর, অবশিষ্ট ঘোর সেনার অধিকাংশই ভয়ে দুর্ব্বল ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল ও কতক সৈন্য দেবী-হস্তে মরিতে লাগিল। ১

তখন ঘোর মন্ত্রী সুষেণ সেই সকল বীরগণের নিধন দেখিয়া, ঘোরকে কহিতে লাগিল,—হে মহারাজ! আমি আপনাকে দেবতাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া জানিয়া থাকি এবং যিনি পূর্ব্বে দেবগণেরও প্রভু ভগবান্ নারায়ণকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছেন, যিনি চরাচর বিশ্বমধ্যে সমস্ত প্রাণীতেই সমদর্শী এবং রাজ্যরূপ মদসম্পর্ক থাকিলেও যাঁহার কোনপ্রকার বিকার উপস্থিত হয় না এবং যাঁহার নিকটে পর-স্ত্রী-সমুদয় পুত্রবধূর ন্যায় মাতৃতুল্য বলিয়া বিবেচিত আছে; যিনি বহুমূল্য সুবর্ণে ও সামান্য লোষ্ট্রে কিছুই বিশেষ দেখেন না এবং শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় যাঁহার কর্ত্তব্য-কার্য্যের অণুমাত্র প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; কামক্রোধাদি দুষ্ট শত্রুগণ যাঁহার শরীরে প্রবেশ করে নাই; দুর্গাষ্টকে যাঁহার সবিশেষ পরিজ্ঞান আছে, কার্য্যে যাঁহার নিত্য উদ্যম; ব্যূহরচনা, মণ্ডল রচনা ইত্যাদি তত্ত্ব, সন্ধান ইত্যাদি বিষয় করস্থ আমলকের ন্যায় যাঁহার সতত প্রত্যক্ষগোচর; যাঁহার রাজ্যে মদস্রাবী হস্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই মদমত্ত হয় না, যাহার আতপত্রেই সুবর্ণময় দণ্ড আছে, অপর কোন ব্যক্তিতেই অপরাধের দণ্ড নাই (অর্থাৎ কেহই কোন অপরাধ করে না) এবং যাহার অশ্ব

যস্য চাধ্বরযজ্ঞেষু হ্যশ্রুপাতো ন শোকজঃ।
যস্য শশিকৃপাণেষু কলঙ্কো ন চ ভীকৃতঃ॥ ১০
যস্য স্বপ্নপ্রভা মিথ্যা ন চ বক্তব্যযাজনে (১)
যস্য বালে মুখাভঙ্গো ন চ ক্রোধভয়াৎ ক্বচিৎ॥ ১১
এবংবিধস্য তে দেব সর্ব্বশাস্ত্রবিদস্য চ।
অল্পদোষা বিশন্তীমাস্তন্মহদদ্ভুতং রিপুঃ॥ ১২
যাবদ্যাবৎ (২) সমাধায় ঘোরো মন্ত্রী প্রচক্রমে।
তাবন্নারদ আয়াতো বিষ্ণুব্রহ্মণা প্রেষিতঃ॥ ১৩
যত্র সা পরমা দেবী ত্রয়াণামপি কারণা।
নিষ্কলা শান্তিদানন্তা মুনীনাং (৩) ত্রাণধর্ম্মিণী॥ ১৪
স্থিতা সা ব্যক্তরূপেণ জয়াদ্যৈঃ শম্ভুরাজ্ঞয়া॥ ১৫
তাঞ্চ কৃৎস্নাং তদা ধ্যাত্বা নারদস্তত্ত্ববিন্মহান্।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়াং মহাদেবীং মন্ত্রনামৈস্তুতোষ সঃ॥ ১৬

নারদ উবাচ—

জয় শম্ভুনুতে দেবি জয় রুদ্রতনূদ্ভবে।
জয় কেশবব্রহ্মেশ-উৎপত্তিস্থিতিকারকে॥ ১৭

ও উষ্ট্রাদি বাহনের প্রতিই আঘাত হইয়া থাকে, নচেৎ নগরবাসী কোন হীন ব্যক্তির উপরও আঘাত হয় না এবং যাহার প্রিয়তমাদিগের প্রণয়-কোপ অপনয়নের জন্যই দূত নিযুক্ত আছে, যুদ্ধাদির অভাব বশতই তাহাতে দূতের প্রয়োজন হয় না এবং যাঁহার রাজ্যে যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞীয় ধূমের সম্পর্কেই অশ্রুজল নির্গত হয়, কোনরূপ শোকাদি কারণে তাহার উৎপত্তি নাই; যাহার রাজ্যে চন্দ্রে ও খড়্গেতেই কলঙ্ক লক্ষিত হয়, কোনরূপ অকার্য্য বা ভয়জনিত কলঙ্ক নাই; যাঁহার স্বপ্নদর্শনের মিথ্যা আছে, কোন বাক্যেরই মিথ্যাভাব নাই এবং যাহার রাজ্যে শিশুগণেরই মুখের ভঙ্গী দেখা যায়, অপর কাহাতেও ক্রোধ বা ভয়ে তাদৃশ মুখ লক্ষিত হয় না; হে প্রভো! এইরূপ অশেষগুণাকর ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী আপনাকে যে আপদ্ আসিয়া আক্রমণ করে এবং সংসারে আপনারও যে শত্রু উপস্থিত থাকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ২-১২

মন্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ঘোরাসুর যেমনি যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল, সেই অবকাশে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আদেশে পরমেশ্বরীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ১৩

যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনেরই কারণ এবং মুনিগণেরও ত্রাণকারিণী, সেই শান্তিদায়িনী, শান্তিরূপিণী, পূর্ণা ভগবতী তৎকালে মহাদেবের আজ্ঞায় নিজাংশসম্ভূতা জয়াদি-সহচরীদিগের সহিত প্রকাশ্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৪-১৫

প্রধানতত্ত্বজ্ঞ নারদ তখন সেই সহজতো দুর্জ্ঞেয়া পূর্ণস্বরূপিণী ভগবতীকে চিন্তা করিয়া নানা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬

নারদ কহিলেন,—হে দেবি! শম্ভুও আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন;

১। স্বপ্নভবা ন চ বক্তব্যজানবে ইতি পাঠান্তরম্।
২। বিদ্বঃ যাবদিতি পাঠান্তরম্। ৩। মননেতি পাঠঃ ক্বচিৎকঃ।

জয় সংহারকারায় রুদ্রদেহভবায় চ।
জয় পরার্থভবেশি জয় বাগেশি মঙ্গলে ॥ ১৮
জয় সর্ব্বপতে মাতর্জ্জয় নামবরপ্রদে।
সর্ব্বগে সর্ব্বনামেভ্যঃ প্রসীদ মম শঙ্করি ॥ ১৯
নামান্যুদীরয়িষ্যামি যানি তে প্রথিতানি তু।
যৈস্তু নামৈঃ সদা লোকে অত্রৈবমনুগীয়সে ॥ ২০
দুর্গা শাকম্ভরী গৌরী বরদা বিন্ধ্যবাসিনী।
কাত্যায়নী সুপ্রসাদা কৌশিকী কৈটভেশ্বরী ॥ ২২
মহাদেবী মহাভাগা মহাশ্বেতা মহেশ্বরী।
ত্রিদশানন্দিনীশানী ভবানী ভূতভাবিনী ॥ ২২
জ্যেষ্ঠা ষষ্ঠী তমোনিষ্ঠা ব্রহ্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনী।
অপর্ণা বৈ কপালা চ সুবর্ণা চৈকপাটলা (১) ॥ ২৩
ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশার্চ্চিতা।
ত্রিশূলিনী ত্রিনয়না ত্রিপাদা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২৪
শ্রদ্ধা স্বাহা স্বধা মেধা লক্ষ্মীঃ কান্তিঃ ক্ষমাবতী।
বুদ্ধিঃ সমৃদ্ধির্বুদ্ধিশ্চ শুদ্ধিঃ সংশুদ্ধিরেব চ ॥ ২৫

আপনি জয়যুক্তা হউন এবং আপনি রুদ্রের শরীর হইতে উৎপন্না হইয়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি ও স্থিতি বিধান করেন, সুতরাং আপনি জয়যুক্তা হউন। ১৭

হে রুদ্রদেহ-সম্ভূতে! হে সংহারকারিণি! আপনি জয়যুক্তা হউন। হে মাতঃ সর্ব্ব-ব্যাপিনি! বরদায়িনি! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে মা শঙ্করি! আমি আপনার যে সকল নাম কীর্ত্তন করিব সকল নামেই আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ১৮-১৯

হে দেবি! আপনার যে সকল নাম সংসারে বিখ্যাত আছে এবং যে সকল নামেই লোকে সর্ব্বদা আপনাকে আহ্বান করে, সেই সমুদয় নামই এক্ষণে কীর্ত্তন করিতেছি। ২০

হে দেবি! লোকে আপনাকে দুর্গা, শাকম্ভরী, গৌরী, বিন্ধ্যবাসিনী, কাত্যায়নী, ও সহজেই প্রসন্না হন বলিয়া সুপ্রসাদা, কৌশিকী, কৈটভেশ্বরী, মহাদেবী, মহাভাগা, মহাশ্বেতা ও মহেশ্বরী নামে উল্লেখ করে। ২১-২২

হে দেবি! আপনি দেবতাদের আনন্দ সম্পাদন করেন বলিয়া আপনার একটী নাম ত্রিদশানন্দিনী ও মহাদেবের পত্নী বলিয়াই আপনার নাম ভবানী ও ঈশানী এবং আপনাকে ভূতভাবনী, জ্যেষ্ঠা, ষষ্ঠী, তমোনিষ্ঠা, ব্রহ্মিষ্ঠা, ব্রহ্মবাদিনী, অপর্ণা, কপালা, সুবর্ণা, একপাটলা ও ত্রিভুবন রক্ষা করেন বলিয়া ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, দেবতাদেরও আরাধ্যা বলিয়া ত্রিদশার্চ্চিতা, ত্রিশূলিনী, ত্রিনয়না, ত্রিপাদা এবং সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ময়ী বলিয়া ত্রিগুণাত্মিকা নামে কীর্ত্তন করে এবং আপনি শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মেধা, লক্ষ্মী, কান্তি, ক্ষমাবতী, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, শুদ্ধি ও সংশুদ্ধি নামেও অভিহিতা হন। ২৩-২৫

১। অপর্ণা চৈকপর্ণা চ সুপর্ণা চৈকপাটলা ইতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ।

সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভদ্রা সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখা।
সর্ব্বভূতাদিমধ্যান্তা (১) সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরী॥ ২৬
মানবী যাদবী দেবী যোগনিদ্রাথ বৈষ্ণবী।
অরূপা বহুরূপা চ সুরূপা কামরূপিণী॥ ২৭
শৈলরাজসুতা সাধ্বী স্কন্দমাতাচ্যুতস্বসা।
জয়া চ বিজয়া দেবী অজিতা চাপরাজিতা॥ ২৮
শ্রুতিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ক্ষান্তিঃ শক্তিঃ শান্তিরথোন্নতিঃ।
প্রকৃতির্ব্বিকৃতিঃ কীর্ত্তিঃ স্থিতিঃ সন্ততিরেব চ॥ ২৯
কালরাত্রির্মহারাত্রী ভদ্রকালী কপালিনী।
চামুণ্ডা চণ্ডিনী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥ ৩০
রুদ্রাণী পার্ব্বতীন্দ্রাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
দীক্ষা দাক্ষায়ণী চৈব নারী নারায়ণী তথা॥ ৩১
নিশুম্ভশুম্ভদমনী মহিষাসুরঘাতিনী।
সহস্রনয়না ধীরা রেবতী সিংহবাহিনী॥ ৩২
বিশ্বাবতী বীর্য্যবতী বেদমাতা সরস্বতী।
মায়াবতী ভোগবতী সতী সত্যবতী তথা॥ ৩৩
সমস্তকার্য্যকরণী ঈপ্সিতার্থপ্রসাধনী।
ব্রজামি শরণং দেবীং শরণাগতবৎসলাম্॥ ৩৪

কোনবিষয়ই আপনার অবিদিত থাকে না বলিয়া আপনাকে সর্ব্বজ্ঞা বলে এবং সর্ব্বস্থানে আপনার চক্ষু, মস্তক ও মুখমণ্ডল বিদ্যমান থাকায় আপনার সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখা একটী নাম আছে এবং আপনাকে সর্ব্বতোভদ্রা বলে ও সর্ব্বজীবের আদি, মধ্য, অন্ত সকলই আপনি ও সকল লোকনাথদিগেরও প্রভু আপনি সুতরাং আপনাকে সর্ব্বভূতাদিমধ্যান্তা ও সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরী বলে এবং আপনি মানবী, যাদবী, দেবী, যোগনিদ্রা, বৈষ্ণবী, অরূপা, বহুরূপা, সুরূপা, কামরূপিণী, হিমালয়ের কন্যা বলিয়া শৈলরাজসুতা, সাধ্বী ও কার্ত্তিকেয়জননী বলিয়া স্কন্দমাতা, অচ্যুতস্বসা, জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, কান্তি, শক্তি, শান্তি, উন্নতি, প্রকৃতি, বিকৃতি, কীর্ত্তি, স্থিতি ও সন্ততি এই সকল নামেও অভিহিতা হন। ২৬-২৯

হে দুর্গে। লোকে আপনাকে কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপালিনী ও চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, চণ্ডিনী, রুদ্রাণী, পার্ব্বতী, ইন্দ্রাণী ও মহাদেবের অর্দ্ধেক-দেহই আপনি সুতরাং শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী এবং দক্ষকন্যা বলিয়া দাক্ষায়ণী, দীক্ষা, নারী, নারায়ণী, মহিষাসুর-ঘাতিনী, শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া নিশুম্ভ-শুম্ভদমনী, সিংহই আপনার বাহন বলিয়া সিংহবাহিনী, আপনার সহস্র লোচন থাকায় সহস্রনয়না, রেবতী, ধীরা, বিশ্বাবতী, বীর্য্যবতী, বেদপ্রসবিনী, সরস্বতী, মায়াবতী, ভোগবতী, সতী ও সত্যবতী নামে উল্লেখ করে। ৩০-৩৩

হে দেবি! আপনি সকল অভীষ্ট সাধন করেন বলিয়া ঈপ্সিতার্থ-প্রসাধনী, সকল কর্ম্মই আপনা হইতে নির্ব্বাহ হয় বলিয়া আপনার সমস্ত-কার্য্যকরণী অপর একটী নাম আছে এবং অনেকে ভীমা, উগ্রা, ধূম্রা, অম্বিকা ও ত্র্যম্বকপ্রিয়া

১। ভূতাম্বেতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

ভীমামুগ্রাং তথা ধূম্রামম্বিকাং ত্র্যম্বকপ্রিয়াম্।
ত্বং হি ভাবপ্রপন্নানাং হৃদিস্থা পাপনাশিনী ॥ ৩৫
জয়ঞ্চ সমরে নিত্যং বিদ্যালাভঞ্চ দুর্লভম্ (১)।
দীর্ঘমায়ুরথোৎসাহং পার্থিবানাঞ্চ ইষ্টদা ॥ ৩৬
পুত্রাশ্চ গুণসম্পন্নাঃ পরাপরপরাগতিঃ।
ত্বয়া হ্যেত্যানি প্রাপ্যন্তে মমাপি বরদা ভব ॥ ৩৭
এবং স্তুতা তদা দেবী নারদেন মহাত্মনা।
দদর্শ সহসা শক্র সিংহারূঢ়ং মহাবলম্ ॥ ৩৮
চর্ম্মাসিধনুর্নারাচ-শূলখট্বাঙ্গধারিণীম্।
বজ্রশক্তিগজদন্ত-পরশু (২) মুদ্গরবিভ্রতীম্।
পাশাঙ্কুশ-ধ্বজবীণা-ঘণ্টাডমরু-ধারিণীম্ ॥ ৩৯
চিত্রদণ্ডাং তথা মুণ্ড-কনকাভেদীনীং তথা (৩)।
দ্বিপাদচর্ম্মস বাভ্র-শৈলকৃত্তশ্চারিণী।
অক্ষসূত্রকরা দেবী বরদোদ্যতপাণিনী ॥ ৪০
ভক্তানাং ভক্তিজননী (৪) পাবনী জননী তথা।
যাচ যাচেতি বাচন্তী বরং ব্রূহি মনোগতম্ ॥ ৪১

নামে উল্লেখ করে। হে দুর্গে! আপনি শরণাগত ব্যক্তিদের প্রতি নিতান্ত সদয়া থাকেন বলিয়া আজি আপনার শরণাগত হইলাম। ৩৪-৩৫

হে দেবি! যাহারা আপনাকে সর্ব্বদা ভাবনা করে, আপনি তাহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া পাপরাশি দূর করেন এবং আপনাকে চিন্তা করিলে যুদ্ধে জয়লাভ, দুর্লভ বিদ্যালাভ, দীর্ঘ আয়ু লাভ ও উৎসাহবিহীন ব্যক্তির উৎসাহ হয় এবং রাজাদের সর্ব্বপ্রকার বাসনাই পূর্ণ হয়। ৩৬

হে দেবি! পুত্রহীনেরা আপনার প্রসাদেই গুণবান্ পুত্র সকল লাভ করে, আপনি একমাত্র সর্ব্ববিষয়েই উৎকৃষ্টা গতি। আপনার সন্নিধানে অপ্রাপ্য কিছুই নাই; এক্ষণে আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন। ৩৭

হে বাসব! মহাভাগ নারদ ভগবতীকে এইরূপে স্তব করিলে পর, তিনি নারদকে সহসা আত্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন। ৩৮

নারদ দেখিলেন, মহাবলা ভগবতী সিংহের উপরে চর্ম্ম, অসি, ধনু, নারাচ, শূল, খট্বাঙ্গ, বজ্র, শক্তি, গজদন্ত, পরশু, মুদ্গর, পাশ, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বীণা, ঘণ্টা, ডমরু প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি দ্বীপি চর্ম্ম-পরিধানা, তিনি অক্ষমালাধারিণী, বরদানোদ্যতা। ৩৯-৪০

এবংরূপা ভক্ত-জননী ভক্তিপ্রদায়িনী পরমপবিত্রা লোকমাতা ভগবতী নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর, বর প্রার্থনা কর, আমি বর প্রদান করিতেছি। ৪১

১। জয়াঞ্চ বিজয়াঞ্চৈব দুর্ল্লভাঞ্চ সুদুর্লভাম্ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
২। কুন্ত ইতি বা পাঠঃ।
৩। পদ্যার্দ্ধমিদং বহুত্র ন দৃশ্যতে।
৪। ভক্তিদা নিত্যম্ ইতি বা পাঠঃ।

ততঃ স প্রণত উচে ঘোরং দেবি রিপুং বধ।
তথেতি নারদমুক্ত্বা তাবদ্ ঘোরং সমাগতঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যা নারদদর্শনং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

তখন নারদ দেবীর তাদৃশ রূপ সন্দর্শন ও বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণাম করত কহিলেন,—হে দেবি! উপস্থিত ঘোরাসুরকে সংহার করুন, ইহাই আমার মনোগত বাসনা। ভগবতী নারদবাক্যের অনুমোদন করিলেন। সেই অবসরে তথায় ঘোরাসুর আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪২

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্র উবাচ—

নারদস্য বরে দত্তে ঘোরে তত্র সমাগতে।
কিমকুর্ব্বন্তগবতী কিংবা ঘোরো মহাবলঃ ॥ ১
কিঞ্চ লোকপ্রমাণন্তু[১] হতশেষস্য নো বদ ॥ ২
এবং পৃষ্টস্তদা ব্রহ্মা অশেষং বাসবেন তু।
বিস্ময্য কথ্যতে সর্ব্বং দেব্যা ঘোরমহারণম্[২] ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

যদি সংপৃচ্ছসে[৩] শক্র দেবীঘোরস্য সঙ্গরম্।
তং ব্রবীমি যথাবৃত্তং প্রত্যেকং ন তু বাহিনীম্।
বর্ণিতুং শক্যতে শক্র শতৈর্গ্রন্থস্য কোটিভিঃ ॥ ৪
তথাপি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপাৎ কথয়ামি সুরাধিপ ॥ ৫
রথানাং কোটয়স্ত্রিংশৎ সপ্ত লক্ষাস্তথাযুতম্।
কোটিশতানি পঞ্চাশদ্ গজানাং সপ্ততিস্তথা ॥ ৬
লক্ষাযুতসহস্রাণি ষষ্টিঃ পঞ্চাধিকা বিভো ॥ ৭
কোটিলক্ষাণি চাশ্বানাং পঞ্চপঞ্চাশৎ বাসব।
লক্ষা দ্বাত্রিংশ পঞ্চাশৎ সহস্রপরিসংখ্যয়া।
লক্ষা দ্বাসপ্ততিঃ শক্র তথাযুতত্রয়ং ত্রয়ম্ ॥ ৮

ইন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি বলিলেন, ভগবতী দেবর্ষিকে বর প্রদান করিলে পর তথায় ঘোরাসুর আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে বলুন, তখন ভগবতী কি করিয়াছিলেন, ঘোরদৈত্যই বা কি করিল এবং তাহার হতাবশিষ্ট সৈন্য কত সংখ্যাই বা ছিল? তখন ব্রহ্মাকে ইন্দ্র এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেবীর, ঘোরাসুরের ও তদীয় সৈন্যের ব্যাপার সমুদয় কহিতে লাগিলেন। ১-৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবরাজ! তুমি দেবী ও ঘোরের যে সংগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা যেরূপ ঘটিয়াছিল, সেই মত কহিতেছি। হে বাসব! ঐ যুদ্ধে প্রত্যেক সেনার বিষয় শতকোটি গ্রন্থ দ্বারাও বর্ণনা করা যায় না। ৪

তথাপি কিছু সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫

ঐ যুদ্ধে ত্রিশকোটী সাতলক্ষ, এক অযুত রথ। পঞ্চাশ শত কোটি সপ্ততিলক্ষ সহস্র অযুত পঞ্চষষ্টি সংখ্যক গজ সৈন্য। অশ্ব সৈন্যের সংখ্যা লক্ষ-কোটি, বত্রিশলক্ষ পঞ্চাশহাজার পঞ্চান্নটী এবং কোটি কোটি সত্তরলক্ষ, নয় অযুত পদাতি-সৈন্য উপস্থিত ছিল। হে সুরাধিপ! ঘোরাসুরের হতাবশিষ্ট সৈন্যের যে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিলাম, দেবী জয়া ও বিজয়া ইহার দ্বিগুণ সৈন্য ইতিপূর্ব্বে

১। কিং বলং কিং প্রমাণন্তু ইতি পাঠান্তরম্।
২। ঘোরমহাবলমিতি বা পাঠঃ।
৩। যদিদং পৃচ্ছসে ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

হতশেষস্তু ঘোরস্য তিষ্ঠতেঽমরপুঙ্গব।
ঘাতিতং দ্বিগুণমেতজ্জয়াবিজয়াসঙ্গরে ॥ ৯
যমান্তকস্তথা কালদুর্ম্মুখৈর্বজ্রভৈরবৈঃ।
ম্রিয়ন্তে ঘাতিতং দেব্যা মহাকোট্যা হ্যনেকশঃ ॥ ১০

শক্র উবাচ—

হতশেষবলো ব্রহ্মন্ ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ।
ভীতো বা প্রাণরক্ষার্থং কিংবা যুদ্ধমনোঽনুগঃ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

হতশেষবলঃ শক্র ঘোরঃ ক্রোধাগ্নিদীপিতঃ।
চকার মায়াবীং সেনাং হতাহতসহস্রধা ॥ ১২
তাং ঘোরমায়ামনুভূতভূতাং
সেনা যযৌ বাসব সপ্ত লোকান্।
ভূম্যন্তরীক্ষান্ সহসপ্তদ্বীপান্।
পাতাললোকান্তরব্যাপ্তমার্গান্ ॥ ১৩
বিষ্ণুং সমস্তেশসুরেশবন্দ্যং
শক্রং মহামত্ত-মতঙ্গযানম্।
রক্ষোঽনলং বায়ু তথা কুবের-
মীশঞ্চ রুদ্রং জগদীশিতারম্ ॥ ১৪
সোমং রবিং দীপ্তবতাং বরিষ্ঠং
রুদ্রান্ সমস্তান্ হ্যথ বিশ্বদেবান্।
ঋক্ষান্ গ্রহান্ নাগসুসিদ্ধসঙ্ঘান্।
বিদ্যাধরান্ কিন্নরভূতপিতৄন্ ॥ ১৫

যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, যমান্তক, কাল, দুর্ম্মুখ, বজ্র, ভৈরব এই কয় প্রধান সেনাপতি ও বহুকোটী মায়া-সৈন্যও দেবীহস্তে নিহত হইয়াছিল। ৬-১০

ইন্দ্র কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! তখন সেই অসীমপরাক্রমশালী ঘোরাসুর স্বীয় হতাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়প্রযুক্ত প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল কিংবা যুদ্ধকার্য্যেই মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহা বলুন। ১১

ব্রহ্মা কহিলেন—হে বাসব! তখন সেই ঘোর ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যই সহায় রাখিয়া মায়াপ্রভাবে অসংখ্য মায়া সৈন্যের সৃষ্টি করিল। ১২

সেই ঘোর-মায়াসম্ভূত সেনানিচয় ভূরাদি সপ্তলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও পাতাল লোক সমুদয় নিবিড়ভাবে ব্যাপিয়া ফেলিল এবং সকলের প্রভু সুর-পতিরও পূজনীয় ভগবান্ বিষ্ণুকে, ঐরাবতবাহন ইন্দ্র, রাক্ষস, অগ্নি, বায়ু ও কুবের প্রভৃতি দিক্পালদিগকে এবং জগদীশ্বর মহাদেবকে, চন্দ্রকে, তেজস্বীদিগের মধ্যে প্রধান দিবাকরকে এবং সমস্ত রুদ্রগণ, বিশ্বদেব, গ্রহ, নক্ষত্র, নাগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, ভূত ও পিতৃগণ ইহাদের সকলকেই পীড়ন করিয়া দেবী-দিগকেও নিধন করিতে উদ্যোগী হইল। তাহা দেখিয়া মহাদেবেরও চিত্ত

সর্ব্বান্ সমস্তানপি পীড়য়িত্বা
দেব্যস্তথা ঘাতয়িতুং প্রবৃত্তাঃ।
তাঃ ঘোরমায়ামতিমুগ্ধচেতাঃ
শম্ভুস্তথা সংস্মরতে পরাং তাম্ ॥ ১৬

ঈশ্বর উবাচ।

জয় জয় হরিহরকমলাসনার্চ্চিতে নমো দেবি শিবে শম্ভুবক্ত্রোদ্ভবে চণ্ডিকে চণ্ডরূপে সুবক্ত্রে সুনেত্রে সুগোত্রে সুবেশে সুবিম্বাধরোষ্ঠি মহাযোগিনি বর্হিণীব পিচ্ছধ্বজে, তুহিনকর-কুমুদ-ইন্দুসবর্ণাভি-রুগ্রাভিরত্যন্ততীক্ষ্ণাভি-র্দংষ্ট্রাভিঃ সিংহস্যাস্যে ভৈরবি ভীষণি বীরভদ্রে সুভদ্রে শ্মশানপ্রিয়ে পদ্মপত্রেক্ষণে ঘোররূপে জয়ন্তি জয়ে মানসি মানবি মর্ত্ত্যমাতমৃ্গেন্দ্রধ্বজে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে জলনিধি-বরদুন্দুভি-মেঘনির্ঘোষ-হাসমূলে[১] ব্রাহ্মি কৌমারি মাহেন্দ্রি মহেশ্বরি বৈষ্ণবি বারাহি, বায়ুরগ্ন্যম্বুজে হেমকূটে মহেন্দ্রে হিমাদ্রৌ মহীধারিণি বিন্ধ্যসহ্যালয়ে শ্রীগিরৌ সংস্থিতে, হ্রস্বদীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ স্থূললম্বোদরৈ-স্তালজঙ্ঘৈ-র্মহাভৈরবৈঃ প্রমথলক্ষৈর্বৃতে, দিনকর-করকোটি-কল্পান্তবহ্নিপ্রভে হেমবর্ণে সুবর্ণে রতি-প্রীতিদক্ষে মতি-শান্তি-লক্ষ্মী-ধৃতি-ঋদ্ধি-বৃদ্ধি-দ্যুতি-সিদ্ধি-বুদ্ধি-কৃতি[২]-তুষ্টি-পুষ্টি-স্থিতি-সৃষ্টি-বৃষ্টিপ্রিয়ে-বেদমাতে কৃতজ্ঞে[৩] বিধিজ্ঞে কুমারি ধ্রুবে শাশ্বতি তাপনি সাংখ্যযোগোদ্ভবে, বিষধরহলমুষল-পশুপাশানিচক্রাব্জ-খট্বাঙ্গদণ্ডাঙ্কুশানেক-শস্ত্রোদ্যতে, রুদ্রশূলাক্ষসূত্রধনুর্দ্ধারিণি দৈত্যবিদ্রাবণি হারিণি ধারিণি বন্ধনি মোক্ষণি দুরিতানি মারণি কীর্ত্তিবিস্তারিণি দীপ্তিসঞ্জীবনি ভেদনি তাপনি উল্কমুখে উমে চণ্ডিকে ভীমবক্ত্রাম্বুজে ত্রিপুরদহনে হরস্যার্দ্ধস্থিতে ॥ ১৭

নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল এবং তখন তিনি সেই পরাপ্রকৃতি ঘোরমায়াকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৩-১৬

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আপনার পূজা করিয়া থাকেন, আপনি বারংবার জয়যুক্তা হউন। হে শিবে। শিবের মুখ হইতে আপনি উৎপন্না হইয়াছেন। হে চণ্ডরূপিণি চণ্ডিকে। আপনার মুখ, নয়ন, গাত্র ও পরিচ্ছদ অতীব সুন্দর দেখিতেছি, হে মহাযোগিনি! আপনার ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। হে দেবি! আপনার পতাকা-সমূহে ময়ূরীর ন্যায় পিচ্ছ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ রহিয়াছে। হে ভৈরবি! হে ভীষণি! হে বীরভদ্রে। হে শ্মশানবাসিনি! আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রকিরণ ও কুমুদের ন্যায় শুভ্র অতিতীক্ষ্ণ প্রচণ্ড দন্তপংক্তি দ্বারা সিংহমুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, হে ঘোররূপে জয়ন্তি। আপনার নয়নযুগল পদ্মপত্রের মত শোভমান রহিয়াছে। হে জয়ে! হে মানসি! হে মানবি। আপনি নিখিল মানবের জননী এবং পশুরাজ সিংহই আপনার বাহন বলিয়া সিংহধ্বজা বলিয়া উল্লিখিতা হন। হে মাতঃ! আপনি সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং আপনার গম্ভীরস্বর সমুদ্র দুন্দুভি ও মেঘের শব্দকেও ন্যূন করিয়াছেন।

১। স্বনে ইতি পাঠান্তরম্।
২। গতি ইতি পাঠান্তরম্।
৩। কৃষ্ণে ইতি পাঠান্তরম্।

বিদ্যুদুল্কামুখি কৃষ্ণমূর্দ্ধে নবম্যষ্টমীপঞ্চমীপৌর্ণমাসীচতুর্থীতথৈকাদশীকৃষ্ণ-পক্ষোৎসবে ॥ ১৮

ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈর্মুক্তাফলৈঃ পদ্মরাগৈঃ স্ফাটিকৈ র্মণি-মরকতৈ র্বজ্র-বৈদূর্য্য-চামীকরালঙ্কৃতে, নূপুরৈঃ কুণ্ডলৈর্মুকুট-কেয়ূর-হারদ্যুতিবিভূষিতে, হেমরত্নোজ্জ্বলে, বল্কলনালকৌশেয়চীনাম্বরে কনককলসতুল্যেন পীনোন্নতেনা-ভিরম্যেণ হেমাংশুজালোগ্রনিষ্পীড়িতেন স্তনেনোরসা মধ্যতন্নঙ্গযষ্ট্যা নিতম্ব-স্থলেনাভিসংবর্দ্ধনেনাম্বিকে ত্র্যম্বকে[১] নৃত্যমানা সদা শোভসে ॥ ১৯

হে মাতঃ! আপনিই ব্রাহ্মী, গৌরী, মাহেন্দ্রী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশ্বরী ও বারুণী শক্তি এবং আপনি অগ্নি, বায়ু ও জল হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। হে দেবি! আপনি পৃথিবীর ধারণকর্ত্রী হইয়াও হেমকূট, মহেন্দ্র, হিমালয়, বিন্ধ্য, সহ্য ও শ্রীগিরি এই কয় পর্ব্বতে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই যে লক্ষ লক্ষ মহাভীষণ প্রমথগণে বেষ্টিতা রহিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কাহারও দেহ হ্রস্ব, কাহারও বা দীর্ঘ এবং সকলেরই জঙ্ঘা তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ ও সকলেই লম্বোদর। হে মাতঃ! আপনার তেজ কোটি সূর্য্যের কিরণাবলির ন্যায় ও প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় স্ফুরিত হইয়া থাকে। হে দেবি! আপনার রূপ সুবর্ণের মত ভাস্কর। আপনাকে দেখিলে লোকের রতিবিষয়ে গাঢ় আসক্তি জন্মিয়া থাকে। হে দেবি! মতি, শান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, ঋদ্ধি, সম্পদ্, প্রভা, সিদ্ধি, বুদ্ধি সকলিই আপনি। হে প্রিয়ে! আপনি একমাত্র জীবের গতি এবং আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি ও বৃষ্টি এবং আপনি নিত্য-দেবেরও জননী বলিয়া বিধি ও কার্য্য সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি নিত্য-কুমারী ও নিত্য-তাপসী এবং আপনা হইতেই সাংখ্য যোগের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সর্প, হল, মুষল, পশু, পাশ, অসি, চক্র, শঙ্খ, খট্বাঙ্গ, দণ্ড, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র এবং শিবদত্ত ত্রিশূল ও অক্ষমালা এই সকল অসুর সংহার করিবার জন্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে উমে! হে চণ্ডিকে! আপনি এই বিশ্বের সংহার-কর্ত্রী হইয়াও সংসার পালন করিতেছেন এবং আপনিই জীবকে বদ্ধ ও মুক্ত করিয়া থাকেন এবং লোকের পাপরাশি ধ্বংস ও যশোরাশি বিস্তার করিয়া থাকেন এবং নিষ্প্রভ লোকের প্রভা বিস্তার ও সন্তাপ দূর করিয়া থাকেন। হে দেবি! আপনার মুখপদ্ম অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ত্রিপুরদাহকালে আপনি মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭

আপনার মুখকান্তি বিদ্যুৎ এবং উল্কার ন্যায় দীপ্যমান। হে কৃষ্ণমূর্দ্ধে নবমী, অষ্টমী, পঞ্চমী, পৌর্ণমাসী, চতুর্থী এবং একাদশীতিথিতে আপনার উৎসব হয়। ১৮

ইন্দ্রনীল, মহানীল, মুক্তাফল, পদ্মরাগ, স্ফটিক, মরকত, বজ্র, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি এবং সুবর্ণালঙ্কারে আপনি অলঙ্কৃতা। নূপুর, কুণ্ডল, মুকুট, কেয়ূর এবং হার প্রভৃতি অলঙ্কার-শোভায় আপনি সর্ব্বদা বিভূষিতা। আপনি হেম ও রত্ন-প্রভায় সমুজ্জ্বলা। বল্কল, নাল-কৌশেয়, চীনাম্বর প্রভৃতি আপনার পরিধেয়। হে ত্র্যম্বকে! আপনার বক্ষঃস্থল—কনককলসসদৃশ, পীনোন্নত মনোহর স্তনদ্বয়ে শোভিত; বোধ হয় যেন নিষ্পীড়িত স্বর্ণকান্তি একত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

১। নাভিসংবর্দ্ধনে ত্র্যম্বকেঽম্বিকে ইতি কচিৎ পাঠঃ।

বরবৃষভহংসমাতঙ্গলীলাগতিগামিনি, মেরু-সঞ্চালনি সাগরান্ শোষণি পর্ব্বতান্ চূর্ণিনি, কদ্রু সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী বিধাত্রী দিতিস্তার্ক্ষ্যমাতা-জিতেন্দ্রিয়স্য বিদ্রাবণী, ব্রাহ্মি বেতালি কঙ্কালি কপালিনি ভদ্রকালি মহাকালি কালানলে[১] কলিকালে নিষ্কলে ॥ ২০

জয় জয় মঙ্গলোদ্‌ঘুষ্টরাবে ধরণিভি র্মহাসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ সুশব্দৈঃ সহায়ৈঃ সুসন্নদ্ধরঙ্গৈর্দ্ধ-বিমানৈশ্চ দিব্যৈঃ ॥ ২১

গজেন্দ্রে সুনীলৈস্তুরঙ্গৈঃ সুবেশৈঃ সিতৈশ্চাতপত্রৈশ্চ সংছাদিতে অম্বরে রক্তমালে গণৈর্দেবদৈত্যেন্দ্র-যক্ষাপ্সরৈর্বন্দিভিঃ স্তূয়সে ॥ ২২

লোলজিহ্বৈর্ললত্যুগ্রকেশৈঃ শরণ্যে বরণ্যে মহারুক্ষ-ঘণ্টারবোদ্গীতকর্ণোৎ-সবে বেণুবীণা-ধ্বনি-ঃস্তোত্রবাদিত্র-গন্ধর্ব্বনৃত্যপ্রিয়ে, কৃতভুজগবন্ধ-কুণ্ডলোদ্-ঘুষ্টগণ্ডদ্বয়ে, সর্ব্বভূতালয়ে সর্ব্বভূতোত্তমে গৌরি গন্ধারি মাতঙ্গি ধূমেশ্বরি ধর্ম্মকেতুক্রতু-দক্ষবিধ্বংসিনি মহিষমৃত্যুপ্রদে শুম্ভনিশুম্ভমোহনি দীপনি বর্দ্ধণি রেবতি কালকর্ণি সুকর্ণি জগৎসৃষ্টিসংহারকর্ত্রি যোগেশ্বরি সর্ব্বলোকেশ্বরি খেচরি গোচরি চণ্ডি মাতঙ্গি ধূম্রে, শশাঙ্কাননে গিরিবরতনয়ে বরে মন্দ্রমূর্ত্তিমহামূর্ত্তে দিগ্‌ব্যাপিনি সুপ্রসন্নে প্রসন্নে প্রসন্নার্চ্চিতে সুব্রতে গৌতমি কৌশিকি পার্ব্বতি ভূতানিতারি[২] কাত্যায়নি ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বপ্রিয়ে দেবি নিত্যে শুম্ভে ভীমনাদে মহাবায়ুবেগে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘে অসংখ্যাত-বাহূদরানেকবক্ত্রে, বিবিধমৃত্যু-মারীতি শাকম্ভরি, শৈলশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু নিত্যং বত কন্দরবাসিনি ভীমসঙ্গে নিত্যং ত্বমেবোচ্যসে ॥ ২৩

নৃত্যকালে আপনার ক্ষীণামধ্য অঙ্গযষ্টি, নিতম্বস্থল এবং আবর্ত্তস্বরূপ নাভিদেশ অতি মনোহর হয়। ১৯

মত্ত মাতঙ্গ, বৃষভ এবং হংসের ন্যায় আপনার মন্দগতি। আপনি অনায়াসে মেরুসঞ্চালন, সাগরশোষণ ও পর্ব্বতচূর্ণনাদি করিয়া থাকেন। আপনি কদ্রু, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ধাত্রী, বিধাত্রী, দিতি এবং তার্ক্ষ্যমাতা। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেও আপনি বিদ্রাবিত করেন। আপনি ব্রাহ্মী, বেতালী, কঙ্কালী, কপালি, ভদ্রকালী, মহাকালী, কালানলা কালী এবং নিষ্কলাস্বরূপা। ২০

মহাসিদ্ধগণ "জয় জয়" ইত্যাদি সুমধুর মঙ্গলশব্দ করিয়া আপনাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং সুসজ্জিত দিব্যবিমান সকল, সুনীল গজঘটা, সুরজ্জিত তুরঙ্গ এবং শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা আপনি পরিবেষ্টিতা। আপনি রক্তমাল্যে ভূষিতা। দেব, দৈত্য, যক্ষ, অপ্সরা প্রমথাদি বন্দিগণ আপনার স্তব করিতেছে। ২১-২২

হে শরণ্যে! আপনার উগ্রকেশ এবং লোলজিহ্বা সর্ব্বদা চঞ্চল ; মহারুক্ষ ঘণ্টাশব্দেও আপনার কর্ণোৎসব উপস্থিত হয়। আপনি বেণু-বীণাশব্দ, স্তবাদি, বাদ্য, গন্ধর্ব্বদিগের নৃত্য ভালবাসেন। আপনার গণ্ডদ্বয়ে কুণ্ডলিত সর্পনির্ম্মিত কুণ্ডল। আপনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বভূতের আবাসভূমি, আপনি গৌরী, গান্ধারী, মাতঙ্গী, ধূমেশ্বরী (ধৃতকেতু), ধর্ম্মকেতু, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, মহিষাসুর-মৃত্যুদায়িনী, শুম্ভনিশুম্ভমোহিনী, দীপনী, বর্দ্ধনী, কারুকর্ণি (সুকর্ণী) জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী, যোগেশ্বরী, সর্ব্বলোকেশ্বরী, খেচরী, গোচরী, চণ্ডী,

---

১। মহাকালানলে ইতি পাঠান্তরম্।

২। ভূতলেতি ইতি পাঠান্তরম্।

কুবলয়দলনীললোলালসৈর্লোচনৈঃ স্নেহযুক্তৈঃ শ্রুভাক্ষেপবক্ত্রাম্বুজোদ্ভাসিভিঃ কালনির্ণাশিনি কামসন্দীপনি সাধকালোকনি স্বর্গ-পাতালমোক্ষপ্রদে চক্রবর্ত্তিপ্রদে শ্রীধরে পুত্রবৎ পশ্য মাম্ ॥ ২৪

দর্ভব্যোমা (১) গ্নিজিহ্বে ত্রিগুণ্যপ্রমেয়ে ত্বমেবোদধি-বীচির্ভানোঃ সুষুম্না-ঈড়া-পিঙ্গলা-সৌম্যনাড়ী ত্বসৌরমণী কিঙ্কিণী চণ্ডনির্ঘোষঘুষ্টা ত্বমেবোষধী কালনির্ণাশনী জাহ্নবী ত্বং জটাভির্ময়া ধারিতা ঘনঘনঘন-ঘোরগম্ভীরঘোরস্বনে সর্ব্বশস্ত্রোদ্যতে সর্ব্বদেবৈর্বৃতে রক্ষ রক্ষস্ব মাম্ ॥ ২৫

দিব্যমাল্যাম্বরে দিব্যগন্ধানুলিপ্তে ত্বমেব ধার্য্য ভারাঽমৃতা সত্যবাদিন্যজাতা জিতক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠ বিভূত্যাকৃতী কালরাত্রী শচী কামরূপা স্বধাবেশিনী বিঘ্ননির্ণাশনী খ্যাতিনারায়ণী কৃষ্ণপিঙ্গ-প্রগল্ভানিল-ভানিলভ্রামণী। দেব-দৈত্যেন্দ্ররক্ষোরগৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরৈর্বন্দিতে মুনিবরৈঃ সংস্তুতে ভগবতি তব কীর্ত্তনাম্মুচ্যতে কালপাশৈর্নিবদ্ধং সুরৈরেন্দ্রেশ্চ নীতম্ ঋষীন্দ্রৈশ্চ শপ্তং মৃগেন্দ্রৈর্গৃহীতং গজেন্দ্রৈর্বিভিন্নং গ্রহেন্দ্রাভিভূতং খগেন্দ্রৈর্বিলুপ্তং ভুজঙ্গৈশ্চ দষ্টং, জলে চাপি মগ্নং, স্থলে চাপি খিন্নং, বনে চাপি মূঢ়ং, রণে জীয়মানং, শরৈর্ভিন্নদেহং, পরৈঃ সম্মুখস্থং, বিবাদে নিরস্তং, মহাগ্রাহগ্রস্তং তথা বধ্যমানঞ্চ, মাতেব সংরক্ষসে পুত্রবন্নিত্যশঃ ॥ ২৬

মাতঙ্গী, ধূম্রা। হে শশাঙ্কাননে! আপনি গিরিরাজ-কন্যা শ্রেষ্ঠা, মন্ত্রমূর্ত্তি (মহামূর্ত্তি), দিগ্ব্যাপিনী (সুপ্রসন্না, প্রসন্না), প্রসন্নার্চ্চিতা, সুব্রতা, গৌতমী, কৌশিকী, পার্ব্বতী, ভূতালিতারা (ভূতলেড়ী), কাত্যায়নী, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব আপনার প্রিয়। হে দেবি! হে শুভে! হে নিত্যে! হে ভীমনাদে! আপনার বেগ মহাবায়ুসদৃশ। হে অমোঘে! আপনি সরস্বতী, অরুন্ধতী, আপনার বাহু, উদর, মুখ অসংখ্য। আপনি শাকম্ভরী, (মারীভয়াদি বিবিধ মৃত্যুদাত্রী), আপনি উচ্চ শৈলশৃঙ্গে বাস করেন; কখন বা ভয়ানক পর্ব্বত-কন্দরে। লোকে আপনার নানাবিধ নামোল্লেখ করিয়া থাকে। ২৩

আপনার স্নেহযুক্ত লোচনত্রয় কুবলয়সদৃশ নীলবর্ণ চঞ্চল, কখন বা অলস আবার কখন বা (ক্রোধাদিবশে) রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করে। আপনি কালনির্ণাশিনী (যিনি যমভয় নাশ করেন), কাম-সন্দীপনী (কামপ্রদায়িনী কিংবা কামনাদাত্রী) সাধকালোকনী (যিনি সাধকদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন), স্বর্গপাতালমোক্ষপ্রদা (সর্ব্বত্র মোক্ষদান করেন), চক্রবর্ত্তি-প্রদে! (যাঁর প্রসাদে চক্রবর্ত্তিপ্রদ লাভ করিতে পারা যায়), শ্রীধরে! (লক্ষ্মীদায়িনী!) আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখুন। ২৪

দর্ভ (কুশ), ব্যোম, অগ্নি, আপনার জিহ্বা। আপনি ত্রিগুণধারিণী, অপ্রমেয়স্বরূপা, সমুদ্র, সূর্য্যকিরণাদি আপনারই স্বরূপমাত্র। আপনি সুষুম্না, ঈড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ী। আপনার মণিকিঙ্কিণী—প্রচণ্ডশব্দকারিণী। আপনিই কালরোগ-নাশক মহৌষধি। আপনাকেই আমি জাহ্নবীরূপে জটায় ধারণ করিয়াছি। আপনার ঘনঘন গম্ভীর শব্দ ঘনশব্দের ন্যায়। আপনি সর্ব্বদেবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত ও সর্ব্বশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। ২৫

দিব্যমাল্য এবং দিব্যবস্ত্র আপনার পরিধেয়, দিব্যগন্ধ অনুলেপন। আপনি অমৃতস্বরূপা। আপনি সত্যবাদিনী, অজাতা, জিতক্রোধা, অথচ ক্রোধনিষ্ঠা।

১। দর্ভরোমেতি পাঠান্তরম্।

বিবিধকলিকলুষাপাপাপি যে মানবাস্তেঽপি সঞ্চিন্ত্য দেবি ত্বদীয়মুখং পূর্ণচন্দ্রপ্রভং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রত্রয়দ্যোতিতং কুণ্ডলৈর্লোলসংঘৃষ্টগণ্ডদ্বয়ং তেঽপি পাপাৎ প্রমুঞ্চন্তি ॥ ২৭

সংসারঘোরার্ণবে মজ্জমানাংস্তথা শক্রমধ্যগতান্ পানপাত্রস্থিতান্ শৃঙ্খলৈর্বেষ্টিতান্ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতান্ বৃক্ষশাখাগতান্ যন্ত্রসম্পীড়িতান্ তস্করৈরাবৃতান্ ত্রাসি সর্ব্বান্ সদেবান্ সযক্ষান্ সরক্ষান্ সগন্ধর্ব্ব-নাগান্ সবিদ্যাধরান্ সাশ্বিনান্ সগ্রহান্ সপ্তপাতালভূর্লোকদিব্যন্তরীক্ষ-স্থিতান্ ॥ ২৮

নাস্ত্র কুর্য্যাদ্ বিকল্পং মহাদেবী সঞ্চিন্ত্য ত্বাং চণ্ডিকে শিবপুরবরমার্গসোপানমেতন্মহাদণ্ডকং শিবকৃতং ঘোরনিকৃন্তনং পাপনির্ণাশনং সর্ব্বকামপ্রদং নামভিশ্ছন্দসৈঃ সাধকানাং হিতার্থায় সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তিতং সারমুদ্ধৃত্য দধ্নাজ্যমেব যথা। যে পঠন্তি যদা তেষু বক্ষ্যাম্যহং শৃণু। বাজপেয়াশ্বমেধাগ্নিষ্টোম-গোদান-ঋক্-সোমাপানাদিকং যৎ পুণ্যং লভ্যতে, তথা ভূতলে যানি তীর্থানি চান্যানি বা তেষু তীর্থেষু দেবার্চ্চন-স্নানহোমোপবাস-স্তুতি-দানপুণ্যং ব্রতং সর্ব্বমেতৎ ফলং যঃ পঠেদ্দণ্ডকং দণ্ডকেনাপি সিদ্ধো দিবি ক্রীড়তে ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রলোকত্তমে দিব্যযানৈ(১)র্মহাকল্পকোটিসহস্রাণি সিদ্ধৈর্বৃতঃ সাধকঃ ॥ ২৯

আপনি বিভূতি, আকৃতি, কালরাত্রি, শচী, কামরূপা, স্বধা, বেশিনী, বিঘ্ননাশিনী, খ্যাতি, নারায়ণী, কৃষ্ণপিঙ্গা, প্রগল্ভা, অনিলভ্রামণী। দেব, দৈত্যেন্দ্র, রক্ষ, উরগ, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে আপনার স্তব করেন; কারণ, আপনার স্তবাদি কীর্ত্তন করিলে মুক্তি লাভ হয়। যদি কেহ কালপাশে বদ্ধ, সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক নীত, ঋষীন্দ্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, গজেন্দ্র কিংবা মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক নাত হয়; যদি কেহ, সর্পদষ্ট, জলমগ্ন, অরণ্যাদি কোন স্থলে মূর্চ্ছিত, রণপরাজিত কিংবা শত্রুসংগ্রামে বাণদ্বারা আহত হয়; কিংবা যদি কেহ, বিবাদে নিরস্ত, মহাগ্রহগ্রস্ত কিংবা কোন প্রকারে বধ্যরূপে গৃহীত হয়; তাহা হইলে আপনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় নিত্য মাতৃবৎ রক্ষা করেন। ২৬

যে সকল মনুষ্য বিবিধ কলিকলুষ জন্য মহাপাপগ্রস্ত, তাহারাও যদি আপনার পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ-মুখমণ্ডল (চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি—নেত্রস্বরূপ হইয়া যাহার শোভা-সম্পাদন করে; কর্ণস্থিত কুণ্ডল দ্বারা যাঁহার গণ্ডদ্বয় পরিমার্জিত হয়) স্মরণ করে; তবে তাহারাও এই ঘোর সংসার-সমুদ্রে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৭

জলমগ্ন, শত্রুমধ্যগত, পানাসক্ত, শৃঙ্খল-বদ্ধ, ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত, বৃক্ষশাখাদিগত, যন্ত্রসংপীড়িত, তস্করাদিকর্ত্তৃক অভিভূত দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, গ্রহ প্রভৃতি সকলকে আপনি রক্ষা করেন। সপ্তপাতাল, পৃথিবী স্বর্গ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আপনি সকলকে রক্ষা করেন। ২৮

হে মহাদেবি! আপনার মহিমা চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে সংশয় হয় না। মহাদেব-কৃত এই ঘোরনিকৃন্তন, পাপনাশক, মহাদণ্ডক শিবলোকগমনপথের সোপান এবং সর্ব্বকামনা ফল দান করে। দধি মন্থন

১। বিমানৈঃ ইত্যধিকং ক্বচিৎ।

অথ তত্র বিনিপাতকালে ব্রজত্যাদি-কালাগ্নিরুদ্রং শতং হারকং বিংশতিঞ্চাষ্টকোটিসমেতম্ ॥ ৩০

তথা ভূর্ভুবঃস্ব-র্মহজনস্তপঃ-সত্যলোকান্তিকং ব্রহ্মাণ্ডং বিনির্ভিদ্য রুদ্রান্ দ্বিপঞ্চাশসংখ্যাংস্তথা স্তথা তোয়তেজোঽনিলাকাশগুহষ্টকম্ অষ্টষষ্টিমতিক্রম্য স্বং প্রাকৃতং পৌরুষং নিয়তিকালং সমগ্রং সবিদ্যেশ্বরচক্রবর্ত্তিশক্তিফলং (১) বাপি সূক্ষ্ম ত্যজিত্বা ব্রজন্তে ॥ ৩১

পরং যত্র নিত্যং পদং সর্ব্বভূতাধিপং সর্ব্বভূতোত্তমং সর্ব্বগং নিষ্কলং ধ্যানহীনং বিশন্তে তদা ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ঘোরবধে শিবকৃতো দেবীস্তবো
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

করিলে যেরূপ ঘৃত সমুত্থিত হয়, সেইরূপ সাধকদিগের মঙ্গলার্থে সংক্ষেপে ছন্দোবদ্ধ-নামাত্মক এই দণ্ডক কীর্ত্তিত হইল। যাহারা ইহা পাঠ করে, তাহাদের পুণ্যফল বলিতেছি ;—বাজপেয়, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, গোদান, ঋক্, সোমপানাদি দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয় এবং ভূতলে যে সকল তীর্থ আছে, তাহাতে দেবার্চ্চন স্নান, হোম, উপবাস, স্তুতি, দান, ব্রত ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য লাভ হয় ; ইহা পাঠ করিলে, তৎসমুদায় লাভ হয় এবং ইহা পাঠ করিলে, সিদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে। লোকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং নানা দিব্যযান বিমান দ্বারা পরিবৃত হইয়া, সেই সাধক-ব্যক্তি মহাকল্পকোটি সহস্র সুখভোগ করে। ২৯

এইরূপ স্বর্গভোগের পর সংহার আদি কালাগ্নিরুদ্রে প্রবিষ্ট হয়। আট কোটি একশত কুড়ি কালাগ্নিরুদ্রের কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া ভূলোক ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, মহালোক, তপলোক এবং সত্যলোক এই সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমপূর্ব্বক রুদ্রের দ্বিপঞ্চাশৎ পদে অবস্থান করে ; তৎপরে জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন এবং জীব এই আবরণ,—সমুদায়ের অষ্টষষ্টি প্রাকৃত, জৈব, নৈয়তিক এবং কালিক সমগ্র স্থান অতিক্রম করিয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তিত্ব প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম ফলভোগ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতপতি, সর্ব্বভূতোত্তম, সর্ব্বপ্রদ, নিষ্কল, অচিন্ত্য, নিত্য পরমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩০—৩২

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭

১। চক্রবর্ত্তি স্বশক্তিকম্ ইতি পাঠান্তরম্। কচিৎ। ক্বচিচ্চাতঃ পরং "কালার্থাপেক্ষাম" ইত্যাধিকঃ পাঠঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

স্তুতা হ্যেবং পুরা দেবী দেবদেবেন শম্ভুনা।
হিতায় বিষ্ণুশক্রাণামন্যেষামপি দেবতাম্॥ ১
তন্মায়াতমসাচ্ছন্নমশেষং সচরাচরম্।
উদ্দ্যোতিতং ক্ষণেনৈব ভানুনা তু যথা দিবম্॥২
প্রবৃদ্ধশক্তিসংরম্ভাঃ সর্ব্বদেবাঃ সবাসবাঃ।
ববর্ষুঃ পুষ্পমালাভির্ভবান্যাশ্চরণাম্বুজে॥ ৩
অথ তং দনুপতিং ঘোরং প্রারট্‌কালঘনোপমম্
মর্দ্দয়াং বিহসেদ্দেবী সুতীক্ষ্ণৈর্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৪
অর্দ্দিতা শরবর্ষেণ দানবস্য তু বাহিনী
দেবীকরবিমুক্তেন লাঘবেন বলেন চ॥ ৫
নিশ্চেষ্টং দানবং সৈন্যং তদা হ্যাসীৎ পুরন্দর॥ ৬
এবং কাত্যায়নীবাণৈর্নিষ্প্রভং ঘোরজং বলম্।
চক্রবিদ্ধং ন লক্ষেত দানবৈর্বিগতৌজসৈঃ॥ ৭
সুষেণস্তু তদা ক্রুদ্ধো মন্যুমাস্থায় বাসব।
মায়াগজসহস্রস্তু চকার মদবিহ্বলম্॥ ৮
তন্নাদান্মদগন্ধাঢ্যৈর্বলিবৃন্দনিষেবিতান্।
চোদয়ামাস দেব্যায়া জয়ায়া অসুরোত্তমঃ॥ ৯
জয়াপি দানবং বীক্ষ্য সিংহমারোহ ভাস্বরম্॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবদেব শম্ভু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, এবং অন্যান্য দেবগণের হিতের জন্য এইরূপে দেবীর স্তব করিলেন। সূর্য্য উদিত হইলে যেরূপ আকাশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ তমসাচ্ছন্ন নিখিল চরাচর প্রকাশিত হইল, শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ প্রবুদ্ধ হইয়া, ভবানীর চরণাম্বুজে পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১-৩

অনন্তর দেবী, বর্ষাকালীন জলধর-সদৃশ দৈত্যপতি ঘোরকে শাণিত শর দ্বারা সহাস্য বদনে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবী বলপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে যে সকল শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা দানববাহিনী অতিশয় ব্যথিত হইল। তখন দানবসৈন্য নিশ্চেষ্ট হইল, তাহাদের বলবিক্রম কোথায় চলিয়া গেল; ক্রমে ঘোরসৈন্য সকল কাত্যায়নীশরাহত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ৪-৭

হে বাসব; তখন সুষেণ ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র মায়াগজ সৃষ্টি করিল এবং মদমত্ত সেই সমস্ত মায়াগজ, দেবী জয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করিল। ৮-৯

দেবী জয়াও দানব-সৈন্য দেখিয়া সিংহারূঢ় হইয়া সেই গজসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। ১০

গজান্ বিমর্দ্দয়েৎ সর্ব্বান্ বিশীর্ণ ইব (১) দিগ্‌গজা।
গজসৈন্যে হতে শক্র দানবঃ সুরদর্পহা।
আদায় তরসা খড়্গং জায়ায়া সিংহঘাতকম্ ॥ ১১
অথ সিংহে হতে দেবী কৌশিকোপরিসংস্থিতা।
সুষেণস্য শিরশ্ছেদং রথাঙ্গেন তু বাসব ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে সুষেণবধো
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

সুরদর্পহারী দানবগণ, গজ-সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া বেগে খড়্গ লইয়া জয়ার সিংহকে বিনষ্ট করিল। ১১

অনন্তর দেবী সিংহকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাভিভূত হইয়া চক্র দ্বারা সুষেণের শিরচ্ছেদ করিলেন। ১২

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮

১। বিসিনমীবি ইতি পাঠান্তরম্।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

হতে তস্মিন্ মহাদৈত্যে(১)দানবস্য বরূথিনী
নলিনী হিমপাতেন শমিতেব(২) বিভাব্যতে ॥ ১
সুষেণে নিহতে শক্র দৈতেয়ঃ সর্ব্বমর্দ্দকঃ(৩)।
সুষেণসদৃশান্ যোধান্ মায়য়া চক্রিরে বহুন ॥ ২
অজাবিবদনান্ ঘোরান্ সিংহ-শূকর-আননান্।
গজাশ্বরথমারূঢ়াংশ্চর্ম্মখড়্গাকরোদ্যতান্ ॥ ৩
তে সর্ব্বে অজিতাং যোদ্ধুং মহাবলপরাক্রমাঃ।
মকরস্থাং পাশহস্তাং দণ্ডাঙ্কুশকরোদ্যতাম্ ॥ ৪
তে দৃষ্ট্বা অজিতাং সর্ব্বে ন বিব্যথুর্মনাগপি।
অথ তৈঃ কলকলারাবং কৃত্বা দেবীবিচেষ্টিতম্।
দশধা শতধা শক্র তথাযুতকোটিধা(৪) ॥ ৫
দেব্যাঃ শরাসনং চক্রং চিচ্ছিদুর্দনুসত্তমাঃ।
বিমোচ শরজালানি দেবী সর্ব্বৈর্হ্যুপদ্রুতা ॥ ৬
সম্পীড়িতবলাং দৃষ্ট্বা তৃতীয়াঞ্চাপরাজিতাম্।
শমিতুং শরবর্ষেণ দানবানাং ভয়ঙ্করীম্(৫) ॥ ৭

মহাদৈত্য সুষেণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া দানব-সৈন্য, শিশির-বিনষ্ট পদ্মবন সদৃশ শ্রীহীন হইয়া গেল। ১

হে শক্র! সর্ব্বমর্দ্দক দৈত্যপতি, সুষেণকে বিনষ্ট দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াবলে সুষেণ-সদৃশ বহুতর সৈন্য সৃষ্টি করিল। কাহারও ছাগমুখ, কাহারও মেষমুখ, কেহ সিংহমুখ এবং কেহবা শূকরমুখ। মহাবল-পরাক্রম সেই মায়া সৈন্য সকল কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ রথে আরোহণ করিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করত দেবী অজিতার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ২-৩

দেবী তৎকালে পাশহস্তে দণ্ড এবং অঙ্কুশ উদ্যত করিয়া মকরোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। ৪

তাহারা দেবী অজিতাকে তাদৃশ দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইল না। তাহারা কুলকুল শব্দ করিতে করিতে দশধা, শতধা, সহস্রধা, কোটিধা হইয়া দেবীর চেষ্টা নিষ্ফল করিতে লাগিল। সেই সমস্ত মায়াসৈন্য দেবীর শরাসন ও চক্র ছিন্ন ভিন্ন করিল। ৫-৬

দেবী সেই দানবসৈন্য কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই শরজালে পরিপীড়িত হইয়া মায়া-সৈন্য

১। মহামাত্যে ইতি চ পাঠঃ।
২। হিমবাতেন শম্বিতেব ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সুরমর্দ্দকঃ ইতি পাঠ ক্বচিৎ।
৪। মৃদ্যতকোটিধা ইতি পাঠান্তরম্।
৫। শরবর্ষাণি দানবাংশ্চ ভয়ঙ্করীম্ ইতি বহুত্র পাঠঃ।

ঘোরমায়াসমুত্থানা বাহিনী যমপন্থগা।
প্রয়াতা(১) দানবী শক্র গজাশ্বভটপত্তিষু ॥ ৮
নহি সংখ্যা তদা হ্যাসীদ্ বিধববাস্ববলাসু চ ॥ ৯
হতসেনস্তদা ঘোরো বহুমায়াং পুরন্দর।
ইন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুনাং রূপাণি বহুধাসৃজৎ ।। ১০
ইন্দ্রং চন্দ্রেণ সম্পীড্য বিষ্ণুমিন্দ্রং তথৈব চ।
দেবীনাং সম্মুখে দেব্যো দ্বন্দ্বযুদ্ধেন প্রেষয়েৎ (২) ॥ ১১
তাং মায়াং ঘোরজাং দেব্যা জয়াপাশেন পাশিতঃ।
নিকৃত্য শিবপদ্মানি গজৈরিব মহাহ্রদে ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মায়াসৈন্যবধো
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

যমপথের পথিক হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইতে লাগিল। ৭-৮

তৎকালে দানবদিগের রমণীবৃন্দের মধ্যে বিধবার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য হইল। ৯

হে পুরন্দর। ঘোর-সৈন্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে, ঘোর পুনর্ব্বার বহুমায়া সৃষ্টি করিল। মায়াবলে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি স্বরূপ বহু সৈন্য সৃষ্টি করিল। চন্দ্র দ্বারা চন্দ্র, বিষ্ণু দ্বারা বিষ্ণু, ইন্দ্র দ্বারা ইন্দ্র, এমন কি, দেবীর ন্যায় দেবী সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিল। ১০-১১

মহাহ্রদে গজসমূহ যেরূপ পদ্মবন বিদলিত করে, সেইরূপ দেবীও জয়াপাশ দ্বারা ঘোরকৃত সেই সমস্ত মায়া ছিন্ন করিলেন। ১২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

১। প্রপাতা ইতি পাঠান্তরম্।
২। প্রেষকাম ইতি পাঠান্তরম্।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

যাং যাং চকার দৈত্যেন্দ্রো মায়াং মায়াবিদাংবরঃ।
তাং তাং নিকৃন্ততে দেবী নয়ং দেবী(১)যথাগুণঃ ॥ ১
শক্তিত্রয়সমোপেতঃ পৌরুষেণ সমন্বিতঃ।
বলবাহনযুক্তোঽপি দৈবেনৈকেন পীড়িতঃ ॥ ২

শক্র উবাচ—

যদা হি বলবান্ দৈব একঃ শক্রবলং জয়েৎ।
তদা গজাশ্বযোধানাং ব্যর্থতা হ্যনুমীয়তে ॥ ৩
ন ধর্ম্মো নাপি চাধর্ম্মো ন মন্ত্রী ন পুরোহিতঃ।
দৈব এব হি কর্ত্তা তু শুভাশুভফলপ্রদঃ ॥ ৪
অশ্বমেধাদিযজ্ঞা যে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাঃ।
দৈব এব হি কর্ত্তা চেন্ন চ পুণ্যং ন দোষভাক্ ॥ ৫
ভিষক্সাংবৎসরামাত্যৈর্ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্।
কৃষিকর্ম্ম তু বার্ত্তাশ্চ দৈবং সর্ব্বং করোতি চ ॥ ৬
যদেতৎ কথনারম্ভে দেব্যা অদ্যাবতারণম্।
তৎ করোতি বিধির্ব্রহ্মন্ কিমেতদ্ ভবতা কৃতম্।
অনেনৈবানুমানেন শুশ্রূষা বিনয়ো(২)ন হি ॥ ৭

অগস্ত্য উবাচ—

এবং পূর্ব্বং ভবানাহ(৩)শক্র ব্রহ্মস্য দৈবকে।
পৌরুষস্যানুবন্ধায় যত্র তে কমলোদ্ভবঃ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—মায়াধিশ্রেষ্ঠ দৈত্যপতি যে সকল মায়া প্রকাশ করিল, তৎসমস্তই দেবী বিচ্ছিন্ন করিলেন। নীতি, ষড়্গুণ, শক্তিত্রয়, পৌরুষ এবং বলবাহনাদি সম্পন্ন হইলেও একমাত্র দৈব প্রতিকূল হইলে সমস্ত নষ্ট করে। ১-২

ইন্দ্র বলিলেন—দৈব যখন বলবান্ হয়, তখন একাকী শক্রজয় করিতে পারা যায়, হস্তী, অশ্ব, আয়ুধাদি তখন বৃথা। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, মন্ত্রী, পুরোহিত, এ সমস্ত কিছুই নহে, দৈবই শুভাশুভ ফলদান করে। কি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, কি ব্রহ্মহত্যাদি পাতক, কিছুতেই দোষ বা পুণ্য নাই; দৈবই সকলের কর্ত্তা। বৈদ্য, গণক, অমাত্যাদির কিছুই প্রয়োজন নাই; কি কৃষি কর্ম্ম, কি বার্ত্তা (কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য) সমস্তই দৈব হইতে সম্পন্ন হয়। অদ্য এই যে দেবী অবতার গ্রহণ করিলেন, ইহা কি আপনার কর্ম্ম? সমস্তই দৈবাধীন। এক্ষণে ইহাই অনুমান হয় যে শুশ্রূষা ও বিনয়াদি সমস্তই বৃথা। ৩-৭

অগস্ত্য বলিলেন,—হে শক্র! আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট দৈবসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৮

১। ন দেবো যম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। বিজয়া ইতি পাঠান্তরম্।
৩। ভুবানাসীৎ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ—

দৈবং হি সর্ব্বশক্তীনাং বলানাং পরমং বলম্।
চিন্ত্যাঃ সর্ব্বপদার্থাঃ স্যুর্দৈবং কেনাপি চিন্ত্যতাম্॥ ৯
দৈবানুকূলতা শক্র শক্তিপৌরুষচেষ্টিতম্।
ফলতে সর্ব্বলোকানাং কৃষের্বৃষ্টিরিব স্বয়ম্॥ ১০
তথাপি পৌরুষে শক্র যতিতব্যং জিগীষুণা।
ন হি শয্যাগতাং কান্তাং দৈবমেবাবগূহতে॥ ১১
তস্মাৎ পুরুষকারোঽপি সিধ্যত্যেতন্নিয়ামিতঃ।
তথাপি শক্তিযুক্তেন বলায়েতি(১)সমন্বিতৈঃ॥ ১২
পরং পুরুষকারস্য যতিতব্যং সদা বিভো (২)।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো মানবাঃ সুরাঃ॥ ১৩
সর্ব্বে দৈববশাঃ শক্র দৈবোঽপি হি শিবা মতা॥ ১৪
স চ দানবরূপেণ দেবরূপেণ বাসব।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা তনুঃ॥ ১৫
নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বং হন্তি করোতি চ।
তেনেমাং দানবীং মায়াং ঘোরো ঘোরাং প্রচক্রিরে॥ ১৬
এবং ব্রহ্মা পুরা শক্র শক্রেণ সমভাষত।
তাবৎ সা বাহিনী দেব্যা দানবেন বিমর্দ্দিতা॥ ১৭

ব্রহ্মাও পৌরুষ সম্বন্ধে আপনাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে হে শক্র! সর্ব্বশক্তি বলের মধ্যে দৈব পরম বল বটে, কিন্তু দৈবের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। ৯

সকল পদার্থ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, পৌরুষ চেষ্টা করিলে দৈবানুকূলতা শক্তি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষিকার্য্য পৌরুষ সাধ্য, কিন্তু বৃষ্টি স্বতই উপস্থিত হয়। বৃষ্টি না হইলে কৃষি সম্পন্ন হয় না, অথচ বৃষ্টি হইলেও পুরুষকার আবশ্যক; অতএব জিগীষু ব্যক্তি পুরুষকারে যত্ন করিবে। কান্তা শয্যাশায়িনী, ইহা দৈব-কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে আলিঙ্গনাদি করিতে হইলে, স্বীয় চেষ্টা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, দৈব মিলিত হইয়া পুরুষকার সিদ্ধ হয়। তাহার সঙ্গে শক্তি সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র ফললাভ হয়। এই সকল কারণে পুরুষকারের প্রতি সদা যত্ন করিতে হয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, মনুষ্য, অসুর প্রভৃতি সকলেই দৈবের বশীভূত। শিবাও দৈব। দৈবই দানবরূপী, দৈবই দেবরূপী; সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের জন্য দৈবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই জন্যই, এই মায়াবী ঘোরাসুর ঘোর-মায়া প্রকাশ করিতে সমর্থ। ১০-১৬

হে শক্র! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন। এদিকে দানবেরা দেবী বাহিনী সকল বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। ১৭

১। বলায়েতি ইতি পাঠান্তরম্।
২। পদ্যার্দ্ধমিদং ন সার্বত্রিকম্।

তথাস্তং প্রাপিতে সূর্য্যে সন্ধ্যায়াং সমুপস্থিতে।
অজিতা সর্ব্বদেবানামভয়ায় চ প্রেষিতা ॥ ১৮
ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্ররুদ্রাণাং যোগনিদ্রা চ সা স্মৃতা ॥ ১৯
সা রক্ষা পরমা ভূতা(১) কালবঞ্চনকারিকা।
তথাগতা মহাদেবী দেবতারক্ষণে নিশি ॥ ২০
কালোঽপি সার্দ্ধযামে তু যামিনীবিগতে বিভো।
অনেকাকারিণো ভূত্বা বহুমায়ো মহাবলঃ ॥ ২১
প্রাবৃট্‌কালে সমারম্ভী কালনীলালিসপ্রভঃ।
রক্তাক্ষো ভৈরবাকারঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ।
যমবাহনকোটীনাং স হেবৈকো বিনির্ম্মিতঃ ॥ ২২
তস্য সঞ্চরমাণস্য কম্পতে চ বসুন্ধরা।
নিম্নোন্নতানি কুরুতে ভয়ং জগ্মুঃ সুরাসুরাঃ ॥ ২৩
ঘোরো মহাঘোরতনুং বিধায়
দেব্যা সমং জগ্মুর্মহাহবায়।
সংক্রুদ্ধকালানলদীপ্ততেজাং
তাং পশ্যতি সিংহবরে নিবিষ্টাম্ ॥ ২৪
ভয়ানি কুর্ব্বন্ দনুজাধিপস্য
সুরাধিপে চাভয়রূপরূপাম্।
দৈত্যান্তকীং সৃষ্টিকরীং সুরাণা-
মালোক্য দেবীং সহসা তু ঘোরঃ ॥ ২৫
পাদান্তকবহ্নিম্ন গিরীন্ স কৃত্বা
চন্দ্রার্কতারা নিশিরে ধ্বনিত্বা(২) ॥ ২৬

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের অভয়দানের জন্য, দেবী অজিতাকে প্রেরিত করিলেন। ১৮

কালবঞ্চনকারিণী মহাদেবী নিশাকালে দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত সমাগতা হইলেন। ১৯-২০

অর্দ্ধরাত্র গত হইলে বহুমায়া বিস্তৃত করত মহাবল কালও নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল। ২১

অনন্তর সে বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় কাল-নীল প্রভ, ভৈরবাকার মহিষ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তদীয় রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে সুরাসুর সকলেরই ভয় হয়। ২২

তাহার পদভরে বসুধা কম্পিতা হইতে লাগিল, কোন স্থান নিম্ন এবং কোনস্থান উচ্চ হইতে লাগিল। তখন দেবাসুর সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ২৩

ঘোর, মহাঘোর শরীর ধারণ করিয়া দেবীর সহিত মহাযুদ্ধ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইল। সে ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশ হইয়া দেখিল, দেবী সিংহাসনে নিবিষ্ট হইয়া অসুরগণের ভয় ও সুরগণের অভয় উৎপাদন করিতেছেন। যখন সে দেখিল, দেবী দৈত্যকুলের সাক্ষাৎ অন্তক-স্বরূপ এবং দেবগণের সৃষ্টিকারিণী। ২৪-২৫

তখন সে ক্রোধে চরণ দ্বারা পর্ব্বতাদি উৎপাটিত করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারা

১। শববক্ষারামা ভূতা ইতি পাঠান্তরম্।
২। পাদান্তরেম্ন গিরিং নিশিরেম্ন নিত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মোবাচ—

দৈবং হি সর্ব্বশক্তীনাং বলানাং পরমং বলম্।
চিন্ত্যাঃ সর্ব্বপদার্থাঃ স্যুর্দৈবং কেনাপি চিন্ত্যতাম্॥ ৯
দৈবানুকূলতা শক্র শক্তিপৌরুষচেষ্টিতম্।
ফলতে সর্ব্বলোকানাং কৃষের্বৃষ্টিরিব স্বয়ম্॥ ১০
তথাপি পৌরুষে শক্র যতিতব্যং জিগীষুণা।
ন হি শয্যাগতাং কান্তাং দৈবমেবাবগূহতে॥ ১১
তস্মাৎ পুরুষকারোঽপি সিধ্যত্যেতন্নিয়ামিতঃ।
তথাপি শক্তিযুক্তেন বলায়েতি(১)সমন্বিতৈঃ॥ ১২
পরং পুরুষকারস্য যতিতব্যং সদা বিভো (২)।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো মানবাঃ সুরাঃ॥ ১৩
সর্ব্বে দৈববশাঃ শক্র দৈবোঽপি হি শিবা মতা॥ ১৪
স চ দানবরূপেণ দেবরূপেণ বাসব।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা তনুঃ॥ ১৫
নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বং হন্তি করোতি চ।
তেনেমাং দানবীং মায়াং ঘোরো ঘোরাং প্রচক্রিরে॥ ১৬
এবং ব্রহ্মা পুরা শক্র শক্রেণ সমভাষত।
তাবৎ সা বাহিনী দেব্যা দানবেন বিমর্দ্দিতা॥ ১৭

ব্রহ্মাও পৌরুষ সম্বন্ধে আপনাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে হে শক্র! সর্ব্বশক্তি বলের মধ্যে দৈব পরম বল বটে, কিন্তু দৈবের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। ৯

সকল পদার্থ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, পৌরুষ চেষ্টা করিলে দৈবানুকূলতা শক্তি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষিকার্য্য পৌরুষ সাধ্য, কিন্তু বৃষ্টি স্বতই উপস্থিত হয়। বৃষ্টি না হইলে কৃষি সম্পন্ন হয় না, অথচ বৃষ্টি হইলেও পুরুষকার আবশ্যক; অতএব জিগীষু ব্যক্তি পুরুষকারে যত্ন করিবে। কান্তা শয্যাশায়িনী, ইহা দৈব-কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে আলিঙ্গনাদি করিতে হইলে, স্বীয় চেষ্টা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, দৈব মিলিত হইয়া পুরুষকার সিদ্ধ হয়। তাহার সঙ্গে শক্তি সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র ফললাভ হয়। এই সকল কারণে পুরুষকারের প্রতি সদা যত্ন করিতে হয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, মনুষ্য, অসুর প্রভৃতি সকলেই দৈবের বশীভূত। শিবাও দৈব। দৈবই দানবরূপী, দৈবই দেবরূপী; সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের জন্য দৈবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই জন্যই, এই মায়াবী ঘোরাসুর ঘোর-মায়া প্রকাশ করিতে সমর্থ। ১০-১৬

হে শক্র! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন। এদিকে দানবেরা দেবী বাহিনী সকল বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। ১৭

১। বলায়তি ইতি পাঠান্তরম্।
২। পদ্যার্দ্ধমিদং ন সার্বত্রিকম্।

তথাস্তং প্রাপিতে সূর্য্যে সন্ধ্যায়াং সমুপস্থিতে।
অজিতা সর্ব্বদেবানামভয়ায় চ প্রেষিতা ॥ ১৮
ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্ররুদ্রাণাং যোগনিদ্রা চ সা স্মৃতা ॥ ১৯
সা রক্ষা পরমা ভূতা(১) কালবঞ্চনকারিকা।
তথাগতা মহাদেবী দেবভারক্ষণে নিশি ॥ ২০
কালোঽপি সার্দ্ধযামে তু যামিনীবিগতে বিভো।
অনেকাকারিণো ভূত্বা বহুমায়ো মহাবলঃ ॥ ২১
প্রাবৃট্কালে সমারম্ভী কালনীলালিসপ্রভঃ।
রক্তাক্ষো ভৈরবাকারঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ।
যমবাহনকোটীনাং স হ্যেবৈকো বিনির্ম্মিতঃ ॥ ২২
তস্য সঞ্চরমাণস্য কম্পতে চ বসুন্ধরা।
নিম্নোন্নতানি কুরুতে ভয়ং জগ্মুঃ সুরাসুরাঃ ॥ ২৩

ঘোরো মহাঘোরতনুং বিধায়
দেব্যা সমং জগ্মুর্মহাহবায়।
সংক্রুদ্ধকালানলদীপ্ততেজাং
তাং পশ্যতি সিংহবরে নিবিষ্টাম্ ॥ ২৪
ভয়ানি কুর্ব্বন্ দনুজাধিপস্য
সুরাধিপে চাভয়রূপরূপাম্।
দৈত্যান্তকীং সৃষ্টিকরীং সুরাণা-
মালোক্য দেবীং সহসা তু ঘোরঃ ॥ ২৫
পাদান্তকবহ্নিষু গিরীন্ স কৃত্বা
চন্দ্রার্কতারা নিশিরে ধ্বনিত্বা(২) ॥ ২৬

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের অভয়দানের জন্য, দেবী অজিতাকে প্রেরিত করিলেন। ১৮

কালবঞ্চনকারিণী মহাদেবী নিশাকালে দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত সমাগতা হইলেন। ১৯-২০

অর্দ্ধরাত্র গত হইলে বহুমায়া বিস্তৃত করত মহাবল কালও নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল। ২১

অনন্তর সে বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় কাল-নীল প্রভ, ভৈরবাকার মহিষ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তদীয় রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে সুরাসুর সকলেরই ভয় হয়। ২২

তাহার পদভরে বসুধা কম্পিতা হইতে লাগিল, কোন স্থান নিম্ন এবং কোনস্থান উচ্চ হইতে লাগিল। তখন দেবাসুর সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ২৩

ঘোর, মহাঘোর শরীর ধারণ করিয়া দেবীর সহিত মহাযুদ্ধ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইল। সে ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশ হইয়া দেখিল, দেবী সিংহাসনে নিবিষ্ট হইয়া অসুরগণের ভয় ও সুরগণের অভয় উৎপাদন করিতেছেন। যখন সে দেখিল, দেবী দৈত্যকুলের সাক্ষাৎ অন্তক-স্বরূপ এবং দেবগণের সৃষ্টিকারিণী। ২৪-২৫

তখন সে ক্রোধে চরণ দ্বারা পর্ব্বতাদি উৎপাটিত করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারা

১। শববক্কারামা ভূতা ইতি পাঠান্তরম্।
২। পাদান্তরেষু গিরিং নিশিরেষু নিত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

সিংহেন যোদ্ধুং সহসা প্রবৃত্তঃ
সিংহোঽপি তঞ্চাঙ্ঘ্রি নখৈর্বিবিধ্য ॥ ২৭
নখপ্রহারৈর্মহিষস্য কায়ে
অসৃক্-প্রবাহৌঘ-বিনির্গতা যে।
দিবৌকসৈস্তৈঃ সহসা প্রদিষ্টাঃ
কুরুশ্চমালা ইব বধ্যকায়ে ॥ ২৮
তদ্ঘোরশৃঙ্গাগ্রপ্রহারভিন্নো
হরির্ন্ননাদ সহসাবখিন্নঃ।
সংকোপিতং দৈত্যনিপাতঘাতৈ-
র্হরিঃ প্রজঘ্নে নখদংষ্ট্রঘাতৈঃ ॥ ২৯
দেব্যাঃ শিরে মুদ্গরপাশঘাতান্।
ধনুর্মুমোচ শরদণ্ডঘাতান্।
তথাপি নো বাধয়িতুং স শক্তঃ
পঞ্চানন শৃঙ্গহতঃ পপাত ॥ ৩০
তং ঘোরঘাতাহতসিংহরাজং
ভূমৌ গতং ঘোরভটৈঃ প্রদৃষ্টম্।
তে দানবাঃ ক্রোধবশপ্রপন্না
দেবীতনাবস্ত্রবরাণি চিক্ষিপুঃ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বা তু দেবীং তৈঃ পীড়িতাঙ্গীং
নিবারয়েতাং বিজয়া জয়া চ।
নিবারিতে ঘোরবলে সমস্তে
মায়াসমুত্থেন স পাপরূপে (১) ॥ ৩২

প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মহাশব্দে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, সিংহ তাহাকে পাদপ্রহার ও নখরাদি দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। ২৬-২৭

সিংহের নখরাঘাতে মহিষের শরীরের যে রক্ত প্রবাহ সংলগ্ন হইয়াছিল, দেবগণ তাহা বধ্য-শরীরে লম্বমান মালার ন্যায়, দেখিতে লাগিল। ২৮

শত্রুর শৃঙ্গপ্রহারে অবসন্ন হইয়া সিংহ সহসা গভীর শব্দ করিতে লাগিল এবং পুনঃপুনঃ তদীয়াঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নখরাঘাত ও দংষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিল। ২৯

দৈত্যপতি সিংহের সহিত যুক্ত করিতে করিতে দেবীর মস্তকে মুদ্গর, পাশ ও শরাঘাত করিতে লাগিল। সিংহ কিছুতেই তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম হইল না। ৩০

অবশেষে শত্রুর শৃঙ্গাঘাতে সিংহ নিপতিত হইল। ঘোর কর্তৃক আহত সিংহরাজকে ভূপতিত দেখিয়া ঘোর সৈন্য সকলে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবীর শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩১

তাহাদের শরাঘাতে দেবীকে পীড়িতাঙ্গী দেখিয়া বিজয়া ও জয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। মায়া-সমুদ্ভূত ঘোরসৈন্য নিবারিত হইলে ঘোর দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। ৩২

১। মায়াসমুখে তমপাপরূপে ইতি পাঠান্তরম্।

দেবী কৃপাণেন তমাপতন্তং
চিচ্ছেদ গ্রীবাং ধরণীং নিপাত্য।
দৃষ্ট্বা সুরাস্তং নিহতং সুরারিং
পুষ্পাণি দেবীচরণে চ চিক্ষিপুঃ ॥ ৩৩
তস্য শিরশ্ছেদসমুদ্ভবস্তং
রক্তাননং রক্তবিলোচনান্তম্।
ক্রুদ্ধারুণং মুক্তকচং সুঘোরং
কৃপাণপাণিং শতঘোরকারম্।
দেব্যাননং তর্জ্জন-তর্জ্জমানং
শঙ্কাবহং নির্যযুর্দৈবতানাম্ ॥ ৩৪
তং দৃষ্টমাত্রং সহসা তু দেবী
পাশেন সংপাশ্য মুমোচনেন।
শূলেন মূর্দ্ধি সহসা বিভিন্নং
তং মুক্তবীরং অপতদ্ গৃহীতম্ ॥ ৩৫
ঋক্ষাধিপেঽস্তং গতেঽসুরেশো
দৈত্যাধিপঃ প্রেতপথং জগাম ॥ ৩৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ঘোরবধো নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

দেবী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া শাণিত কৃপাণ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবগণ সেই দৈত্যকে নিহত দেখিয়া দেবীর চরণে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহার শিরশ্ছেদন করিবামাত্র শত ঘোরাকার সেই দৈত্য নির্গত হইল। তাহার মুখ ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, ক্রোধে শরীর অরুণবর্ণ, কেশরাশি উন্মুক্ত, হস্তে শাণিত কৃপাণ। দুষ্ট, দেবীর মুখপানে চাহিয়া তর্জ্জন গর্জন করিতে লাগিল দেখিয়া দেবগণের ভয় উপস্থিত হইল। দেবী তাহাকে নির্গত হইতে দেখিবামাত্র, সহসা পাশ দ্বারা বদ্ধ করিলেন এবং মস্তকে শূল বিদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। হে সুরেশ! তারাপতি অস্তগত হইলে, দৈত্যপতি প্রেতপুরে গমন করিল। ৩৩-৩৬

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

হতে ঘোরে মহাবীরে সুরাসুরভয়ঙ্করে।
দেবীমুপাসকা দেবাঃ প্রভৃতা রাক্ষসাস্তথা ॥ ১
আগতা ঘাভিতং দৃষ্ট্বা মহিষং তং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ২
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানা ইন্দ্রচন্দ্রযমানিলাঃ।
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা গ্রহা নাগাঃ সগুহ্যকাঃ ॥ ৩
সমেতাঃ সর্ব্বদেবাস্তে দেবীভক্ত্যা তুতোষিরে।
বরঞ্চ সর্ব্বলোকানাং প্রদদৌ ভয়নাশিনী ॥ ৪
বলিঞ্চ দদ্যুর্ভূতানাং মহিষাজামিষেণ চ ॥ ৫
পুরেষু শঙ্খভের্য্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
হতা দুন্দুভিনাদাশ্চ পটুশব্দাঃ সমর্দ্দলাঃ (১) ॥ ৬
পতাকাধ্বজছত্রাশ্চ ঘণ্টাচামরশোভিতম্।
তদ্দিনং কারয়াঞ্চক্রুর্দেবীভক্তাঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ৭
এবং তস্মিন্ দিনে বৎস ভূতপ্রেতসমাকুলে।
কৃতবান্ সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজাশ্চ শাশ্বতীর্মহান্ ॥ ৮
জলদান্তে আশ্বিনে মাসি মহিষারিনিবর্হিণীম্।
দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু অষ্টমী হ্যর্দ্ধরাত্রিষু।
যে ঘাতয়ন্তি সদা ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ ॥ ৯
বলিঞ্চ যে প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূতবিনাশকম্ (২)।
তেষাস্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎকল্পন্তু শঙ্করী।
ক্রীড়তে বিবিধৈর্ভোগৈ র্দেবলোকে সুদুর্লভে ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরাসুর-ভয়ঙ্কর মহাবীর ঘোরদৈত্য নিহত হইলে, দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই উপাসনা সহকারে দেবীর স্তব করিলেন। ১

সেই সুদুর্জ্জয় মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যম, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য, গ্রহ, নাগ এবং গুহ্যকগণ সম্মিলিত হইয়া ভক্তিবলে দেবীকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই ভয়নাশিনী শিবা সকল লোককেই অভয় প্রদান করিলেন। ২-৪

ভূতগণ মধ্যে মহিষ-ছাগামিষ বলি, দেবীকে তাঁহারা প্রদান করিলেন। ৫

নগরে নগরে শত সহস্র শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি, মর্দ্দল প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিল। ৬

দেবীকে সুরশ্রেষ্ঠগণ, নিজ নিজ নগরে ছত্রধ্বজ পতাকা ঘণ্টা চামর শোভিত করিয়া উড্ডীন করিলেন। ৭

সেই দিন দেবতারা দেবীর অনুচর ভূত, প্রেত দেবগণের সঙ্গে দেবীর শাশ্বতী পূজা করিলেন। ৮

বর্ষা প্রভাতে আশ্বিন মাসে অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে দেবী পূজা করিয়া যাহারা মহিষ ও ছাগ ছেদন করেন, তাঁহারা মহাবলসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ৯

সর্ব্বোপদ্রব-বিনাশক সেই বলি যাঁহারা দেবীকে উৎসর্গ করিয়াছেন,

১। সমদ্দলাঃ ইতি পাঠান্তরম্। ২। বিনায়কঃ ইতি পাঠান্তরম্।

নাধয়ো ব্যাধয়স্তেষাং ন চ শত্রুভয়ং ভবেৎ।
ন চ দেবা গ্রহা দৈত্যা নাসুরা ন চ পন্নগাঃ।
বাধয়ন্তি সুরাধ্যক্ষ দেবীপাদৌ সমাশ্রিতান্ ॥ ১১
যাবদ্ভূর্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নিশনিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি ॥ ১২
শরৎকালে বিশেষেণ আশ্বিনে হ্যষ্টমীষু চ।
মহাশব্দো নবম্যাঞ্চ লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ১৩
এতৎ তে দেবরাজেন্দ্র স্বর্গবাসফলপ্রদম্।
পরাপরবিভাগস্তু ক্রিয়াযোগেণ কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নবমীক্রিয়াসূচনং
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

দেবী তাঁহাদের প্রতি এক শৈবকল্প সন্তুষ্ট থাকেন। তাবৎ তাঁহারা সুদুর্লভ দেবলোকে বিবিধপ্রকার ভোগ করত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১০

আধি ব্যাধি শত্রুভয় কিছুই তাঁহাদের থাকে না। হে সুরশ্রেষ্ঠ। দেবী-পদাশ্রিত ব্যক্তিগণকে দেবতা, গ্রহ, দৈত্য, অসুর বা পন্নগ কেহই পীড়া দিতে পারে না। ১১

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র এবং অপর গ্রহগণ যাবৎ বর্ত্তমান, তাবৎকাল পৃথিবীতে চণ্ডিকাপূজা হইবেই। ১২

শরৎকালে আশ্বিনমাসের গৌরবান্বিত অষ্টমী এবং নবমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী নামে বিশেষতঃ খ্যাত হইবে। ১৩

হে দেবরাজ। এই উপাখ্যান স্বর্গবাসফলপ্রদ। এই ক্রিয়াযোগানুসারে পরাপর বিভাগ কীর্ত্তিত হইল। ১৪

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

চন্দ্রপ্রভা গতা যত্র আস্তে ঘোরঃ প্রতাপবান্।
কৈলাসং পরমং স্থানং নবমেঘশশিপ্রভা ॥ ১
এবং মহাবলং শক্র পুরা দেবারিকণ্টকম্।
হত্বা দেবী বরং প্রাদাদ্ বিষ্ণ্বাদীনাং প্রতোষিতা ॥ ২

ইন্দ্র উবাচ—

আশ্বিনে ঘাতিতে ঘোরে নবমী প্রতিবৎসরম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তাত উপবাসব্রতাদিকম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু শক্র প্রবক্ষ্যামি যথা ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
মহাসিদ্ধিপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥ ৪
সর্ব্বলোকোপকারার্থং বিশেষাদৃষিবৃত্তিষু।
কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণাদ্যৈস্তু ক্ষত্রিয়ৈর্ভূমিপালকৈঃ (১)।
গোধনার্থং বিশৈর্বৎস শূদ্রৈঃ পুত্রসুখার্থিভিঃ ॥ ৫
মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতম্।
কর্ত্তব্যং দেবরাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ ॥ ৬
কন্যাসংস্থে রবৌ শক্র শুক্লামারভ্য নন্দিকাম্।
অযাচী ত্বথ একাশী নক্তাশী অথবা ঘৃতম্ ॥ ৭
প্রাতঃস্নায়ী জিতদ্বন্দ্বস্ত্রিকালং শিবপূজকঃ।
জপহোমসমাযুক্তঃ কন্যকাং ভোজয়েৎ সদা ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্র! দেবী মহাবলপরাক্রান্ত কণ্টকস্বরূপ দেবশত্রু ঘোরকে বিনাশ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করেন। ১-২

ইন্দ্র বলিলেন,—হে পিতামহ! আশ্বিনমাসে ঘোরদৈত্যবিনাশের সেই নবমী তিথিতে প্রতিবৎসর কিরূপ ব্রত উপবাস বিহিত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্র! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি মহাসিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বশত্রুবিনাশন এই ধন্য ধর্ম্মকার্য্য সর্ব্বলোকের উপকারার্থ বিশেষতঃ ঋষি-বৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের উপকারার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেরই কর্ত্তব্য। লোকপালক ক্ষত্রিয়গণও ইহার অনুষ্ঠান করিবেন, বৈশ্যেরা গো-ধনের জন্য, শূদ্রেরা পুত্র ও সুখাদির জন্য। ৪-৫

স্ত্রীলোক সৌভাগ্যের জন্য শিবাদি-অনুষ্ঠিত এই মহাপুণ্য মহাব্রত দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। ৬

হে শক্র! সূর্য্য কন্যা রাশিস্থিত হইলে, শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া অযাচিতাহারী, একভক্ত, নক্তভোজী অথবা জলপায়ী হইয়া থাকিবে। নিত্য

১। লোকপালকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টম্যাং নবগেহানি দারুজানি শুভানি চ।
একং বা বিত্তাভাবেন কারয়েৎ সুরসত্তম ॥ ৯
তস্মিন্ দেবী প্রকর্ত্তব্যা হৈমা বা রজতাপি বা।
মৃদ্বাক্ষী লক্ষণোপেতা খড়্গে শূলেঽথ পূজয়েৎ ॥ ১০
সর্ব্বোপহারসম্পন্নো বস্ত্ররত্নফলাদিভিঃ।
কারয়েদ্রথদোলাদি পূজাঞ্চ বলিদৈবকীম্ ॥ ১১
পুষ্পাদিদ্রোণবিল্বাম্র-জাতী-পুন্নাগ-চম্পকৈঃ।
বিচিত্রাং রচয়েৎ পূজামষ্টম্যামুপবাসয়েৎ ॥ ১২
দুর্গাগ্রতো জপেন্মন্ত্রমেকচিত্তঃ সুভাবিতঃ।
তদর্দ্ধযামিনীশেষে বিজয়ার্থং নৃপোত্তমৈঃ ॥ ১৩
সর্ব্বাঙ্গলক্ষণোপেতং গন্ধপুষ্পস্রগর্চিতম্।
বিধিবৎ কালিকালীতি জপ্ত্বা খড়্গেন ঘাতয়েৎ ॥ ১৪
তস্যোত্থং রুধিরং মাংসং গৃহীত্বা পূতনাদিষু।
নৈর্ঋতায় প্রদাতব্যং মহাকৌশিকমন্ত্রিতম্ ॥ ১৫
তস্যাগ্রতো নৃপঃ স্নায়াচ্ছত্রুং কৃত্বা তু পিষ্টজম্।
খড়্গেন ঘাতয়িত্বা তু দদ্যাৎ স্কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ১৬
ততো দেবীং স্নাপয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ক্ষারসর্পির্জলাদিভিঃ।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরচন্দনৈশ্চার্ঘ্যধূপয়েৎ ॥ ১৭

প্রাতঃস্নান করিবে, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া থাকিবে এবং ত্রিকাল শিবপূজা করিবে। জপ-হোম করিবে এবং নিত্য কুমারী ভোজন করাইবে। ৭-৮

হে সুরসত্তম! অষ্টমীতে নয়টী দারুময় গৃহ প্রস্তুত করিবে, ধনাভাব থাকিলে একটী গৃহই করাইবে। তাহাতে সুবর্ণময়ী, রজতময়ী, মৃন্ময়ী বা দারুময়ী সুলক্ষণা দেবীপ্রতিমা কর্ত্তব্য। অথবা খড়্গে কিংবা শূলেও তাঁহার পূজা করিতে পারো। পূজা করিবে—সর্ব্ব উপহারসম্পন্ন হইয়া এবং বস্ত্র রত্নফলাদি দ্বারা। দুর্গার রথদোলাদিও কর্ত্তব্য। বলিদেব মাত্রেরই পাঠান্তরে রসবর্দ্ধকী পূজা করিবে। ৯-১১

দ্রোণাদি পুষ্প, বিল্ব, আম্র, জাতিপুষ্প, পুন্নাগপুষ্প এবং চম্পকপুষ্প দ্বারা দুর্গার বিবিধ পূজা করিবে। অষ্টমীতে উপবাস করিবে। ১২

দুর্গার অগ্রে একাগ্রচিত্ত ও তন্মনা হইয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিবে, তৎপরে অর্দ্ধরাত্রশেষে, রাজশ্রেষ্ঠগণ বিজয়ের জন্য সুলক্ষণ পঞ্চবর্ষীয় পশুকে গন্ধ, ধূপ ও মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কালি কালি বলিয়া জপ করত খড়্গ দ্বারা বধ করিবে, অনন্তর তদীয় রুধির মাংস মহাকৌশিকমন্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক দেবীর অনুচরগণকে প্রদান করিবে। ১৩-১৫

তাহার অগ্রে রাজা স্নান করিবেন। তৎপরে তণ্ডুলপিষ্ট। (পিটুলি) দ্বারা গঠিত শত্রু খড়্গাচ্ছিন্ন করিয়া স্কন্দ এবং বিশাখ (স্কন্দপুত্র) উদ্দেশে প্রদান করিবে। ১৬

অনন্তর প্রাজ্ঞ-পূজক দেবীকে দুগ্ধ ঘৃত এবং জলাদি দ্বারা স্নান করাইয়া কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর ও চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া ধূপ প্রদান করিবে। ১৭

হৈমানি পুষ্পরত্নানি বাসাংসি নাহতানি চ।
নিবেদ্য সুপ্রভূতস্ত দেয়ং দেব্যাঃ সুভাবিতৈঃ ॥ ১৮
দেবীভক্তাংশ্চ পূজ্যেত কন্যকাঃ প্রমদানি চ।
দ্বিজান্ দীনানুপাসন্নান্ (১) অন্নদানেন প্রীণয়েৎ ॥ ১৯
নন্দাভক্তা নরা যে তু মহাব্রতধরাশ্চ যে।
পূজয়েৎ তান্ বিশেষেণ যস্মাৎ তদ্রূপচর্চ্চিকা ॥ ২০
মাতরাণাঞ্চ দেবীনাং পূজা কার্য্য তথা নিশি।
ধ্বজচ্ছত্রপতাকাদিমুচ্ছ্রয়েচ্চর্চ্চিকাগৃহে ॥ ২১
রথযাত্রাবলিক্ষেপং বটুরাদ্যবরাকুলম্।
কারয়েৎ তুষ্যতে যেন দেবী বস্ত্রনিপাতনৈঃ ॥ ২২
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িকা ॥ ২৩
সর্ব্বেষু সর্ব্ববর্ণেষু তব ভক্ত্যা প্রকীর্ত্তিতা।
কৃত্বাপ্নোতি যশো রাজ্যং পুত্রায়ুর্ধনসম্পদঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নবমীকল্পো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

পুষ্প, সুবর্ণাদিরত্ন, অনাহত বস্ত্র, তদ্গতচিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া ভগবতীকে অর্পণ করিবে। ১৮

দেবীভক্তগণ, কুমারীগণ ও সধবাগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ এবং অপাষণ্ড দরিদ্র ইহাদিগকে অন্নদান করিবে। ১৯

যাঁহারা প্রতিপদ হইতে কৃত-নিয়ম (অথবা দুর্গাভক্ত) এবং যাঁহারা মহাব্রতধারী, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে, যেহেতু উঁহারা ভগবতীরই স্বরূপ (অথবা তাহাই দেবীপূজা ; পাঠান্তর)। ২০

মাতৃগণ ও দেবীগণের পূজা রাত্রিতে কর্ত্তব্য। দেবী-গৃহে ছত্র, ধ্বজ, পতাকা উড়াইবে। রথযাত্রা, বলিক্ষেপণ, উত্তম বাদ্যোদ্যম, স্তব এবং পশুঘাতে দেবীর সন্তোষ সাধন করিবে। ২১-২২

হে সুরশ্রেষ্ঠ। ভক্তিসহকারে পূজা করিলে অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহানবমীতে দেবীপূজা সকলবর্ণেরই সকল অভীষ্টসিদ্ধি করেন। তোমার ভক্তির জন্যই ইহা বলিলাম। এই পূজা করিলে, যশ, রাজ্য, পুত্র, আয়ু, ধন ও সম্পত্তিপ্রাপ্তি হয়। ২৩—২৪

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

১। অপাষণ্ডান্ ইত্যপি পাঠঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

ক্ষীরাশী নন্দিকারভ্য দেব্যা ভক্তিরতো নৃপঃ।
শাকযাবক একাশী প্রাতঃস্নায়ী শিবারতঃ ॥ ১
পূজয়েৎ তিলহোমৈস্তু ঘৃতক্ষীরযবাদিভিঃ।
কার্য্যস্তু দেবীমন্ত্রেণ শৃণু পূজাফলং হরে ॥ ২
মহাপাতকসংযুক্তো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো যস্মাৎ সর্ব্বগতা শিবা ॥ ৩
অন্যো বা ভাবনাযুক্তো অনেন বিধিনা শিবাম্।
স্বয়ং বা অন্যতো বাপি পূজেৎ পূজাপয়েত বা ॥ ৪
ন তস্য ভবতি ব্যাধির্ন চ শত্রুকৃতং ভয়ম্।
নোৎপাতগ্রহদুঃখং বা ন চ রাষ্ট্রং বিনশ্যতি ॥ ৫
সদা সুভাবসম্পন্না ঋতবঃ শুভদা ঘনাঃ।
নিষ্পত্তিঃ শস্যজাতানাং তস্করা ন ভবন্তি চ ॥ ৬
প্রভূতপয়সো গাবো ব্রাহ্মণাঃ স্বক্রিয়াপরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ সর্ব্বা নিবৃত্তবৈরিণো নৃপাঃ ॥ ৭
ফলপুষ্পবতী দেবী বনস্পতির্মহামতিঃ।
ভবতে নাত্র সন্দেহশ্চর্চ্চিকাবিধিপূজনাৎ ॥ ৮
জয়ন্তা মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥ ৯
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ জপহোমস্তু কারয়েৎ ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে দেবীভক্ত মানব, প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া (নবরাত্র) দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, অথবা শাকভোজী, যাবকভোজী অভাবপক্ষে একাহারী মাত্র হইয়া থাকে, প্রাতঃস্নায়ী হয়, ভগবতী-পরায়ণ হইয়া থাকে এবং ঘৃত, দুগ্ধ, যব এবং তিলহোম দ্বারা দেবীমন্ত্র পাঠ করত ভগবতীর পূজা করে, হে ইন্দ্র! তাহার ফলশ্রবণ কর। ১-২

সে ব্যক্তি মহাপাতকী অথবা সর্ব্ববিধ পাতকী হইলেও তাহার সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু শিবা সর্ব্বগতা। ৩

অন্য ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে এই বিধানানুসারে স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা দেবী পূজা করিলে, তাহার রোগ বা শত্রুভয় থাকে না। তাহার উৎপাত গ্রহজনিত বিপত্তি কিংবা রাষ্ট্র নাশ হয় না। ৪—৫

তাহার পক্ষে ঋতু ও অয়ন শুভপ্রদ হইয়া থাকে। শস্যসম্পন্নতা হয়, তস্করের উপদ্রব থাকে না। ৬

গাভী সকল দুগ্ধসম্পন্না হয়। ব্রাহ্মণ নিজধর্ম্মে তৎপর হইয়া থাকেন। স্ত্রী-জাতি পতিব্রতা হয়। রাজগণ বৈরিশূন্য হইয়া থাকেন। ৭

আর বনস্পতি ফলপুষ্পসম্পন্ন হইয়া থাকে; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা কালী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জপ এবং হোম কর্ত্তব্য। ৯-১০

প্রাতঃ সংস্মারিতা বৎস মহিষঘ্নী প্রপূজিতা।
অঘং নাশয়তে ক্ষিপ্রং যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥ ১১
সিংহরূঢ়া ধ্বজে যস্য নৃপস্য রিপুহা উমা।
দ্বারস্থা[1] পূজ্যতে বৎস ন তস্য রিপুজং ভয়ম্॥ ১২
কপিসংস্থা মহামায়া সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
বৃষে যথেপ্সিতং দদ্যাৎ কলসে শ্রেয় উত্তমম্॥ ১৩
হংসে বিদ্যার্থকামাংস্তু বর্হিণে সুতমিষ্টদা।
গরুত্মগা মহামায়া সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥ ১৪
মহিষস্থা মহামারীং শমতে ধ্বজসংস্থিতা।
করিস্থা সর্ব্বকার্য্যেষু নৃপৈঃ কার্য্যা ত্রিশূলিনী॥ ১৫
পদ্মস্থা চর্চ্চিকা রৌপ্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা।
প্রেতস্থা সর্ব্বভয়হা নিত্যং পশুনিপাতনাৎ॥ ১৬
পূজিতা দেবরাজেন্দ্র নীলোৎপলকরা বরা।
ভবতে সিদ্ধিকামস্য চিত্তাগ্রে[2] সংব্যবস্থিতা॥ ১৭
গন্ধপুষ্পার্চ্চিতং কৃত্বা বস্ত্রহোমসুচর্চ্চিতম্।
ফলশালিযবশুচিবর্দ্ধমানবিভূষিতম্॥ ১৮
শোভনে উচ্ছ্রয়ে লগ্নে পতাকাং বা মনোরমাম্।
চামরং কলসং শঙ্খমাতপত্রবিতানকম্।
ভবতে সিদ্ধিকামস্য নৃপস্য শুভদায়কম্॥ ১৯

বৎস! প্রাতঃকালে মহিষমর্দ্দিনীকে ভক্তিভাবে স্মৃতিপথে আনিলে, সূর্য্য-উদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। ১১

যে রাজার ধ্বজে সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি থাকেন, সে রাজার শত্রুনাশ হয়। যাহার দ্বারে সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি থাকেন, তাহার শত্রুভীতি থাকে না। বানরারূঢ়া মহামায়া-মূর্ত্তি সর্ব্বশত্রু-বিনাশের হেতু। বৃষারূঢ়া মূর্ত্তি অভীষ্ট-দায়িনী। ধ্বজকলসস্থিতা দেবীমূর্ত্তি উত্তম মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। ১২-১৩

হংসারূঢ়া দেবীমূর্ত্তি বিদ্যা, অর্থ এবং কাম প্রদান করেন। ময়ূরবাহনা-মূর্ত্তি পুত্র এবং ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। গরুড়স্থিতা মহামায়া সর্ব্বরোগ বিনাশ করেন। ১৪

ধ্বজোপরি মহিষে আরূঢ়া দেবী মহামারী প্রদান করেন। রাজারা ত্রিশূল-ধারিণী গজারূঢ়া, দেবীমূর্ত্তি সর্ব্বকার্য্যেই করিবেন। ১৫

কমলাসনা দেবীমূর্ত্তি আরোগ্য, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং মুক্তি প্রদান করেন। প্রেতাসনা দেবীমূর্ত্তি পশুবলি গ্রহণ করত নিত্যই সর্ব্ববিধ ভয় হরণ করেন। ১৬

হে দেবরাজ! সিদ্ধিকামী ব্যক্তিই দেবীর নীলোৎপলধারিণী প্রশস্তমূর্ত্তি ধ্বজাগ্রে স্থাপিত করেন। ১৭

বসন-কাঞ্চন-ভূষিত, গন্ধপুষ্পার্চ্চিত ফলশালী যব প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত মনোরম পতাকা শোভনলগ্নে উত্থাপন করিবে। চামর, শঙ্খ, ছত্র, চন্দ্রাতপ এসবও ধ্বজার সঙ্গী। এইরূপে দেবীমূর্ত্তি-চিহ্নযুক্ত সজ্জিত ধ্বজ-উত্থাপন—সিদ্ধিকামী রাজার ফলদায়ক। ১৮—১৯

১। অবস্থা ইতি পাঠান্তরম্।
২। জিহ্বাগ্রে ইতি পাঠান্তরম্।

ওঁ নমো বিশ্বেশ্বরি দুর্গে চামুণ্ডে চণ্ডহারিণি।
ধ্বজং সমুচ্ছুয়িষ্যামি বসোর্দ্ধারাং সুখাবহাম্ ॥ ২০
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে চিহ্নবিধির্নাম

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

ধ্বজ-উত্থাপন-মন্ত্রের অর্থ—হে বিশ্বেশ্বরি! যজ্ঞহারিণি! চামুণ্ডে! দুর্গে! পৃথিবীসুখাবহ ধ্বজ উত্থাপন করিতেছি। ২০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

সময়েন ঋতুমাসপক্ষাহাদিক্রমেণ তু।
সূক্ষ্মস্থূলবিভাগেন দেবী সর্ব্বগতা বিভো॥ ১
দ্বাদশৈব সমাখ্যাতাঃ সমাঃ সংক্রান্তিকল্পনাঃ।
সপ্তধা সা তু বোদ্ধব্যা একৈকৈব যথা শৃণু॥ ২
মন্দা মন্দাকিনী ধ্বাঙ্ক্ষী ঘোরা চৈব মহোদরী।
রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপঃ॥ ৩
মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী যথা।
ক্ষিপ্রৈর্ধ্বাঙ্ক্ষীং বিজানীয়াদুগ্রৈর্ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা[১]॥ ৪
চরৈর্মহোদরী জ্ঞেয়া ক্রূরৈঋক্ষৈস্তু রাক্ষসী।
মিশ্রিতা চৈব নির্দ্দিষ্টা মিশ্রিতর্ক্ষৈস্তু সংক্রমে॥ ৫
ত্রিচতুঃপঞ্চ সপ্তাষ্ট নব দ্বাদশ এব চ।
ক্রমেণ ঘটিকা হ্যেতাস্তৎপুণ্যং পারমার্থিকম্॥ ৬
অতীতানাগতা ভোগা নাড্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
সান্নিধ্যং ভবতে তত্র গ্রহাণাং সংক্রমে রবেঃ॥ ৭
ব্যবহারো ভবেল্লোকে চন্দ্রসূর্য্যোপলক্ষিতে॥ ৮
কালোঽপি কলতে সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুণ্যপাপবিভাগেন ফলং দেবী প্রযচ্ছতি॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভো! সর্ব্বগতা দেবী, সূক্ষ্ম-স্থূল-বিভাগক্রমে ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন প্রভৃতি কল্পনা করেন। ১

বৎসরে দ্বাদশ সংক্রান্তি, মন্দ, মন্দাকিনী, ধাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতা ভেদে সংক্রান্তি সাত প্রকার। ধ্রুবগণ দ্বারা সংক্রমে মন্দা, মৃদু দ্বারা মন্দাকিনী, ক্ষিপ্র দ্বারা ধাঙ্ক্ষী, উগ্র দ্বারা ঘোরা, চর দ্বারা মহোদরী, ক্রূরগণ দ্বারা রাক্ষসী এবং মিশ্রিত গণ দ্বারা মিশ্রিতা সংক্রান্তি জানিবে। ২-৪

মন্দা প্রভৃতি সংক্রান্তিতে যথাক্রমে তিন, চারি, পাঁচ, সাত, আট, নয় এবং দ্বাদশ ঘটিকা মুখ্য পুণ্যকাল। ৬

বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে, অতীত অনাগত পঞ্চদশ দণ্ডকালে গ্রহগণ সন্নিহিত হইয়া থাকেন।* ৭

চন্দ্র-সূর্য্যোপলক্ষিত কাল লইয়া লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয়। ৮

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কালই সমস্ত সংহার করে। পুণ্য-পাপ-বিভাগানুসারে দেবী শুভাশুভ ফল দান করেন। ৯

১। ক্ষিরোধ্বাঙ্ক্ষং বিজানীয়াদুগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা ইতি স্মার্ত্তধৃতঃ পাঠঃ।

* দিবসে যে কোন সংক্রান্তি হউক না কেন, সমস্ত দিন পুণ্যকাল হইবে। বিষুব দিন ও ষড়শীতি সংক্রান্তি দিবসে হইলে, সমস্ত দিন পুণ্যকাল, অতীত অনাগত পঞ্চদশ দণ্ড পুণ্যতর কাল; কিন্তু উক্ত পঞ্চদশ দণ্ডের যে অংশ রাত্রিপ্রবিষ্ট হইবে, তাহা পুণ্যকাল মাত্র। রাত্রিসংক্রমণের পুণ্যকাল পরে বলা হইবে।

একধাপি কৃতং তস্মিন্ কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।
ধর্ম্মে বিবর্দ্ধতে হ্যায়ূ রাজ্যং পুত্রসুখানি চ ॥ ১০
অধর্ম্মাদ্ব্যাধিশোকাদি বিষুবায়নসন্নিধৌ।
বিষুবেষু চ যজ্জপ্তং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১১
এবং বিষ্ণুপদে চৈব ষড়শীতিমুখেষু চ ॥ ১২
অয়নেষু বিকল্পোঽয়ং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
যাবদ্বিংশকলা ভুঙ্‌ক্তে তৎ পুণ্যমুত্তরায়ণে।
নিরংশে ভাস্করে দৃষ্টে দিনান্তং দক্ষিণায়নে ॥ ১৩
অর্দ্ধরাত্রে তু সম্পূর্ণে দিব্যপুণ্যমনাগতম্।
সম্পূর্ণে চার্দ্ধরাত্রে তু উদয়েঽস্তমনেঽপি চ ॥ ১৪
মানার্দ্ধং ভাস্করে পুণ্যমপূর্ণে শর্ব্বরীদিনে।
সম্পূর্ণে উভয়োস্তের্য়মতিরেকে পরেঽনি ॥ ১৫
ষড়শীতিমুখেঽতীতে বৃত্তে চ বিষুবদ্বয়ে।
ভবিষ্যত্যয়নে পুণ্যমতীতে চোত্তরায়ণে ॥ ১৬
আদৌ পুণ্যং বিজানীয়াদ্ যদ্যভিন্না তিথির্ভবেৎ।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু বিজ্ঞেয়ঞ্চাপরেঽহনি।
মন্দা বিপ্রজনে শস্তা মন্দাকিন্যাস্ত রাজনি।
ধ্বাঙ্ক্ষী বৈশ্যেষু বিজ্ঞেয়া ঘোরা শূদ্রে শুভাবহা।
মহোদরী তু চৌরাণাং শৌণ্ডিকানাং জয়াবহা।
চণ্ডালপুক্কশানাস্ত যে চান্যে ক্রূরকর্ম্মিণঃ।
সর্ব্বেষাং কারুকাণাঞ্চ মিশ্রিতা ধৃতিবর্দ্ধিনী ॥ ১৭

সংক্রান্তিকালে একগুণ কর্ম্ম করিলে, কোটিগুণ ফল হয়। ধর্ম্মে আয় বৃদ্ধি হয় এবং রাজ্য, পুত্র, সুখ ইত্যাদি লাভ হইতে পারে। ১০

বিষুবায়নাদি সংক্রান্তিকালে অধর্ম্মাচরণ করিলে ব্যাধি-শোকাদি ভোগ করিতে হয়। বিষুব সংক্রান্তিতে যে জপ ও দানাদি করা যায়, তৎসমুদয় অক্ষয় হয়। ১১

এইরূপ বিষ্ণুপদী ষড়শীতি মুখ ও অয়নাদিতেও দানাদি অক্ষয় হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বিংশতি দণ্ড পুণ্যকাল এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ত্রিশ দণ্ড পুণ্য কাল। ১২ – ১৩

দ্বাদশ সংক্রান্তিতেই দণ্ডান্যূন অর্দ্ধরাত্রাভ্যন্তরে সংক্রমণ হইলে পূর্ব্বদিবার্দ্ধ পুণ্য কাল। অর্দ্ধরাত্রে (অর্থাৎ রাত্রির অষ্টম মুহূর্ত্তে) সংক্রমণ হইলে, পূর্ব্ব-দিন-শেষার্দ্ধ ও পরদিন পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্য কাল। অর্দ্ধরাত্রের পর সংক্রমণ হইলে পরদিন-পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। ১৪—১৫

ষড়শীতি ও বিষুব সংক্রান্তিতে সংক্রমণ কালের পর পঞ্চদশ দণ্ড পুণ্যকাল বলা হইয়াছে, তাহা দিবা-সংক্রমণ হইলে সংক্রমণ কালের পূর্ব্ব ত্রিশ দণ্ড এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে যে ত্রিশ দণ্ড পুণ্যকাল বলা হইয়াছে, তাহা সংক্রমণ কালের পরবর্ত্তী ত্রিশ দণ্ড ধরিতে হইবে। (অর্দ্ধরাত্র-সংক্রমণের বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ) যদি সংক্রমণকালে ও পূর্ব্বদিবা একতিথি

নৃপান্ পীড়তি পূর্ব্বাহ্লে মধ্যাহ্নেষু দ্বিজোত্তমান্।
অপরাহ্লে তু সা বৈশ্যাঞ্ছূদ্রাংশ্চাস্তমনে রবেঃ॥ ১৮
পিশাচ্যাশ্চ প্রদোষে তু অর্দ্ধরাত্রে তু রাক্ষসান্।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু পীড্যন্তে নটনর্ত্তকাঃ॥ ১৯
উষঃকালে তু সংক্রান্তৌ হন্তি গোস্বামিনো জনান্।
হন্তি প্রব্রজিতান্ সর্ব্বান্ সন্ধ্যাকালে ন সংশয়ঃ॥ ২০
এতৎ স্থূলবিভাগস্তু ভক্তিকামস্য কীর্ত্তিতম্।
পরমার্থেন যা সংখ্যা কথয়ামি নৃপোত্তম॥ ২১
সুস্থে নরে সুখাসীনে যাবৎ স্পন্দতি লোচনম্।
তস্য ত্রিংশত্তমং ভাগং তৎপরং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ২২
তৎপরাচ্ছতভাগার্দ্ধং ত্রুটিরিত্যভিধীয়তে।
ত্রুট্যাঃ সহস্রভাগার্দ্ধং তৎকালং রবিসংক্রমে॥ ২৩
তৎকালে প্রদ্রবীভূতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ব্যতীপাতেঽপি এবং স্যাদ্ ভবেৎ পুণ্যং সমধিকম্॥ ২৪
তত্র ব্রহ্মাপি সন্দিগ্ধমুবাচ সুরসত্তম।
দানাধ্যয়নজপাদি বিশিষ্টং হোত্রহোমতঃ।
বসোর্দ্ধারা সুলভ্যেত অন্যথা ন কথঞ্চন॥ ২৫

থাকে, তবে পূর্ব্বদিবা-শেষার্দ্ধই পুণ্যকাল হইবে *। ভিন্নতিথি হইলে, পূর্ব্ব-দিবা শেষার্দ্ধ ও পরদিবা পূর্ব্বার্দ্ধ উভয়ই পুণ্যকাল হইবে। অর্দ্ধরাত্রের পর সংক্রমণ হইলে পরদিন পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্যকাল হইবে, মন্দসংক্রান্তি ব্রাহ্মণদিগের প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের মন্দাকিনী, বৈশ্যের ধাঙ্ক্ষী, শূদ্রের ঘোর, তস্কর ও শৌণ্ডিক-দিগের মহোদরী শুভাবহ। চণ্ডাল, পুক্কশ এবং অন্যান্য ক্রূরকর্ম্মা লোকদিগের পক্ষে রাক্ষসী ভাবহা। কারুকারদিগের পক্ষে মিশ্রিতা ধৃতিবর্দ্ধিনী। ১৬—১৭

পূর্ব্বাহ্লে সংক্রান্তি হইলে নৃপতির পীড়া উৎপাদন করে; মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের, অপরাহ্লে বৈশ্যের, অস্তগমন কালে শূদ্রের, প্রদোষকালে পিশাচের, অর্দ্ধরাত্রে রক্ষসের, অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে নট-নর্ত্তকদিগের, উষাকালে গোস্বামীদিগের, সন্ধ্যাকালে প্রব্রজিতগণের পীড়া উৎপাদন করে। ভক্তি কামী লোকদিগের পক্ষে এই স্থূল-বিভাগ কথিত হইল। এক্ষণে পারমার্থিক সংখ্যা বলিতেছি। ১৮-২১

মনুষ্যগণ সুস্থ-শরীরে সুখাসীন হইয়া যে নিমেষ ক্ষেপ করে, তাহার ত্রিংশত্তম ভাগকে "তৎপর" কহে। ২২

"তৎপর"কে শতভাগ করিলে ত্রুটি, ত্রুটির সহস্র ভাগের যে অর্দ্ধভাগ, তৎকালে রবিসংক্রম হয়। ২৩

তৎকালে সচরাচর ত্রৈলোক্য দ্রবীভূত হয়; ইহাকে ব্যতীপাত কহে। ইহাতে কর্ম্ম করিলে সমধিক পুণ্য হয়। ২৪

এই কালে ব্রহ্মাও সন্দিগ্ধ। ইহাতে দান, অধ্যয়ন, জপ, হোম, যজ্ঞ, বসুধারা ইত্যাদি করিলে সমধিক ফললাভ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৫

---

* তিথি ভিন্নই হউক আর অভিন্নই হউক, দক্ষিণায়নে তদ্দিবসীয় শেষ যামদ্বয় এবং উত্তরায়ণে পরদিবসী আদ্য-যামদ্বয় পুণ্যকাল।

দেবী কালগতা বৎস যথা সূক্ষ্মা প্রকীর্ত্তিতা।
সাধকী সর্ব্বকামাণাং মহাভয়বিনাশিনী।
কথিতা তু ময়া সাধু কিং ভূয়ঃ পরিপৃচ্ছসি॥ ২৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে সংক্রান্তিবিধির্নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

বৎস। দেবী কালস্বরূপা ; ইঁহার তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম ; মহাভয়-বিনাশিনী দেবী সর্ব্বকামনা প্রদান করেন। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলাম ; আর তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে ? ২৬

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

বিদ্যাধর উবাচ—

যথা সা সর্ব্বগা দেবী সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদা।
তথাহং শ্রোতুমিচ্ছামি বসোর্দ্ধারাং সুবিস্তরাম্ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

ব্রহ্মণা যা সমাখ্যাতা দেবরাজস্য পৃচ্ছতঃ।
বিধিশ্চ পাপহা শ্রোতুঃ শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ২
বসোর্দ্ধারাস্থিতা দেবী সর্ব্বকামপ্রদায়িকা।
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণু পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩
সর্ব্বেষামেব দেবানাং কথিতা দেবী চোত্তমা।
বিশেষেণ তু বহ্নিস্থা[১] আয়ুরারোগ্যদা মতা ॥ ৪
বিজয়ং ভূমিলাভন্তু প্রিয়ত্বং সর্ব্বমানবান্।
বিদ্যাসৌভাগ্যপুত্রাদি কুণ্ডস্থা সংপ্রযচ্ছতি ॥ ৫
তস্মান্ নৃপেণ ভূত্যর্থং বসোর্দ্ধারাশ্রিতা শিবা।
পূজনীয়া যথাশক্ত্যা চণ্ডী কামফলপ্রদা[২] ॥ ৬
রুদ্রাদিত্যগ্রহা বিষ্ণু-র্বয়ং যক্ষাঃ সকিন্নরাঃ।
হুতাশনমুখাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদাঃ ॥ ৭
গোদানং ভূমিদানঞ্চ রত্নং সর্পিস্তিলানি চ।
দানানি তু মহান্ত্যাহুস্তেষাং ধারা বিশিষ্যতে ॥ ৮

বিদ্যাধর বলিলেন,—সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী যে প্রকার সর্ব্ব-ফল প্রদান করেন, এক্ষণে সেই বসুধারার বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্মা দেবরাজকে ইহা বলিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, বিধাতা তাহার পাপ হরণ করেন। ২

বসুধারাস্থিতা দেবী সর্ব্ব-কাম প্রদান করেন। তাঁহার বিষয় বলিতেছি, তুমি স্বীয় পুণ্য-বর্দ্ধনের জন্য শ্রবণ কর। ৩

দেবতাগণের মধ্যে দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; বিশেষতঃ বহ্নিস্থিতা দেবী, আয়ু এবং আরোগ্য প্রদান করেন। ৪

কুণ্ডস্থিতা দেবী বিজয়, ভূমিলাভ, সর্ব্বলোকের প্রিয়ত্ব, বিদ্যা, সৌভাগ্য এবং পুত্রাদি দান করেন। ৫

অতএব নৃপতিগণ যত্নপূর্ব্বক বসুধারা-স্থিতা দেবীকে পূজা করিবে; তাহাতে তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও কামনাফল লব্ধ হইবে। ৬

রুদ্র, আদিত্য, গ্রহ, বিষ্ণু, যক্ষ, কিন্নর এবং আমরা প্রভৃতি সকলেই হুতাশন দ্বারা দৃষ্ট এবং অদৃষ্টফল দান করি। ৭

গোদান, ভূমি-দান, রত্ন, সর্পি, তিল প্রভৃতি যাবতীয় মহাদান আছে, তন্মধ্যে বসুধারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ৮

১। বৃদ্ধিস্থা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। চাকামস্য ফলপ্রদা ইতি পাঠান্তরম্।

বিপ্রাণাং কোটিকোটীনাং ভোজয়িত্বা তু যৎফলম্।
তদ্বৃত্তনিরতৈঃ শান্তৈরেকেনাপি চ তদ্ভবেৎ ॥ ৯
ব্যতীপাতে ন সন্দেহঃ স চ সূক্ষ্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অয়নে বিষুবে চৈব দিনচ্ছিদ্রে তথৈব চ।
দুষ্প্রাপ্যঃ দানহোমানাং ধারায়াং লভতে নৃপঃ ॥ ১০
তস্মান্ নৃপেণ বৃদ্ধ্যর্থং দৃষ্টাদৃষ্টং জিগীষুণা।
বসোর্দ্ধারা প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বকামজয়াবহা ॥ ১১
সমাং বা অয়নার্দ্ধং বা ঋতুমাসার্দ্ধবাসরম্।
কৃত্বা বিভবরূপেণ শাশ্বতং লভতে ফলম্ ॥ ১২
একাহে অপি যো দেবীং কল্পয়িত্বা হুতাশনে।
পাতয়েৎ সর্পিষো ধারাং স লভেতেঽপ্সিতং ফলম্ ॥ ১৩
দেবীমাতৃসমীপস্থং শিববিষ্ণুসমীপগম্।
পষ্টাঙ্কশৈলদার্ব্বং বা সলিঙ্গসহতোরণম্।
ভানোঃ প্রজাপতের্বাপি বসোর্দ্ধারাগৃহং ভবেৎ ॥ ১৪
চিরন্তনেষু সিদ্ধেষু স্বয়ং বা সংস্কৃতেষু চ।
পর্ব্বতেষু চ দিব্যেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ ॥ ১৫
গুহাসু চ বিচিত্রাসু গৃহগর্ভেষু ভূরিষু।
দত্ত্বা সমীহিতান্ কামান্ বিধিনা লভতে নৃপঃ ॥ ১৬
অথ সামান্যতো গেহং সমসূত্রং জলোন্মুখম্।
বাস্তুসংশুদ্ধিবিন্যাসমেকদেশকরং পরম্ ॥ ১৭
ত্রীণি পঞ্চাথ সপ্ত বা সদশা নব কারয়েৎ।
বিংশৈকং বা বহূনাং বা[১] ত্রিংশদূর্দ্ধং ন কারয়েৎ ॥ ১৮

কোটি কোটি ব্রাহ্মণভোজনের যে ফল, ব্যতীপাতে ধারা দান করিলে একমাত্র তদ্দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়। ৯

অয়ন, বিষুব ও দিনচ্ছিদ্রকালে দান, হোম ও ধারা দ্বারা দুষ্প্রাপ্য ফললাভ হয়। ১০

অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট-শত্রুজয়-নিমিত্ত নৃপতিগণ, সর্ব্বকামদায়িনী এবং জয়াবহা বসুধারা দান করিবে। ১১

বৎসর অথবা অর্দ্ধ বৎসরক্রমে, ঋতু অথবা মাসক্রমে, অর্দ্ধমাস কিংবা দিবসক্রমে বিভবানুসারে ধারা দান করিলে শাশ্বত ফললাভ হয়। ১২

যে ব্যক্তি একদিনও অগ্নিমধ্যে দেবীর কল্পনা করিয়া ঘৃতধারা পাত করে, সে ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হয়। ১৩

দেবী—মাতৃ, শিব এবং বিষ্ণু-সমীপে, শৈল, দরী, (সলিঙ্গ) তোরণ প্রভৃতি ভানু কিংবা প্রজাপতির বসুধারাগৃহ। ১৪

চিরপ্রসিদ্ধ অথবা সংস্কৃত বাসস্থানে, পর্ব্বতে, নদীসঙ্গমে, পর্ব্বত-গুহায়, কিংবা গৃহ-গর্ভে ধারা দান করিলে অভীষ্টফললাভ হয়। ১৫-১৬

সামান্যতঃ গৃহের একদেশে সমসূত্রভাবে ধারা দান করিলে বাস্তুশুদ্ধি হয়। ১৭

তিন, পাঁচ, সাত, নয়, দশ, অধিক দিতে হইলে একুশ সংখ্যক ধারা দিতে হয়। ত্রিশের উর্দ্ধ দেওয়া উচিত নহে। ১৮

১। যাবদেকৈনং ইতি পাঠান্তরম্।

পষ্টাঙ্গশৈলদার্ব্বং বা সলিঙ্গসহতোরণম্ ।
পঞ্চসপ্তানবাস্যং বা গবাক্ষকর্ণিভূষিতম্ ॥ ১৯
সর্ব্বতোভদ্রবিন্যস্তং ক্রমবৃদ্ধ্যা বিবিক্ষিতম্ ।
উর্দ্ধধূমস্য নিষ্কাশং সপ্রকাশং বিশেষতঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে তোরণবিধির্নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

পাঁচ, সাত অথবা নয়টী ধারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করত গবাক্ষাদি প্রদেশে ভূষিত করিয়া সর্ব্বতোভদ্ররূপে বিন্যস্ত করিতে হয়। ১৯-২০

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

সদেবং সগ্রহং কার্য্যমথবা দেবতোরণম্।
তস্য মধ্যে ভবেৎ কুণ্ডং হস্তাদিলক্ষকান্বিতম্।
চতুষ্কমথ বৃত্তং বা পঙ্কজাকৃতি চাথবা।
পৃথিবীজয়দং শক্র বৃত্তং কামফলপ্রদম্॥ ১
পঙ্কজে জয়মারোগ্যং যোগজ্ঞানপ্রদায়কম্।
শেষাঃ কার্য্যবিভাগেন কুণ্ডাঃ কার্য্যা[১] বিজানতা॥ ২
সামান্যং সর্ব্বহোমেষু শক্রকুণ্ডং বরোত্তমম্।
বিস্তারং খাততুল্যন্তু মেখলৈস্ত্রিভির্ভূষিতম্॥ ৩
চত্বারি ত্রীণি দ্বে কুর্য্যাদঙ্গুলং কুণ্ডমানতঃ।
দ্বিগুণান্ দ্বিগুণে কুণ্ডে হোমমাত্রেণ কারয়েৎ॥ ৪
এবং সংসাধয়েদ্বিপ্রস্ততঃ পাত্রং সশৃঙ্খলম্।
হৈম বা রাজতং বাপি তাম্রং বা লক্ষণান্বিতম্॥ ৫
চত্বারি কটকোপেতময়ঃ[২] শৃঙ্খলসংগ্রহম্।
তস্য মধ্যে ভবেদ্রন্ধ্রং কার্যার্দ্ধস্য শলাকয়া॥ ৬

দেবগৃহ বা দেবতোরণের মধ্যে যথাবিহিত হস্তাদি-পরিমিত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। কুণ্ড চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল অথবা পদ্মের ন্যায় হইবে। শাক্র অর্থাৎ চতুষ্কোণ-কুণ্ড পৃথিবীজয়ের মূল, বৃত্তকুণ্ডে ইষ্টসিদ্ধি হয়। ১

আর পদ্মাকার যে কুণ্ড, তাহা জয়, আরোগ্য এবং যোগ-জ্ঞানের প্রযোজক। অন্যবিধ যে সব কুণ্ড আছে, তাহা কার্য্যবিশেষে বিভাজ্য। চতুষ্কোণ কুণ্ড সর্ব্বহোম-সাধারণ এবং সুপ্রশস্ত। কুণ্ডের খাত যতখানি, বিস্তারও ততখানি হইবে।* কুণ্ডে মেখলা (বেষ্টনীবিশেষ) তিনটী হইবে। ২-৩

(এক হস্ত কুণ্ডে) একটি মেখলা বিস্তারে বার অঙ্গুলি, অন্য মেখলা তিন অঙ্গুলি এবং অপর মেখলা দুই অঙ্গুলি হইবে। হোমানুসারে কুণ্ড-পরিমাণ বিশেষে মেখলা-বিস্তারেও পরিমাণ বিশেষ আছে, যেমন, দ্বিগুণ কুণ্ডে মেখলার বিস্তারও দ্বিগুণ হইবে; (দুই হস্ত কুণ্ডে এক মেখলা ৮ অঙ্গুলি চৌড়া, অন্য মেখলা ৬ অঙ্গুলি চৌড়া এবং অপর মেখলা ৪ অঙ্গুলি চৌড়া হইবে।) হোমকর্ত্তা ব্রাহ্মণ এইরূপ করিয়া শৃঙ্খলাসম্পন্ন চারিটি আজ্যস্থালী (ঘৃতপাত্র) করিবে; সেগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং লক্ষণান্বিত হইবে। ৪-৫

আজ্যস্থালীতে লৌহশৃঙ্খল ও বলয় (কড়া) থাকিবে। আজ্যস্থালী পাত্রের মধ্যে স্রুক্‌পাত্র রাখিবে, তাহাতে চতুরঙ্গুলপরিমিত শলাকা দ্বারা ছিদ্র করিবে। অর্দ্ধকর্ষ-পরিমিত ঘৃত পড়িতে পারে, ছিদ্র এইরূপ হইবে। ৭৬

১। কুর্য্যাদ্ভাগ ইতি পাঠান্তরম্।

২। কণ্টকোপেতময়ম্ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,"সহস্র হোমে কুণ্ডের পরিমাণ, এক হস্ত; অযুত হোমে দ্বিহস্ত এবং লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত হইবে; কুণ্ডের পরিমাণ যাহা, খাত-পরিমাণও তাহাই হইবে।" এখানে খাত-পরিমাণ কি হইবে, তাহা উল্লিখিত নাই। রঘুনন্দনের প্রমাণ দেখাইয়া সঙ্গত করিতে হইবে।

হোমোত্থায় প্রমাণেন চতুরঙ্গুলমানয়া।
ঘৃতনিষ্কাশনার্থায় কুর্য্যুঃ সম্যগ্ বিপশ্চিতঃ ॥ ৭
পলৈর্দশভিরর্দ্ধোনৈঃ[১]র্নাড্যৈকা তু যথা ব্রজেৎ।
পঞ্চভিস্তু শতৈর্হে বা সপ্তত্যা চ ষড়গ্রয়া।
যথা পূর্ণা ব্রজেদ্ বৎস তথা কুর্য্যান্ন চান্যথা ॥ ৮
হস্তমাত্রং ভবেদ্ধৈমং শৃঙ্খলং ভুজগাকৃতি।
রন্ধ্রে সূত্রনিবদ্ধঞ্চ অবলম্ব্য অধস্ততঃ।
মণিং বা পঙ্কজং পত্রমশ্বত্থং কারয়েৎ তলে ॥ ৯
এবং কার্য্যানুরূপেণ দ্বিগুণং ত্রিগুণমপি[২] বা।
কুর্য্যাৎ পাত্রং ঘৃতং বেধং প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্[৩]।
উদ্দেশং কিঞ্চিদত্রাপি কথয়ামি নৃপোত্তম।
সমায়ন-ঋতুমাস-পক্ষাহোরাত্রপূর্ব্ববৎ ॥ ১০
লগ্নাদি শোধয়েদ্ বৎস সর্ব্বকামপ্রদো যথা।
ক্ষণিকেষু চ কার্য্যেষু ভক্তিযুক্তং ক্ষণে শুভে।
ক্ষণং দেবী চ দ্রষ্টব্যা যথা সর্ব্বগতা[৪] শিবা।
তত্ত্বভূতা গ্রহা নাগাস্ত্রিগুণাপি শিবাগুণা ॥ ১১
নিত্যনৈমিত্তিকে হোমে মন্ত্রযোগেন দাপয়েৎ।
যো যস্য ভক্তিমাসক্তস্তস্য কুর্য্যাৎ তু সন্নিধিম্[৫] ॥ ১২

অর্দ্ধকর্ষে অর্থাৎ আটত্রিশ কর্ষে সাড়ে নয় পল ঘৃত; এই সাড়ে নয় পল ঘৃত যাহাতে একদণ্ডে পড়িতে পারে এবং ৫৭০ পল ঘৃত এক অহোরাত্রে যথাপ্রমাণে হোমকুণ্ডে পতিত হয়, হে বৎস! তদনুসারে ছিদ্র রাখিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। (দশ কুচে এক মাষা আট মাষায় এক কর্ষ) সুবর্ণময় শৃঙ্খল একহস্তপরিমিত এবং সর্পাকার হইবে; স্রুক্ ছিদ্রে সূত্রের ন্যায় অধোদেশে লম্বমান থাকিবে। অথবা করতলেই মণিময় পাত্র কিংবা পদ্মপত্র অথবা অশ্বত্থপত্র করতলে লইয়া হোম করিবে। ৬-৯

এইরূপ কার্য্যানুসারে, প্রতিষ্ঠাবিধিসম্মত আজ্যস্থালী, ঘৃত এবং স্রুক্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে। হে বৎস! বৎসর অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ ও অহোরাত্রের ন্যায় লগ্নাদিবিশুদ্ধিও অপেক্ষা করিবে। সুবিশুদ্ধ সময়ে আরাধিত হইলে, দেবী সর্ব্ববিধ ইষ্টফল প্রদান করেন। ১০

ক্ষণস্থায়ী কার্য্যসমূহের মধ্যে শুভক্ষণে ভক্তিভাবে সর্ব্বব্যাপিনী শিবাকে একক্ষণের জন্যও অবলোকন করা বিধেয়। পরমা প্রকৃতি শিবা নির্গুণা হইয়াও ত্রিগুণা; তিনি নিখিলতত্ত্ব, গ্রহগণ এবং নাগগণস্বরূপ। ১১

নিত্যনৈমিত্তিক সকলহোমেই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ইঁহার উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে।

১। পলৈর্দশভিরিত্যত্র ফলৈর্দশভিরিতি ক্বচিৎ অর্দ্ধোনৈরিত্যত্র অর্দ্ধানীতি চান্যত্র পাঠান্তরম্।

২। দ্বিগুণম্ ইতি পাঠান্তরম্।

৩। বোধিতম্ ইতি পাঠান্তম্।

৪। পূর্ব্বগতা ইতি পাঠান্তরম্।

৫। যো যস্যেত্যত্র পাপস্যেতি সন্নিধিমিত্যত্র চ সংবিধিমিতি যোঽপ্যস্যা ইতি চ পাঠান্তরাণি।

সগ্রহান্ লোকপালাংস্তু মাতরা ভুজগাম্বিকা।
কল্পয়েৎ সর্ব্বহোমেষু দেবী এতৈর্ব্যবস্থিতা ॥ ১৩
স্থূলরূপা তু তৈস্তুষ্টৈস্তুষ্টা দেবী মহাফলা[১]।
ফলাদিবলিগন্ধাদিং প্রতিষ্ঠাবচ্চ কারয়েৎ ॥ ১৪
যদা সম্পত্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বকালে প্রদাপয়েৎ।
তদা মন্ত্রগ্রহং ভূতান্ লোকপালান্ নিবেশয়েৎ ॥ ১৫
হৈমরাজততাম্রা বা সুনিবেশোপলক্ষিতা।
বস্ত্রপুষ্পবলির্গন্ধদক্ষিণাদি যথাক্রমম্ ॥ ১৬
মাতরা লোকপালানাং গ্রহাণাঞ্চ যথাবিধি।
হৃদয়েন প্রদেয়স্তু মূলমন্ত্রৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ১৭
অথবা সর্ব্বসামান্যাং[২] বৈদিকামপি কারয়েৎ।
অথর্ব্ববিধিনা বৎস পূর্ব্বোক্তং বা যথা পুরা ॥ ১৮
প্রভূতমল্লনৈবেদ্যে-র্ভূরিদক্ষিণসংযুতৈঃ।
কুর্য্যান্মহাপ্রযত্নেন অন্যথা ন কদাচন ॥ ১৯
ছেদে ভয়ং বিজানীয়াৎ তদর্থং তন্ন কারয়েৎ।
সহস্রাহুতিহোমেন যন্ত্রং[৩]তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ২০
মূলমন্ত্রেণ দেব্যায়াঃ শৃঙ্খলং হৃদয়েন তু।
ঘৃতঞ্চ শিরোমন্ত্রেণ শিখায়াং তত্র পাতয়েৎ ॥ ২১

যে ব্যক্তি, দেবীর প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাহার সন্নিধানে তিনি নিশ্চয় আগমন করেন। ১২

নবগ্রহ, দশ লোকপাল, মাতৃগণ এবং উরগাদি সকলকেই হোমকার্য্যে আহুতি দিতে হইবে, কেননা, দেবী ইহাঁদিগের সহিত অবস্থান করেন। ১৩

স্থূলস্বরূপা মহাবলা দেবী ইহাঁদিগের সন্তোষেই সন্তুষ্ট থাকেন। সম্পন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাকালের ন্যায় সকল কালেই ফল, বলি এবং গন্ধ প্রভৃতি প্রদান করিবে। ১৪

তখন ভূতগণের পূজা ও গ্রহগণের আমন্ত্রণ করিয়া সুবর্ণময় রৌপ্যময় অথবা তাম্রময় প্রতিমায় লোকপালগণ এবং গ্রহগণকে যথাবিধি বস্ত্র, গন্ধ. পুষ্প, নৈবেদ্য প্রদান পুরঃসর দক্ষিণা দান করিবে। ১৫-১৬

প্রসিদ্ধ মূলমন্ত্র এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া এই সব উপচার প্রদেয়। ১৭

অথবা অথর্ব্ববিধিসম্মত সর্ব্ব সাধারণ বৈদিক পূজা তাঁহাদের করিবে। বৃহৎ নৈবেদ্য ও প্রচুর দক্ষিণাসহ ইহাদের পূজা করিবে, অন্যরূপে করিবে না। ১৮-১৯

ইহাঁদিগের উদ্দেশ্যে পশু-ঘাতন ভয়াবহ, সুতরাং তাহা করিবে না। সহস্রাহুতি হোমে কুণ্ডনিবেশন কর্ত্তব্য। ২০

দেবীর মূলমন্ত্রে এই কার্য্য হইবে, শৃঙ্খল সম্বন্ধে মন্ত্র 'নমঃ', ঘৃতের মন্ত্র

১। ফলপ্রদা ইতি পাঠান্তরম্।
২। 'সাম্যানাং' 'সামান্যম্' ইতি খ, গ, পুস্তক-পাঠঃ।
৩। 'সোমেন' গ পু. 'মন্ত্র' খ পু।

কবচেন তথা বহ্নিং রক্ষয়িত্বা প্রদাপয়েৎ।
অস্ত্রেণ নেত্র[1] মন্ত্রেণ সর্ব্বং সর্ব্বাসু[2] নিক্ষিপেৎ॥ ২২
লোকপালান্ গ্রহান্ নাগান্ দ্বাদশার্দ্ধেন পূজয়েৎ।
শিবাদ্যান্ সনকাদ্যাংশ্চ দেবাদ্যানপি পূজয়েৎ॥ ২৩
নিত্যেষু চ মহাপ্রাজ্ঞ নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
পঞ্চকানি চ সপ্তানি নবকানি ক্রিয়াদিকৈঃ॥ ২৪
অগ্নের্ধনাশ্চন্দ্র[3] গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চ হুতয়স্তথা।
বিকারাশ্চ শিখা বৎস বোদ্ধব্যাঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধিদাঃ॥ ২৫
তদন্তে চ স্তবং কার্য্যং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্।
যেন সান্নিধ্যমায়াতি সর্ব্বহোমেষু মঙ্গলা॥ ২৬
সহস্রার্চ্চির্মহাতেজা নমস্তে বহুরূপিণে।
নীলকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ পীতবাসায় পাবনে॥ ২৭
স্রুবমেখলধারায় ব্রহ্মণে দহনে নমঃ।
সর্ব্বাশিনে সর্ব্বগতে পাবকায় নমো নমঃ॥ ২৮
দুর্গায় উমারূপায় স্ত্রীলিঙ্গায় সুতেজসে।
বসু-অশ্বিনরূপায় সর্ব্বাহারায় বৈ নমঃ॥ ২৯
ত্বং রুদ্রো ঘোরকর্ম্মণি ঘোরহা পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুস্ত্বং জগতাং পালো ব্রহ্মা সৃষ্টিকরঃ স্মৃতঃ॥ ৩০

বহ্নিজায়া* ঘৃতপাতনের মন্ত্র 'বষট্'। হুঁ মন্ত্র দ্বারা রক্ষণ এবং বৌষট্ মন্ত্র দ্বারা সমস্ত বস্তুই যথা স্থানে স্থাপন করিবে। ২১–২২

লোকপাল গ্রহনাগ শিবাদি দেবতা এবং সনকাদি ঋষিগণকে এবং অন্যান্য দেবগণের হোমপূজা কর্ত্তব্য। ২৩

হে মহাপ্রাজ্ঞ! নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-মাত্রেই পঞ্চাগ্নি, সপ্তাগ্নি বা নবাগ্নি হোম অবশ্যই কর্ত্তব্য। ২৪

অগ্নির বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, আহুতিগ্রহণ ভঙ্গী, বিকার এবং শিখা দ্বারা কার্য্যের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি অনুমেয়। ২৫

তৎপরে সর্ব্বকামপ্রদায়ক স্তব করিবে, এই স্তবের ফলে সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বহোমেই সন্নিহিতা হইয়া থাকেন। ২৬

হে সহস্রার্চ্চিঃ! আপনি মহাতেজা এবং বহুরূপী; আপনাকে নমস্কার। আপনি নীলকণ্ঠ, আপনি শিতিকণ্ঠ, আপনিই পীতবাসা এবং পাবন। ২৭

আপনি স্রুবমেখলাধারী ব্রহ্মরূপী দহন; আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-ভক্ষক, সর্ব্বগত হুতাশন, আপনাকে নমস্কার। ২৮

আপনি দুর্গাস্বরূপ, আপনি উমারূপে স্ত্রীলিঙ্গ, হে সুতেজঃ! আপনি বসুগণ এবং অশ্বিনীকুমার-স্বরূপ; হে সর্ব্বভুক্! আপনাকে নমস্কার। ২৯

আপনিই সংহার কার্য্যে রুদ্র; আপনিই ঘোর দানবঘাতী পরমেশ্বর,

১। 'ত্তেন' স পু।
২। সর্ব্বাস্ত্র গ পু।
৩। অগ্নেশ্চন্দ্রাশ্চ খ পু, অগ্নের্বার্ণাশ্চ ক পু।
* প্রসিদ্ধ নাম করিলাম না।
* চন্দ্র এবং রুদ্রের উভয়েই উত্তরদিক্‌পতি বলিয়া শ অভেদে বর্ণিত।

ত্বঞ্চ সর্ব্বাত্মকে দেব লোকপালতনুস্থিতঃ।
ইন্দ্রায় বহ্নয়ে দেব যমায় পিশিতাশিনে ॥ ৩১
বরুণানিলায় সোমায় ঈশদেবায় বৈ নমঃ ॥ ৩২
সূর্য্যায় চাত্রিপুত্রায় ভূসুতায় বুধায় চ।
বৃহস্পতয়ে শুক্রায় শনে রাহোঽথ কেতবে ॥ ৩৩
সর্ব্বগে গ্রহরূপায় ব্যালমাতঙ্গরূপিণে।
বৃষ্টিসৃষ্টিস্থিতিভূতি-কর্ত্তায় বরদায় চ ॥ ৩৪
নমস্তে স্কন্দমাতস্তে ত্বং পিত্রে চ নমো নমঃ।
কুণ্ডে বা মণ্ডলে বাপি স্থণ্ডিলে বাথ ত্বাং বিভো।
মহানসে বা ত্বাং দেব বহু ইষ্টং লভেন্নরঃ ॥ ৩৫
ঘৃতক্ষীর-রসধান্য-তিলব্রীহি-যবান্ কুশান্।
ভাবায় ভাবিতো বাপি সততং হোময়েঽনলে[১]। ৩৬
এবং বিত্তবিহীনোঽপি নরো বিগতকিল্বিষঃ।
কিং পুনর্নিত্যহোমস্তু বসোর্দ্ধারাং হুতাশনে ॥ ৩৭
সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং প্রদাপয়েৎ।
লোকপালগ্রহাণান্তু ওঙ্কারেণ নমোঽন্তকৈঃ।
স্বৈ স্বৈর্মন্ত্রৈস্তু শেষাণাং হোমং কার্য্যং নৃপোত্তম ॥ ৩৮
অন্নং বিচিত্রং শুদ্ধঞ্চ সংস্কৃতং ঘৃতপায়সৈঃ।
হোময়েদ্ বিধিবদ্ বিপ্রো বলিঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৯

আপনি জগৎপালক বিষ্ণু এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। হে দেব! আপনি সর্ব্বস্বরূপ লোকপালরূপে আপনিই অবস্থিত। আপনিই ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র* এবং ঈশান; আপনাকে নমস্কার। ৩০-৩২।

আপনি সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এই সকল গ্রহস্বরূপী, আপনি সর্ব্বগ, আপনি ব্যাল-মাতঙ্গস্বরূপী; আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা, স্থিতিকর্ত্তা, ঐশ্বর্য্যদায়ক এবং বরপ্রদাতা, আপনাকে নমস্কার। ৩৩-৩৪

আপনি কার্ত্তিকেয়ের পিতামাতাস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে প্রভো! কুণ্ডে, মণ্ডলে, স্থণ্ডিলে অথবা মহানসেও লোকে বহুতর ইষ্টফল-দাতা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৫

ঘৃত, দুগ্ধ, রস, ধান্য, তিল: ব্রীহি, যব, কুশ এই সমস্ত দ্রব্য ভক্তিভাবে অগ্নিতে আহুতি দিবে। ৩৬

ধনহীন ব্যক্তিও এই প্রকার (কদাচিৎ হোম করিয়াও) পাপমুক্ত হইতে পারে; যে নিত্যহোমী ও বসুধারাদায়ী, তাহার কথা আর বলিব কি। ৩৭

সর্ব্বমঙ্গল মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। প্রথম প্রণব এবং শেষে 'নমঃ' এইপ্রকার মন্ত্রে লোকপাল এবং গ্রহগণের হোম করিবে, অন্য দেবগণের হোম স্ব স্ব মন্ত্রদ্বারা কর্ত্তব্য। ৩৮

বিচিত্র বিশুদ্ধ ঘৃতপায়স সংস্কৃত অন্ন দ্বারাও যথাবিধি হোম করিবে এবং বলি প্রদান করিবে। ৩৯

১। জলে ইতি পাঠান্তরম্।

সিতবস্ত্রধরো ভূয়ঃ সবলঃ সহবাহনঃ
প্রজয়েৎ শম্ভুরুদ্রাদীন্ মাতরং পিতরং দ্বিজান্ ॥ ৪০
আচার্য্যান্ ব্রাহ্মণাল্লোকান্ সর্ব্বাশ্রমগতাশ্চ যে।
নটনর্ত্তকবেশ্যাশ্চ কন্যকা বিধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪১
দীনান্ধকৃপণাংশ্চৈব অন্নদানেন পূজয়েৎ ॥ ৪২
এবং নিবেশনং কৃত্বা নিত্যং জপ্যং শতং শতম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়াং স্তবং শান্তিং প্রকীর্ত্তনম্।
ভবতে নৃপরাষ্ট্রস্য পূর্ব্বোক্তফলদায়কম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বসোর্দ্ধারানিবেশনবিধি-
র্নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

অনন্তর শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার শিব-রুদ্রাদি দেবতা, মাতা, পিতা, দ্বিজ এবং আচার্য্যদিগকে পূজা করিবে। ৪০

ব্রাহ্মণ. সর্ব্ববিধ আশ্রমী, নট, নর্ত্তক, কুমারী, বিধবা, দীন, অন্ধ এবং অনাথ ব্যক্তিগণকে যথোচিত সম্মানসহকারে অন্নদান করিবে। ৪১-৪২

এইরূপ শত শত স্থানে বসুধারা নিবেশন করিয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে এই স্তব পাঠ করিলে, সেই রাজার রাজ্যে শান্তি এবং পূর্ব্বকথিত বিবিধ ফল হইয়া থাকে। ৪৩

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ—

তপ্তহাটকবর্ণেন সূর্য্যসিন্দূরকান্তিভৃৎ।
শঙ্খকুন্দেন্দুপদ্মাভো ঘৃতক্ষীরনিভঃ শুভঃ।
জবাভোঽশোকপুষ্পাভো লাক্ষাদরদসন্নিভঃ(১)।
শুভদঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং বিপরীতে হ্যসিদ্ধিদঃ ॥ ১
মেঘদুন্দুভিশঙ্খানাং বেণুবীণাস্বনঃ শুভঃ।
বৃষেন্দ্রনৃপকাকানাং কোকিলাস্বনপূজিতঃ(২)।
মনঃশিলাকুষ্ঠকর্পূর-সীতগন্ধি চ পূজিতঃ ॥ ২
অসচ্ছত্রাভ-গোকুম্ভ-পদ্মাকৃতিকরঃ শুভঃ।
সিংহবর্হিণশ্যেনানাং(৩) চামরাকৃতিরিষ্টিদঃ ॥ ৩
সধূমঘৃতগন্ধী চ মূকঃ ষট্‌চরণোপমঃ।
ছিন্নজ্বালোঽথ বা রৌদ্রো নেষ্টঃ সর্ব্বেষু পাবকঃ ॥ ৪
সুসংহতশিখঃ শস্ত ঊর্দ্ধং বাতেঽপি যাতি যঃ।
লেলিহানঃ শুভঃ কুণ্ডদীপ্তিমান্ বরদোঽনলঃ ॥ ৫
এবংবিধঃ সদা পার্থ যজ্ঞবৈবাহ (৪) স্থাপনে।
যাত্রায়াং শক্রকেতৌ চ সর্ব্বকার্য্যেষু সিদ্ধিদঃ ॥ ৬

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, সূর্য্যবর্ণ, সিন্দূরবর্ণ, শঙ্খ, কুন্দ, চন্দ্র এবং পদ্মের ন্যায় বর্ণ-সম্পন্ন অথবা ঘৃত-দুগ্ধসবর্ণ হোমানল শুভসূচক। জবাবর্ণ, অশোকপুষ্পবর্ণ এবং লাক্ষারস-সন্নিভ হোমানলও সর্ব্বকার্য্যে শুভসূচক। তদ্বিপরীতে কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। ১

মেঘ, দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু এবং বীণার ন্যায় হোমনলশব্দ শুভ সূচক। মহা-বৃষের ন্যায় এবং কোকিলের ন্যায় শব্দও শুভসূচক। মূলোক্ত "নৃপকাকানাং" পাঠটী সুসঙ্গত নহে। হোমানল হইতে মনঃশিলা, কুড় ও কর্পূরের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হইলে শুভফল হইয়া থাকে। ২

ছত্রাকৃতি, কুম্ভাকৃতি, পদ্মাকৃতি ও সিংহ ময়ূর এবং শ্যেনের পুচ্ছাকৃতি হোমানল শুভসূচক। (মূলের 'সীত' 'অসৎ' দুইটী পদ সঙ্গত নহে)। ৩

ধূমব্যাপ্ত, ঘৃতগন্ধি, নিঃশব্দ, ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ, ছিন্ন-শিখ এবং রৌদ্রদর্শন হোমানল শুভসূচক নহে। ৪

ঘন শিখাসমন্বিত ঊর্দ্ধগামী হোমানল শুভসূচক। লেলিহান এবং কুণ্ডপ্রদীপ্ত অগ্নি শুভসূচক। ৫

এই সকল প্রকার অগ্নি যজ্ঞ, বিবাহ, প্রতিষ্ঠা, যাত্রা এবং শক্রধ্বজোৎসব ইত্যাদি সকল কার্য্যেই শুভ। ৬

১। 'রসসমন্বিতঃ' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

২। স্বনপূজিত ইত্যনন্তরং 'কুঙ্কুমাগুরুকর্পূররদরোচনগন্ধি চ' ইতি কতিপয়পুস্তকেষধিকঃ পাঠঃ।

৩। শলানাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

৪। বাহন ইতি পাঠান্তরম্।

ন্যূনা যা বহতে ধারা মানাৎ সর্পির্ন সা শুভা।
নাধিকা শস্যতে বিপ্র দুর্ভিক্ষকলিকারিকা[১] ॥ ৭
ত্রুট্যতে বহমানা যা শময়তে চ হুতাশনম্।
সাপি চান্যং নৃপমিচ্ছেদ্ যাবদ্‌ঘোরায়তে ভুবি[২] ॥ ৮
ঋদ্ধনাদী মহারূপা মনোজ্ঞা প্রিয়কারিকা।
সুবর্ণা হেমবর্ণা চ ধারা রাজ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৯
সন্ততং পততে [৩] যা তু তনোতীব চ পাবকম্।
তনোতি নৃপরাষ্ট্রং সা বসোর্দ্ধারা ন সংশয়ঃ ॥ ১০
সুগন্ধি স্বচ্ছবিমলং কৃমি-কীট-বিবর্জ্জিতম্।
শস্যতে চ বসোর্দ্ধারা সর্পির্গব্যন্তু পূজিতম্ ॥ ১১
অভাবাদ্ গবলাজং বা হোতব্যন্তু সুশোভনম্[৪]।
ঘৃতক্ষৌদ্রপয়োধারা সর্ব্বপীড়ানিবারণী ॥ ১২
গুড়ূচীশকলৈর্হোমং সহকারদলৈঃ শুভৈঃ।
অশ্বত্থমালতীদূর্ব্বা আয়ুরারোগ্যপুত্রদা ॥ ১৩
সৌভাগ্যঞ্চ শ্রিয়ং দেবী প্রযচ্ছত্যবিচারণাৎ।
অর্কাদিনা শুভা বৎস সফলা সর্ব্বকামিকা।
হোতব্যা সর্ব্বকালন্তু সাতত্যাদবিচ্ছেদিনী[৫] ॥ ১৪

ঘৃতধারা যথোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন হইলেও শুভকারক নহে, অধিক থাকিলেও দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধাদির হেতু হইয়া থাকে। ৭

অনলে প্রদীয়মান ঘৃতধারা যদি মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয় বা তদ্দ্বারা অগ্নিশিখা নাশ হয়, তাহা হইলেও, সে রাজার নাশ হয়; তাহা ভূতলের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হয়। ৮

যে ধারা পতিত হইবা মাত্র অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে এবং শব্দযুক্ত করে, তাদৃশ মনোহর পরিমাণানুসারিণী ধারা ইষ্টসাধক হয়। সুবর্ণবর্ণ অথবা উত্তমবর্ণ-সম্পন্ন ধারাও রাজ্য-বৃদ্ধির হেতু। ৯

যে বসুধারা অবিছিন্নভাবে পতিত এবং অগ্নিকে বিস্তৃত করে, তাহাই রাজার রাজ্য-বিস্তারের সূচক। ১০

সুগন্ধি স্বচ্ছ মলহীন, কৃমিকীটবর্জ্জিত গব্যঘৃত বসুধারায় প্রশস্ত। ১১

অভাবে মহিষঘৃত বা ছাগঘৃত দ্বারাও উত্তম হোম করিতে পারে। ঘৃত, মধু এবং দুগ্ধধারা দ্বারা হোমে সর্ব্বপীড়ানিবারণ হয়। ১২

গুড়ূচীখণ্ড এবং আম্রপল্লব দ্বারা হোমেও শুভ হয়। অশ্বত্থ, মালতী এবং দূর্ব্বা দ্বারা হোমে দীর্ঘজীবন, আরোগ্য এবং পুত্রলাভ হইয়া থাকে। ১৩

আর এই সকল বস্তু দ্বারা হোমে ভগবতী তৎক্ষণাৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রদান করেন। বৎস! অর্কপুষ্পাদি দ্বারা হোমও সফল, সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি তাহাতেও হয়। ১৪

১। মারিকারিকা ইতি পাঠান্তরম্।
২। ঘোর পতেৎ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সন্তত দীপ্যতে ইতি কচিৎ পাঠঃ।
৪। ন শোভনম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ।
৫। সাতত্যাজ্জবিচ্ছেদিনা ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বকালং ঘৃতং প্রোক্তং নিমিত্তে চাত্মবিত্তমঃ।
বিশুদ্ধসর্পিষা যানি তানি নাত্র বিবেচয়েৎ ॥ ১৫
জ্বালাবর্ণং শুভং গন্ধং সর্ব্বহোমেষু লক্ষয়েৎ ॥ ১৬
সংযতৈঃ সংযতাহারৈঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগৈঃ।
জপহোমরতৈর্ভূপ ধারা দেয়া চ তদ্বিদৈঃ। ১৭
পাষণ্ডবিকলান্ লুব্ধান্ ধর্ম্মপ্রেতাংস্ত্বসদ্গ্রহান্।
সর্ব্বকালপ্রদায়ী তু ন বদেন্নাবলোকয়েৎ ॥ ১৮
মৃত্যুঞ্জয়মহাতত্ত্ব-চতুঃসপ্তাষ্টজাপিনা।
ভাব্যং বৈ নিত্যহোমে তু অন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ১৯
সামান্যা যা ভবেদ্ধারা অস্মিন্ জপ্যং শতং শতম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসন্ধ্যাসু সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২০
বসু দ্রব্যং ঘৃতমাজ্যং অমৃতং হবিঃ কামিকম্।
তস্য ধারা সদা দেয়া বসোর্দ্ধারা হি সা মতা ॥ ২১
বসুনা স্বর্গকামেণ দক্ষেণ চ মহাত্মনা।
ময়া চ বিষ্ণুনা শক্র রুদ্রেণ চ সহোময়া (১) ॥ ২২
আত্মানঞ্চ স্বরূপেণ ধারায়াস্তু প্রদাপয়েৎ।
দেবী সান্নিধ্যমায়াতি সর্ব্বকামপ্রদায়িকা ॥ ২৩

সর্ব্বকালে তদ্দারা হোম করিলে, শত্রুনাশ হয়। সকল সময়েই, নৈমিত্তিক কার্য্যেও ঘৃত প্রশস্ত। বিশুদ্ধ ঘৃতহোমে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, এসব দ্রব্যে সে ফলের আশা করিবে না। ১৫

শিখা, বর্ণ এবং গন্ধে সকল হোমেই শুভাশুভ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ১৬

হে রাজন্! সংযত সংযতাহার জপহোম পরায়ণ কার্য্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা বসুধারা সম্পাদনীয়। সর্ব্বদা বসুধারাদাননিরত ব্যক্তি পাষণ্ড, বিকল, লুব্ধ, ধর্ম্মবাহ্য এবং অসদ্গ্রহী লোকের সঙ্গে কথা কহিবে না; সেদিকে চাহিবে না। ১৭-১৮

নিত্যহোমে মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র সময়ানুসারে চারিবার, সাতবার এবং আটবার জপ করিয়া নিত্যহোম করিবে; নতুবা তাহা বিফল হইবে। ১৯

এতদ্ভিন্ন সাধারণ বসুধারাতেই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে একশত করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে। ২০

বসু, দ্রব্য, ঘৃত, আজ্য, অমৃত, হবি এবং কামিক (একার্থক শব্দ) ইহার ধারা সর্ব্বদা দিতে হয়, সেই ধারার নামই বসুধারা। ২১

স্বর্গাভিলাষী বসু এবং মহাত্মা দক্ষ এই বসুধারা দিয়াছিলেন। হে শক্র! আমি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা আমরা সকলেই বসুধারাতে স্বরূপতঃ অধিষ্ঠিত হই।* বসুধারা-প্রদানের ফলে সর্ব্বাভীষ্ট-সাধিকা দেবী সন্নিহিতা হইয়া থাকেন। ২২-২৩

১। মহাত্মনা ইতি পাঠঃ।

* ইন্দ্র ব্রহ্ম-সংবাদ—অগস্ত্য নৃপবাহনকে বলিতেছেন; এইজন্য সম্বোধন ও সম্বোধকের দ্বৈবিধ্য দেখা যায়।

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র বসোর্দ্ধারাং প্রপাতয়।
নাতঃ পরতরং পুণ্যং বিদ্যতে নৃপসত্তম।
বসোর্দ্ধারাপ্রদানস্য একাহমপি যম্ভবেৎ ॥ ২৪
নৃপেণায়ুষকামেণ পুত্রদারসুখার্থিনা।
দেয়া ধারা সদা বৎস রিপুনাশায় বুদ্ধিনা ॥ ২৫
বিচ্ছেদো নিত্যহোমস্য ন কার্য্যস্তু কদাচন।
মহাদোষমবাপ্নোতি যে তত্র বিমুখাঃ নরাঃ (১) ॥ ২৬
দ্রব্যাভাবে ঘৃতাভাবে নৃপতস্করজে ভয়ে।
যদি নো বহতে ধারা তদা চ্ছিদ্রং ন বিদ্যতে ॥ ২৭
হোমং কৃত্বা ক্ষমায়েত দেবদেবীং নৃপোত্তম!
পুনঃপ্রাপ্তৌ ভবেদ্ধোমং প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্ ॥ ২৮
মহা আশ্বিনমাসে তু অষ্টমীনবমীষু চ।
কার্ত্তিক্যাং মাঘে চৈত্রে তু চিত্রায়াং রোহিণীষু চ।
বৈশাখ্যাস্তু প্রদাতব্যা জ্যেষ্ঠাং জ্যৈষ্ঠস্য সত্তম।
আষাঢ়ে দ্বাদশীহোম-মষ্টমীপূর্ণিমানভৌ ॥ ২৯
নভস্যে রোহিণী বৎস চতুর্থ্যাং স্কন্দজে দিনে ॥ ৩০
সংক্রান্তিষু চ সর্ব্বাসু গুরুসৌরিভবাসু চ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৩১
শক্রোচ্ছ্রয়ে প্রদাতব্যা জন্মপুষ্যাভিষেচনে।
মার্গে ব্রতনিবন্ধে চ শুভে বা কেতুদর্শনে ॥ ৩২
গ্রহকৃত্যোপসর্গেষু ধারা দেয়া (২) শুভাবহা ॥ ৩৩

হে রাজেন্দ্র! অতএব তুমিও বসুধারা পাতন কর। একদিন বসুধারা দিলে, যে পুণ্য হয়, তাহা হইতে অধিকতর পুণ্যজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। ২৪

হে মতিমন্ বৎস! দীর্ঘজীবনকামী, পুত্রার্থী, দারার্থী, সুখার্থী এবং শত্রুবধাভিলাষী ব্যক্তি সতত বসুধারা প্রদান করিবে। ২৫

নিত্যহোমের বিচ্ছেদ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল মানব নিত্যহোমে বিমুখ; তাহারা মহাদোষ প্রাপ্ত হয়। ২৬

তবে ধনাভাব নিবন্ধন ঘৃতাভাবাদি হইলে, অথবা রাজভয় এবং চৌরভয়-বশতঃ যদি নিত্য বসুধারার ব্যাঘাত হয় ত তাহাতে দোষ নাই। ২৭

হে রাজন্! হোম করিয়া দেবদেবীর ক্ষমাপণ (ক্ষমস্ব করিয়া বিসর্জ্জন) করিবে। পুনরায় সেই দেবদেবীকে আবাহন করিলে, প্রতিষ্ঠা বিধিসম্মত হোমও করিতে হইবে। ২৮

আশ্বিন মাসের মহাষ্টমী, মহানবমী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, মাঘ (মার্গ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত?) ও চৈত্র মাসের চিত্রা ও রোহিণী নক্ষত্র, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের দ্বাদশী; শ্রাবণ মাসে অষ্টমী ও পূর্ণিমা, ভাদ্রমাসে রোহিণী নক্ষত্র এবং চতুর্থী তিথি, স্কন্দষষ্ঠী, সকল সংক্রান্তি, গুরুসঞ্চার, শনিসঞ্চার, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, প্রতিষ্ঠাকর্ম্ম, যজ্ঞ-

---

১। সুরাঃ ইতি বা পাঠঃ।
২। দেব্যা ইতি চ পাঠঃ।

এবং যো বাহয়েদ্ধারাং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
তস্য ভূঃ সিধ্যতে সর্ব্বা সনগা সহসাগরা ॥ ৩৪
অশ্বমেধসমং পুণ্যং দিনহোমাৎ প্রজায়তে।
বাজপেয়শতং রাত্রাবগ্নিষ্টোমশতং তথা ॥ ৩৫
আধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভবন্তি কদাচন।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমিহ চান্তে শিবীভবেৎ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বসোর্দ্ধারাদানবিধির্নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

কর্ম্ম, শক্রধ্বজোৎসব, জন্মতিথি, পুষ্যস্নান, যাত্রা, উপনয়ন অথবা অন্যবিধ আভ্যুদয়িক কর্ম্ম, উৎপাতদর্শন, গ্রহ-উপসর্গ এবং আভিচারিক উপসর্গে শুভাবহ বসুধারা প্রদান করিবে। ২৯-৩৩

যে রাজা এইরূপ শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মানুসারে বসুধারা প্রদান করেন, শৈলসাগর-সমন্বিতা বসুন্ধরা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া থাকেন। ৩৪

দিনহোমে অশ্বমেধ-ফলপ্রাপ্তি হয়, রাত্রিহোমে শত বাজপেয়ফল ও শত অগ্নিষ্টোমফল হইয়া থাকে। তাঁহার কদাচ আধিব্যাধি হয় না, দীর্ঘজীবন, আরোগ্য এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়, শেষে শিবত্বলাভ হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ

শূলিনো ব্রহ্মণা প্রাপ্তমিন্দ্রাচ্চ মম আগতম্।
ময়াপি তে যথা বৃত্তং তথা রাজন্ প্রকাশিতম্॥ ১
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ মহাভয়বিমোক্ষদম্।
মন্ত্রিতং শক্রগোবিন্দ-বাচস্পতিপিতামহৈঃ॥ ২
রুদ্রস্তোত্রং মহাদেব্যা বিষ্ণ্বারাধন-ঘোরজম্।
বধং মহিষরূপস্য ভূমৌ দেব্যবতারণম্॥ ৩
ব্রতং ধ্বজোচ্ছ্রয়ং ধারা মঙ্গলেষু পঠেৎ সদা।
দেব্যায়তনে দেবস্য শঙ্করস্য হরেরপি॥ ৪
গোষ্ঠে চত্বরশৈলে বা গৃহে বা সুমনোরমে।
দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু ভোজয়িত্বা কুমারিকাঃ॥ ৫
তদ্ভক্তিভাবিতান্ বিপ্রান্ সদ্বৃত্তাঞ্ছাস্ত্রতৎপরান্।
যথাশক্ত্যা চ পূজোৎ তান্ হেমবস্ত্রবিভূষণৈঃ॥ ৬
ততস্তান্ স্বস্তি বাচিত্বা পূজয়িত্বা তু পুস্তকম্।
সুগন্ধগন্ধধূপেন পুষ্পমাল্যৈঃ সচন্দনৈঃ॥ ৭
ঘণ্টাচামরশোভাঢ্যে দর্পণৈরুপশোভিতে।
দুকূলবস্ত্রাভরণে দণ্ডযন্ত্রৈর্নিবেশয়েৎ॥ ৮
বাচকং পূজয়িত্বা তু যথাবিভববিস্তরৈঃ।
বাচয়েৎ তু ততো রাজন্ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৯
তদন্তে শান্তিশব্দস্তু জনস্য সনৃপস্য চ।
গোব্রাহ্মণপ্রজানাস্তু বনস্পতিমুখেষু চ॥ ১০
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবালানাং সর্ব্বমেব শুভং ভুবঃ॥ ১১

অগস্ত্য বলিলেন,—এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মা শিবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মার নিকট এবং আমি ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজন্! এই বৃত্তান্ত যথাবৎ প্রকাশ করিলাম। ১

ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও মহাভয়নাশ করে। ইন্দ্র, গোবিন্দ, বাচস্পতি এবং পিতামহ ইহা মন্ত্রিত করিয়াছেন। ২

ব্রত, ধ্বজোচ্ছ্রায়, ধারা এবং মঙ্গলকার্য্যে রুদ্রস্তোত্র, মহাদেবী ও বিষ্ণুর আরাধন, মহিষবধ, দেবীর অবতারণ ইত্যাদি পাঠ করিবে। ৩

দেবীগৃহে, দেবগৃহে, শঙ্কর অথবা হরিগৃহে, গোষ্ঠ, চত্বর, শৈল অথবা মনোরম গৃহে, দেবীর পূজা করিয়া কুমারী ভোজন করাইবে। ৪-৫

সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রতৎপর দেবীভক্ত ব্রাহ্মণদিগের স্বর্ণ, বস্ত্র, ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। পরে যথাবিধি পুস্তকের পূজা করিয়া, সুগন্ধ গন্ধ-ধূপ, পুষ্পমাল্য, চন্দন, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, বস্ত্র, আভরণ দ্বারা শোভিত করিয়া স্থাপিত করিবে। ৬-৮

তৎপরে যথাবিহিত বাচকের পূজা করিয়া দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করাইবে। পাঠান্তে নৃপতির এবং গো, ব্রাহ্মণ, প্রজা, বনস্পতি প্রভৃতির শান্তি পাঠ করিবে। ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই শুভ হয়। ৯-১১

অনেন বিধিনা রাজন্ যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
চিন্তয়েদ্ বাচয়েদ্ বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১২
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
অগ্নিষ্টোমমহাষ্টোম-রাজসূয়মহামখৈঃ।
যৎ ফলং লভ্যতে তাত তৎফলং শতধা ভবেৎ ॥ ১৩
গঙ্গাতোয়াভিষেকাদ্যৈ-স্তীর্থৈর্নৈমিষপুষ্করৈঃ।
যৎ ফলং লভ্যতে রাজংস্তৎফলাদযুতাধিকম্ ॥ ১৪
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং শমনং পরমং মতম্।
বর্দ্ধনঞ্চার্থ-ধর্ম্মাণাং কামমোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ১৫
পুত্রদং পত্নীদং তাত জয়দং সৌখ্যদং পরম্ ॥ ১৬
অনেন বিধিনা বৎস প্রাপ্নোতি শ্রবণান্নরঃ।
ইহ কীর্ত্তিং শ্রিয়ং ব্রাহ্মীং পরত্র ভবতীলয়ম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যাস্তবপঠনমাহাত্ম্যং
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

হে রাজন্! যে ব্যক্তি এতাদৃশ বিধিপূর্ব্বক পাঠ করে কিংবা চিন্তা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ১২

সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, মহাষ্টোম, রাজসূয় প্রভৃতি মহাযজ্ঞ দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার শতগুণ ফল হয়। ১৩

গঙ্গাস্নান, নৈমিষ-পুষ্করাদি তীর্থাভিষেক দ্বারা যে ফল লব্ধ হয়, তাহা হইতে অযুতগুণ ফল লব্ধ হয়। ১৪

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয়, অর্থ ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কাম এবং মোক্ষফল প্রদান করে; পুত্র, পত্নী, জয়, সুখ ইত্যাদি লব্ধ হয়। ১৫-১৬

হে বৎস! এই বিধানানুসারে শ্রবণ করিলেই কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মীলাভ হয় এবং পরলোকে পরম-পদপ্রাপ্তি হয়। ১৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

এবং সর্ব্বপ্রদা দেবী যথা নাথ প্রবর্ণিতা।
তস্যাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যাপ্ত্যারাধন(১)পূজনম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

নাপরা চাপরা দেবী পুর্ব্বং বা চ পুরন্দর।
তস্যাস্ত্বং ভক্তিমাপন্নঃ কথনাদেব বাসব ॥ ২
যদা সম্ভাবতা তস্যা ব্যাপ্তিভাবেন বিদ্যতে।
তদা ত্বং সুররাজেন্দ্র শৃণুষ্বৈকমনাধুনা ॥ ৩
একা এব পরা শক্তিঃ সর্ব্বগা ব্যাপিনী কিল।
স্বভাবাৎ কর্ত্তৃরূপত্বাদ্ ভূতাদ্যৈঃ পঞ্চধা স্থিতা ॥ ৪
ভূততন্মাত্রবুদ্ধ্যাখ্যে কর্ম্মবর্গমনোধিষু।
অহঙ্কারপ্রধানেন প্রভাবাৎ সা ব্যবস্থিতা ॥ ৫
হেমজন্তু মহাদণ্ডং সহস্রকিরণোজ্জ্বলম্।
তপ্তহাটকসঙ্কাশং কোট্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৬
শতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং সমন্তাৎ পরিবর্ত্তনম্।
তচ্চ বর্ষসহস্রেণ দ্বিধাভূতং পুনস্ততঃ ॥ ৭
মধ্যে তস্যাভবদ্ ব্রহ্মা চন্দ্রসূর্য্যেক্ষণো বিভুঃ।
সকলং ভূদিবং ভূতং খং দিশো মনোগোচরম্ ॥ ৮
স সিসৃক্ষুঃ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তদাদেশেন বাসব।
স এব স্থিতয়ে বিষ্ণুর্বিনাশে রুদ্রঃ সোঽভবৎ।
স্থাবরস্য চরস্যাস্য দৃশ্যাদৃশ্যস্য বাসব ॥ ৯

ইন্দ্র বলিলেন,—আপনি সর্ব্বদায়িনী দেবীর যথারূপ বর্ণনা করিলেন; এক্ষণে দেবীর ব্যাপ্তি আরাধন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুরন্দর! দেবী পরা কি অপরা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বলি নাই; কেবল যথারূপ বর্ণনা মাত্রেই তুমি ভক্তিযুক্ত হইয়াছ। হে সুররাজেন্দ্র! অধুনা একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর, যেরূপে ব্যাপ্তিভাবে দেবীর সম্ভাবতা তাহা বলিতেছি। ২-৩

সর্ব্বব্যাপিনী পরমা শক্তি একমাত্র হইলেও স্বভাব ও কর্ত্তৃত্বহেতু ভূতাদি দ্বারা পঞ্চধা বিভক্তা। সেই শক্তি অহঙ্কার, প্রধান, ভূত ও তন্মাত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিতা। তপ্তসুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল, কোটী-সূর্য্য সমপ্রভ, সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুল শত-কোটীযোজন বিস্তৃত যে মহৎ অণ্ড; সেই অণ্ড সহস্রবৎসরে দ্বিধা বিভক্ত হয়। তন্মধ্য হইতে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন; তাঁহার দুই চক্ষু—সূর্য্য ও চন্দ্র। পরে পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ, দিক্, মন প্রভৃতি কল্পিত হয়। শক্তির আদেশে ব্রহ্মা, প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই ব্রহ্মা, প্রজাপালনের জন্য বিষ্ণুরূপ ও সংহারার্থে রুদ্ররূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থাবর, চরাচর,

---

১। ব্যাপ্তবোধন ইতি পাঠান্তর।

জরায়ুজাণ্ডস্বেদানামুদ্ভিজ্জানাং তথৈব চ।
নগনদসমুদ্রাণাং বিশেষস্তত্তবোঽভবৎ ॥ ১০
বিদ্যাবেদনবেদানাং ব্যঞ্জনী জননী তথা।
মাতা মাতৃকভেদেন বর্ণভেদেন সা স্থিতা ॥ ১১
মন্ত্রতন্ত্রক্রিয়ামুদ্রাবিষভূতজ্বরাদিষু।
অত্রাপি তৎ প্রভাবেণ শমন্তে ভিষজো রুজঃ ॥ ১২
ন চ বর্ণান্তরাভাব আশ্রমাণাং ক্রিয়াস্তথা।
ঈক্ষতে মন্ত্ররূপেণ সূর্য্যস্য ইব রশ্ময়ঃ ॥ ১৩
সা চ বর্ণক্রমাদ্ভূতা দ্বিজাতিব্রহ্মচারিণী।
সঙ্করপ্রভবাণাঞ্চ বর্ণানাং করণে স্থিতা ॥ ১৪
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডাখ্যা সা চ কীর্ত্তিতা ॥ ১৫
দীপ্তিঃ সূর্য্যে ক্ষমা ভূমৌ কান্তিশ্চন্দ্রে জলে প্লুতিঃ।
জ্বালা বহ্নৌ গতির্বায়ৌ ব্যোম্নি সা ব্যাপিনী ভবেৎ ॥ ১৬
যজমানে তথা দীক্ষা ধারণা যোগিনামপি।
প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাবতাং সা তু বাগ্মিনাস্তু সরস্বতী ॥ ১৭
লক্ষ্মীঃ সা তু ধনাঢ্যানাং সিদ্ধিঃ সিদ্ধীপ্সূনামপি।
দয়া দয়াবতাং সা তু প্রীতিঃ প্রীতিমতামপি ॥ ১৮
ধারা খড়্গে জ্যা ধনুষি শব্দো বাদ্যেষু সা স্মৃতা ॥ ১৯
পরস্য সা পরত্বেন শিবস্য শিবগামিনী।
ভক্তিমুক্তিপ্রদা দেবী ব্রহ্মাদীনাস্তু সা মতা ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ব্যাপ্তিপ্রশংসা
নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, বৃক্ষ, নদ, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ৪-১০

সেই পরমা শক্তি, বিদ্যা বেদ প্রভৃতির ব্যঞ্জনী জননীরূপে এবং বর্ণভেদে মাতৃকারূপে অবস্থান করিলেন। বিষ, ভূত ও জ্বরাদি বিষয়ে তিনি মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়াস্বরূপা হইলেন। তদীয়প্রভাবে বৈদ্যগণ রোগ নিবারণে সমর্থ হইল। ১১-১২

বর্ণ আশ্রম ক্রিয়া প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। তিনি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় মন্ত্ররূপে সমস্ত দর্শন করেন। ১৩

তিনিই বর্ণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি এবং সঙ্কর প্রভৃতি বর্ণে অবস্থান করেন। ১৪

তিনিই আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডরূপা হইলেন। তিনিই সূর্য্যের দীপ্তি, চন্দ্রের কান্তি, জলের তারল্য, অগ্নির জ্বালা, বায়ুর গতি, আকাশের ব্যাপকত্ব, যজমানের দীক্ষা, যোগীদের ধারণা, বুদ্ধিমান্ লোকের প্রজ্ঞা, বাগ্মীদিগের সরস্বতী, ধনাঢ্যদিগের লক্ষ্মী সিদ্ধিকামীদিগের সিদ্ধি, দয়ালুর দয়া, প্রীতিযুক্তের প্রীতি, খড়্গের ধারা, ধনুর গুণ এবং বাদ্যের শব্দস্বরূপ। তিনি পরমাশক্তি, এইজন্য পরম-পুরুষ শিবই তাঁহাকে পাইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের ভক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী। ১৫-২০

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু তস্য সুরাধ্যক্ষ আরাধনবিধিং পরম্ ।
যথা সা তোষিতা পূর্ব্বং শঙ্করাদ্যৈঃ ফলেপ্সুভিঃ ।
কর্ম্মযজ্ঞেন দেবেশ তথা ত্বমপি পূজয় ॥ ১
শম্ভুঃ পূজয়তে দেবীং মন্ত্রশক্তিময়ীং শুভাম্ ।
অক্ষমালাকরো নিত্যং তেনাসৌ বিভবান্নরঃ ॥ ২
অহং শৈলময়ীং দেবীং যজামি সুরসত্তম ।
তেন ব্রহ্মত্বমেবেদং ময়া প্রাপ্তং সুদুর্লভম্ ॥ ৩
ইন্দ্রনীলময়ীং দেবীং বিষ্ণুরর্চ্চয়তে সদা ।
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবাংস্তেন অদ্ভুতৈঃ কংসনাশনম্ ॥ ৪
দেবীং হেমময়ীং কান্তাং ধনদোঽর্চ্চয়তে সদা ।
তেনাসৌ ধনদো দেব ধনেশত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৫
বিশ্বদেবা মহাত্মানো রৌপ্যাং দেবীং মনোহরাম্ ।
যজন্তি বিধিবদ্ভক্ত্যা তেন বিশ্বত্বমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
বায়ুঃ পূজয়তে ভক্ত্যা দেবীং পিত্তলসম্ভবাম্ ।
বায়ুত্বং তেন তৎ প্রাপ্তমনৌপম্যগুণাপহম্ ॥ ৭
বসবঃ কামিকাং দেবীং পূজয়ন্তে বিধানতঃ ।
প্রাপ্নুবংস্তন্মহাত্মানো বসুত্বং সুমহোদয়ম্ ॥ ৮
অশ্বিনৌ পার্থিবীং দেবীং পূজয়তো বিধানতঃ ।
তেন তাবশ্বিনৌ দেবৌ দিব্যদেহগতাবুভৌ ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরাধ্যক্ষ! এক্ষণে দেবীর আরাধন-বিধি শ্রবণ কর। ফলকামনায় শঙ্কর প্রভৃতি যেরূপ দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার পূজা কর। ১

মহাদেব হস্তে অক্ষমালা লইয়া নিত্য মন্ত্রশক্তি-ময়ী দেবীর পূজা করেন, এইজন্য তিনি বিভবান্বিত। ২

হে সুরসত্তম! আমি শৈলময়ী দেবীর পূজা করি, তজ্জন্যই আমি এই সুদুর্লভ ব্রহ্মপদ পাইয়াছি। ৩

বিষ্ণু, সর্ব্বদা ইন্দ্রনীলময়ী দেবীর পূজা করেন, এইজন্য তিনি সনাতন বিষ্ণুপদ পাইয়াছেন। ৪

কুবের সর্ব্বদা স্বর্ণময়ী দেবীর পূজা করেন, তজ্জন্যই তিনি ধনেশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন। ৫

মহাত্মা বিশ্বদেবগণ, রৌপ্যময়ী দেবীর পূজা করেন, এইজন্য তাঁহারা বিশ্বদেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ৬

বায়ু সর্ব্বদা পিত্তলময়ী দেবীর পূজা করেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বগুণাবহ বায়ুত্ব লাভ করিয়াছেন। বসুগণ কামিকা-দেবীর পূজা করিয়া বসুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭-৮

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবীর পার্থিব মূর্ত্তির পূজা করিয়া দিব্যদেহ লাভ

স্ফাটিকীং শোভনাং দেবীং বরুণোঽর্চ্চয়তে সদা।
বরুণত্বং হি সংপ্রাপ্তং তেন ঋদ্ধ্যা সমন্বিতম্ ॥ ১০
দেবীমন্নময়ীং পুণ্যামগ্নির্যজতি ভাবিতঃ।
অগ্নিত্বং প্রাপ্তবাংস্তেন তেজোরূপসমন্বিতম্ ॥ ১১
তাম্রাং দেবীং সদাকালং ভক্ত্যা দেবো দিবাকরঃ।
অর্চ্চতে তেন সংপ্রাপ্তং তেন সূর্য্যত্বমুত্তমম্ ॥ ১২
মুক্তাফলময়ীং দেবীং সোমঃ পূজয়তে সদা।
তেন সোমোঽপি সোমত্বং সংপ্রাপ্তঃ সততোজ্জ্বলম্ ॥ ১৩
প্রবালকময়ীং দেবীং যজন্তে গুহ্যকাদয়ঃ।
তেন ভোগবলোপেতাঃ প্রয়ান্তীশ্বরমন্দিরম্ ॥ ১৪
বজ্রলোহময়ীং দেবীং যজন্তে মাতরঃ সদা।
মাতৃত্বং প্রাপ্য তাঃ সর্ব্বাঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৫
এবং দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
পূজয়ন্তে সদাকালং চর্চ্চিকাং সুরনায়িকাম্ ॥ ১৬
তথা ত্বমপি দেবেন্দ্র যদীপ্সসি পরাং গতিম্।
শিবাং মণিময়ীং পূজ্য লভ তে মনসেপ্সিতান্ ॥ ১৭
কামান্ সুরবরাধ্যক্ষ কামিকৈঃ পূজিতা সদা।
দদাতি সর্ব্বলোকানাং চিন্তামণির্যথা শিবা ॥ ১৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দ্রব্যবিধিপূজাদেবীমাহাত্ম্যং
নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

করিয়াছেন। বরুণ, দেবীর স্ফাটিকমূর্ত্তির পূজা করেন বলিয়া তিনি মহর্দ্ধি-সম্পন্ন বরুণত্ব লাভ করিয়াছেন। ৯-১০

অগ্নি সর্ব্বদা অন্নময়ী দেবীর পূজা করেন বলিয়া সর্ব্বতেজোময় অগ্নিত্ব লাভ করিয়াছেন। ১১

দিবাকর, তাম্রময়ী দেবীর পূজা করিয়া উত্তমপদ সূর্য্যত্ব পাইয়াছেন। ১২

চন্দ্র, মুক্তাফলময়ী দেবীর আরাধনা করিয়া সমুজ্জ্বল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩

গুহ্যকগণ, প্রবালময়ী দেবীর পূজা করিয়া সর্ব্বভোগ-বলসম্পন্ন হইয়াছে। মাতৃগণ বজ্রলোহময়ী দেবীর পূজা করিয়া মাতৃত্বস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৪-১৫

এইরূপে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে, সর্ব্বদা সুরনায়িকা চর্চ্চিকাদেবীর পূজা করিয়া থাকে। ১৬

হে দেবেন্দ্র! তুমিও যদি পরমগতি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে মণিময়ী দেবীর পূজা করিয়া ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হও। ১৭

হে সুরবরাধ্যক্ষ! সকাম হইয়া দেবীর আরাধনা করিলে তিনি চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বফল প্রদান করেন। ১৮

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

ভূয়স্তে সংপ্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বকামাণাং ব্যাপ্তিস্তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১
দন্তিদন্তময়ৈর্দণ্ডৈর্হেমবদ্ধৈঃ সুশোভনৈঃ।
বিচিত্রপদ্মরাগাদ্যৈর্মণিভিশ্চোপশোভিতৈঃ ॥ ২
রথং তৈঃ কারয়েদ্দেব্যাঃ সপ্তভৌমং মনোহরম্।
দুকূলবস্ত্রসংছন্নমর্দ্ধচন্দ্রেণ শোভিতম্ ॥ ৩
ঘণ্টাকিঙ্কিণীশব্দাঢ্যং চামরৈঃ কন্দুকান্বিতৈঃ।
পতাকাধ্বজশোভাঢ্যং দর্পণৈরুপশোভিতম্ ॥ ৪
তং রথং পূজয়েচ্ছক্র জাতীকুসুমমন্দকৈঃ।
পারিজাতকপুষ্পৈশ্চ যক্ষকর্দ্দমচন্দনৈঃ ॥ ৫
সুগন্ধিধূপিতং কৃত্বা দেবীং তত্র নিবেশয়েৎ।
প্রতিমাং শোভনাং বৎস মহাসুরক্ষয়ঙ্করীম্ ॥ ৬
পূজয়েদ্রথবিন্যস্তাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলাম্ ॥ ৭
দুর্গা কাত্যায়নী দেবী বরদা বিন্ধ্যবাসিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মহিষাসুরঘাতিনী ॥ ৮
উমা ক্ষমাবতী মাতা শঙ্করস্যার্দ্ধকায়িকা।
প্রসীদতু সদা মেঽস্তু যচ্চ নো বাঞ্ছিতং হৃদি ॥ ৯
অনেন বলিপূর্ব্বেণ নমস্কারযুতেন চ।
পূজয়িত্বা ততো নেয়া সমস্তাপ্সরগীতকৈঃ ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবীর আরাধনের বিষয় পুনর্ব্বার বলিতেছি ; যাহা করিলে সর্ব্বকামনা ফললাভ হইতে পারে। ১

হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, বিচিত্র পদ্মরাগমণি প্রভৃতি দ্বারা দেবীর বিচিত্র রথ নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহাতে মনোহর বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র নির্ম্মাণ করিবে। ২-৩

তাহার চতুর্দ্দিকে ঘণ্টা কিঙ্কিণী প্রভৃতি বাদ্যশব্দ করিতে হয়। চামর ধ্বজা পতাকা দর্পণ প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে শোভিত হইবে। হে শক্র। জাতি পারিজাত প্রভৃতি পুষ্প এবং যক্ষকর্দ্দম চন্দনাদি দ্বারা সেই রথের পূজা করিয়া সর্ব্বত্র সুগন্ধি ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া তন্মধ্যে দেবীকে স্থাপিত করিতে হয়। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা, মহাসুরক্ষয়করী সুশোভিতা দেবীপ্রতিমা রথে স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। ৪-৭

অনন্তর—"দুর্গা, কাত্যায়নী, দেবী, বরদা, বিন্ধ্যবাসিনী, নিশুম্ভশুম্ভমথনী, মহিষাসুরনাশিনী, উমা, ক্ষমাবতী, মাতা, শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গশোভিনী, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, হৃদয়ের অভীষ্ট ফল প্রদান করুন" এই বলিয়া পরে বলি প্রদানাদিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। এইরূপে দেবীর পূজা করিয়া মঙ্গলগীতাদি করিতে করিতে দেবীকে স্থানান্তরে লইবে। ৮-১০

পঞ্চমীসপ্তমীপূর্ণানবম্যেকাদশীষু চ।
তৃতীয়া শিববিঘ্নেন দিবসে বৎসরেষু চ ॥ ১১
মহানদীনদসঙ্গপর্ব্বতপ্রস্রবণেষু চ।
তত্র মণ্ডপবিন্যাসং মহাদার্ব্বিষ্টনির্ম্মিতম্ ॥ ১২
শৈলং বা মৃন্ময়ং বাপি কৃত্বা বাস্তু বিভাবিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্ ॥ ১৩
পূর্ব্বে চ কারয়েচ্ছক্র পশ্চাদ্যাত্রাং প্রচক্রিরে।
মহাজনপদোপেতাং মহাস্ত্রীসজ্ঘসঙ্কুলাম্ ॥ ১৪
সর্ব্বান্নপাননৈবেদ্যৈঃ সমস্তৈরপি পূজয়েৎ।
দদ্যাচ্চ দিগ্বলিং শক্র সর্ব্বদিক্ষু সমন্বিতঃ।
ভূতবেতালসজ্ঘস্য মন্ত্রেণানেন সুব্রত ॥ ১৫
জয় ত্বং কালি ভূতেশি[১] সর্ব্বভূতসমাবৃতে।
রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ণ শিবপ্রিয়ে[২] ॥ ১৬
মাতর্মাতর্বরে দুর্গে সর্ব্বকামার্থসাধিনি।
অনেন বলিদানেন সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ১৭
এবং দত্ত্বা বলিং শক্র ততো দেব্যাবতারয়েৎ।
বিন্যসেদ্ভদ্রপীঠে তু মণ্ডলৈরুপশোভিতাম্ ॥ ১৮
তত্রস্থাং পূজয়েদ্দেবীং হৈমরূপ্যৈশ্চ তাম্রজৈঃ।
কলসৈস্তু সহস্রেণ গন্ধোদকপ্রপূরিতৈঃ ॥ ১৯
সমস্তফলসম্পূর্ণৈর্যজ্ঞিয়ৈরথ পল্লবৈঃ।
স্নাপয়েদেকমেকেন রত্নগর্ভৈর্নবৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ২০

পঞ্চমী, সপ্তমী, পূর্ণিমা, নবমী, একাদশী, তৃতীয়াদি দিবসে মহানদী নদ পর্ব্বত প্রস্রবণ প্রভৃতি স্থানে মণ্ডপ বিন্যাস করিবে। ১১-১২

পূর্ব্বে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বশোভাসমন্বিত শৈল কিংবা মৃন্ময় বাস্তু কল্পিত করিয়া পরে যাত্রা করিবে। যাত্রাকালে মহাজনপদ ও রমণীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ অন্ন পান নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। নানাদিকে ভূত ও বেতালসমূহের জন্য মন্ত্র দ্বারা (ক) দিগ্বলি প্রদান করিবে। 'ক' মন্ত্রার্থ—মাতঃ দুর্গে! আপনি সর্ব্বকাম ও অর্থ দান করেন; আপনার জয় হউক। হে কালি! হে ভূতেশি! আপনি সর্ব্বভূতসমাবৃতা, আমাকে নিজ ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন, এই বলি গ্রহণ করুন এবং আমাকে সর্ব্বকামনাফল দান করুন। ১৩-১৭

হে শক্র! এইরূপে বলি প্রদানপূর্ব্বক দেবীকে নামাইয়া মণ্ডলাদিশোভিত ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে। ১৮

অনন্তর পূজা করিবে। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্রাদিনির্ম্মিত কলস দ্বারা সহস্রকলস গন্ধজল দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানের কলস-সমূহ নূতন, দৃঢ় এবং রত্নগর্ভ হইবে। ১৯-২০

১। কালি সর্ব্বেশে ইতি ক্বচিৎ, কলিভূতেষু ইতি চ ক্বচিৎ।

(ক) মন্ত্র—জয় ত্বং কালি ভূতেশে সর্ব্বভূতসমাবৃতে। রক্ষ মাং নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে। মাতর্মাতর্বরে দুর্গে সর্ব্বকামার্থসাধনি। অনেন বলিদানেন সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে।

বেদমঙ্গলশব্দেন শঙ্খবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
বেণুবীণামৃদঙ্গৈশ্চ ঘণ্টাকিঙ্কিণীরাবৃতৈঃ ॥ ২১
স্নাপয়িত্বা ততো দেবীং নির্ম্মঞ্জেৎ দুকূলৈঃ শুভৈঃ।
গোময়াদিকৃতৈঃ পদ্মৈর্দীপবর্ত্ত্যা বিবোধিতৈঃ ॥ ২২
স্বস্তিকৈর্নন্দিকাবর্ত্তৈঃ শঙ্খৈর্নীলোৎপলোৎপলৈঃ।
যবশাল্যঙ্কুরোদ্ভিন্নৈর্যববাসসমন্বিতৈঃ।
প্রত্যেকঞ্চ দহেদ্ধূপং প্রত্যেকং কলসৈঃ স্নপেৎ ॥ ২৩
তথা কর্পূরক্ষোদেন চন্দনৈঃ কুঙ্কুমেন চ।
গোরোচনাসমেতেন দেবীমালিপ্য পূজয়েৎ ॥ ২৪
হেমজৈর্জাতিজৈর্মাল্যৈ রত্নন্যাসৈরনেকধা।
বাসোভিঃ সুমনৈশ্চিত্রৈঃ পুনর্ধূপং সমুৎক্ষিপেৎ ॥ ২৫
ভক্ষয়েৎ তু তথা কন্যাং দ্বিজান্ দীনান্ সুদুঃখিতান্।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানেন তত্র সর্ব্বাংশ্চ প্রীণয়েৎ ॥ ২৬
ভোজয়িত্বা ক্ষমায়েত দেবী মে প্রীয়তামিতি ॥ ২৭
তথা দেব্যা রথে কৃত্বা পুনরেব গৃহং নয়েৎ।
মহতা জনসঙ্ঘেন সমস্তবিভবান্বিতৈঃ ॥ ২৮
শান্তরেণুপথং সর্ব্বং পুষ্পদূর্ব্বাক্ষতৈর্জলৈঃ।
প্রক্ষিপ্যমাণৈঃ কন্যাভিঃ স্ত্রীভির্মঙ্গলবাদিভিঃ ॥ ২৯
সলিলেন পথি পাংশুং কৃত্বা পঙ্কং প্রচক্রিরে।
পুরশোভাং পথিশোভাং দ্বারশোভাং গৃহে গৃহে।
কারয়ীত তথা শক্র সর্ব্ববাধাং নিবারয়েৎ ॥ ৩০

জলপরিপূর্ণ এবং তদুপরি যজ্ঞীয় পল্লব থাকিবে। স্নানের সময়ে বেদপাঠ শঙ্খ, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, কিঙ্কিণী প্রভৃতি মঙ্গল-বাদ্য করিবে। ২১

স্নানান্তে বস্ত্র দ্বারা দেবীর গাত্র প্রোঞ্ছন করিবে। আর প্রত্যেক কলস দ্বারা স্নান করাইবার সময়ে গোময়াদি দ্বারা পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া দীপবর্ত্তি প্রজ্বলিত করিবে এবং জল কলসমধ্যে স্বস্তিক, নীলোৎপল উৎপল, যব-শালি প্রভৃতির অঙ্কুর এবং যব প্রভৃতি সমন্বিত করিবে। প্রত্যেক কলস-স্নানের সময় এক একবার ধূপদান করিবে। ২২-২৩

কর্পূরচূর্ণ, চন্দন, কুঙ্কুম, গোরোচনা প্রভৃতি দেবীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া পূজা করিবে। ২৪

স্বর্ণনির্ম্মিত মাল্য, রত্নমাল্য, জাতিমাল্য এবং নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে এবং পুনঃপুনঃ ধূপ দান করিবে। ২৫

অনন্তর, ব্রাহ্মণ, কুমারী প্রভৃতি ভোজন করাইয়া দীন দুঃখী সকলকেই ভক্ষ্য বস্তু দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। তৎপরে "দেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ২৬-২৭

তদনন্তর দেবীকে রথে লইয়া পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিবে। যাত্রাকালে লোকে আপন আপন বিভবানুসারে সজ্জিত হইয়া গমন করিবে। ২৮

পথে ধূলি অপসারিত করিয়া নারীগণ মঙ্গলশব্দ করিতে করিতে পুষ্প, দূর্ব্বা অক্ষত প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত করিবে। ২৯

পথধূলির লি কর্দ্দমরূপে পরিণত হয়, এরূপভাবে জলসেক করা আবশ্যক।

অচ্ছেদ্যান্তরবস্তস্মিন্ প্রাণিহিংসাং বিবর্জ্জয়েৎ।
বন্ধনস্থা বিমোক্তব্যা বধ্যা ক্রোধাদিশত্রবঃ ॥ ৩১
অকালকৌমুদীং শক্র রথযাত্রাস্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বদা সর্ব্বদেবৈস্তু শঙ্করাদ্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩২
রথযাত্রা তদা শক্র সুরৈঃ স্বর্গৈঃ সদা কৃতা।
তথা কিন্নরগন্ধর্ব্বৈর্ভূপাতালনিবাসিভিঃ ॥ ৩৩
রথযাত্রাপ্রভাবেণ মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
আদিত্যো রথযাত্রাকৃদ্রথেন নভসঃ ক্রমেৎ ॥ ৩৪
দেবা দিব্যবিমানস্থা রথযাত্রাপ্রভাবতঃ।
ক্রীড়ন্তে বিবিধৈর্ভোগৈঃ সর্ব্বাতঙ্কবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৫
তথা ত্বমপি দেবেন্দ্র রথযাত্রাকরো ভব।
শিবায়াঃ শিবদাতায়াঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৬

অগস্ত্য উবাচ—

রথযাত্রাশ্রিতং পুণ্যং ব্রহ্মণো বাসবস্য তু।
পূর্ব্বং যৎ কথিতং তাত তৎ তে সর্ব্বং ময়াখিলম্।
খ্যাপিতং নাত্র সন্দেহো দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৭
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিমান্ নৃপসত্তম ॥ ৩৮
স সুখং যশঃ সৌভাগ্যং পুত্রপ্রাপ্তিং যথেপ্সিতাম্।
লভতে নাত্র সন্দেহ ইত্যেবং ব্রহ্মণোঽব্রবীৎ ॥ ৩৯

ঘরে ঘরে দ্বারশোভা অন্তঃপুরশোভা পথশোভা সম্পাদিত হইবে এবং পথে কোন বিঘ্ন থাকিবে না। ৩০

তৎকালে বৃক্ষাদিচ্ছেদন প্রাণিহিংসা এবং কাহারও প্রতি ক্রোধাদি বর্জ্জন করিবে, অধিক কি, বদ্ধ ব্যক্তিকেও মুক্ত করিবে। ৩১

হে শক্র! অকালকৌমুদীস্বরূপ রথযাত্রা এইরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। শঙ্করাদি দেবগণ রথযাত্রা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ৩২

দেবগণ সকলেই রথযাত্রা করিয়া থাকেন। কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পৃথিবীবাসী ও পাতালবাসী সকলেই রথযাত্রা করিয়া থাকে। ৩৩

দেবগণ রথযাত্রা-প্রভাবে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। আদিত্যদেব রথযাত্রা করেন বলিয়া তিনি রথ দ্বারা আকাশ পথ অতিক্রম করেন। ৩৪

দেবগণ রথযাত্রা-প্রভাবে বিমানারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করেন। ৩৫

হে দেবেন্দ্র! তুমিও পরমসমাধি-যুক্ত হইয়া শিবদায়িনী শিবার রথযাত্রা করিতে সযত্ন হও। ৩৬

অগস্ত্য বলিলেন;—তাত! রথযাত্রার পুণ্যফল ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বলিলাম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৭

আর ব্রহ্মা ইহাও বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সুখ, যশ, সৌভাগ্য, পুত্র ইত্যাদি বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। ৩৮-৩৯

সুবলেন হৃতে রাজ্যে পুরা শক্রস্য কীর্ত্তিতা।
ধনদস্য পুরা প্রোক্তা বরুণস্য চ বায়ুনা ॥ ৪০
হৃতে স্থানে হৃতা তেন তথা শ্রুত্বা চ নির্ঋতেঃ।
ভুঞ্জীত পরয়া হৃষ্ট্যা পুরী ভোগবতী শুভা ॥ ৪১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রথযাত্রা-বিধিমাহাত্ম্যং
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

পূর্ব্বে সুবল কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, বায়ু এবং নৈর্ঋতি সকলে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব ভোগবতী পুরী প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৪০-৪১

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

রথযাত্রাসুমাহাত্ম্যং ব্রহ্মণা উপবর্ণিতম্।
শ্রুত্বা প্রীতিং পরাং জগ্ম কর্ম্মযোগমপৃচ্ছত ॥ ১

শক্র উবাচ—

ভগবন্ দেবতাগারমর্চ্চাস্থাপনপূজনম্।
সম্মার্জ্জনমুপলেপং দীপবৈতানজং ফলম্ ॥ ২
কৃত্বা দেব্যা হ্যশেষন্তু কিং লভন্তে ব্রবীহি নঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

গঙ্গানর্ম্মদবিন্ধ্যাদ্রিমুজ্জয়িন্যামথার্ব্বুদে[১]।
হিমবন্নিষধে দ্রোণে সান্নিধ্যাৎ তিষ্ঠতে শিবা ॥ ৪
নদীতীরে চতুর্দ্ধর্গরথ্যাপিতৃবনেষু চ।
স্থাপিতা ভবতে দেবী সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধিদা ॥ ৫
মারণং শত্রুবর্গস্য পিতৃস্থানে সমর্চ্চিতা ॥ ৬
একলিঙ্গদ্রুমশৈল-গৃহগোষ্ঠত্রিকণ্টকে।
পূজিতা যত্র দ্রব্যাণাং সুখদারোগ্যদা ভবেৎ ॥ ৭
তথা চ সর্ব্বগাঃ সর্ব্বৈর্মোক্ষদা পূজিতা মতা।
গুরৌ মেষাগতে শক্র দেব্যর্চ্চাং যঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৮
ইহৈব স ভবেদ্ ধন্যো মৃতো গচ্ছেৎ পরং পদম্।
তস্মান্মেষগতে শক্র উত্তমা নবমী মতা।
মহাদ্যস্মিন্ নমোঽনন্তং সমঞ্চ[২] সর্ব্বকামদম্ ॥ ৯

অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বর্ণিত রথযাত্রা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া ইন্দ্র পুনর্ব্বার কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! দেবতা এবং গো সকলের অর্চ্চনা, স্থাপনা, পূজন এবং দেবীর সম্মার্জ্জন, উপলেপ, দীপদানাদি অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হয়, তাহা বর্ণনা করুন। ২-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—গঙ্গা, নর্ম্মদা, বিন্ধ্যাদ্রি, হিমালয় প্রভৃতি স্থানে দেবী সর্ব্বদা সন্নিহিতা থাকেন। ৪

নদীতীরে, চতুর্দ্ধর্গে, রথ্যা এবং শ্মশানে দেবীকে স্থাপিতা করিলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হয়। ৫

শ্মশানে দেবীর অর্চ্চনা করিলে শত্রুমারণ সিদ্ধ হয়। ৬

বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, শৈল, গৃহ, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে দেবীর পূজা করিলে, পুত্র, আরোগ্য, সুখ, দ্রব্যাদি লাভ হয়। ৭

সর্ব্বত্রই দেবীর আরাধনা করিলে মোক্ষ লাভ হয়। বৃহস্পতি মেষরাশি প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি দেবীর অর্চ্চনা করে, সে ইহলোকে ধন্য ও পরলোকে

১। তর্জ্জয়ন্যথ অর্ব্বুদে ইতি পাঠো বহুষু।
২। সহাহস্মিন্ নামানং তৎসমম্ ইতি পাঠান্তরম্।

দেবী তত্র তদা শক্র পাংশুজা অপি স্থাপিতা।
ভবতে ফলদা পুংসাং কর্কিস্থে চ বৃষধ্বজম্ ॥ ১০
মম দৃষ্টিগতং কৃত্বা অজোমাধবকন্যসম্।
স্থাপয়েদ্দেবদেবেশং সর্ব্বকামার্থিনো যদি ॥ ১১
বিশেষঃ কথিতশ্চাত্র সর্ব্বকালেঽপি মঙ্গলা।
যেন কেনচিদ্দ্রব্যেণ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১২
তথা যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বা নৃপা বা রাজ্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
তে যজন্তু সদা দেবীং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১৩
ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসোঽত্র কারণম্।
বর্ষমস্য প্রভাবস্তু দেব্যায়া ভক্তিকারণম্ ॥ ১৪
দেব্যামেব সমং ঋক্ষং বেলাকরণবাসরম্।
পূজিতা বিধিনা শক্র নৃণাং ভোগান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১৫
হেমভাবা চ মৃদ্বৃক্ষী শৈলচিত্রায়সাপি বা।
শক্তিশূলেঽজিতা দেবী সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১৬
যো যস্য আয়ুধঃ প্রোক্তস্তস্মিংস্তং প্রতিপূজয়েৎ।
দেবী শক্ত্যার্চ্চিতা পুংসা রাজ্যায়ুঃসুতসৌখ্যদা ॥ ১৭
যাম্যে ব্রহ্মা ভবেৎ কোটৌ রক্তবর্ণো জবোপমঃ।
মধ্যে রুদ্র ঋজুঃ শুক্লো বামে কৃষ্ণস্ততো হরিঃ ॥ ১৮

পরমপদ লাভ করে। অতএব হে শক্র! মেষস্থিতা নবমী উত্তমা নবমী, ইহাকে মহানবমী বলে। ইহাতে দেবীর আরাধনা করিলে সর্ব্বলোকে সমান ফল প্রাপ্ত হয়। ৮-৯

অধিক কি, ঐ দিবস পাংশু দ্বারা দেবী-নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলেও ইষ্ট ফল লাভ হয়। যদি কেহ সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে বৃহস্পতি কর্কিস্থ হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবদেব মহেশ্বরের সমভাবে পূজা করিবে। ১০-১১

আর বিশেষ এই যে, সকল সময়েই যে কোন দ্রব্য দ্বারা দেবী সর্ব্বমঙ্গলার আরাধনা করিলে সর্ব্বফল লাভ হইতে পারে। ১২

কি সিদ্ধ, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী নরপতি, সকলেই বিধিপূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিবে। ১৩

দেবীর আরাধনার বিষয়ে তিথি, নক্ষত্র, উপবাস ইত্যাদির নিয়ম নাই, ভক্তিই মূল কারণ। ১৪

বেলা, করণ, নক্ষত্র, দিন ইত্যাদি দেবীর নিকট সবই সমান; বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেই সর্ব্বভোগ প্রদান করেন। হেমময়ী, মৃন্ময়ী, দারুময়ী, শৈলময়ী, চিত্রময়ী ইত্যাদি যে কোন পূজা করিলেই, সর্ব্বকামফল প্রদান করেন। ১৫-১৬

দেবীর যে যে হস্তে যে যে আয়ুধ আছে সেই সেই হস্তে সেই সেই আয়ুধের পূজা করা আবশ্যক। যথাশক্তি দেবীর পূজা করিলে, রাজ্য, পুত্র, সুখ, আয়ু প্রভৃতি দান করেন। জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ব্রহ্মা যাঁহার কটিদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত, মধ্যদেশে ঋজু রুদ্র এবং বামভাগে কৃষ্ণবর্ণ হরি, সেই মূলপ্রকৃতির পূজা করিলেই, বেদ, যজ্ঞ, গ্রহ, নাগ, দিক্‌পাল, চরাচর প্রভৃতি সকলেরই পূজা করা হইল। শাস্ত্র-বিশারদ ভক্তিমান্ ব্যক্তি, বৃক্ষ,

বেদযজ্ঞগ্রহা নাগা লোকেশাঃ সচরাচরাঃ।
শূলে সংপূজিতে বৎস সর্ব্বং ভবতি পূজিতম্।
বার্ক্ষীং বা শৈলজাং বাপি রত্নধাতুময়ীমপি।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন দশবাহুং ত্রিলোচনাম্ ॥ ১৯
কারয়েদ্ভক্তিমান্ যস্তু দেবীং শাস্ত্রবিশারদঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ২০
রাজন্তীমুত্তমাঙ্গেন কবরীলম্বিতেন চ।
অথ মুক্তানি ভারেণ ধর্ম্মিল্লদংশিতেন চ।
ব্যামিশ্রসিতপুষ্পৈর্বা অলিপঙ্‌ক্তীব সংস্থিতা ॥ ২১
নুদন্তি[1] তমবক্ত্রেণ তিরস্কৃতনিশাকরাঃ।
আয়তৈঃ কর্ণমর্য্যাদৈ-স্তরলালোলনির্ম্মলৈঃ ॥ ২২
ভ্রূক্ষেপাক্ষিধৃতৈঃ পদ্মৈ ঋর্জুজিহ্বাবলোকনৈঃ।
ভ্রূভঙ্গচাপদণ্ডেন ভিনত্তি দৃষ্টিসায়কৈঃ ॥ ২৩
মধ্যোন্নতসগর্ব্বেণ অধরেণ বিরাজতে।
আরক্তবিদ্রুমাভেণ স্মিতকিঞ্চিৎসিতাননা ॥ ২৪
ময়ূখদন্তজ্যোৎস্নেন চকাসন্তী তড়িদিব।
ত্রিরেখকন্ধরাং শান্তিং গ্রৈবেয়কবিভূষিতা ॥ ২৫
কঠিনস্তনভারেণ সংযুক্তৌ তৌ নিরন্ধ্রগৌ।
মহাসমুন্নতৌ পীনৌ বক্ষৌ পীনোন্নতৌ শুভৌ ॥ ২৬
তনোরতনুমধ্যেন মধ্যে চ ত্রিবলী গতা।
রোমরাজী নিতম্বোর্দ্ধে হ্যনঙ্গাঙ্কুরসূচিবৎ ॥ ২৭

শৈল, রত্ন কিংবা ধাতু দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক দশবাহু ও লোচনত্রয়সংযুক্ত দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ১৭-১৯

দেবীর মূর্ত্তি যেন সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বাভরণভূষিত হয়। ২০

তাঁহার উত্তমাঙ্গে আলম্বিত কবরীভার; সংযত কেশকলাপে মুক্তাফল বিগুম্ফিত, যেন অলিমালা পুষ্পমালার সহিত মিলিয়া রহিয়াছে। ২১

তাঁহার মুখচন্দ্র নিশাকরকে কতই যেন তিরস্কার করিতেছে। তদীয় নয়নযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত নির্ম্মল এবং সর্ব্বদা চঞ্চল। ভ্রূভঙ্গ করিলে বোধ হয় যেন দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করিতে তদীয় ভ্রূধনুদ্বয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। ২২-২৩

মধ্যোন্নত অধরযুগল, কতই গর্ব্বিতভাব প্রকাশ করিতেছে এবং আরক্ত হইয়া যেন বিদ্রুমমণিকে তিরস্কার করিতেছে। ২৪

মৃদু-হাস্যকালে দশনপ্রভা এক একবার ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঈষদ্বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। কন্ধরাদেশে তিনটী রেখা, তদুপরি গৈবেয়ক পরিশোভিত। ২৫

স্তনদ্বয় নিবিড়, কঠিন এবং সমশ্লিষ্ট, এত উচ্চ, যেন ইহারই ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মধ্যদেশ ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছে। ২৬

মধ্যদেশে ত্রিবলী, নিতম্বের উর্দ্ধদেশে রেখাবলী, বোধ হয় যেন দগ্ধ অনঙ্গ এই স্থলেই অঙ্কুরিত হইতেছে। ২৭

১। রুদন্তীতি পাঠান্তরম্।

বিস্তীর্ণজঘনা কার্য্যা রম্ভাগর্ভোরুকোমলৌ।
গূঢ়গুল্ফৌ তু পদ্মাভৌ পদ্মাঙ্কিতসুনূপুরৌ ॥ ২৮
সকাঞ্চিকিঙ্কিণীভাবং[১] ব্রহ্মপুত্রেণ রাজতে ॥ ২৯
কেয়ূরনাগবন্ধেন হ্যঙ্গদৈ রক্তকাঞ্চনৈঃ ॥ ৩০
গ্রৈবেয়কিরীটোর্দ্ধে সবিশেষবিশেষকম্।
রাজতে চ তৃতীয়েন লোচনেনালকেন চ ॥ ৩১
রাজন্তী পীতবাসেন চ্ছুরিতারুণরেণুনা ॥ ৩২
দ্বিভুজা যা চ বিংশাষ্টা তাবদ্দোর্দ্দণ্ডধারিণী।
অসিখেটকহস্তাভ্যাং গদাদণ্ডেন চাপরৌ ॥ ৩৩
শরচাপাপরৌ তাভ্যাং ঋষমুদ্গরচাপরৌ।
পরশুচক্রধরৌ চান্যৌ ডমরুদর্পণচামরৌ ॥ ৩৪
শক্তিকুন্তধৃতৌ চান্যৌ হলমূষল চাপরৌ।
পাশতোমর চান্যৌ তু ঢক্কাপর্ণব চাপরৌ ॥ ৩৫
তর্জ্জয়ন্তীব চান্যেন কুর্ব্বন্তী কলকলারবৈঃ।
অভয়ং স্বস্তিকান্যেন অষ্টবিংশভুজা শিবা ॥ ৩৬
সিংহপদ্মাসনাসংস্থা সিংহাসনব্যবস্থিতা।
মহিষঘ্নী শিরশ্ছেদান্নরং শস্ত্রোগ্রপাণিনাম্।
তর্জ্জমানং হতং মূর্দ্ধ্নি নাগপাশেন বেষ্টিতম্ ॥ ৩৭
ঘাতমানা রিপুং দেবী পূজনীয়া পুরন্দর ॥ ৩৮
স্থাপিতা পূজিতা শক্র স্মরতা পঠতাপি বা।
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ মনোঽভীষ্টান্ যজেন্নরঃ।
পঙ্কেষু শৈলদার্ব্বে বা মৃন্ময়ে বাপি বাসব ॥ ৩৯
সোপবাসঃ শুচিঃ স্নাত্বা কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বসঙ্গোজ্ঝিতঃ প্রীতস্তন্মনা ভাবভাবিতঃ ॥ ৪০

জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, অথচ রম্ভাগর্ভের ন্যায় কোমল। গুল্ফদ্বয় অতিগূঢ়, পদাঙ্কিত ও পদ্মসদৃশ, তদুপরি নূপুর-যুগল। ২৮

কটিদেশে কাঞ্চী ও কিঙ্কিণী ; হস্তে কেয়ূর, নাগবন্ধ ও অঙ্গদ ; গলদেশে গৈবেয়ক ; মস্তকে কিরীট ; ললাটে তিলক ও তৃতীয় লোচন। ২৯-৩১

তাঁহার পরিধানে পীতবাস, তাহা আবার অরুণ রেণু দ্বারা বিচ্ছুরিত। ৩২

তাঁহার অষ্টবিংশতি হস্তে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত। অসি, খেটক, গদা, দণ্ড, শর, ধনু, বর্ষা, মুদ্গর, পরশু, চক্র, ডমরু, দর্পণ, চামর, শক্তি, কুন্ত, হল, মুষল, পাশ, তোমর, টঙ্ক, আপণব প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যেন তর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার অপর দুই হস্তে অভয় স্বস্তিক। দেবী অষ্টাবিংশতিভুজা সিংহোপরি আসীনা। মহিষের শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, উগ্র, শস্ত্রপাণি নিহত অসুরকে নাগপাশে বেষ্টিত করিয়া তর্জ্জন করিতেছেন। ৩৩-৩৭

হে পুরন্দর! এইরূপ শত্রুঘাতিনী দেবীর পূজা, স্মরণ ও মাহাত্ম্য পাঠাদি করিলে মনোভীষ্ট লাভ হয়। হে বাসব। পঙ্ক, শৈল, দারু প্রভৃতি দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপবাসী ব্যক্তি স্নানান্তে শুচি, কাম-ক্রোধাদি-বর্জ্জিত

১। ভা তু ইতি পাঠান্তরম্।

পুষ্পগন্ধোপহারৈশ্চ হবিষ্যান্নৈরনেকশঃ।
তিলসর্পির্যবান্ হুত্বা সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রিতান্ ॥ ৪১
বস্ত্রহেমাম্বুসম্পাতৈঃ কলসৈর্দেবীন্তু স্নাপয়েৎ।
ততস্তচ্ছাস্ত্রবেত্তারৈঃ প্রতিষ্ঠান্তু প্রকারয়েৎ ॥ ৪২
দেবীশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্মাতৃমণ্ডলবেদিকৈঃ।
ভূততন্ত্রগ্রহবালগারুড়েষু কৃতশ্রমৈঃ।
প্রতিষ্ঠান্তু শিবান্যৈস্তু যথাশক্ত্যা তু দক্ষয়েৎ ॥ ৪৩
পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব কন্যাং বালাং তথৈব চ।
দীনাদিবিকলান্ সর্ব্বান্ যথাশক্ত্যা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৪৪
তদন্তে স্বস্তিবাচ্যন্তু মঙ্গলা প্রীয়তাং মম।
সুখং তিষ্ঠন্তু রাজানো গোব্রাহ্মণপ্রজাস্তথা ॥ ৪৫
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবালেভ্যঃ সর্ব্বশান্তিকরা ভব।
সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছন্তু যে জনাঃ ফলকামিনঃ ॥ ৪৬
তথা স্তবেন চান্যেন শিবগীতেন তোষয়েৎ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীদেব্যবতারে প্রতিষ্ঠাকর্ম্মযোগো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

হইয়া, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে পুষ্প গন্ধ প্রভৃতি উপহার লইয়া, দেবীর পূজা করিবে। বিবিধ হবিষ্যান্ন নৈবেদ্য দান করত ঘৃত, তিল, যব ইত্যাদি মন্ত্রপূত করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। ৩৮-৪১

বস্ত্রাচ্ছাদিত কলস দ্বারা দেবীর স্নান করাইবে। অনন্তর, যাঁহারা দেবীর শাস্ত্রার্থতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা মাতৃমণ্ডলাদিতে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের দ্বারা দেবীর প্রতিষ্ঠা করাইবে। ভূত-তন্ত্র, গ্রহ, ব্যাল, গারুড় প্রভৃতি শাস্ত্রে যাঁহারা পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইবে। অন্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা হইলে অমঙ্গল হয়। ৪২-৪৩

ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাশক্তি পূজা করিবে। দীন, দরিদ্র, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ৪৩

তদন্তে স্বস্তিবাচন করাইবে,—"হে সর্ব্বমঙ্গলে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। রাজা, গো ব্রাহ্মণ, প্রজা ইত্যাদি সকলে সুখসম্পন্ন হউক। ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, বালক প্রভৃতি সকলেরই মঙ্গল করুন। যে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, তাগাকে তাহাই প্রদান করুন।" ৪৫-৪৬

এতদ্ভিন্ন দেবীর প্রীতিদায়ক অন্যান্য স্তব পাঠাদি দ্বারা দেবীর তুষ্টি সম্পাদন করিবে। ৪৭

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ

শ্রুত্বৈবং দেবরাজেন কর্ম্মযোগং পিতামহাৎ।
পপ্রচ্ছ চ স্তবং ভূয়ঃ শম্ভুগীতং যথা পুরা ॥ ১

শক্র উবাচ—

স্তবং দেব পুরা দেব্যাঃ শম্ভুনা ভার্গবস্য যৎ।
কথিতং সিদ্ধকামস্য তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

শুক্রেণ চ পুরা শক্র তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু কৈলাসশিখরোত্তমে ॥ ৩
তথাপি নোঽভবৎ তস্য বরদস্ত্রিপুরান্তকঃ।
পুষ্পদন্তগণঃ স্তোত্রমুদীরন্ মধুরস্বরঃ ॥ ৪
তং বুদ্ধা তদ্গতং চিত্তং শুক্রো বেদবিদাং বরঃ।
স্তবেনানেন দেবেশং তোষয়ামাস ভার্গবঃ।
বিচিত্রপদবন্ধেন ললিতং মধুরেণ চ ॥ ৫

শুক্র উবাচ—

শুক্রং বেদবিদং কৃতাঞ্জলিপুটং ভক্ত্যা ভবে ভাবিতং, সংসারাভয়ভীতখিন্নমনসং বিজ্ঞাপয়েৎ শঙ্করম্। দেহং পশ্যত নিত্যরোগবহুলঞ্চায়াসদুঃখাবৃতং, ভুক্ষোর্ম্মিতৃষিতং বিভীষণকরং নির্ল্লজ্জকামাতুরম্ ॥ ৬

দৃষ্ট্বা বঞ্চিতমোক্ষমার্গরহিতং ক্রোধানলোদ্দীপিতং, শুক্রোবাচ মহেশ্বরস্য পুরতঃ স্তোত্রং হরারাধনম্। সংসারাব্ধিবিধান্মহাভয়করাদত্যন্তশোকান্বিতাৎ, কর্ম্মাবন্ধসুযন্ত্রিতাৎ প্রতিসবাৎ প্রাণীঘটীযন্ত্রবৎ ॥ ৭

অগস্ত্য বলিলেন—দেবরাজ পিতামহের নিকট এইরূপ কর্ম্মযোগ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বে মহাদেব যে স্তব গান করিয়াছিলেন, তাহাই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ইন্দ্র বলিলেন,—হে পিতামহ! পূর্ব্বে মহাদেব সিদ্ধিকামী ভার্গবকে যে স্তব বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই স্তব বর্ণনা করুন। ২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্র! পূর্ব্বকালে শুক্র কৈলাস পর্ব্বতে দিব্য সহস্র বৎসর কঠিন তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু আয়াসেও মহাদেব বরদান করিতে উপস্থিত হন না। বেদবিৎ শুক্র বুঝিলেন যে ভগবান শঙ্কর মধুরস্বর পুষ্পদন্ত-কৃত স্তবে তদ্গতচিত্ত হইয়াছেন। তখন তিনি বিচিত্র পদবন্ধে মধুর স্বরে এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৩-৫

শুক্র বলিলেন—হে শঙ্কর! আমি বেদবিৎ শুক্রাচার্য্য, সংসারভয়ে ভীত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার নিকট আত্ম-নিবেদন করিতেছি। প্রভো! এই নিত্যরোগ বহুল দেহের অবস্থা অবলোকন করুন; ইহা বিবিধ আয়াস ও দুঃখে পরিবৃত, সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ক্ষণে ক্ষণে ভয়াতুর

দৃষ্ট্বা চঞ্চলতোয়বুদ্‌বুদসমং প্রাপ্যেহ মানুষ্যকং, সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগতেন নান্যমনসা নৈবার্চ্চিতো মোহতঃ। তে ধন্যা ভুবি মানবাঃ সুকৃতিনস্তে সাত্ত্বিকাস্তে, ক্ষমাস্তেষাং জন্ম কৃতার্থকং ন চ মৃতাঃ শোচ্যা ভবন্তীহ তে ॥ ৮

যে দেবং পরমার্থতঃ পশুপতিং সর্ব্বাত্মনা সংশ্রিতাঃ, প্রাপ্তং কিন্তু ন তৈঃ প্রধানপুরুষৈ র্হৃদ্‌বাঞ্ছিতং যৎ ফলম্। ব্রহ্মোপেন্দ্রমরুন্মহেন্দ্রবসুভিবিদ্যাধরৈঃ সাদরৈ-র্লিঙ্গং যস্য সদার্চ্চিতং মুনিগণৈরন্যৈশ্চ দৈত্যাদিভিঃ। ব্যাপ্তং যেন চরাচরং জগদিদং বিশ্বাত্মনা মূর্ত্তিভিঃ, কস্তং কারণকারণং পশুপতিং দেবং পরং নার্চ্চয়েৎ ॥ ৯

ত্রৈলোকরাজ্যঞ্চ তথামরত্বং
নাগেন্দ্রকন্যা সুরযোষিতশ্চ।
এতানি চান্যা ন চ তে লভন্তে
যেষাং হরঃ প্রীতমনা বভূব ॥ ১০

যে লোকেষু বিভূতিকান্তিবপুষো ধর্ম্মার্থকামপ্রদা, বিভ্রাণা মণিরত্নকুণ্ডলরুচি প্রোদ্ভাসিগণ্ডস্থলে। কুর্ব্বন্তি স্ম ময়ূখকান্তি কিরণৈর্ধ্বস্তান্ধকারা দিশ-স্তৎ সর্ব্বং বিবিধং প্রসাদ্য বিবুধাঃ প্রাপ্তা বিভূতিং পরাম্ ॥ ১১

নির্লজ্জ এবং কামাতুর। এইরূপ আত্মনিবেদন করিয়া, শুক্র বুঝিয়াছিলেন যে, এই সংসার অতি ভয়ঙ্কর, ইহার অন্ত নাই, ইহা শোকদুঃখে পরিপূর্ণ, ইহাতে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করা অতি কঠিন। এই সংসারে প্রাণিগণ মোক্ষমার্গে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃপুনঃ উন্নতি ও অধঃপতন লাভ করে। ৬-৭

যাহারা জলবুদ্‌বুদসদৃশ ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অনন্যমনে মহাদেবের অর্চ্চনা না করে, তাহাদের ন্যায় মোহান্ধ এ সংসারে আর নাই। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেব পশুপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ভাবনাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন; মনুষ্যলোকে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই সুকৃতী এবং সাত্ত্বিক ভাবের আশ্রয়, তাঁহারাই সক্ষম এবং তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক। ঐ সকল মনুষ্য মৃত্যুর পরও শোচনীয় ভাব প্রাপ্ত হন না এবং অভিলষিত এমন কোন বস্তু আছে, যাহা তাঁহারা না পান? ৮

ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, বায়ু, ইন্দ্র, বসু, বিদ্যাধর, মুনি এবং দৈত্যগণ কর্ত্তৃক, যাঁহার লিঙ্গ সর্ব্বদা অর্চ্চিত হয় এবং যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন; কোন্ ব্যক্তি সেই কারণের কারণ দেব পশুপতির অর্চ্চনা না করে? ৯

মহাদেব যাহার প্রতি প্রসন্ন হন সে ত্রৈলোক্য রাজ্য, অমরত্ব, নাগকন্যা, সুরকন্যা প্রভৃতি উপভোগ-সাধন সমস্ত বস্তুই লাভ করিতে পারে। ত্রিভুবন মধ্যে দেবগণের যে, অতুল ঐশ্বর্য্য, অত্যদ্ভুত অঙ্গকান্তি, ধর্ম্মার্থ-কামপ্রদায়িনী অদ্ভুত শক্তি এবং তাঁহারা যে গণ্ডস্থলস্থিত সমুজ্জ্বল মণিকুণ্ডল ও রত্নকুণ্ডলের ময়ূখ রাশি দ্বারা দিক্‌চক্রের অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তৎসমুদয় কেবল সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের আরাধনার ফল। ১০

যাঁহারা নশ্বর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়া, নিশাকালে নীলোৎপলগন্ধি মধুপানানন্তর চারু বিলাসিনীগণের সহিত সুললিত প্রেমালাপ

যন্নীলোৎপলপত্রগন্ধসুরভিং পীত্বা তু রাত্রৌ মধু, কামং চারুবিলাসিনী-সুললিতং সপ্রেমমালিঙ্গিতম্। যদ্‌বিদ্যাধরতাং গতাঃ সুকৃতিনস্ত্যক্ত্বা তনুং মানুষীং, তৎ কামারিনিষেবণাদুপগতং তেষাং ফলং শাশ্বতম্ ॥ ১২

যন্মাতঙ্গতুরঙ্গমার্গণরথাঃ প্রখ্যাতযোধা রণে, মত্তৈশ্চাপি গজৈর্মদোদ্যবিষরৈঃ প্রক্লিন্নগণ্ডস্থলৈঃ। সংচূর্ণান্ত মুদান্বিতা সহ নৃপৈঃ শ্বেতাতপত্রোচ্ছ্রিতৈ,[১] রুদ্রেজ্যাভিরতস্য তৎফলমিদং সংভুজ্যতে নান্যথা ॥ ১৩

ঐশ্বর্য্যাৎ প্রবরৈর্গজৈশ্চ তুরগৈর্যদ্ গম্যতে[২] লীলয়া, লগ্নৈর্লগ্নবিশিষ্টশোভন-গুণৈর্যন্নাম সংকীর্ত্ত্যতে। তাম্বুলং ত্রিফলেন্দুপল্লবযুতং বিপ্রেষু যদ্দীয়তে, তচ্চিহ্নং হরসাধ্যপাদপতনাদ্ ভক্তিস্তু মোক্ষে স্থিতা ॥ ১৪

যন্নীলাম্বুজকোষকোমলদলপ্রোৎফুল্লনেত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ, কাঞ্চীমেখলনূপুরোরুযুগল-ব্যাসক্তচীনাংশুকাঃ। দাস্যং যান্তি বিকম্পিতস্তনতটব্যাবল্গি ভ্রূলতাঃ, প্রীত্যর্থং রতিনাথ[৩] দেহদহনং সংসেব্য তন্নান্যথা ॥ ১৫

সিন্দুরবদ্ধমধুবাসিতনাগবৃন্দং
যত্ভূপতেঃ কনকদণ্ডসিতঞ্চ ছত্রম্।
যচ্চঞ্চলং চামরচারু বিধূয়মানং
তৎসর্ব্বমীশচরণপ্রণতস্য পুংসঃ ॥ ১৬

বীণাবেণুমৃদঙ্গবাদ্যপণবৈঃ সংযোগভাবান্বিতৈ-র্নারীভির্মদবিহ্বলাভিরনিশং যে গীয়মানা[৪] নৃপাঃ। শঙ্খেন্দুস্ফটিকাবদাতধবলে হর্ম্মোত্তমে সংস্থিতা-স্তে মোদান্ত দিবৌকসা ইব চিরং যেষাং প্রসন্নঃ শিবঃ ॥ ১৭

ও প্রেমালিঙ্গনাদি জন্য যথেষ্ট সুখসম্ভোগ করেন, ভগবান কামান্তকের উপাসনাই তাঁহাদের ঈদৃশ সুখসম্ভোগের কারণ। ১১

যাহার বলশালী সৈন্যগণ আপনাদের মদমত্ত গজসমূহ উত্তেজিত করিয়া রণস্থলে বিপক্ষ রাজগণের মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ প্রভৃতি চূর্ণিত করিয়া আনন্দোৎ-পাদন করে; তাহার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য, কেবল রুদ্রের আরাধনা হইতেই হইয়াছে। ১২-১৩

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হস্তিগণ ও অশ্বগণ আপনাদের লীলাগতি দেখাইয়া যাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিয়া গুণ গান করে, কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বূল লইয়া ব্রাহ্মণগণ যাঁহার উৎকর্ষ সাধন করে, তাঁহার এই সকল সৌভাগ্য হরারাধনের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। নীলাম্বুজনয়না রমণীগণ, চীনাংশুক এবং কাঞ্চী, মেখলা, নূপুর প্রভৃতি বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের ভ্রূযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া, লীলাগমনে উন্নত পয়োধরযুগল কম্পিত করিতে করিতে যাঁহার দাস্য করিতেছে, কামান্তক মহাদেবের আরাধনাবলেই তাঁহার এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। সিন্দুরশোভিত মদমত্ত গজঘট, কনকদণ্ড শ্বেতচ্ছত্র, মনোহর চামর প্রভৃতি উপভোগ ঈশ্বরচরণে প্রণত ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহারা দেবগণের

১। ইতঃ পরং 'সহসা খড়্গানিশিতৈঃ বা কুর্ব্বাণা বরবাজিভির্দশদিশো বেণুন্ধকারাকুলাঃ যস্তেচ্ছন্তি মুদান্বিতা সহনৃপৈঃ শ্বেতাতপত্রোচ্ছ্রিতৈঃ' ইতি চাত্রাধিকঃ পাঠঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যতে।
২। জন্মম্যতে ইতি পাঠো বহুষু।
৩। ক্বচিদ্দহিতেতি ক্বচিচ্চ দহিতেতি পাঠান্তরম্।
৪। যোগীশমানা ইতি পাঠান্তরম্।

যৎ কান্তাবদনারবিন্দদশনজ্যোৎস্নাভিরামোজ্জ্বলং, শ্বাসামোদবলস্তুরঙ্গ-চপলং প্রেঙ্খোলনাচঞ্চলম্। বিন্যস্তং মণিভাজনেষু বিধিবদ্বন্ধূকরাগং মধু, নীলাম্ভোরুহবাসিতং সুরগুরৌ শুশ্রূষয়া প্রীয়তে ॥ ১৮

যৎকাঞ্চীকলনাদপীনজঘনব্যাসক্তচীনাংশুকাঃ, কর্ণান্তায়তলোচনাঃ সুবদনা লাবণ্যলব্ধাস্পদাঃ। যদ্দাসীত্বমুপাগতাঃ ক্ষিতিভুজামাজ্ঞাবিধেয়াঃ স্ত্রিয়-স্তৎ সর্ব্বং ভবভক্তিপূতমনসাং রাজ্ঞাং জগৎ তৎফলম্ ॥ ১৯

যে সুপ্তা রজনীষু মন্দিরবরে পর্য্যঙ্কবিম্বে শুভে, নারীভির্মদবিহ্বলাভিরনিশং সোৎকণ্ঠমালিঙ্গিতাঃ। নিদ্রানাশমিহোপয়ান্তি মধুরৈঃ সঙ্গীততূর্য্যস্বনৈ-স্তৎ সর্ব্বং সমুপার্জ্জিতস্য বিধিবচ্ছম্ভোঃ প্রণীতং ফলম্ ॥ ২০

নানাযন্ত্রসহস্রেণাপি রচিতং ভীমাবরুদ্ধকুলং, তং ভিত্ত্বা প্রবিশন্তি চারু বিমলং দৈত্যাঙ্গনান্তঃপুরম্। সিদ্ধদ্রব্যরসায়নং যুবতয়ঃ কাম্যাশ্চ কামানুগা-স্তৎসর্ব্বং সুলভং ভবেত সুধিয়াং প্রীতেন কামারিণা ॥ ২১

যে সর্ব্বে শরণাগতাঃ সুপুরুষাস্ত্যক্তান্যকার্য্যাদরা-স্ত্রৈকাল্যার্চ্চন-জপ্যহোম-নিরতা রাগাদিভির্বর্জ্জিতাঃ। তে ভোগান্ বিবিধানুভূয় সকলান্ কালেন কর্ম্মক্ষয়া-দ্বিত্তৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ ক্ষিতিতলে জায়ন্তি তে ভূমিপাঃ ॥ ২২

যে মূঢ়া ন সমাশ্রয়ন্তি বরদং সংসারদুঃখচ্ছিদং, দেবং সর্ব্বসুরাসুরপ্রণমিতং শম্ভুং পরং কারণম্। তে লোকে পরপিণ্ডতর্পণপরা দীনাঃ সদা দুঃখিতা, জায়ন্তে ভুবি মানবাঃ কুবসনা ধর্ম্মার্থকামোজ্‌ঝিতাঃ ॥ ২৩

ন্যায় শঙ্খ-চন্দ্র-স্ফটিকাদিসদৃশ ধবল হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পরম সুখসম্ভোগ করে। বিলাসিনীগণ বেণু, বীণা, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানাবিধ হাব ভাবসহকারে গীতবাদ্যাদি দ্বারা তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। কান্তাদশনজ্যোতিঃ-প্রতিফলিত, তদীয় নিশ্বাসবায়ুচঞ্চল, মণিপাত্রস্থিত বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় লোহিত-বর্ণ, নীলোৎপলগন্ধি মধু পান করিয়া যাঁহারা সুখসম্ভোগ করেন, ভগবান্ মহাদেবের আরাধনাই তাঁহাদের ঈদৃশ সৌভাগ্যের কারণ। ১৪-১৮

যাহাদের কটীতটে কাঞ্চীদাম, পীনজঘনস্থলে চীনাংশুক, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, মনোহর অঙ্গলাবণ্য, সুন্দর মুখকান্তি, সেই সমস্ত রমণীগণ যাঁহাদের দাসীর ন্যায় আজ্ঞাবহন করিতেছে; তাঁহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের কারণ কেবল শিবভক্তি। যাহারা রাত্রিকালে স্বীয় প্রাসাদকক্ষে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া উৎকণ্ঠিত বিলাসিনীগণের কণ্ঠালিঙ্গন জন্য সুখসম্ভোগ করে, সুমধুর সঙ্গীত ও তূর্য্যধ্বনিতে যাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শম্ভু-প্রসাদের ফলভোগ করিতেছে। ১৯-২০

ভগবান্ কামারি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন; তাহারা নানাযন্ত্র-বিরচিত, ভীমপ্রহরিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, মনোহর দৈত্যাঙ্গনাগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ সিদ্ধ রসায়ন দ্রব্য এবং কামচারিণী কন্যাগণ উপভোগ করে। ২১

যে সকল সুপুরুষ অন্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরের শরণাপন্ন হন, ত্রৈকালীন পূজা, জপ, হোমাদি কার্য্যে নিরত থাকেন, রাগাদি পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা বিবিধ ভোগানুভব করিয়া কর্ম্মক্ষয় হইলে নরপতি হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন। ২২

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি সংসারদুঃখবিনাশক, সুরাসুরবন্দিত, পরমকারণ,

যে লোকাধিপতিং সুরাসুরগুরুং ব্রহ্মেন্দ্রসম্পূজিতং, বেদাদ্যন্তষড়ঙ্গযোগ-বিহিতং সাংখ্যাদিভিঃ কল্পিতম্। সর্ব্বজ্ঞং প্রভুমীশ্বরং ত্রিনয়নং সর্ব্বাত্মনা ভাবিতা-স্তে ভূয়ো ন কলাকলঙ্কগহনং পশ্যন্তি যোনীমুখম্ ॥ ২৪

যে ত্বন্যে সুকৃতৈষিণঃ প্রতিদিনং প্রোত্থায় ভাবান্বিতাঃ, কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ সুরচিতৈঃ স্রগ্‌ভিস্তথা ভূষণৈঃ। ক্ষীরাদিস্নপনৈর্বিধানবিহিতৈঃ কুর্ব্বন্তি শর্ব্বার্চ্চনং, ভোগান্ সর্ব্বগতানুভূয় সুধিয়ো গচ্ছন্তি দিব্যং পদম্ ॥ ২৫

যে কেচিৎ কুপথাশ্রিতা জড়ধিয়ো মন্দাগমজ্ঞাঃ শঠা, দেবং শান্তমজং প্রধান-পুরুষং নিন্দন্তি মোহাচ্ছিবম্। মৃত্যোর্গোচরোমাগতা যমভটৈর্নানাবিধৈঃ শাসনৈঃ, শাস্যন্তে নরকেষু তে প্রতিবলৈশ্চাক্রন্দমাণা ভৃশম্ ॥ ২৬

দানং ভূতদয়া-গুরূপসদনং ক্ষান্তির্নরৈর্বাজিতাঃ, সত্যং শৌচমহিংসতা শমদমত্যাগেঽনুকম্পা তথা। যেষাং নৈবমিহাস্তি মূঢ়মনসাং সর্ব্বার্চ্চনং ন ক্বচিৎ, তেষাং নষ্টপিশাচকাগতধিয়াং পুংসাং বিভূতিঃ কুতঃ ॥ ২৭

দ্বেষ্টারস্তু শিবস্য যে কুপুরুষা গচ্ছন্তি তেঽধোগতিং, তামিস্রে ক্রকচাসিপত্র-নরকে কুম্ভীমহারৌরবে। যোনীমার্গসহস্র-খিন্নগমনাঃ প্রাপ্যেহ মানুষ্যকং, রোগার্ত্তা জড়বাসনান্ধবধিরা জায়ন্তি যোনৌ খলাঃ ॥ ২৮

জন্মব্যাধিজরাবিয়োগমরণক্লেশাদিভিঃ সন্ততাং, ভূতিং চঞ্চলসাগরোর্ম্মি-চপলাং স্বপ্নোপমং জীবনম্। মাতাপিতৃকলত্রপুত্রসুহৃদো যে কেঽপি বন্ধাত্মকা, জ্ঞাত্বৈবং নরলোকমধ্রুবমিমং শর্ব্বং সদা সংশ্রয়েৎ ॥ ২৯

বরদেশ্বর শম্ভুর আশ্রয় গ্রহণ না করে; তাহারা চিরকাল মলিন বসন পরিধান করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পরপিণ্ডে উদর পূর্ণ করিয়া বিচরণ করে, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি দূরে পরিহৃত হয়। ২৩

যে ব্যক্তি লোকাধিপতি, সুরাসুরগুরু, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, বেদ-বেদাঙ্গাদি দ্বারা বোধগম্য, সাংখ্যযোগে কল্পিত, প্রভু ত্রিনয়নের সর্ব্বতোভাবে ভাবনা করে, তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ২৪

যে সকল সুকৃতী ব্যক্তি প্রতিদিন কর্পূর, অগুরু, চন্দন, মাল্য, ভূষণ, ক্ষীরাদি স্নানীয় প্রভৃতি বিহিত দ্রব্যাদি দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা সমস্ত সুখভোগ করিয়া অবশেষে দিব্য-পদ লাভ করেন। ২৫

কুপথগামী, শঠ, মন্দ, জড়বুদ্ধি, অশাস্ত্রজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি, শান্ত অজ প্রধান পুরুষ দেবমহেশ্বরের নিন্দা করে, তাহারা মরণান্তে নরকগামী হয়। ২৬

তথায় যম-কিঙ্করগণের নানাবিধ শাসনবাক্যে শাসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। দান, দয়া, গুরুসেবা, ক্ষমা, সত্য, শৌচ, অহিংসা, শম, দম, অনুকম্পা প্রভৃতি থাকিলেও যে ব্যক্তি কখন মহেশ্বরের আরাধনা না করে, তাহার সমস্তই বিফল এবং তাহার ঐশ্বর্য্যলাভ কখনই হইতে পারে না। ২৭

যে সকল কুপুরুষ শিবদ্বেষী, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তাহারা প্রথমতঃ তামিস্র, ক্রকচ, অসিপত্র, কুম্ভী, মহারৌরব প্রভৃতি নরকভোগ করিয়া সহস্র যোনি ভ্রমণান্তে রোগার্ত্ত, বধির, অন্ধ, জড় কিংবা মূকাদি হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করে। ২৮

এই দেহ জন্ম, ব্যাধি, জরা, শত্রুভয়, মরণাদি ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ; ঐশ্বর্য্য সাগরস্থিত বীচিমালার ন্যায় চঞ্চল; জীবন স্বপ্নের ন্যায়; মাতা, পিতা, কলত্র,

যৈর্দত্তং ন ধনং যথাবিভবতঃ পাত্রেষু দীনেষু বা, বিদ্যা নাগমিতা যশো ন বিততং শীলং ন সংরক্ষিতম্। সত্যং নাভিগতং তপো ন চরিতং[১] কীর্ত্তির্ন বিক্রামিতা, তেষাং ক্ষেমশিবং ন বিদ্যতি নৃণাং মুক্ত্বা হরারাধনম্ ॥ ৩০

যেষাং ন শম্ভুচরণাগ্রতভক্তিবাদ-
ক্ষুণ্ণং ললাটশতজর্জ্জরিতং কপালম্।
তেষাং কুতো বহুলচন্দনচর্চ্চিতানি
মুক্তাফলার্চ্চিতবধূস্তনমণ্ডলানি ॥ ৩১
যে ত্বাং বিভো সুপরিকল্পনকল্পিতেষু
সম্যক্ চরন্তি বিবিধেষু শিবার্চ্চনেষু।
তে চারুতুঙ্গঘনকুঙ্কুমপিঞ্জরীষু
বিদ্যাধরীষু নিবসন্তি কুচান্তরেষু ॥ ৩২

প্রব্রজ্যা ন কৃতা বিধানবিহিতা উক্তা তু যা শম্ভুনা, শৈবজ্ঞানমহার্ণবস্য বিধিবন্নৈবঞ্চ পারং গতম্। পুষ্পৈশ্চাসুককর্ণিকার-তিলকৈর্নাভ্যর্চ্চিতঃ শূলধৃক্, কালোঽয়ং পরপিণ্ডতর্পণপরৈঃ কাকৈরিব প্রেষিতঃ ॥ ৩৩

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে, নৈবাভিস্তুতিভিঃ স্তুতোঽহরহঃ শম্ভুর্বিভুর্ভূতলে। নৈবাপ্যুৎকটগন্ধধূপকুসুমৈঃ পূজা কৃতা শঙ্করে, ধাত্রা নূনমকারণং বয়মিহ সৃষ্টা জগৎপূরণে ॥ ৩৪

পুত্র, সুহৃৎ ইহারা কেবল বন্ধনাত্মক, সংসারের এই সমস্ত মায়াজাল বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা মহাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ২৯

যাহারা বিভবানুসারে সৎপাত্রে কিংবা দরিদ্রগণকে ধন দান করে নাই; বিদ্যা অধ্যয়ন, যশোলাভ, উত্তম স্বভাব, সত্য, তপস্যা, কীর্ত্তি কিংবা বিক্রম যাহাদের নাই, হরারাধন ব্যতীত তাহাদের মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই। ৩০

যাহারা শম্ভুর চরণাগ্রস্থিত ভূমিতলে শতশত প্রণাম করিয়া স্বীয় ললাটদেশ জর্জ্জরিত না করিয়াছে; বহুচন্দনচর্চ্চিত, মুক্তাফলশোভিত, বিলাসিনীগণের স্তনমণ্ডল তাহাদের ভাগ্যে কিরূপে ঘটিতে পারে? ৩১

হে বিভো! যাহাদের হস্ত আপনার অর্চ্চনাদিতে সর্ব্বদা নিরত, তাহাদের সেই সকল হস্ত বিদ্যাধরীগণের কুঙ্কুম-শোভী অত্যুন্নত ঘন-কুচ-মণ্ডলে বাস করে। ৩২

যাহারা শিবোক্ত বিধি বিহিত প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান করে নাই, শৈবজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রের পার প্রাপ্ত হয় নাই, বক, কর্ণিকার, তিলকাদি পুষ্প দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করে নাই, তাহারা কেবল কাকের ন্যায় পরপিণ্ডে উদরপূর্ত্তি করিয়া জীবন যাপন করে। ৩৩

আমরা যখন সংসারপাশ ছেদনের জন্য বিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরের পদ চিন্তা করিলাম না, অহরহঃ মহাদেবের স্তুতিপাঠ কিম্বা উৎকট গন্ধ ধূপ ও পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম না, তখন বিধাতা নিশ্চয়ই আমাদিগকে জগৎপূরণ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ৩৪

১। ভবং ন হরিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

সংসর্গাৎ কৌতুকাদ্বা ক্ষণমপি পততে পাদপদ্মেষু শম্ভো-র্যাতি ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণু-দ্রবিণপতিপুরীং ত্রীণতিক্রম্য লোকান্। ভক্ত্যা ভাবেন যস্তং প্রণমতি সততং সর্ব্ববিন্যস্তসর্গী[1], সংছিন্নঃ ক্লেশপাশৈঃ প্রবিশতি বিরজো রুদ্রতেজো-নিধানম্ ॥ ৩৫

যৎ কিঞ্চাসনজপ্যহোমনিরতা রাগাদিভির্বর্জ্জিতাঃ, শম্ভোঃ পাদনিপাত-ঘৃষ্টশিরসঃ প্রত্যঙ্মুখাঃ পত্তিষু[2]। তেষামেব নিগূঢ়নূপুর-বরাচঞ্চচ্চলন্মেখলা, সম্ভ্রান্তাগ্রজপঙ্কজোদ্যতকরা পর্য্যেতি লক্ষ্মীঃ স্থিরম্ ॥ ৩৬

যৈর্নাদ্যাপ্যন্যজন্মন্যসিতকুবলয়ৈর্মিশ্রিতাভিঃ সিতাভি-র্মালাভির্মালতীনাং ত্রিভিরমরগুরুর্নার্চ্চিতো নীলকণ্ঠঃ। তে বিদ্যাবিত্তহীনাঃ প্রচলিতমনসঃ ক্ষুত্তৃষা-ক্ষামকণ্ঠা, লোকেঽস্মিন্ দোষদুষ্টাঃ পরিভববিভবাস্তে চ নিত্যং ভবন্তি ॥ ৩৭

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা
যোগেশ্বরং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তে প্রহতকিল্বিষমোহজালা।
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ৩৮

তদ্গাত্রং প্রণিপাতরেণুধবলং সর্ব্বস্য যৎ সর্ব্বদা, তে নেত্রে তপসার্জ্জিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরো দৃশ্যতে। সা বুদ্ধির্বিমলেন্দুশঙ্খধবলা যা শঙ্করধ্যায়িনী. সা জিহ্বা মৃদুভাষিণী, হিতকরী যা স্তৌতি নিত্যং শিবম্ ॥ ৩৯

কৌতুকবশতই হউক, আর সংসর্গবশতই হউক, যে কোনরূপে ক্ষণমাত্র মহাদেবের চরণে পতিত হইলে লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে পতিত হয়, সে সংসারক্লেশপাশ ছেদন করিয়া বিরজ রুদ্রতেজ প্রাপ্ত হয়। ৩৫

যাহারা যৎকিঞ্চিৎ আসন জপ হোমাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং শম্ভুর চরণযুগলে মস্তক অবনত করিয়া দিবস অতিবাহিত করে; লক্ষ্মীদেবী, নূপুরমেখলাদি ভূষিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল পদ্মপুষ্প লইয়া সসম্ভ্রমে তাহাদিগকে আশ্রয় করেন। ৩৬

যাহারা ইহজন্মে কিম্বা পূর্ব্ব-জন্মে কুবলয়মিশ্রিত মালতীমালা দ্বারা নীলকণ্ঠের অর্চ্চনা না করিয়াছে; তাহারা সংসারে ধনহীন, বিদ্যাহীন, চঞ্চলচিত্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর এবং পরিভবাস্পদ হইয়া লোকের নিকট দোষভাজন হইয়া থাকে। ৩৭

যে সকল মনুষ্য বীতরাগ ও পরাপর-বুদ্ধি-বিহীন হইয়া সর্ব্বদা যোগেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহারা ধ্যানবলে সমস্ত পাপ ও মোহজাল দূর করিয়া মোক্ষপদ লাভ করেন; আর তাঁহাদিগকে মাতৃ-স্তন পান করিতে হয় না। ৩৮

সেই গাত্রই গাত্র, যাহা মহাদেবের প্রণাম করিতে করিতে ধূলিধূসরিত হয়। সেই নেত্রই মনোহর, যে হরের রূপ অবলোকন করে। সেই বুদ্ধিই চন্দ্র শঙ্খাদির ন্যায় নির্ম্মল যে বুদ্ধি শঙ্করের ধ্যানে নিযুক্ত হয়। সেই জিহ্বাই জিহ্বা, যে অন্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মহাদেবের স্তবপাঠে নিযুক্ত হয়। ৩৯

১। সর্ব্ববিন্যস্তং সর্ব্বাঙ্গং ইতি পাঠান্তরম্।
২। মূর্ন্মনসঃ প্রত্যঙ্মুখাপত্তিষু ইতি পাঠান্তরম্।

তচ্চিত্তং চপলং চিনোতি কুশলং যন্নিশ্চলং শঙ্করে, তে শ্রোত্রে পরমে শিবামৃতরসং যাভ্যাং রহঃ শ্রূয়তে। তে হস্তাঃ শিবধর্ম্মকর্ম্মনিরতাঃ পূজা-প্রণামোৎসুকাস্তৌ পাদৌ সময়ৌ প্রদক্ষিণরতৌ নিত্যং বিভোর্ভাবিতৌ ॥ ৪০

পাপং পাপরতং[১] হৃশুদ্ধমনসং নির্লজ্জভগ্নব্রতং, ক্রূরং তস্করমীর্ষকং শঠধিয়ং তৃষ্ণাধিকং নির্দ্দয়ম্। কামক্রোধবশং কৃতঘ্নচপলং তৃষ্ণাতুরং জিহ্মানং, মূর্খং হিংসনসূচকং পশুপতে দোষাকরং ত্রাহি মাম্ ॥ ৪১

দীনং দুঃখিতকং কুচেলমলিনং জিহ্মং শঠং দুর্ভগং, ক্ষুদ্রং[২] পাপমতিং স্বধর্ম্ম-চলিতং বহ্বাশিনং নির্দ্ধনম্। অন্ধং ব্যাধিতনিষ্ঠুরং ব্যসনিনং সদ্ভিঃ সদা নিন্দিতং, মূর্খং ধর্ম্মবিবর্জ্জিতং পশুপতে দোষাকরং ত্রাহি মাম্ ॥ ৪২

ইমং স্তবং শুক্রবিনির্ম্মিতং পঠন্
দিনে দিনে ক্রতুফলমাপ্নুয়ান্নরঃ।
লভত্যসৌ যদভিহিতং পুরাতনং
তনুক্ষয়ে গচ্ছতি শাশ্বতং পদম্ ॥ ৪৩
এবং স্তুতঃ পুরা শম্ভুঃ স্তোত্রেণানেন বাসব।
তুতোষ দেবদেবেশঃ শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ—

বরং ব্রূহি গ্রহাধ্যক্ষ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে[৩]।
সুরাসুরাধিপত্যং তে দদামি ভৃগুনন্দন ॥ ৪৫

চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল; তন্মধ্যে যে চিত্ত শঙ্করের প্রতি নিশ্চল সেই চিত্তই আপনার মঙ্গল সাধন করে। যে কর্ণ মহাদেবের গুণগান শ্রবণ করে সেই কর্ণই শ্রেষ্ঠ। যে হস্ত মহাদেবের ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত এবং পূজা প্রণামাদি কার্য্যে উৎসুক, সেই হস্তই হস্ত। সেই চরণই চরণ, যে চরণ শিবের প্রদক্ষিণ-কার্য্যেই চঞ্চল। ৪০

হে পশুপতে! আমি পাপমতি, অশুদ্ধচিত্ত, নির্লজ্জ ভগ্নব্রত, ক্রূর, তস্কর, ঈর্ষী, শঠবুদ্ধি, তৃষ্ণাতরল, নির্দ্দয়, কামাদির বশীভূত, কৃতঘ্ন, চঞ্চল, খল, মূর্খ এবং হিংসক অধিক কি, আমি সকল দোষেরই আকর; আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৪১

হে পশুপতে! আমি অতি দীন, সর্ব্বদাই দুঃখিত, মলিন বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা মলিন; খলতা, শঠতা আমার ধর্ম্ম, দুর্ভাগ্যের ত কথাই নাই। আমি ক্ষুদ্র অথচ পাপাশয়, স্বধর্ম্মে আমার মন নাই, বহুভোজনেও উদরপূর্ত্তি হয় না, অথচ, নির্দ্ধন, আমি একে অন্ধ আবার বধির; আমি নিষ্ঠুর এবং ব্যসনী, পণ্ডিতগণের নিকটে আমি সদাই নিন্দাভাজন; আমি মূর্খ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন সুতরাং সর্ব্বদোষসম্পন্ন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৪২

মনুষ্যগণ শুক্রকৃত এই স্তব নিত্য পাঠ করিয়া যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে বাসব! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর শুক্রের এতাদৃশ স্তবপাঠে সন্তুষ্ট হইলেন। ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন,—হে গ্রহাধ্যক্ষ! হে ভৃগুনন্দন! এক্ষণে তোমার

১। পাপতরম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। ক্রুদ্ধম্ ইতি বা পাঠঃ।
৩। হৃদি ব্যবস্থিতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

শুক্র উবাচ—

যদি তুষ্টোঽসি মে দেব কৃপা বা বর্ত্ততে তব।
তদা হ্যারাধনং দেব্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৬

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্।
কর্ম্মযজ্ঞস্তু যজ্ঞানাং সুকরং সুমহৎ ফলম্ ॥ ৪৭
সাংবৎসরী যথা পূজা সুকালেন সমারভেৎ।
এবং নক্ষত্রবেধাদীং[১] কুর্য্যাৎ কন্দফলাশিনঃ ॥ ৪৮
যবসর্পিঃপ্রঘাসী চ গোমূত্রং দধি গোময়ম্[২]।
পবিত্রং বিহিতং তন্ত্রে অসক্তানাঞ্চ ভার্গব ॥ ৪৯
দেবীব্রতং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামপ্রসাধকম্।
শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু অষ্টম্যাং বায়ুভোজনঃ ॥ ৫০
স্নাত্বা সার্দ্রপটীভূত্বা জিতক্রোধঃ ক্ষমান্বিতঃ।
দেবীং সংস্নাপ্য তোয়েন পুনঃ ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ॥ ৫১
ততো গুগ্গুলধূপঞ্চ সতুরুষ্কং প্রদাপয়েৎ।
ততো গন্ধোদকস্নানং পুনস্তোয়েন স্নাপয়েৎ ॥ ৫২
শ্রীখণ্ডেন সমালভ্য বিল্বপত্রৈশ্চ পূজয়েৎ।
পায়সং দাপয়েদ্দেব্যা নিবেদ্য তেন ভোজয়েৎ ॥ ৫৩
কন্যা দ্বিজাংশ্চ শক্ত্যা তু তেষাং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
কাত্যায়নীতি উচ্চার্য্য প্রীয়তাং মম সর্ব্বদা ॥ ৫৪

অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে সুরাসুরের আধিপত্য প্রদান করিব। ৪৫

শুক্র বলিলেন,—দেব। যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে তবে দেবীর আরাধনাপ্রণালী বর্ণনা করিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ৪৬

ঈশ্বর বলিলেন,—বৎস! দেবীর আরাধনাপ্রণালী বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। যজ্ঞের মধ্যে কর্ম্মযজ্ঞ সুকর এবং মহৎফলদায়ক। ৪৭

সাংবাৎসরিক পূজার ন্যায় এই পূজা উত্তমকালে আরব্ধ করিবে। কন্দমূলফলাশা হইয়া কিম্বা যবসর্পিমাত্র ভোজন করিয়া পূজার্চ্চনাদি করিবে। অশক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি শাস্ত্রে পবিত্র বলিয়া বিহিত। হে ভার্গব! সর্ব্বফলপ্রদ দেবীব্রত বলিতেছি। শ্রাবণ মাসের শুক্ল অষ্টমীতে, জিতক্রোধ ক্ষমাবান্ এবং উপবাসী ব্যক্তি, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে প্রথমতঃ জল দিয়া তৎপরে ক্ষীর দ্বারা দেবীর স্নান করাইবে। তদনন্তর গুগ্‌গুল ও ধূপ দান করিয়া গন্ধজল দ্বারা এবং তৎপরে পুনর্ব্বার শুদ্ধজল দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানানন্তর চন্দনাদি লেপন করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পূজান্তে পায়সাদি নিবেদন করিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ও

১। বেধাদি ইতি পাঠান্তরম্।
২। গোরসম্ ইতি বা পাঠঃ।

আত্মনঃ পাবনং তচ্চ কৃত্বা হ্যাপ্নোতি ভার্গব।
অশ্বমেধফলঞ্চাগ্র্যং দেব্যা লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫৫
তদাগত ইমাং ভূমিং পৃথিব্যাং জায়তে নৃপঃ।
তেন তং লভতে যোগং শিবাপ্রাপ্তিকরং পরম্ ॥ ৫৬
মাসে প্রৌষ্ঠপদে শুক্র গোশৃঙ্গাগ্রগৃহীতয়া।
মৃদয়া হ্যাত্মনোঽপ্যঙ্গমুপলিপ্য তু স্নাপয়েৎ ॥ ৫৭
তদা আমলকৈঃ স্নাত্বা শুচিঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
পূজয়েৎ যূথিকাপুষ্পৈর্দেবীং ক্ষীরেণ স্নাপিতাম্ ॥ ৫৮
চন্দনোদকমিশ্রেণ কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ।
ততঃ পূপকনৈবেদ্যং কন্দবন্যাংশ্চ দাপয়েৎ ॥ ৫৯
অগুরুং ধূপেন দদ্যাৎ তিলতৈলেন দীপিকান্।
তেন তা ভোজয়েৎ কন্যা দ্বিজান্ সদ্বৃত্তিবর্ত্তিনঃ ॥ ৬০
পাষণ্ডান্ নাবলোকেত নীচান্ শাস্ত্রবহিষ্কৃতান্।
দক্ষিণা শক্তিতো দেয়া স্বস্তি বাচ্যেত মঙ্গলম্ ॥ ৬১
পাবনঞ্চাত্মনস্তচ্চ সৌত্রামণিফলং লভেৎ।
গচ্ছতে বিষ্ণুলোকঞ্চ তদা বিপ্রোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ধনাঢ্যে মহতি গোত্রে বেদবেদান্তপারগে।
পুত্রবান্ ধনবান্ ভোগী সুখং প্রাপ্য শিবীভবেৎ ॥ ৬৩
আশ্বিনে অষ্টমীশুক্লে নদীমৃত্তিশ্চ স্নাপয়েৎ।
ততো দেবীং স্নাপয়েদ্বৎস দধিনা হ্যুদকেন চ ॥ ৬৪

কুমারী-ভোজন করাইবে এবং শক্তি অনুসারে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর "দেবী! কাত্যায়নি! প্রসন্না হউন" বলিয়া স্বয়ং পারণ করিবে। হে ভার্গব! এইরূপ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও দুর্গালোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৪৮-৫৫।

ভোগাবসানে পুনরায় পৃথিবী লোকে আসিয়া নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনর্ব্বার যোগ দ্বারা দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৬

হে শুক্র! ভাদ্রমাসে গো-শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করিবে; তদনন্তর অঙ্গে আমলক লেপন করিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হইবে। ৫৭

সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যূথিকাপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা, ক্ষীর দ্বারা স্নান, চন্দনজলমিশ্রিত কুঙ্কুমাদি দ্বারা বিলেপন; অপূপ, কন্দ, বন্যফল প্রভৃতি নৈবেদ্য, অগুরু ধূপ এবং তিলতৈল-প্রজ্বলিত দীপ দান করিবে। সেই সমস্ত নৈবেদ্য দ্বারা সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। ৫৮-৬০

পাষণ্ড, নীচ এবং শাস্ত্রজ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোন ফল হয় না। ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া মঙ্গল স্বস্তিবাচন করাইবে। ৬১

এরূপ করিলে আত্মা পবিত্র হয় এবং সৌত্রামণিযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৬২

ভোগাবসানে ধনাঢ্য বেদ-বেদান্তপারগ মহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুত্রবান্ ধনবান্ হইয়া পরম সুখ ভোগ করে এবং পরে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৩

আশ্বিনমাসের শুক্ল অষ্টমীতে নদীমৃত্তিকা দ্বারা দেবীর স্নান করাইবে।

আলভ্য রোচনা মন্ত্রৈর্ধূপো দেয়স্তু বালকম্।
সনখং সিততামিশ্রং পদ্মপুষ্পৈশ্চ অর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৫
নৈবেদ্যং রোহিতং মাংসমাজং বা শল্যকং তথা।
গোধূমবিকৃতিং ভক্ষ্যান্ ঘৃতপক্কানি দাপয়েৎ ॥ ৬৬
তেন কন্যাস্তু ভোজীয়াদ্দ্বিজাংশ্চাপি ক্ষমাপয়েৎ।
শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া আত্মনস্তচ্চ ভোজনম্ ॥ ৬৭
গোসহস্রপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
অরোগী সুখবান্ ধন্যো জায়তে ইহ মানবঃ ॥ ৬৮
দুর্গানাম কীর্ত্তয়েত তস্যা লোকে মহীয়তে ॥ ৬৯
কার্ত্তিকে দর্ভমূলাভির্মৃত্তিঃ স্নায়াৎ তু ভার্গব।
দেবীং গন্ধোদকৈঃ স্নাপ্য ঔশীরৈঃ পূজ্য লেপয়েৎ ॥ ৭০
ধূপং পঞ্চরসং দেয়ং তিলতৈলেন দীপকান্।
নিবেদ্য যাবকং সর্পিঃ কন্যাবিপ্রেষু চাত্মনঃ।
ভোজনং স্বস্তি বাচ্যেত দক্ষিণাং প্রীয়তাং শিবা ॥ ৭১
অনেন বিধিনা বৎস বিদ্যাদানফলং লভেৎ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞস্তদন্তে শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২
মার্গশীর্ষে তথা মাসি হ্যষ্টম্যাং গিরিপৃষ্ঠতঃ।
স্থাপ্য দেবীং ততঃ স্নায়াৎ তীর্থতোয়েন ভার্গব ॥ ৭৩
লেপয়েৎ বালকং কুষ্ঠং পূজা জাতীগজাহ্বয়ৈঃ।
ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাদ্ ঘৃতদীপান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪

তদনন্তর দধি, দুগ্ধ, শুদ্ধজল প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানান্তে রোচনাদি-বিলেপন এবং সুবাসিত ধূপ দান করিয়া পদ্মপুষ্প দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। রোহিতমাংস, ছাগমাংস, শল্লকমাংস, ঘৃতপক্ক গোধূমচূর্ণ-নির্ম্মিত পিষ্টকাদি নৈবেদ্য দান করিবে। সেই সকল নৈবেদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে। অবশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। ৬৪-৬৭

এইরূপে গোসহস্রদানজন্য ফল লাভ করিয়া, ইহলোকে আরোগ্য, ধন-ধান্যাদি সুখ লাভ করিয়া ধন্য হয়। ঐ দিবস যে ব্যক্তি, দুর্গানাম জপ করে, সে দুর্গালোক প্রাপ্ত হয়। ৬৮-৬৯

কার্ত্তিক মাসে অগ্রে কুশাগ্রমৃত্তিকা দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া পরে গন্ধজল দ্বারা স্নান করাইবে। স্নানান্তে উশীরাদি-লেপন, পঞ্চরস-ধূপ, তিল-তৈল-প্রজ্বলিত দীপ, ঘৃত যাবক প্রভৃতি নৈবেদ্য দান করিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদি দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ৭০-৭১

বিধিপূর্ব্বক এতাদৃশ অনুষ্ঠান করিলে, বিদ্যাদানফললাভ হয় এবং বেদ বেদান্তাদির তত্ত্বজ্ঞ হইয়া অন্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৭২

অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমীতে গিরিপৃষ্ঠে দেবীর স্নান করাইয়া পরে তীর্থ-স্নান করিবে। স্নানান্তে কুষ্ঠাদি সুগন্ধদ্রব্য বিলেপন, জাতি, নাগপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা, কৃষ্ণাগুরু-ধূপ, ঘৃতদীপ, দধিমিশ্রিত অন্ন নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অনন্তর নিবেদিত দ্রব্যাদি দ্বারা কুমারী-ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে যথাশক্তি-

দধিভক্তন্তু নৈবেদ্যং কন্যাস্তেনৈব ভোজয়েৎ।
দক্ষিণাং শক্তিতো দদ্যাদাত্মনস্তচ্চ পাবনম্ ॥ ৭৫
উমা মে প্রীয়তাং বাচ্যং বাজপেয়ফলং লভেৎ।
ইহৈব ধনবান্ ভোগী দেহান্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৭৬
পৌষাষ্টমীষু দূর্ব্বাগ্রৈঃ স্নাত্বা শুক্লপরিচ্ছদঃ।
জিতক্রোধো অদ্বন্দ্বশ্চ দেবীং কর্পূরবারিণা ॥ ৭৭
স্নাপয়েল্লেপয়েচ্ছুক্র মাংসীবালকচন্দনৈঃ।
ধূপঞ্চ নির্দ্দহেৎ প্রাজ্ঞঃ পূজা নীলকুরুণ্টকৈঃ ॥ ৭৮
কৃষরাগুড়নৈবেদ্যং কন্যা ভোজ্যেতে তেন বৈ।
আত্মনঃ পাবনং তচ্চ শক্ত্যা দক্ষেত[১] বাচয়েৎ ॥ ৭৯
নারায়ণী সদা প্রীতা মম দেবী প্রসীদতু।
কৃতেন গ্রহরাজেন্দ্র ভূরি দানফলং লভেৎ ॥ ৮০
সুতগোধনসম্পন্নঃ পরত্র শিবমাপ্নুয়াৎ।
মাঘে মাসি চাজগাবং মৃত্তিঃ স্নাত্বা তু ভার্গব ॥ ৮১
দেবীং তোয়েন সংস্নাপ্য তথা ক্ষীরঘৃতেন চ।
স্নাপয়েৎ পুনস্তোয়েন লেপয়েৎ কুঙ্কুমেন চ ॥ ৮২
ধূপং দেবদলং দদ্যাৎ কুন্দপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ।
ঘৃতপূর্ণঞ্চ নৈবেদ্যং কন্যা বিপ্রাংশ্চ তেন বৈ ॥ ৮৩
ভোজয়েদাত্মনস্তচ্চ দক্ষিণাং প্রীয়তাং জয়া।
সর্ব্বাযাগফলং শুক্র লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪

দক্ষিণা দিয়া "হে উমে! আমার প্রতি প্রসন্না হউন" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এরূপ করিলে বাজপেয়-ফললাভ হয় এবং ইহকালে ধনধান্যাদি বিবিধ সুখ ভোগ করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মপদ লাভ করে। ৭৩-৭৬

পৌষমাসের অষ্টমীতে শুক্ল পরিচ্ছদবিভূষিত হইয়া দূর্ব্বাগ্র দ্বারা দেবীর স্নান করাইবে। সুখ, দুঃখ, কাম-ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্পূরবাসিত জলে স্নান করাইয়া, মাংসী কর্পূর, চন্দনাদি বিলেপন করিয়া বিবিধ ধূপদান করিবে। নীল (ক) কুরুণ্টক পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া কৃষর (খ) ও গুড় নৈবেদ্য প্রদান করিবে। সেই সমস্ত নৈবেদ্য দ্বারা কুমারী ভোজন করাইবে। ইহাতে আত্মা পবিত্র হয়। ৭৭-৭৯

"দেবী নারায়ণী সর্ব্বদা প্রসন্না হউন" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে গ্রহশ্রেষ্ঠ! এইরূপ এইরূপ করিলে ভূরিদানের ফললাভ করিয়া ইহকালে গোধনসম্পন্ন হইয়া পরলোকে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ভার্গব! মাঘ মাসের অষ্টমীতে প্রথমতঃ মৃত্তিকা, তদনন্তর শুদ্ধজল, পরে ক্ষীর ও ঘৃত, অবশেষে পুনর্ব্বার জল দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া কুঙ্কুম লেপন করিবে। ৮০-৮২

অনন্তর ধূপদান ও কুন্দপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতপূর্ণ নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইবে। তাহাদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। "জয় দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"

১। ক্বচিৎ 'দহেত', ক্বচিৎ 'দদ্যেত' ইতি পাঠান্তরম্।
(ক) ঝাটিফুল। (খ) তিল ও মুগমিশ্রিত অন্ন।

ফাল্গুনে সর্ষপৈঃ স্নাত্বা দেবীমাম্রফলাম্বুনা ।
তথা ইক্ষুরসেনৈব ভূয়স্তেনোদকেন চ ॥ ৮৫
রোচনং লেপয়েৎ পূজা শতপত্রিকয়া গ্রহ ।
দীপো ঘৃতেন ধূপঞ্চ চন্দনং ঘৃতশর্করা ॥ ৮৬
নৈবেদ্যং শোকবর্ত্ত্যাশ্চ ভোজনং কন্যকাসু চ ।
আত্মনস্তচ্চ কুর্ব্বীত দক্ষিণা স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ৮৭
বিজয়া সুখদা নিত্যমস্তু মে চিন্তিতানি চ ।
অনেন বিধিনা শুক্র রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৮৮
লভতে বাসনাযুক্তে[১] যতো দেবীময়ং জগৎ ।
চৈত্রাষ্টমীষু স্নাপয়েৎ মাতৃস্থানমৃদাম্বুভিঃ ॥ ৮৯
দেবীং তীর্থজলৈঃ স্নাপ্য লেপ্যা মদবিলেপনৈঃ ।
ধূপং তুরুষ্ক ঔশীরং দ্যুতিযুক্তেন পূজয়েৎ ॥ ৯০
নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্যকাস্বপি ।
আত্মনস্তচ্চ বাচ্যস্তু শক্তিতো দক্ষিণাং দদেৎ ॥ ৯১
অজিতা সর্ব্বকামানাং পূরণায় সুখায় মে ।
বিপ্রাঃ কন্যাঃ সমং বাচ্যা হোমদানফলং লভেৎ ॥ ৯২
সহকারফলং স্নানং বৈশাখে হ্যষ্টমীষু চ ।
আত্মনো দেবতাং স্নাপ্য মাংসীবালকবারিভিঃ ॥ ৯৩
লেপনং মধু[২] কর্পূর-ধূপং পঞ্চসুগন্ধিকম্ ।
দেব্যাঃ পূজাঞ্চ কুর্ব্বীত কেতকামদনেন চ ॥ ৯৪

বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এরূপ করিলে সর্ব্বযাগের ফললাভ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮৩-৮৪

ফাল্গুনমাসে প্রথমতঃ সর্ষপ, পরে আম্রফলমিশ্র জল, তৎপরে ইক্ষুরস, অবশেষে পুনর্ব্বার জল দ্বারা স্নান করাইয়া রোচনা বিলেপন করিবে। অনন্তর ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত ও সুগন্ধ ধূপ বিস্তার করিয়া শতদল দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃত শর্করা প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা কুমারী ভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। ৮৫-৮৭

"হে বিজয়ে! হে সুখদে! আমার প্রতি প্রসন্না হউন" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এরূপ করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ এবং বাসনাপূর্ণ হয়। ৮৮

চৈত্রমাসের অষ্টমীতে প্রথমতঃ মাতৃস্থানীয় মৃত্তিকা-মিশ্রিত জল দ্বারা তৎপরে তীর্থজলে দেবীর স্নান করাইয়া সুগন্ধ বিলেপন, উশীরাদি ধূপ ও শর্কর ও শালিজ অন্ন নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। ৮৯-৯১

"অজিতা দেবী আমার সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বকামনা পরিপূরণ করুন" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এরূপ করিলে স্বর্ণদানজন্য ফললাভ হয়। ৯২

বৈশাখ মাসের অষ্টমীতে সহকারফল-মিশ্র জল দ্বারা এবং মাংসী ও কর্পূর-মিশ্র জল দ্বারা স্নান করাইবে। মধু ও কর্পূর বিলেপন, পঞ্চ-সুগন্ধি ধূপ,

১। যুক্ত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২ লেপয়েৎ ফল ইতি বা পাঠঃ।

ক্ষীরং শর্করনৈবেদ্যং কন্যাবিপ্রেষু ভোজনম্ ।
আত্মনঃ পাবনং তচ্চ দক্ষিণাং শক্তিতো দদেৎ ॥ ৯৫
অপরাজিতাভবানীং স্বস্তিনামেন বাচয়েৎ ।
প্রীয়তাং সর্ব্বকালং মে ঈপ্সিতস্তু প্রযচ্ছতু ॥ ৯৬
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু অনেনাপ্নোতি ভার্গব ।
সূর্য্যলোকং ব্রজেদন্তে তৎতুল্যো ভবতে গ্রহ ॥ ৯৭
অষ্টম্যাঞ্চৈব জ্যৈষ্ঠস্য তিলৈঃ স্নায়াদ্বিচক্ষণঃ ।
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী দেবীং জাতিফলাম্বুনা । ৯৮
স্নাপয়েল্লেপয়েৎ তেন চন্দনেন সুগন্ধিনা ।
ততো বিজয় ইন্দুঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্ গ্রহসত্তম ॥ ৯৯
নৈবেদ্যং শক্তবো দেয়াঃ শর্করা কন্যকাস্বপি ।
দক্ষিণা শক্তিতো দেয়া চর্চ্চিকাং প্রতিবাচয়েৎ ॥ ১০০
লভতে শুক্র যজ্ঞস্য সৌত্রামণিসমং ফলম্ ।
অষ্টমী চৈব আষাঢ়ে নিশাতোয়েন স্নাপয়েৎ ॥ ১০১
ততো দেবী জলকুষ্ঠবারিণা উদকেন চ ।
স্নাত্বা লেপয়েৎ কর্পূরচন্দনং রোচনাম্বুভিঃ ॥ ১০২
ধূপং চন্দনকপূরবালকাসিতশল্লকৈঃ[১] ।
ভক্ষ্যং শর্করপূর্ণানি শুভানি যানি কানি চ ॥ ১০৩
দাপয়েৎ কন্যকাং বিপ্রান্ ভোজনং হ্যাত্মনস্তথা ।
শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া মহিষঘ্নীতি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১০৪

কেতকীপুষ্প ও মদনপুষ্প দ্বারা পূজা, ক্ষীর ও শর্করা নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। ৯৩-৯৫

"অপরাজিতা ভবানী দেবী সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া ঈপ্সিত ফল দান করুন" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। ৯৬

এরূপ করিলে সর্ব্ব-তীর্থাভিষেকজন্য ফললাভ হয় এবং দেহান্তে সূর্য্য-লোকে গমন করিয়া সূর্য্যতুল্য গ্রহরূপে বিরাজ করিতে থাকে। ৯৭

জ্যৈষ্ঠমাসের অষ্টমীতে, বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তিলমিশ্র ও ফলমিশ্র জল দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া সুগন্ধ চন্দনাদি লেপন করিবে, নব নব পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া শক্তু, শর্করা প্রভৃতি নৈবেদ্য দান করিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া "চর্চ্চিকা দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হউন" বলিয়া প্রার্থনা করিবে। ৯৮-১০০

এরূপ করিলে সৌত্রামণিযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। আষাঢ় মাসের অষ্টমীতে প্রথমতঃ হরিদ্রাজল ও পরে শুদ্ধজল দ্বারা দেবীর স্নান করাইয়া কর্পূর ও চন্দনাদি বিলেপন, চন্দন, কর্পূর, বালুক প্রভৃতি সুগন্ধ ধূপ এবং শর্করামিশ্র নৈবেদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ১০১-১০৩

পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। ১০৪

১। শল্লকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

দীপমালা ঘৃতেনৈব সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বযজ্ঞমহীদানসর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ১০৫
এতদ্ব্রতবরং শুক্র ময়া ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা।
জগতো হিতমিচ্ছদ্ভিশ্চীর্ণং দুর্গাব্রতং মহৎ ॥ ১০৬
ভানুনা গ্রহবিধ্বংসমনেন কৃতবান্ পুরা।
তথা দেবাসুরযক্ষনাগকিন্নরমানবৈঃ ॥ ১০৭
অপ্সরোভিস্তথা স্ত্রীভিঃ সৌভাগ্যস্য বিবৃদ্ধয়ে।
কৃতবান্ গ্রহশার্দ্দূল ত্বমপি কুর্য্যা যথাবিধি ॥ ১০৮
শ্রবণাদপি প্রাপ্নোতি সর্ব্বকামসুখানি চ।
ইষ্টানি লভতে পুংসো বন্ধ্যা পুত্রং প্রসূয়তে ॥ ১০৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে দুর্গাব্রতং
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

ঘৃতপ্রজ্বলিত দীপমালা প্রদান করিয়া "মহিষঘ্নি! দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এরূপ করিলে সর্ব্বযজ্ঞফল, পৃথিবীদানফল এবং সর্ব্বতীর্থফল পাওয়া যায়। ১০৫

হে শুক্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি জগতের হিতার্থে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই দুর্গাব্রত করিয়াছি; পূর্ব্বে সূর্য্য এই ব্রত করিয়া গ্রহগণের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন এবং দেব, অসুর, যক্ষ, নাগ, কিন্নর, মনুষ্য, অপ্সর প্রভৃতি সকলেই সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য এই ব্রত করিয়া থাকে। হে গ্রহশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমিও যথাবিধি এই ব্রতানুষ্ঠান কর। ১০৬-১০৮

অধিক কি, এই ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই সর্ব্বকামনা-ফল, সর্ব্বসুখ এবং অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়, বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্র প্রসব করে। ১০৯

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ—

দেব্যা গৃহস্ত যঃ শুক্র কারয়ত্যতিশোভনম্ ।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তং নানাবর্ণৈঃ সুবর্ণিতম্[১] ॥ ১
তস্মিন্ ঘণ্টা ধ্বজং ছত্রং বিতানং দর্পণানি চ ।
দত্ত্বা মুরজবংশাদি নিত্যং সঙ্গীতকানি চ ॥ ২
দেবীশাস্ত্রার্থবেত্তারং পূজনং ভবনে শুভম্ ।
এবং প্রবর্ত্ততে যস্ত তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩
দশ পূর্ব্বপরাংস্তাত আত্মনশ্চৈকবিংশতি ।
উদ্ধৃত্য চ কুলং পাপাদ্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪
গচ্ছতে ভবতী যত্র পরা পরমপূজিতা ।
তত্র কল্পান্তরং যাবদ্ ভোগান্ ভুক্ত্বা মনোরমান্ ॥ ৫
পুনঃ কালাদিহায়াতঃ পৃথিব্যামেকরাড় ভবেৎ ।
স ভৃত্যবাহনোপেতঃ সান্তঃপুরপরিচ্ছদঃ ॥ ৬
ভবতে চর্চ্চিকাভক্তঃ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবতঃ ।
পুনর্দেব্যা দ্বিজাতীনাং তদ্ভক্তানাং প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৭
কন্যাসংপূজকো নিত্যং দেবীশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
লভতে পরসম্ভাবং তদন্তে শিবং সংব্রজেৎ ॥ ৮
দেব্যা গৃহস্ত যঃ শুক্র সম্মার্জ্জয়তি নিত্যশঃ ।
স ভবেদ্ধনবান্ সৌখ্যসর্ব্বসম্পত্তিসংযুতঃ ॥ ৯

ঈশ্বর বলিলেন,—হে শুক্র ! যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ উপকরণ এবং নানাবিধ বর্ণে দেবীগৃহ সুশোভিত করে ; গৃহমধ্যে ঘণ্টা, ধ্বজ, ছত্র, চন্দ্রাতপ, দর্পণাদি বিন্যাসপূর্ব্বক সুসজ্জিত করে ; মুরজ, বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া সঙ্গীতধ্বনিতে দেবীগৃহ প্রতিধ্বনিত করে ; যাঁহারা দেবীর শাস্ত্রার্থ অবগত আছেন তাঁহাদের পূজা করে ; তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ১-৩

ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ব দশপুরুষ পর দশপুরুষ এবং আপনি এই একবিংশতি পুরুষকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। ৪

ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পরে দুর্গালোকে বাস করে। তথায় কল্পকাল বিবিধ ভোগ করিয়া কালে মর্ত্ত্যলোকে একচ্ছত্র রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে ভৃত্য, বাহন, অন্তঃপুর, সুন্দর পরিচ্ছদাদি বিবিধ ভোগসাধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহার দেবীভক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। দেবী-ভক্তিবলে পুনর্ব্বার দেবীর ও দেবীভক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রিয় এবং ব্রাহ্মণভোজন, কুমারী ভোজন প্রভৃতি সংকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে, দেবীর পরম সম্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে শিবলোকে গমন করে। ৫-৮

হে শুক্র ! যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য দেবীর গৃহ মার্জ্জন করে, ধনবান হয় এবং সর্ব্বসুখ-সম্পত্তি লাভ করে, দেহান্তে দেবী-লোকে গমন করিয়া সর্ব্বকামনা-ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা নিত্য নিত্য দেবীর গৃহানুলেপন করে;

১। সকপাটকুলান্বিতম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তদা গচ্ছেচ্ছিবালোকং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ।
দেব্যা গৃহস্ত যঃ শুক্র গোময়েনানুলেপয়েৎ ॥ ১০
স্ত্রিয়ো বা যদি বা পুংসঃ ষণ্মাসন্ত নিরন্তরম্ ।
স লভেদীপ্সিতান্ কামান্ দেব্যা লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১
অত্রৈব যৎ পুরা বৃত্তং কথয়ামীতি শৃণ্বতাম্ ।
আসীল্লুব্ধো নিরাধারঃ কৈবর্ত্তো মৎস্যঘাতকঃ ॥ ১২
লেপালেপতুলে শুক্র প্রযযৌ মৎস্যবন্ধনে ।
স চ বিন্ধ্যাটবীমধ্যে দেবীগেহমপশ্যত ॥ ১৩
তস্য জালং প্রভূতেন শীর্ণং কালেন ভার্গব ।
দেব্যা গৃহাগতো বৃক্ষস্তস্মিংস্তমবলম্বয়েৎ ॥ ১৪
গতো গৃহং স্বকং বৎস পুনস্তত্রৈব কালতঃ ।
আগতঃ কর্পটখণ্ডং হসমানঃ স্বকৃৎসমঃ ॥ ১৫
দত্ত্বা গতঃ পুনঃ কালান্মৃতঃ সোঽভূদ্গণাধিপঃ ।
বিদ্যাধরপতিশ্চিত্রঃ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ[১] ॥ ১৬
স্বল্পেনাপি হি কর্ম্মেণ প্রাপ্তবান্ মহতীং শ্রিয়ম্ ।
তথা ত্বমপি বিপ্রেন্দ্র দেব্যা ভক্তিপরো ভব ॥ ১৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে দেব্যা ধ্বজমহাভাগ্যফলং
নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক, ছয় মাস এইরূপ করিলেই ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া দেবীলোকে গমন করে। ৯-১১

এক্ষণে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোনস্থানে একজন দরিদ্র কৈবর্ত্ত বাস করিত ; মৎস্য বিক্রয়ই ইহার জীবিকা ছিল। ১২

একদিন ঐ কৈবর্ত্ত প্রাতঃকালে উঠিয়া মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমন করিল। আগমনকালে ঐ ব্যক্তি বিন্ধ্যাটবী-মধ্যে দেবীগৃহ অবলোকন করিল। ১৩

কালবশে তাহার জালখানি অতিশয় জীর্ণ হইয়াছিল, মৎস্যজীবি ব্যক্তি আপনার জালখানি অকর্ম্মণ্য দেখিয়া দেবীগৃহের সম্মুখস্থিত বৃক্ষে তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া গৃহে গমন করিল। ১৪

কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বৃক্ষে একটি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড লম্বমান করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে গমন করিল। ১৫

ঐ ব্যক্তি কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দেহান্তে সর্ব্ববিদ্যার্থ-পরাগ বিদ্যাধর-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাধর-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার কিঙ্কিণীযুক্ত শুভ্র-বস্ত্রনির্ম্মিত ধ্বজ দান করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ সর্ব্ব-বিদ্যাধরগণের অধীশ্বর হইল। হে শুক্র! ঐ ব্যক্তি এতাদৃশ স্বল্প কর্ম্মফলেই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, অতএব তুমিও দেবীর প্রতি ভক্তিযুক্ত হও। ১৬-১৭

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪

১। অত্র "ততঃ স ভগবান্ দেব্যা ভক্তিপূর্ব্বসমন্বিতঃ। দদৌ ধ্বজান্ পটশুভ্রান্ কিঙ্কিণীবরকান্বিতান্। তেন স পূর্ব্বকর্ম্মস্য স্মরণাদ্ গ্রহসত্তম। কর্ম্মযোগং সমস্থায় খড়্গারাজস্বযাভবৎ ॥ অনিবারিতশক্তিস্তু সর্ব্ববিদ্যাধরেশ্বরঃ" ইত্যধিকং ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

বিদ্যাধর উবাচ—

যদ্দেবং সা মহাভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুপরা পরা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ধ্বজদানং বিধানতঃ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

যথা ত্বং পৃচ্ছসে বৎস তথা শক্রেণ ব্রহ্মণি।
পৃষ্টঃ পূর্ব্বং তথা তেন শম্ভুগীতং প্রকাশিতম্॥ ২
শুক্রস্য ভাবযুক্তস্য তদহং তে মহাত্মনঃ।
কথয়ামি যথান্যায়ং ধ্বজদানং মহাফলম্॥ ৩

শুক্র উবাচ—

দেব্যা ধ্বজপ্রমাণন্তু বিধিং দণ্ডস্য লাঞ্ছনম্।
দীয়তে চ যথা নাথ তদশেষং ব্রবীহি নঃ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—

অণ্ডজং বোণ্ডজং[১] বাপি ধ্বজং কেশবিবর্জ্জিতম্।
নবং সমঞ্চ শ্লক্ষ্ণঞ্চ প্রাসাদাদণ্ডবর্দ্ধিতম্॥ ৫
সমং শ্লক্ষ্ণমৃজুং শুভ্রং শৈলং বা ধাতুজং পিবা।
তস্মিন্ পটে লিখেৎ সিংহং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৬
রোচনাসহচন্দ্রেণ হেমলেখহৃদূর্ব্বয়া।
প্রাসাদাদ্বলিমানন্তু ক্ষিতিং বিস্তরতঃ করম্॥ ৭

বিদ্যাধর বলিল,—ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে পরাৎপর মহাভাগা দেবীর ব্রতাদির বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ধ্বজদানের বিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস! এই কথা ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শম্ভু শুক্রের নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহাই ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও তোমাকে যথাবৎ ধ্বজদানের বিধি বলিতেছি। ২-৩

শুক্র মহেশ্বরের নিকটে বলিয়াছিলেন,—হে নাথ! দেবীর ধ্বজ প্রমাণ-বিধি এবং দণ্ডচিহ্নাদি যেরূপে দিতে হয়, তৎসমুদয় সম্যক্‌রূপে বর্ণন করুন। ৪

ঈশ্বর বলিলেন,—বস্ত্রনির্ম্মিত হউক কিম্বা অন্যবস্তু-নির্ম্মিতই হউক, নূতন, সমান অথচ চিক্কণ ধ্বজ নির্ম্মাণ করিতে হয়। ধ্বজমধ্যে যেন কেশাদি না থাকে। ইহা দণ্ডলম্বিত করিয়া প্রাসাদোপরি দিতে হয়। ৫

শৈল বা ধাতু-নির্ম্মিত হইলেও সমান, চিক্কণ, ঋজু অথচ শুভ হওয়া আবশ্যক। কর্পূর ও রোচনা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পট-মধ্যে একটি সর্ব্ব-লক্ষণ সম্পন্ন সিংহ অঙ্কিত করিয়া ঐ পটখানি প্রাসাদ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত লম্বমান করিবে। ৬-৭

১। অংশুজমিতি পাঠান্তরম্।

ধ্বজাপালনকর্ত্তব্যা দর্শয়েদ্দিক্ষু দেবতাঃ।
সর্ব্বে বাহনলাঞ্ছেন লাঞ্ছিতাঃ সহজেন চ ॥ ৮
কিঙ্কিণীচামরোপেতান্ ঘণ্টাদর্পণশোভিতান্।
কৃতহোমমহাপ্রাজ্ঞ সহকারদলান্বিতান্ ॥ ৯
মহামঙ্গলশব্দেন দেব্যাঃ কুর্ব্বংস্তু পূজয়েৎ।
সুগন্ধপুষ্পনৈবেদ্যং যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ১০
কন্যকা ব্রাহ্মণান্ ভোজ্য দধিপায়সশর্করৈঃ।
ভূতানাস্তু বলিং দত্ত্বা তথা তমুপরোহয়েৎ ॥ ১১
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
মোদতে বিবিধান্ ভোগান্ সর্ব্ববিদ্যার্থপরাগঃ ॥ ১২
অথবা হৈমরোপ্যং বা বার্ক্ষ্যং পার্থিবশৈলজম্।
কারয়েন্মৃগরাজন্তু মহাকরিমদাপহম্ ॥ ১৩
মহানখকরোৎখাত-মুক্তাফলগদাপ্রভম্[১] ॥ ১৪
এবংবিধং ততঃ কৃত্বা নবম্যাং পূজয়েচ্ছিবাম্।
সোপবাসঃ শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫
কন্যকাঃ পূজয়িত্বা তু বিপ্রান্ বেদবিদস্ততঃ।
দেব্যা ভক্তাঃ সদাচারাস্ত্রিকালহবনে রতাঃ ॥ ১৬
তে যথাশক্তিতস্তোষ্যা ধ্বজারোহণকর্ম্মণি।
কন্যা দেব্যা স্বয়ং প্রোক্তা কন্যারূপা তু শূলিনী ॥ ১৭
যাবদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ তাবদ্দেব্যা সুরারিহা।
দ্বিজা ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুঃ স্বকীয়ব্রতপালকাঃ ॥ ১৮

ধ্বজাপার্শ্বে স্ব স্ব বাহনসহিত দশদিক্‌পাল দেবগণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। কিঙ্কিণী, চামর, ঘণ্টা, দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা উহা শোভিত করিয়া প্রাজ্ঞব্যক্তি হোমাদি সমাপনান্তে তাহাতে সহকার-পল্লব সংযুক্ত করিয়া প্রথমতঃ দেবীর পূজা করিবে। যথাশক্তি সুগন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া দধি, পায়স, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইবে। অনন্তর ভূতবলি প্রদান করিয়া ধ্বজোত্তোলন-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এরূপ করিলে বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়া সর্ব্ব-কামনা-ফল লাভ করে এবং সর্ব্ববিদ্যাপারগ হইয়া বিবিধ-ভোগ সম্ভোগ করিতে থাকে। ৮—১২

এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি যে কোন বস্তু দ্বারা এরূপভাবে একটী সিংহ নির্ম্মাণ করিবে, যেন দেখিলেই বোধ হয় সিংহটী যেন মদমত্ত হস্তীকে বিদারণ করিতেছে এবং নখরপ্রহার দ্বারা করিকুম্ভ হইতে মুক্তাফল বাহির করাতে তাহার চরণশোভা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩-১৪

এরূপ সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া নবমী তিথিতে উপবাসী ব্যক্তি শুচি ও সর্ব্বসঙ্গ-পরিত্যাগী হইয়া দেবীর পূজা করিবে। ১৫

আর ধ্বজারোহণকালে দেবীভক্ত সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। দেবী স্বয়ং কন্যা-রূপিণী, যে পর্য্যন্ত কন্যাগণ অক্ষতযোনি থাকে, তাবৎপর্য্যন্ত তাহারা দেবী-স্বরূপ। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বকীয় ব্রত পালন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং

১। পদপ্রদমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পূজিতৈস্তৈস্তদা শুক্র সর্ব্বদেবাস্তু পূজিতাঃ।
দীনান্ধকৃপণানাস্তু অন্নং দেয়ন্তু শক্তিতঃ ॥ ১৯
যথা সর্ব্বগতা দেবী তত্তদ্দিশ্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ২০
নানাভক্ষ্যাক্ষতদধি-দূর্ব্বা উৎকরকান্বিতাঃ।
বলিং বৈ সর্ব্বভূতেভ্যো দশদিক্ষু নিবেদয়েৎ ॥ ২১
বজ্রঘোণা[1] তথা জপ্ত্বা অষ্টবিংশাক্ষরাপি বা।
সিংহং স্তম্ভে সমারোপ্য সর্ব্বমঙ্গলশব্দিতম্ ॥ ২২
বেদধ্বনিমহামন্ত্রকালিকাচর্চ্চিকাপদম্।
ন্যস্য সিংহং পরং ধ্যায়েদ্ যাদৃশং পূর্ব্বকল্পিতম্ ॥ ২৩
এবং তং বস্ত্রসংবীতং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
দেব্যা মহাধ্বজং ন্যস্য শেষাণামপি বিন্যসেৎ ॥ ২৪
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাণাং সোমসূর্য্যদিবৌকসাম্।
ধ্বজদানং মহাদানং সর্ব্বদানোত্তমং মতম্ ॥ ২৫
যাবন্ন দীয়তে শুক্র ধ্বজঃ প্রাসাদমূর্দ্ধনি।
তাবৎ তনু ভবেৎ বৎস প্রাসাদং দেবলাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬
শূন্যধ্বজং সদা ভূতা নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
বিদ্রাবন্তি মহাত্মানো নানা বাধাং করন্তি চ ॥ ২৭
তস্মাদ্দেবগৃহদ্বারপুরপর্ব্বতপত্তনে।
উচ্ছ্রিতাঃ শান্তিকামায় ধ্বজাঃ শুক্র সদা হিতাঃ ॥ ২৮
নহি চান্যদ্ ধ্বজদানাদুত্তমো ভবতে ক্বচিৎ।
দানমিষ্টঞ্চ পুত্রঞ্চ দেব্যা দীপস্তথৈব চ ॥ ২৯

মহেশ্বর-স্বরূপ, তাঁহাদের পূজা করিলেই সমস্ত দেবগণের পূজা করা হয়। দীন, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলকে যথাশক্তি অন্ন দান করিবে, যেহেতু দেবী সর্ব্বগতা; উহাদিগকে অন্ন দান করিলেই দেবীর উদ্দেশে দান করা হয়। ১৬-২০

নানাবিধ ভক্ষ্য বস্তু, দধি, অক্ষত, দূর্ব্বা, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রভৃতি সর্ব্ব-ভূতোদ্দেশে দশদিকে বলি প্রদান করিবে। ২১

অষ্টাবিংশত্যক্ষর রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া মঙ্গলশব্দপূর্ব্বক সিংহকে স্তম্ভে আরোহণ করাইয়া বেদধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ, কালিকা চর্চ্চিকা-নামোচ্চারণ, করিয়া পূর্ব্বকল্পিতরূপে সিংহের ধ্যান করিবে। পরে বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা দেবীর মহাধ্বজ স্থাপন করিয়া পরে অন্যান্য দেবগণেরও ধ্বজ স্থাপন করিবে। ২২-২৪

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্র, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের ধ্বজ দান করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান করা হয়। প্রাসাদশিখরে যে পর্য্যন্ত না ধ্বজদান করা হয়, সে পর্য্যন্ত প্রাসাদে দেবচিহ্ন হয় না। হে শুক্র! ভূত, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে শূন্যধ্বজ গৃহদিতে নানা উপদ্রব করে। ২৫-২৭

অতএব গৃহদ্বারে প্রাসাদে পর্ব্বতে এবং নগরে ধ্বজদান করা শক্তিকামী লোকদিগের উচিত এবং হিতকর। ধ্বজদান অপেক্ষা উত্তম কার্য্য জগতে আর নাই। ২৮-২৯

১। রুদ্রঘোণেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অনেন বিধিনা যস্তু ধ্বজং শুক্র নিবেদয়েৎ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি স নরঃ শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৩০
তস্য দর্শনসম্ভাষাদপি পাপরতা নরাঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো দিবং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
রাজ্ঞা বানেন বিধিনা দেবীলাঞ্ছনলাঞ্ছিতম্।
শঙ্খচক্রবৃষভাক্ষ[১] হংসবর্হিণবারণৈঃ।
সাচারো ভক্তিমাস্থায় ধ্বজযষ্টিং সমুচ্ছ্রয়েৎ ॥ ৩২
ন তস্য সঙ্গরে শুক্র ব্যাধয়ো ন চ বৈরিণঃ।
ন চ শস্ত্রব্রণপীড়া ভবেদ্ধ্বজসমুচ্ছ্রয়াৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ধ্বজদানবিধির্নাম
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

হে শুক্র। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক এরূপে ধ্বজ দান করে, সে অভীষ্ট পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া পরে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৩০

তাহার দর্শন বা তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলেও পাপী মনুষ্যগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এইবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩১

মহারাজগণ আচারপূত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্খ, চক্র, বৃষ, তার্ক্ষ্য, হংস, ময়ূর, হস্তী প্রভৃতি চিহ্নলাঞ্ছিত ধ্বজযষ্টি উত্তোলন করিবে, তাহা হইলে তাহাদের যুদ্ধ, ব্যাধি, শত্রু-আক্রমণ, শস্ত্রব্রণপীড়া প্রভৃতি কোন অনিষ্ট হইবে না। ৩২-৩৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫

১। তার্ক্ষ্যেতি পাঠান্তরম্।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শুক্র উবাচ—

স্তবঃ পুরা যথা দেব্যা ময়া পৃষ্টো বৃষধ্বজ।
তমহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাৎ তু শূলিনঃ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু শুক্র যথা পৃষ্টো দেব্যাঃ স্তোত্রং সুদুর্ল্লভম্।
শমনং সর্ব্বপাপানাং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২
যং শ্রুত্বা ভবতে বিদ্যা বিদ্যতে চ শিবাত্মকম্।
পরাপরবিভাগস্তু তদহং বচনৈর্ধ্রুবম্ ॥ ৩
জয় পবনগগনদিনকর-হুতবহ-শশিসলিল-অবনি আত্মস্থে।
স্থিতিজগৎকারণ-হেতো মূর্ত্তিত্বে কল্পিতে নমস্তে ॥ ৪
জয় সকলার্থব্যাপিনি অনাদি নির্লক্ষশুদ্ধ-আত্মস্থা।
আধারাদ্বায়ুনা[১] মনেকতত্ত্বার্থরূপিণে নমস্তে ॥ ৫
জয় নাদবিন্দুরূপিণি ঈশানাত্মনিবিদ্যালয়ে কলিকালে।
বিদ্যানিয়তিসরাগে পুরুষাব্যক্তবেশায় নমস্তে ॥ ৬
খগগগন-দহনরূপিণি জলধরতনু-বন্ধমোচনি অনাদ্যে।
জয় সকলরূপ-মাতৃরূপেঽনেক-বিজ্ঞানধারিণি নমস্তে ॥ ৭
জয় কালদেহরূপিণি বিমুক্তত্বদ্বিরামান্তে।
বিন্দ্বাবন্ধনিরুদ্ধ-তদ্ভেদমোচনি নমস্তে ॥ ৮

শক্র বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ! পূর্ব্বে যে দেবীর স্তবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এক্ষণে আপনার প্রসাদে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে শুক্র। পূর্ব্বে যে সর্ব্বপাপনাশক সর্ব্বকামপ্রদ সুদুর্লভ স্তবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। ২

উহা শ্রবণ করিলে বিদ্যালাভ হয়, আত্মা শিবরূপ হয় এবং পরাপর-বিভাগ থাকে না। এক্ষণে আমি বাক্য দ্বারা যথাপূর্ব্ব বলিতেছি। ৩

বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল এবং পৃথিবীর জয় হউক। আপনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, আপনাকে নমস্কার। ৪

যিনি সকলার্থব্যাপিনী, অনাদি, অলক্ষ্য, শুদ্ধ, আত্মস্থ, বায়ুর আধার, অনেক-তত্ত্বার্থরূপিণী; তাঁহাকে নমস্কার। ৫

যিনি নাদবিন্দুরূপিণী, ঈশ্বরের আত্মা, বিদ্যার আলয়, কলিকালস্বরূপ, বিদ্যা নিয়তি ও রাগস্বরূপ এবং যিনি অব্যক্ত বেশধারী পুরুষ, তাঁহার জয় হউক। ৬

খলগণের দহন করিবার জন্যই যাঁহার শরীর ধারণ, যাঁহার তনু জলধরের ন্যায় এবং যিনি বন্ধনমোচিনী; অনাদ্যা, সকলমাতৃরূপা, অনেক বিজ্ঞানধারিণী তাঁহাকে নমস্কার। ৭

যিনি কালে কালে দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করেন, মায়াবন্ধ মোচন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। ৮

১। আধারাচ্চানূণামিতি ক্বচিৎ পাঠান্তরম্।

জয় দশদিশত্বং রূপিণি অশুভ-শুভমার্গচোদনি
মন্ত্রাত্মক-মূর্ত্ত্যবস্থিত নমস্তে। জয় সকল-
জন্তুমোহনি মায়াত্মকরূপি দুর্ভেদ্যে[১] ॥ ৯
জয় কালদেহরূপিণি ক্ষণাদি-কল্পান্তসংস্থিতা-
বয়বৈ-র্বিদ্যাশুদ্ধজ্ঞানং নিয়ামসে নিয়তিরূপিণি নমস্তে ॥ ১০
জয় নাগবদ্ধরূপিণি নিশ্বাসোচ্ছ্বাস-বায়ুতদ্ব্যাভ্রো ব্যক্তম্।
পচসি চ দহনে পিণ্ডত্বাং পালয়িবচে নমস্তে ॥ ১১
জয় তত্ত্বভাবরূপিণি অত্যন্তসূক্ষ্মাদলক্ষ্যানির্লেপে।
নোৎপন্নে তানুৎপাদনি শিবশক্তি পরস্বরূপিণি নমস্তে ॥ ১২
জয় নিষ্কলার্থরূপিণি সমস্তবস্ত্বন্ত-সংস্থিতাবস্থে।
পরমাপরসকলগতে ভগবতি বরদে পরং নমস্তে ॥ ১৩
জয় পৃথ্ব্যঙ্ঘ্রিগতা তে গুল্ফস্তেজো জঙ্ঘয়া হ্যনিলঃ।
উরুভ্যাং বিবদগুহ্যে কট্যাহঙ্কারগতে নমস্তে ॥ ১৪
জয় নাভ্যধঃস্থা বুদ্ধির্নাভ্যাং প্রকৃতির্হৃদিস্থিতঃ পুরুষঃ।
বিদ্যারাগৌ কুচাভ্যাং নিয়তিপরে হ্যুরঃস্থলগতে নমস্তে ॥ ১৫
জয় কালকণ্ঠগতে কপালি মুখে স্থিতা মায়া[২]।
বিদ্যা জিহ্বাং নাশেৎ তত্ত্বেশ্বর সংহিত নমস্তে ॥ ১৬
জয় ত্রুটিগতত্বংবিন্দুনাদ-শব্দাত্মকঞ্চ মার্গে তু।
শক্তিতদ্বিগমা তত্ত্বাঘটিততনুং নমস্তে ॥ ১৭

যিনি দশদিকৃরূপিণী, অশুভ ও শুভ মার্গের পরিচালিকা, মন্ত্ররূপ মূর্ত্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সকল-জন্তুমোহিনী, মায়ারূপা, দুর্ভেদ্যা, সকলমাতৃরূপা, অনেক বিজ্ঞানধারিণী, তাঁহার পদে নমস্কার। ৯

যিনি কালদেহধারিণী, ক্ষণাদিকল্পান্ত যাঁহার অবয়ব এবং যিনি বিদ্যাস্বরূপ, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, নিয়ম ও নিয়তিস্বরূপ, তাঁহার জয় হউক। ১০

যিনি নাগবদ্ধরূপিণী, যিনি দহনরূপে পাককার্য্য সম্পন্ন করেন এবং যিনি ত্রিভুবন পালন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। ১১

যিনি তত্ত্ব ও ভাবস্বরূপা, অত্যন্ত সূক্ষ্মা বলিয়া অলক্ষ্য, নির্লেপ, উৎপত্তি-বিহীন, উৎপাদিকা, শিবশক্তি, পরস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার। ১২

যিনি নিষ্কলার্থরূপিণী, যিনি সমস্ত বস্তুমধ্যে অবস্থান করেন, যিনি পরমা, সর্ব্বগতা, ভগবতী, বরদা তাঁহার চরণে নমস্কার। ১৩

হে দেবি! আপনার অঙ্ঘ্রিদ্বয়ে পৃথিবী, গুল্ফদ্বয়ে বায়ু, উরুদ্বয়ে তেজ, জঙ্ঘাদ্বয়ে বারি, পদ, গুহ্য ও কটিদেশে অহঙ্কার, আপনাকে নমস্কার। ১৪

দেবি! আপনার নাভির অধোভাগে বুদ্ধি, নাভিতে প্রকৃতি, হৃদয়ে পুরুষ, স্তনদ্বয়ে বিদ্যা এবং রাগ, উরঃস্থলে নিয়তি, আপনাকে প্রণাম হই। ১৫

হে ঘণ্টারবপ্রিয়ে! আপনার কণ্ঠদেশে কাল, মুখে মায়া, জিহ্বাগ্রে বিদ্যা, নাসাগ্রে ঈশ্বর, আপনাকে প্রণাম হই। ১৬

যিনি ত্রুটিকালমধ্যে নাদ-বিন্দুশব্দস্বরূপ এবং যিনি শক্তি ও তত্ত্বরূপা তাঁহাকে প্রণাম হই। ১৭

১। অতঃ পরং 'জয় সকলরূপমাতৃরূপেঽনেকবিজ্ঞানধারিণি নমস্তে' ইত্যধিকং ক্বচিৎ।
২। কপালিঘণ্টারবপ্রিয়ে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

জয় সকলশত্রুমর্দ্দনি মৃগপতিগমন-প্রিয়েন্দুদীপ্তাঢ্যে।
ত্বং দেবী সমরকালেঽত্যদ্ভুতচেষ্টা ত্বং নমস্তে ॥ ১৮
জয় বিপ্রদর্শনমাত্রাৎ সহর্ষবেগেণ ত্রুটিতবলয়োঽঘম্‌।
অভয়মিব ঘোষয়ন্তে ভক্তং শত্রুঞ্চাভয়কারি নমস্তে ॥ ১৯
জয় সব্যাপসব্যে বাণান্‌ মুঞ্চন্ত্যুজ্জ্বলন বলহর্ষিণি।
ত্রুট্যন্তি সন্ধিমার্গাঃ কাত্যায়নি কঞ্চুকে নমস্তে ॥ ২০
জয় শত্রুঞ্চাভিমুখং দংষ্ট্রাধরমুক্তশস্ত্রহুঙ্কারম্‌।
রিপুভয়দাভয়দভক্তামৃতমূর্দ্ধান্তর নমস্তে ॥ ২১
জয় রিপুনিগ্রহকারিণি নিয়ময়সে দুঃখশোকবৈচিত্র্যে।
উদ্বেগভয়রুজাদ্যে-শ্চোদয়সি নেচ্ছন্নপি নমস্তে ॥ ২২
জয় যে ভক্তাঃ শূলিনি প্রতাপমানাভিমানসন্তুষ্টাঃ।
তেষাং দৃষ্ট্যা পুরতো লক্ষ্মীঃ সঞ্চরতি চ নমস্তে ॥ ২৩
ইতি দুঃখশোকিনং ত্বং মূর্খং নির্লজ্জং নিকৃতং পিশুনম্‌।
জরারুজপীড়িতগাত্রং নাস্তিক্যং ত্রাহি মাং দেবি ॥ ২৪
ত্বং জ্বররুচবীজো আবর্ত্তাকল্প-যৌবনোল্লোলৈঃ।
বিষমে দুঃখসমুদ্রে মগ্নং ত্বং ত্রাহি মাং দেবি ॥ ২৫
যৎকিঞ্চিৎ দুঃখং তৎ সর্ব্ব তে নিবেদিতার্ত্তেন।
যে যস্য প্রপন্নো নিবেদ্য দুঃখং সুখীভবতি ॥ ২৬

যিনি সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দিনী, সিংহপ্রিয়া, চন্দ্রপ্রভাশালিনী এবং যুদ্ধকালে যাঁহার অদ্ভুত বিক্রম, তাঁহাকে প্রণাম হই। ১৮

ব্রাহ্মণ-দর্শনমাত্রেই যাঁহার হর্ষ এবং বলয়শব্দে যিনি ভক্তগণের অভয় ঘোষণা করেন ও শত্রু-গণের ভয়-প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে প্রণাম হই। ১৯

যিনি বামহস্তে ও দক্ষিণহস্তে শর নিক্ষেপ করেন, স্বীয় বলগর্ব্বে অঙ্গসন্ধি স্ফোটিত করেন, সেই কঞ্চুকাবৃতা কাত্যায়নীর চরণে প্রণাম হই। ২০

যিনি শত্রুর অভিমুখে দংষ্ট্রা দ্বারাও অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া হুঙ্কারধ্বনিতে শত্রুগণের ভয় ও ভক্তগণের অভয়োৎপাদন করেন, তাঁহাকে প্রণাম হই। ২১

যিনি শত্রুগণের নিগ্রহ করেন, দুঃখ, শোক, উদ্বেগ, ভয়, পীড়া প্রভৃতি দ্বারা যিনি প্রাণিগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাকে প্রণাম হই। ২২

যিনি ভক্তগণকে প্রতাপ, মান, অভিমানাদি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন এবং যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই তাহারা লক্ষ্মী লাভ করে, তাঁহাকে প্রণাম হই। ২৩

হে দেবি! আমি দুঃখ ও শোকে আচ্ছন্ন, মূর্খ, নির্লজ্জ, অপমানিত, খল, জরা ও ব্যাধি পীড়িত, নাস্তিক, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২৪

দেবি! আপনিই জ্বরপীড়াদির মূলকারণ, আপনার অচঞ্চল যৌবন আকল্পস্থায়ী; আমি বিষম দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২৫

দেবি! আমি বড় কাতর হইয়া, আমার দুঃখভার আপনার নিকটে প্রকাশ করিলাম; যে ব্যক্তি যার আশ্রিত, সে তাহার নিকটে আত্মদুঃখ প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হয়। ২৬

অর্থে শূলিনি দুর্গে গৌরী চণ্ডি প্রসীদ মাং দেবি।
অভিবাঞ্ছিতঞ্চ সিধ্যতু মম দেবি তব প্রসাদেন ॥ ২৭
ইত্যেবমর্চ্চয়িত্বা দুর্গাং যঃ পঠতি ভক্তিমান্ পুরতঃ।
করতলগতা নির্ব্বিঘ্না সিদ্ধিঃ স্যাচ্চিন্তিতা তস্য ॥ ২৮
এবং স্তুত্বা ক্ষমায়েত বিক্লবা গদ্গদা গিরা।
সমন্যুদীর্ণ উদ্বাষ্পো বরান্ কামান্ নৃণাং কুরু ॥ ২৯
পুনঃ প্রপাতমষ্টাঙ্গং কর্ত্তব্যং সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।
সকামো বিবিধান্ ভোগান্ নিষ্কামঃ পরমং পদম্ ॥ ৩০
প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো বাচ্যমেতৎ স্তবং পরম্।
তত্ত্বার্থরূপিণী দেবী যস্মাৎ স্তোত্রে প্রকাশিতা ॥ ৩১
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ শুক্র পঠিতব্যস্তদর্থিভিঃ।
বেদার্থং চিন্তমানেন বিষ্ণুনা পঠিতঃ পুরা।
ব্রহ্মণা শিবসম্ভাবং সূর্য্যেণ মনুনা তথা ॥ ৩২
দক্ষপ্রজাপতি-ব্যাস-দেবলাসিত-গোতমৈঃ ॥ ৩৩
বশিষ্ঠভৃগুমাণ্ডব্য-পুলহাদিভিঃ সত্তমৈঃ।
এতদ্দেব্যাঃ পরং তত্ত্বং সর্ব্বভাবপ্রকাশকম্ ॥ ৩৪
পাঠনাৎ শ্রবণাৎ শুক্র সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং সুখার্থী সুখবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫
বন্ধনান্মুচ্যতে বদ্ধো রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
সর্ব্বদানতপস্তীর্থ-যজ্ঞপুণ্যমবাপ্নুতে ॥ ৩৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীস্তবো নাম
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

হে দেবি! হে শূলিনি! গৌরি! চণ্ডি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন এবং আপনার প্রসাদে আমার অভিলষিত সমস্তই সিদ্ধ হউক। ২৭

যে ব্যক্তি দেবীর অর্চ্চনাদি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অগ্রে এই স্তব পাঠ করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধিই নির্ব্বিঘ্নে করতলগত হয়। ২৮

এইরূপ অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে স্তব পাঠ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মনুষ্যগণ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিবে এবং পরে পুনর্ব্বার অষ্টাঙ্গ নিপাতিত করিয়া প্রণাম করিবে। এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। সকাম হইয়া স্তব পাঠ করিলে বিবিধ ভোগপ্রাপ্তি এবং নিষ্কাম হইয়া পাঠ করিলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্ত্বার্থরূপিণী দেবী এই স্তব দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, এইজন্য তত্ত্ববুভুৎসু ব্যক্তিগণের এই স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য। ২৯-৩১

পূর্ব্বে বিষ্ণু বেদার্থ চিন্তা করিবার সময়ে এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য, মনু, দক্ষ, প্রজাপতি, ব্যাস, দেবল, অসিত, গোতম, বশিষ্ঠ ভৃগু, মাণ্ডব্য এবং পুলহ প্রভৃতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২-৩৪

হে শুক্র! এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্বকামফল সিদ্ধ হয়। বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে, সুখার্থী সুখ লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, অধিক কি সর্ব্বদান, তপস্যা, তীর্থ, যজ্ঞাদিরও ফল-লাভ হয়। ৩৫-৩৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি ঈপ্সিতাল্লোঁকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১
শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে।
ভক্তানামার্ত্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা ॥ ২
শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিণী।
শিবায় যো জপেদ্দেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা ॥ ৩
ধর্ম্মাদীন্ চিন্তিতান্ যস্মাৎ সর্ব্বলোকেষু যচ্ছতি।
অতো দেবী সমাখ্যাতা সা সর্ব্বার্থানুসাধনী ॥ ৪
বিষাগ্নিভয়ঘোরেষু শরণ্যং স্মরণাদ্যতঃ।
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে ॥ ৫
সোমসূর্য্যানিলাস্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬
যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পুনর্জ্জাতা হিমালয়ে।
পূর্ণসূর্য্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা ॥ ৭
জলায়ানা নরা গৌর্য্যা সমুদ্রশয়নাথবা।
নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীঃ প্রকুর্ব্বতা ॥ ৮
স্মরণাদিভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবী সকলের হৃদয়স্থিত শুভকর মঙ্গলজনক অভিলষিত ফল দান করেন বলিয়া লোকে তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ১

তিনি ভক্তদিগের দুঃখ নিবারণ করেন ও ভক্তদিগকে শোভন অথচ শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গল্যা। ২

শিব শব্দের অর্থ মুক্তি, দেবী যোগিগণের মোক্ষফল প্রদান করেন। শিব-ফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম শিবা। ৩

তিনি লোক সকলকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি সর্ব্বার্থ প্রদান করেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বকামার্থসাধিনী বলিয়া বিখ্যাতা। ৪

স্মরণমাত্রেই তিনি বিষ, অগ্নি, ঘোর ভয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন, এই-জন্যই পুরাণে তাঁহার নাম শরণ্যা। ৫

চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বায়ু ইহাঁরা দেবীর নেত্রত্রয়স্বরূপ, এইজন্য মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলেন। ৬

দেবী যোগানলে স্বীয় তনু দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার হিমালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ গৌর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গৌরী। ৭

নার শব্দে জল বুঝায়, এই জল দেবীর আশ্রয় কিম্বা তিনি সমুদ্রশায়িনী, এইজন্য তাঁহার নাম নারায়ণী। ৮

স্মরণমাত্রেই দেবী ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুশঙ্কট-ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা। ৯

কং ব্রহ্ম কং শিবঃ প্রোক্তমশ্মসারঞ্চ কং মতম্ ।
ধারণাদ্বসনাদ্ বাপি কাত্যায়নী মতা বুধৈঃ ॥ ১০
রৌদ্রাণি ঘোরকর্ম্মাণি কারণাচ্চ রৌদ্রী মতা ॥ ১১
বিন্ধ্যেঽবতীর্য্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী ॥ ১২
জয়ন্তী জয়নাখ্যাতা অজ্জিতা ন জিতা ক্বচিৎ ।
বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্ ।
বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ॥ ১৩
সিংহমারুহ্য কল্পান্তে নিহতো মহিষো যথা ।
মহিষঘ্নী ততো দেবী কন্যা বৈ সিংহবাহিনী ॥ ১৪
কালী দক্ষাপমানেন সর্ব্বশক্রনিবর্হণী ।
কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে ॥ ১৫
কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা ।
কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাদ্বা কপালিনী ॥ ১৬
হত্বা রুরুং মহাদৈত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুভয়ঙ্করম্ ।
তস্য প্রবৃত্ত বৈ চর্ম্ম মুণ্ডং বামকরে তথা ।
গৃহীত্বা নির্গতা তুমা সা চামুণ্ডা ততঃ স্মৃতা ॥ ১৭
নন্দতে সুরলোকেষু নন্দনে বসতেঽথবা ।
হিমাচলে মহাপুণ্যে নন্দা দেবী ততঃ স্মৃতা ॥ ১৮

'ক' শব্দে ব্রহ্ম এবং 'ক' শব্দে শিব ; ইহাঁদিগকে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী। ১০

ইনি ঘোর রৌদ্র কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার নাম রৌদ্রী। ইনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিন্ধ্যাচলে অবতীর্ণ হইয়া মহাসুর ঘোরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি সেই বিন্ধ্যাচলে বাস করেন বলিয়া ইহাঁর নাম বিন্ধ্যবাসিনী। ১১-১২

ইনি সর্ব্বত্রই জয় লাভ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম জয়ন্তী। ইহাঁকে কেহ জয় করিতে পারে না, এইজন্য ইহাঁর নাম অজিতা। মহাবল পদ্মনামক দৈত্যরাজকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম বিজয়া হইয়াছে এবং লোকে তদবধি ইহাঁকে অপরাজিতা বলে। ১৩

দেবী কল্পান্তে সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম মহিষঘ্নী এবং সিংহবাহিনী। ১৪

দক্ষাপমানকালে ইহাঁর নাম কালী হইয়াছে কিংবা ইনি কালে সমস্ত পদার্থেরই কলন (সংহার) করেন বলিয়া দেবগণ ইহাঁর কালী নাম দিয়াছেন। ইনি সর্ব্বদা হস্তে ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন কিংবা পালন করেন বলিয়া ইহাঁর নাম কপালী ও কপালিনী। ১৫-১৬

ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর রুরুনামক মহাদৈত্যের বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম ও মুণ্ড বামকরে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চামুণ্ডা। ১৭

ইনি সুরলোকে নন্দনকাননমধ্যে এবং মহাপুণ্যস্থান হিমাচলে সর্ব্বদা বাস করিয়া আনন্দ অনুভব করেন বলিয়া ইহাঁর নাম নন্দা। ১৮

অল্পেনৈবোপকারেণ যস্মাল্লোকে সুখপ্রদা।
কৌশেয়ধারণাদ্বাপি সুপ্রসাদাথ কৌশিকী ॥ ১৯
কৈটভস্ত বধং কৃত্বা গৃহীতং তৎপুরং যথা।
তেন সা গীয়তে দেবী পুরাণে কৈটভেশ্বরী ॥ ২০
শ্বেতং শুক্লং শিবং স্থানং স্থানং যস্মাদিহাগতা।
মহাভাবসমুৎপন্না মহাশ্বেতা ততঃ স্মৃতা ॥ ২১
ভাগ্যা বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা সর্ব্বদিক্কাময়তোপমা।
মহার্থসাধনী দেবী মহাভাগা ততঃ স্মৃতা ॥ ২২
সুবাহুস্ত্রিদশা দেবী নন্দিনী দুন্দুভির্মতা।
তেষাঞ্চ বাদিনী নন্দী ঈশত্বাৎ ত্রিদশেশ্বরী ॥ ২৩
রুদ্রো ভবঃ সমাখ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ।
ভবঃ কামস্তথা সৃষ্টির্ভবানী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৪
মাতরাণ্যগ্রজা[১] জ্যেষ্ঠা সর্ব্বসম্বন্ধকারণাৎ।
তমোনিরয়গামিত্বাৎ তমোনিষ্ঠা বিনাশিনী ॥ ২৫
ব্রহ্মিষ্ঠা দেবমাতৃত্বাদ্ গায়ত্রী চরণাগ্রজা ॥ ২৬
বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী ॥ ২৭
অপর্ণা সা নিরাহারা একাশী একপর্ণিকা।
পাটলা পাটলাহারাদ্দেবী লোকেষু গীয়তে ॥ ২৮

ইনি অল্প আরাধনা করিলেই লোকসকলের সুখ সম্পাদন করেন বলিয়া ইহাঁর নাম সুপ্রসাদা এবং কৌশেয় বস্ত্র ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম কৌশিকী। ১৯

দেবী কৈটভাসুরকে বধ করিয়া তদীয় পুরের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম কৈটভেশ্বরী। ২০

দেবী মহাভাব আশ্রয় করিয়া শ্বেত অর্থাৎ শুক্ল মহাদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া ইহাঁর নাম মহাশ্বেতা হইয়াছে। ২১

ভাগ্যশব্দের অর্থ বুদ্ধি অথবা সকলের মহার্থ সাধন করেন ; এইজন্য ইহাঁর নাম মহাভাগা। ২২

দেবী ত্রিদশা অর্থাৎ বাল্য-কৌমার-যৌবনবতী এইজন্য তাঁহার নাম সুবাহু। তিনি দুন্দুভির ন্যায় আনন্দধ্বনিজনক, এইজন্য তাঁহাকে নন্দিনী বলে। তিনি কথা স্বরূপ অতএব নন্দী এবং দেবগণের ঈশ্বরী বলিয়া ত্রিদশেশ্বরী। ২৩

ভব শব্দের অর্থ—রুদ্র, সংসার এবং কাম ; ইহাদের সৃষ্টি করেন বলিয়া দেবীর নাম ভবানী। ২৪

দেবী সর্ব্বকালেই বিরাজ করেন, এইজন্য মাতার অগ্রেও ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, এইজন্যই ইহাঁর নাম জ্যেষ্ঠা। ইনি সর্ব্বপ্রকার তমঃ বিনাশ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম তমোনাশিনী। ২৫

দেবমাতা বলিয়া ইহাঁর নাম ব্রহ্মিষ্ঠা, চরণশ্রেষ্ঠা বলিয়া ইহাঁর নাম গায়ত্রী। ২৬

সর্ব্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম ব্রহ্মচারিণী। ২৭

ইনি নিরাহারা ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম অপর্ণা এবং একটি পর্ণমাত্র

১। মাতুরপ্যগ্রজা ইতি পাঠান্তরম্।

ধাত্রী মাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে।
ত্রয়াণাঞ্চৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা ॥ ২৯
ত্রিদশৈরর্চ্চিতা দেবী দেবযাগেষু পূজিতা।
ভাবশুদ্ধস্বরূপা তু সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা ॥ ৩০
ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশদেবানাং লয়ঞ্চ পরমং গতা।
ত্রয়াণাং শুভদায়িত্বাৎ ত্রিশূলী তেন শঙ্করা ॥ ৩১
দক্ষিণঞ্চোত্তরং লোকং তথা ব্রহ্মায়ণং পরম্।
নয়ং সন্মার্গধর্ম্মস্থং দৃষ্টৌ ত্রিনয়না মতা ॥ ৩২
পদৈস্ত্রিভির্বলির্ব্বদ্ধো ঋগাদিত্রিপদাথ বা।
উৎপত্তিস্থিতিনাশেষু রজাদিস্ত্রিগুণা মতা ॥ ৩৩
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্ববেত্তৃত্বা-চ্ছান্তিত্বাচ্ছান্তিরুচ্যতে।
অরূপা পরভাবত্বাদ্ বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা ॥ ৩৪
জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজসুতা ততঃ।
সাধ্বী পতিব্রতত্বাচ্চ স্কন্দোৎপাদেন মাতৃকা ॥ ৩৫
তারণাদ্রিপুশঙ্কাদেস্তারা লোকেষু গীয়তে ॥ ৩৬

আহার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম একপর্ণিকা। পাটলাহার করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম পাটলা। ২৮

ইনি জগৎকে ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম ধাত্রী। ধাত্রী-শব্দে জননী ও যিনি ধারণ করেন, তাঁহাকে বোধ হয়, সুতরাং সেই ভগবতী ত্রিভুবনের জননী এবং ধারণকর্ত্রী বলিয়াই তাঁহার নাম ত্রৈলোক্যধাত্রিকা হইয়াছে। ২৯

নিখিল অমরগণ, সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধ ভাবস্বরূপা দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, এইজন্যই সকলে তাঁহাকে সাবিত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৩০

তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবত্রয়েরও লয়কারিণী এবং শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম ত্রিশূলী ও শঙ্করা হইয়াছে। ৩১

সন্মার্গগামী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ মার্গ এবং পরিণামে ব্রহ্মপদ এই তিনকে নয়না অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেন বলিয়া তিনি ত্রিনয়না নামে প্রসিদ্ধা। ৩২

তিনি চরণত্রয়ে বলিকে বন্ধন করেন, ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় তাঁহার তিন চরণস্বরূপ, আর সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণ ও প্রলয়ে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া থাকেন বলিয়াই ত্রিগুণা হইয়াছেন। ৩৩

সেই ভগবতী, সকলই জানেন, এজন্য সর্ব্বজ্ঞা; শান্তিস্বরূপা এজন্য শান্তি; ক্রিয়াস্বরূপা এজন্য বহুরূপা এবং ব্রহ্মস্বরূপা এজন্য তিনি অরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ৩৪

হিমালয়-গৃহে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া শৈলরাজ-সুতা; তিনি অতীব পতিব্রতা এজন্য সাধ্বী এবং কার্ত্তিকেয়কে উৎপাদন করেন বলিয়া মাতৃকা নামে বিখ্যাতা। ৩৫

তিনি শত্রু প্রভৃতি অখিল-ভয়-কারণ হইতে ত্রাণ করেন, এজন্য ত্রিলোকমধ্যে সকলেই তাঁহাকে তারিণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ৩৬

বামং বিরুদ্ধরূপস্তু বিপরীতস্তু গীয়তে।
বামেন সুখদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ ॥ ৩৭
চিতিঃ চৈতন্যভাবত্বাচ্চেতনা বা চিতিঃ স্মৃতা ॥ ৩৮
মহান্ ব্যাপ্য স্থিতা সর্ব্বং মহা সা প্রকৃতির্মতা।
স্মৃতিঃ সংস্মরণাদ্দেবী নিয়তা চ নিয়ামনাৎ ॥ ৩৯
মথনং মর্দ্দনং প্রাহুঃ শুম্ভাদিভয়মাহবে।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী দেবী দেবেষু গীয়তে ॥ ৪০
রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা।
অতিথগুনরক্ষা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪১
ঋক্ষা[১] শৃঙ্গাটকাকারা কুণ্ডলী বা সমুদ্ভবে।
স্বরব্যঞ্জন-উৎপত্তৌ বেদমাতা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪২
বৃহদস্য শরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ।
বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তং ব্রাহ্মী দেবা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪৩
পূজ্যতে যাসুরৈর্দ্দেবৈ র্মহাংশ্চৈব প্রমাণতঃ।
ধাতুর্মহেতি পূজায়াং মহাদেবী ততঃ স্মৃতা ॥ ৪৪
সেব্যতে যা সুরৈঃ সর্ব্বৈ স্তাংশ্চৈব ভজতে যতঃ।
ধাতুর্ভজতি সেবায়াং ভগবত্যেব সা স্মৃতা ॥ ৪৫
তুষ তুষ্টৌ স্মৃতো ধাতুস্তস্য তুষ্টং নিপাতনে।
সৃজত্যেষা প্রজাস্তুষ্টা ত্বাষ্ট্রী তেন প্রকীর্ত্তিতা। ॥ ৪৬

বামশব্দের অর্থ বিরুদ্ধ বা বিপরীত; সেই দেবী, বিরুদ্ধ বা বিপরীতাচারী-কেও সুখ দান করিয়া থাকেন বলিয়া বুধগণ তাঁহাকে বামা, হৃদয়মধ্যে চৈতন্য-রূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চেতনা বা চিতি এবং সমুদয় বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এজন্য মহাপ্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৭-৩৯

মথন শব্দের অর্থ মর্দ্দন, তিনি সমরক্ষেত্রে শুম্ভাদিভয় মর্দ্দন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম নিশুম্ভ-শুম্ভ মথনী হইয়াছে। ৪০

রেবা শব্দের অর্থ নর্ম্মদা নদী বা দেবী এবং অতির অর্থ বিঘ্ননাশ, সুতরাং সেই দেবী অখিল বিঘ্ন বিদূরিত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম রেবতী হইয়াছে। ৪১

তিনি স্বর ও ব্যঞ্জনের উৎপত্তি-বিষয়ে শৃঙ্গাটকাকারা ঋক্ষী এবং কুণ্ডলীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, এইজন্যই সকলে তাঁহাকে বেদমাতা বলেন। ৪২

তাঁহার শরীর বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও অপ্রমেয়, এই কারণেই তাঁহার নাম ব্রাহ্মী। ৪৩

মহা-ধাতুর অর্থ পূজা, সুতরাং সমুদয় সুরাসুরগণ সেই দেবীকে পূজা করেন, তাঁহার শরীরও অতি মহৎ, এইজন্যই সকলে তাঁহাকে মহাদেবী বলে। ৪৪

অখিল অমরনিচয় তাঁহাকে ভজনা অর্থাৎ সেবা করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম ভগবতী হইয়াছে। ৪৫

তুষ ধাতুর অর্থ তুষ্টি অর্থাৎ সন্তোষ, সেই দেবী সন্তুষ্টচিত্তে প্রজা সৃজন করিয়াছেন বলিয়াই তুষ্টি ও ত্বাষ্ট্রী নামে অভিহিতা হন। ৪৬

১। ঋক্ষী ইতি পাঠান্তরম্।

মহানিতি চ যোগেষু প্রধানশ্চৈব কথ্যতে।
ত্রিগুণা ব্যতিরিক্তা সা পুরুষশ্চেতি চোচ্যতে ॥ ৪৭
হিরণ্যগর্ভোঽভূদ্‌বুদ্ধ্যা তেন বুদ্ধির্মতা অসৌ।
বিশ্বং বহুবিধং জ্ঞেয়ং সা চ সর্ব্বত্র বিদ্যতে।
তস্মাৎ সা বহুরূপত্বাৎ বহুরূপা শিবা মতা ॥ ৪৮
এতে চ অসতে লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা।
একা চ নাংশতো লোকা একানংশা চ সা স্মৃতা ॥ ৪৯
যোগী শক্রাদয়ো দেবাঃ সনকাদ্যাস্তপোধনাঃ।
তেষাং স্বামী তথা যোগী ঈশ্বরী প্রভুপালনা ॥ ৫০
আত্মেন্দ্রিয়মনাদীনাং সংযোগো যোগ উচ্যতে।
তেষাং বা যোজনাদ্ যোগী যোগৈশ্বর্য্যবিবোধনা ॥ ৫১
স্মৃতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়া সংশ্রয়ণাচ্চ বা।
লক্ষ্মীর্বা ললনা বাপি ক্রমণাৎ কান্তিরুচ্যতে ॥ ৫২
স্বরাঃ স্মরণশীলত্বাৎ জ্ঞেয়া সপ্তস্বরাত্মিকা।
অতি প্রাপণদানে বা তেন দেবী সরস্বতী ॥ ৫৩
গায়নাদ্গমনাদ্বাপি গায়ত্রী ত্রিদশার্চ্চিতা ॥ ৫৪
সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধিকা বাথ ঈশ্বরী।
স্বামিত্বাজ্‌ জ্ঞানসিদ্ধিত্বাৎ সিদ্ধিশ্চর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৫

যোগশাস্ত্রে ত্রিগুণময়ী সেই দেবীকে প্রধান, মহান্ ও গুণাতীতা এবং তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৪৭

তাঁহার বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন, এজন্য তাঁহার নাম বুদ্ধি। বিশ্ব বহুবিধ এবং সেই শিবাও নানারূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, এইজন্যই তিনি বহুরূপা নামে বিখ্যাতা। ৪৮

তিনি একা হইয়াও অংশরূপে নহে অর্থাৎ পূর্ণরূপে সমুদয় লোক ব্যাপিয়া আছেন, এইহেতু তাঁহার নাম একানংশা হইয়াছে। ৪৯

যোগিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সনকাদি তপোধনগণের স্বামী বলিয়া সকলে তাঁহাকে যোগী, ঈশ্বরী ও প্রভুপালনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৫০

পণ্ডিতগণ আত্মা মনঃ-ইন্দ্রিয়গণের সংযোগকেই যোগ বলিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে যোজনা করিয়া থাকেন বলিয়াই বা তাঁহার নাম যোগী। ৫১

বিশিষ্টরূপে যোগৈশ্বর্য্যকে স্মরণ ও সিদ্ধ করিয়া দেন, এইজন্য তিনি স্মৃতি ও সিদ্ধি নামে অভিহিতা হন। তাঁহারই কৃপায় সকলে শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করায় তাঁহার নাম লক্ষ্মী, ললনা ও কান্তি হইয়াছে। ৫২

সপ্তবিধস্বরযোগে তাঁহাকে স্মরণ করা যায় বলিয়া তিনি সপ্তস্বরাত্মিকা এবং অতির অর্থ প্রাপণ বা দান, সুতরাং তিনি সেই সপ্তস্বর দান করিয়া থাকেন, এজন্য সরস্বতী নামেও অভিহিতা হন। ৫৩

অমরগণের আরাধ্য সেই পরমেশ্বরীকে সকলেই গান করে অথবা তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন, এইজন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী। ৫৪

তিনি নিখিল কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সাধিকা ও সিদ্ধি হইয়াছে। তিনি সকলের স্বামী, এই হেতু, তাঁহাকে ঈশ্বরী এবং জ্ঞান-বলেই, তাঁহার সাক্ষাৎকার-সিদ্ধি হয়, এইজন্য বা সিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করে। ৫৫

স্মরণাচ্চিন্তনাদ্ বাপি শোধ্যতে সহ পাতকাৎ।
তেন শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা দেবী রুদ্রতনৌ স্থিতা ॥ ৫৬
মহাগজঘটাটোপ-সংযোগে নরবাজিনাম্।
স্মরণাদ্বারতে বাণান্ তেন সা কাণ্ডবারিণী ॥ ৫৭
বিচিত্রকার্য্যকরণা অচিন্তিতফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৮
আত্মবেদনশীলত্বাদন্বীক্ষণপরাথবা।
অন্বীক্ষ্য কুরুতে যস্মাদান্বীক্ষা সা ততঃ স্মৃতা ॥ ৫৯
ঋগ্‌যজুঃসামভাগেন সাঙ্গবেদগতাপি বা।
ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনী ॥ ৬০
পশ্বাদিপালনাদ্দেবী কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ বারণাদ্ বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে ॥ ৬১
নয়ানয়গতা লোকে বিকল্পেন নিরাময়াঃ।
দণ্ডনান্নয়নাদ্ বাপি দণ্ডনীতিরিতি স্মৃতা ॥ ৬২
ক্রিয়া কারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিন্মতা।
গাঙ্গমা গমনাদ্গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে ॥ ৬৩
যমস্য ভগিনী মাতা যমুনা তেন সা মতা ॥ ৬৪

রুদ্রতনু-স্থিতা সেই দেবীকে স্মরণ বা চিন্তামাত্রেই নিখিল পাপরাশি হইতে শুদ্ধি লাভ করা যায় বলিয়া তিনি শুদ্ধি নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। ৫৬

গজবাজিসঙ্কুল ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার স্মরণ করিবামাত্র তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত কাণ্ড অর্থাৎ শরজাল নিবারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম কাণ্ড-বারিণী। ৫৭

সেই অচিন্ত্য-ফলপ্রদা দেবী জগতে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ বিচিত্র কার্য্য করেন বলিয়া মায়া নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ৫৮

তাঁহারই কৃপায় আত্মবেদন অর্থাৎ আত্মদর্শন হয়, কিংবা তিনি সম্যক্‌রূপে সমস্ত পরিদর্শন করেন, অথবা পরিদর্শনপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম অন্বীক্ষা হইয়াছে। ৫৯

দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদায়িনী সেই ভগবতী, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত সষড়ঙ্গ সমুদয় বেদের অধিষ্ঠাত্রী, এই জন্য ত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধা। ৬০

পশ্বাদি-পালন এবং কৃষিকর্ম্মের কারণ বলিয়া, কিম্বা সর্ব্বত্র বর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থিতি এবং জীবগণকে অপথ হইতে বারণ অর্থাৎ নিবারণহেতু সকলে তাঁহাকে বার্ত্তা বলিয়া থাকেন। ৬১

তিনি পাপীদিগকে দণ্ড বিধান ও সুকৃতিশালীদিগকে সৎপথে নয়ন অর্থাৎ প্রবৃত্ত করেন বলিয়া নীতি ও অনীতি-বোধিকা সন্দেহনাশিনী দণ্ডনীতি বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। ৬২

নিখিলক্রিয়া-সম্পাদনের কারণ বলিয়া এবং সরণ অর্থাৎ সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া সরিৎ নামে প্রসিদ্ধা। তিনি 'গাং' অর্থাৎ পৃথিবীতে গমনাগমন করেন, এজন্য জগতে সেই দেবীর নাম গঙ্গা হইয়াছে। ৬৩

তিনি যমের ভগিনী ও মাতা বলিয়া যমুনা নামে বিখ্যাতা। ৬৪

প্রভা প্রসাদশীলত্বাজ্জ্যোৎস্না চন্দ্রর্ক্ষমালিনী।
রজনী কীর্ত্তিতা দেবী অর্ত্তিপ্রাপ্তির্মতা বুধৈঃ ॥ ৬৫
রাত্রীতি তেন সা লোকে পরিণামসুখপ্রদা।
ভয়ং নরকমাহুঃ স্যাৎ কুগতিপ্রাপণেষু চ ॥ ৬৬
অবতি রক্ষণে ত্রাণে ভগবত্যেব মঙ্গলা।
ত্রিদেবাস্ত্রিগুণাঃ কালা সুশর্ম্মা শান্তিঃ কীর্ত্যতে।
ল লয়ে ভূষণে বাথ ত্রিশূলী শূলপূজনাৎ।
হিংসা হিংসনশীলত্বাদ্ বলনাচ্চ মতা বলা ॥ ৬৭
দয়া দানস্বরূপেণ কৃপয়া চ কৃপা মতা।
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ বংশানামিহ সর্ব্বশঃ ॥ ৬৮
আদিত্বাদদিতিঃ খ্যাতা দিতির্দৈত্যপ্রসূয়নাৎ।
ভাস্বরাস্তু করা যস্য সুরারি বিনিবারিণঃ ॥ ৬৯
ভাসৃ দীপ্তৌ স্মৃতো ধাতুর্ভাস্বরা তেন চর্চ্চিকা।
দৈত্যান্তককরী দেবী দৈত্যান্তা তেন সা স্মৃতা ॥ ৭০
বহূনি যস্য রূপাণি চরাণি চ স্থিরাণি চ।
দেবমানুষতীর্থানি বহুরূপা ততো উমা ॥ ৭১
স্রবণস্যন্দনার্থে চ ধাতুর্বর্ষা নিপাত্যতে।
স্রবণা তেজসোঽপাঞ্চ সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা ॥ ৭২

তাঁহার অলৌকিক প্রভা ও প্রসন্নতা আছে বলিয়া সকলে তাঁহাকে চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী জ্যোৎস্না বলে। বুধগণ রজনী-শব্দের অর্থ দেবী ও অত্তি শব্দের অর্থ প্রাপ্তি বলেন। ৬৫

সুতরাং ঐ দেবীর নিকট অখিল অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া জগতে তাঁহার নাম পরিণামসুখপ্রদা রাত্রি হইয়াছে। জ্ঞানিগণ, ভয় শব্দের অর্থ নরক ও কুগতিপ্রাপ্তি এবং অবতি অর্থে রক্ষা ও পরিত্রাণ বলিয়াছেন এই জন্য তিনি জীবগণকে নরকভয় হইতে রক্ষা ও দুর্গতিপ্রাপ্তদিগকে পরিত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ভগবতী। ত্রি-শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও তিনকাল বোধ হয়, আর সুশর্ম্মা শব্দে শান্তি ও 'ল' শব্দে লয় বা ভূষণ, সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত দেবাদিকে শান্তি পাওয়ান ও লয় করেন এবং সকলের ভূষণস্বরূপ বলিয়া ত্রিশূলী হইয়াছেন। তিনি হিংসনশীলা বলিয়া কিংবা সকলকে বলপূর্ব্বক সংহার করেন বলিয়া বলা ও হিংসা নামে প্রসিদ্ধা। ৬৬-৬৭

দান-স্বরূপা বলিয়া দয়া ও সকলের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন বলিয়া কৃপা নামে প্রসিদ্ধা। তিনি, কি স্বর্গীয়, কি পার্থিব, নিখিল বংশেরই কারণরূপে আদিতে অবস্থিতা বলিয়া তাঁহার নাম অদিতি এবং দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছেন, এজন্য দিতি নাম হইয়াছে। ভাস ধাতুর অর্থ দীপ্তি, সুতরাং তাঁহার দৈত্যনিবারক করনিকর ভাস্বর অর্থাৎ দীপ্তিশীল, এজন্য তিনি ভাস্বর নামে কথিতা হন এবং তিনি দৈত্যগণের অন্ত অর্থাৎ সংহারকারিণী বলিয়া তাঁহার নাম দৈত্যান্তা হইয়াছে। ৬৮-৭০

তিনি দেব-মনুষ্যাদি বহুবিধ চরাচররূপে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া সেই উমা বহুরূপী নামে প্রসিদ্ধা। ৭১

স্রু-ধাতুর অর্থ স্রবণ অর্থাৎ স্যন্দন (ক্ষরণ); বর্ষা অর্থাৎ জলাদির ক্ষরণ

অবেতি রক্ষণে ধাতু অধিপ্রকটনে তথা।
অবা বভ্রা শিবা তেন অমরাসুরবন্দিতা ॥ ৭৩
ভীষণী শত্রুসিংহস্য ভীষণং বা করোতি চ।
ভীষণী তেন সা নিত্যং পুরাণে চোপগীয়তে ॥ ৭৪
যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ।
ডুধাঞ্‌ ধারণে ধাতু-স্তস্মাদ্ধাত্রী মতা বুধৈঃ ॥ ৭৫
শঙ্কুং কীলকমিত্যাহু-র্বেণী পংক্তিক্রমস্তথা।
শিরসো রাজতে যস্যাং শঙ্কুবেণী মতা বুধৈঃ ॥ ৭৬
বরান্ বৃণন্ত্যমুং দেবা বরদা চ বরার্থিনাম্।
ধাতুর্বৃঞ্‌ বরণে প্রোক্ত-স্তেন সা বরদা মতা ॥ ৭৭
হস্তং শরীরমিত্যাহু র্হস্তঞ্চ গগনং তথা।
জ্যোতীংষি গ্রহনক্ষত্রা জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতা ॥ ৭৮
ঐশ্বর্য্যং পরমং যস্য বশে চৈব সুরাসুরাঃ।
ইদি পরমৈশ্বর্য্যে চ ইন্দ্রাণী তেন সা শিবা ॥ ৭৯
ক্রুট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশ্চান্তে বিনাশনে।
ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ ॥ ৮০

তৎকর্তৃক নিপাতিত হয় বলিয়া তাঁহার স্রবণা নাম; তিনি উপাস্যা বলিয়া সাবিত্রী নামে অভিহিতা হন। ৭২

অব-ধাতুর অর্থ রক্ষা এবং অধিক প্রকটন তিনিই উহার কর্ত্রী, এইজন্য তাঁহাকে অবা বলা হয়। সেই শিবাই দেবতা ও অসুরগণের বন্দনীয়া বলিয়া বভ্রা নামে কীর্ত্তিতা হন। ৭৩

তিনি, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুগণের ভীষণী অর্থাৎ ভয়প্রদা কিংবা ভীষণ কার্য্য করিয়া থাকেন, এজন্য পুরাণ-শাস্ত্রে ভীষণী নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ৭৪

ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ, সুতরাং তিনি, নিখিল লোক ধারণ করিয়া আছেন এবং সকলকে জীবিকা দান করিয়া পোষণ করিতেছেন, এ নিমিত্ত বুধগণ তাঁহাকে ধাত্রী বলিয়া থাকেন। ৭৫

শঙ্কু-শব্দের অর্থ কীলক অর্থাৎ গোঁজ এবং বেণী-শব্দের অর্থ মুণ্ডপঙ্‌ক্তি (শ্রেণীবদ্ধ নৃমুণ্ড—মুণ্ডমালা), তিনি বিশ্বমণ্ডলের কীলকস্বরূপ অর্থাৎ সকলেই তাঁহাতে আবদ্ধ এবং তদায় গলদেশে মুণ্ডমালা বিরাজিত, এজন্য তাঁহার নাম শঙ্কুবেণী হইয়াছে। ৭৬

বৃ ধাতুর অর্থ প্রার্থনা, দেবগণ তাঁহার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন, তাহার নাম বর এবং ঐ দেবা, প্রার্থনাকারীদিগের প্রার্থিত বর প্রদান করেন বলিয়া তিনি বরদা নামে প্রসিদ্ধা। ৭৭

হস্ত-শব্দের অর্থ শরীর ও আকাশ এবং জ্যোতিষ-শব্দে গ্রহ-নক্ষত্র, এজন্য তাঁহার আকাশময় শরীরে নিখিল জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বিরাজ করিতেছে বলিয়া, তাঁহার নাম জ্যোতির্হস্তা হইয়াছে। ৭৮

ইন্দ-ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য, সুতরাং তিনি পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্না এবং সমুদয় সুরাসুরগণ তাঁহার বশীভূত, এইজন্য সকলে তাঁহাকে ইন্দ্রাণী বলিয়া থাকে। ৭৯

কাল-শব্দের অর্থ ক্রুট্যাদি সময়, শেষ ও মৃত্যু, এজন্য তিনি সর্ব্বসময়ে, মৃত্যু-

শক্তা যা জগতঃ কর্ত্তুং সর্গানুগ্রহসংগ্রহান্‌ ।
শকি শক্তৌ স্মৃতো ধাতুঃ শিবা শক্তিস্ততঃ স্মৃতা ॥ ৮১
বসত্যদৃষ্টা সর্ব্বেষু ভূতেষ্বন্তর্হিতায় চ ।
ধাতুর্বসু নিবাসে তু বাসনা তেন সা মতা ॥ ৮২
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মস্যেয়ঞ্চ বা মতা ।
রুদ্রস্যেয়স্ত রুদ্রাণী রৌদ্রং হন্তি করোতি বা ॥ ৮৩
মহাদেবাৎ সমুৎপন্না মহান্তে বীক্ষ্যতে যতঃ ।
মাহেশ্বর্য্যা তনুর্যস্যা মাহেশী তেন সা মতা ॥ ৮৪
কুমারী রূপধারী চ কুমার-জননী তথা ।
কুমার-রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা ॥ ৮৫
শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুমাতা তথারিহা ।
বিষ্ণুরূপাথবা দেবী বৈষ্ণবী তেন গীয়তে ॥ ৮৬
বরাহ-রূপধারী চ বারাহো যঃ স উচ্যতে ।
বারাহ-জননী চাথ বারাহী বরবাহিনী ॥ ৮৭
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্রী শক্রপরাক্রমা ।
বজ্রাঙ্কুশকরা দেবী বজ্রী তেনোপগীয়তে ॥ ৮৮
চণ্ডং বীভৎসমিত্যাহু র্মুণ্ডং ব্রহ্মশিরো মতম্‌ ।
স্বামী মুণ্ডং মতাঞ্চান্যৈ র্দ্ধারণাৎ করণাচ্চ বা ॥ ৮৯

কালে ও শেষেও ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া ভদ্রকালী নামে বিখ্যাতা । ৮০

শক্‌ ধাতুর অর্থ শক্তি সুতরাং জগতের সৃজন পালন ও লয় করণে তাঁহার শক্তি আছে বলিয়া, সকলে সেই শিবাকে শক্তি বলিয়া থাকে । ৮১

বস্‌ ধাতুর অর্থ অবস্থিতি ; তিনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে মঙ্গলের জন্য অবস্থিতি করেন, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম বাসনা হইয়াছে । ৮২

তিনি ব্রহ্মার উৎপাদিকা এবং ব্রহ্মশক্তি বলিয়া ব্রহ্মাণী, আর রুদ্রের শক্তি অথবা রৌদ্র অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দানবগণকে সংহার করেন বলিয়া, কিংবা ভয়ঙ্কর কার্য্য করেন, এজন্য রুদ্রাণী নামে প্রসিদ্ধা । ৮৩

তিনি মহাদেব হইতে উৎপন্না হইয়াছেন ও মহান্তে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে সকলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করে এবং সেই ঈশ্বরীর শরীর মহা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, এজন্য তাঁহার নাম মাহেশী হইয়াছে । ৮৪

তিনি কুমাররূপধারিণী, কুমার-জননী এবং কুমাররিপু-নাশিনী বলিয়া কৌমারী নামে প্রসিদ্ধা । ৮৫

তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিণী, বিষ্ণুজননী এবং বিষ্ণুরূপিণী, এজন্য সেই রিপু-নাশিনী দেবী বৈষ্ণবী নামে কথিতা হন । ৮৬

তিনি বরাহরূপধারিণী এবং বরাহমূর্ত্তিধারী বরাহাবতারেরও উৎপাদিকা এজন্য তাঁহার নাম বারাহী । ৮৭

ইন্দ্রজননী বলিয়া ইন্দ্রাণী, শক্রতুল্য পরাক্রমশালিনী বলিয়া শাক্রী এবং তাঁহার করে বজ্র ও অঙ্কুশ থাকায় বজ্রী নামে কীর্ত্তিতা হন । ৮৮

চণ্ড-শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর, মুণ্ড-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ও মস্তক এবং কাহারও মতে মুণ্ড-শব্দে স্বামী এজন্য তিনি ভয়ঙ্কর দৈত্যমস্তক ধারণ করিয়াছেন কিংবা তিনি

চামুণ্ডা কীৰ্ত্তিতা দেবৈ র্মাতৃণাং প্রবরা তু সা।
একা গুণাত্মা ত্রৈলোক্যে তস্মাদেকা স উচ্যতে ॥ ৯০
দেবী সা পরমার্থেতি বদন্তে ভিন্নদর্শিনঃ।
তত্র বুদ্ধেরমোহাচ্চ দৃষ্টান্তানি ব্রুবন্তি চ ॥ ৯১
ব্রহ্মাণং কারণং কেচিৎ কেচিদাহুর্দিবাকরম্।
কেচিদ্ রুদ্রং পরত্বেন আহুর্বিষ্ণুং তথাপরে ॥ ৯২
কারণাস্তু স্মৃতা হ্যেতে করণার্থে সুরোত্তম।
একা সা তু পৃথক্ত্বেন শিবা সৰ্ব্বত্র বিশ্রুতা ॥ ৯৩
যথা তু ব্যজ্যতে বর্ণৈর্বিচিত্রৈঃ স্ফটিকো মণিঃ।
তথা গুণবশাদ্দেবী নানাভাবেষু বর্ণ্যতে ॥ ৯৪
একো ভূত্বা যথা মেঘঃ পৃথক্ত্বেনাবতিষ্ঠতে।
বর্ণতো রূপতশ্চৈব তথা গুণবশাজ্জয়া ॥ ৯৫
নভসঃ পতিতং তোয়ং যাতি স্বাদ্বন্তরং যথা।
ভূমে রসবিশেষণে তথা গুণবশাচ্ছিবা ॥ ৯৬
যথা দ্রব্যবিশেষেণ বায়ুরেকঃ পৃথগ্‌ভবেৎ।
দুর্গন্ধো বা সুগন্ধো বা তথা গুণবশাদুমা ॥ ৯৭
যথা বা গার্হপত্যাগ্নিরন্যসঙ্গান্তরং ব্রজেৎ।
দক্ষিণাহবনীয়াদি ব্রহ্মাদিষু তথা চ সা ॥ ৯৮
একত্বেন পৃথক্ত্বেন প্রোক্তা দেবী নিদর্শনৈঃ।
তস্মাদ্ভক্তিঃ পরা কার্য্যা সৰ্ব্ববর্গপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৯৯

ভয়ঙ্করাকৃতি সকলের স্বামী ও ব্রহ্মস্বরূপা অথবা ব্রহ্মের উৎপাদিকা বলিয়া দেবগণ সেই মাতৃগণ-প্রধানা দেবীকে চামুণ্ডা নামে কীৰ্ত্তন করেন। একমাত্র সেই গুণত্রয়ময়ী দেবীই ত্রিলোক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে একা বলিয়া থাকেন, ভিন্নদর্শী মানবগণ তাঁহাকে পরমার্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বুদ্ধিবলে অনেক দৃষ্টান্তও দেখাইয়া থাকেন। ৮৯-৯১

কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ দিবাকরকে, কেহ রুদ্রকে এবং কেহ বা শ্রেষ্ঠতা হেতু বিষ্ণুকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; ঐ সকল সুরোত্তমগণ নানা প্রয়োজনে কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক একমাত্র সেই শিবাই পৃথকরূপে সৰ্ব্বত্র বিরাজমানা। ৯২-৯৩

এক স্ফটিক মণি যেমন নানা বর্ণে প্রকাশ পায়, সেইরূপ সেই দেবীও সত্ত্বাদি গুণ-তারতম্য-বশতঃ নানাভাবে বর্ণিতা হইয়া থাকেন। ৯৪

এক মেঘ যেমন বর্ণ ও আকৃতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে ; গগনমণ্ডল হইতে পতিত এক সলিল যেমন ভূমির রসবিশেষে মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদপ্রাপ্ত হয়, বায়ু যেমন এক হইলেও দ্রব্যবিশেষসংসর্গে দুর্গন্ধ ও সুগন্ধরূপে ভিন্ন ভাব ধারণ করে এবং এক গার্হপত্যাগ্নি যেরূপ অন্য-সংসর্গে দক্ষিণ ও আহবনীয়াদি নামে পৃথক্ হইয়া থাকে ; তদ্রূপ সেই দেবী শিবা, এক হইয়াও সত্ত্বাদিগুণবশতঃ ব্রহ্মাদি নানা মূৰ্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। ৯৫-৯৮

জ্ঞানিগণ, নানা নিদর্শন দ্বারা সেই দেবীকে এক অথচ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন অতএব ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকেই পরম ভক্তি করা কৰ্ত্তব্য। ৯৯

দেব্যায়া এষ সিদ্ধান্তঃ পরমার্থো মহামতে।
এষা বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ স্বর্গশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ১০০
দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ইজ্যতে পূজ্যতে দেবী অন্নপানাত্মিকা সদা ॥ ১০১
সর্ব্বত্র শঙ্করী দেবী তনূভির্নামভিশ্চ সা।
বৃক্ষেষূর্ব্ব্যাং তথা বায়ৌ ব্যোমস্বর্গে চ সর্ব্বশঃ ॥ ১০২
এবংবিধা ত্বিয়ং দেবী সদা পূজ্যা বিজানতা।
রুদ্রাণীং বেত্তি যস্ত্বেবং স তস্যামেব লীয়তে ॥ ১০৩
অপ্যেকং বেত্তি যো নাম ধাত্বর্থনিগমৈর্নরঃ।
স দুঃখৈর্বর্জ্জিতঃ সর্ব্বৈঃ সদা পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১০৪
ন হি পাপকৃতেঃ শক্র চিত্তে ভবতি চর্চ্চিকা।
তস্মাৎ ত্বং পরয়া ভক্ত্যা প্রপদ্য শরণং শিবাম্ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যা নামনিরুক্তির্নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হে মহামতে! সেই দেবীর বিষয়ে এই চরম সিদ্ধান্ত; যত কিছু দেবতাই বল, যত প্রকার যজ্ঞই বল এবং স্বার্থই বল তিনিই যে সমস্ত তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ১০০

একমাত্র সেই দেবীই পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কি অন্ন কি পেয়, সকলই তিনি; জীবগণ সর্ব্বদা তাঁহারই পূজা ও তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে। ১০১

সেই দেবী নানানামে নানামূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও স্বর্গ প্রভৃতি সকল স্থানেই তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। ১০২

জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবেন। যে তাঁহার ঈদৃশ ভাব অবগত হইতে পারে, সে পরিণামে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। ১০৩

যে মানব পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধাত্বর্থযুক্ত তাঁহার একটী মাত্র নামও বিদিত হইতে পারে, সে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অখিল পাতক হইতে সর্ব্বদা মুক্ত থাকে। ১০৪

হে শক্র! যে ব্যক্তি পাপাচারী তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে কখনই সেই ভগবতী প্রকাশ পান না, অতএব তুমি পরম ভক্তি সহকারে সেই শিবারই শরণাপন্ন হও। ১০৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

কেনোপায়েন সা দেবী বরদা ভবতে নৃণাম্ ।
সর্ব্বেষাং হিতকামানাং তথা ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

হিমবদ্বিন্ধ্যমলয়ৈর্যথা ব্যাপ্তা বসুন্ধরা ।
শিবামঙ্গলনন্দাদ্যৈর্লোকা ব্যাপ্তা পরাপরাঃ ॥ ২
তথা দক্ষিণবিন্ধ্যাদ্রের্মলয়াচ্চ যদন্তরম্ ।
মঙ্গলা সা স্থিতা দেবী দুর্গা তত্র প্রপূজ্যতে ॥ ৩
উত্তরং বিন্ধ্যভাগস্তু পশ্চিমোদধিপূর্ব্বগা ।
কুরুক্ষেত্রান্তরালস্তু জয়ন্তী শিব-অংশকা ॥ ৪
কুরুক্ষেত্রোত্তরং ভাগং হিমবদ্দক্ষিণেন চ ।
নন্দা দেবী কুলাঙ্গাস্তু দেব্যাস্তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ৫
কালিকাখ্যা তথা তারা উমা সর্ব্বনাগেষু চ ।
তথা কিষ্কিন্ধিকাদ্যা যা ভৈরবী ইতি বিশ্রুতা ॥ ৬
রুদ্রাণী চ কুশস্থল্যাং ভদ্রকালী জলন্ধরে ।
মহালক্ষ্মীস্তু কোলাখ্যে কালরাত্রি চ সহ্যগা ॥ ৭

শক্র কহিলেন,—হে পিতামহ। দেবী কি উপায়ে হিতাভিলাষী নিখিল মানবগণকে অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হিমালয়, বিন্ধ্য ও মলয়াদ্রি যেমন বসুন্ধরাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ সেই দেবী ভগবতীও শিবা, মঙ্গলা ও নন্দাদিমূর্ত্তিতে পরাপর সমুদয় লোক ব্যাপিয়া বিরাজমানা আছেন। ২

বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ এবং মলয়পর্ব্বতের উত্তর যে ভূভাগ, তথায় মঙ্গলা-দেবী বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে ভগবতী দুর্গার পূজা করা কর্ত্তব্য। ৩

পশ্চিমসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর, কুরুক্ষেত্রের অভ্যন্তরে জয়ন্তীনামে প্রসিদ্ধা শিবাংশসম্ভূতা শিবাদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। ৪

কুরুক্ষেত্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ যে ভূখণ্ড, তথায় নন্দাদেবী বিরাজমানা আছেন, সেই স্থানে ঐ দেবীর অঙ্গাদি দেবতাগণকে অর্চ্চনা করিবে। ৫

এইরূপ কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে ভৈরবী এবং অন্যান্য অখিল শৈল-মধ্যে কালিকা, তারা ও উমাদেবী অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ৬

কুশস্থলীতে রুদ্রাণী, জলন্ধরে ভদ্রকালী, কোলাখ্য-পর্ব্বতে মহালক্ষ্মী, সহ্য-পর্ব্বতে কালরাত্রী, গন্ধমাদন পর্ব্বতে অম্বানাম্নী লোহিতবর্ণা দেবী পূজিতা হইয়া থাকেন। ৭

অম্বাখ্যা লোহিতা দেবী পূজ্যতে গন্ধমাদনে [১]।
উজ্জয়িন্যাস্তু উজ্জনী জম্বুমার্গে তথা স্থিতা ॥ ৮
মহাকালীতি বিখ্যাতা বৈদেহে ভদ্রকালিকা।
এতা ইন্দ্রাবতারাখ্যা মহাদেব্যঃ সুরারিহাঃ।
পূজিতাশ্চিন্তিতা বৎস সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে স্থানকথনং
নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

এইপ্রকার উজ্জয়িনীতে উজ্জনীদেবী, জম্বুমার্গে মহাকালী এবং বৈদেহ-দেশে ভদ্রকালিকা অবস্থিতা আছেন। ৮

হে বৎস ইন্দ্র! অসুরনাশিনী এই সকল মহাদেবীকে অর্চ্চনা কিংবা চিন্তা করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ৯

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৩৮

১। চার্ব্বুদে তথা ইতি বা পাঠঃ।

একনোচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

যেষু যেষু চ তীর্থেষু পূজিতা সুরসত্তমৈঃ।
পূর্ব্বমিন্দ্রাদিভির্দেবী তীর্থাংস্তান্ প্রব্রবীহি নঃ॥ ১

মনুরুবাচ—

ব্রহ্মণা পুষ্করে দেবী পূজিতা সিদ্ধিকামিনা।
কার্ত্তিক্যাং সর্ব্বদেবৈশ্চ তত্রৈব মুনিসত্তম॥ ২
হিমবদ্গিরৌ মহাপুণ্যে নন্দা রুদ্রেণ পূজিতা।
নৈমিষে চ তথারণ্যে বিষ্ণুনা পূজিতা শিবা॥ ৩
মলয়াখ্যে নগে দেবী অম্বা সূর্য্যেণ পূজিতা।
সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং গড়্গখেটকধারিণী॥ ৪
কামাখ্যা[১] জামদগ্ন্যেন কিষ্কিন্ধ্যে পর্ব্বতে নুতা।
দেবী মাহেশ্বরী শক্র পূজ্যতে কাশিকাশ্রমে॥ ৫
সর্ব্বকামসুসিদ্ধ্যর্থং রাজতি বেদপর্ব্বতে।
যজেন্তৌমাত্মজো দেবীং কামাখ্যে গিরিকন্দরে॥ ৬
কাশ্যপো যজতে দেবীং সরস্বত্যাস্তটে শুভাম্।
পূর্ব্বসিন্ধৌ যজেদ্দেবীং সনকো নাম ভবিতঃ॥ ৭
দক্ষিণে বামনামা চ কার্ত্তিকেয়সমন্বিতাম্।
লঙ্কায়াং যজতে দেবীং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ॥ ৮
পশ্চিমে বরুণো দেবো যজতে ভাবিতোঽস্তসা।
উত্তরে নন্দিকালৌ চ কৈলাসে তৌ প্রপূজতুঃ॥ ৯
অগস্ত্যশিষ্যা মুনয়ো যজন্তি ভাবিতাং শিবাম্।
কণ্বাশ্রমে মহাপুণ্যে ধর্ম্মারণ্যে সদা শিবাম্।
কণ্বনামা মুনিশ্রেষ্ঠো যজতে কাশ্যপাত্মজঃ॥ ১০

শৌনক কহিলেন,—পূর্ব্বে উক্ত দেবী, অমরবর ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক যে যে তীর্থে পূজিতা হইয়াছিলেন আমার নিকটে সেই সেই তীর্থের নাম উল্লেখ করুন॥ ১

মনু কহিলেন,—হে মুনিসত্তম, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণ কর্ত্তৃক সিদ্ধিকামনায় পুষ্কর-তীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে দেবী পূজিতা হন। ২

পরম পবিত্র হিমালয়ে বরুণদেব নন্দাদেবীর, নৈমিষারণ্যে ভগবান বিষ্ণু শিবার, মলয়-পর্ব্বতে ভগবান ভাস্কর অম্বাদেবীর, পরশুরাম সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি-বাসনায় কিষ্কিন্ধ্য-পর্ব্বতে খড়্গখেটকধারিণী কামাখ্যাদেবীর এবং কাশিকাশ্রমে মাহেশ্বরীর পূজা করিয়াছিলেন। ৩-৫

সর্ব্বকাম-সুসিদ্ধির নিমিত্ত বেদপর্ব্বতে মঙ্গল, কামাখ্যা গিরিতে মঙ্গলের অনুজন, সরস্বতী-নদীতটে কশ্যপ, পূর্ব্বসিন্ধুতীরে একাগ্রচিত্তে সনক এবং দক্ষিণ-সাগরতীরে বামনামা ঋষি কার্ত্তিকেয়সমন্বিতা দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ লঙ্কায়, পশ্চিমে বরুণদেব একাগ্রচিত্তে জল দ্বারা, উত্তরে

১। কালাখ্যেতি পাঠান্তরম্।

মহাকালে মহাদেবী কোটিতীর্থে সুরোত্তমৈঃ।
পূজিতা সর্ব্বকামাণি প্রযচ্ছত্যবিচারণাৎ ॥ ১১
ভদ্রাখ্যে তু বটে দেবী তুষ্টাত্মাসীৎ পুরন্দরে।
মান্ধাতা নাম রাজেন্দ্রস্তৃতীয়ে যঃ প্রশংসিতঃ ॥ ১২
দিলীপস্য তথা দেবী তুষ্টাকারেঽরিসঙ্গমে।
গোকর্ণে রাজসেনস্য অজাপালস্য দণ্ডকে ॥ ১৩
ধন্বন্তরেঃ পুরা তুষ্টা গণ্ডক্যাঃ সঙ্গমে মুনে।
আত্রেয়স্য মহাশোণে নদে তুষ্টা তু অম্বিকা ॥ ১৪
মহোদয়ে মহাদেবী পর্শুরামেণ তোষিতা।
কোটিমুণ্ডেতি বিখ্যাতা পীঠক্ষেত্রশিবোপরি ॥ ১৫
মহারাজ্ঞেতি[১] যা দেবী মুণ্ডিপীঠগতা মুনে।
সার্ব্বভৌমশিরস্তস্যাঃ পীঠং রামেণ কল্পিতম্ ॥ ১৬
খণ্ডমুণ্ডা তথা দেবী অপরা তেন পূজিতা।
গতিং দিব্যাং গতো যেন সহ নক্ষত্রচারিভিঃ ॥ ১৭
মলয়াদ্রৌ তথা দেবী অঘোরা নাম পূজিতা।
জামদগ্ন্যেন লঙ্কাদ্রৌ কালিকেতি তথা পুরা ॥ ১৮
পূজিতা বিজয়া নাম শাকদ্বীপে মহোদয়া ॥ ১৯

কৈলাস-গিরিতে নন্দা, কাল এবং অগস্ত্য-শিষ্যগণ শিবার অর্চ্চনা করিয়াছেন। পরম পবিত্র ধর্ম্মারণ্য কণ্বাশ্রমে কাশ্যপাত্মজ মুনিবর কণ্ব সদাশিবাকে পূজা করিয়াছিলেন। ৬-১০

এইরূপ সুরোত্তমগণ কর্ত্তৃক কোটীতীর্থময় মহাকালে উক্ত মহাদেবী পূজিতা হইয়া 'ইহা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না' এরূপ বিচার না করিয়া সকলকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন। ১১

যিনি পূর্ব্বে মান্ধাতা নামে রাজেন্দ্র ছিলেন এবং যিনি তৃতীয় মন্বন্তরে পরম প্রশংসনীয় ইন্দ্র হন, তাঁহার প্রতি, যে স্থানে ভদ্রবট অবস্থিত, তথায়, দেবী প্রীতা হইয়াছিলেন। ১২

কাবেরীসঙ্গমে দিলীপের প্রতি, গোকর্ণে রাজসেনের প্রতি, দণ্ডকে অজাপালের প্রতি, গণ্ডকীসঙ্গমে ধন্বন্তরির প্রতি প্রসন্না হন। হে মুনে! মহাশোণনদে আত্রেয়ের প্রতি অম্বিকা পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। ১৩-১৪

মহোদয়-ক্ষেত্রে পরশুরাম, যিনি পীঠক্ষেত্র শিবোপরি কোটিমুণ্ডা নামে বিখ্যাতা, তাঁহাকে প্রসন্না করেন। ১৫

হে মুনে! মহারাজ্ঞী নামে প্রসিদ্ধা যে দেবী মুণ্ডি-পীঠমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; পরশুরাম সমুদয় ভূমণ্ডলমধ্যে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ-নিচয়ের সহিত তাঁহার পীঠ কল্পনা করেন। ১৬

তিনি খণ্ডমুণ্ডা নামে অপর দেবীকেও পূজা করিয়াছিলেন, যাহাতে দিব্য গতি লাভ করেন। উক্ত জামদগ্ন্য, পূর্ব্বে মলয়াদ্রিতে নক্ষত্রচারিগণের সহিত অঘোরানাম্নী দেবীর এবং লঙ্কাদ্রিতে কালিকার ও শাকদ্বীপে মহোদয়া বিজয়া দেবীরও অর্চ্চনা করেন। ১৭-১৯

১। গ্রহরাজ্ঞেতি ইতি পাঠান্তরম্।

কুশদ্বীপে তথা চণ্ডা সর্ব্বদেবৈঃ প্রপূজিতা।
ক্রৌঞ্চেঽতিযোগিনী নাম শাল্মলেঽতিবরাঙ্গনা।
মন্দরে ধৃতিমা খ্যাতা রামভদ্রে জয়াবহা॥ ২০
পুষ্করে কীর্ত্তিতে দেবী নাম্না নারায়ণীতি।
জলমধ্যে গতা দেব্যাঃ প্লবা হেলা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২১
পর্ব্বতোর্দ্ধগতা দেব্যা ধারণা ধরণা মতা।
এতাঃ পৌরাণিকা দেব্যো জামদগ্ন্যেন পূজিতাঃ ২২
মহাধর্ম্মবিনাশার্থং ব্রহ্মণামিততেজসা।
মহাদেবী পুরারাধ্যা বদর্য্যাখ্যে তু আশ্রমে॥ ২৩
তপস্তপ্যতি গোবিন্দঃ পূজিতঃ পদ্মজন্মনা।
এবং সর্ব্বগতা দেবী মন্ত্রবিদ্যাগমেষু চ॥ ২৪
সংস্থিতা মাতৃতন্ত্রে চ জ্যৈষ্ঠে তন্ত্রে চ ভৈরবে॥ ২৫
পূর্ব্বং শুক্রেণ দেবেশঃ পৃচ্ছিতো বৃষবাহনঃ।
মন্ত্রাণাং কিং বলং দেব বিদ্যানাঞ্চ মহেশ্বর॥ ২৬

ঈশ্বর উবাচ—

মন্ত্রাণাং পরমং বীর্য্যং বিদ্যানাং পরমং বলম্।
শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি সংক্ষেপাদ্ ভৃগুনন্দন॥ ২৭
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ।
আসীদ্দৈত্যো বলো নাম মহাবলপরাক্রমঃ॥ ২৮
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং চন্দ্রেন্দ্রভয়কারকঃ।
যেন বিষ্ণুর্যমঃ সূর্য্যো ভগ্ন আজৌ প্রপীড়িতঃ॥ ২৯

পূর্ব্বে কুশদ্বীপে চণ্ডাদেবী নিখিল দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে যোগিনী, শাল্মলদ্বীপে বরাঙ্গনা, মন্দর-পর্ব্বতে ধৃতিমা, রামভদ্রে জয়াবহা, পুষ্করে নারায়ণী, জল-মধ্যে প্লবাহেলা এবং পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে ধারণাদি নামে যে সকল পুরাণপ্রসিদ্ধা দেবী আছেন, মহৎ-অধর্ম্ম-বিনাশের জন্য জামদগ্ন্য তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অমিততেজা ভগবান্ ব্রহ্মা, যে স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরন্তর তপস্যা করিতেছেন, সেই বদরিকাশ্রমে মহাদেবীর আরাধনা করেন। সেই সর্ব্বব্যাপিনী দেবী এইরূপে কি মন্ত্র, কি বিদ্যা, কি আগম, কি মাতৃতন্ত্র এবং কি ভৈরবতন্ত্র, সর্ব্বত্রই অবস্থিতা আছেন। ২০-১৫

পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য, দেবদেব বৃষবাহন মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে দেব! মন্ত্র এবং বিদ্যার কি প্রকার শক্তি? ২৬

মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—হে ভৃগুনন্দন! মন্ত্র এবং বিদ্যার পরম বল; পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বিষয় বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বলনামক এক মহাবলপরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ২৭-২৮

ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি অখিল অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে ভয় করিত। উক্ত দৈত্যরাজ, সংগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণু, ভাস্কর ও যমকেও পরাজয়পূর্ব্বক পীড়ন করিয়াছিল। ২৯

অনিলানলযক্ষাশ্চ বরুণশ্চ বশীকৃতাঃ।
সংযম্য যেন নাগেন্দ্রা মহাভাগা মহাবিষাঃ ॥ ৩০
গরুড়শ্চ কৃতো ভৃত্যঃ সদাজ্ঞামতিবর্ত্তিনঃ।
যেন সংলিখ্য শৈলেন্দ্রঃ কন্দুকাকারকারিতঃ ॥ ৩১
ক্রীড়ার্থং যেন বিপ্রেন্দ্র গিরয়ঃ প্রথিতা ভুবি।
তেন দেবাঃ সব্রহ্মাদ্যা দিবিসংস্থাশ্চ চালিতাঃ ॥ ৩২
দত্তং স্থানন্তু পাতালং সময়ং শরদাং শতম্।
তথা তে ভয়মাপন্না মানং ত্যক্ত্বা গতা গুরুম্ ॥ ৩৩
পৃচ্ছন্তি বিনয়াৎ সর্ব্বে শক্রস্য হিতকারিণঃ।
কেনোপায়েন দেবানাং স্বর্গবাসো ভবেদ্দ্বিজ ॥ ৩৪
ত্বমেব শাস্ত্রবেত্তা নো হিতঃ শক্রস্য নিত্যশঃ।
পঙ্কোদধিনিমগ্নানামতিপোতা ভব ত্বরন্[১]।
এবং পৃষ্টঃ স দেবৈস্তু গুরুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫

বৃহস্পতিরুবাচ—

যদয়ং দানবঃ শক্র ন যুদ্ধে ভবতে বশঃ।
বলেন ক্ষয়মায়াতি অজয়ঃ সঙ্গরে যতঃ ॥ ৩৬
অতঃ কপটমাস্থায় প্রার্থনীয়ঃ ক্রতুং প্রতি।
গতাঃ সর্ব্বে ততঃ শান্তা যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৭

অনল, অনিল, বরুণ ও যক্ষগণকে বশীভূত করিয়াছিল। উক্ত বলাসুর, মহাবিষধর মহাভাগ নাগেন্দ্রদিগকেও বন্ধনপূর্ব্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কেও ভৃত্য করিয়াছিল। সেই অসুরবর বল শৈলরাজকে ক্ষোদিত করিয়া ক্রীড়া-গুটিকার সদৃশ এবং ক্রীড়ার্থ গিরিনিকরকে ভূতলে বিস্তৃত করিয়াছিল। ব্রহ্মার সহিত স্বর্গবাসী দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত করে। ৩০-৩২

শত বৎসরের জন্য পাতালতলে তাঁহাদিগের বাসস্থান প্রদান করে। অনন্তর ইন্দ্রের হিতৈষী অখিল অমরবৃন্দ, ভয়োদ্বিগ্ন-মানসে মান পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। ৩৩

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ! কি উপায়ে দেবগণ স্বর্গধামে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা প্রকাশ করুন। ৩৪

আপনিই আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বিশেষতঃ সততই সুররাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব দুঃখরূপ পঙ্কসাগরে নিমগ্ন আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের পর্ব্বততুল্য পোতস্বরূপ হউন। তখন বৃহস্পতি সুরগণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন,—৩৫

বৃহস্পতি কহিলেন,—হে শক্র! ঐ দানবকে যুদ্ধে বলপূর্ব্বক বশ বা নিধন করিতে পারিবে না। কারণ সে সংগ্রামে অজেয়। ৩৬

অতএব এক্ষণে কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞের নিমিত্ত তাহার শরীর প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। বৃহস্পতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় সুরগণ সুস্থচিত্তে যথায় ভগবান্ জনার্দ্দন অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ৩৭

১। অত্রিঃ পোতা ভবেদ্বয়ম ইতি ক্বচিৎপাঠঃ।

মাধবেন ততো দেবা দৃষ্ট্বা ভয়সমাকুলাঃ।
ক্রমার্ঘ্যাসন-আলাপৈঃ সর্ব্বে তে সংস্তুতা ভৃশম্ ॥ ৩৮
সংপৃচ্ছিতাস্ততঃ সর্ব্বে কিমায়াতাবদন্ সুরাঃ ॥ ৩৯

দেবা ঊচুঃ—

বলেন বলিনা দেব সর্ব্বে বিত্রাসিতা বয়ম্।
মায়াবী ত্বং বধে তস্য নান্যোপায়ো ভবেৎ ক্বচিৎ ॥

বিষ্ণুরুবাচ—

করোমি ভবতামিষ্টং কিন্ত্বসৌ বলসংযুতঃ।
সাত্ত্বিকো নয়বেত্তা চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৪১
গূঢ়মন্ত্রবিচারী স্যাৎ ধর্ম্মৈককৃতনিশ্চয়ঃ।
তস্য মায়াং কথং কর্ত্তুং শক্যতে সুরসত্তমাঃ ॥ ৪২
পরৈকা ভবতে বিদ্যা মম দত্তাথ শূলিনা।
মোহিনী নাম বিখ্যাতা মোহং সা কুরুতে ভৃশম্ ॥ ৪৩
অতোঽহং তস্য নাশায় স্মরামি পরমেশ্বরীম্ ॥ ৪৪
স্মরিত্বা পরমাং বিদ্যাং দ্বিজভাবো জনার্দ্দনঃ।
মধ্যকায়ঃ সুবেশশ্চ বেদপাঠী সবিস্তরী ॥ ৪৫
পরিগ্রহী হুতাশস্য ক্ষপয়ন্নব্রবীজ্জপন্ ॥ ৪৬
যজ্ঞার্থং যাচনাং কস্য করোমি কথ্যতাং মম।
তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যতেজাভং যুক্তে বিপ্রেঽবদৎ সুরঃ ॥ ৪৭
বলস্তে যজ্ঞনিষ্পত্তিং করোতি দ্বিজসত্তম।
হেমকূটে মহাশৈলে তিষ্ঠতে দানবোত্তমঃ ॥ ৪৮

অতঃপর দেব মাধব, অখিল অমরবৃন্দকে ভয়ব্যাকুল দেখিয়া ক্রমে অর্ঘ্য, আসন ও মধুরালাপে সমাদর করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরগণ! কি উদ্দেশে আগমন হইয়াছে? ৩৮-৩৯

তখন দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! বলবান্ বলাসুর হইতে আমরা সকলে অতিশয় ত্রাসান্বিত হইয়াছি। এক্ষণে মায়াবিতা ব্যতীত তাহাকে বধ করিবার অন্য উপায় নাই। ৪০

তখন বিষ্ণু কহিলেন,—আমি অবশ্যই তোমাদিগের ইষ্ট সাধন করিব, কিন্তু সেই বলাসুর, অতীব বলবান্, সাত্ত্বিক, নীতিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ গূঢ়মন্ত্রবিচারী ও পরম ধর্ম্মপরায়ণ; সুতরাং হে সুরসত্তমগণ! কিরূপে তাহার নিকটে মায়া প্রকাশ করি? ৪১-৪২

তবে ভগবান্ শূলপাণি যে মোহিনীনামে এক পরম বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই মোহ বিধান করিতে সমর্থ, এজন্য এক্ষণে আমি তাহার বিনাশার্থ সেই পরমেশ্বরীকেই স্মরণ করি। ৪৩-৪৪

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিয়া পরম মোহিনী বিদ্যা স্মরণ করত মধ্যবিধ শরীর ও সুবেশসম্পন্ন বেদপাঠপরায়ণ সাগ্নিক বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক জপ সমাপন করিয়া বলিলেন,—আমি যজ্ঞের জন্য কাহার নিকট প্রার্থনা করিব বল? তখন দেবগণ তাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত বিপ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! বলাসুর তোমার যজ্ঞ সমাধা

সর্ব্বজ্ঞোঽপি মহামায়ী বঞ্চনায় তদা গতঃ ॥ ৪৯
মোহিনীং জপমানস্তু বিদ্যাং পরমসিদ্ধিদাম্।
বিচিত্রং দনুরাজস্য পুরং সর্ব্বপুরোত্তমম্ ॥ ৫০
প্রাবিশদ্বেদবাদাত্মা পঠমানো জনার্দ্দনঃ[১]।
দ্বারং গত্বা সুরেন্দ্রস্য কুর্য্যাৎ প্রাধ্যয়নং তদা ॥ ৫১
দ্বারপালো বদত্যেবং শ্রুত্বা বেদধ্বনিং শুভম্।
পুরাণি রত্নানি শুভং দদামি যাচ্যং যৎ তব ॥ ৫২
ইষ্টং দানং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুর্লভঞ্চ মহামতে।
তেনোক্তং দর্শনং দ্বাঃস্থ দীয়তাং দনুসত্তম ॥ ৫৩
তদা স পূর্ব্বমাদিষ্টঃ প্রেষয়ামাস তং নৃপম্।
বলিনং বলসম্পন্নং দানবং সুরমর্দ্দকম্ ॥ ৫৪
দানোদ্যতকরং ভদ্রং দৃষ্ট্বা প্রীত্যাবভাষত।
কিমায়াতো ভবাংশ্চাত্র কার্য্যং বিপ্র তদুদ্দিশ ॥ ৫৫
মোহিনীং জপমানস্তু বদতে দ্বিজকেশবঃ ॥ ৫৬

দ্বিজ উবাচ—

অহং সংপ্রেষিতো দেবৈর্বিদ্ধি মাং কশ্যপাত্মজম্।
যজ্ঞাঃ সেন্দ্রৈঃ সমারব্ধা ঋষিভিশ্চাসুরাধিপ ॥ ৫৭

করিবে। সেই দানববর, এক্ষণে হেমকূট মহাগিরিতে অবস্থান করিতেছে। ৪৫-৪৮

তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পরম সিদ্ধিদায়িকা মোহিনী-বিদ্যা জপ করত মহামায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া বলাসুরের বঞ্চনার্থ বেদ পাঠ করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক দানবরাজের সর্ব্বপুরোত্তম বিচিত্র পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে পুরদ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৪৯-৫১

তখন সেই কল্যাণকর বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল বলিল,—হে দ্বিজবর! আপনি নগর, রত্ন ও অন্য যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু প্রার্থনা করেন তাহাই দান করিব। ৫২

হে মহামতে। আপনার অভিলষিত দুর্লভ হইলেও প্রাপ্ত হইবেন। তখন ভগবান্ বলিলেন,—হে দনুসত্তম দ্বারিন্! আমাকে রাজদর্শন দান কর। ৫৩

তৎকালে দ্বারপাল বলাসুরের নিকটে গমনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দানার্থ উদ্যতভুজ মহাবলপরাক্রান্ত সুরশত্রু দানবরাজের নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করিল। ৫৪

অনন্তর বলাসুর তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে কহিল,—হে বিপ্র! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আপনার কি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন। ৫৫

তখন দ্বিজরূপী ভগবান্ কেশব মোহিনী মন্ত্র জপ করত কহিলেন,—হে অসুরাধিপ! আমি কশ্যপপুত্র, দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ঋষিগণ যজ্ঞ আরব্ধ করিয়াছেন। ৫৬-৫৭

১। অত্র ক্বচিৎ 'দানবস্তু পুরং রম্যং জ্ঞায়সে ত্বং গ্রহোত্তম, পদ্যার্দ্ধমিদমধিকং দৃশ্যতে।

তস্য নিষ্পাদনার্থায় আগতোঽহয়ং তবান্তিকম্।
দানং মে দীয়তাং রাজন্ সিধ্যতে যেন তন্মখম্ ॥ ৫৮

বল উবাচ—

যেন সংসিধ্যতে যজ্ঞো দেবানাং ভো দ্বিজোত্তম।
তদ্‌যাচয় ধনং দারান্ শির অদ্য দদামি তে ॥ ৫৯

ব্রাহ্মণ উবাচ—

যেন সংসিধ্যতে যজ্ঞো দেবানামসুরাধিপ।
তদ্দেয়ং তচ্চ আদিষ্টং সত্যমত্রাবয়োরপি ॥ ৬০

বল উবাচ—

যাচ্যতাং যেন তে কার্য্যং সত্যং বিপ্র দদামি তে।
সংস্মৃত্য মোহিনীং বিদ্যাং বদতে দ্বিজসত্তম ॥ ৬১

ব্রাহ্মণ উবাচ—

ন মে ধনৈর্ন দারৈর্বা ন ভূম্যা গজবাজিভিঃ।
রত্নৈঃ কার্য্যং মহাবাহো দেবযজ্ঞেঽসুরাধিপ ॥ ৬২
যেন নিষ্পাদ্যতে যজ্ঞঃ সুখদশ্চ দিবৌকসাম্।
তমহং যাচয়ামি ত্বাং দীয়তাং তদ্‌ক্রতং মম ॥ ৬৩
এতৎ কার্য্যং ভদ্র মম ঋষীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
দেবার্থং তব কায়েন সিধ্যতে তন্মখোত্তমম্ ॥ ৬৪

আমি সেই যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্য তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। অতএব হে রাজন্! যাহাতে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এরূপ বস্তু আমাকে দান কর। ৫৮

বলাসুর কহিল,—হে দ্বিজোত্তম! যাহাতে দেবগণের যজ্ঞ সমাধা হয়, তাহা প্রার্থনা করুন; অদ্য আপনাকে আপনার প্রার্থনীয় ধন-দারাদি যাহা কিছু, অধিক কি আমার মস্তক যদি প্রার্থনা করেন, তাহাও প্রদান করিতেছি। ৫৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে অসুরাধিপ! যাহাতে দেবগণের যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাহাই তুমি দান করিবে এবং আমিও তাহাই আদেশ করিব, এ বিষয়ে আমাদিগের সত্য রহিল। ৬০

বলাসুর বলিল,—হে বিপ্র! আপনার যাহা প্রয়োজন তাহাই প্রার্থনা করুন; আমি সত্য করিতেছি তাহাই প্রদান করিব। বলাসুরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজবর মোহিনীবিদ্যা স্মরণ করত কহিলেন,—হে মহাবাহো অসুরাধিপ! উক্ত দেবযজ্ঞ নিষ্পাদনার্থ ধন, দারা, ভূমি রত্ন বা তুরঙ্গ মাতঙ্গাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই, যাহাতে সুরগণের ঐ যজ্ঞ নিষ্পন্ন ও সুখদায়ক হয়; আমি তোমার নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ত্বরায় আমাকে তাহাই প্রদান কর। ৬১-৬৩

হে ভদ্র! দেবগণের প্রীতির জন্য এই কার্য্য আমার ও ঋষিগণের প্রয়োজনীয়। উহা আর কিছুই নহে, ঐ যজ্ঞ তোমারই শরীর দ্বারা সম্পন্ন হইবে। ৬৪

তদা দত্তা তনুস্তেন দানবেন মহাত্মনা।
বিষ্ণুনাপি স চক্রেণ শিরস্যভিহতোঽসুরঃ॥ ৬৫
প্রাকৃতং দেহমুৎসৃজ্য দিব্যকায়স্তভূৎ তদা।
তস্যাবয়বসঞ্জাতা বজ্রাদ্যা রত্নজাতয়ঃ॥ ৬৬
লোচনেষু চ তেজাংসি পদ্মরাগাণি চাভবন্।
বিশুদ্ধপাত্রদানেন কায়ো রত্নাকরোঽভবৎ॥ ৬৭
এবং স ঘাতিতঃ শুক্র বিদ্যামন্ত্রবলেন চ।
বিদ্যয়া মোহয়িত্বা তু ন চাস্ত্রেণ ন সঙ্গরে॥ ৬৮
তস্মাদ্ বিদ্যাবলং সর্ব্বং দুঃসহং সিদ্ধিদায়কম্।
স্মরিতং ভক্তিনা বিপ্রা মনেপ্সিতফলপ্রদম্॥ ৬৯
অথ দৈবৈর্গতে স্বর্গং সুতস্তস্য মহাবলঃ।
সুবলঃ সাগরোপান্তা-দুত্তরাদাযযুৎসুকঃ॥ ৭০
সংক্রুদ্ধো দেবরাজস্য বধায় বধকাঙ্ক্ষয়া।
দিব্যং রথবরং রুহ্য মনোগামি-সদশ্বগম্॥ ৭১
পাদরক্ষসমোপেতং বহুশস্ত্রসমাকুলম্।
কামগং সর্ব্বশত্রূণামপ্রধর্ষং মহাবলম্॥ ৭২
সারথির্বহুশস্ত্রজ্ঞো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ।
জয়েতি দুর্জ্জয়ো দেবৈঃ সারথিঃ সৌবলোঽভবৎ॥ ৭৩
পাদরক্ষো মহাবাহুঃ সুমায়ো মন্ত্রিসত্তমঃ।
রুক্মদৈত্যাধিপো নেতা দণ্ডাধ্যক্ষো মহাবলঃ॥ ৭৪

অনন্তর মহাত্মা দানব স্বীয় শরীর সমর্পণ করিলে, ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা অসুররাজের মস্তক ছেদন করিলেন। ৬৫

তখন দানব, পঞ্চভূতময় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিল। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাগাদি রত্ন সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদানহেতু তাহার শরীর রত্নাকর হইল। ৬৬-৬৭

হে শুক্র! ভগবান্ বিদ্যামন্ত্রবলে সেই বলাসুরকে এইরূপে মোহিত করিয়াই নিধন করেন। যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে সে নিহত হয় নাই। ৬৮

অতএব হে বিপ্র! বিদ্যামন্ত্রবল অতীব দুঃসহ, ভক্তিভাবে উহাকে স্মরণ করিলে উহা সমুদয় অভীষ্ট-বিষয়ই প্রদান করিয়া থাকে। ৬৯

অনন্তর অমরবৃন্দ সুরপুরে গমন করিলে, বলাসুরের তনয় মহাবলপরাক্রান্ত সুবলাসুর তদ্বৃত্তান্তশ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুররাজের বধের জন্য যুদ্ধ করিবার বাসনায় উত্তর-সাগরকূল হইতে মনের ন্যায় গমনশীল, উত্তমতম তুরঙ্গগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, পাদরক্ষক-সমন্বিত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, কামগামী, নিখিল রিপুনিচয়ের অপ্রধর্ষণীয় এবং সাতিশয় সারবান্ দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইল। ৭০-৭২

যুদ্ধ-শাস্ত্রবিশারদ, বহুশস্ত্রজ্ঞ, দেবগণের দুর্জ্জয়, জয়নামক অসুর সুবলের সারথ্য-পদ গ্রহণ করিল। ৭৩

মহাবাহু, মন্ত্রণাভিজ্ঞ সুমায়নামক অসুর তাহার পাদরক্ষক এবং মহাবলপরাক্রম রুক্মনামক দৈত্যপতি তাহার সেনাপতি হইল। ৭৪

যেন বিষ্ণুঃ সুরেন্দ্রশ্চ বহুধা সঙ্গরে জিতঃ।
ন জিতঃ স সুরৈঃ সেন্দ্রৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমৈঃ ॥ ৭৫
অথ তদ্দনুরাজেন্দ্রঃ পিতৃবৈরানলোঽভবৎ।
জজ্বাল বহ্নিবদ্দেবান্ হোতৃবজ্জ্বলিতাননঃ ॥ ৭৬
যং যং পশ্যতি দৈত্যেন্দ্র-শ্চন্দ্রেন্দ্রং পাবকং বসুম্।
তং তমভিদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পশুং রুদ্র ইবাজ্ঞয়া ॥ ৭৭
এবং তে দানবৈর্দেবা বহুধামর্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা চ পীড়িতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রায় শরণং গতাঃ ॥ ৭৮
যাবৎ সমাজং কৃত্বা তে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরন্দরাঃ (১)।
সমাগতাস্তদা সৈন্যাঃ সৌবলা বলগর্ব্বিতাঃ ॥ ৭৯
দণ্ডোদ্যততরাঃ কেচিদ্দৈত্যা নিস্ত্রিংশধারিণঃ।
শরচাপকরাশ্চান্যে চক্রশঙ্খঞ্চ ধারিণঃ ॥ ৮০
শতঘ্নী শতচক্রী চ সহস্রঘ্নী তথা পরে।
বৃক্ষাদ্রিপট্টিশবেত্র-শূলিনঃ ক্রকচী পরে ॥ ৮১
ধারয়ন্তো মহাবাহু গজসিংহোষ্ট্রগামিনঃ।
দনুজাস্তে সুরান্ সর্ব্বানযোধ্যন্ত তদাহবে ॥ ৮২
অথ ভগ্নাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্ দেবপতির্মহান্।
উদয়াদ্রিসমং রুদ্রং গজরাজং সুভূষিতম্ ॥ ৮৩

উক্ত রুক্মাসুর যুদ্ধে বহুবার ভগবান্ বিষ্ণু ও বাসবকে পরাজয় করে, কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সমুদয় সুরগণের সহিত সুররাজ একবারও তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। ৭৫

অনন্তর দেবগণকে সন্দর্শন করিয়া সেই দানবরাজের পিতৃবৈরানল পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় সে তখন পাবকের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতিপ্রদ হোতার ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। ৭৬

কোপন-স্বভাব ব্যক্তি যেরূপ প্রভুর আজ্ঞায় পশুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ, সেই দৈত্যবর ইন্দ্র, চন্দ্র, পাবক, বসু প্রভৃতি যে কোন দেবতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি বেগে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিল। ৭৭

এইরূপে অমর্ষপরায়ণ দানবগণ কর্ত্তৃক অখিল সুরবৃন্দ দৃষ্টিমাত্রে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ৭৮

অনন্তর যে স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরন্দর প্রভৃতি সমবেত হইয়া আসীন ছিলেন, বলগর্ব্বিত সুবলসৈন্য-নিচয় তথায় উপস্থিত হইল। ৭৯

সেইসকল দৈত্যগণের মধ্যে কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে শর-চাপ, কাহার হস্তে চক্র, কাহার শঙ্খ, কাহার শতঘ্নী, কাহার শতচক্র, কাহার সহস্রঘ্নী, কাহার হস্তে প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ এবং কাহার বা হস্তে বৃহৎ পর্ব্বত। কেহ বা পট্টিশধারী, কেহ বা বেত্রধারী, কেহ বা শূলধারী এবং কেহ বা ক্রকচধারী। ৮০-৮১

তাহারা সকলেই মহাবাহু এবং কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে এবং কেহ বা সিংহপৃষ্ঠে অধিরূঢ়। তৎকালে, সেইসকল দানবগণ, দেবগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ৮২

অনন্তর সুররাজ, সুরবৃন্দকে সমরে বিমুখ দেখিয়া সিন্দুররাগ-রঞ্জিত, ভূষণ-

---

১। মহেশ্বরাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

সিন্দূরারুণরাগাঢ্যং ঘন্টাচামরমণ্ডিতম্ ।
চতুর্দ্দন্তং সুরূপাঢ্যং মহাবেগং মহাবলম্ ॥ ৮৪
গজো দনুজসৈন্যস্য কালসর্প ইবাভবৎ ॥ ৮৫
অথ তত্র স্থিতঞ্চেন্দ্রং দৃষ্ট্বা জ্বালো মহাবলঃ ।
ছাগরাজং সমারুহ্য দীপ্তশক্তিং ব্যধাবয়ৎ ॥ ৮৬
তং দৃষ্ট্বা মহিষং ধর্ম্মো দণ্ডপাণির্মহাবলঃ ।
আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ ॥ ৮৭
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ ।
এবন্তু নির্ঋতির্মেষে পুরুষে চ তদানুজঃ ॥ ৮৮
খড়্গপাণিঃ সুরক্তাক্ষঃ শুদ্ধকৃষ্ণাঞ্জনপ্রভঃ ।
বহুসৈন্যং সমাদায় ইন্দ্রসৈন্যং সমাগতঃ ॥ ৮৯
বরুণা বারুণৈর্যোধৈ র্ঋষগঃ পাশধারকঃ ।
কৃষ্ণসারং সমাদায় অঙ্কুশেন সমীরণঃ ॥ ৯০
বিমানে কামগে যক্ষো গদাধারী মহাবলঃ ।
কুবেরো যক্ষকোটীভি র্বৃতস্তত্র সমাগতঃ ॥ ৯১
রুদ্রাশ্চেশানপূর্ব্বাদ্যা বৃষগাঃ শূলপাণিনঃ ।
আদিত্যা রথগাঃ সর্ব্বে বিশ্বেদেবাঃ সবাহনাঃ ॥ ৯২
অশ্বিনৌ চাশ্বগৌ তত্র নাগা যক্ষা গ্রহেশ্বরাঃ ।
নক্ষত্রা বহুরূপাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ৯৩

জালে ভূষিত, ঘন্টাচামরমণ্ডিত, চতুর্দ্দন্ত, সুন্দরকায়, মহাবেগশালী, মহাবল-ধারী, প্রচণ্ডস্বভাব ও উদয়াদ্রির ন্যায় সমুন্নত গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তৎকালে সেই মাতঙ্গরাজকে দানবসৈন্যের কালভুজঙ্গের সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। ৮৩-৮৫

অনন্তর পুনন্দরকে ঐরাবতারূঢ় দেখিয়া মহাশক্তিমান্ অগ্নিদেব, ছাগরাজে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত শক্তি ধারণ করিলেন। ৮৬

তদ্দর্শনে মহাবল দণ্ডপাণি ধর্ম্মরাজ যম এবং কৃতান্তের ন্যায় কঠোর বজ্রদণ্ড-ধারী মহাবলপরাক্রান্ত চিত্রগুপ্ত কালকেতুর সহিত মহিষোপরি আরোহণ করিলেন। ৮৭

এইরূপ খড়্গপাণি, লোহিতলোচন, উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাঞ্জনবৎ দেহপ্রভা-সম্পন্ন নির্ঋতি মেষে ও তদীয় অনুজ পুরুষে অধিরোহণপূর্ব্বক বহুতর সৈন্য লইয়া ইন্দ্রসৈন্য-মধ্যে যোগদান করিল। ৮৮-৮৯

পাশাপাশি বরুণদেব, মৎস্যে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্য-নিচয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বায়ুদেব অঙ্কুশ-হস্তে কৃষ্ণসারমৃগে ও মহাবলশালী গদাধারী যক্ষরাজ কুবের, কামাচারী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কোটি কোটি যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। ৯০-৯১

ঈশান প্রভৃতি একাদশ রুদ্র, হস্তে শূল লইয়া বৃষে, দ্বাদশ আদিত্য ও মহা-বলপরাক্রান্ত সমুদয় বিশ্বদেব রথে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বে এবং নাগ, গ্রহেশ্বর, বহুবিধ নক্ষত্র ও সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন। ৯২-৯৩

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তদা তস্থৌ সৈন্যগোপ্তা সুরোত্তমৌ।
মহার্ণবাহবে তস্থুর্মর্য্যাদাং ন মুমোচ সঃ॥ ৯৪
সেনা ভূস্বর্গপাতাল-আপুরিতদিগাননা।
কোট্যর্ব্বুদাযুতসংখ্যা পদ্মপদ্মপ্রমাণিতা॥ ৯৫
অসংখ্যাতা মহাবাহো সেনা তত্র সুরোত্তমম্।
দৃষ্ট্বা তু সুবলো বাণৈরভ্যবর্ষত মেঘবৎ॥ ৯৬
সমন্তাচ্ছাদয়িত্বা তু প্রাবৃণোদ্য ইবাম্বুভিঃ।
ননাদ ধনুরাবেণ বাদ্যযানস্বনেন চ॥ ৯৭
অথ নাদং তদা শ্রুত্বা চাসুরং ভয়কারকম্।
শক্তিং দীপ্তাং সমুদ্যম্য দানবান্ মর্দ্দয়ন্ শিখী॥ ৯৮
রুক্মী নাম মহাদৈত্যো নেতা যঃ সৌবলে বলে॥ ৯৯
জ্বলনস্য রথঞ্চোহ্য দীপ্তশূলো মহাবলঃ।
নানায়ুধমহাসংঘ-জ্বলিতক্লমিতানলঃ॥ ১০০
শূলং হুতাশনে প্রেষ্য সুরসৈন্যভয়প্রদম্।
তৈঃ শূলৈঃ পাবকী সেনা বহুধা ভয়ত্রাসিতা॥ ১০১
দৃষ্ট্বা শক্তিং সুদীপ্তাস্ত সঞ্চিক্ষেপাসুরোত্তমে।
তাং সুতেজাং মহাবেগাং সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্॥ ১০২
বিবিধ্য নিশিতৈর্বাণৈর্দদাহ চ তৃণাগ্নিবৎ।
শরৈঃ সন্তাড্যমানাপি অনিবার্য্যা যদাসুরাঃ।
তদা শিলাং বিনাশায় শক্তিং চিক্ষেপ দানবঃ॥ ১০৩

তৎকালে, সুরোত্তম ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবসৈন্যের রক্ষক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! সেই অসংখ্য সৈন্য-নিচয়, কোটি কোটি, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, ও পদ্ম পদ্ম পরিমিত দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করত স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিত হইল। ৯৪-৯৫

অতঃপর দানবরাজ সুবল, সুররাজকে সন্দর্শন করিয়া ধনুকের টঙ্কারশব্দ বাদ্যধ্বনি ও রথনির্ঘোষ সহকারে সিংহনাদ করত, জলধর যেমন চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদন করিয়া জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। ৯৬-৯৭

অনন্তর, অনলদেব, সুবলাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ-শ্রবণে প্রদীপ্ত শক্তি উৎক্ষিপ্ত করিয়া দানবগণকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করায় নানাপ্রকার আয়ুধনিচয়ে দেদীপ্যমান, মহাবল-পরাক্রমশালী, সুবল সেনাপতি রুক্মীনামক মহাদৈত্য অগ্নিদেবের রথ লক্ষ্য করিয়া দেবসৈন্যগণের ভয়প্রদ এক শূল নিক্ষেপ করিল। ৯৮-১০০

হুতাশনের প্রতি যখন ঐ শূল প্রেরিত হয়, সেই সময় তাহার মুখমণ্ডলে ক্লান্তি অনুভূত হইয়াছিল। ১০১

অনন্তর অগ্নিদেব, নিজ সৈন্যগণকে সেই শূলভয়ে সাতিশয় ভীত দেখিয়া দানবরাজের প্রতি প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানববর, অযুত-সূর্য্যসম-প্রভাবশালিনী শক্তিকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তৃণাগ্নির ন্যায় সুরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল এবং যখন দেখিল সুরগণকে শরতাড়নে নিবারণ করা দুঃসাধ্য, তখন সুর-নিচয়ের সংহারার্থ এক শিলাময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিল। ১০২-১০৩

অথ শিলাহতাং শক্তিং দৃষ্ট্বা দেবসুরোত্তমঃ।
শিলাং মুদ্গরঘাতেন হত্বা দৈত্যং ন্যপাতয়ৎ ॥ ১০৪
শক্তিকোট্যা হতং দৈত্যং বিগতাসুং রথোপরি।
রুক্মীং দৃষ্ট্বা হতং শঙ্খো মন্যুনা অভ্যধাবত ॥ ১০৫

শঙ্খ উবাচ—

হুতাশন মহাবাহো যাগাদৌ তব চাহুতিঃ।
অন্যথা রুক্মিমোহেন সংগ্রামে তব কা স্থিতিঃ ॥ ১০৬
যা শক্তিঃ শূলিনা দত্তা দহতঃ সৌবলং বলম্।
সা তেঽদ্য সুবলাদ্‌গৃহ্য পাস্যতি প্রাণ-আসবম্ ॥ ১০৭
পণ্যস্ত্রীব যথা লোভাৎ কামুকানাং বরায়তে।
এবং তে শোণিতে শক্তির্হৃদি সংস্থানমেষ্যতে ॥ ১০৮
অথ জল্প তদা কালে শঙ্খবাক্যানিলেরিতঃ।
দুন্দুভির্দানবেন্দ্রাণাং সৈন্যমধ্যাৎ সমুত্থিতঃ ॥ ১০৯
কিং বাক্যৈঃ শিশুভিস্তুল্যৈঃ প্রমদা এব ভাষতে।
বৈরনির্য্যাতনাং শঙ্খ বরং রুক্মী ভবান্ ভবেৎ ॥ ১১০
ভবে হতেঽথ গোবিন্দে শক্রে বা সগুহে হতে।
অন্যথা বিফলং জন্ম উন্মত্তশিশুচেষ্টিতম্ ॥ ১১১
আমন্ত্র্য দুন্দুভিঃ শঙ্খং গজঞ্চ সমরুহ্য সঃ।
ইন্দ্রায়াভিমুখোঽধাবজ্জ্বলিতং গৃহ্য চায়ুধম্ ॥ ১১২

অনন্তর সুরোত্তম পাবকদেব, নিজ শক্তিকে দানবের শিলাশক্তিঘাতে ভগ্না দেখিয়া মুদ্গরাঘাতে দানব-প্রেরিত শক্তি চূর্ণ করিয়া সেই দৈত্যবরকে নিপাতিত করিলেন। ১০৪

তখন শঙ্খনামক অসুর, রুক্মীকে শক্তিপ্রহারে রথোপরি গতজীবন দেখিয়া, সাক্ষাৎ ক্রোধের ন্যায়, অগ্নিদেবের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিল,—ওহে মহাবাহু হুতাশন! যজ্ঞাদিতে তুমি যথার্থই আহুতি প্রাপ্ত হইয়া থাক, নতুবা রুক্মী মূর্চ্ছিত হইয়াছে বলিয়া এই ভীষণ রণক্ষেত্রে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছ? ১০৫-১০৬

মহেশ্বর যে শক্তি দান করিয়াছেন, আজ সেই শক্তি, সুবলাসুরের সৈন্য-নাশক তোমার জীবনরূপ আসব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত পান করিবে। ১০৭

রে দুর্ব্বুদ্ধে! বারাঙ্গনা যেরূপ অর্থলালসায় কামুক পুরুষদিগের প্রিয় হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে বাস করে, এই শক্তিও আজ সেইরূপ তোমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিবে। ১০৮

শঙ্খ এইরূপ কহিতেছে এমত সময়ে দুন্দুভি-নামক দানব, শঙ্খাসুরের বাক্য-রূপ বায়ুতে চালিত হইয়া দানবেন্দ্রগণের সৈন্যমধ্য হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিল,—ওহে শঙ্খ! শিশুগণের ন্যায় বৃথাবাক্যে প্রয়োজন কি? রমণীগণই বাক্য দ্বারা বৈর-নির্যাতন প্রকাশ করিয়া থাকে, সুতরাং বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। হয় বৈরী নিপাত কর, না হয় রুক্মীর ন্যায় দশা প্রাপ্ত হও। ১০৯-১১০

যদি মহেশ্বর, বিষ্ণু, কিংবা কার্ত্তিকেয়ের সহিত সুররাজকে নিধন করিতে পারি, তবেই আমার জন্মকে সার্থক জ্ঞান করিব, নতুবা উন্মত্ত বা শিশুর চেষ্টার ন্যায় আমার জন্ম বিফল। ১১১

দানববর দুন্দুভি শঙ্খকে এইরূপ কহিয়া মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রদীপ্ত

শূলং শূলিসমাকারং সর্ব্বায়ুধনিবারণম্ ।
মুমোচ স তু ইন্দ্রায় ইন্দ্রোঽপি জ্বলিতাশনিম্ ।
শূলাপবারণং ক্ষেপ্য সর্ব্বায়ুধভয়ঙ্করম্ ॥ ১১৩
তং বজ্রং জ্বলিতমৈন্দ্রং শূলভিন্নং দ্বিধাকৃতম্ ।
ভূমৌ পপাত বিফলং ভ্রমাণাং চেষ্টিতং কৃতম্ ॥ ১১৪
বজ্রে হতে তথা চৈব বৃহস্পতিমহামতিম্ ।
গোপেন্দ্রং শরণং জগ্মুর্গৃহীত্বা সুররাট্ তদা ॥ ১১৫
বলো হতস্ত্বয়া চ স্যাৎ সুবলস্তু চতুর্গুণঃ ।
সশঙ্খো দুন্দুভির্নাথ কেনোপায়েন শাম্যতাম্ ॥ ১১৬
পশ্য বজ্রং ন বজ্রায় দণ্ডং দণ্ডায় ন প্রভো ।
বিহ্বলং দেবসৈন্যস্তু সায়ুধং গজবাহনম্ ॥ ১১৭
তস্যোপায়ং কথং সংখ্যে বধায়াথ শমায় চ ।
কথয়স্ব সুরশ্রেষ্ঠ শরণাগতবৎসল ॥ ১১৮
দেবাঃ সবাহনাঃ সর্ব্বে রক্ষণীয়া মহাহবে ।
সুবলং বলসম্পন্নং নয়োপায়সমন্বিতম্ ॥ ১১৯
দুঃসহং সুরসংঘস্য বাসবস্য বিশেষতঃ ।
এবমুক্ত্বা তথা মন্ত্রী বিররাম পিতামহঃ ॥ ১২০
উবাচ সৌষ্ঠবাং বাণীং মাধবো রিপুনাশনঃ ॥ ১২১

আয়ুধনিচয় গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া শঙ্করের ত্রিশূলতুল্য সর্ব্বাস্ত্র-নিবারক এক শূল ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্রও শূলনিবারণার্থ সর্ব্বায়ুধশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্ত বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু ইন্দ্রপ্রেরিত সেই প্রজ্বলিত অশনিও দুন্দুভির শূলাঘাতে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহার শ্রম বিফল হইল। ১১২-১১৪

তখন সুররাজ বজ্রকে বিফল দেখিয়া মহামতি বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করত নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং কহিলেন,—হে নাথ! আপনি বলাসুরকে নিহত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক সুবল, শঙ্খ ও দুন্দুভি এক্ষণে কি উপায়ে শাসিত হয়, তাহার উপায় করুন। ১১৫-১১৬

ওহে প্রভো! দেখুন, সমুদয় সুরসেনা মাতঙ্গাদি বাহন ও নিখিল আয়ুধের সহিত বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র আর বজ্রের কার্য্য করিতে সক্ষম নহে এবং যমদণ্ডও আর দণ্ড বিধানে সমর্থ হইতেছে না। ১১৭

হে সুরশ্রেষ্ঠ ; আপনি শরণাগত বাৎসল, এক্ষণে এই ঘোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উহাদিগের বিনাশ বা শাসনের কিরূপ উপায় বলুন। ১১৮

এই ভীষণ সমর হইতে, সবাহন নিখিল দেবগণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মহাবলসম্পন্ন, নীতি ও উপায়জ্ঞ দানবপতি সুবলকে অখিল সুরগণের, বিশেষতঃ সুররাজের সর্ব্বথা দুঃসহনীয় জানিবেন। সুরমন্ত্রী বৃহস্পতি, এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। ১১৯-১২০

রিপুদলনকারী ভগবান্ মাধব, মধুর বাক্যে কহিলেন,—হে বাসব। পদবর্ণ-

বিষ্ণুরুবাচ—

যা সা আদ্যা পরা শক্তিঃ শঙ্করী মন্ত্রসম্ভবা।
পদবর্ণবিভাগেন সা তে ক্ষেমায় বাসব।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মহাতত্ত্বা মহাম্বরা॥ ১২২
শঙ্করং তোষয়িত্বা তু সা ময়া পদমালিনী।
বিদ্যাষ্টকসমাযুক্তা ক্ষেমা ক্ষেমায় সানঘ॥ ১২৩
দানবো বলসংযুক্তো বিদ্যামন্ত্রবলেন চ।
যদি যাতি বশং কর্ত্তুমন্যথা অজয়ো ভবেৎ॥ ১২৪
তদা বিষ্ণুঃ সুরেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিমরুদ্গণৈঃ।
গত্বা শম্ভুং সমারাধ্য অসুরাণাং বধৈষিণঃ॥ ১২৫
জয় ত্বং জয়তাং[১] শ্রেষ্ঠ পঞ্চমন্ত্রতনূময়।
গুণহীন গুণত্বাচ্চ জগতঃ পালনে স্থিতঃ॥ ১২৬
উৎপত্তিস্থাপনে নাশে রজঃসত্ত্বতমোময়ঃ।
অরূপ বহুরূপ ত্বং বচসামপ্যগোচরঃ॥ ১২৭
সর্ব্বগঃ সর্ব্বরূপেষু সর্ব্বভাবব্যবস্থিতঃ।
ত্রাহি মাং দানবানীক-মহার্ণবগতং হরিম্॥ ১২৮
সসুরং গণমাদিত্যং বসুং চাস্মিন্ বিলোকয়ন্।
শান্তিং বিধায় জগতঃ ক্ষেমং কুরু ত্রিশূলিন॥ ১২৯

বিভাগানুসারে মন্ত্রসম্ভবা কল্যাণকরী যে পরমা আদ্যাশক্তি, তিনিই তোমার নিঃসন্দেহ মঙ্গলবিধান করিবেন। ১২১-১২২

হে অনঘ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া যদি সেই মহাকাশস্বরূপা সর্ব্বকল্যাণময়ী মহাপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে তিনি অষ্টবিদ্যার সহিত তোমার শুভদায়িনী হইবেন। ১২৩

উক্ত মহাবলশালী দানব, বিদ্যামন্ত্র-বলেই বশীভূত হইবার সম্ভব, নতুবা অন্য উপায়ে তাহাকে পরাজয় করিতে পারা যাইবে না। ১২৪

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু দনুজ-দলের নিধন বাসনায় ইন্দ্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণের সহিত ভগবান শঙ্করের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্তুতিবাক্যে কহিলেন,—হে অখিল-জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ! আপনার জয় হউক। হে পঞ্চমন্ত্রস্বরূপ! আপনি গুণাতীত হইলেও জগৎপালনে ব্যাপৃত। ১২৫-১২৬

আপনি অরূপ হইয়াও বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অতএব আপনার মহিমা বাক্যাতীত। আপনি জগতের সৃষ্টি-বিষয়ে রজোগুণময়, পালনবিষয়ে সত্ত্বগুণময় এবং সংহার-বিষয়ে তমোগুণময়। ১২৭

আপনার গতি সর্ব্বত্র। আপনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, অতএব হে ভগবন্! আমি দানবসৈন্যরূপ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। ১২৮

হে ত্রিশূলধারিন্! আপনি বসু, আদিত্য ও গণদেবতা প্রভৃতি নিখিল সুরগণের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া জগতের শান্তি বিধানপূর্ব্বক মঙ্গল করুন। ১২৯

১। জপ ত্বং জপতামিতি পাঠান্তরম্।

এবং গদ্গদয়া বাচা বিজ্ঞাপ্য মধুসূদনঃ।
তুতোষ চ তদাথাসৌ সোমঃ সোমার্দ্ধশেখরঃ ॥ ১৩০
বরং বরয় গোবিন্দ যৎ তে হৃদি ব্যবস্থিতম্।
যযাচ মাধবো হৃষ্টঃ সুবলং দুন্দুভিং বধ ॥ ১৩১
এবন্তু যাচিতে রুদ্রে প্রতিজ্ঞাতে বরে হরে।
চিন্তিতা পরমা শক্তির্বিদ্যাষ্টক-সমন্বিতা ॥ ১৩২
তদা গতা শিবা চাগ্রে মূর্ত্তিভূতা ব্রবীতি সা।
যৎ কার্য্যং দেবদেবেশ তদাদিশয় মে প্রভো ॥ ১৩৩
তদা দেবেন তুষ্টেন উক্তা সা সুবলং বধ।
যাবৎ সঞ্চিন্তিতং দেব্যা পূর্ব্বং সোঽহং হতো ময়া।
বিরূপেণ চ[১] হন্তব্যো নায়ুধেনাসুরাধমঃ ॥ ১৩৪
এবং সা যৌবনং রূপং ত্যক্ত্বা বৃদ্ধাভবৎ তদা।
শিরাজালেন সন্নদ্ধা নির্ম্মাংসা কোটরেক্ষণা
প্রবিবেশৈব দেব্যোষ্ঠবিকাশে নাগবন্ধনা ॥ ১৩৫
অর্দ্ধালঙ্কতকর্ণৌ চ বামোরুকরসংস্থিতা।
পীঠসংস্থেন যাম্যেন বিষাদে পরমে স্থিতা ॥ ১৩৬
বিবৃতাস্যা সঙ্কম্পন্তী শতাযুতসমাসমা।
বিদ্যাভিরষ্টভির্মায়া গুপ্তা গুপ্তাভিঃ সংস্থিতা ॥ ১৩৭
পথি পর্ব্বতরাজস্য দ্রোণস্য সুমহাত্মনা।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাদ্বীপে মধ্যে সা মধ্যসংস্থিতা ॥ ১৩৮

ভগবান্ মধুসূদন, গদ্গদবাক্যে এইরূপ কহিলে শশাঙ্কশেখর ভগবান্ মহেশ্বর, পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে গোবিন্দ! অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন মাধব আনন্দিত হইয়া "সুবল ও দুন্দুভিকে সংহার করুন" এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ রুদ্র "তাহাই হইবে" বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক অষ্টবিদ্যাসমন্বিতা পরমা শক্তিকে স্মরণ করিলেন। ১৩০-১৩২

তখন সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে আগমন করত কহিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ১৩৩

তখন দেব মহেশ্বর "সুবলাসুরকে সংহার কর" এইরূপ কহিলে, সেই দেবী মনে মনে ভাবিলেন,—আমি তাহাকে পূর্ব্বেই বিনাশ করিয়া রাখিয়াছি, যাহাই হউক, সেই অসুরাধম অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইবে না, বিপরীত রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করিতে হইবে। ১৩৪

এইরূপ বিবেচনা করিয়া যৌবনরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃদ্ধা হইলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর শিরাজালে ব্যাপ্ত ও মাংসশূন্য, নেত্রদ্বয় কোটরস্থিত, ওষ্ঠদ্বয় বিবর্ণ, মস্তকে নাগবন্ধন, কর্ণযুগল অর্দ্ধালঙ্কৃত, বাম উরুতে বাম কর ও পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ কর বিন্যস্ত, মুখবিবর বিস্ফারিত এবং অঙ্গ সকল কম্পান্বিত দৃশ্যমান হইতে লাগিল। দেখিলে বোধ হয়, তিনি পরমবিষণ্ণা ও শতাযুত বৎসর বয়স্কা। অনন্তর সেই দেবী মায়া এইরূপভাবে ক্রৌঞ্চনামক মহাদ্বীপ-

---

১। বিদ্যারূপেণেতি পাঠান্তরম্।

বিদ্যাষ্টকং ততস্তস্যা দিশশ্চ বিদিশৈঃ স্থিতম্ ।
বৃষসিংহগজবর্হি-হংসসর্পাধিগা পরা ॥১৩৯
সবলে ঋক্ষরাজে চ সন্নিবিষ্টা মহাবলা ।
কৃষ্ণসারে গতিসারে বসুরাজে স্থিতা পরা ॥ ১৪০
তা বিদ্যাঃ শতধা ভূত্বা কুলধামসদক্ষিণাঃ ।
পরিত্রাণায় দেবানাং মর্ত্ত্যলোকে নৃপাদিষু ॥ ১৪১
অন্তঃস্ত্রীষু বিশেষেণ পুলিন্দশবরাদিষু ।
লোকান্তরেণ মার্গেণ বামাচারেণ সিদ্ধিদা ॥ ১৪২
বেশ্যাসু গোপবালাসু তুড়ুহূণখসেষু চ ।
পীঠে হিমবতশ্চাপ্তজালন্ধর-সবৈদিশে ॥ ১৪৩
মহোদরে বরেন্দ্রে চ রূঢ়ায়াং কোশলে পুরে ।
ভোট্টদেশে সকামাখ্যে কিষ্কিন্ধ্যে চ নগোত্তমে ॥ ১৪৪
মলয়ে কোলুনামে চ কাঞ্চ্যাঞ্চ হস্তিনাপুরে ।
উজ্জয়িন্যাঞ্চ তা বিদ্যা বিশেষেণ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪৫
প্রতিস্থানে স্থিতাঃ শুক্র শিবাদ্যা ঊর্দ্ধকেশিকাঃ ।
দৃষ্টাঃ ক্রীড়ন্তি তা বালৈর্বালতন্ত্রে তু জম্ভকাঃ ।
অষ্টধা গ্রহরাজস্য সখায়ত্বে[১] ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪৬
এবং তা ব্যাপয়িত্বা তু বিদ্যা লোকানশেষতঃ ।
সুবলস্য বধার্থায় স্থিতা আবৃত্য তাঃ পথঃ ॥ ১৪৭

মধ্যে সুবিশাল দ্রোণ নামক পর্ব্বতপথে গুপ্তভাবে অবস্থিত অষ্টবিদ্যার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩৫-১৩৮

ঐ সকল মহাবলশালিনী অষ্টবিদ্যা কেহ বৃষে, কেহ সিংহে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ ময়ূরোপরি, কেহ গরুড়পৃষ্ঠে, কেহ ভল্লুকে ও কেহ অতি দ্রুতগমনশীল কৃষ্ণসারে আরোহণপূর্ব্বক দেবীর অষ্টদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩৯-১৪০

ঐ সকল দেবীগণই দক্ষিণাচার-পূজনীয়া কুলদেবতাদিরূপে শতধা বিভক্তা হইয়া দেবগণের পরিত্রাণার্থ মর্ত্ত্যমণ্ডলে নৃপাদির নিকটে এবং বিশেষতঃ অন্তঃপুর রমণীগণের নিকটে বাস করিতেছেন। পুলিন্দশবরাদির জাতিদিগকে ঐ দেবীগণ সমাজবিরুদ্ধ বামাচারে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। ১৪১-৪২

বেশ্যা, গোপবালা, তুড় হূণ ও খসদেশ, হিমবৎ পীঠ, জালন্ধর, বিদিশা, মহোদয় বরেন্দ্র ও রাঢ় দেশে এবং কোশলপুরে ভোট্টদেশে কামাখ্যা গিরিবর কিষ্কিন্ধ্যা ও মলয় কোলু ও কাঞ্চীদেশ, হস্তিনাপুর ও উজ্জয়িনীতে ঐসকল বিদ্যার বিশেষরূপে অধিষ্ঠান আছে। ১৪৩-৪৫

হে শুক্র! এতদ্ভিন্ন ঊর্দ্ধকেশিকা শিবাদি সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন। বালতন্ত্রে জম্ভকা নামে প্রসিদ্ধা ঐ সকল দেবী, শিশুগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সতত সুররাজের সাহায্যার্থে অষ্টধা বিভক্তা বিদ্যাদেবীগণ ঐরূপ নানামূর্ত্তিতে অখিল লোক ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছেন ॥ ১৪৬

তৎকালে ঐ দেবী সকল, সুবলাসুরের নিধন-বাসনায় তাহার গমনমার্গ অধিকারপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৪৭

১। গুহসহায়ত্বে বা সখ্যায়তা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সুবলোঽপি তদা চক্রে শরভঞ্চাগ্রতোরণম্।
দ্রোণাদ্রিং বাসবং হন্তুং ত্বরয়া বলবাহনম্ ॥ ১৪৮
মহারথৌঘ-নাদেন বাদ্যরাবেণ চাম্বরম্।
ধ্বজৈশ্চিত্রাতপত্রৈশ্চ নাদিতং ছাদিতং তথা ॥ ১৪৯
অথ তস্মিন্ নগে দৃষ্ট্বা এতাং পরিণতাবলাম্।
আবৃত্য সংস্থিতাং মার্গং দিঙ্মুখানীব ভাস্করম্ ॥ ১৫০
তদা দানবনেতা যো বদতে ত্যজতাং পথম্।
অন্যথা রথনাগৈস্ত্বং বৃদ্ধে ক্ষেমং ন স্থাস্যসি ॥ ১৫১
অথ বৃদ্ধা বচঃ শ্রুত্বা দানবেন প্রভাষিতম্।
বদতে সান্যথা কৃত্বা দানবে তু প্রকামিতম্ ॥ ১৫২
আপূরয়[১] প্রযত্নেন অন্যথা ন শুভং তব।
অক্ষেমং ভবতে তেষাং যো মাং বৃদ্ধাং ন মন্যতে ॥ ১৫৩
তদা দানবনেতা যো গৃহীত্বা তাং করে কিল।
উত্থাপয়দ্‌গতাসুঃ স পপাত ধরণীতলে ॥ ১৫৪
নেতারং নিহতং দৃষ্ট্বা শঙ্খো নামাসুরোত্তমঃ।
অধাবত তদা দেব্যা ধরণ্যাং স নিপাতিতঃ ॥ ১৫৫
তদা তু সুবলঃ ক্রুদ্ধো গত্বা দেবীং করে কিল।
গৃহ্লাতি তাবৎ পতিতঃ স ক্ষিতৌ বিগতাসবঃ ॥ ১৫৬

এদিকে দানবনাথ সুবলও সসৈন্য সবাহন সুরপতির নিধন বাসনায় সংগ্রামার্থ শরভনামক দানববরকে অগ্রে লইয়া ত্বরায় দ্রোণপর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলে, তদীয় রথনিকর ও নানাবিধ বাদ্যের ধ্বনিতে এবং পতাকাশ্রেণী ও আতপত্রনিচয়ে গগনমণ্ডল শব্দিত ও আচ্ছাদিত হইল। ১৪৮-৪৯

অনন্তর দানব-সেনাপতি শরভ, দ্রোণপর্ব্বতে সেই বৃদ্ধা অবলাকে পথ, দিঙ্মুখ ও ভাস্করকে আবরণপূর্ব্বক অবস্থিতা দেখিয়া কহিল,—বৃদ্ধে। পথ পরিত্যাগ কর ; তাহা না হইলে, মাতঙ্গ ও রথনিচয়ে দলিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। ১৫০-৫১

তখন সেই বৃদ্ধারূপিণী আদ্যাশক্তি, দানববাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যভাবে কহিলেন,—দেখ, আমি দানব-সহবাসে বাসনা করিয়াছি। ১৫২

আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করত গমন কর, নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে না। যে ব্যক্তি আমাকে বৃদ্ধা বলিয়া ঘৃণা করে, তাহার ভাল হয় না। ১৫৩

বৃদ্ধার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দানবনায়ক যেমন তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলিত করিতে প্রবৃত্ত হইল, অমনি গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। ১৫৪

অনন্তর শঙ্খনামক অসুর, সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইবামাত্র ভূমিতলে নিপাতিত হইল। ১৫৫

তৎকালে অসুররাজ সুবল, ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন দেবীর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িল ॥ ১৫৬

১। আপীড়য়ন্নিতি পাঠান্তরম্।

এবং তান্ দানবান্ সর্ব্বান্ বিনাহব-নিপাতনে।
পশ্যন্তি মরুতো হৃষ্ট-াস্ত্যক্তশঙ্কাঃ পিতামহ ॥ ১৫৭
ভূতযোনিস্থিতা দেব্যাঃ শূলাসিশরশক্তিভৃৎ।
ঘণ্টাডমরুবেণূনি বরকাণি চ বাদয়ৎ ॥ ১৫৮
শরভশঙ্খৌ হতৌ দৃষ্ট্বা দুন্দুভির্বিলদর্পিতঃ।
মাধবস্য বধার্থায় বিরথেন ব্রজেৎ কিল[১] ॥ ১৫৯
তাবদ্দেবী মহালজ্জা মহাবিদ্যা সুরারিহা।
নিহত্য দারুণমাজৌ দুন্দুভিং সংনিপাত্য সা।
কপালে রুধিরং কৃত্বা শ্যেনকাদ্যান্ মহাগ্রহান্ ॥ ১৬০
শিবাদ্যাং তর্পয়েদ্দেবী ঈপ্সিতার্থফলপ্রদাম্।
এবং তান্ দানবান্ হত্বা মহাবলপরাক্রমান্।
অবধ্যান্ সর্ব্বদেবানাং বাসবে ক্ষেমদাভবৎ ॥ ১৬১
ক্ষেমং দেবেষু সা দেবী কৃত্বা দৈত্যপতেঃ ক্ষয়ম্।
ক্ষেমঙ্করী শিবেনোক্তা পূজ্যা লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১৬২
অনেনৈব চ রূপেণ বিদ্যাষ্টকসমন্বিতা।
একা বা নগরান্তঃস্থা পূজিতা স্থাপিতা শুভা ॥ ১৬৩
প্রাসাদে পাঠকুড্যে বা পুস্তকে জলবহ্নিগা।
নিস্ত্রিংশে পূজয়েৎ ক্ষেমাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ১৬৪

এইরূপে সেই দানবগণকে বিনাযুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া দেবগণ পরম পরিতুষ্ট ও নিঃশঙ্ক হইলেন। ১৫৭

তৎকালে, দেবীর অনুচর যে সকল ভূতগণ—কেহ শূল, কেহ অসি, কেহ শর ও কেহ শক্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল ; তাহারা ঘণ্টা, ডমরু, বংশী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। ১৫৮

অনন্তর, দানববর দুন্দুভি, শরভ ও শঙ্খকে এইরূপে বিনাশিত দর্শনে বলমদে মত্ত হইয়া ভগবান্ মাধবের বধার্থ পদব্রজেই গমন করিতে লাগিল। ১৫৯

তৎকালে অসুরনাশিনী সেই দেবী মহাবিদ্যা মহালক্ষ্মীর সহিত দারুণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দুন্দুভিকে বিনাশপূর্ব্বক নর-কপালে রুধির লইয়া শ্যেনাদি মহাগ্রহ এবং ঈপ্সিতার্থ-ফলপ্রদা শিবাদিদেবীকে প্রদান করত পরিতৃপ্তা করিলেন। সেই দেবী, এবম্প্রকারে নিখিল অমরবৃন্দের অবধ্য মহাবল-পরাক্রান্ত দানবগণকে বিনাশ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ১৬০-৬১

এইরূপে দৈত্যপতিকে বিনাশপূর্ব্বক দেবগণকে ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করায় ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে বলেন, জগতে তুমি আজ হইতে ক্ষেমঙ্করী নামে পূজনীয়া হইবে। ১৬২

যাহারা অষ্টবিদ্যার সহিত কিংবা কেবল এই মূর্ত্তি নগরপ্রান্তে স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের পরম শুভ হয়। ১৬৩

প্রাসাদে, চিত্রপটে, পুস্তকে, জলে, অনলে কিম্বা খড়্গে এই ক্ষেমঙ্করী-মূর্ত্তির পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। ১৬৪

১। বিপক্ষেণ বদেৎ কিল ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দমনী পদমালা চ শ্রীঘোষবজ্রশাসনা।
অস্ত্রং প্রত্যঙ্গিরাদেব্যাঃ পূজয়েৎ সমুদাহৃতা ॥ ১৬৫
এতাভিঃ স্থাপনং কার্য্যং শিবাসনশবান্তগম্ ॥ ১৬৬
কন্যাসংস্থে দ্বিজ সূর্য্যে ভবতে সর্ব্বকামদম্।
যতো দেবী ভবেদ্‌বৃদ্ধা পিতরো বৃদ্ধরূপিণঃ ॥ ১৬৭
পিতৃগে তু রবৌ তস্মাৎ স্থাপিতব্যা শুভার্থিভিঃ।
হেমাদিমণিরত্নানি দেবীঞ্চোদ্দিশ্য স্থাপনে ॥ ১৬৮
পাত্রাণি চ বিচিত্রাণি কুর্য্যান্নানাগ্রহাদিষু।
শতেন কারয়েদেবং সহস্রং সন্নিবেশনে ॥ ১৬৯
আত্মানং দারসর্ব্বস্বং দদ্যাৎ তৎস্থাপকে শুভে।
যতঃ সংসারাদুদ্ধরণে নান্যঃ শক্তো গুরুং বিনা ॥ ১৭০
ততো দেবী চ দ্রষ্টব্যো গুরুর্মন্ত্রপ্রদায়কঃ।
স্থাপকো ভৈরবাদীনাং যো ভবেদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১৭১
স গুরুর্মন্ত্রসিদ্ধান্ত-দাতা সর্ব্বজগদ্ধিতঃ।
গ্রহনাগেশলোকানাং দেবানাং স্থাপনে হিতঃ ॥ ১৭২
বিশেষবলিপূজাদিবেত্তা দেবীনিবেশকঃ।
ধাতূত্তমেন বর্ণেন মৎসমাংসসুরাদিভিঃ ॥ ১৭৩
দেবীভ্যঃ স্থাপনং শস্তং ভয়দং ভবতেঽন্যথা।
বিদ্ধি তা দেবতা বিপ্র তর্পণীয়া তু রাজসী ॥ ১৭৪

দমনী, পদমালা, শ্রীঘোষ ও বজ্রশাসনানামক দেবীর অস্ত্রনিচয়েরও পূজা করা বিধেয়। ১৬৫

হে দ্বিজ! সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে ঐ সকল অস্ত্রের সহিত শিবরূপ-শবাসনস্থিতা দেবীকে স্থাপন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। যেহেতু দেবী বৃদ্ধারূপিণী হইয়াছেন এবং পিতৃগণও বৃদ্ধরূপী, সেইহেতু সূর্য্য পিতৃদিক্‌গত হইলে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে, শুভপ্রার্থী ব্যক্তিদিগের তাঁহাকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দেবীকে স্থাপনকালে দেবীর উদ্দেশে স্বর্ণ, মণি ও রত্ন এবং নানা গ্রহাদি উদ্দেশে বিচিত্র পাত্র সকল দান করা বিধেয়। ১৬৬-১৬৮

যে ব্যক্তি, দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিবে, তাহাকে শতমুদ্রা, যে গৃহাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সংস্থাপন করিবে, তাহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে আত্মা, পত্নী ও সর্ব্বস্ব দান করিবে। যেহেতু গুরু ভিন্ন আর কেহই সংসার হইতে নিস্তার করিতে সমর্থ নহেন। ১৬৯-৭০

সেই হেতু দেবীকে মন্ত্রদাতা গুরুরূপে দর্শন করিবে। যে দ্বিজবর ভৈরবাদি মূর্ত্তি স্থাপন কর্ত্তা, মন্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞ এবং নিখিল জগদ্বাসিগণের হিতকারী তিনিই গুরুযোগ্য। ১৭১

যিনি গ্রহ, নাগেশ্বর ও দেবগণের স্থাপন-বিষয়ে দক্ষ এবং বলি পূজাদি-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, তিনিই দেবীর স্থাপনকারী হইবেন। ১৭২

ধাতূত্তম স্বর্ণপাত্রস্থ মৎস্য, মাংস ও সুরাদি দ্বারা দেবীগণের সহিত ক্ষেমঙ্করী দেবীর স্থাপন প্রশস্ত, অন্যথা ভয়জনক হইয়া থাকে। হে বিপ্র! ঐ দেবীগণের মধ্যে যাঁহাকে রাজসিক ভাবে অর্চ্চনা করা হয় তাঁহাকে রাজসী জানিবে। ১৭৩-৭৪

তামসী তমসা পূজ্যা সুহৃষ্টা ন তু সাত্ত্বিকী।
মন্ত্রাঃ পদমলোখা ন ক্ষেমায়াঃ স্থাপনে পরে ॥ ১৭৫
পূজনে বা ক্বচিচ্ছস্তা নৈষ্ঠিকা ন কদাচন।
কুলমার্গ তথা ধাম মাতৃদক্ষিণবেদিকা ॥ ১৭৬
দেবীপূজাবিধৌ শস্তা ন মন্দা ন চ নৈষ্ঠিকাঃ।
ন সিদ্ধান্তৈকভাবস্থা ন চ দেবৈকভাবিতা ॥ ১৭৭
স্ত্রীপ্রধানা যতো দেবী বিদ্যামন্ত্রৈরতো যজেৎ।
এবং যঃ পূজয়েদ্দেবীং স্থাপয়েদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৭৮
স্থাপয়ন্তু তথানেন পূজাপয়তি মানবঃ।
স লভতে হিতান্ কামানিহ লোকে দ্বিজোত্তম ॥ ১৭৯
লিখিত্বা ধারয়েদ্ভক্ত্যা বাহৌ কণ্ঠে কলেবরে।
রাজ্যায়ুঃসুতসৌভাগ্যং প্রাপ্নুয়াদবিচারণাৎ ॥ ১৮০
পরত্র ভৈরবং স্থানং ব্রহ্মবিষ্ণুনমস্কৃতম্।
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যেদং দেবীপূজনাৎ ॥ ১৮১
স্মরণাৎ পঠনাদ্বিপ্র ধারণাদ্ বা সুভাবিতাঃ।
বিদ্যানান্ত প্রভাবেণ লভতে মনসেপ্সিতম্ ॥ ১৮২
চতুঃষষ্টিষু বিদ্যাসু যথাবীর্য্যং মহাফলম্।
বিজয়াদিষু বিখ্যাতং সর্ব্বাভ্যুদয়কারকম্ ॥ ১৮৩

হে বিপ্র! ঐ দেবীগণের মধ্যে যাঁহাকে তামসিক ভাবে অর্চ্চনা করা হয়, তাঁহাকে তামসী এবং যাঁহাকে সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করা হয়, তাঁহাকে সাত্ত্বিকী জানিবে। তন্মধ্যে রাজসী ও তামসী দেবীই অনায়াসে প্রসন্না হইয়া থাকেন, সাত্ত্বিকী দেবী সেরূপ নহে। ১৭৫

উক্ত ক্ষেমঙ্করী দেবীর স্থাপন ও পূজাবিষয়ে অবিশুদ্ধ মন্ত্র এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কখনই প্রশস্ত নহে। কুলাচার পৈতৃকভবন মাতৃগণ ও দক্ষিণাস্য বেদী দেবীর পূজাবিষয়ে প্রশস্ত। মূর্খ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত এবং সর্ব্বদা কেবল দেবধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি প্রশস্ত নহে। ১৭৬-৭৭

যেহেতু দেবী, স্ত্রীপ্রধানা সেই হেতু বিদ্যামন্ত্রে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যে দ্বিজবর, এইপ্রকারে দেবীকে স্থাপন বা অর্চ্চনাপূর্ব্বক পূজকের যথাবিধি সৎকার করিতে পারে, হে দ্বিজোত্তম! সে, ইহলোকে সুখকর নিখিল অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়া থাকে। ১৭৮-৭৯

যে ব্যক্তি লিখিয়া দেবীকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বাহু কণ্ঠ কিম্বা অপর কোন স্থলে দেবীকবচ ধারণ করে সে যে অনায়াসে ইহজীবনে রাজ্য, আয়ু, পুত্র ও সৌভাগ্য এবং দেহান্তে ব্রহ্ম বিষ্ণু-পূজিত ভৈরবলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ১৮০-৮১

হে বিপ্র! একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ, দেবীর স্তবাদি-পাঠ এবং দেবী-কবচাদি ধারণ করিলে বিদ্যাগণের প্রভাবে সর্ব্বাভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। ১৮২

হে শুক্র! এই আমি তোমার নিকটে বিজয়াদি চতুঃষষ্টি বিদ্যার যেপ্রকার

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিদ্যামন্ত্রপ্রভাব-ক্ষেমঙ্করীপ্রাদুর্ভাবো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

বীর্য্য ও তাঁহাদিগের অর্চ্চনাদিতে যেপ্রকার মহাফললাভ হয় এবং উহা যেরূপ অভ্যুদয়কারক, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ১৮৩

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

মহাধর্ম্মাসুরো ব্রহ্মন্ কেনোপায়েন ব্রহ্মণা।
নির্জ্জিতো যুদ্ধশৌণ্ডস্তু সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ।
এতৎ কৌতুহলং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥

মনুরুবাচ—

ক্রৌঞ্চারেঃ স্থাণুমিত্রস্য তপোবিঘ্নসমুত্থিতম্।
হোমাবসানিকং ঘোরমসুরং কৃষ্ণধর্ম্মিণম্॥ ২
তং দৃষ্ট্বা মহতীং পূজাং কৃত্বা চামুণ্ডা ভৈরবৈঃ।
ধাতুর্মহতি পূজায়াং মহাধর্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ॥ ৩
পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে তারকেণ মহাত্মনা।
আরাধ্য ভগবদ্বিষ্ণুং দ্বাদশাখ্যৈর্মহাব্রতৈঃ॥ ৪
ক্রতুভাগবতৈর্নাম মার্গাদ্যৈরূর্দ্ধপশ্চিমৈঃ।
তোষিতো বাসুদেবস্তু সর্ব্বদেব-বধৈষিণা॥ ৫
ততস্তস্য বরো দত্তস্তেন ধর্ম্মমহাসুরঃ।
সাহায্যং সঙ্গরে তৎ তে করিষ্যতি মমাজ্ঞয়া॥ ৬
স তদা বিষ্ণোরাদেশাদ্ বরলব্ধো মহাসুরঃ।
সমাদিশতি ধর্ম্মাখ্যং সব্রহ্মেন্দ্রং ব্যাপোহয়॥ ৭

শৌনক কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অখিল অমরবৃন্দও যাহাকে শঙ্কা করিতেন যুদ্ধবিশারদ সেই মহাধর্ম্মাসুরকে ভগবান ব্রহ্মা কি প্রকারে জয় করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে যথার্থরূপ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। ১

মনু কহিলেন,—পূর্ব্বে ঐ অসুর, কৃষ্ণধর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে কোনসময়ে সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে স্থাণুমিত্রনামক কোন ঋষি নিজ হোম ও তপস্যার বিঘ্নাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া চামুণ্ডা ও অষ্টভৈরবের সহিত কাত্তিকেয়ের মহতী অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করেন। পরে মহ-ধাতুর অর্থ পূজা এবং তাহার নিবারণার্থই উক্ত পূজা করা হইয়াছে, এই বিবেচনায় সকলে তাহাকে মহাধর্ম্মাসুর নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ২-৩

পূর্ব্বে যে সময়ে দেবাসুরের সংগ্রাম হয় তৎকালে মহাত্মা তারকাসুর অখিল অমরগণের সংহার মানসে উর্দ্ধ্বপশ্চিমভেদে দ্বিবিধ ভগবৎপ্রীতিকর মহাব্রত-স্বরূপ, মার্গাদিনামক দ্বাদশবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবকে পরম পরিতুষ্ট করে। ৪-৫

পরে তাহাকে ভগবান্ এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, হে বৎস! মদীয় আজ্ঞায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে মহাধর্ম্মাসুর তোমার যাহাতে অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে তাদৃশ সাহায্য করিবে। ৬

অনন্তর মহাসুর তারক, বর প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর আদেশানুসারে মহাধর্ম্মাসুর-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিল,—ওহে! তুমি ভগবদাজ্ঞায় ব্রহ্মার সহিত ইন্দ্রকে বিতাড়িত কর। ৭

এবং তস্য সমাদেশান্মহাধর্ম্মা সুহৃষ্টবান্।
স চক্রাঙ্গদমাদায় দ্রুহিণস্য বিনাশনে ॥ ৮
গতবান্ যত্র সেন্দ্রস্তু ব্রহ্মা তিষ্ঠতি সোঽসুরঃ।
রুদ্রারাধনযুক্তাত্মা কৃষ্ণাষ্টম্যাং ফলার্থিনঃ ॥ ৮
ততস্তস্য মহাযুদ্ধ-মভবচ্ছরদাং শতম্[১]।
সন্নদ্ধানাং তদা তস্মিন্ সুরাসুরজিঘাংসয়া ॥ ৯
তাবৎ স্যন্দনমারূঢ়-মুগ্রসেনং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা বলং তদা তেষাং দেবী ব্রহ্মণে চিন্তিতা ॥ ১০
ভাবং পরং সমাস্থায় সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
আগতা ক্ষণমাত্রেণ উগ্রসেনবধৈষিণী ॥ ১১
বিনিযুক্তা তু সংপূজ্য বধায় দনুসত্তমে।
মুণ্ডং সংপীড়য়েদ্দেবী উগ্রসেনস্য নায়কম্।
ততস্তং পীড়িতং দৃষ্ট্বা উগ্রসেনেন দানবম্ ॥ ১২
ইন্দ্রায় প্রেষয়াৎ শক্তিং যমদণ্ডসমপ্রভাম্।
ইন্দ্রোঽপি বজ্রনারাচৈর্বহুধোগ্রমতাড়য়ৎ ॥ ১৩
উগ্রসেনস্তদা ক্রুদ্ধ ইন্দ্রং খড়্গেন তাড়য়েৎ।
খড়্গাহতস্তদা চেন্দ্রো গজোপরি নিষণ্ণবান্ ॥ ১৪
দেবী দৃষ্ট্বা তদা চেন্দ্রং মূর্চ্ছিতং ব্রণবিহ্বলম্।
উগ্রসেনস্য সংক্রুদ্ধা আগ্নেয়াস্ত্রং প্রযুক্তবান্ ॥ ১৫

তখন শিবারাধনপরায়ণ সেই মহাধর্ম্মাসুর তাহার এবংবিধ বাক্যে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া চক্র ও অঙ্গদ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার বিনাশ-বাসনায় যে স্থানে দেবরাজের সহিত ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত অভীষ্ট ফলাভিলাষী সেই দানববরের কৃষ্ণাষ্টমীতে আরব্ধ হইয়া শত-বর্ষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে সুর ও অসুর পরস্পর পরস্পরের বিনাশ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৮-৯

তাদৃশ যুদ্ধ হইতেছে এমত সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা, মহাসুর উগ্রসেনকে রথারূঢ় ও দানবগণের ভীষণ পরাক্রম দর্শন করিয়া, একাগ্রচিত্তে অখিল দেবগণের আরাধ্যা দেবী আদ্যাশক্তিকে স্মরণ করিবামাত্র উগ্রসেনের বধাভিলাষে তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ১০-১১

তখন সেই দেবী, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূজিতা ও দানবের নিধনার্থ নিযুক্তা হইয়া উগ্রসেনের সেনাপতি মুণ্ডাসুরকে পীড়িত করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দানববর উগ্রসেন, মুণ্ডকে পীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রের প্রতি যমদণ্ডসম প্রভাশালিনী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে পর, ইন্দ্রও বজ্র ও নারাচাস্ত্রে উগ্রসেনকে বহুপ্রকারে তাড়িত করিলেন। ১২-১৩

তখন উগ্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে খড়্গ দ্বারা আহত করায় তিনি রথোপরি পতিত হইলে, দেবী ভগবতী তাঁহাকে ব্রণ-বিহ্বল হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সক্রোধে উগ্রসেনের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৪-১৫

১। দশেতি পাঠান্তরম্।

তেনাহতস্তদা উগ্রো দহ্যমানঃ সস্যন্দনঃ।
বারুণং প্রেষয়ামাস শমায় জ্বলনাপহম্ ॥ ১৬
বায়ব্যং প্রক্ষিপেদ্দেবী তদা বারুণশান্তয়ে।
বিক্ষিপ্তমেঘসংঘাতং ভগ্নপাদপভূধরম্ ॥ ১৭
মৃগারূঢ়ং তদা দেবং পাশাঙ্কুশধরোদ্যতম্।
বেষ্টয়িত্বা ততশ্চোগ্রং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ১৮
উগ্রসেনবলং হত্বা স চ পাশেন পাশিতঃ।
অস্য শরাসনং ছিত্ত্বা হত্বা চোগ্রো নিপাতিতঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে উগ্রসেনবধো
নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

তখন দানবপুঙ্গব উগ্রসেন, সেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রভাবে রথের সহিত দহ্যমান হইয়া সন্তাপশান্তির নিমিত্ত অগ্নিনিবারক বারুণাস্ত্র ত্যাগ করিলে, দেবীও তাহার নিবারণার্থ বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে পাশাঙ্কুশধারী মৃগারূঢ় সাক্ষাৎ বায়ুদেবকে আবির্ভূত হইয়া মেঘমালাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত এবং পাদপশ্রেণী ও শৈলরাজিকে ভগ্ন করিতে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ উগ্রসেন-সৈন্যগণকে সংহার করত পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিলেন এবং পরে তাহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে অস্ত্রাঘাতে নিপাতিত করিলেন। ১৬—১৯

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

উগ্রসেনে হতে তাত কিং কুর্য্যাৎ স মহাসুরঃ।
কৃষ্ণধর্ম্মা মহাবাহো তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥ ১

মনুরুবাচ—

হতে চোগ্রে তদা ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণধর্ম্মা মহাসুরঃ।
বালে মহাহবং চক্রে ব্রহ্মেন্দ্রং পরিরক্ষসে ॥ ২
এবং স তর্জ্জয়িত্বা তু দেবীং চক্রেণ তাড়য়ৎ।
সিংহং পঞ্চেষুভির্ভিত্ত্বা পুনর্দেবীং ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৩
দেবী ক্রুদ্ধা তদা বৎস কৃষ্ণং বজ্রেণ তাড়য়ৎ ॥ ৪
বজ্রাহতং তদা কৃষ্ণং রথোপস্থগতং যদা।
তদা দ্রুতং সমাধাবদ্দেব্যা দণ্ডকরোদ্যতঃ ॥ ৫
আয়ান্তং তং শরৈর্দেবী পঞ্চভির্যমশাসনম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধা তদা কৃষ্ণস্য সারথিম্ ॥ ৬
হতে কৃষ্ণরথাধারে কৃষ্ণধর্ম্মা মহাবলঃ।
পাদস্থশ্চক্রমাদায় দেব্যাঃ সমমুখো যযৌ ॥ ৭
আয়ান্তং তং মহাবাহুং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
বিদ্ধা হৃদি শিরস্তস্য চক্রঘাতেন পাতয়ৎ ॥ ৮

শৌনক কহিলেন,—হে তাত! উগ্রসেন নিহত হইলে পর অতিমহাসুর সেই কৃষ্ণধর্ম্মা কি করিল? হে মহামুনে! তদ্বিষয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১

মনু কহিলেন,—উগ্রসেন হত হইলে মহাসুর কৃষ্ণধর্ম্মা ক্রোধান্বিত হইয়া দারুণ সংগ্রাম করিতে লাগিল এবং দেবীকে কহিল,—হে বালে। তুমি আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্রকে রক্ষা করিতেছ। ২

এইরূপ তর্জ্জন করত দেবীকে চক্র দ্বারা এবং তদীয় বাহন সিংহকে পঞ্চ শর দ্বারা তাড়িত করিয়া পুনরায় শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ৩

হে বৎস! তখন দেবী সাতিশয় রোষান্বিতা হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন এবং যেমন সেই বজ্রাহত কৃষ্ণধর্ম্মাসুরকে রথোপরি পতিত দেখিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ সারথি এক ভীষণ দণ্ড লইয়া দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইল। ৪-৫

অনন্তর দেবী, তাহাকে সেইরূপে আসিতে দেখিয়া মহাক্রোধভরে পঞ্চশরাঘাতে তাহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ৬

তখন সারথিকে নিহত দেখিয়া মহাবলশালী কৃষ্ণধর্ম্মা চক্র গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। ৭

তৎকালে দেবী, সেই মহাবাহু অসুররাজকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করত চক্রাঘাতে তদীয় মস্তক ভূতলে পাতিত করিলেন। ৮

এবং তং কৃষ্ণধর্ম্মাণং মহাবলপরাক্রমম্ ।
সঙ্গরে নিহতং বৎস ব্রহ্মেন্দ্রপরিরক্ষিতম্ ।। ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে কৃষ্ণধর্ম্মবধো
নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ৪১

হে বৎস। সেই দেবী ভগবতী, মহাবল পরাক্রান্ত মহাধর্ম্মাসুরকে রণক্ষেত্র-মধ্যে এইরূপে সংহার করিয়া ভগবান্ বিরিঞ্চ ও সুররাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন জানিবে। ৯

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

বশিষ্ঠ উবাচ

চণ্ডেশে চোগ্রকৃষ্ণে চ হতে তস্মিন্ মহাবলে।
দেবাস্তুষ্টাস্তদা দেবীং পূজয়া বাগ্‌ভিঃ সান্ত্বয়ন্ ॥ ১
ত্বং দেবী পররক্ষা নো ব্রহ্মাদীনাং ভয়ার্ণবে।
যয়া কৃষ্ণো মহাঘোরঃ ক্রীড়য়া বিনিপাতিতঃ ॥ ২
ত্বং বুদ্ধিঃ শুদ্ধির্মেধা চ কান্তির্দীপ্তির্মতির্যশঃ।
রক্ষা চ পরমা দেবি ত্বমিন্দ্রদ্রুহিণাদিষু ॥ ৩
রক্ষণায় নৃপাণাঞ্চ মর্ত্ত্যে ত্বং দেবি পূজিতা।
জলন্ধরে মহাদেবী পীঠস্থানগতা শিবা ॥ ৪
ত্বদংশগাঃ স্ত্রিয়ো দেবি ভবিষ্যন্তি বরপ্রদাঃ।
ভক্তানাং ভয়হাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৫
যুগানুরূপধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণাং কামদায়িকাঃ।
স্থানে স্থানে ভবিষ্যন্তি দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধিকাঃ ॥ ৬
মলয়ে সহ্যবিন্ধ্যে চ হিমবত্যুদয়াদিষু।
চিত্রগোপে নারকালে[১] নীচাক্ষে পর্ব্বতেষু তথা ॥ ৭
লঙ্কায়াঞ্চোড্রদেশে চ স্ত্রীরাজ্যে[২] কাশিকাবনে।
কামরূপে তথা কাঞ্চ্যাং চম্পায়াঞ্চাথ বৈদিশে ॥ ৮
বরেন্দ্রে চোড্ডিয়ানে চ মনাক্ষে শিখরে তথা।
কুশস্থলে জলে চোলে হিরণ্যকনকাকরে ॥ ৯

বশিষ্ঠ কহিলেন,—উক্ত উগ্রসেন ও কৃষ্ণধর্ম্মা নামক প্রচণ্ড দানব নায়কদ্বয় নিহত হইলে সুরগণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া দেবীকে পূজা করত স্তুতিবাক্যে শান্ত করিলেন। ১

দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি! আপনিই আমাদিগের ভয়-সাগর হইতে একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। আপনি অনায়াসে ভীষণ দুর্দ্দমনীয় কৃষ্ণধর্ম্মাসুরকে সংহার করিলেন। ২

হে দেবি! তুমিই ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণের :বুদ্ধি, মেধা,শুদ্ধি, কান্তি, দীপ্তি, মতি, যশঃ ও পরম রক্ষাকর্ত্রী। ৩

হে দেবি! তুমি নৃপতিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে জলন্ধর-তীর্থে মহাদেবীপীঠনামক স্থানে শিবানামে অবস্থিতা থাকিয়া পূজিতা হইতেছ। ৪

হে দেবি! মলয়, সহ্য, বিন্ধ্য, হিমালয়, চিত্রগোপ, নারকাল, নীচাক্ষ ও উদয়াদি পর্ব্বতে, লঙ্কা, উগ্রদেশ, স্ত্রীরাজ্য, কাশিকাবন, কামরূপ, কাঞ্চী, চম্পা, বৈদিশ, বরেন্দ্র, উড্ডিয়ান, মনাক্ষ, শিখর, কুশস্থল, জলচোল, হিরণ্যকনকাকর, সিংহল, বেণুদণ্ড, ও কান্যকুব্জ ইত্যাদি স্থানে স্থানে আপনার অংশ-সম্ভূত নানা স্ত্রী-মূর্ত্তি সকল প্রকাশ পাইবে। সেই সমুদয় দেবীগণ, ভক্তবৃন্দের ভয় মোচন-

---

১। নবে কালে ইতি পাঠান্তরম্।
২। লম্পকে চিত্রদেশে চ স্ত্রীরাজে ইতি ক্বচিৎকঃ পাঠঃ।

সিংহলে বেণুদণ্ডে চ কান্যকুব্জেহথ বৈদিশে।
নবদুর্গাস্থলে কৃত্বা ত্রিমুণ্ডা তত্র কীর্ত্তিতা ॥ ১০
দেব্যাঃ সর্ব্বার্থদাতারঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ।
বৈদিশে মধ্যগা দেবী সিংহযানে ব্যবস্থিতা ॥ ১১
ঊর্দ্ধজয়াবহা দেবী মহাকালীতি[১] বিশ্রুতা।
পরা জম্বুকনাথস্য বহ্নিভাগগতা মুনে।
ভদ্রকালীতি বিখ্যাতা মহালক্ষ্মীগিরৌ স্মৃতা ॥ ১২
যত্র সা সাধিতা বিদ্যা পদমালাবিরাজিতা।
মৃত্যুঞ্জয়াৎ তথা চান্যা নন্দিকেশো যথাপ্তবান্ ॥ ১৩
রাত্রৌ জপ্তা মহাবাহো সা বিদ্যা শশিনঃ ক্ষয়ে।
বিনাশয়েন্মহামৃত্যু-মপমৃত্যুং ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
কলাং কলাং যদা চন্দ্রো গচ্ছতে রবিমণ্ডলম্।
তথা বিদ্যাং জপেদ্রাত্রৌ দিবা চন্দ্রে বিবর্দ্ধিতে ॥ ১৫
জরামৃত্যুভয়ং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদি পাতকম্।
শমতে সা ন সন্দেহো বিদ্যা জপ্তা মহামুনে ॥ ১৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে স্থানপ্রশংসা নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান এবং যুগানুরূপ ধর্ম্মচারী ধার্ম্মিক মানবগণের অভিলাষ পূরণ করিবেন। নবদুর্গাস্থলে ত্রিমুণ্ডা নামে অভিহিতা হইবেন। ৫-১০।

ঐ সমস্ত দেবীই সর্ব্বার্থদায়িনী ও সর্ব্বকাম-ফলপ্রদা। বৈদিশদেশ-মধ্যগতা সিংহবাহিনী দেবী ঊর্দ্ধজয়াবহা নামে প্রসিদ্ধা এবং হে মুনে! জম্বুকনাথনামক পর্ব্বতের বহ্নিময় অংশে অবস্থিতা মহাকালী নামে বিখ্যাতা ও মহালক্ষ্মী গিরিতে ভদ্রকালী নামে অপর এক দেবী আছেন। ১১-১২

ঐ পর্ব্বতে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়, উক্ত পদমালাবিরাজিতা মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাদেবীকে এবং অপর বিদ্যাকেও সাধনা করেন, পরে নন্দিকেশ্বর, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় হইতে লাভ করেন। ১৩

হে মহাবাহো! কৃষ্ণপক্ষে রাত্রিতে উক্ত বিদ্যামন্ত্র জপ করিলে নিঃসন্দেহে অপমৃত্যু বা মহামৃত্যু হইতে আশঙ্কা বিদূরিত হইয়া থাকে। ১৪

যে সময়ে চন্দ্র কলা-কলারূপে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে, রাত্রিকালে এবং যে সময়ে চন্দ্রকলা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে, দিবাভাগে, বিদ্যামন্ত্র জপ করিবে। ১৫

হে মহামুনে! উক্ত বিদ্যা জপ করিলে, তিনি নিঃসন্দেহে জরা ও মৃত্যুভয় এবং ঘোর ব্রহ্মহত্যাদি পাতক উপশমিত করিয়া থাকেন। ১৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২

১। ঊর্দ্ধজয়াবহা লোকে কালরাত্রীতি পাঠান্তরম্।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

কথং বিদ্যা তু সা প্রাপ্তা নন্দিনা বৃষবাহনাৎ।
কথং তাং লভতে তাত রামো নন্দিসকাশতঃ ॥ ১
এবং সর্ব্বং যথান্যায়ৎ কথয়স্ব মহামুনে ॥ ২

মনুরুবাচ—

মহাদেবী ত্রিদং ঘোরং হত্বা দেবেন বিষ্ণুনা।
দত্তাপরাজিতা চন্দ্রে তেন চন্দ্রো বৃধে পুনঃ ॥ ৩
ক্রমাৎ পুরূরবাৎ প্রাপ্তা যাবৎ পাণ্ডুসুতাদয়ঃ।
তথা সা কীর্ত্তিতা লোকে সর্ব্বকামপ্রসাধিকা ॥ ৪
পদমালা মহাবাহো ঘোরযুদ্ধে প্রকাশিতা।
পুষ্পাখ্যা মৃত্যুনাশায় নন্দিনে মৃত্যুহা মুনে ॥ ৫
দত্তা বিদ্যা মহাবাহো তেন রামস্য কীর্ত্তিতা।
অময়নাশনার্থায় তেন জপ্তা মহাত্মনা ॥ ৬
যেন পূর্ব্বং জিতা দেবা ব্রহ্মাদ্যা বহুধা যুধি।
শশাপ কালিকা ক্রুদ্ধা বিঘ্নেশস্য বধৈষিণম্ ॥ ৭
মহাসুর সুরত্রাস যথা ত্বং বিঘ্নবাহিনীম্।
বাধসে বিঘ্নকোপেন তদা ত্বং পর্শুনা হতঃ ॥ ৮

শৌনক কহিলেন,—নন্দিকেশ্বর, ভগবান্ শঙ্কর হইতে কিরূপে সেই বিদ্যাকে প্রাপ্ত হন এবং পরশুরামই বা কিপ্রকারে নন্দিকেশ্বর হইতে লাভ করেন ? ১

হে মহামুনে! আপনি এই এই সকল বিষয় আমার নিকটে যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। ২

মনু কহিলেন,—উক্ত মহাদেবী ঘোর অসুর সংহার করিবার পর, ভগবান্ বিষ্ণু, চন্দ্রকে সেই অপরাজিতা-দেবীমন্ত্র দান করেন, তাহাতেই চন্দ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় বর্দ্ধিত হন। ৩

অনন্তর ক্রমে চন্দ্র হইতে পুরূরবা ও পুরূরবা হইতে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু-পুত্রাদিও লাভ করিয়াছিলেন। ৪

হে মহাবাহো! ঘোর-সংগ্রামক্ষেত্রে প্রকাশিতা উক্ত মন্ত্রাত্মিকা দেবী, জগতে সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী বলিয়া কথিতা আছেন এবং পূর্ব্বে মৃত্যুভয়-বিনাশার্থ মহেশ্বর নন্দীকে মৃত্যুভয়হারিণী পুষ্পাখ্যা বিদ্যামন্ত্র দান করেন। ৫

হে মহাবাহো! তৎপরে নন্দী, পরশুরামকে দান করিলে, উক্ত মহাত্মাও দানবনাথ অময়াসুরের সংহারজন্য সেই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। ৬

পূর্ব্বে উক্ত অময়াসুর, যুদ্ধে বহুবার ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণকে পরাভূত করে এবং একদা বিঘ্নেশ্বর দেব গজাননকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া, ভগবতী কালিকা ক্রুদ্ধা হইয়া অভিসম্পাত করেন। ৭

সুর মহাসুরাসুরগণের ভয়প্রদ! তুই যখন মদীয় পুত্র গজাননের সৈন্যদলকে পীড়িত করিতেছিস্, তখন নিঃসন্দেহ গজাননের কোপহেতু তুই পরশুরামের কুঠারাঘাতে আহত হইয়া, তাঁহারই কোপানলে দগ্ধ হইবি। ৮

রামকোপসমুদ্ভূতে বহ্নৌ দাহং গমিষ্যসি।
এবং পূর্ব্বং স শাপেন অময়ঃ শাপিতোঽসুরঃ ॥ ৯
জটাখ্যং পর্ব্বতং গত্বা চচার দুশ্চরং তপঃ।
ফলমূলকণাহারঃ পর্ণাশ অথ বাগ্‌যতঃ ॥ ১০
জপহোমক্রিয়াসক্তঃ কেশবারাধনে রতঃ।
দ্রৌহিণ্যব্রতভূয়িষ্ঠঃ সমচিত্তঃ সমাধিগঃ।
চচাল তপসা দেবান্ প্রভৃতাব্দৈর্মরুদ্‌গণান্।
ক্ষাত্রং ব্রতং সমাধায় তাবৎ তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ১১
অজয়স্ত্বং মহাবাহু র্দেবাসুরভয়ঙ্করঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নাশং ব্যূহে ব্রজিষ্যসি ॥ ১২
পঞ্চত্রিংশং ক্রমাদ্ব্যূহান্ ভিত্ত্বা গত্বাসুরাধিপ।
ন যোদ্ধব্যং ত্বয়া বৎস ষট্‌ত্রিংশস্তু তবান্তকঃ ॥ ১৩
এবং পূর্ব্বং মহাবাহো তপসা স সুরাসুরান্।
বিজিত্য ক্রীড়তে তাত পৃথিবীং বনকাননাম্ ॥ ১৪
দ্বিজান্ দেবান্ পিতৄন্ জিত্বা ঋষীন্ মুখ্যানভিদ্রবৎ।
পরিভ্রমদ্‌যথাকামং ত্রিদশৈরনিবারিতঃ ॥ ১৫
দণ্ডকং বনমাসাদ্য যত্র দেবো গজাননঃ।
রামমিত্রং সুহৃষ্টাত্মা ব্যূহতত্ত্ববিশারদঃ ॥ ১৬
অস্ত্রগ্রামপ্রণেতা চ নিসর্গজ্ঞানপূর্ব্বকঃ।
তত্র গত্বা মহাবাহো সুমতিং প্রত্যযাচ সঃ ॥ ১৭

অময়াসুর এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া, জটাখ্যপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে দুষ্কর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। সে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কেবলমাত্র ফলমূলকণা ও কখনও বা গলিত পত্রমাত্র ভক্ষণ করত। ৯-১০

প্রভূত চান্দ্রায়ণব্রত ও জপহোমাদি-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া, সংযতচিত্তে সমাধিস্থ হইয়া ভগবান্ কেশবকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার তপঃ প্রভাবে জলধিনিচয়ের সহিত স্বর্গবাসী নিখিল দেবগণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন পরিতুষ্ট হইয়া, সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি নিঃসন্দেহ মহাভুজবলসম্পন্ন ও অজেয় হইবে। সমুদয় সুরাসুরগণ তোমাকে ভয় করিবে, কিন্তু ব্যূহমধ্যেই তোমার মৃত্যু হইবে। ১১-১২

হে বৎস অসুরাধিপ। তুমি কদাচ পঞ্চত্রিংশৎ ব্যূহ অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করিও না; কারণ পঞ্চত্রিংশ ব্যূহের পরবর্তী ষট্‌ত্রিংশ ব্যূহেই তোমার অন্ত হইবে। ১৩

হে মহাবাহো! পূর্ব্বে সেই দানবপতি, এইরূপ তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া নিখিল সুরাসুরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমুদয় জলভাগ ও কাননাদি স্থলভাগে ক্রীড়া করিত। ১৪

হে তাত। সে এইরূপে দ্বিজ, দেবতা ও পিতৃগণকে পরাজয় করিয়া প্রধান প্রধান ঋষিদিগকেও আক্রমণার্থ ধাবমান হইত। যথেচ্ছ পরিভ্রমণবিষয়ে দেবগণও তাহাকে নিবারণ করিতে পারিতেন না। ১৫

একদা যে দণ্ডকারণ্যে ব্যূহতত্ত্ব-বিশারদ, নানাবিধ অস্ত্রপ্রণেতা, পরশুরামের পরম মিত্র গজানন সানন্দচিত্তে অবস্থিত ছিলেন, তথায় সেই দানব, স্বাভাবিক

অগস্ত্যদুহিতাং দেবীং গজবক্ত্রপ্রিয়াং সদা।
তদা ক্রুদ্ধঃ পরশুধৃগ্ লাঘবেন বলেন চ।
বিনির্যযৌ সুসম্বদ্ধো গজবক্ত্রসুহৃন্মুনে।। ১৮

রাম উবাচ—

স্থীয়তামসুরশ্রেষ্ঠ সঙ্গরায় শমায় চ।
অন্যথা অদ্য তে বক্ষে পর্শুঃ পিবতি শোণিতম্।। ১৯
রামবাক্যশরৈর্বিদ্ধো অময়ো মন্যুনা তদা।
মুমোচ সহসা বাণান্ প্রাবৃষীব ঘনো জলম্।। ২০
তস্য বাণঘনাবিদ্ধং ককুভোঽন্তং ন লভ্যতে।
নীহারশতসঙ্ঘন্নে নিশান্তে শশিনঃ ক্ষয়ে।। ২১
ততস্তং বাণতমসা-চ্ছন্নং দৃষ্ট্বা গজাননঃ।
সুমতিং পৃষ্ঠতো দত্বা ক্রমাদ্ব্যূহান্ বিনির্ম্মমে।। ২২
কক্ষপক্ষৌ উরস্যস্য দণ্ডাভোগঃ সমণ্ডনঃ।
সঙ্ঘাতাঃ প্রাকৃতা ব্যূহাঃ সপ্ত প্রোক্তাঃ ক্রমাদিমে।। ২৩
প্রদধো দৃঢ়কোশদ্যঃ সোনায়োরসকুক্ষিকঃ[১]।
প্রতিষ্ঠঃ সুপ্রতিষ্ঠশ্চ সঞ্জয়ো বিজয়স্তথা।। ২৪
স্থূণাকর্ণো বিশালশ্চ বীজাভঃ স চ সুমুখঃ।
ঋষসূচী কুবলয়ো দুর্জ্জয়শ্চ তথা পরঃ।। ২৫

অজ্ঞানবশতঃ উপস্থিত হইয়া যিনি সর্ব্বদা গজাননের পরমপ্রিয়া, অগস্ত্য-কন্যা সেই দেবী সুমতিকে প্রার্থনা করিল। ১৬-১৭

হে মুনে! তখন সেই গজানন-সুহৃৎ পরশুরাম লঘুতাহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধসজ্জা করত নির্গত হইলেন। ১৮

পরশুরাম বলিলেন,—ওহে অসুরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধের জন্য এবং অভিমানশান্তির জন্য কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান কর, নতুবা আজ আমার এই কুঠার তোমার বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করিবে। ১৯

তখন দানববর অময়, পরশুরামের ঈদৃশ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়-চিত্তে সহসা বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে তদ্রূপ শরজাল মোচন করিতে লাগিল। ২০

অনন্তর কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীশেষে শিশিরাচ্ছন্ন হইয়া দিঙ্মণ্ডল যেমন প্রকাশ পায় না, তদীয় নিবিড় শরজালে আবৃত হইয়াও তদ্রূপ লক্ষিত হইতে লাগিল। ২১

অতঃপর ভগবান্ গজানন, জামদগ্ন্যকে দানবশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সুমতি দেবীকে পশ্চাতে রাখিয়া যথাক্রমে ব্যূহনিচয় নির্ম্মাণ করিলেন। ২২

কক্ষ, পক্ষ, উরস্য, দণ্ড, আভোগ, মণ্ডন ও সংঘাত-ক্রমিক এই সপ্ত ব্যূহ প্রাকৃত ব্যূহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ২৩

প্রদধ, দৃঢ়, কোশদ্য, সোন, অয়োরস, কুক্ষি, প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, সঞ্জয়, বিজয়, স্থূণাকর্ণ, বিশাল, বীজাত, সুমুখ, ঋষ, সূচী, কুবলয়, দুর্জ্জয়, ভোগ, গোমূত্র, শকট, মকর, পতঙ্গ, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র, দুর্ঘট, সুসংযত, বজ্রগোধা, সমুদ্বাল, কাকপক্ষ, অর্দ্ধচন্দ্র, কঙ্কট, শৃঙ্গ, অরিষ্ট, অচল ও প্রতিহতনামক প্রাকৃত

১। প্রদকো দৃঢ়কোশণ্ড্যঃ শোণায়া চ স ইতি পাঠান্তরম্।

ভোগো গোমূত্রশকটো মকরোঽথ পতঙ্গকঃ[১] ।
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রো দুর্ঘটশ্চ সুসংযতঃ ॥ ২৬
বজ্রগোধা সমুদ্বালঃ কাকপক্ষস্তথাপরঃ ।
অর্দ্ধচন্দ্রো মহাব্যূহঃ কঙ্কটঃ শৃঙ্গ এব চ ॥ ২৭
অরিষ্টশ্চাচলশ্চাপি তথাপ্রতিহতো মতঃ ।
প্রাকৃতৈরহিতান্ ব্যূহান্ ষট্‌ত্রিংশতং মহামুনে ।
ভূভৃৎসুতাত্মজস্তাত রচয়ামাস আহবে ॥ ২৮
আকারৈর্নামরূপৈশ্চ রথনাগশ্বপত্তিভিঃ ।
কুর্য্যাৎ ক্রমানুরূপেণ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৯
বিষমে চ সমে ভূমৌ তির্য্যগনূপজাঙ্গলে ।
অবায়ঃ প্রত্যবায়শ্চ কায়শ্চৈবাবলম্বনে[২] ॥ ৩০
তস্মিন্ গজাননস্তাত সপতাকান্ সতোরণান্ ।
তুর্য্যশঙ্খরবোপেতান্ কৃত্বা যুদ্ধং সমুৎসহেৎ ॥ ৩১
অময়োঽপি তদা ক্রুদ্ধঃ ক্রমাদ্‌ব্যূহান্ ব্যযোধয়ৎ ॥ ৩২
প্রতিব্যূহৈর্যথাযোগং যাবৎ ত্রিংশৎ সমাধিকা ।
পঞ্চভিস্তাবতো ব্যূহান্ স বিদ্ধ অরিমর্দ্দনঃ ॥ ৩৩
ষট্‌ত্রিংশে চ তথা ব্যূহে ভিদ্যনামে সুরারিণা ।
রামঃ শরাসনং সজ্যমিষুভিঃ সন্নিবারয়েৎ ॥ ৩৪
তদাময়ঃ সুসংক্রুদ্ধো পরান্ প্রতি শরৈর্হনেৎ ॥ ৩৫
ছিত্ত্বা শরাসনং রামং পরশুং ব্যাধ পঞ্চভিঃ ।
শরৈরুল্কাসমাকারৈ র্দশভিস্তাড়য়েচ্ছিরঃ ॥ ৩৬

ব্যূহাতিরিক্ত যে ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার ব্যূহ আছে, হে মহামুনে! পার্ব্বতীনন্দন ভগবান্ গজানন, যুদ্ধার্থ তাহাই রচনা করিলেন। ২৪-২৮

আর যথাক্রমে রথ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা তাহাদিগের আকার ও নামের অনুরূপ শত শত, সহস্র সহস্র ব্যূহ সকল প্রস্তুত করিয়া পুনরায় যম, বিষম, বক্র, জলপ্রায় ও জলশূন্য স্থানে কার্য্যের বলাবল দর্শন করত অবাপ ও প্রত্যবাপ প্রভৃতি ব্যূহও নির্ম্মাণ করিলেন। ২৯-৩০

হে তাত! অতঃপর গজানন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ সকল, প্রবেশনির্গম-পথযুক্ত, পতাকা-শ্রেণীতে সুশোভিত এবং তুর্য্য ও শঙ্খরবে নিনাদিত করিয়া সংগ্রামে উদ্যত হইল। ৩১

অময়াসুরও রোষান্বিত হইয়া যথাযোগ্য প্রতিব্যূহ সকল রচনাপূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক কাল ব্যূহিত সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিল। পরে রিপুনাশন অময়াসুর, এইরূপে পঞ্চত্রিংশৎ ব্যূহ ভেদ করিয়া যে সময়ে ষট্‌ত্রিংশ ব্যূহ ভেদ করে, সেই সময়ে পরশুরাম, শরনিকরে তাহার শরাসন ও জ্যা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩২-৩৪

অনন্তর অময়, রোষাকুলিত হৃদয়ে অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিশর দ্বারা পরশুরামের শরনিকর নিবারণ করত পঞ্চ শরে তাঁহার ধনু ও কুঠার ছেদন করিয়া উল্কাসদৃশ দশ শরে তদীয় মস্তক তাড়িত করিল। ৩৫-৩৬

১। পণ্ডবঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। অবাপঃ প্রত্যবাপশ্চ কার্য্যশ্চৈব বলাবলে ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

তদা শরাহতং রামং দৃষ্ট্বা পার্ব্বতিনন্দনঃ।
মহামেঘনিনাদেন মুমোচ বারুণং শরম্।
বিদ্যুৎপূর্ব্বমহারাব-মন্ত্রধ্বনিসমাকুলম্ ॥ ৩৭
অলিবৃন্দবরারাবি শিখিদর্দ্দুরসঙ্কুলম্।
কেকিভিশ্চ সদা ঘুষ্টং চাতকেচ্ছাপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ৩৮
পীনলোহিতমধ্যান্ত-গরলেভসমপ্রভম্।
ছাদয়ন্তো দিশঃ সর্ব্বাঃ পূরয়ন্তো নবাম্বুভিঃ ॥ ৩৯
পাশোদ্যতকরং ঘোর-মময়ো পরিপাত সঃ।
রথনাগাশ্বপাদাতং হন্যমানং সহস্রধা ॥ ৪০
ন সংখ্যা বিদ্যতে তাত ঘাতমানস্য দানবান্।
তদাময়ঃ সুসংক্রুদ্ধো বায়ব্যাস্ত্রং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪১
সারঙ্গরথমারূঢ়ং সপতাকাধ্বজাকুলম্।
নগাদ্রিশিখরোৎখাত-ভগ্নপ্রাসাদতোরণম্ ॥ ৪২
বারুণং নাশয়ামাস জলাস্ত্রং পাবনং তদা।
তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন আগ্নেয়ং চিন্তিতং শরম্ ॥ ৪৩
পিঙ্গাক্ষং ছাগমারূঢ়ং সপ্তজিহ্বং ভয়ানকম্।
শক্তিহস্তং মহা-উগ্রং কালাগ্নিসম-তেজসম্ ॥ ৪৪
দহন্তং দানবীং সেনাং ভস্মীকুর্ব্বঞ্চরাচরম্।
তদা দানবনাথেন মুক্তং নারায়ণং শরম্ ॥ ৪৫

তখন পার্ব্বতীনন্দন, পরশুরামকে শরাহত দেখিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন করত বারুণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। গভীর শব্দায়মান জলধরমালায় পরিব্যাপ্ত ঐ অস্ত্র হইতে অগ্রে বিদ্যুৎ ও পরে ভীষণ ধ্বনি হইতে লাগিল। ৩৭

তদ্দর্শনে চাতকগণ জলপানে প্রবৃত্ত হইল এবং ভ্রমর, ময়ূর ও ভেকগণ রব করিয়া উঠিল। ৩৮

গরল ও করিতুল্য দেহপ্রভাসম্পন্ন, অন্ধকারময় ঐ অস্ত্রে নীল-লোহিতবর্ণ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ পাশ-পাণি বারুণাস্ত্র সমুদয় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক নব-জলধারায় পরিপূর্ণ করত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিক সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া অময়াসুরের উপর পতিত হইল। ৩৯-৪০

হে তাত। তৎকালে সেই বারুণাস্ত্রে যে কত শত দানব নিহত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। তখন দৈত্যপতি অময়, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র স্মরণ করিল। ৪১

অতঃপর উক্ত পবনাস্ত্র ধ্বজপতাকা-শোভিত সারঙ্গ-যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া তরুরাজি, শৈলশিখর, প্রাসাদ ও তোরণাবলী ভগ্ন করিল। ৪২

বারুণনামক জলাস্ত্রকে তিরোহিত করিল। তদ্দর্শনে জামদগ্ন্য রোষান্বিত হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র স্মরণ করিলেন। ৪৩

তখন সেই পিঙ্গাক্ষ, ছাগারূঢ়, সপ্তজিহ্ব, শক্তিহস্ত, প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মহাভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকে চরাচরগণের ভস্মীকরণে প্রবৃত্ত এবং দানবসেনা দগ্ধ করিতে দেখিয়া দানবনাথ অময় নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিল। ৪৪-৪৫

শঙ্খচক্রগদাহস্তং খগপৃষ্ঠব্যবস্থিতম্।
তদা শঙ্কাং সুরা জগ্মুস্তেন রামো নিপাতিতঃ॥ ৪৬
বিমুক্তোঽয়মমোঘাত্মা সুরার্চ্চনৈব সংকৃতিঃ (১)
অকৃত্বা সংক্ষয়ং যাতি অরিসৈন্যং কদা চ ন॥ ৪৭
দিব্যা ন সংহৃতিশ্চাস্য রামবাণৈরসংকৃতৈঃ।
তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিবারণে॥ ৪৮
নারায়ণবিঘাতার্থং চিন্তিতং চতুরাননম্।
মুঞ্জমেখলদণ্ডাখ্যং স্রুবদর্ভকৃতাজিনম্।
হুঙ্কাররাববহুল-মাগত্য পুরতঃ স্থিতম্॥ ৪৯
তদা ভয়ং মহানাসী-দ্দৈত্যেষু চ সুরেষু চ।
অমোঘে দিব্যবপুষে অসংহার্য্যে মহাবলে॥ ৫০
দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মবিষ্ণুজে কর্কং মোঘে নিরর্থকে।
অকৃত্বা নায়কানাস্তু স্বস্বস্থানং ব্রজন্তি তে॥ ৫১
এবং তে যুদ্ধসংরব্ধে দৃষ্ট্বা তে ব্রহ্মবিষ্ণুজে।
গজাননোঽপি সঞ্চিন্ত্য যত্তং পাশুপতং শরম্॥ ৫২
মহারূপং মহাকায়ং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্।
পঞ্চবক্ত্রং মহাঘোরং দশবাহুং ত্রিলোচনম্॥ ৫৩

তখন সমুদয় সুরবৃন্দ, শঙ্খচক্রগদাধারী গরুড়ারূঢ় সেই মহাস্ত্রকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক এইরূপ শঙ্কিত হইলেন যে, নিশ্চয়ই অদ্য জামদগ্ন্য ইহাতে নিপাতিত হইবেন। ৪৬

সুরার্চ্চনবিষয়ে সংস্কার যেরূপ ব্যর্থ হইবার নহে, তদ্রূপ এই অমোঘ অস্ত্র যখন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন প্রতিপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট না হইয়া কখনই প্রশমিত হইবে না। ৪৭

পরশুরাম কোন প্রকারেই সামান্য শর-নিকরে উহা সংহারে করিতে পারিবেন না। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে, পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত নারায়ণাস্ত্রের বিঘাতার্থ ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ করিলেন। ৪৮

ঐ অস্ত্রের কটিতটে মনোহর মেখলা এবং হস্তচতুষ্টয়ে দণ্ড, অক্ষমালা স্রুব ও দর্ভ বিরাজ করিতেছে। অনন্তর যখন ঐ ভয়াবহ অস্ত্র, ঘন ঘন হুঙ্কার করত আগমনপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৪৯

তখন কি সুর, কি অসুর, সকলকেই মহাভীত হইয়া ভাবিল,—এই অমোঘ, দিব্যবপুঃ অসংহার্য্য, মহাবলসম্পন্ন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মনামক দিব্য অস্ত্রদ্বয়, কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। ৫০

সকলে এইরূপ চিন্তা করত নিজ প্রভুকে নিবেদন না করিয়াই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ৫১

এইরূপে নারায়ণাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্রে যুদ্ধ প্রবৃত্ত দেখিয়া দেব গজাননও পাশুপত অস্ত্র স্মরণ করিলেন। ৫২

যুগান্তকালীন অনলতুল্য ভীষণপ্রভাসম্পন্ন ঐ শিবাত্মক অস্ত্রের রূপ ও শরীর অতি ভয়ঙ্কর। উহার দশ হস্ত, পঞ্চ মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিন লোচন এবং ঐ সকল মুখ অতি ভয়ঙ্করদৃশ্য। ৫৩

১। অথবানেন সংস্কৃতি ইতি পাঠান্তরম্।

সৌম্যং ঘোরং সুঘোরাস্য-মূর্দ্ধকেতং ভয়োৎকটম্।
জটাভারেন্দুগঙ্গাহি ধাবমানং শিবাত্মকম্ ॥ ৫৪
বেণুবীণাশঙ্খটঙ্ক-ডমরু-রাবসঙ্কুলম্ (১)।
উল্কাদণ্ডুজ্জ্বলজ্জ্বালং গোনাশকৃতভূষণম্ ॥ ৫৫
ললন্মেখল-নাগেন্দ্রং গজচর্ম্মার্দ্র-বাসসম্।
কেকরং তর্জ্জমানস্তু শূলখট্বাঙ্গ-বারিণম্ ॥ ৫৬
গ্রসমানং সমস্তেদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
পুরতো বিঘ্ননাথস্য লেলিহানং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৭
বদ তাত ভয়ং কিং তে যেনাহং স্মারিতং ত্বয়া।
কেন বা কস্য নাশায় ত্বরয়া মে উদীরয় ॥ ৫৮
এবং তং পূজয়িত্বা তু অময়োপরি মোচিতম্।
তদা স নর্দ্দমানস্তু ভিত্ত্বা দানববাহিনীম্ ॥ ৫৯
বিদার্য্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বস্ত্রমধ্যে গত্বা বিচার্য্য (২) চ।
দানবাস্তং তদা চক্রুঃ কোটিধা বহুধা মহৎ ॥ ৬০
কৃত্বাস্তং দানবানাস্তু অস্ত্রাণাং ভেদনং তথা।
অময়ং ঘাতয়িত্বা তু আগতস্তং স্বকারণম্ ॥ ৬১

উহা সৌম্য অথচ ঘোরদর্শন। উহার উর্দ্ধোন্নত জটাজালমধ্যে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে এবং ভীষণ সর্পরাজ ও সুরশৈবলিনী প্রবলবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ৫৪

উহার হস্তস্থিত বেণু ও বীণা পরস্পর সংঘটিত হইতেছে এবং সেই সংঘটন-শব্দ, ডমরুধ্বনিতে তুমুল হইয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দিকে শিবা, গৃধ্র ও বায়সগণ বেষ্টিত রহিয়াছে এবং শিবাগণের ভীষণ চীৎকারে সকলেরই হৃদয় শঙ্কিত। উহার অঙ্গ হইতে উল্কাদণ্ডের প্রজ্বলিত জ্বালা সকল নির্গত হইতেছে এবং সর্ব্বশরীর বৃহৎ বৃহৎ ভুজগ-নিচয়ে অলঙ্কৃত। ৫৫

উহার পরিধানে রক্তার্দ্র গজচর্ম্ম, এবং কটিদেশে নাগেন্দ্রমেখলা বিরাজমান। শৃঙ্গ-খট্বাঙ্গধারী ললজিহ্ব ঐ ভীমদর্শন পাশুপত বক্রদৃষ্টিতে সকলের প্রতি তর্জ্জন করত যেন সচরাচর ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াই বিঘ্ননাথ গজাননের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! তোমার কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যেজন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তুমি কি কারণে এবং কাহারই বা বিনাশার্থ স্মরণ করিলে? ত্বরায় আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৫৬-৫৮

অনন্তর দেব গজানন, সেই পাশুপাত অস্ত্রের যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক অময়া-সুরের প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র সে গর্জ্জন করিতে করিতে দানবসৈন্য ভেদ করত ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণবাস্ত্রের মধ্যস্থলে গমন করিল এবং উক্ত উভয়াস্ত্র বিদারণ-পূর্ব্বক অসংখ্য কোটি দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিল। ৫৯-৬০

সেই অস্ত্র, এইরূপে অসংখ্য দানবগণকে সংহার ও অন্যান্য অস্ত্রদিগকে বিদারণপূর্ব্বক অময়াসুরকে নিহত করিয়া পুনরায় গজাননের নিকট গমন করিল। ৬১

১। শিবারাবভয়শ্চাসীদ্ গৃধ্রবায়সবেষ্টিতম্ ইতি অধিকং ক্বচিৎ পাঠান্তরম্।
২। নিবার্য্যেতি পাঠান্তরম্।

তেন শূলপ্রহারেণ বিগতাসুর্মহাবলঃ।
প্রাকৃতং দেহমুৎসৃজ্য গণলোকং সমাযযৌ ॥ ৬২
তে চ অস্ত্রাণি সম্পূজ্য স্বং স্বং স্থানং বিসর্জ্জিরে।
হতে তস্মিন্ মহামায়ে সর্ব্বদেব-বিকন্টকে ॥ ৬৩
দণ্ডকে পূজিতা দেবী রুদ্রাণীতি তদা মতা।
নবম্যাং কুজবারেন কুম্ভসংস্থে তু ভাস্করে ॥ ৬৪
কৃষ্ণপক্ষে তু যামার্দ্ধে অময়ো বিনিপাতিতঃ।
গণাঃ সম্পূজিতা দেবৈর্দেবী চ বিধিনা ততঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বাবাধা-বিনির্ম্মুক্তা দেবা যাতা নৃপাস্তথা।
পূজা স্নানং তথা দানং কৃতমেতেষু কামিকম্ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়েঽময়বধো
নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

এদিকে সেই মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যবর অময়, পাশুপত-শূল-প্রহারে জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পঞ্চভূতময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া গণলোকে গমন করিল। ৬২

ভগবান্ গজাননও দিব্যাস্ত্র-নিচয়ের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিলেন। নিখিল দেবগণের ভীষণ কণ্টকস্বরূপ, মহামায়ী সেই আময়াসুর নিহত হইলে ঐ দণ্ডকারণ্যে রুদ্রাণী নামে প্রসিদ্ধা দেবী পূজিতা হন। ৬৩-৬৪

সূর্য্য কুম্ভরাশিগত হইলে কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবার নবমী তিথিতে অর্দ্ধপ্রহর সময়ে উক্ত অময়াসুর নিপাতিত হইলে পর, দেবগণ, নিখিল অনুচরগণের সহিত দেবীকে যথাবিধি পূজা করেন। ৬৫

অনন্তর সুরগণ ও অন্যান্য নৃপতি সকল, সর্ব্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্ত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। উক্ত সময়ে, পূজা, স্নান ও দান করিলে যথাভিলষিতফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৬৬

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

গজাননোঽপি স্বস্থানং গতো মালব্যভূধরম্।
রামোঽপি পৃথিবীং জিত্বা দ্বিজদেবেষু বিন্যসৎ ১
ন্যস্তরাজ্যস্তদা তাত দেবীরাকারয়ৎ পুনঃ ॥ ২
সাগরান্তে মহাপুণ্যং যশোদমুত্তরার্ণবে।
তত্রস্থামানয়দ্দেবীং কালিকাং কালনাশিনীম্ ॥ ৩
অযোধ্যায়াং মহাদেবী তেন সা সন্নিবেশিতা।
তদংশা পূর্ব্বমাখ্যাতা যা দুর্গা নব কীর্ত্তিতা ॥ ৪
মহোদয়ে মহাবাহো দ্বে চান্যে বৈদিশে স্থিতে।
মৃত্যুঞ্জয়ং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ॥ ৫
ভৃগুণা পূজিতা দেবী সা সা বৈ কালিকা[১] মতা।
রামেণ জামদগ্ন্যেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৬
তথান্যেঽপি চ যে চাত্র দেবীভক্তা যজন্তি চ।
তে বিদ্যায়ুর্যশোঽর্থাদি সুখং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৭
কামিকং কামিকা দেবী দদ্যাদ্ বৈ মলয়ালয়ে।
মন্দাক্ষে দাপয়েদ্দেবী সর্ব্বকামাংস্তু অম্বিকা।
তারা মন্দারশিখরে কামিকং দদতে ফলম্ ॥ ৮

মনু কহিলেন,—হে তাত! অনন্তর ভগবান্ গজানন, স্বীয় বাসস্থান মালব্য-পর্ব্বতে গমন করিলে, পরশুরাম সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া, দেবতা ও দ্বিজগণকে অর্পণপূর্ব্বক পুনরায় দেবীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১-২

তিনি সাগর-পারে উত্তরসাগরমধ্যে যশোদনামক পরম পবিত্র স্থানে অবস্থিতা কালনাশিনী কালিকা দেবীকে আনয়নপূর্ব্বক অযোধ্যায় সংস্থাপন করিলেন। ৩

পূর্ব্বে যে তাঁহার অংশসম্ভূতা নবদুর্গার কথা উল্লেখ করিয়াছি, হে মহা-বাহো! মহোদয়ে সেই নবদুর্গা এবং বৈদিশদেশে তাঁহার অপর দুই মূর্ত্তি অবস্থিতা আছেন। ৪

মৃত্যুঞ্জয়নামক যে মহা পুণ্যক্ষেত্র, সে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি সতত সন্নিহিত, জমদগ্নিকুমার পরশুরাম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি-বাসনায় তথায় অবস্থিতা কালিকা দেবীর যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। ৬

এইরূপ অন্যান্য যে সকল দেবীভক্ত তথায় তাঁহাকে পূজা করে, তাহারা বিদ্যা, আয়ু, যশ ও অর্থাদি এবং পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে। ৭

আর মলয়াচলে কামিকা নামে, মন্দাক্ষ-পর্ব্বতে অম্বিকা নামে এবং মন্দারগিরিশিখরে তারা নামে যে দেবী আছেন; তাঁহারাও ভক্তগণের অভীপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৮

১। বৈতালিকা ইতি পাঠান্তরম্।

বৈরোচনেন দনুনা কন্যার্দ্ধে চন্দ্রপর্ব্বতে।
পঞ্চমূর্ত্তিগতা দেবী পূজিতা সর্ব্বকামদা।। ৯
মেধাগোরী যথা যক্ষী জ্বালাখ্যা বিন্ধ্যবাসিনী।
পূজিতা সংস্তুতা ব্রহ্মন্ সর্ব্বকামফলপ্রদা।। ১০
কিষ্কিন্ধ্যে ভৈরবী দেবী সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি।
বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাটবী নাম পূজিতা তলসম্বরে।
পঞ্চাস্যা পূজিতা দেবী অপমৃত্যুং বাপোহতি।। ১১
এবং সংস্থানরূপেণ পূজিতা ভাবিতাত্মভিঃ।
সর্ব্বকামপ্রদা তাত ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহা।। ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে দেব্যা মহাভাগ্যং
নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।। ৪৪

দানববর বৈরোচন কর্ত্তৃক, সূর্য্যদেব কন্যারাশির অর্দ্ধগত হইলে, চন্দ্রপর্ব্বতে মেধা, গৌরী, যক্ষী, জ্বালা ও বিন্ধ্যবাসিনী নামে পঞ্চমূর্ত্তিময়ী সর্ব্বকামপ্রদা দেবী ভগবতী পূজিতা হন। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকল দেবীকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তব করিলে, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৯-১০

কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে ভৈরবী নামে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিন্ধ্যাটবী নামে যে দেবী আছেন, তাঁহাদিগকে পূজা করিলেও সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হয়। সম্বরপর্ব্বততলে পঞ্চাস্যা নামে যে দেবী আছেন, তিনি পূজিতা হইলে, অপমৃত্যুভয় দূর করেন। ১১

হে তাত! পবিত্রচেতা মানবগণ সেই দেবী ভগবতীর ঐ মূর্ত্তি সকল পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার সুখ ও অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ১২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।। ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

স্বল্পেনৈব তু দ্রব্যেণ মহাপুণ্যং যথা ভবেৎ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি গ্রহযাগং সুরেশ্বর ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি যথা ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
অল্পক্লেশং মহাপুণ্যং গ্রহর্ক্ষতিথিযোগিকম্ ॥ ২
ভৃগুপূর্ণাষ্টমীযোগং শিবযোগেষু চোত্তমম্।
মৃত্বর্গঞ্চ ভাগ্যঞ্চ উমায়া ভৃগুবাসরে ॥ ৩
দৈবযোগাদ্ যদা ষষ্ঠী পুষ্যর্ক্ষরবিবাসরম্।
স্কন্দযাগস্তদা কার্য্যঃ সর্ব্বকামপ্রসাধকঃ ॥ ৪
বারেণ বা যদা সূর্য্যঃ সপ্তমী বিজয়া মতা।
তদা তু ভবতে ভানোর্যাগঃ সর্ব্বগুণাবহঃ ॥ ৫
শশিরিক্তানুসংযোগে আর্দ্রর্ক্ষে মাতরাসু চ।
নবম্যাং মঙ্গলাযোগো ভানুমূলদিনং যদা ॥ ৬
অষ্টম্যাঞ্চাথ চন্দ্রাহে শ্রবণেন সুখাবহম্।
অহির্ব্রধ্নে কুজাহে তু গণেশে তস্য চাহনি ॥ ৭
পুনর্ব্বসৌ গুরোর্বারে দ্বাদশ্যাং শ্রবণেন বা।
সোমগ্রস্তং তদা যোগং বিষ্ণোঃ সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৮
দ্বিতীয়ায়াং যদা সৌম্যে কৃত্তিকর্ক্ষং ভবেৎ ক্বচিৎ।
গ্রহযাগস্তদা কার্য্যঃ সর্ব্বশান্তি-প্রদায়কঃ ॥ ৯

শক্র কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! যেরূপ গ্রহাদিযোগে যাগ করিলে সামান্য দ্রব্যেই মহৎ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে, এবম্প্রকার গ্রহযাগ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! তুমি যে অল্প ক্লেশ-সাধ্য অথচ মহাপুণ্য-জনক গ্রহ, নক্ষত্র ও তিথি যোগ-ঘটিত যাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। ২

শুক্রবারে পূর্ণাষ্টমী যোগ, নিখিল শিব যোগের মধ্যে উত্তম। দৈবযোগ-বশতঃ শুক্রবার সপ্তমী তিথিতে রোহিণ্যাদি মৃত্বগণনামক নক্ষত্র ও পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র এবং রবিবার ষষ্ঠীতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে তৎকালে স্কন্দযাগ কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। রবিবারে সপ্তমী হইলে সেই সপ্তমীর নাম বিজয়া; ঐকালে ভানুযাগ করিলে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। ৩-৫

সোমবার রিক্তাতিথিতে আর্দ্রা বা কৃত্তিকা নক্ষত্র, রবিবার নবমীতে মঙ্গলাযোগ, সোমবার অষ্টমীতে শ্রবণা, মঙ্গলবার উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে চতুর্থী, বৃহস্পতিবার পুনর্বসুনক্ষত্রে চতুর্থী এবং সোমবার দ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্র যোগ হইলে যদি বিষ্ণুযাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬-৮

কদাচিৎ বুধবার দ্বিতীয়াতে কৃত্তিকানক্ষত্র যোগ হইলে ঐ সময়ে সর্ব্বশান্তি-প্রদায়ক গ্রহযাগ করিবে। ৯

স্বাতী শনিচতুর্থী চ উমাযাগে বরা স্মৃতা ॥ ১০
উত্তরাসু চ সর্ব্বাসু ভানুপৌর্ণাষ্টমীষু চ।
শান্ত্যভিষেকযাগেষু সর্ব্বকামবহাষ্টমী ॥ ১১
গুরোরেকাদশী পুষ্যে রোহিণ্যাং বা যদা শনিঃ।
সুতসৌভাগ্যকামায় যাগং রুদ্রবিনায়কে ॥ ১২
পূর্ণিমাসু চ সর্ব্বাসু অষ্টমী দ্বাদশীষু চ।
চতুর্দ্দশ্যাং তৃতীয়াসু গ্রহঋক্ষে শুভেষু চ।
সর্ব্বেষাং ভবতে যাগো ভক্তিপূর্ব্বো মহামুনে ॥ ১৩
মন্ত্রসাধনদ্রব্যঞ্চ রুদ্রযাগাদবাপ্যতে।
শ্রীমেধাজ্ঞানবাৎসল্য-মুমাযাগান্মহামুনে ॥ ১৪
যোগজ্ঞানং যশঃসিদ্ধং মহাদেবাদবাপ্নুয়াৎ।
আরোগ্যং সপ্রতাপত্বং ভাস্করাৎ প্রাপ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ১৫
গতিমিষ্টাং যথাকালং প্রযচ্ছতি ত্রিবিক্রমঃ।
বিঘ্নো ন ভবতে তস্য যস্তু পশ্যেদ্বিনায়কম্ ॥ ১৬
দিগতারির্ভবেৎ ষষ্ঠ্যাং স্কন্দং দৃষ্ট্বা মখে ক্ষণাৎ।
মাতৃযাগান্মহাসিদ্ধিঃ সর্ব্বেষামপি জায়তে ॥ ১৭
ভবতে ধনবান্ পুংসঃ প্রথমাহে হুতাশনাৎ।
স্বর্গাপবর্গসংসিদ্ধি র্দুর্গাযাগাৎ প্রজায়তে ॥ ১৮
মাঘাদ্যৈর্মঙ্গলাং সৌখ্যাং জ্যৈষ্ঠাদ্যৈর্ব্রহ্মজাং যজেৎ।
ইষাদ্যৈঃ কালিকাদ্যাস্তু যষ্টব্যা বিধিনা মুনে ॥ ১৯

স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত শনিবারে চতুর্থী উমাযাগের প্রশস্ত তিথি। রবিবার পূর্ণা অষ্টমীতে উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফাল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রযোগে শান্তি কার্য্য অভিষেক ও যাগ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১০-১১

বৃহস্পতির একাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র কিংবা যে সময়ে শনি রোহিণীনক্ষত্রে অবস্থিত তৎকালে রুদ্রের ও বিনায়কের যাগ করিলে পুত্র ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২

হে মহামুনে! যে কোন পূর্ণিমা অষ্টমী দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ও তৃতীয়া তিথিতে শুভনক্ষত্র ও শুভগ্রহ-যোগ হইলে ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত দেবতারই যাগ হইয়া থাকে। ১৩

রুদ্রযাগ হইতে মন্ত্রসাধন-দ্রব্য উমাযাগ হইতে শ্রী, মেধা, জ্ঞান ও বাৎসল্য, শিবযাগ হইতে যোগজ্ঞান ও প্রভূত যশ এবং ভাস্করযাগ হইতে আরোগ্য ও প্রতাপ নিঃসন্দহে লাভ করা যায়। ১৪-১৫

ভগবান নারায়ণের যাগ করিলে তিনি যথেচ্ছ অভীষ্ট গতি দান করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞস্থলে বিনায়ককে দর্শন করে, তাহার কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ১৬

ষষ্ঠীতিথিতে যজ্ঞে স্কন্দকে নিরীক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মানব শত্রুশূন্য হইয়া থাকে। মাতৃকাগণের যাগ করিলে সকলেরই মহাসিদ্ধি লাভ হয়। ১৭

হুতাশন-যজ্ঞ করিলে প্রথম দিবসেই পুরুষ ধনবান্ হইয়া থাকে। দুর্গাযাগফলে মানবের প্রথমে স্বর্গভোগ ও পরিণামে মোক্ষপদ লাভ হয়। ১৮

হে মুনে! সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভের নিমিত্ত মানবগণ মাঘাদি মাসচতুষ্টয়ে

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে উদয়তিথ্যৃক্ষযোগ-
মহাত্ম্যকীর্ত্তনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

মঙ্গলাদেবীকে, জ্যৈষ্ঠাদি চারি মাসে ব্রহ্মাণীকে এবং আশ্বিনাদি মাসচতুষ্টয়ে যথাবিধি কালিকাদি দেবীকে যাগ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ১৯

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

দেবীগুণত্রয়াবিষ্ট-মণ্ডপং কোটিবিস্তরম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-মুৎপন্নং সচরাচরম্॥ ১
অণ্ডে হিরণ্যগর্ভস্য যৎ তত্ত্বং গর্ভসংশ্রিতম্।
তত্রোৎপন্নমিদং ব্যোম রূপাণি দ্যৌর্মহী ভবেৎ॥ ২
অধোর্দ্ধ্বং কাঞ্চনময়-শ্চতুরস্রোচ্ছ্রিতো মহান্।
উৎপন্ন স চতুঃশৃঙ্গো মেরুর্দৈবতসংশ্রয়ঃ॥ ৩
পৃথিবী পদ্মং দিশঃ পত্রং মেরুস্তস্য তু কর্ণিকা॥ ৪
যুগাক্ষকোটিবিন্যস্তং তত্র কৃত্বা রথং রবিঃ।
দেবীঞ্চ সংবৃতো দেবৈ র্যাতি তস্য প্রদক্ষিণম্॥ ৫
তস্মিন্ মৌরৌ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বসন্তে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ।
রুদ্রা একাদশ জ্ঞেয়া আদিত্যা দ্বাদশৈব তু॥ ৬
তথৈব বসবো হ্যষ্টৌ অশ্বিনৌ দ্বৌ চ যাজ্ঞিকৌ।
বসূন্ বদন্তি তু পিতৄন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্॥ ৭
প্রপিতামহানাদিত্যানশ্বিনৌ চাত্মনস্তনুম্॥ ৮
পিতৄন্ ভূয়ঃ প্রচক্ষিষ্যে ঋতুসংবৎসরার্ত্তবান্।
অতো যজ্ঞভুজামেষাং পৃথক্‌নামানি মে শৃণু॥ ৯
অজৈকপাদহির্ব্রধ্ন-স্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্।
হরশ্চৈবাথ সর্ব্বশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ॥ ১০
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা।
ঈশ্বরো ভুবনস্চৈতে রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ॥ ১১

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই ত্রিগুণময়ী দেবীর গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সচরাচর কোটি কোটি মণ্ডপ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই প্রকৃতি হইতে যে সগর্ভ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, পরে ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমে এই আকাশ, রূপ, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইলে, ঐ পৃথিবী হইতে আরও উর্দ্ধে কাঞ্চনময়, চতুরস্র, অত্যুন্নত, বৃহৎ, শৃঙ্গচতুষ্টয়-শোভিত, দেবগণের বাসভূমি সুমেরুপর্ব্বত প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ পৃথিবীরূপ পদ্মের দিক্ সকল পত্রস্বরূপ ও সুমেরু কর্ণিকাস্বরূপ। ২-৪

সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর, কোটি চক্র ও যুগযুক্ত সুবিস্তীর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণে বৃত হইয়া, প্রতিদিন সেই পৃথিবীপদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ৫

পূর্ব্বোক্ত সুমেরু-গিরির উপরে যজ্ঞভাক্ একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই ত্রয়স্ত্রিংশ-সংখ্যক দেবতা অবস্থিত আছেন। বুধগণ ঐ অষ্টবসুকে পিতৃগণ, রুদ্রদিগকে পিতামহ, দ্বাদশ আদিত্যকে প্রপিতামহ এবং অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্বীয় শরীরস্বরূপ বলিয়া থাকেন। পুনরায় ঋতু সংবৎসর প্রভৃতি পিতৃগণের বিষয় পরে উল্লেখ করিব, এক্ষণে ঐ সকল যজ্ঞভাক্ রুদ্রাদি দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬-৯

আদিত্যানান্তু নামানি বিষ্ণুঃ শক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ মিত্রোঽথ বরুণস্তথা ॥ ১২
বিবস্বান্ সবিতা চৈব পূষা ত্বষ্টা তথৈব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
ধ্রুবো ধ্রবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্ট প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবপি ॥ ১৪
বিশ্বেদেবান্ প্রবক্ষ্যামি নামতস্তান্ নিবোধ মে ॥ ১৫
ক্রতুর্দক্ষঃ সুরঃ সত্যঃ কামঃ কালো ধৃতিঃ কুরুঃ।
মনুমান্ রোচমানস্তু বিশ্বেদেবা দশ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
বর্ত্তমানা ইমে দেবাঃ শৃণু মন্বন্তরোদ্ভবান্।
যামাশ্চ তুষিতাশ্চৈব তথৈব বশবর্ত্তিনঃ[১] ॥ ১৭
সত্যা অদ্ভুতরজসঃ সাধ্যাশ্চ তদনন্তরম্।
ষট্‌সু মন্বন্তরেষ্বেতে দেবা দ্বাদশ দ্বাদশ ॥ ১৮
যাম্যা গতাস্তথা ত্বন্যে সত্যৈঃ সতুষিতৈঃ সহ।
এতে যজ্ঞভুজো দেবা নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯
অতীতান্ বর্ত্তমানাংশ্চ পুনশ্চাপি নিবোধ মে।
আদিত্যা মরুতো রুদ্রঃ কশ্যপস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০
বিশ্বেঽথ বসবঃ সাধ্যা বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মসূনবঃ।
এবং ধর্ম্মসুতঃ সোমস্তৃতীয়ো বসুরুচ্যতে ॥ ২১

অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, সর্ব্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী এবং রৈবত এই একাদশ রুদ্র ভুবন মণ্ডলের ঈশ্বর। ১০-১১

আদিত্যগণের নাম—বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, ত্বষ্টা, অংশ এবং ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য। ১২-১৩

আর ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাষ, এই অষ্টবসু এবং নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অভিহিত আছেন। ১৪

এক্ষণে বিশ্বেদেবগণের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রতু, দক্ষ, সুর, সত্য, কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মনুমান্ ও রোচমান এই দশজন বিশ্বেদেব। ১৫-১৬

এই সকল দেবতা, বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরে বিদ্যমান আছেন, আর অপর মন্বন্তরে যে সকল দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে যাম্য এবং পর পর তুষিত, বশবর্ত্তী, সত্য, অদ্ভুতরজাঃ ও পরে সাধ্যনামক দ্বাদশ-দ্বাদশসংখ্যক দেবতা গত ছয় মন্বন্তরমধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। ১৭-১৮

উক্ত যাম্য ও তুষিতের সহিত সত্যাদি সমস্ত দেবগণ গত হইয়াছেন। ঐ সকল যজ্ঞভুক্ দেবগণ নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৯

যে সকল দেবতা অতীত হইয়াছেন ও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের বিষয় পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, একদশ রুদ্র, ও মরুদ্‌গণ, কশ্যপপুত্র এবং পুরাণে বিশ্বদেব, বসু ও সাধ্যগণ। সোম-নামক

১। তথৈব চ সর্ব্বত্তিনঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

দেবীগুণত্রয়াবিষ্ট-মণ্ডপং কোটিবিস্তরম্ ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-মুৎপন্নং সচরাচরম্ ॥ ১
অণ্ডে হিরণ্যগর্ভস্য যৎ তত্ত্বং গর্ভসংশ্রিতম্ ।
তত্রোৎপন্নমিদং ব্যোম রূপাণি দ্যৌর্মহী ভবেৎ ॥ ২
অধোর্দ্ধং কাঞ্চনময়-শ্চতুরস্রোচ্ছ্রিতো মহান্ ।
উৎপন্ন স চতুঃশৃঙ্গো মেরুর্দৈবতসংশ্রয়ঃ ॥ ৩
পৃথিবী পদ্মং দিশঃ পত্রং মেরুস্তস্য তু কর্ণিকা ॥ ৪
যুগাক্ষকোটিবিন্যস্তং তত্র কৃত্বা রথং রবিঃ ।
দেবীঞ্চ সংবৃতো দেবৈ র্যাতি তস্য প্রদক্ষিণম্ ॥ ৫
তস্মিন্ মৌরৌ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বসন্তে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ ।
রুদ্রা একাদশ জ্ঞেয়া আদিত্যা দ্বাদশৈব তু ॥ ৬
তথৈব বসবো হ্যষ্টৌ অশ্বিনৌ দ্বৌ চ যাজ্ঞিকৌ ।
বসূন্ বদন্তি তু পিতৄন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্ ॥ ৭
প্রপিতামহানাদিত্যানশ্বিনৌ চাত্মনস্তনুম্ ॥ ৮
পিতৄন্ ভূয়ঃ প্রচক্ষিষ্যে ঋতুসংবৎসরার্ত্তবান্ ।
অতো যজ্ঞভুজামেষাং পৃথক্‌নামানি মে শৃণু ॥ ৯
অজৈকপাদহির্ব্রঘ্ন-স্তষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্ ।
হরশ্চৈবাথ সর্ব্বশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১০
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ।
ঈশ্বরো ভুবনস্ত্যেতে রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১১

ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই ত্রিগুণময়ী দেবীর গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সচরাচর কোটি কোটি মণ্ডপ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই প্রকৃতি হইতে যে সগর্ভ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, পরে ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রমে এই আকাশ, রূপ, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইলে, ঐ পৃথিবী হইতে আরও উর্দ্ধে কাঞ্চনময়, চতুরস্র, অত্যুন্নত, বৃহৎ, শৃঙ্গচতুষ্টয়-শোভিত, দেবগণের বাসভূমি সুমেরুপর্ব্বত প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ পৃথিবীরূপ পদ্মের দিক্ সকল পত্রস্বরূপ ও সুমেরু কর্ণিকাস্বরূপ। ২-৪

সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর, কোটি চক্র ও যুগযুক্ত সুবিস্তীর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণে বৃত হইয়া, প্রতিদিন সেই পৃথিবীপদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ৫

পূর্ব্বোক্ত সুমেরু-গিরির উপরে যজ্ঞভাক্ একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই ত্রয়স্ত্রিংশ-সংখ্যক দেবতা অবস্থিত আছেন। বুধগণ ঐ অষ্টবসুকে পিতৃগণ, রুদ্রদিগকে পিতামহ, দ্বাদশ আদিত্যকে প্রপিতামহ এবং অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্বীয় শরীরস্বরূপ বলিয়া থাকেন। পুনরায় ঋতু সংবৎসর প্রভৃতি পিতৃগণের বিষয় পরে উল্লেখ করিব, এক্ষণে ঐ সকল যজ্ঞভাক্ রুদ্রাদি দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬-৯

আদিত্যানাস্তু নামানি বিষ্ণুঃ শক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ মিত্রোঽথ বরুণস্তথা ॥ ১২
বিবস্বান্ সবিতা চৈব পূষা ত্বষ্টা তথৈব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ১৩
ধ্রুবো ধবশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্ট প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাসত্যাশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবপি ॥ ১৪
বিশ্বেদেবান্ প্রবক্ষ্যামি নামতস্তান্ নিবোধ মে ॥ ১৫
ক্রতুর্দক্ষঃ সুরঃ সত্যঃ কামঃ কালো ধৃতিঃ কুরুঃ।
মনুমান্ রোচমানস্তু বিশ্বেদেবা দশ স্মৃতাঃ॥ ১৬
বর্ত্তমানা ইমে দেবাঃ শৃণু মন্বন্তরোদ্ভবান্।
যামাশ্চ তুষিতাশ্চৈব তথৈব বশবর্ত্তিনঃ[১] ॥ ১৭
সত্যা অদ্ভুতরজসঃ সাধ্যাশ্চ তদনন্তরম্।
ষট্সু মন্বন্তরেষ্বেতে দেবা দ্বাদশ দ্বাদশ॥ ১৮
যাম্যা গতাস্তথা ত্বন্যে সত্যৈঃ সতুষিতৈঃ সহ।
এতে যজ্ঞভুজো দেবা নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৯
অতীতান্ বর্ত্তমানাংশ্চ পুনশ্চাপি নিবোধ মে।
আদিত্যা মরুতো রুদ্রঃ কশ্যপস্যাত্মজাঃ স্মৃতাঃ॥ ২০
বিশ্বেঽথ বসবঃ সাধ্যা বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মসূনবঃ।
এবং ধর্ম্মসুতঃ সোমস্তৃতীয়ো বসুরুচ্যতে॥ ২১

অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, রুদ্র, হর, সর্ব্ব, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী এবং রৈবত এই একাদশ রুদ্র ভুবন মণ্ডলের ঈশ্বর। ১০-১১

আদিত্যগণের নাম—বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, বিবস্বান, সবিতা, পূষা, ত্বষ্টা, অংশ এবং ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য। ১২-১৩

আর ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাষ, এই অষ্টবসু এবং নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অভিহিত আছেন। ১৪

এক্ষণে বিশ্বেদেবগণের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রতু, দক্ষ, সুর, সত্য, কাম, কাল, ধৃতি, কুরু, মনুমান্ ও রোচমান এই দশজন বিশ্বেদেব। ১৫-১৬

এই সকল দেবতা, বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরে বিদ্যমান আছেন, আর অপর মন্বন্তরে যে সকল দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে যাম্য এবং পর পর তুষিত, বশবর্ত্তী, সত্য, অদ্ভুতরজাঃ ও পরে সাধ্যনামক দ্বাদশ-দ্বাদশসংখ্যক দেবতা গত ছয় মন্বন্তরমধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। ১৭-১৮

উক্ত যাম্য ও তুষিতের সহিত সত্যাদি সমস্ত দেবগণ গত হইয়াছেন। ঐ সকল যজ্ঞভুক্ দেবগণ নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৯

যে সকল দেবতা অতীত হইয়াছেন ও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের বিষয় পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, একদশ রুদ্র, ও মরুদ্গণ, কশ্যপপুত্র এবং পুরাণে বিশ্বদেব, বসু ও সাধ্যগণ। সোম-নামক

১। তথৈব চ সর্ব্বত্তিনঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধর্ম্মোঽপি ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ ॥ ২২
অত ইন্দ্রান্ মনূংশ্চৈব নামভিস্তু নিবোধ মে।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং ততঃ স্বারোচিষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা।
ইত্যেতে ষড়তিক্রান্তাঃ সপ্তমঃ সাম্প্রতো মনুঃ ॥ ২৪
বৈবস্বত ইতি জ্ঞেয়ো ভবিষ্যাঃ সপ্ত চাপরে।
তেষামাদ্যোঽর্কসাবর্ণি ধর্ম্মসাবর্ণিরেব চ ॥ ২৫
তস্মাচ্চ ভবসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণিরিত্যতঃ।
পঞ্চমো দক্ষসাবর্ণিঃ সাবর্ণিঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬
রৌচ্যো ভৌত্যশ্চ দ্বাবন্যাবিত্যেতে মনবো মতাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিশ্বভুক্ জ্ঞেয়ো বিপশ্চিৎ তদনন্তরম্ ॥ ২৭
বিভুঃ প্রভুঃ শিখী চৈব তথৈব চ মনোজবঃ।
ওজস্বী সাম্প্রতস্ত্বিন্দ্রো বলিভাব্যস্ত্বনন্তরম্ ॥ ২৮
অদ্ভুতস্ত্রিদিবশ্চৈব দশমস্ত্বিন্দ্র উচ্যতে।
সুশান্তিশ্চ সুকীর্ত্তিশ্চ ঋতধামা দিবস্পতিঃ ॥ ২৯
ইতি ভূতা ভবিষ্যাশ্চ ইন্দ্রা জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩০
কাশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মরুতোঽগ্নীন্ পিতৃন্ গ্রহান্।
প্রবহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা ॥ ৩২
প্রবাহো বিবহশ্চৈব পরিবহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথাঙ্মার্গবিচারণাঃ ॥ ৩৩

যে ধর্ম্মপুত্র, তিনিই তৃতীয় বসু এবং পুরাণে ধর্ম্ম, ব্রহ্মপুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ২০-২২

এক্ষণে ইন্দ্র ও মনুগণের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, তাহার পর স্বারেচিষ এবং ক্রমে উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ, এই ছয়জন মনু অতীত হইয়াছে, সম্প্রতি বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু। ২৩-২৪

অপর যে সপ্তসংখ্যক মনু হইবে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম অর্কসাবর্ণি, পরে ক্রমে ধর্ম্ম সাবর্ণি, ভবসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি ও পঞ্চম দক্ষসাবর্ণি, এই পঞ্চজন সাবর্ণি নামে বিখ্যাত, আর রৌচ্য ও ভৌত্যনামক অপর মনুদ্বয়; এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রথম ইন্দ্র বিশ্বভুক্, অনন্তর ক্রমে বিপশ্চিৎ, বিভু, প্রভু, শিখী, মনোজব ও ওজস্বী। এই ওজস্বীই বর্ত্তমান ইন্দ্র। ইহার পর বলিরাজ ইন্দ্র হইবে এবং পরে ক্রমান্বয়ে অদ্ভুত, ত্রিদিব, সুশান্তি, সুকীর্ত্তি, ঋতুধামা ও দিবস্পতি। অতীত ভবিষ্য এই চতুর্দ্দশ সংখ্যক ইন্দ্র জানিবে ২৫-৩০

কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সপ্তজন ঋষি। ৩১

ইহার পর বায়ু, অগ্নি, পিতৃগণ ও গ্রহগণের বিষয় বলিতেছি। প্রবহ, নিবহ, উদ্বহ, সংবহ, প্রবাহ, বিবহ ও পরিবাহ, এই সপ্ত বায়ু বাহ্য অন্তরীক্ষে পৃথক্ পৃথক্ পথে বিচরণ করিয়া থাকে। ৩২-৩৩

মহেন্দ্রপ্রবিভক্তাঙ্গা মরুতঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।
সূর্য্যাগ্নিশ্চ শুচির্নাম বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ।
নির্ম্মথ্যঃ পচমানোঽগ্নিস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা ইমেঽগ্নয়ঃ॥ ৩৪
অগ্নীনাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চত্বারিশন্নবৈব তু।
মরুতামপি সর্ব্বেষাং বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তসপ্তকাঃ॥ ৩৫
এবং সংবৎসরো হ্যগ্নি র্ঋতবস্তস্য জজ্ঞিরে।
ঋতুপুত্রার্ত্তবাঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সনাতনঃ॥ ৩৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
সাংবৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থস্ত্বনুবৎসরঃ।
পঞ্চমো বৎসরস্তেষাং[1] তদেভিঃ পঞ্চভির্যুগম্।
তেষু সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তু পরিবৎসরঃ।
সোমঃ সাংবৎসরস্তেষাং বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ॥ ৩৭
রুদ্রস্তু বৎসরো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ।
দ্বাদশপঞ্চধা ভিন্নাঃ ষষ্টিভেদা গুরোর্গমাৎ॥ ৩৮
বিষ্ণুঃ সুরেজ্যঃ শক্রশ্চ[2] অগ্নিষত্তা তথৈব চ॥ ৩৯
অহির্ব্রধ্ন-পিতৃ-বিশ্ব-সোম-ইন্দ্রাগ্নি-অশ্বিনঃ।
ভগো দ্বাদশমস্তেষাং যুগানাং দ্বাদশো মতঃ॥ ৪০
প্রভবো বিভবঃ শুক্লঃ[3] প্রমোদোঽথ প্রজাপতিঃ।
অঙ্গিরাঃ শ্রীমুখো ভাবো মুধা[4] ধাতা তথৈব চ॥ ৪১

পূর্ব্বে দেবরাজ, বায়ুকে সপ্তখণ্ডে বিভাগ করায় ঐ সপ্তপ্রকার হইয়াছে। সূর্য্যাগ্নির নাম শুচি, বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক ও পচমান অগ্নির নাম নির্ম্মথ্য, এই ত্রিবিধ অগ্নি নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩৪

ঐ অগ্নিত্রয়ের পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশৎ এবং উক্ত সপ্ত বায়ুরও প্রত্যেকের সপ্ত সপ্ত পুত্র জানিবে। ৩৫

এইরূপ অগ্নিরূপ সংবৎসর হইতে ঋতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং আর্ত্তব নামে পঞ্চ ঋতুপুত্র, ইহাই সনাতন সৃষ্টি। ৩৬

উক্ত সংবৎসর প্রথম, দ্বিতীয় পরিবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর, এই পঞ্চ সংবৎসরাদিতেই যুগ হয়। উহাদের মধ্যে সংবৎসর অগ্নি, পরিবৎসর সূর্য্য, সাংবৎসর চন্দ্র, অনুবৎসর বায়ু এবং বৎসর রুদ্রস্বরূপ জানিবে। বৃহস্পতির গতি-বিশেষবশতঃ উক্ত দ্বাদশ-যুগাত্মক পঞ্চ বৎসর দ্বাদশ-পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হওয়ায় ষষ্টিপ্রকার। ৩৭-৩৮

উক্ত দ্বাদশ যুগের মধ্যে প্রথম বিষ্ণু, দ্বিতীয় সুরেজ্য, তৃতীয় শক্র, চতুর্থ অগ্নিষত্তা, পঞ্চম অহির্ব্রধ্ন, ষষ্ঠ পিতৃ, সপ্তম বিশ্ব, অষ্টম সোম, নবম ইন্দ্র, দশম অগ্নি, একাদশ অশ্বী ও ভগ নামে দ্বাদশম যুগ কথিত আছে। ৩৯-৪০

প্রভব, বিভব, শুক্ল, প্রমোদ, প্রজাপতি, অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, মুধা, ধাতা,

---

১। বৃহৎসংহিতায়ামযং বৎসর ইদ্বৎসরত্বেনাভিহিতঃ। তৎসম্মতঃ পাঠশ্চেদঙ্গীক্রিয়েত তদা পঞ্চমেদ্বৎসর ইতি আর্ষসন্ধিগর্ভঃ শ্লোকঃ।

২। শাক্র ইতি পাঠান্তরম্।

৩। শুক্রঃ ইতি পাঠান্তরম্।

৪। যুবেতি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ।

ঈশ্বরো বহুধান্যশ্চ প্রমাথী বিক্রমো[1] বৃষঃ।
চিত্রাভানুঃ সুভানুশ্চ তারণঃ পার্থিবো ব্যয়ঃ ॥ ৪২
সর্ব্বজিৎ সর্ব্বধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ খরঃ।
নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো মন্মথদুর্ম্মুখঃ ॥ ৪৩
হেমলম্বো[2] বিলম্বশ্চ[3] বিকারী শর্ব্বরী প্লবঃ।
শোভকৃচ্ছুভকৃৎ ক্রোধী বিশ্বাবসুঃ পরাভবঃ ॥ ৪৪
প্লবঙ্গঃ কীলবঃ সৌম্যঃ সাধারণ-বিরোধকৃৎ[4]।
পরিবাদী[5] প্রথামী[6] চ আনন্দো রাক্ষসোঽনলঃ ॥ ৪৫
পিঙ্গলঃ কালযুক্তশ্চ সিদ্ধার্থো রৌদ্রদুর্ম্মতিঃ।
দুন্দুভী রুধিরোদ্গারী রক্তাক্ষঃ ক্রোধনঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৪৬
ষষ্টিসংবৎসরাদ্যন্তে যুগৈর্দ্বাদশভিঃ স্থিতা।
গুরোর্দ্বাদশমাসান্তে বৎসরমুদয়াস্তয়োঃ।
নাম্না ঋক্ষবিভেদেন পঞ্চধা পরিবর্ত্তনম্ ॥ ৪৭
অনুগচ্ছতি কালোঽয়ং ব্রহ্মাদিকলনোঽথ বা।
সূক্ষ্মস্থূলবিভেদেন কলতে স চরাচরম্ ॥ ৪৮
কার্ত্তিকং শোভনমব্দং সৌম্যস্তু মধ্যমং মতম্।
পৃষ্যমাঘৌ শুভৌ বর্ষৌ মধ্যমৌ ফাল্গুমাধবৌ ॥ ৪৯
বৈশাখঃ প্রবরস্তেষাং মধ্যমঃ শুচিসংজ্ঞিতঃ।
আষাঢ়ো মধ্যমঃ[7] প্রোক্ত উৎকৃষ্টঃ শ্রাবণো মতঃ।
ভাদ্রপদো মধ্যফলঃ শ্রেষ্ঠফলোঽশ্বিনো বর্ষঃ ॥ ৫০

ঈশ্বর, বহুধান্য, প্রমাথী, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, সুভানু, তারণ, পার্থিব, ব্যয়, সর্ব্বজিৎ, সর্ব্বধারী, বিরোধী, বিকৃত, খর, নন্দন, বিজয়, জয়, মন্মথ, দুর্ম্মুখ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্ব্বরী, প্লব, শোভকৃৎ, শুভকৃৎ, ক্রোধী, বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ, কীলক, সৌম্য, সাধারণ, বিরোধকৃৎ, পরিবাদী, প্রমাদী, আনন্দ, রাক্ষস, অনল, পিঙ্গল, কালযুক্ত, সিদ্ধার্থ, রৌদ্র, দুর্ম্মতি, দুন্দুভি, রুচির, উদ্গারী, রক্তাক্ষ, ক্রোধন ও ক্ষয় এই ষষ্টি প্রকার সংবৎসর দ্বাদশ যুগের আদ্যন্তমধ্যে অবস্থিত থাকে। ৪১-৪৬

বৃহস্পতির উদয়াস্তে নক্ষত্রবিশেষবশতঃ বিশেষ-নামক দ্বাদশ মাসান্তে এক এক বৎসর হয়। ঐ বৎসর সকলও পঞ্চধা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪৭

উহা সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে ব্রহ্মাদি সমুদয়-চরাচরকে কলন অর্থাৎ লয় করেন বলিয়া উহার নাম কাল। ৪৮

বৃহস্পতির উদয়াস্তে দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়। তন্মধ্যে কার্ত্তিকনামক বর্ষ শুভপ্রদ, সৌম্য অর্থাৎ অগ্রহায়ণ বর্ষ মধ্যম, পৃষ্য ও মাঘনামক বর্ষদ্বয় শুভদায়ক, ফাল্গুন ও মাধব নামক বর্ষ মধ্যবিধ। ৪৯

১। বিভ্রমঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। হেমালম্ব ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
৩। খিলম্বী ইতি পাঠান্তরম্।
৪। বিবোধকৃদিতি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ।
৫। পরিভাবীতি পাঠান্তরম্।
৬। প্রমাদীতি বৃহৎসংহিতাসম্মতঃ পাঠঃ।
৭। মধ্যম ইতি পাঠঃ চ ক্বচিৎ।

কৃত্তিকারোহিণী কায়মাষাঢ়ে নাভি সংজ্ঞিতম্ ॥ ৫১
অশ্লেষাং হৃদয়ং বিদ্ধি মঘাপূষ্যস্তু বৎসরম্।
এতৈঃ শুদ্ধৈঃ শুভং ক্রূরহতৈশ্চ অশুভং ভবেৎ ॥ ৫২
মধ্যমং প্রভবং বর্ষমীতয়ঃ সন্তি নো ভয়ম্।
চত্বারো বিভবাদ্যাশ্চ শোভনা বিযুতা গ্রহৈঃ ॥ ৫৩
অঙ্গিরাদ্যাশুভাস্ত্রীণি মধ্যমাবপরো মতৌ।
ঈশ্বরো বহুধান্যশ্চ শুভৌ পাপৌ প্রমাথিনৌ ॥ ৫৪
আদ্যে দ্বে মধ্যমে বর্ষে যুগেঽস্মিংস্তু তৃতীয়কে।
শ্রেষ্ঠমাদ্যং চতুর্থস্য মধ্যং প্রোক্তং দ্বিতীয়কম্ ॥ ৫৫
ত্রীণি চান্যানি শ্রেষ্ঠানি সর্ব্বকামফলানি চ।
পঞ্চমে প্রবরমেকং সর্ব্বাধারীতি সম্মতম্ ॥ ৫৬
শেষাঃ কষ্টফলাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদোষভয়াবহাঃ।
চত্বারঃ শোভনাঃ ষষ্ঠে যুগে অন্ত্যমশোভনম্ ॥ ৫৭
আদ্যাস্তু সপ্তমে বর্ষাশ্চত্বারো ভয়দা মতাঃ।
শোভনমন্তিমং বর্ষং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৮
অষ্টমে দ্বৌ শুভৌ চাদ্যাবশুভং মধ্যমং মতম্।
মধ্যে দ্বে চান্তিমে বর্ষে গুরুচারবশান্নৃপ ॥ ৫৯

বৈশাখনামক বর্ষ, বর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শুচি ও আষাঢ়নামক বর্ষদ্বয় মধ্যম। শ্রাবণবর্ষ উৎকৃষ্ট, ভাদ্রপদনামক বর্ষ মধ্যবিধ ও আশ্বিননামক বর্ষ শ্রেষ্ঠ। ৫০

পূর্ব্বোক্ত বৎসরের কৃত্তিকা ও রোহিণীনক্ষত্র শরীর স্বরূপ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র নাভিস্বরূপ এবং পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘানক্ষত্র হৃদয়-স্বরূপ জানিবে। গ্রহশুদ্ধি থাকিলে ঐ বর্ষ সকল শুভ এবং ক্রূর-গ্রহ-আশ্রিত হইলে অশুভ হইয়া থাকে। ৫১-৫২

পূর্ব্বোক্ত প্রভব-নামক বর্ষ মধ্যম, উহাতে অতি বৃষ্টি-অনাবৃষ্ট্যাদি ভয় থাকে না। বিভবাদি বর্ষ-চতুষ্টয় যদি ক্রূরগ্রহ বর্জ্জিত হয, তাহা হইলে উহা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৫৩

অঙ্গিরাদি বর্ষত্রয় শুভ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ষদ্বয় মধ্যম। ঈশ্বর ও বহুধান্য নামক বৎসরদ্বয় শুভ ও প্রমাথী নামক বর্ষদ্বয় অশুভ। ৫৪

বর্ত্তমান তৃতীয় যুগে আদি দুই বর্ষ মধ্যম, চতুর্থ যুগে আদি শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় মধ্যম। ৫৫

তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ষত্রয় শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ। পঞ্চম যুগে একমাত্র সর্ব্বধারী নামক বর্ষই শ্রেষ্ঠ। ৫৬

অবশিষ্ট নিখিল বর্ষই কষ্টজনক এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ ও ভয়ের উৎপাদক। ষষ্ঠ যুগে প্রথম চারি বর্ষ শুভজনক ও অন্তিম বর্ষ অশুভকর। ৫৭

সপ্তম যুগে আদি বর্ষ-চতুষ্টয় ভয়জনক ও অন্তিম বর্ষ শুভকর এবং অখিল অভীষ্ট ফলপ্রদ। ৫৮

অষ্টম যুগে আদি বর্ষদ্বয় শুভ, মধ্যম অশুভ এবং বৃহস্পতির গতি বশতঃ অন্ত্য-দ্বিবর্ষ মধ্যম বলিয়া উল্লিখিত আছে। ৫৯

আদ্যমন্তৌ চ ন শুভৌ নবমে দ্বে পরে শুভে।
দশমে মধ্যমং শ্রেষ্ঠমাদ্যমন্তৌ চ নিন্দিতৌ ॥ ৬০
তদ্বদেকাদশে বিদ্যাদাদ্যন্তন্তে চ শোভনম্।
যুগে গুরুবশাদ্বৎস শুভাশুভফলং নৃণাম্ ॥ ৬১
জন্মর্ক্ষ'কৃতকর্ম্মেষু[১] অষ্টানুগগতেষু চ।
পরিবর্ত্তাঃ সদা কষ্টাঃ শেষাঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ ॥ ৬২
কূর্ম্মকালবিভাগেন যথা চারগমেন তু।
শুভাশুভন্তু দেশানাং প্রযচ্ছন্তি মহাগ্রহাঃ ॥ ৬৩
আগ্নেয়াদি-বিভাগেন ত্রিকর্ণ[২]-নবধাকৃতম্।
কূর্ম্মাঙ্গং ভবতে লোকো যত্রেয়ং পৃথিবী স্থিতা ॥ ৬৪
কেচিৎ কালং বদন্ত্যন্যে স্বভাবমাগমেঽপরে।
গ্রহভাবগতং সর্ব্বং দৃশ্যতেঽস্মিন্ শুভাশুভম্ ॥ ৬৫
জম্বুদ্বীপে বৈ দেশে ব্যবহারো ভবেন্নৃণাম্।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ মুনিপুঙ্গব ॥ ৬৬
মিথিলা মেখলা কাশ্যা অহিচ্ছত্রা পুরঞ্জকাঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তা নাম পুরী কৌষা দ্বীপাশ্চ শোভনাঃ ॥ ৬৭
পাটলিপুত্রং তীরভুক্তি গঙ্গাদ্বারং যমুনান্তরম্।
আনর্ত্তপুরং পৃথ্বী মধ্যহতং ন দৃশ্যতে ক্রূরৈঃ ॥ ৬৮

নবমে আদিবর্ষ ও অন্তিম বর্ষদ্বয় অশুভ এবং আদির পরবর্ত্তী অপর দুই বর্ষ শুভ। দশম যুগে মধ্যম শ্রেষ্ঠ এবং আদি বর্ষদ্বয় ও অন্তিম বর্ষদ্বয় নিন্দিত। ৬০

একাদশ যুগেও দশম যুগের ন্যায় বর্ষের শুভাশুভ জানিবে। অন্তিমযুগে কেবল আদ্য বর্ষই প্রশংসনীয়। হে বৎস! বৃহস্পতির গতিবিশেষ বশতই পূর্ব্বোক্ত বর্ষ সকল মানবগণের শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৬১

জন্মনক্ষত্র এবং তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাশিতে বৃহস্পতি গমন করিলে সর্ব্বদা ক্লেশ এবং অপর স্থানে গত হইলে শুভ হইয়া থাকে। ৬২

কূর্ম্মবিভাগানুসারে কালবিশেষে সঞ্চারগমনানুসারে গ্রহগণ দেশবিশেষে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণীপর্য্যন্ত সাতাইশ নক্ষত্র নয় ভাগ করিলে, তিনটী তিনটী নক্ষত্র পাওয়া যায়। তাহাতেই কূর্ম্মবিভাগ হয়। সমস্ত লোকই কূর্ম্মের অঙ্গ, এই পৃথিবীই কূর্ম্মোপরি অবস্থিতা। ৬৩-৬৪

কেহ কেহ কালকে, অপরে স্বভাবকে শুভাশুভের কারণ বলেন; ফলতঃ কিন্তু গ্রহ-ভাবই সমগ্র শুভাশুভের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত। ৬৫

জম্বুদ্বীপান্তর্গত যে দেশসমূহ লইয়া কূর্ম্মের ব্যবহার হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। ৬৬

মিথিলা, মেখলা, কাশ্যা, অহিচ্ছত্রা, পুরঞ্জক, সূর্য্যাবর্ত্তা, কৌষদ্বীপ, পাটলিপুত্র, তীরভুক্তি, গঙ্গাদ্বার, যমুনার সমীপবর্ত্তী প্রদেশ এবং আনর্ত্তপুর, কূর্ম্মের মধ্য; * অর্থাৎ কৃত্তিকাদি ত্রিনক্ষত্রের আয়ত্ত; এই সব নক্ষত্র ক্রূরগ্রহ-দূষিত হইলে ঐ সকল দেশ নষ্ট হয়। ৬৭-৬৮

১। ধর্ম্মেষু ইতি পাঠান্তরম্।
২। 'ত্রিবর্ণম্' ইতি কল্পিতঃ পাঠঃ।
* কূর্ম্ম পূর্ব্বমুখ হইয়া উৎপৃষ্ঠভাবে শয়ান। কূর্ম্মের মধ্যভাগে কৃত্তিকাদি তিন নক্ষত্র;

মাগধা অঙ্গবঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাঃ পূর্ব্বসাগরম্।
মাহেন্দ্রীবিষয়ং গঙ্গা মিলিতা যত্র সাগরে ॥ ৬৯
সমতটং বর্দ্ধমানশ্চ শিরোপেতৈর্বিনশ্যতি ॥ ৭০
কামরূপং বিদেহাশ্চ নেপালং রৈবতো গিরিঃ।
কাশ্মীরৌডুম্বরশ্চৈব উত্তরপদে বিনশ্যতি ॥ ৭১
কৈকেয় অচ্ছোদবনং চিত্রং কৈলাসমেরুঞ্চ।
কনকভূত্তরদেশাঃ কুক্ষোপহতে বিনশ্যন্তি ॥ ৭২
বাহ্লিকা মথুরা বীথী পুরুষপুরা চ কাকোলী।
পার্শ্বে মা চ মহী পশ্চিমপাদে চ বিনশ্যন্তি[১] ॥ ৭৩
বৈদিশশ্চ সৌবীরা সিন্ধুবালমহারাষ্ট্রাণি।
সৌরাষ্ট্রপুরাধিগতা দেশাঃ পুচ্ছে বিনশ্যন্তি ॥ ৭৪
অবন্তিকা বিদর্ভাশ্চ কাঞ্চীপুরিকাঃ সিংহলাঃ।
বনং মলয়বাসী চ লঙ্কাপুরী তথৈব চ।
চক্রাক্ষং দক্ষিণে পাদে হতে নশ্যন্তি পীড়িতাঃ ॥ ৭৫
নর্ম্মদায়া মহীমধ্যং বৈজয়ন্তী চ কোঙ্কণম্।
পুরুষপুরনামা চ সহ্যাখ্যশ্চ[২] মহাগিরিঃ।
অরণ্যং গোপুরং ভীমং কুক্ষো দক্ষিণসংযুতম্ ॥ ৭৬

মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পূর্ব্বসাগর, মাহেন্দ্রী, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, সমতট এবং বর্দ্ধমান—কূর্ম্মের মস্তকস্থ নক্ষত্রত্রয় ক্রূরগ্রহ-দূষিত হইলে, বিনষ্ট হয়। ৭০

কামরূপ, বিদেহ, নেপাল, রৈবতগিরি, কাশ্মীর ও ঔডুম্বর দেশ—উত্তরপদস্থ নক্ষত্রত্রয় ক্রূরগ্রহ-দূষিত হইলে বিনষ্ট হয়। ৭১

কৈকেয়, আচ্ছোদবন, চিত্র, কৈলাসপর্ব্বত, সুমেরু-পর্ব্বত, কনকভূমি প্রভৃতি উত্তরদেশ—বামকুক্ষিস্থ নক্ষত্রত্রয় দূষিত হইলে বিনষ্ট হয়। ৭২

বাহ্লিক, মথুরা, বীথী, পুরুষপুরা, কাকোলী প্রভৃতি দেশ—পশ্চিম-পাদস্থ নক্ষত্রত্রয় (ধনিষ্ঠা শ্রবণা ও উত্তরাষাঢ়া) ক্রূরগ্রহ-পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়। ৭৩

বৈদিশ, সৌবীর, সিন্ধু, বালরাজ্য মহারাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ—পুচ্ছস্থ নক্ষত্রত্রয় ক্রূরগ্রহ-দূষিত হইলে, বিনষ্ট হয়। ৭৪

অবন্তী, বিদর্ভ, কাঞ্চীপুরী, সিংহল, বন, মলয়পর্ব্বত, লঙ্কাপুরী এবং চক্রাক্ষ দেশ—দক্ষিণপাদস্থ নক্ষত্রত্রয় ক্রূরগ্রহ পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়। ৭৫

নর্ম্মদা, মহীমধ্য, বৈজয়ন্তী, কোঙ্কণ, পুরুষপুর, সহ্যগিরি, অরণ্য, গোপুর এবং ভীমরাজ্য (ভীল্লরাজ্য ?)—দক্ষিণকুক্ষিস্থ নক্ষত্রত্রয় পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়। ৭৬

মস্তক পূর্ব্বদিকে, তথায় আর্দ্রাদি তিন নক্ষত্র। উত্তর-পদ ঈশানকোণে, দক্ষিণ-পদ অগ্নিকোণে, পূর্ব্ব-পদ নৈঋর্তকোণে পশ্চিম-পদ বায়ুকোণে, পুচ্ছ পশ্চিমদিকে; দক্ষিণকক্ষ দক্ষিণদিকে, আর বাম-কক্ষ উত্তরদিকে। কৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বক্রমে তিন তিন নক্ষত্র পদাদিতে জানিবে। ঈশানকোণে ভরণী, অশ্বিনী, রেবতী; উত্তরদিকে উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাদ্রপদ, শতভিষা; ইত্যাদিক্রমে কূর্ম্মাঙ্গ-বিভাগ হইবে। বলা বাহুল্য, তাহা হইলে, অগ্নিকোণে পূর্ব্বফল্গুনী, মঘা ও অশ্লেষানক্ষত্রের আরম্ভ হয়। বৃহৎসংহিতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়, আর নারদসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই কূর্ম্ম-বিভাগ আছে। তবে দেশ-নামভেদ প্রভৃতি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তাহার মীমাংসা কালাদিভেদে কর্ত্তব্য। (অনুবাদক।)

১। বাহ্লীকামধুরাবীচি পুরুষপুরা চ কাকোলীপাপীড়িত। স্বে মোচমহী পশ্চিমপাদে বিনশ্যতি ইতি পাঠান্তরম্।

২। পুরুষপুরং নারায়ণীসহ্যাখ্যশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

বেগং কোশলকান্তার-হরকূটমহাধ্বনাঃ ॥ ৭৭
বেণ্বাতটং সমস্তঞ্চ গতা পূর্ব্বাঙ্‌ঘ্রিসঙ্গতাঃ ॥ ৭৮
বিনশ্যন্তি হতাঃ ক্রূরৈ গ্রহৈরুৎপাতসূচিতাঃ।
সূর্য্যস্যোদয়মস্তাদি-সংক্রান্তৌ ক্রমপীড়িতাঃ ॥ ৭৯
তির্য্যগ্‌গতশ্চ মধ্যাহ্নে অস্তমিতে অধোমুখো রবিশ্চরতে।
অর্দ্ধনিশায়াং শয়িতঃ ক্রমতে উর্দ্ধং প্রভাতে তু ॥ ৮০
বিনিবিষ্টস্তু বকারাদৌ শয়িতো গরতৈতিলে।
কৌলবে চোচ্ছ্রিতো রাশিং রবিঃ সংক্রমতে সদা ॥ ৮১
ধনুঃ সিংহবৃষকুম্ভে-রুপচয়সংস্থৈঃ সদাবরৈঃ[১] ক্ষেমম্।
অনুপচয়স্থৈঃ ক্রূরৈস্তে দুর্ষ্টা লোকনাশায় ॥ ৮২
অ ই উ এ কৃত্তিকা। ও ব বি বু রোহিণী।
বে বো ক কি মৃগশিরাঃ। কু ঘ ঙ ছ আর্দ্রা।
কে কো হ হি পুনর্ব্বসুঃ। হু হে হো ড পুষ্যা।
ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা।
মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুনী।
টে টো প পি উত্তরফল্গুনী।
পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা।
রু রে রো ত স্বাতী। তি তু তে তো বিশাখা।
ন নি নু নে অনুরাধা। নো য যি যু জ্যেষ্ঠা।

বেগ, কোশল, কান্তার, হরকূট, মহাপথ, বেণ্বাতট প্রভৃতি দেশ—পূর্ব্বপাদস্থ নক্ষত্রত্রয় উৎপাতসূচক-ক্রূরগ্রহ-পীড়িত হইলে বিনষ্ট হয়। সূর্য্যের উদয়াস্তাদি-সংক্রান্তি-স্থলেও পীড়াক্রম অবগত হওয়া যায়। ৭৭-৭৯

মধ্যাহ্নে তির্য্যক্‌গামী হইয়া সংক্রমণ, অস্তসময়ে অধোমুখে সংক্রমণ, অর্দ্ধরাত্রে শয়ানভাবে সংক্রমণ, প্রভাতে উর্দ্ধভাবে সংক্রমণ, বব, বালব, বণিজ এবং বিষ্টিকরণস্থ সূর্য্যের উপবিষ্ট-ভাবে সংক্রমণ, গরকরণ ও তৈতিলকরণস্থ সূর্য্যের শয়ানভাবে সংক্রমণ, আর কৌলবকরণস্থ সূর্য্যের উর্দ্ধভাবে সংক্রমণ হইয়া থাকে। তবে কৌলবকরণাদিস্থ সূর্য্যের অস্তময়ে সংক্রমণাদি উৎপাত-সূচক জানিবে। ৮০-৮১

সংক্রমণকালে মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, তুলা, ধনু, মকর বা কুম্ভরাশি তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ হইলে শুভদায়ক, আর তাহা না হইয়া যদি পাপগ্রহ-দূষিত হয়, তাহা হইলে লোকের বিনাশ হইয়া থাকে*। ৮২

১ চু চে চো ল। ২ লি লু লে লো। ৩ অ ই উ এ। ৪ ও ব বি বু। ৫ বে বো ক কি। ৬ কু ঘ ঙ ছ। ৭ কে কো হ হি। ৮ হু হে হো ড। ৯ ডি ডু ডে ডো। ১০ ম মি মু মে। ১১ মো ট টি টু। ১২ টে টো প পি। ১৩ পু ষ ণ ঠ। ১৪ পে পো র রি। ১৫ রু রে রো ত। ১৬ তি তু তে তো। ১৭ ন

১। বরৈরিত্যত্র ববে ইতি পাঠান্তরম্।

* এই শ্লোকের নানা অর্থ হয়। বিশেষ, পাঠ ভেদও আছে। 'ববৈঃ এইস্থলে আমি 'চরৈঃ, পাঠ করিয়া উপর্য্যুক্ত অনুবাদ করিয়াছি 'বরৈঃ' পাঠের অর্থ,—ধনু, সিংহ, বৃষ এবং কুম্ভরাশি সংক্রমণকালে তৃতীয়াদি হইলে ও বরগ্রহ কিনা শুভগ্রহ তাহাতে থাকিলে শুভ হয় ইত্যাদি। (অনুবাদক)

যে যো ভ ভি মূলা। ভু ধ ফ ঢ় পূর্ব্বাষাঢ়া।
ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া।
জু জে জো খ অভিজিৎ।
খ খু খে খো শ্রবণা। গ গি গু গে ধনিষ্ঠা।
গো শ শি শু শতভিষা।
শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদা।
দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদা।
দে দো চ চি রেবতী।
চু চে চো ল অশ্বিনী। লি লু লে লো ভরণী।
এতৈর্বর্ণাক্ষরৈঃ[1] সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
আদ্যাক্ষরস্য নামেন বুদ্ধ্যা কথ্যং শুভাশুভম্ ॥ ৮৩
বিশাখাদিস্থিতে সূর্য্যে উৎপাতমৃত্যুকারকি।
সিদ্ধিযোগাশ্চ[2] জায়ন্তে আদ্যন্তাঃ স্বাতিপশ্চিমাঃ ॥ ৮৪
বিংশষোড়শশঙ্কাভা[3] পঞ্চদশ চতুর্দ্দশ।
বিশ্বে সূর্য্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ সূর্য্যাদ্যাঃ শনিপশ্চিমাঃ ॥ ৮৫
ছায়া সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সাধনায় প্রকীর্ত্তিতা।
বিবাহমঙ্গলাদীনাং সপ্রতিষ্ঠাভিষেচনম্ ॥ ৮৬
যাত্রাপুষ্যাভিষেকে চ ছায়া সংসাধনী শুভা ॥ ৮৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণেঽভ্যুদয়পাদে কালব্যবস্থায়াং
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

নি নু নে। ১৮ নো য যি যু। ১৯ যে যো ভ ভি। ২০ ভু ধ ফ ঢ। ২১ ভে ভো জ জি। ২১ জু জে জো খ। ২২ খি খু খে খো। ২৩ গ গি গু গে। ২৪ গো শ শি শু। ২৫ শে শো দ দি। ২৬ দু থ ঝ ঞ। ২৭ দ দে চ চি।

এই সব অক্ষর-অনুসারে ত্রৈলোক্যের নামাদ্যক্ষর দ্বারা বিবেচনা করিয়া সকলের শুভাশুভ বক্তব্য। ৮৩

ছায়া ও ছায়াচক্র সকল কার্য্যেরই সাধনোপযোগী। এই ছায়া হইতে যখন বোধ হইবে, সূর্য্য বিশাখাদি নক্ষত্রে স্থিত, তখন কার্য্য করিলে উৎপাত-মৃত্যু হইয়া থাকে। আর অশ্বিনী হইতে স্বাতী পর্যন্ত নক্ষত্রস্থিত বোধ হইলে কার্য্যসিদ্ধি জানিবে। ৮৪

বিংশ, ষোড়শ, পঞ্চদশ, চতুর্দ্দশ, ত্রয়োদশ, দ্বাদশ এবং একাদশ সংখ্যা হইতে সূর্য্যাদি শনি পর্য্যন্ত সপ্তগ্রহ অনুভব করিবে। যাত্রা, পুষ্যাভিষেক, প্রতিষ্ঠা, অভিষেক এবং বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ছায়াসাধন শুভাবহ। ৮৫-৮৭

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬

১। ঋক্ষাক্ষরৈঃ ইতি ক্বাপি পাঠঃ।
২। সিদ্ধিযোগশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। শঙ্কাভা ইত্যত্র সংভাগ ইতি পাঠান্তরম্।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

বর্গাঃ ক-চ-ট-ত পাদ্যাঃ লোহিতভৃগুসৌম্য-সৌরাণাম্।
সূর্য্যস্য অকারাদ্যাঃ শশিনো বর্ণা যকারাদ্যাঃ ॥ ১
মেষাদিষু নবভাগার্থে স্ববর্ণাঃ ক্রমেণ সমাধিগতাঃ ॥ ২
বর্গে চ পরিসমাপ্তে পূর্ব্ববদারভ্যতে ভূয়ঃ।
স্বরব্যঞ্জনসংযোগো ভূতত্ত্বলতা যথাযোগম্ ॥ ৩
জ্ঞাত্বা সর্ব্বমশেষং ধর্ম্মাদিকমারভেন্নিত্যম্ ॥ ৪
ত্রুট্যহঃপক্ষমাসঋত্বয়নসমাদিষু ॥ ৫
পিতরঃ সর্ব্বদেবানাং গ্রহাদীনাং নিবোধত।
আর্ত্তব্যঃ পিতরো জ্ঞেয়া যে জাতা ঋতুসূনবঃ ॥ ৬
প্রপিতামহা ঋতবঃ পঞ্চাশদ্ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৭
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তে ত্রিধা।
আদিত্যশ্চৈব সোমশ্চ লোহিতাঙ্গো বুধস্তথা ॥ ৮
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ তথা চৈব শনৈশ্চরঃ।
রাহুশ্চ ধূমকেতুশ্চ এতে নবগ্রহাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯
ত্রৈলোক্যস্য ইমে নিত্যং ভাবাভাববিবেচকাঃ।
আদিত্যশ্চৈব সোমশ্চ দ্বাবেতৌ মণ্ডলৌ গ্রহৌ ॥ ১০
রাহুশ্ছায়াগ্রহস্তেষাং শেষাস্তারাগ্রহাঃ স্মৃতাঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমো গ্রহরাজো দিবাকরঃ ॥ ১১
পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকং চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
আদিত্যং পঠ্যতে শম্ভুরুমাং বিদ্যান্নিশাকরম্ ॥ ১২

কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ এবং পবর্গ যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি এবং শনির। অকারাদি স্বর সূর্য্যের, যকারাদি বর্ণ চন্দ্রের। ১

বর্ণ-সমুদয় মেষাদি রাশির নবাংশানুগত। ২

বর্গ পরিসমাপ্ত হইলে আবার প্রথম বর্গ হইতে আরম্ভ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ চন্দ্রবর্গ—যবর্গের পর কি বর্গ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে বলা উচিত, 'কবর্গ' ইত্যাদি। যথাসম্ভব স্বর-ব্যঞ্জনসমূহ হইতে উৎপন্ন। ভূ, তত্ত্ব এবং লতাপ্রভৃতি শব্দে মিলাইয়া দেখ। ৩-৪

ত্রুটী (স্বল্পকাল), দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন এবং বৎসরাদিতে যখনই ধর্ম্মাদি-কার্য্য করিবে, তখনই এইরূপে শুভাশুভ সময় পরীক্ষা করিবে। ৫

এক্ষণে, পিতৃগণ ও গ্রহপ্রভৃতি দেবগণের বিষয় শ্রবণ কর। যাঁহারা ঋতুগণের পুত্র সেই পিতৃগণ আর্ত্তব নামে অভিহিত। ৬

ঋতুগণ পিতামহ ; (মূলে পাঠপ্রমাদ আছে) পঞ্চাশৎসংখ্যক পিতৃপুরুষ; ব্রহ্মার পুত্র। ৭

তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য এবং বর্হিষদ্ এই তিন ভাগে বিভক্ত। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইহাঁরা নবগ্রহ। ৮-৯

নবগ্রহই ত্রৈলোক্যের শুভাশুভসূচক। সূর্য্যে এবং চন্দ্র এই দুই মণ্ডলগ্রহ ; রাহু ছায়াগ্রহ এবং অবশিষ্ট তারাগ্রহ। চন্দ্র নক্ষত্রাধিপতি আর সূর্য্য গ্রহ-

পিতামহস্তু বিজ্ঞেয়স্তৃতীয়োঽঙ্গারকো গ্রহঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ সূর্য্যঃ সোমো ধর্ম্মসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩
দেবাসুরগুরূ দ্বৌ চ ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ।
প্রজাপতিসুতাবেতাবুভৌ শুক্রবৃহস্পতী ॥ ১৪
বুধঃ সোমাত্মজঃ শ্রীমান্ সূর্য্যপুত্রঃ শনৈশ্চরঃ।
সৈংহিকেয়ঃ স্মৃতো রাহুঃ কেতুশ্চ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ১৫
সর্ব্বেষান্তু গ্রহাণাং বৈ অধস্তাচ্চরতে রবিঃ।
রবেরূর্দ্ধং স্থিতঃ সোমঃ সোমান্নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥ ১৬
নক্ষত্রেভ্যো বুধস্তূর্দ্ধং বুধাদূর্দ্ধন্তু ভার্গবঃ।
তস্মাদঙ্গারকশ্চোর্দ্ধং তস্য চোর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ ॥ ১৭
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং তস্যোর্দ্ধমৃষিমণ্ডলম্।
ঋষিভ্যশ্চ ধ্রুবশ্চোর্দ্ধমায়ান্তং ত্রিদিবং ধ্রুবে ॥ ১৮
আদিত্যানিলয়ো রাহুঃ কদাচিৎ সোমমার্গতঃ।
সূর্য্যমণ্ডলসংস্থস্তু নিত্যং কেতুঃ প্রসর্পতি ॥ ১৯
নবযোজনসহস্রাণি বিস্তারো ভাস্করস্য তু।
বিস্তারাৎ ত্রিগুণঞ্চাস্য পরিণাহে তু মণ্ডলম্ ॥ ২০
দ্বিগুণং সূর্য্যবিস্তারাদ্ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণং মণ্ডলঞ্চাস্য যথৈব সবিতুস্তথা ॥ ২১
চন্দ্রতঃ ষোড়শভাগো ভার্গবস্য বিধীয়তে।
ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ॥ ২২
বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ বক্রসৌরাবুদাহৃতৌ।
বিস্তারমণ্ডলাভ্যান্তু পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ ॥ ২৩

রাজ। সূর্য্য অগ্নি, চন্দ্র জল, সূর্য্য শিব, চন্দ্র শিবা। মণ্ডলগ্রহ ব্রহ্মা। সূর্য্য কশ্যপের পুত্র; চন্দ্র ধর্ম্মের পুত্র; দুই তেজস্বী মহাগ্রহ বৃহস্পতি ও শুক্র দেব-গুরু ও অসুরগুরু। ১০-১৪

ইহাঁরা উভয়ে প্রজাপতিদ্বয়ের পুত্র। শ্রীমান্ বুধ চন্দ্রের পুত্র, শনি সূর্য্যের পুত্র। রাহু সিংহিকাতনয়, আর কেতু ব্রহ্মার পুত্র। ১৫

সূর্য্য সকল গ্রহের নিম্নে বিচরণ করেন, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র মণ্ডলের ঊর্দ্ধে বুধ, বুধের ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্রের ঊর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গলের ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি, তদূর্দ্ধে শনি; শনির ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল। ঋষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে ধ্রুব। স্বর্গ ধ্রুবের সহিত সম্বন্ধ। ১৬-১৮

রাহু কখন সূর্য্যমণ্ডলে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে থাকেন। কেতু নিত্য সূর্য্য-মণ্ডলে থাকিয়া বিচরণ করেন। সূর্য্যের বিস্তার নয়সহস্র যোজন। মণ্ডলের বিস্তার সূর্য্যবিস্তার-অপেক্ষা তিনগুণ বেশী। ১৯-২১

সূর্য্যের বিস্তার অপেক্ষা চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ অধিক। সূর্য্যমণ্ডল সূর্য্য অপেক্ষা যেমন ত্রিগুণ অধিক, তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডল চন্দ্র আপেক্ষা ত্রিগুণ বেশী। শুক্র, চন্দ্রের ষোল ভাগের একভাগ। বৃহস্পতি, শুক্র হইতে এক-চতুর্থাংশ হীন। ২২

মঙ্গল এবং শনি বৃহস্পতি অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ হীন। শনি মঙ্গল অপেক্ষা

বুধতুল্যানি ঋক্ষাণি সর্ব্বহ্রস্বানি যানি তু।
যোজনার্দ্ধপ্রমাণানি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে ॥ ২৪
রাহুঃ সূর্য্যপ্রমাণস্তু কদাচিৎ সোমসম্মিতঃ।
তস্মাদ্ গ্রহপ্রমাণস্তু কেতুস্ত্বনিয়তঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫
ভূর্লোকং ভুবঃ স্বর্লোকং ত্রৈলোক্যমিদমুচ্যতে।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬
ভূর্লোকঃ পার্থিবো লোকো অন্তরীক্ষং ভুবঃ স্মৃতঃ।
ভাব্যা লোকা দিবি হ্যেতচ্ছেষা উর্দ্ধং যথাক্রমম্ ॥ ২৭
বায়ুর্নভসোঽধিপতিস্তেন বায়ুর্নভস্পতিঃ।
ভাব্যস্য সূর্য্যোঽধিপতিস্তেন সূর্য্যো দিবস্পতিঃ ॥ ২৮
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গুহ্যকাঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
ভূর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে অন্তরীক্ষচরান্ শৃণু ॥ ২৯
মরুতঃ সপ্তভিঃ স্কন্ধৈঃ রুদ্রাস্তথৈব চাশ্বিনৌ।
আদিত্যা বসবঃ সর্ব্বে(১) তথৈব চ গবাং গণাঃ ॥ ৩০
চতুর্থে তু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তে কল্পবাসিনঃ।
প্রজানাং পতিভিঃ সর্ব্বৈঃ সেব্যতে পঞ্চমো মহান্ ॥ ৩১
মনুঃ সনৎকুমারাদ্যা বৈরাজশ্চ সুতাশয়ঃ।
ষষ্ঠে তু সংস্থিতা হ্যেতে দেবা দেববিবোধকাঃ ॥ ৩২

বুধ এক চতুর্থাংশ হীন। হীনতা নিজ বিস্তার ও মণ্ডলবিস্তার উভয় পক্ষেই বুঝিবে। ২৩

নক্ষত্রগণের পরিমাণ বুধের তুল্য। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে নক্ষত্র, তাহাদের পরিমাণ অর্দ্ধ যোজন। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র নক্ষত্র নাই। রাহু কখন সূর্য্যের ন্যায় পরিমাণসম্পন্ন হয়, কখন বা চন্দ্র-সমপরিমাণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের প্রমাণ রাহু হইতেই হয়। কেতুর পরিমাণ-স্থৈর্য্য নাই। ২৪-২৫

ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক ত্রৈলোক্য ভূর্লোকাদি ত্রয়, আর মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক এই সপ্ত লোক। ২৬

ভূর্লোক পার্থিবলোক, ভুবর্লোক অন্তরীক্ষলোক, অবশিষ্ট সকল লোকই ভাব্য নামে অভিহিত এবং তৎসমস্তই স্বর্গের অন্তর্গত। ২৭

এই লোক সকল যথাক্রমে উর্দ্ধ। অগ্নি ভূতগণের ভূর্লোকের অধিপতি, এইজন্য তাঁহার নাম ভূতপতি। বায়ুর্নভঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোকের অধিপতি, এইজন্য তিনি নভস্পতি নামে অভিহিত। সূর্য্য ভাব্যলোকের অধিপতি এজন্য তিনি ভাব্যাধিপতি নামে অভিহিত। ২৮

গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং রাক্ষসগণ ভূর্লোকবাসী। অন্তরীক্ষচর কে কে, তাহা শুন ; সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত বায়ু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্তরীক্ষচর। আদিত্যগণ, বসুগণ এবং সুরভি প্রভৃতি গোগণ স্বর্লোকবাসী। ২৯-৩০

চতুর্থ মহর্লোকে কল্পান্তস্থায়ী দেবগণের বাস। জনোলোকে প্রজাপতিগণের বাস। ৩১

মনু, বৈরাজ ও সনৎকুমারাদি ঋষি ষষ্ঠলোকে অবস্থিত ; ইহাঁরা দেবাসুরের জ্ঞানদাতা। ৩২

১। স্তবেগে পাঠান্তরম্ প্রামাদিকং 'স্বর্গে' মূলকম্।

সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্ভববাসিনা।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ॥ ৩৩
মহীতলাৎ সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং দিবাকরঃ।
দশ তানি ধ্রুবে যাবদ্দ্বিগুণে দ্বিগুণান্তরে॥ ৩৪
দশযোজনকোট্যস্তু ভূমেরূর্দ্ধং ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়োবিংশতিলক্ষাণি ত্রৈলোক্যোৎসেধ উচ্যতে॥ ৩৫
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজানানাং শতেষু চ।
লোকন্তরমথৈকৈকং ধ্রুবাদূর্দ্ধং বিধীয়তে॥ ৩৬
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ভূতা বিদ্যাধরাশ্চৈব অষ্টৌ তে দেবযোনয়ঃ॥ ৩৭
তে ব্রহ্মাণ্ডস্য মধ্যস্থাঃ পরতস্তমসাবৃতম্।
ততোঽগ্নির্বায়ুরাকাশং ততো ভূতাদিরুচ্যতে॥ ৩৮
ততো মহান্ প্রধানশ্চ প্রকৃতিঃ পুরুষস্ততঃ।
পুরুষাদীশ্বরো জ্ঞেয়ো যস্য শক্ত্যাবৃতং জগৎ॥ ৩৯
শিবোমা ভানুদেবানাং পরাপরতরা মতা॥ ৪০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে গ্রহগতির্নাম
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭

সপ্তম সত্যলোক, সত্যলোকের অধিবাসীগণের পুনর্জ্জন্ম নাই। সত্যলোকের নামান্তর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের প্রতিঘাত নাই। ৩৩

মহীতল হইতে শত-সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্য, তদূর্দ্ধস্থ ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্রগণ ক্রমে ক্রমে সম বা গুণাদি অন্তরে অবস্থিত। ৩৪

মহীতলের পর ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত দশটি স্থান। ধ্রুব ভূমি হইতে দশকোটি যোজন ঊর্দ্ধে। ত্রৈলোক্যের উৎসেধ ত্রয়োবিংশতি লক্ষ যোজন। ধ্রুবের ঊর্দ্ধ লোক সকল (মহঃ প্রভৃতি) ক্রমে দুইলক্ষ যোজন করিয়া অন্তর। ৩৫-৩৬

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ভূত এবং বিদ্যাধর এই অষ্ট দেবযোনি। ৩৭

ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী। তৎপরে সবই অন্ধকারাবৃত। অনন্তর তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি এবং পুরুষ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ জানিবে। পুরুষেরও পূর্ব্ব ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তিতেই জগৎ আবৃত (এইজন্যই) শিবদুর্গাজ্যোতি সর্ব্ব দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। ৩৮-৪০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

রাকা চানুমতী চৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা তথা।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব অমাবস্যা দ্বিধৈব তু ॥ ১
অমা নাম রবে রশ্মিশ্চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্মাৎ সোমো বসত্যস্যামমাবাসী ততঃ স্মৃতা ॥ ২
পূর্ব্বোদিতে কলাভিন্নে পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরে।
পূর্ণিমানুমতী জ্ঞেয়া পশ্চস্তিমিতভাস্করে ॥ ৩
যস্মাৎ তামনুমন্যন্তে দেবতা পিতৃভিঃ সহ।
তস্মাদনুমতী নাম পূর্ণিমা চ তদা স্মৃতা ॥ ৪
যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্য চোদ্গমঃ।
যুগপৎ সোত্তরা রাকা তদানুমতিঃ পূর্ব্বিকা[১] ॥ ৫
রাকাং তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
রঞ্জনাচ্চৈব[২] চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়োঽব্রুবন্ ॥ ৬
সিনীবালীপ্রমাণস্তু ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
অমাবস্যাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা ॥ ৭
কুহ্বেতি কোকিলেনোক্তে যঃ কালস্তু সমাপ্যতে।
তৎকালসংজ্ঞা ত্বেকা বৈ অমাবস্যা কুহূঃ স্মৃতা ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্ণিমা দ্বিবিধ, রাকা এবং অনুমতি। অমাবস্যাও দ্বিবিধ, সিনীবালী এবং কুহূ। ১

অমানাম্নী রবিদীধিতি, চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত ; সোম এই অমারশ্মিতে বাস করেন বলিয়া এই তিথির নাম অমাবাসী। ২

যদি পূর্ণিমায় কলান্যূন চন্দ্র সূর্য্যাস্তের কিয়ৎপূর্ব্বে উদিত হয়, তাহা হইলে সেপূর্ণিমা, অনুমতি নামে অভিহিত। ৩

সেই পূর্ণিমা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা দেবপিতৃগণের অনুমত, এইজন্য তাহার নাম অনুমতি। ৪

সূর্য্যাস্ত হইলে, অথবা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেই পূর্ণিমা রাকা, আর পূর্ব্ব পূর্ণিমা অনুমতি। ৫

চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা অনুমতি আর তদিতর পূর্ণিমা রাকা, ইহাই হইল বচনদ্বয়ের তাৎপর্য্য। চন্দ্রের রঞ্জনকারিকা বলিয়া শেষ পূর্ণিমার নাম রাকা। ৬

ক্ষীণশেষ চন্দ্র যে অমাবস্যায় সূর্য্যে প্রবেশ করেন, তাহাই সিনিবালী অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা সিনীবালী। ৭

কোকিলের শব্দের নাম কুহূ। যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিলে পর্য্যাপ্ত, তাদৃশ-কৃষ্ণবর্ণযুক্ত বস্তুরও সংজ্ঞা কুহূ ; অতএব এবম্বিধ অমাবস্যাই তাদৃশ কুহূ-পদবাচ্য। ৮

১। পূর্ব্বিকেত্যত্র পূর্ণিমা ইতি পাঠঃ।
২। ব্যঞ্জনা ইতি পাঠান্তরম্।

অনুমত্য শরাঃ কার্য্যা সিনীবালী কুহূং বিনা।
এতাসাং দ্বিনবঃ[১] কালঃ কুমাত্রে তু কুহূঃ স্মৃতা ॥ ৯
কলাঃ ষোড়শ সোমস্য শুক্লে বর্দ্ধয়তে রবিঃ।
অমৃতেনামৃতঃ কৃষ্ণে পীয়ন্তে দৈবতৈঃ ক্রমাৎ ॥ ১০
প্রথমাং পিবতে বহ্নির্দ্বিতীয়াং তপনঃ কলাম্।
বিশ্বেদেবাস্তৃতীয়াস্তু চতুর্থীস্তু প্রজাপতিঃ ॥ ১১
পঞ্চমীং বরুণশ্চাপি ষষ্ঠীং পিবতি বাসবঃ।
সপ্তমীমৃষয়ো দিব্যা বসবোঽষ্টৌ তথাষ্টমীম্ ॥ ১২
নবমীং কৃষ্ণপক্ষস্য পিবতীন্দ্রঃ কলামপি।
দশমীং মরুতশ্চাপি রুদ্রা একাদশীং কলাম্ ॥ ১৩
দ্বাদশীস্তু কলাং বিষ্ণুর্ধনদশ্চ ত্রয়োদশীম্।
চতুর্দ্দশীং পশুপতিঃ কলাং পিবতি নিত্যশঃ ॥ ১৪
ততঃ পঞ্চদশীঞ্চৈব পিবন্তি পিতরঃ কলাম্।
কলাবশিষ্টো নিষ্পীতঃ প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১৫
অমায়াং বিশতি রশ্মৌ অমাবাসী ততঃ স্মৃতা ॥ ১৬
পূর্ব্বাহ্নে প্রবিশত্যর্কং মধ্যাহ্নে তু বনস্পতিম্।
অপরাহ্ণে বিশত্যপ্সু[২] স্বযোনিং বারিসম্ভবঃ ॥ ১৭

চতুর্দ্দশীযুক্ত ভিন্ন যে অমাবস্যা তাহাই চন্দ্রদর্শন-শূন্য, অতএব গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এইজন্যই তাহার নাম কুহূ। ৯

সূর্য্য, শুক্লপক্ষে অমৃত দ্বারা চন্দ্রের ষোড়শকলা বর্দ্ধিত করেন; আর কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ ক্রমে সেই অমৃত পান করেন। ১০

বহ্নি অমৃতাত্মক-প্রথমকলা পান করেন, সূর্য্য দ্বিতীয়কলা পান করেন। বিশ্বদেবগণ তৃতীয়কলা পান করেন, প্রজাপতি চতুর্থকলা পান করেন। ১১

বরুণ পঞ্চমকলা পান করেন, বসুপুত্র,* ষষ্ঠকলা পান করেন, দেবর্ষিগণ সপ্তমকলা পান করেন, অষ্টবসু অষ্টমকলা পান করেন। ১২

কৃষ্ণপক্ষের নবমকলা ইন্দ্র পান করেন, বায়ু পান করেন দশমকলা, রুদ্রগণ একাদশকলা পান করেন। ১৩

বিষ্ণু দ্বাদশকলা পান করেন, কুবের ত্রয়োদশকলা পান করেন, শিব নিত্যই চতুর্দ্দশকলা পান করেন। ১৪

পিতৃগণ পঞ্চদশ কলা পান করেন। নিষ্পীত চন্দ্র, কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমা নাম্নী সূর্য্যরশ্মিতে মিলিত হন। এইজন্য অমাবস্যার নামান্তর অমাবাসী। ১৫-১৬

বারিসম্ভব চন্দ্র পূর্ব্বাহ্ণে সূর্য্যে, মধ্যাহ্নে বনস্পতিতে এবং অপরাহ্ণে স্বীয় উৎপত্তিস্থান-জলে প্রবিষ্ট হন। ১৭

১। বিনবঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। শ্লোকোঽয়ং বহুষু ন দৃশ্যতে।
* মূলে 'বাসবঃ' পাঠ আছে, পরে 'ইন্দ্র' বলিয়া উল্লেখ আছে, সুতরাং বাসব অর্থে ইন্দ্র হইবে না। তবে 'বাসর' পাঠ হইতে পারে, তাহার অর্থ হয় দিনাভিমানী দেব।

আপঃ প্রবিষ্টঃ সোমস্তু শেষয়া কলয়ৈকয়া।
তৃণগুল্মলতাবৃক্ষং নিষ্পাদয়তি চৌষধীঃ ॥ ১৮
তমোষধিং স্থিতিং গাবশ্চরন্ত্যোঽপঃ পিবন্তি চ।
তদঙ্গানুগতং গোভ্যঃ ক্ষীরত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১৯
তৎ ক্ষীরমমৃতং ভূত্বা মন্ত্রপূতং দ্বিজাতয়ঃ।
স্বাহাকার-বষট্কারৈর্জুহ্বত্যাহুতয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২০
হুতমগ্নিষু দেবায় পুনঃ সোমং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১
এবং সংক্ষায়তে সোমঃ ক্ষীণশ্চাপ্যায়তে পুনঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যঃ শশাঙ্কস্য ক্ষয়বৃদ্ধী বিধেদ্বিভুঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে চন্দ্রক্ষয়বৃদ্ধী
নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

চন্দ্র অবশিষ্ট এক কলা লইয়াই জলে প্রবিষ্ট হন, তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া ওষধি সম্পাদন করেন। ১৮

গোগণ চরণ সময়ে ওষধিস্থিত চন্দ্রামৃত এবং জলস্থিত চন্দ্রামৃত পান করে, তাহাই গবাঙ্গে মিলিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ১৯

দ্বিজাতিগণ অমৃতরূপে পরিণত দুগ্ধকে স্বাহাকার বষট্কার প্রভৃতি দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া হোম করেন। ২০

দেবোদ্দেশে অগ্নিতে হোম করিলে, তাহা পুনরায় চন্দ্রের বৃদ্ধিকারণ হয়। ২১

চন্দ্র এইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনরাপ্যায়িত হইয়া থাকেন; অতএব সূর্য্যই চন্দ্রক্ষয়-বৃদ্ধির হেতু। ২২

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

যদয়ং বদতে লোকো বালিশত্বান্মহামতে।
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি চন্দ্রসূর্য্যোপরাগিকম্॥ ১
যদি সত্যময়ং গ্রস্ত-স্তেজোরাশির্দিবাকরঃ।
তৎ কথন্তূদরস্থে ন রাহুণা ভস্মসাৎ কৃতঃ॥ ২
অথবা রাহুণাক্রম্য শত্রুবক্ত্রং প্রবেশিতঃ।
তৎ কথং দশনৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শতধা ন বিখণ্ডিতঃ॥ ৩
বিমুক্তশ্চ পুনর্দৃষ্ট-স্তথৈবাখণ্ডমণ্ডলঃ।
ন চাস্যাপহ্নুতং তেজো ন স্থানাদপসারিতঃ॥ ৪
যদি বা হ্যেষ নিষ্পীতঃ কথং দীপ্ততরো ভবেৎ।
তস্মান্ন তেজসাং রাশী রাহোর্ব্বক্ত্রং গমিষ্যতি॥ ৫
ভক্ষ্যার্থং সর্ব্বদেবানাং সোমঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
তত্রস্থমমৃতঞ্চাপি সম্ভূতং সূর্য্যতেজসা॥ ৬
পিবন্ত্যম্বুময়ং দেবাঃ পিতরশ্চ স্বধামৃতম্।
ত্রয়শ্চ ত্রিশতশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথৈব চ।
ত্রয়শ্চ ত্রিসহস্রাস্তু দেবাঃ সোমং পিবন্তি যে॥ ৭
রাহোরপ্যমৃতং ভাগং পুরা সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ তদ্রাহুরাগতং পাতুমিচ্ছতি পর্ব্বসু॥ ৮
উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং মন্দ্রাকারাং তমোময়ঃ।
পাতুমিচ্ছন্ ততশ্চেন্দুমাচ্ছাদয়তি ছায়য়া॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! লোকে মূঢ়তা-প্রযুক্ত চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণসম্বন্ধে যে কথা বলে, তদ্বিষয়ে আমার কথা এই,—যদি সত্যই তেজোরাশি দিবাকরকে রাহু গ্রাস করে, ত উদরস্থিত সূর্য্যতেজে রাহু ভস্ম হয় না কেন? ১-২

অথবা রাহু যদি আক্রমণ করিয়া শত্রু সূর্য্যকে মুখপ্রবিষ্টই করে, ত সে তীক্ষ্ণ দশন-দ্বারা তাঁহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড না করে কেন? ৩

সূর্য্য মুক্ত হইলে তেমনিই ত তাঁহাকে অখণ্ড মণ্ডল দেখা যায়। তেজের অপহ্নব, স্থানচ্যুতি কিছুই ত ইহাঁর হয় না। ৪

যদি বা কোন প্রকারে সূর্য্য নিষ্পীত হন, তাহা হইলে, আবার দীপ্ততর হইয়া উঠেন কিরূপে? (জীর্ণ হওয়াই ত সম্ভব।) ৫

অতএব তেজোরাশি সূর্য্য রাহুর মুখে প্রবিষ্ট হন না; কিন্তু, স্বয়ম্ভু, সর্ব্ব-দেবগণের ভক্ষণার্থ চন্দ্রসৃষ্টি করিয়াছেন, চন্দ্রের অমৃত সূর্য্য-তেজ হইতেই সম্ভূত। ৬

দেবগণ জলময় অমৃত পান করেন, পিতৃগণ স্বধামৃত পান করেন। তিনশত তেত্রিশ এবং তিন সহস্র তিন দেবতা সোমপায়ী। ৭

স্বয়ম্ভু, রাহুরও অমৃতভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য রাহু পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া তাহা পান করিতে ইচ্ছা করে। ৮

তমোময় রাহু, পৃথিবীচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া অমৃত-পানেচ্ছায় তদ্দ্বারা চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে। ৯

শুক্লে চ চন্দ্রমভ্যেতি কৃষ্ণে পর্ব্বণি ভাস্করম্।
চন্দ্রমণ্ডলসংস্থস্তু চন্দ্রমেব জিঘাংসতি ॥ ১০
তস্মাৎ পিবতি তং রাহুস্তনুমস্যাবিনাশয়ন্।
অবিহিংসন্ যথা পদ্মং পিবতি ভ্রমরো মধু।
চন্দ্রস্থমমৃতং তদ্বদভেদাদ্রহুরশ্নুতে ॥ ১১
চন্দ্রকান্তো মণির্যদ্বং তুহিনং ক্ষরতে ক্ষণাৎ।
ক্ষরন্নপি ন হীয়েত তেজসা নৈব মুচ্যতে ॥ ১২
যথা সূর্য্যমণিশ্চাপি সূর্য্যাদুৎপাদ্য পাবকম্।
ন ভবত্যঙ্গহীনোঽপি তেজসা নৈব মুচ্যতে ॥ ১৩
এবং চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ ছাদিতাবপি রাহুণা।
স্বতেজসা ন মুচ্যেতে নাঙ্গহীনৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪
পর্ব্বস্বথ চ চন্দ্রস্য মাণিক্যকলসাকৃতিঃ।
সোমদৈবতসংয়োগা-চ্ছায়াযোগাচ্চ পার্থিবে।
রাহোশ্চ বরলব্ধাদ্বৈ প্রক্ষরেদমৃতং শশী ॥ ১৫
স্বদোহকালে সংপ্রাপ্তে বৎসং দৃষ্ট্বা যথা চ গৌঃ।
স্বাঙ্গাদেব ক্ষরেৎ ক্ষীরং তথেন্দুঃ ক্ষরতেঽমৃতম্ ॥ ১৬
পিতেব সূর্যো দেবানাং সোমো মাতেব লক্ষ্যতে ॥ ১৭
যথা মাতুঃ স্তনং পীত্বা জীবন্তি সর্ব্বজন্তবঃ।
পীত্বামৃতং তথা সোমাৎ তৃপ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৮
সম্ভৃতং পর্ব্বযোগেষু তথায়ং ক্ষরতে শশী।
তং ক্ষরন্তং যথাভাগমুপজীবন্তি দেবতাঃ ॥ ১৯

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হয়, আর অমাবস্যায় সূর্য্য-মণ্ডলে উপস্থিত হয়। সূর্য্যমণ্ডলেও উপস্থিত হয় চন্দ্রামৃত-পানেই উদ্দেশে। ১০

রাহু চন্দ্রের শরীর বিনষ্ট না করিযা অমৃত-মাত্রই পান করে। ভ্রমর যেমন পদ্ম-বিনাশ না করিয়া তাহার মধু পান করে, সেইরূপ রাহু চন্দ্রের অমৃত পান করে। ১১

চন্দ্রকান্তমণি যেমন ক্ষণমধ্যে হিমক্ষরণ করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না,—তেজোহীন হয় না, সূর্য্যকান্তমণি যেরূপ সূর্য্যকিরণযোগে অগ্নি উৎপাদন করিয়াও অঙ্গহীন হয় না বা তেজোমুক্ত হয় না, তদ্রূপ চন্দ্র-সূর্য্যও রাহু কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলেও তেজোহীন-অঙ্গহীন হন না। ১২-১৪

পর্ব্বকালে সোমদেবতার অধিষ্ঠান, পৃথিবী-চ্ছায়াযোগ এবং রাহুর বরলাভ-হেতুক মানিক্য-কলসাকৃতি চন্দ্রমণ্ডলে অমৃতক্ষরণ হয়। ১৫

দোহন কাল উপস্থিত হইলে, বৎস-দর্শন-মাত্রে গাভীস্তন হইতে যেমন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ চন্দ্র হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়। ১৬

সূর্য্য দেবগণের পিতৃস্বরূপ, আর চন্দ্র মাতৃস্বরূপ। ১৭

যেমন মাতৃ-স্তন পান করিয়া জীবগণ জীবনরক্ষা করে, তদ্রূপ চন্দ্রের অমৃত পান করিয়া দেবতারাও তৃপ্তিলাভ করেন। ১৮

পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে চন্দ্র হইতে পূর্ব্ব উপমানবৎ অমৃতক্ষরণ হয়। ক্ষরিতামৃতচন্দ্র সকল—দেবতার উপজীব্য। ১৯

তস্মিন্ কালে সমভ্যেতি রাহুরপ্যবকর্ষতে।
সর্ব্বমর্দ্ধং ত্রিভাগং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা ॥ ২০
আক্রম্য পার্থিবী চ্ছায়া যাবতী চন্দ্রমণ্ডলম্।
স্মৃতঃ স ভাগো রাহোস্তু দেবভাগাস্তু শেষকাঃ ॥ ২১
তৃপ্তিং বিধায় দেবানাং রাহোঃ পর্ব্বগতস্য চ।
চন্দ্রো ন ক্ষয়মায়াতি তেজসা নৈব মুচ্যতে ॥ ২২
তিথিভাগাশ্চ যাবন্তঃ পুনস্ত্বর্কপ্রমাণতঃ।
পর্ব্বচ্ছায়াস্থিতঃ কাল-স্তাবানেব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩
অতো রাহুপুরঃ সোমঃ সোমাদূর্দ্ধং দিবাকরঃ।
পর্ব্বকালে স্থিতিস্ত্বেবং বিপরীতা পুনঃপুনঃ ॥ ২৪
অতশ্ছাদয়তে রাহু-রভ্রবচ্ছশিভাস্করৌ।
রাহুরভ্রকসংস্থানঃ সোমমাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং ধূমমেঘ ইবোত্থিতঃ ॥ ২৫
চন্দ্রস্য যদবষ্টব্ধং রাহুণা ভাস্করস্য বা।
নাম্না চ খণ্ডিতং তস্য কেবলং শ্যামলীকৃতম্ ॥ ২৬
কর্দ্দমেন যথা বস্ত্রং শুক্লমপ্যুপহন্যতে।
একোদ্দেশে তু সর্ব্বং বা রাহুণা চন্দ্রমাস্তথা ॥ ২৭
প্রক্ষালিতং তদেবাপ্সু পুনঃ শুক্লতরং ভবেৎ।
রাহুমুক্তং ভবেৎ তদ্বন্নির্ম্মলং চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ২৮
রাহুণা চ্ছাদিতৌ বাপি দৃষ্ট্বা চন্দ্রদিবাকরৌ।
বিপ্রাঃ শান্তিপরা ভূত্বা পুনরাপ্যায়যন্ত্রিতম্ ॥ ২৯

তৎকালে রাহু আসিয়াও আবার টানাটানি করে। পৃথিবীচ্ছায়া চন্দ্রমণ্ডলের সর্ব্বাংশ, অর্দ্ধ, ত্রিভাগ, পাদ বা পাদার্দ্ধ, যতখানি অধিকার করে, ততখানিই রাহুর ভাগ। অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগের। ২০-২১

চন্দ্র দেবগণের পর্ব্বদিন এবং সমাগত রাহুর তৃপ্তি-বিধান করিয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত বা তেজোহীন হন না। ২২

সূর্য্যপ্রমাণে তিথির অংশ (সন্ধিকাল) যতটুকু হইতে পারে, পর্ব্বচ্ছায়কাল তাবন্মাত্র। ২৩

রাহু চন্দ্রকে আবরণ করে; অতএব চন্দ্র রাহু অপেক্ষা উর্দ্ধে, আর চন্দ্রের উর্দ্ধে দিবাকর, পর্ব্বকালে এইরূপ অবস্থান হয়। অন্য সময়ে বিপরীত অবস্থিতি, অর্থাৎ তখন চন্দ্র উর্দ্ধে, সূর্য্য নিম্নে। রাহু নিম্নে এই কারণেই মেঘের ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। রাহু পৃথিবীচ্ছায়া উদ্ধৃত করিয়া ধূমবর্ণ মেঘাকারে চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ২৪-২৫

রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের যে অংশ আচ্ছাদন করে, সেই অংশ খণ্ডিত নামে ব্যবহৃত হয় বটে; কিন্তু ফলে খণ্ডিত হয় না, কেবল শ্যামলীকৃত হইয়া থাকে। শুক্লবস্ত্র যেরূপ একদেশে বা সর্ব্বাংশে কর্দ্দমোপহত হয়, চন্দ্রও সেইরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আবার কর্দ্দমোপহত শুক্লবস্ত্র প্রক্ষালিত হইলেই পুনরায় উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ হয়, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডলও রাহুমুক্ত হইলে পুনরায় নির্ম্মল হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্যকে রাহুচ্ছন্ন দেখিলে, যতক্ষণ তাঁহাদের রাহুমুখনির্গম না হয়, তাবৎ ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপে দেখা গেল,

এবং ন গৃহ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমাস্তত্র গৃহ্যতে।
অবুধাস্তং ন পশ্যন্তি মানুষা মাংসচক্ষুষা।
জগৎসম্মোহনঞ্চৈব গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে গ্রহণবিকল্পো নামৈকোন-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হন না, চন্দ্রই গৃহীত হন। অনভিজ্ঞ মানুষ, মাংসচক্ষে তাহা দেখিতে পায় না। বাস্তবিকই চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ জগতের সম্মোহজনক। ২৩-৩০

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

এতে ক্ষণা মুহূর্ত্তাশ্চ লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাঃ পুষা।
যামাহঃপক্ষমাসাশ্চ ঋত্বয়নসমা যুগাঃ ॥ ১
ষষ্ট্যব্দকালসংখ্যাতা গ্রহযোগবলোদ্ভবা।
শুভাবহা যথা তাত তথা নো বক্তুমর্হসি ॥ ২

মনুরুবাচ—

সংবৎসরপ্রমাণেন দেব্যা কৃতপুরোহিতাঃ।
যষ্টব্যা বিধিনা তাত সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধিদা ॥ ৩
মহাভয়বিনাশায় মহারিপুবধায় চ।
মহাভ্যুদয়কামায় মহাসিদ্ধিফলায় চ ॥ ৪
পূজয়েদ্ যাজয়েদ্দেবীং ষষ্টিধা পরমেশ্বরীম্।
ঋতুনাগকৃতা পীড়া যক্ষরক্ষোগ্রহোদ্ভবা ॥ ৫
সংবৎসরমহাদোষজন্মর্ক্ষমুপমর্দ্দকাঃ ॥ ৬
কেতুত্থা শশিরাহুত্থা ভৌমার্কিসিতভানুজাঃ।
শময়েদ্ যজমানস্য দেবীহোমরতস্য চ ॥ ৭
মণ্ডলাদিবিভেদেন মহাস্নানাভিষেচনৈঃ।
চন্দ্রসম্পূর্ণপুষ্যর্ক-ফলরত্নাভিপূজনৈঃ ॥ ৮
মঙ্গলা মঙ্গলং ধত্তে বিধিনা পূজিতা মুনে।
উৎপাতক্ষোভনির্ঘাত-বিকৃতীনাং শমায় চ।
কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুষ্বৈকমনাধুনা ॥ ৯
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা শিবা শান্তির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
ঋদ্ধির্বৃদ্ধিরুন্নতিঃ সিদ্ধি-স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ শ্রিয়া উমা ॥ ১০

শৌনক বলিলেন,—এই যে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত লব, কাষ্ঠা, কলা, প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ এবং গ্রহচারসম্ভূত কালসংজ্ঞক ষষ্টিবৎসর, যাহাতে শুভাবহ হয়, তাহা আমাদিগকে বলুন। ১-২

মনু বলিলেন,—হে তাত! পুরোহিত আশ্রয় করিয়া এক বৎসর সর্ব্বকাম-সিদ্ধিদায়িনী দেবীকে যথাবিধি পূজা করিবে। ৩

মহাভয়-বিনাশ, মহাশত্রুবধ, মহামঙ্গল-স্পৃহা এবং মহাসিদ্ধি-ফলোদ্দেশে দেবী পরমেশ্বরীর ষষ্টিবার পূজা ও হোম করিবে। ঋতুপীড়া, নাগপীড়া, যক্ষ-রাক্ষস-গ্রহপীড়া, বর্ষদোষ, জন্মনক্ষত্র-পীড়া, শনি, রাহু, কেতু, মঙ্গল, শুক্র এবং সূর্য্যাদি জনিত-পীড়া দেবী-হোমরত যজমানের বিনষ্ট হয়। ৪-৭

মণ্ডলাদি-ভেদে মহাস্নানাভিষেক, পূর্ণচন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে ফল-রত্ন দ্বারা সেই মঙ্গলাদেবীকে যথাবিধি পূজা করিলে তিনি মঙ্গল করেন। উৎপাত. ক্ষোভ, নির্ঘাত প্রভৃতি বৈকৃত উৎপাতের শান্তির জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, এক্ষণে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৮-৯

মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, শিবা, শান্তি, ধৃতি. ক্ষমা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, উন্নতি, সিদ্ধি,

দীপ্তিঃ কান্তির্যশা লক্ষ্মীরীশ্বরীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১
বিংশতিশ্চোত্তমা দেব্যঃ সত্ত্বভাবব্যবস্থিতাঃ।
প্রথমা সংস্থিতা বৎস সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ১২
ব্রাহ্মী জয়াবতী শক্তিরজিতা চাপরাজিতা ॥
জয়ন্তী মানসী মায়া দিতিঃ শ্বেতা বিমোহিনী ॥ ১৩
শরণ্যা কৌশিকী গৌরী বিমলা রতিলালসা।
অরুন্ধতী ক্রিয়া দুর্গা রাজসা ইতি চাপরাঃ ॥ ১৪
মহাভাগে স্থিতা দেব্যা যুগানামশুভাপহাঃ ॥ ১৫
কালী রৌদ্রা কপালী চ ঘণ্টকর্ণা ময়ূরিকা।
বহুরূপা সুরূপা চ ত্রিনেত্রা রিপুহাম্বিকা ॥ ১৬
মাহেশ্বরী কুমারী চ বৈষ্ণবী সুরপূজিতা।
বৈবস্বতী তথা ঘোরা করালী বিকটাদিতিঃ ॥ ১৭
চর্চ্চিকা চেতি চান্তস্থা দেব্যস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাঃ।
পূজিতব্যা মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামপ্রসাধিকাঃ ॥ ১৮
ত্রিদশাসুরগন্ধর্ব্ব-যক্ষরক্ষোরগৈর্নুতাঃ।
ভাবকালাশ্রয়াঃ কার্য্যা দ্রব্যরূপফলপ্রদাঃ ॥ ১৯
প্রত্যেকশঃ সমস্তা বা কর্ত্তব্যা মুনিসত্তম ॥ ২০
অথবা যুগভেদেন পঞ্চ পঞ্চ প্রপূজিতাঃ।
রত্নহেমকৃতা দেব্যো দৃষ্টাদৃষ্টপ্রদায়িকাঃ ॥ ২১
নবসপ্তকভেদেন রুদ্রেশহরভূসুরৈঃ।
ব্রহ্মা পিতামহো বিষ্ণু র্জনার্দ্দনপ্রভুস্থিতৈঃ ॥ ২২
মাতরো ভেদভাবেন ষট্‌সুরান্তে বিযোজিতাঃ।
দৈবদেব্যোপকারায় মন্ত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩

তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রী, উমা, দীপ্তি, কান্তি, যশাদেবী, লক্ষ্মী এবং ঈশ্বরী এই বিংশতি উত্তম-দেবতা প্রথম ভাগস্থিতা, সত্ত্বভাবে অবস্থিতা এবং সর্ব্বসিদ্ধি-দায়িনী। ১০-১২

ব্রাহ্মী, জয়াবতী, শক্তি, অজিতা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, মানসী, মায়া, দিতি, শ্বেতা, বিমোহিনী, শরণ্যা, কৌশিকী, গৌরী, বিমলা, রতি, ইচ্ছা, অরুন্ধতী, ক্রিয়া এবং দুর্গা ইহাঁরা রজঃপ্রকৃতি ও অপরা নামে অভিহিতা ; এই দেবী মধ্যভাগে অবস্থিতা এবং যুগাশুভবিনাশিনী। ১৩-১৫

কালী, রৌদ্রা, কপালী, ঘণ্টাকর্ণা, ময়ূরিকা, বহুরূপা, সুরূপা, ত্রিনেত্রা, রিপুহা, অম্বিকা, মাহেশ্বরী, কুমারী, বৈষ্ণবী, সুর-পূজিতা, বৈবস্বতী, ঘোরা, করালী, বিকটা, অদিতি এবং চর্চ্চিকা এই ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতা দেবীগণ অন্তভাগে অবস্থিতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ। সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব যক্ষ-রাক্ষস পন্নগস্তুতা সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী দেবীদিগকে পূজা করা বিধেয়। ইহাঁরা সময় ও চিত্তশুদ্ধির আয়ত্ত। দ্রব্যানুসারে ফলদান ইহাঁরা করিয়া থাকেন। ১৭-১৯

হে মুনিসত্তম। প্রত্যেকের বা সকলের পূজা করা বিধেয়। ২০

অথবা ষষ্টিবৎসরে দ্বাদশ-যুগভেদে উক্ত ষষ্টি দেবতার মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ দেবী স্বর্ণরত্ন দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া পূজা করিলে দৃষ্টফল অদৃষ্টফল সিদ্ধ হয়। ২১

তৎপরে ইহাঁদের গুহ্য মন্ত্র সকল কথিত হইয়াছে সেই সব মন্ত্র পূজার

গ্রহভেদেন তা দেব্যো নবসংখ্যাঃ প্রপূজিতাঃ।
খখোল্ক সংবৃত্য গা আগব[1] ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ২৪
মন্ত্রা গ্রহে জলে বৎস সর্ব্বে ওঙ্কারপূর্ব্বকাঃ॥ ২৫
নমস্কারান্তসংযুক্তাঃ পূজায়াং হোমে চ স্বাহা।
লোকপালাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ দশধা তাস্তু দেবতাঃ॥ ২৬
নাগাস্তাবন্তভেদেন অনন্তাদ্যা বিজাতিকাঃ।
সূর্য্যা দ্বাদশভেদস্থা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ।
এবং সর্ব্বগতা দেব্যঃ পঞ্চভূততনুস্থিতাঃ॥ ২৭
পঞ্চধা তাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশভির্গুণা শিবা॥ ২৮
একান্তা নৈকভেদেন সর্ব্বমঙ্গলয়াংশগাঃ।
প্রভবাদিপ্রভেদেন কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ॥ ২৯
সিংহাসনস্থিতা দেবী জটামুকুটমণ্ডিতা।
শূলাক্ষসূত্রধারী চ বরদাভয়চাপধৃক্॥ ৩০
দর্পণং শরখেটঞ্চ খড়্গমুদ্গরধরা শিবা।
সুরূপা লক্ষণোপেতা সুস্তনী চারুভাষিণী॥ ৩১
সর্ব্বাভরণভূষাঙ্গী সর্ব্বশোভাসমন্বিতা।
নেত্রত্রয়কৃতোদ্যোতা সূর্য্যসোমহুতাশনাঃ॥ ৩২
এবংবিধা মহাদেবী গৃহে সপ্তাঙ্গুলা বরা।
নবদ্বাদশমানা বা দ্বাদশোর্দ্ধং ন পূজয়েৎ॥ ৩৩
প্রাসাদে করমানা সা যাবৎ পঞ্চদশাকরা।
কন্যাসাং মধ্যমাং বিদ্ধি দ্বিগুণাং ত্রিগুণা বরা॥ ৩৪

উপযোগী। গ্রহভেদে নবসংখ্যক দেবীর পূজা করা বিধেয়। গ্রহপূজায় প্রণবাদি-নমস্কারান্ত খখোল্ক ইত্যাদি কতিপয় মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২২-২৪

হোমে, মন্ত্রশেষে বহ্নিজায়া প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই পঞ্চমূর্ত্তি দেবতাই দিক্‌পালভেদে দশ, অনন্তাদি-নাগভেদে নাগসম-সংখ্যক, সূর্য্যভেদে দ্বাদশ এবং রুদ্রভেদে একাদশ; এইরূপে তিনি সর্ব্বগতা। (বর্ষভেদে পঞ্চরূপা) শিবাই (যুগভেদে) দ্বাদশ-গুণিত হইয়া থাকেন। একা সর্ব্বমঙ্গলাই প্রভবাদি ষষ্টিবৎসর ভেদে যে নানাভেদ সম্পন্না হইয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৫-২৯

সিংহাসনাসীন, জটা-মুকুট-মণ্ডিতা, শূল-অক্ষসূত্র-বর-অভয়-ধনু-দর্পণ-বাণ-খেটক-খড়্গ-মুদ্গরধারিণী, সুরূপা, সুলক্ষণা, সুস্তনী, শুভশংসিনী, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, সর্ব্বশোভা-সমন্বিতা, সূর্য্য-সোম-বহ্নি-ত্রিনয়ন-সমুজ্জ্বলা, মহাদেবী-প্রতিমা সাধারণ-গৃহে সপ্তাঙ্গুল, নবাঙ্গুল বা দ্বাদশাঙ্গুল করিবে; তদূর্দ্ধপরিমাণ সেই দেবী সাধারণ-গৃহে পূজনীয়া নহেন। ৩০-৩৩

প্রাসাদে একহস্ত হইতে পঞ্চদশ হস্ত পর্য্যন্ত দেবী-পরিমাণ হইতে পারে। ইহার মধ্যেও কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে। কনিষ্ঠ পরিমাণ হস্তমাত্র, তদ্দ্বিগুণ মধ্যম, তত্ত্রিগুণ হইতে উত্তম পরিমাণ। ৩৪

১। খসোল্কসবৃতা অসবক ইতি পাঠান্তরম্।

হৈমরাজততাম্রা বা মহার্হমণিচর্চ্চিতা ।
হেমোত্থা সা সদা কার্য্যা সর্ব্বকামপ্রসাধিকা ॥ ৩৫
রাজতা আয়ুরারোগ্যং তাম্রা সৌভাগ্যবর্দ্ধনী[১] ।
চিত্রসূত্রচিতা দেবী গণগন্ধর্ব্বপূজিতা ॥ ৩৬
সমস্তরত্নখচিতা সর্ব্বশোভাসমুজ্জ্বলা ।
ভাবকার্য্যানুরূপেণ প্রভবে স্থাপয়েৎ সদা ॥ ৩৭
এবং কৃত্বা শুভাং দেবীং প্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ ততঃ ।
মণ্ডপঞ্চার্দ্রশাখাভিঃ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৩৮
দশ দ্বাদশ আরভ্য যাবদ্ধস্তশতং ভবেৎ ।
অষ্টোৎকৃষ্টং মুনিশ্রেষ্ঠ বেদী হস্তচতুষ্টয়ম্ ।
তস্য মধ্যগতা কার্য্যা সপ্তহস্তা অথাপরা ॥ ৩৯
ঈশানপূর্ব্বেশ্চাগ্নেয়ে দিগ্ভাগে মনতুষ্টিদে ।
দেবীগেহং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৪০
একাদশকরং কার্য্যং যাবদ্ধস্তশতং পি বা ।
বিবৃদ্ধ্যা ক্রমশো বৎস অষ্টোৎকৃষ্টং বিধীয়তে ॥ ৪১
করাণাং ধনুষাণাং বা শৈলং পক্কেষ্টকাষ্ঠজম্ ।
সর্ব্বতোভদ্রবিন্যাসং সাবষ্টম্ভমথাপি বা ॥ ৪২
বিজয়াখ্যং জয়াং বাপি সগবাক্ষবিভূষিতম্ ।
বেদ্যা শোভকব্যালাঢ্যং মত্তবারণশোভিতম্ ॥ ৪৩
অনেকচিত্রপত্রাঢ্যং পদ্মস্বস্তিকমণ্ডিতম্ ।
শঙ্খোৎপলকৃতাপীড়ং হংসবর্হিণচর্চ্চিতম্ ॥ ৪৪

প্রতিমা সুবর্ণময়, রজতময় এবং তাম্রময় হইবে এবং মহার্হমণি চর্চ্চিতা হইবে। সুবর্ণময়ী প্রতিমা সর্ব্বাভীষ্টসাধিনী। ৩৫

রজতপ্রতিমা আয়ু ও আরোগ্য প্রদান করেন। তাম্রমূর্ত্তি সৌভাগ্য-বিবর্দ্ধিনী। বিচিত্রসূত্র-শোভিতা দেবীগণ গন্ধর্ব্বগণপূজিতা। ৩৬

সমস্তরত্নভূষিতা এবং সর্ব্বশোভা-সমুজ্জ্বলা দেবীপ্রতিমা চিত্তশুদ্ধি ও কর্ম্মানুসারে প্রভব বৎসরে স্থাপন করিবে। ৩৭

এইরূপ শুভদেবী নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। ক্ষীরবৃক্ষ-সম্ভূত আর্দ্রশাখা দ্বারা দশ হস্ত বা দ্বাদশ হস্ত হইতে অষ্টোত্তরশত হস্ত পর্য্যন্ত যথাসম্ভব মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তন্মধ্যে চতুর্হস্ত, সপ্তহস্ত বা অন্যবিধ বেদী নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। ৩৮-৩৯

ঈশানকোণ, পূর্ব্বদিক্ বা অগ্নিকোণের মধ্যে যেদিকে মন প্রশস্ত হয়, সেই দিকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত দেবীগৃহ কর্ত্তব্য। ৪০

একাদশ-হস্ত বা একাদশ-ধনু হইতে অষ্টোত্তরশত ধনু পর্য্যন্ত দেবীগৃহের পরিমাণ; শক্তি অনুসারে এতন্মধ্যে যাহা হয় করিবে। ৪১

দেবীগৃহ শিলাময়, পক্ক-ইষ্টকাময় বা দারুময় হইবে। প্রাসাদ সর্ব্বতো-ভদ্রাকৃতি, সাবষ্টম্ভ, বিজয় বা জয় নামক হইবে, গবাক্ষভূষিত হইবে। বেদী-শোভিত, সর্পচিত্র, মত্তহস্তিচিত্র, অনেকচিত্র পদ্মশোভিত পদ্মস্বস্তিক তথায়

১। অনন্তরং [illegible] ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ।

এবংবিধমহাসৌধং দেবার্থে কারয়েদ্ বুধঃ।
তস্মিন্ প্রতিষ্ঠয়েদ্দেবীং বেদীং স্তম্ভৈঃ সমৈঃ কৃতাম্ ॥ ৪৫
পঞ্চোচ্ছ্রয়করা কার্য্যা সপাদং ক্ষিতিগং পরম্।
পাদোনা চেষ্টকোচ্ছ্রায়ং পূর্ব্বদ্বারসমেঽপি বা ॥ ৪৬
নিষ্পাদিতা যদা বেদী স্তম্ভতোরণভূষিতা।
তদা মণ্ডপবিন্যাসে তোরণং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪৭
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থমিষো মাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চালনং স্থাপনং বাপি পুনঃসংস্কারমেব বা ॥ ৪৮
তস্মিন্ দেব্যাঃ প্রকর্ত্তব্যং মহান্তং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্বল্পবীজান্মহালাভং বপ্তা কালে অবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবীতোরণলক্ষণম্।
সর্ব্বাসাং যেন দেবীনাং যজনায় ভবিষ্যতি ॥ ৫০
ঋজুরব্রণনিষ্ণাতৈ র্বেদীস্তম্ভৈঃ সমৈঃ শুভৈঃ।
কর্ত্তব্যা তদ্বদ্দেবীনাং তোরণং বিস্তরোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ৫১
হস্তভূমিগতং কার্য্যং দৃশ্যং হস্তচতুষ্টয়ম্।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষৈঃ পূর্ব্বদিশৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৫২
সর্ব্বেষাং শিরপট্টস্থং ত্রিশূলং লাঞ্ছনং শুভম্।
দর্ভচীবরবস্ত্রাঢ্যং স্রঙ্‌মালং গন্ধচর্চ্চিতম্ ॥ ৫৩
বিজয়েতি পদোচ্চারাৎ তোরণং সন্নিবেশয়েৎ।
হরিচন্দ্রসমাকারান্[১] সুরবজ্রোজ্জ্বলান্ সিতান্ ॥ ৫৪

থাকিবে। উর্দ্ধদেশে শঙ্খ-পদ্ম চিত্র থাকিবে, আর হংস-ময়ূর-চিত্র থাকিবে। ৪২-৪৪

দেবীর জন্য এইরূপ মহাসৌধ জ্ঞানী সাধকের কর্ত্তব্য। তাহাতেই দেবী-প্রতিষ্ঠা করিবে। কতিপয় সম-স্তম্ভযুক্ত বেদী করিবে। ৪৫

বেদী উচ্চ পঞ্চহস্ত হইবে; কিন্তু তন্মধ্যে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ ভূগর্ভে থাকিবে। তন্ন্যন পঞ্চহস্ত অর্থাৎ চতুর্হস্ত ভূমির উপর দেখা যাইবে। ৪৬

বেদী ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে অথবা দ্বারের সমসূত্রপাতে হইবে। স্তম্ভ-তোরণ-সমন্বিত বেদী সম্পাদিত হইলে, মণ্ডপতোরণ সম্পাদন করিবে। ৪৭

আশ্বিন-মাস সর্ব্ব-অভীষ্ট-সিদ্ধিকর। ফলকাঙ্ক্ষী মানব চালন, স্থাপন ও পুনঃসংস্কারাদি-কার্য্য সেই মাসেই করিবে। ৪৮

যথাকালে স্বল্পবীজ বপন করিলেও বপ্তার অধিক ফল লাভ হয়। ৪৯

সকলদেবীযাজনেই উপযোগী এক্ষণে দেবীর সেই তোরণলক্ষণ বলিতেছি। ৫০

সরল, ব্রণহীন, সম, সুদৃশ্য বেদীস্তম্ভের ন্যায় বিস্তার উচ্ছ্রায়সম্পন্ন তোরণ কর্ত্তব্য। ৫১

ভূগর্ভে একহস্ত প্রোথিত থাকিবে, আর চতুর্হস্ত দেখা যাইবে। পূর্ব্বাদি-চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে ন্যগ্রোধ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ এবং প্লক্ষবৃক্ষ-নির্ম্মিত হইবে। ৫২

সকল তোরণেরই শিরঃপট্টে ত্রিশূলচিহ্ন থাকিবে। দর্ভ-বস্ত্রখণ্ড-শোভিত

ধূম্রশুক্লশিরীষাভান্ পুষ্পাপীড়বিচিত্রিতান্।
বহুরূপান্ স্বরূপাভান্ দেবাঙ্কানুচ্ছ্রয়েদ্ধ্বজান্।। ৫৫
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং মধ্যে ছত্রং সুশোভনম্।
সুবৃত্ত-প্রবরং শ্বেতং বৃষস্বস্তিকলাঞ্ছিতম্।। ৫৬
চতুর্হস্তপ্রমাণাস্তাঃ পতাকা হস্তবিস্তরাঃ।
ঋজুরব্রণবংশৈশ্চ উচ্ছ্রয়েদ্বিজয়েতি চ।। ৫৭
পদং দেব্যাঃ সমুচ্চার্য্য যত্তত্ত্বে সর্ব্বকামিকম্।। ৫৮
গজসিংহকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কলসৈর্বাহুসংস্থিতৈঃ।
পঞ্চবক্তৈঃ সমাচ্ছন্নৈঃ[২] পঞ্চবক্তৈঃ শরাবকৈ।। ৫৯
সছন্নৈর্বারকৈঃ[৩] শুভ্রৈ-শ্চিত্রবর্হিশুকাদিভিঃ।
বস্ত্ররত্নবিশেষৈশ্চ ভূষয়েদ্দেবি-বেদিকাম্।। ৬০
তীর্থতোয়সমুত্থাভিঃ সিকতাভিশ্চিতো যদা।
তদা শাল্যাদিচূর্ণৌ বৈ মৌক্তিকাদিরজৈর্লিখেৎ।। ৬১
পদ্মং যাগবিধানোত্থং মণ্ডলে যাদৃশং মতম্।
অনেকানি চ শোভানি দর্শয়েদ্দেবিমণ্ডলে।। ৬২
ঐন্দ্রাদি কুণ্ডং স্রুবাদি পাত্রমর্ঘ্যাদি যাজ্ঞিকম্।
ফলানি গন্ধপুষ্পাণি পাত্রাণি সমিধানি চ।
মৃদ্বল্কলানি রত্নানি উদকানি সমাহরেৎ।। ৬৩

মাল্য-গন্ধচর্চ্চিত তোরণ বিজয় এই পদ উচ্চারণ করিয়া সন্নিবেশিত করিবে। (মূলে প্রামাণিক লিপি আছে।) ৫৩-৫৪

পুষ্পশীর্ষ, শুক্ল, ধূম্র, শিরীষবর্ণ দেবচিহ্নিতধ্বজ তাহাতে উত্তোলন করিবে। ৫৫

ইন্দ্রাদি লোকপালের মধ্যে উত্তম ছত্র থাকিবে, সেই ছত্র সুবৃত্ত শ্বেত এবং বৃষ-স্বস্তিক-লাঞ্ছিত হইবে। ৫৬

ধ্বজের প্রমাণ চতুর্হস্ত, পতাকার প্রমাণ একহস্ত। ধ্বজ সরল ও অক্ষত হইবে। বিজয়-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহা উচ্ছ্রিত করিবে। ৫৭

যে তত্ত্বে সর্ব্বাভিলাষ-সিদ্ধি নিহিত আছে, সেই দেবীপদ উচ্চারণও তখন কর্ত্তব্য। ৫৮

গজ, সিংহ, কলস, ময়ূর, শুক প্রভৃতি গঠিত ও চিত্রিত হইয়া তথায় থাকিবে। (মূলে পাঠ প্রামাদিক) দেবীর বেদীবস্ত্রও রত্নবিশেষ-দ্বারা ভূষণীয়। ৫৯-৬০

তীর্থতোয়-সমুত্থিত-সিকতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিবে, তৎপরে মৌক্তিকাদি-ধূলি, অভাবে শালিচূর্ণাদি দ্বারা যাগবিধানানুরূপ মণ্ডলোচিত পদ্ম চিত্রিত করিবে। মণ্ডলে নানাবিধ কারুশোভা প্রদর্শন করিবে। ৬১-৬২

ইন্দ্রাদি কুণ্ড, স্রুবাদি পাত্র, অর্ঘ্যাদি যাজ্ঞিকপাত্র, ফল, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, সমিধ, মৃত্তিকা, বল্কল, রত্ন এবং জলাদি আহরণ করিয়া রাখিবে। ৬৩

১। হরিবন্দসমাকারী ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমং তুলৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সচ্ছন্নৈর্বারকৈঃ ইতি পাঠঃ।

অধিবাসানি পূর্ব্বস্তু হোমং কৃত্বা দিশাং বলিম্।
দত্ত্বা স্নানং পুরা কৃত্বা প্রতিষ্ঠাবিধিহোমিতে ॥ ৬৪
গোত্রক্রমেণ যা দেবাঃ সংস্থিতা নৃপসত্তম।
তাঃ পূজ্যা মূলমন্ত্রেণ স্বনামপদপূর্ব্বিকাঃ ॥ ৬৫
প্রতিষ্ঠা তাসু কর্ত্তব্যা বিদ্যামন্ত্রৈশ্চ ষষ্টিভিঃ।
পূর্ব্বাধিকা ন কর্ত্তব্যা প্রমাণেন কদাচন ॥ ৬৬
একাঙ্গুলাৎ সমারভ্য যাবদ্দ্বাদশ-অঙ্গুলাঃ।
গৃহে তু শোভনা অর্চ্চ্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা ॥ ৬৭
সর্ব্বমঙ্গলমন্ত্রৈশ্চ আদ্যানাং স্থাপনং ভবেৎ।
পদমালেতি মধ্যানামন্ত্যানাং চর্চ্চিকাপদৈঃ ॥ ৬৮
দানং গোভূহিরণ্যাদি যেন বা প্রীয়তে শিবা।
আচার্য্যায় প্রদাতব্যং দ্বিজাদেঃ কন্যকাসু চ ॥ ৬৯
তত্র দেয়ং সদা বৎস নৃপবন্ধুজনস্য চ।
প্রভবং বৎসরং কার্য্যং পীতবর্ণং সুশোভনম্।
চন্দনেন পটে লেখ্যং মধুসূদনরূপিণম্ ॥ ৭০
তস্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ৭১
রুদ্রাদিত্যবসূন্ দেবা দেব্যঃ পিতরমাতরঃ।
নাগযক্ষা মনুষ্যাশ্চ গ্রহাশ্চ বিবিধাঃ ক্ষণাঃ ॥ ৭২
মুহূর্ত্তা ঋতবো যাজ্যা অয়নানি ফলানি চ ॥ ৭৩
এবং কৃত্বা মহাযোগং প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্বচোদিতাম্।
দেবীপীঠগতা বৎস পূজনীয়া দিনে দিনে ॥ ৭৪

পূর্ব্বদিনে অধিবাস, পরদিন স্নানান্তে নিত্য হোম, দিগ্‌বলি-দানাদির পর, প্রতিষ্ঠা ও হোম কর্ত্তব্য। ৬৪

হে নৃপসত্তম! বংশানুক্রমে যে সব দেবতা প্রতিষ্ঠিত, স্বনাম-পদ-সম্বদ্ধ-মূলমন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া প্রতিষ্ঠেয় দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠা ষষ্টি বিদ্যা-মন্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য *। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ৬৫-৬৬

এক অঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত শোভনা প্রতিমা গৃহে কর্ত্তব্য। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি লাভ হয়। ৬৭

প্রথম বিংশতি-দেবতার প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বমঙ্গল-মন্ত্র দ্বারা হইবে। মধ্যম দেবতাদের প্রতিষ্ঠা চর্চ্চিকা-মন্ত্র দ্বারা হইবে। ৬৮

গো, ভূমি, সুবর্ণাদির অথবা শিবা যাহাতে প্রীত হন, সে সব বস্তুর দান আচার্য্যকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও কুমারীদিগকে করিবে। ৬৯

হে বৎস! তৎকালে রাজা ও বন্ধুজনকে দানতুষ্ট করিতে হয়। পটে চন্দন দ্বারা প্রভববর্ষ অঙ্কিত করিবে। প্রভববর্ষ পীতবর্ণ, শোভন এবং মধুসূদনস্বরূপ হইবে। ৭০

এই প্রভববৎসরের পূজা যথাশক্তি কর্ত্তব্য। ৭১

রুদ্র, সূর্য্য, বায়ু, দেবগণ, দেবীগণ, পিতৃলোক, মাতৃগণ, নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গ্রহ, বিবিধক্ষণ, মুহূর্ত্ত, ঋতু, অয়নাদির পূজা করিবে। ৭২-৭৩

---

* শ্রেণীভেদে পূর্ব্বোক্তক্রমে যে সব দেবতা অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের স্বনাম-সম্বদ্ধ-মন্ত্র দ্বারা পূজা ও প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। (এ অর্থও হয়।)

প্রাতর্মধ্যাহ্নসন্ধ্যাসু মহাপূজাং সুমঙ্গলাম্ ।
মন্ত্রজাপঃ ক্রিয়াহোমঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৭৫
একভক্তেন নক্তেন অযাচিত-উপোষণৈঃ ।
ক্ষীরাহারৈর্যতাহারৈঃ কন্দমূলফলাশনৈঃ ॥ ৭৬
যবষষ্টিকগোধূমৈ র্হবিষ্যকৃতভোজনৈঃ ।
কর্ত্তব্যং যজনং দেব্যাঃ সর্ব্বকালং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৭৭
অনেনৈব বিধানেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
মহাপাতকনাশায় ইন্দ্রেণ কৃতবান্ পুরা ॥ ৭৮
দ্বিজং বৃত্রাসুরং হত্বা পিতৄন্ হত্বা সুমালিনা ।
সুতঞ্চ ব্রতং মনুনা গুরুং গৌতমকাশ্যপৈঃ ॥ ৭৯
এবং শুদ্ধিগতা বৎস শক্রদেবাঃ প্রজাপতী ॥ ৮০
রাজ্যার্থং বসুনা কৃত্বা ব্রহ্মণা হরিণা তথা ।
রুদ্রেণ ত্রিপুরং দগ্ধং বিষ্ণুনা শরভো হতঃ ॥ ৮১
অনেনৈব বিধানেন বেদান্ শম্ভুর্গৃহীতবান্ ।
নষ্টাং কূর্ম্মতনুং কৃত্বা প্রাপ্তবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৮২
অবৃষ্টৌ কৃতবানাসীৎ ক্রতুর্দশরথেন চ ।
অন্যৈশ্চ মুনিশার্দ্দূল প্রজায়ুরাজ্যকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
কৃতবান্ সুরগন্ধর্ব্বৈ র্যক্ষরক্ষোমহানৃপৈঃ ॥ ৮৩
যে পুনর্ভক্তিমাস্থায় সর্ব্বকালং যজন্তি চ ।
তেষামায়ুঃশ্রিয়া ব্রাহ্মী স্বর্গে স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৮৪

হে বৎস। এইরূপ মহাযোগে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবী-পীঠদেবতা-পূজা প্রত্যহ করিবে। ৭৪

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সন্ধ্যাকালে সুমঙ্গল মহাপূজা করিবে। শেষে সর্ব্বসিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ ও হোম কর্ত্তব্য। ৭৫

একভক্ত, নক্তব্রতী, অযাচিতব্রতী, উপবাস-পরায়ণ, দুগ্ধাহারী, যতাহারী, কন্দমূল-ফলাহারী, যবগোধূমাহারী বা হবিষ্যাশী হইয়া দেবীপূজা কর্ত্তব্য। দেবীপূজা যখনই করুক না, জিতেন্দ্রিয় হইতেই হইবে। ৭৬-৭৭

এই বিধান অবলম্বন করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ হয়। দ্বিজ-বৃত্রাসুর-বধজনিত মহাপাতক-নাশ কামনায় ইন্দ্র এই পূজা করিয়াছিলেন, সুমালী পিতৃবধ-পাপনাশ-কামনায় এই পূজা করিয়াছিলেন। মনু পুত্রবধ এবং গৌতম কাশ্যপ গুরু-পীড়নজনিত-পাপক্ষয়-কামনায় এই ব্রত করিয়াছিলেন। ৭৮-৭৯

হে বৎস। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও প্রজাপতিদ্বয় এইরূপে শুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ৮০

বসু রাজ্যের জন্য এই পূজা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুও এই পূজা করিয়াছিলেন। এই পূজাব্রত-প্রভাবে রুদ্রের ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছিল। ৮১-৮২

দশরথ অনাবৃষ্টিসময়ে এই যজ্ঞই করিয়াছিলেন। হে মুনিশার্দ্দূল। প্রজা, আয়ু এবং রাজ্যাভিলাষী অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং মহারাজেরা এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ৮৩

যাঁহারা ভক্তিভাবে সর্ব্বদা মহাদেবীর পূজা করেন তাঁহাদের আয়ু-বৃদ্ধি, সম্পত্তি ও বিদ্যা লাভ হয় এবং অন্তে স্বর্গে চিরবাস হইয়া থাকে। ৮৪

যাবদ্ভূশ্চন্দ্রমাদিত্যৌ তাবৎ ক্রীড়ন্তি তে সুখম্ ।
স্বর্গে বিষ্ণুপুরে রম্যে চন্দ্রার্কগ্রহভূষিতে ॥ ৮৫
আগত্য ইহ জায়ন্তে নৃপা বেদার্থপারগাঃ ।
দেবীভক্তাঃ সদাচারাঃ সুখিনো বিগতারয়ঃ ॥ ৮৬
দেহান্তে শিবসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ।
ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে প্রভবে মঙ্গলাদিভিঃ ॥ ৮৭
বিভবে বিজয়াং দেবীং শূলপদ্মাক্ষধারিণীম্ ।
বরদোদ্যতসিংহস্থাং সর্ব্বকামপ্রসাধনীম্ ॥ ৮৮
কৃত্বা হোমাদিনা তেন পূজয়েদ্‌যস্তু ভার্গব ।
সর্ব্বদা সর্ব্বকামান্ স পূর্ব্বোক্তাল্লভতে মুনে ॥ ৮৯
ভদ্রাং শুক্লে সমে কুর্য্যাদ্ ভদ্রাসনব্যবস্থিতাম্ ।
নীলোৎপলফলহস্তাং শূলসূত্রাক্ষধারিণীম্ ॥ ৯০
পুষ্পরাগকৃতশোভাং পূর্ব্বোক্তবিধিনা নুতাম্ ।
ক্ষীরাশী পূজয়েদ্ যস্তু ষড়ঙ্গেন সুভাবিতঃ ॥ ৯১
সর্ব্বপীঠোপহারেণ[১] সুগন্ধকুসুমাদিভিঃ ।
হোমং ক্ষীরঘৃতৈঃ কুর্য্যাল্লক্ষৈকন্তু মহামুনে ॥ ৯২
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ।
রাষ্ট্রস্যাস্য নৃপাণাঞ্চ জায়তে বৃদ্ধিরুত্তমা ॥ ৯৩
শিবা বৃষাসনা কার্য্যা ত্রিনেত্রা বরশালিনী ।
ডমরুরগধারী চ সশূলা বৎসরান্বিতা ।
জটামুকুটচার্দ্ধেন্দু-বাসুকীকৃতকঙ্কণা[২] ॥ ৯৪

যতদিন পৃথিবী, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য, ততদিন তাঁহারা স্বর্গে, চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহলোকে এবং রমণীয় বিষ্ণুলোকে সুখে ক্রীড়া করেন। ৮৫

তৎপরে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বেদার্থ-পারগ, দেবীভক্ত, সদাচার-সম্পন্ন, সুখী এবং শত্রু হীন রাজা হইয়া থাকেন। ৮৬

দেহান্তে পরমগতি—শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়-পাদে প্রভববর্ষে মঙ্গলাদি পূজার কথা কথিত হইল। ৮৭

বিভববৎসরে শূলপদ্মাক্ষধারিণী, বরদা, সিংহবাহনা, সর্ব্বকামদায়িনী, বিজয়া-দেবীর সতত পূজা হোমপ্রমুখকার্য্য দ্বারা যে ব্যক্তি করে, হে মুনে। ভার্গব। সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত-ফললাভ করে। ৮৮-৮৯

শুক্লবৎসরে নীলোৎপল-ফল-হস্তা, শূলাক্ষসূত্রধারিণী, পুষ্পরাগশোভিতা, ভদ্রাসন-ব্যবস্থিতা ভদ্রাদেবীর পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করিবে। দুগ্ধ-মাত্রপায়ী হইয়া ষড়ঙ্গন্যাস-পুরঃসর শুদ্ধচিত্তে সুগন্ধ-কুসুমাদি দ্বারা সর্ব্বপীঠ-দেবতা-পূজা-পুরঃসর যে তাঁহার পূজা করে এবং হে মুনে! দুগ্ধ-ঘৃত দ্বারা এক লক্ষ হোম করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রাপ্ত ও ব্রহ্মহত্যাপাপ-মুক্ত হয়। আর সেই রাজ্যের এবং পূজক-রাজার বিশেষ অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ৯০-৯৩

হে মুনে! অনুবৎসর অর্থাৎ চতুর্থ 'প্রমোদ' নামক বৎসরে, বৃষাসনা,

১। সর্ব্বপ্রীতোপহারেণ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। ভূষণা ইতি পাঠান্তরম্।

স্থাপিতা পূর্ব্ববিধিনা শিবাদ্যৈঃ পূজিতা মুনে ॥ ৯৫
পদ্মবিল্বদধিসর্পিস্তিলহোমা বরপ্রদা।
ভবতে যজমানস্য দেশস্য চ নৃপস্য চ ॥ ৯৬
শান্তিঃ প্রজাপতৌ কার্য্যা পদ্মাসনব্যবস্থিতা।
অক্ষসূত্রকরা দেবী বরদোদ্যতপাণিনী ॥ ৯৭
পূজিতা সিতগন্ধাদিক্ষীরাহারবরৈর্ম্মুনে।
আদ্যকামপ্রদা দেবী ভবতে নৃপশান্তিদা ॥ ৯৮
ধৃতিরঙ্গিরসে কার্য্যা দণ্ডাসনব্যবস্থিতা।
পদ্মদর্পণধারী চ সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৯৯
স্থাপিতা পূর্ব্ববিধিনা বামদেবাদিপূজিতা।
মধুক্ষীরাজ্যহোমাচ্চ সর্ব্বকামপ্রসাধিকা ॥ ১০০
ক্ষমা তু শ্রীমুখে কার্য্যা যোগপট্টোত্তরীয়কা।
পদ্মাসনকৃতাধারা বরদোদ্যতপাণিনী ॥ ১০১
শূলমেখলসংযুক্তা প্রশান্তযোগসংস্থিতা।
সিতপুষ্পোপহারেণ সিতহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১০২
ভাবাখ্যে কারয়েদৃদ্ধিং পর্য্যঙ্কাসনসংস্থিতাম্।
দর্পণালোকসুমনা তিলকালকভূষিতাম্ ॥ ১০৩
মালাচামর-শোভাঢ্যাং বেণুবীণা-সদাপ্রিয়াম্।
সর্ব্বরক্তোপহারেণ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১০৪
বৃদ্ধিং মুধাহ্বয়ে কুর্য্যাৎ পট্টোপরি ব্যবস্থিতাম্।
রত্নমালাধরাং দেবীং বীজপূরবর[১] প্রদাম্ ॥ ১০৫

ত্রিনেত্রা, বর, ডমরু, সর্প এবং শূলধারিণী, জটামুকুটার্দ্ধচন্দ্রভূষিতা, বাসুকিবলয়া শিবাদি পূজিতা শিবাকে পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে স্থাপন-পূর্ব্বক পদ্ম, বিল্বপত্র, দধি, ঘৃত এবং তিল দ্বারা হোম করিবে। তাহাতে যজমান রাজা এবং রাজ্যের বরদান করিয়া থাকেন। ৯৪-৯৬

প্রজাপতিবৎসরে, পদ্মাসনা, বর-অক্ষসূত্রধারিণী শান্তিকে কর্পূর, চন্দন, দুগ্ধ, অন্নাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্তক্রমে পূজা করিলে, অভিলষিত-সিদ্ধি এবং রাজশান্তি হইয়া থাকে। ৯৭-৯৮

অঙ্গিরোবৎসরে দণ্ডাসনাসীনা, পদ্ম-দর্পণধারিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, কামদেবাদি-পূজিতা 'ধৃতি'দেবীর পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে স্থাপন ও মধু, দুগ্ধ, ঘৃত দ্বারা হোম করিলে, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। ৯৯-১০০

শ্রীমুখ বৎসরে, যোগপট্টোত্তরীয়া, পদ্মাসনা, বরশূল মেখলাধারিণী, প্রশান্তা, যোগাবলম্বিনী 'ক্ষমা'দেবীর শুক্লপুষ্প দ্বারা পূজা এবং কর্পূর দ্বারা হোম করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ১০১-১০২

ভাববৎসরে, পর্য্যঙ্কাসনস্থিতা, দর্পণলোকনপ্রসন্না, মালা-চামর-শোভিতা, বেণুবীণাপ্রিয়া, তিলকালকভূষিতা, 'ঋদ্ধি'-দেবী নির্ম্মাণ করিয়া রক্তবর্ণপুষ্প-গন্ধাদি-সর্ব্ববিধ-উপচারে পূজা করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১০৩-১০৪

বৎস! মুধাবৎসরে পট্টোপরি আসীনা, রত্নমাল্যশোভিতা, বীজপূরবর-

১। ফলপ্রদাম্ পাঠান্তরম্।

মহাবিভবসারেণ গন্ধ-পুষ্পপবিত্রকৈঃ।
পূজিতা সংস্তুতা বৎস ফলহোমা বরপ্রদা ॥ ১০৬
ধাতাখ্যে উন্নতিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্।
বীণাবাদনশীলাঞ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ১০৭
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-গন্ধপুষ্পসুপূজিতাম্।
সিতকঙ্কুমহোমা চ আয়ুরারোগ্যবৃদ্ধিদা ॥ ১০৮
সিদ্ধীশ্বরে প্রকর্ত্তব্যা সিদ্ধার্থকবরপ্রদা।
সিতচন্দনগন্ধাঢ্যা সিতপঙ্কজভূষিতা ॥ ১০৯
দণ্ডাসনস্থিতা দেবী প্রতিহার্য্যোপশোভিতা।
ঘৃতশ্রীফলহোমেন আয়ুরারোগ্যরাজ্যদা ॥ ১১০
বহুধান্যে সদা তুষ্টিঃ কলসোপরি সংস্থিতা।
পাশাঙ্কুশকরা দেবী পদ্মস্বস্তিকধারিণী ॥ ১১১
মদিরৌদনগন্ধাঢ্যা মহার্ঘমণিভূষিতা।
সর্ব্বপীতোপহারেণ ঘৃতহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১১২
প্রমাথিনীসমে পুষ্টি র্নবযৌবনগর্ব্বিতা।
খড়্গহস্তা মহারূপা চর্ম্মমুদ্গরধারিণী ॥ ১১৩
অশ্বারূঢ়া মহাদেবী কাশ্মীরাগুরুচর্চ্চিতা।
বনমাল্যোপহারেণ মধুহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১১৪
বিক্রমে তু শ্রিয়া কার্য্যা পদ্মাসনব্যবস্থিতা ॥ ১১৫
পদ্মশ্রীফলধারী চ করিণৈঃ কলসান্বিতৈঃ ॥ ১১৬
স্নাপ্যমানা মহাদেবী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
কুঙ্কুমাগুরুহোমেন সর্ব্বভোগপ্রদা ॥ ১১৭

ধারিণী, 'বৃদ্ধি'-দেবীর মহাবিভবানুসারে, গন্ধ-পুষ্প-কুশ দ্বারা পূজা, স্তব এবং ফল দ্বারা হোম করিলে, তিনি বরদান করিয়া থাকেন। ১০৫-১০৬

ধাতা-বৎসরে সর্ব্বলক্ষণান্বিতা, বীণাবাদনশীলা, সর্ব্বাভরণভূষিতা 'উন্নতি' দেবীর প্রতিমা করিয়া তাহাতে কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা এবং কর্পূর, কুঙ্কুম দ্বারা হোম করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও আরোগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৭-১০৮

ঈশ্বর-বৎসরে সিদ্ধার্থ-বরধারিণী, কর্পূর-চন্দন-গন্ধশোভিতা, শুক্লপদ্মভূষিতা, দণ্ডাসনাসীনা, প্রতিহার্য্য-(নূপুর)-শোভিতা সিদ্ধিদেবী ঘৃত-বিল্বপত্র-হোমে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, আরোগ্য এবং রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ১০৯-১১০

বহুধান্য-বৎসরে, কলসোপরিস্থিতা পাশাঙ্কুশপদ্ম-স্বস্তিকধারিণী, মদিরান্ন-গন্ধযুক্তা, মহার্ঘমণি-ভূষিতা 'তুষ্টি'-দেবী পীতবর্ণ-সর্ব্ববিধ-বস্তু-উপহার এবং ঘৃত-হোমে তুষ্ট হইয়া সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন। ১১১-১১২

প্রমাথী-বৎসরে নবযৌবন-গর্ব্বিতা খড়্গচর্ম্মমুদ্গরধারিণী, অশ্বারূঢ়া, কুঙ্কুমা-গুরুচর্চ্চিতা 'পুষ্টি' দেবী বনমাল্য উপহারে এবং মধুহোমে সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন। ১১৩-১১৪

করিগণ শুণ্ডে জলপূর্ণ কলস লইয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইতেছে। সেই পদ্মাসনা, পদ্মশ্রীফলধারিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা মহাদেবী 'শ্রিয়া'-(শ্রী) কমলা

বৃষে উমা প্রকর্ত্তব্যা পদ্মোপরি ব্যবস্থিতা।
যোগপট্টোত্তরাসঙ্গ-মৃগসিংহপরীবৃতা ॥ ১১৮
ধ্যানধারণসন্তান-নিরুদ্ধনিয়মে স্থিতা।
কমণ্ডলু-সসূত্রাক্ষ-বরদোদ্যত-পাণিনী ॥ ১১৯
গ্রহমালা বিরাজন্তী জয়াদ্যৈঃ পরিবারিতা।
পদ্মকুণ্ডলধারী চ শিবার্চ্চনরতা সদা ॥ ১২০
গন্ধমাল্যোপহারেণ চন্দনাগুরুধূপিতা।
কর্পূরাগুরুহোমেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১২১
চিত্রভানৌ সমে দীপ্তিশ্চন্দ্রাসনব্যবস্থিতা[১]।
রক্তগন্ধোপহারেণ সর্ব্বদা ভাবপূজিতা।
রক্তচন্দনহোমেন ঘৃতমিশ্রেণ সিদ্ধিদা ॥ ১২২
সুভানৌ কারয়েৎ কান্তিং নীলোৎপলব্যবস্থিতাম্।
সর্ব্বাভরণভূষাঙ্গীং কলসোৎপলধারিণীম্ ॥ ১২৩
জাতীপুষ্পমাল্যধরাং মদকর্পূরচর্চ্চিতাম্।
পূজিতা ভাবযোগেন জাতীহোমাদ্বরপ্রদা ॥ ১২৪
যশা তারণনামে তু শঙ্খপুষ্পকধারিণী।
পর্য্যঙ্কোদরসংস্থা তু পীতবর্ণা সুচর্চ্চিতা।
পারিজাতক-পুষ্পাঢ্যা যক্ষগন্ধ্যানুলেপনা।
নাগকেশরহোমেন যথেষ্টফলদায়িকা ॥ ১২৫
পার্থিবে কারয়েল্লক্ষ্মীং পদ্মগর্ভব্যবস্থিতাম্।
পদ্মপূরকহস্তাঞ্চ মহার্ঘমণিভূষিতাম্ ॥ ১২৬

দেবী বিক্রম বৎসরে কুঙ্কুমাগুরু-হোমে তুষ্ট হইয়া সর্ব্বভোগবর প্রদান করিয়া থাকেন। ১১৫-১১৭

বৃষ বৎসরে পদ্মোপরিস্থিতা, যোগপট্টোত্তরীয়া মৃগসিংহপরিবৃতা, ধ্যান-ধারণাদি-যোগসম্পন্না, কমণ্ডলু-অক্ষসূত্রবরধারিণী, গ্রহমালাবিরাজমানা, জয়াদি-বেষ্টিতা, পদ্মকুণ্ডল-শোভিতা, শিবার্চ্চন-পরায়ণা 'উমা' দেবীকে গন্ধমাল্য উপহার প্রদান, চন্দনাগুরু-ধূপপ্রদান এবং কর্পূরাগুরু-হোমে তুষ্টিসম্পাদন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। ১১৮-১২১

চিত্রভানু বৎসরে চন্দ্রাসনাসীনা 'দীপ্তি' দেবীকে রক্তচন্দনোপহারে শুদ্ধ-চিত্তে সর্ব্বদা পূজা করিলে এবং ঘৃতমিশ্রিত রক্তচন্দন দ্বারা হোম করিলে তিনি সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ১২২

'সুভানু' বৎসরে, নীলোৎপলাসনা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, কলসকমলধারিণী, জাতীকুসুমমাল্যশোভিতা, মৃগমদকর্পূরচর্চ্চিতা 'কান্তি'-দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধচিত্তে পূজা করিলে এবং জাতীপুষ্প দ্বারা হোম করিলে তিনি বরদান করিয়া থাকেন। ১২৩-১২৪

তারণ বৎসরে শঙ্খপুষ্পধারিণী, পর্য্যঙ্কমধ্যস্থিতা, পীতবর্ণা উত্তমানুলেপন-চর্চ্চিতা, পারিজাতপুষ্পশোভিতা, যক্ষগন্ধানুলেপনা 'যশা' দেবীর পূজা ও নাগকেশরপুষ্প দ্বারা হোম করিলে ইচ্ছানুরূপ ফল হইয়া থাকে। ১২৫

পার্থিব বৎসরে পদ্মমধ্যস্থিতা, পদ্মপূরকধারিণী, মহার্ঘ-মণিভূষিতা, শ্যামাঙ্গী

১। অতঃপরং কিরণোজ্জ্বলধারী চ সিংহাসনব্যবস্থিতা ইতি পদ্যার্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ।

শ্যামাঙ্গীং গন্ধপুষ্পাঢ্যাং কস্তূর্য্যাদিভিশ্চর্চ্চিতাম্।
পূজিতামুপহারেণ ঘৃতহোমবরপ্রদাম্ ॥ ১২৭
ব্যয়েশ্বরী প্রকর্ত্তব্যা বৃষযুগ্মব্যবস্থিতা।
জটামুকুটভালেন্দু-ত্রিশূলোরগভূষণা ॥ ১২৮
মণিমৌক্তিকশোভাঢ্যা সিতচন্দনচর্চ্চিতা।
পূজিতা কুসুমৈর্হৃদ্যৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১২৯
এতাশ্চোত্তমভাগস্থাঃ পূজিতাঃ সংস্তুতাঃ শিবাঃ।
সর্ব্বকামপ্রদা দেব্যো নৃপরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১৩০
সর্ব্বাসাং পায়সং দদ্যাদুপহারং বিলেপনম্।
চন্দনাগুরুকর্পূর-বিল্বপদ্মানি পূজনম্ ॥ ১৩১
হোমং ক্ষীরঘৃতং শস্তং তিলক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
জিতদ্বন্দ্বেন কর্ত্তব্যং ক্ষীরপায়সভোজিনা ॥ ১৩২
সর্ব্বলোকোপকারায় আত্মনশ্চ শুভায় চ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাভ্যুদয়হেতুকম্।
দেবীনাং পূজনং শস্তং সংবৎসরভয়াপহম্ ॥ ১৩৩

(ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা-প্রথমবিংশতিবিধিঃ ॥)

লক্ষ্মীপ্রতিমা গঠন করাইয়া গন্ধপুষ্প, কস্তূরী প্রভৃতি অনুলেপন, ইত্যাদি উপহারে লক্ষ্মীর পূজা করিলে এবং ঘৃতহোম করিলে, তিনি বরদান করিয়া থাকেন। ১২৬-১২৭

ব্যয় নামক বৎসরে ঈশ্বরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। জটা, মুকুট, চন্দ্র, ত্রিশূল এইগুলি তাঁহার ভূষণ। ১২৮

মণিমুক্তাদি দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি শোভিত করিয়া এবং সুগন্ধ-শ্বেতচন্দন-বিলেপন করিয়া মনোহর পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে, তিনি সকল কামনাই পূর্ণ করেন। ১২৯

এই সকল দেবীগণের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা এবং স্তবাদি করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং নৃপতিগণের রাজ্যবৃদ্ধি হয়। ১৩০

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, বিল্বপত্র, পদ্মপুষ্প, ইত্যাদি উপহার দ্বারা সকলেরই পূজা করিবে এবং সকলকেই পায়স-নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ১৩১

ক্ষীর, ঘৃত, তিল এবং মধু মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। ক্ষীর কিংবা পায়সমাত্র ভোজন করিয়া থাকিয়া সর্ব্বদুঃখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্ব-সাধারণের এবং আপনার মঙ্গলের জন্য, সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট করিবার জন্য দেবীগণের পূজা করাই প্রশস্ত; ইহাতে সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় লাভ হয় এবং সংবৎসর-ভয়াদি কিছুমাত্রও থাকে না। ১৩২-১৩৩

ব্রাহ্মী হংসাসনা কার্য্যা মুণ্ডমেখলভূষিতা।
চতুর্ব্বক্ত্রা সকুর্ব্বাণা দণ্ডকাষ্ঠকমণ্ডলুঃ ॥ ১
অক্ষসূত্রধরা দেবী স্রুবহস্তা চ ধারিণী।
যোগপট্টকরম্বাঙ্গী বেদোদ্গীরিত-আননা ॥ ২
কৃত্বা প্রতিষ্ঠয়েদ্যস্তু সর্ব্বজিদ্বর্ষকে শুভে।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন সর্ব্বমঙ্গলস্থাপনে।
যো বিধির্বিহিতস্তাত সোঽপ্যত্রৈব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
হোমজাপ্যবলিং গন্ধ-শালিষষ্টিককৃষরাঃ।
পায়সং দধিভক্তঞ্চ লড্ডুকান্ পূপকাংস্তথা ॥ ৪
ধ্বজমাল্যোপহারঞ্চ কুঙ্কুমাগুরুরোচনাঃ।
মণিমৌক্তিকদামানি কৃত্বা দেবীং নিবেশয়েৎ ॥ ৫
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং লভতে চাবিচারণাৎ ॥ ৬
ক্ষেমারোগ্যং সুভিক্ষঞ্চ তস্মিন্ দেশে প্রজায়তে।
যত্রেয়ং ক্রিয়তে পূজা ব্রাহ্মীমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥ ৭
তুষ্টং যুগং প্রকর্ত্তব্যং সূর্য্যরূপং সুতেজসম্।
গোব্রাহ্মণনৃপাণাঞ্চ যজমানসুখাবহম্ ॥ ৮
জয়াবতী প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বধারী তু বৎসরে।
শরশার্ঙ্গধরা দেবী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৯
রক্তগন্ধানুলিপ্তাঙ্গী সর্ব্বশত্রুনিবর্হণা।
যস্তু পূজয়তে ভক্ত্যা স লভেতেপ্সিতং ফলম্ ॥ ১০

ব্রাহ্মী-মূর্ত্তি মুণ্ডমেখলা-ভূষিতা এবং হংসারূঢ়া করিতে হয়। ইনি চতুর্ম্মুখী এবং ইহাঁর হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র ও স্রুব। ইনি যোগপট্টে আসীনা এবং মুখ হইতে সর্ব্বদা বেদোচ্চারণ হইতেছে। ১-২

যে ব্যক্তি সর্ব্বজিৎ নামক বর্ষে পূর্ব্বোক্তবিধানানুসারে ইহাঁর প্রতিষ্ঠা করে, সে যথোক্ত ফল পায়। পূর্ব্বে যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, ইহাঁর প্রতিষ্ঠা কার্যও সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক করিতে হয়। ৩

হোম, জপ, বলি, গন্ধ, শালি, ষষ্টিক, কৃষর, পায়স, দধ্যন্ন, লড্ডুক, অপূপ, ধ্বজ, মাল্য কুঙ্কুম, অগুরু, রোচনা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি উপহারে দেবীর পূজা করিয়া স্থাপন করিবে। ৪-৫

এইরূপ করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং সেই দেশের মঙ্গল, আরোগ্য ও সুভিক্ষ অক্ষুণ্ণ থাকে। যে স্থানে দেবী ব্রাহ্মীর পূজা করা হয়, তথায় সূর্য্য, তেজঃসম্পন্ন হইয়া শুভকর হন এবং যুগও তুষ্ট হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং যজমান প্রভৃতি সকলের হিত-সাধন করেন। ৬-৮

সর্ব্বধারী নামক বৎসরে জয়াবতীমূর্ত্তি সর্ব্বাভরণভূষিতা করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। ৯

ইহাঁর গাত্রে রক্তচন্দন। ইনি সকল শত্রুভয় বিনষ্ট করেন। যে ব্যক্তি ইহাঁর পূজা করে, সে অভীপ্সিত ফল লাভ করে। ১০

শাক্রী বিরোধিনামে চ বজ্রহস্তা গজে স্থিতা।
সুরূপাঙ্কুশহস্তা চ হারকেয়ূর-ভূষিতা ॥ ১১
গণগন্ধর্ব্বসংযুক্তা সিদ্ধচারণসেবিতা।
মহাবিভবসারেণ পূজনীয়া নৃপোত্তমৈঃ ॥ ১২
বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপপবিত্রকান্।
দদ্যাদ্রক্তোপহারস্তু সর্ব্বক্ষত্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৩
গজক্কি[১] গুগ্গুলং হোমং ক্ষীরসর্পিঃপরিপ্লুতম্।
লক্ষৈকং হবমানস্য সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১৪
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দদাতি ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১৫
অজিতা বিকৃতে কার্য্যা মকরাসনসংস্থিতা।
পাশাঙ্কুশধরা দেবী সুরূপা বিভবান্বিতা ॥ ১৬
জাতীকাশোকপুষ্পৈশ্চ পূজনীয়া সুভাবিতৈঃ।
হোমমেলাত্বচং কুষ্ঠং পয়োহারস্য সিদ্ধিদা ॥ ১৭
খরেঽপরাজিতা দেবী সিংহারূঢ়া মহাবলা।
পিনাকেষুকরা কার্য্যা খড়্গাখেটকধারিণী ॥ ১৮
ত্রিনেত্রা জটাভারেন্দুবাসুকীকৃতভূষণা।
কৃত্বা সর্ব্বোপহারস্তু প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্ ॥ ১৯
স্থাপনং করেয়েৎ তাত ততঃ পূজা পুরাতনী।
মহাবিভবভাবেন হোমং চন্দনকুঙ্কুমম্ ॥ ২০
দধিভক্তং ঘৃতং ক্ষীরং নৈবেদ্যং দ্বিজতর্পণম্।
কন্যাভোজনপূজা চ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২১

বিরোধী বৎসরে শাক্রী দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে বজ্র, গজোপরি আরোহণ করিয়া এক হস্তে অঙ্কুশ ধরিয়া আছেন। ইনি সুরূপা, হারকেয়ূরাদি অলঙ্কারে ভূষিতা এবং গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও প্রমথগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা। ১১-১২

বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা নরপতিগণ শক্তি অনুসারে ইহাঁর পূজা করিবে। রক্তবর্ণ উপচারে ইহাঁর পূজা করিলে ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধি হয়। ১৩

ক্ষীর, সর্পি ইত্যাদি দ্বারা লক্ষ হোম করিলে ইনি কামনানুযায়ী ফল দান করেন এবং আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই দান করেন। ১৪-১৫

বিকৃত নামক বৎসরে অজিতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। অজিতামূর্ত্তি মকরাসনে সমারূঢ়া। ইনি পাশাঙ্কুশধারিণী, সুরূপা এবং ঐশ্বর্য্যান্বিতা। ১৬

জাতী অশোক ইত্যাদি পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করিতে হয়। এলা, ত্বক্, কুষ্ঠ এবং দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে ইনি সর্ব্বসিদ্ধি দান করেন। ১৭

খর নামক বৎসরে অপরাজিতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি সিংহারূঢ়া, হস্তে, ধনুর্ব্বাণ; কুন্ত, শূল এবং অসি। ১৮

ইহাঁর তিনটি নেত্র, মস্তকে জটা, ললাটে চন্দ্র এবং অঙ্গে বাসুকি আভরণ। পূর্ব্বোক্ত বিধিপূর্ব্বক নানাবিধ উপচার দ্বারা ইহাঁর প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভবানুসারে পূজা করিবে। চন্দন-কুঙ্কুমাদি-বিলেপন, দধ্যন্ন-ঘৃত-ক্ষীরাদি নৈবেদ্য

১। গজাক্ষ ইতি পাঠান্তরম্।

জয়ন্তী নন্দনে কার্য্যা কুন্তশূলাসিধারিণী।
খেটকব্যগ্রহস্তা চ পূজনীয়া সুবাসিতৈঃ॥ ২২
এলাকুঙ্কুমকর্পূর-গন্ধলড্ডুকপূরকৈঃ।
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামাং-স্তুরগোরগহোমনৈঃ॥ ২৩
বিজয়ে মানসী কার্য্যা স্যন্দনে সংব্যবস্থিতা।
ঘণ্টামুদ্গরধারী চ বজ্রাঙ্কুশকরোদ্যতা॥ ২৪
সর্ব্বাভরণভূষাঙ্গী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
চম্পকোশীরপুন্নাগপূজনাৎ সর্ব্বকামদা॥ ২৫
মায়া জয়ে প্রকর্ত্তব্যা বহুরূপা সুশোভনা।
পাশাঙ্কুশধরা দেবী মালাচামরধারিণী॥ ২৬
শ্যামবর্ণা সুরূপাঢ্যা পীতবস্ত্রপরিচ্ছদা।
সহকারকৃতাপীড়া মদকুঙ্কুমচর্চ্চিতা॥ ২৭
হেমরত্নমণিবজ্রপূজিতা বিধিনা মুনে।
ক্ষীরপায়সদানেন সর্ব্বহোমা চ সিদ্ধিদা॥ ২৮
দিতিং দৈত্যনুতাং দেবীং মন্মথে পূজয়েন্মুনে।
দণ্ডাসনস্থিতাং ভদ্রাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥ ২৯
ফলনীলোৎপলকরা-মুৎসঙ্গশিশুভূষিতাম্।
ফলগন্ধোপহারেণ হবনাচ্চ শুভপ্রদাম্॥ ৩০
শ্বেতা দুর্ম্মুখবর্ষার্দ্ধে শ্বেতপঙ্কজভূষিতা।
দণ্ডাক্ষসূত্রধারী চ ব্রতস্থা যোগমাস্থিতা॥ ৩১

দিয়া পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজন করাইবে। তাহা হইলে সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি হইবে। ১৯-২১

নন্দন বৎসরে জয়ন্তীমূর্ত্তি করিবে। ইনি কুন্ত, শূল এবং অসি, খেটক, ধারণ করিয়া আছেন। এলাইচ, কুঙ্কুম, কর্পূর, গন্ধ-লাড্ডুকাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা এবং হোম করিলে ইনি শুভফল দান করেন। ২২-২৩

বিজয় নামক বৎসরে মানসীমূর্ত্তি করিবে। ইনি স্যন্দনারূঢ়া, ঘণ্টা, মুদ্গর, বজ্র এবং অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। ২৪

ইহাঁর অঙ্গ সর্ব্বাভরণে ভূষিত এবং সকল দেবতাই ইহাঁকে নমস্কার করেন। চম্পক, উশীর, পুন্নাগ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করেন। ২৫

জয় নামক বৎসরে সুশোভনা বহুরূপা মায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। তাঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, মালা এবং চামর। ২৬

ইনি শ্যামবর্ণা, সুরূপা এবং পীতবস্ত্রধারিণী। ইহাঁর মস্তকে সহকারপল্লবের মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে শুভ্র-চন্দন লিপ্ত। ২৭

হেম, রত্ন, মণি, বজ্র প্রভৃতি উপহার এবং ক্ষীর-পায়সাদি নৈবেদ্য দ্বারা পূজা ও হোম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করেন। ২৮

মন্মথ নামক বৎসরে দৈত্যপূজিতা দিতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি দণ্ডাসনসংস্থিতা এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিতা। ২৯

ইহাঁর হস্তে ফল এবং নীলোৎপল ও উৎসঙ্গদেশে বালক। গন্ধপুষ্পাদি উপহারে পূজা ও হোম করিলে সিদ্ধিদান করেন। ৩০

দুর্ম্মুখ নামক বর্ষে শ্বেতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি ব্রতচারিণী এবং

জপহোমার্চ্চনদান-গন্ধক্ষীরবলিপ্রিয়া।
রসনির্য্যাসহোমেন সেব্যা তু শুভদায়িকা ॥ ৩২
বিমোহিনী হেমলম্বে পীতবর্ণা মৃগাসনা।
ধ্বজশূলাক্ষধারী চ বেণুহস্তা ধ্বনিপ্রিয়া ॥ ৩৩
সুরূপা যৌবনস্থা চ হারকেয়ূরভূষিতা।
মধুপায়সহোমেন পূজয়া চ শুভপ্রদা ॥ ৩৪
বিলম্বে কারয়েদ্দেবীং শরণ্যাং বরদাভয়াম্।
সিংহাসনসমাসীনা-মাতপত্রবিভূষিতাম্ ॥ ৩৫
শ্যামচন্দনকোশীর-চর্চ্চিতাং সিতবাসসম্।
কুঙ্কুমাগুরুহোমেন চিন্তিতার্থপ্রসাধনীম্ ॥ ৩৬
কৌশিকীং কৌশিকারূঢ়াং কৃষ্ণবর্ণাং কপালিনী।
কর্ত্তৃকামুণ্ডহস্তাঞ্চ ত্রিশূলকরভাস্বরাম্ ॥ ৩৭
বলিমাংসৌদনাহারাং কৃষ্ণগন্ধস্রজপ্রিয়াম্।
তুরুষ্কাগুরুহোমেন বিকারিভয়নাশিনীম্ ॥ ৩৮
গৌরী শঙ্খেন্দুবর্ণাভা শর্ব্বরী অভিধে ভবেৎ।
বৃষপদ্মাসনাসীনা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ॥ ৩৯
বরদোদ্যতরূপাঢ্যা সর্ব্বমাল্যফলপ্রিয়া।
তগরাগুরুহোমেন কুঙ্কুমেন শুভপ্রদা ॥ ৪০

শ্বেতপদ্মাসনে যোগাবলম্বন করিয়া আছেন। হস্তে দণ্ড এবং অক্ষসূত্র। ৩১

ইনি ক্ষীরবলি-প্রিয়া এবং জপ হোমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, শুভফল প্রদান করেন। ৩১

হেমলম্ব নামক বৎসরে বিমোহিনীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি মৃগাসনা এবং পীতবর্ণা। ইহার হস্তে ধ্বজ, শূল, অক্ষসূত্র এবং বেণু। ৩৩

ইনি সুরূপা, যুবতী এবং হার-কেয়ূরাদি অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা। মধু এবং পায়সাদি দ্বারা হোম ও পূজা করিলে, ইনি সিদ্ধিদায়িনী হন। ৩৪

বিলম্ব নামক বর্ষে শরণ্যামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি সিংহাসনরূঢ়া। ইনি সকলের প্রতি অভয় ও বর প্রদান করেন। ৩৫

ইহাঁর মস্তকে ছত্র, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গে শ্যাম, চন্দন, উশীর প্রভৃতি অনুলেপন। কুঙ্কুম, অগুরু ইত্যাদি উপহার দ্বারা পূজা এবং হোমাদিকার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধি দান করেন। ৩৬

বিকারী বর্ষে কৌশিকীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি কৌশিকারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা ও কপালিনী। হস্তে মুণ্ড এবং ত্রিশূল। ৩৭

বলি, মাংস, অন্ন, নৈবেদ্য ইহাঁর প্রিয় এবং ইহাঁকে কৃষ্ণবর্ণ চন্দন ও মাল্য দান করিতে হয়। তুরুষ্ক, অগুরু ইত্যাদি দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বভয় বিনষ্ট করেন। ৩৮

শর্ব্বরী বর্ষে গৌরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। শঙ্খ এবং চন্দনের ন্যায় ইহাঁর বর্ণ, বৃষ ও পদ্ম আসন, হস্তে অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু। ৩৯

ইহাঁর মূর্ত্তি সুপ্রসন্না, যেন বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়া আছেন। সকল মাল্য এবং সকল ফল ইহাঁর প্রিয়। কুঙ্কুম, অগুরু ইত্যাদি দ্বারা পূজা এবং হোম করিলে শুভফল প্রদান করেন। ৪০

প্লবাখ্যে বিমলা কার্য্যা শুদ্ধহারেন্দুবর্চ্চসা।
মুক্তাক্ষসূত্রধারী চ কমণ্ডলুকরা বরা ॥ ৪১
নরাসনসমারূঢ়া শ্বেতমাল্যাম্বরপ্রিয়া।
দধিক্ষীরৌদনাহারা কর্পূরমদচর্চ্চিতা ॥ ৪২
সিতপঙ্কজহোমেন রাষ্ট্রায়ুর্নৃপবর্দ্ধনী ॥ ৪৩
শোভকৃদ্রতি কর্ত্তব্যা বসন্তোজ্জ্বলভূষণা।
নৃত্যমানা শুভা দেবী সমস্তাভরণৈর্যুতা ॥ ৪৪
বীণাবাদনশীলা চ মদকর্পূরচর্চ্চিতা।
অশোকস্রজহোমেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪৫
শুভকৃল্লালসা কার্য্যা করিণীপৃষ্ঠসংস্থিতা।
বস্ত্রদর্পণহস্তা চ সিতচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ৪৬
হারকেয়ূরশোভাঢ্যা সুরক্তবসনোজ্জ্বলা[১]।
পর্পটৌদনপূজায়াং জলহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ৪৭
ক্রোধিন্যরুন্ধতী দেবী সিতবাসা ব্রতে স্থিতা।
পত্রপুষ্পোদককরা চন্দনেন সুচর্চ্চিতা ॥ ৪৮
হোমাধ্যায়নশীলা চ ফলবন্দাশনপ্রিয়া।
উশীরাগুরুহোমেন সংবৎসরভয়াপহা ॥ ৪৯
বিশ্বাবসৌ ক্রিয়া কার্য্যা যজ্ঞাঙ্গকৃতভূষণা।
স্রুবমেখলধারী চ শুক্লরক্তসিতোজ্জ্বলা ॥ ৫০

প্লবাখ্য বর্ষে বিমলামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি মুক্তাহার এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, হস্তে মুক্তা, অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু। ৪১

ইনি নরাসনে আরূঢ়া, শ্বেতমাল্য এবং শ্বেতবস্ত্র ইহঁার প্রিয়। দধি, ক্ষীরান্ন, নৈবেদ্য, কুঙ্কুমাদি বিলেপন, শ্বেতপদ্মাদি দ্বারা পূজা ও হোম করিলে, নৃপতিগণের আয়ু ও রাজ্যবৃদ্ধি করেন। ৪২-৪৩

শোভকৃৎ বর্ষে রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি সর্ব্বদা নৃত্যপ্রিয়া ও সমুজ্জ্বল বিবিধ-ভূষণে অলঙ্কৃতা। ৪৪

ইহঁার গাত্রে কর্পূরাদি বিলেপন এবং ইনি বীণা বাদন করিতে ভালবাসেন। অশোকপুষ্প ও মাল্য দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্ব-কামনা সিদ্ধ করেন। ৪৫

শুভকৃৎ বর্ষে লালসা (ইচ্ছা) মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি করণী পৃষ্ঠে আরূঢ়া। ইহঁার হস্তে দর্পণ ও মাল্য, গাত্রে শুভ্রচন্দন, রক্তবস্ত্র এবং হার-কেয়ূরাদি বিবিধ অলঙ্কার। পর্পট, ওদন, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা, জপ ও হোমাদি দ্বারা পরিতুষ্টা হইয়া সিদ্ধি দান করেন। ৪৬-৪৭

ক্রোধী বর্ষে অরুন্ধতী দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি ব্রতধারিণী। ইহঁার পরিধান শুভ্রবস্ত্র, হস্তে পত্র, পুষ্প এবং জল, এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন বিলেপন। ৪৮

ইনি স্বয়ং হোম এবং অধ্যয়নশীলা। কন্দ, মূল, ফল ইহঁার প্রিয়। উশীর, অগুরু ইত্যাদি দ্বারা পূজা-হোমাদি করিলে, সংবৎসরভয় বিনষ্ট করেন। ৪৯

বিশ্বাবসু বর্ষে ক্রিয়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি পট্টোপরি সমাসীনা। হস্তে স্রুব ও মেখলা, পরিধান শুক্ল-রক্তবস্ত্র এবং যজ্ঞাঙ্গই ইহঁার ভূষণ। ৫০

১। দশনোজ্জ্বলা ইতি বা পাঠঃ।

পট্টোপরি সমাসীনাং পূজয়েৎ যস্তু ভাবিতঃ।
চম্পকোশীরপুন্নাগৈঃ স লভেতেপ্সিতান্ মুনে ॥ ৫১
দুর্গা দিগ্‌গজমত্তালি-পৃষ্ঠগা অরিসূদনী।
চর্ম্মাসিশরপিনাক-ধারিণী মহিষাপহা ॥ ৫২
অচ্ছিরোত্থমহাকায়ৈ-স্তম্ভটৈঃ পরিবারিতা।
রক্তস্রগ্রক্তনেত্রৈশ্চ ক্ষীরপায়সভোজনৈঃ ॥ ৫৩
বেষ্টিতা নাগপাশেন কেচিচ্ছিন্না গতাসবঃ।
দেবীশূলহতাঃ কার্য্যা সর্ব্বে তেষাং সুখাননাঃ[১] ॥
পাদোপমাসনে চৈক একো হ বিনিবেশিতঃ।
এবং বিধেন রূপেণ পরাবসুসমে কৃতাম্ ॥ ৫৫
পূজয়েৎ সততং যস্তু গন্ধধূপস্রগাদিভিঃ।
হেমরাজতপাত্রৈশ্চ ক্ষীরপায়সভোজনৈঃ ॥ ৫৬
স লভেতেপ্সিতান্ কামান্ ত্রিগুণা জীবতে সমাঃ।
অনুক্তানাস্তু দেবীনাং হোমং ক্ষীরঘৃতং মতম্ ॥ ৫৭
আয়ুধং খড়্গশূলঞ্চ নৈবেদ্যং ঘৃতপায়সম্ ॥ ৫৮

(ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা দ্বিতীয়বিংশতিবিধিঃ ॥)

কালী প্লবঙ্গনামে তু দণ্ডপাশোদ্যতা ভবেৎ।
কৃষ্ণগন্ধোপহারেণ পূজিতা শুভদায়িকা ॥ ১

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে চম্পক, উশীর, পুন্নাগ প্রভৃতি দ্বারা ইহাঁর পূজা করে, সে ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হয়। ৫১

দুর্গাদেবী মত্তদিগ্‌গজপৃষ্ঠে আরূঢ়া। ইনি শত্রুবিনাশিনী, হস্তে চর্ম্ম, অসি, ধনু এবং বাণ। ইনি মহিষঘাতিনী। ৫২

ইহাঁর চতুর্দিকে অসুরসৈন্য বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের সকলেরই গলদেশে রক্তমাল্য এবং সকলেরই চক্ষু রক্তবর্ণ এবং সকলেই ক্ষীর-পায়সাদি ভোজনে উন্মত্ত। ৫৩

কেহ কেহ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ বা দেবীর শূলবিদ্ধ হইয়া দেবীর প্রতি মুখভঙ্গি করিয়া আছে। কোন অসুর দেবীর পদতলস্থিত আসনে নিবিষ্ট হইয়া আছে। পরাবসু বর্ষে এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া বিচিত্র-শোভাসম্পন্ন করিয়া যে ব্যক্তি গন্ধ, ধূপ ও মাল্য দ্বারা এবং স্বর্ণরৌপ্যাদি পাত্রে নিহিত ক্ষীর-পায়সাদি নৈবেদ্য দ্বারা সর্ব্বদা দেবীর পূজা করে, তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয় এবং আয়ু তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। যে সকল দেবীর বিশেষ বলা হয় নাই, তাঁহাদের আয়ুধ খড়্গ এবং শূল; ঘৃত এবং ক্ষীর দ্বারা হোম এবং ঘৃত-পায়স নৈবেদ্য। ৫৪-৫৮

প্লবঙ্গ নামক বৎসরে কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহাঁর হস্তে দণ্ড ও পাশ। কৃষ্ণচন্দন ও কৃষ্ণ উপহার দ্বারা পূজা করিলে ইনি শুভদায়িকা হন। ১

১। পার্ব্বতীসম্মুখাননাঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

রৌদ্রী তু কীলকে কার্য্যা মুণ্ডকর্ত্তৃকধারিণী।
রক্তগন্ধোপহারেণ পূজিতা শুভদায়িকা ॥ ২
সৌম্যে কপালিনা কার্য্যা ত্রিশূলবরধারিণী।
পীতরক্তোপহারেণ হোমেন চ বরপ্রদা ॥ ৩
সাধারণে সঘন্টা তু ঘন্টাকর্ণা ত্রিশূলিনী।
রক্তকৃষ্ণোপহারেণ সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৪
বিরোধকৃন্ময়ূরাখ্যা ময়ূরাসনসংস্থিতা।
পাশশক্তিকরা দেবী ত্রিনেত্রা অলকোজ্জ্বলা ॥ ৫
গন্ধপুষ্পোপহারেণ চন্দনাগুরুচর্চ্চিতা।
পূজিতা ভাবহোমেন সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৬
পরিবাদ্যাং যজেদ্দেবীং বহুরূপাং নরাসনাম্।
শূলখড়্গধরীং বৎস সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৭
শুক্লরক্তাসিতপীতৈ র্গন্ধধূপপবিত্রকৈঃ।
পূজিতা ভাবহোমেন বলিদানেন তুষ্টিদা ॥ ৮
প্রমাথিনে সুরূপা তু হারকেয়ূরভূষিতা।
দণ্ডাসনসমারূঢ়া পদ্মস্বস্তিকধারিণী ॥ ৯
মধুমালাস্রজাপীড়া সর্ব্বগন্ধোপচর্চ্চিতা।
বলিমাল্যোপহারেণ হবনেন শুভপ্রদা ॥ ১০

কীলক বৎসরে রৌদ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহাঁর হস্তে মুণ্ড এবং কর্ত্তৃক। রক্তচন্দনাদি উপহারে পূজা করিলে ইনি শুভফল প্রদান করেন। ২

সৌম নামক বৎসরে কপালিনীমূর্ত্তির পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে শূল এবং কপাল। পীত ও রক্ত উপহারে পূজা করিলে তিনি বরদায়িনী হন। ৩

সাধারণ নামক বৎসরে ঘন্টাকর্ণা দেবীর পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে ঘন্টা এবং ত্রিশূল। রক্ত এবং কৃষ্ণ উপহারে পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৪

বিরোধকৃৎ নামক বৎসরে ময়ূরাসনস্থিতা ময়ূরা দেবীর পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে পাশ এবং শক্তি, ইহাঁর তিনটী নেত্র এবং মস্তকের কেশরাশি অতিশয় সমুজ্জ্বল। ৫

গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি উপহারে তাঁহার পূজা ও হোম করিলে সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ করেন। ৬

পরিবাদী বৎসরে বহুরূপা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি নরাসনা এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিতা। ইহাঁর হস্তে খড়্গ এবং শূল। ৭

শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ গন্ধ, পুষ্প ধূপাদি বিবিধ উপহারে পূজা, বলিদান এবং হোমাদি দ্বারা ইনি তুষ্ট হইয়া আনন্দ দান করেন। ৮

"প্রমাথী" বৎসরে "সুরূপা" দেবীর পূজা করিবে। ইনি দণ্ডাসনে সমাসীনা এবং হার-কেয়ূরাদি অলঙ্কারে ভূষিতা। ইহাঁর হস্তে পদ্ম এবং স্বস্তিক, গাত্রে সর্ব্ববিধ সুগন্ধ বিলেপন, মস্তকে মধুকমাল্য। গন্ধ মাল্য এবং বলিদানাদি উপচারে পূজা করিলে শুভফল প্রদান করেন। ৯-১০

আনন্দাখ্যে ত্রিনেত্রা তু শূলপট্টিশধারিণী।
জটোরগ-শরচ্চন্দ্র-ভূষিতা শিবরূপিণী ॥ ১১
গন্ধমাল্যোপহারেণ পূজিতা সিতপঙ্কজৈঃ।
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ জপহোমপরায়ণা ॥ ১২
রিপুহা রাক্ষসে কার্য্যা বজ্রচক্রধনুর্দ্ধরা।
পূজিতা গন্ধমাল্যৈশ্চ বলিহোমেন সিদ্ধিদা ॥ ১৩
অনলে অম্বিকা দেবী শূলসূত্রাক্ষধারিণী।
রক্তবল্যুপহারেণ পূজনা হবনা শুভা ॥ ১৪
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী।
বীণা-বাদনশীলা চ হারকেয়ূরভূষিতা ॥ ১৫
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গী জাতিচম্পকপূজিতা।
বলিসোমলতাহারা হবনা পিঙ্গলে শুভা ॥ ১৬
কালযুক্তে কুমারী তু ময়ূরাসনশক্তিভৃৎ।
ত্রিদণ্ডী বালরূপা চ রক্তমাল্যসমুজ্জ্বলা ॥ ১৭
রক্তবাসা বলিগন্ধা ক্ষৌদ্রমাংসাসবপ্রিয়া।
পূজিতা বিধিবদ্দেবী হবনাৎ তুরগং শুভা ॥ ১৮
সিদ্ধার্থে বৈষ্ণবী কার্য্যা শঙ্খচক্রগরুত্মগা।
বনমালাকৃতাপীড়া বনমালাসুশোভনা ॥ ১৯

"আনন্দ" নামক বৎসরে শূল-পট্টিশধারিণী ত্রিনেত্রামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি শিবরূপিণী, মস্তকে জটা, সর্প এবং চন্দ্র। ১১

গন্ধমাল্য, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদি উপচারে পূজা, জপ এবং হোম করিলে শুভ-ফল প্রদান করেন। ১২

"রাক্ষস" বৎসরে রিপুহা দেবীর পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে বজ্র, চক্র এবং ধনু। গন্ধমাল্যাদি উপহারে পূজা, বলি এবং হোম করিলে ইনি সর্ব্বসিদ্ধি দান করেন। ১৩

"অনল" বৎসরে অম্বিকা দেবীর পূজা করিবে। ইহাঁর হস্তে শূল এবং অক্ষ-সূত্র। রক্তবর্ণ উপহার এবং বলিদানাদি দ্বারা পূজা করিলে শুভফল দান করেন। ১৪

"পিঙ্গল" বৎসরে মাহেশ্বরী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি বৃষারূঢ়া, ত্রিনেত্রা এবং শূলধারিণী। অঙ্গে চন্দন অগুরু ইত্যাদি বিলেপন এবং হার-কেয়ূরাদি ভূষণ। ১৫

ইনি বীণাবাদনে যত্নবতী। জাতি, চম্পক ইত্যাদি পুষ্প দ্বারা পূজা, বলিদান এবং হোমাদি করিলে শুভফল দান করেন। ১৬

"কালযুক্ত" বৎসরে কুমারী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি ময়ূরাসনা, ত্রিদণ্ডী এবং শক্তিধারিণী। ১৭

ইহাঁর কণ্ঠে রক্তমাল্য, পরিধানে রক্তবস্ত্র, দেখিলে বালিকার ন্যায় বোধ হয়। মধু, মদ্য এবং মাংস ইহাঁর প্রিয়। বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করেন। ১৮

"সিদ্ধার্থ" নামক বৎসরে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি গরুড়াসনা এবং শঙ্খ-চক্রধারিণী। ইহাঁর মস্তকে ও শিখা-প্রদেশে বনমালা। ১৯

পূজিতা গন্ধপুষ্পাঢ্যা জাতীচন্দনচম্পকৈঃ।
বলিলড্ডুকদানেন সর্পিষা হবনা শুভা ॥ ২০
রৌদ্রে সুরবরাধ্যক্ষা গজরাজোপরিস্থিতা।
বজ্রাঙ্কুশধরা দেবী হারকেয়ূরভূষিতা ॥ ২১
পীতগন্ধোপহারেণ বলিমাল্য-নিবেদনৈঃ।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-হবনেন বরপ্রদা ॥ ২২
বৈবস্বতী প্রকর্ত্তব্যা দুর্ম্মতৌ মহিষোপরি।
শূকরাস্যা কপালেন পিবন্তী দণ্ডধারিণী ॥ ২৩
রক্তমাল্যকৃতাপীড়া গন্ধাসবসুপূজিতা।
বলিহোমাজ্যদানেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২৪
দুন্দুভাখ্যে অঘোরা তু করালবদনোজ্জ্বলা।
সিংহচর্ম্মধরা দেবী কৃষ্ণচর্ম্মপরিচ্ছদা ॥ ২৫
মুণ্ডমালা কপালঞ্চ শূলহস্তা বলিপ্রিয়া।
সর্ব্বগন্ধোপহারেণ পুরহোমেন শান্তিদা ॥ ২৬
করালী রুধিরোদ্গারী উর্দ্ধকেশা ভয়াননা।
মুণ্ডমালাধরা দেবী কর্ত্তৃকাপিশিতাননা ॥ ২৭
সর্ব্বকৃষ্ণোপহারেণ মাংসাসবপ্রপূজনা।
বিল্বাগুরুঘৃতক্ষৌদ্রহবনা শুভদায়িকা ॥ ২৮

জাতি, চন্দন, চম্পক প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা পূজা, বলিদান, লড্ডুক এবং ঘৃতাদি নৈবেদ্য দান করিলে দেবী শুভফল দান করেন। ২০

"রৌদ্র" বৎসরে সুরপূজিতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। ইনি গজারূঢ়া, হস্তে বজ্র এবং অঙ্কুশ এবং ইহাঁর ভূষণ, হার ও কেয়ূর। ২১

সুশীতল চন্দন, মাল্য, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর প্রভৃতি উপহার এবং বলি-প্রদানাদি দ্বারা পূজা করিলে, তিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন। ২২

"দুর্ম্মতি" বর্ষে বৈবস্বতী নির্ম্মাণ করিবে, তিনি মহিষারূঢ়া, শূকরের ন্যায় তাঁহার মুখ, কপাল-পাত্র দ্বারা পানাসক্তা এবং দণ্ডধারিণী। ২৩

তাঁহার শিখাদেশে রক্তমাল্য; গন্ধপুষ্প, বলি, জপ হোমাদি দ্বারা ইহাঁর পূজা করিলে, ইনি সর্ব্বকামনাফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২৪

"দুন্দুভ" বর্ষে অঘোরামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি করালবদনা, ইহাঁর পরিধান সিংহচর্ম্ম এবং সর্ব্বাঙ্গে রুরুচর্ম্মের পরিচ্ছদ। ২৫

ইহাঁর গলদেশে মুণ্ডমালা, হস্তে কপাল এবং শূল। ইনি বলিপ্রিয়া, সর্ব্ববিধ বলি, গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা এবং হোমাদি কার্য্যে পরিতুষ্টা হইয়া শান্তি দান করেন। ২৬

"রুধিরোদ্গারী" বর্ষে করালী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহাঁরও মুখ অতি ভয়ঙ্কর। ইনি উর্দ্ধকেশা এবং মুণ্ডমালাধারিণী, ইহাঁর মুখবিবর সর্ব্বদা মাংস-পরিপূরিত। সমুদয় কৃষ্ণবর্ণ উপহার দিয়া ইহাঁর পূজা করিতে হয়। মদ্য, মাংস ইহাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বিল্বপত্র, অগুরুচন্দন, ঘৃত, মধু প্রভৃতি দ্বারা ইহাঁর পূজা করিলে, ইনি শুভফল প্রদান করেন। ২৭-২৮

রক্তাক্ষে বিকটা কার্য্যা উষ্ট্রারূঢ়া মহাভুজা।
পাশদণ্ডকরালাস্যা সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করা ॥ ২৯
কৃষ্ণগন্ধানুলিপ্তাঙ্গী বৃশ্চিকশলভান্বিতা।
বসানাসবমৎস্যাদা জবাকুসুমচর্চ্চিতা ॥ ৩০
তেনাত্ম্যক্তা মহাকালা সার্দ্রমাংসবলিপ্রিয়া।
জপহোমার্চ্চনা দেবী সর্ব্বগন্ধবলিপ্রিয়া ॥ ৩১
ক্রোধনে তু দিতিঃ কার্য্যা দেবমাতা বহুপ্রজা।
ভদ্রাসনসমারূঢ়া গীতিভির্ব্বালকৈর্বৃতা ॥ ৩২
ফলপুষ্পাপহস্তা চ শিশুপালনক্রোধনা।
চতুর্ব্বর্ণধরা দেবী ক্ষীরহারস্থ সিদ্ধিদা ॥ ৩৩
পূজিতা পঙ্কজোশীরৈশ্চন্দনাগুরুচর্চ্চিতা।
ফলকল্লোলহোমা চ ঘৃতক্ষীরাশনা শুভা ॥ ৩৪
ক্ষয়ে তু চর্চ্চিকা কার্য্যা প্রেতারূঢ়া মহাভুজা।
উর্দ্ধকেশোৎকটা ক্ষামা নির্ম্মাংসস্নায়ুবন্ধনা ॥ ৩৫
নাগাভরণভূষাঙ্গী করালবদনোজ্জ্বলা।
খড়্গাখট্বাঙ্গধারা চ কর্ত্তৃকামুণ্ডধারিণী ॥ ৩৬
মাতৃণাং প্রবরা দেবী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
হৈমা বা রত্নবার্ক্ষা বা শৈলা বা চিত্রজাপি বা।
স্থাপ্যা পূর্ব্ববিধানেন সর্ব্বকামপ্রসাধনী ॥ ৩৭

"রক্তাক্ষ" বর্ষে বিকটা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি উষ্ট্রারূঢ়া, ইহাঁর প্রকাণ্ড বাহু, হস্তে পাশ এবং দণ্ড, করাল বদন, দেখিলে সকল জন্তুরই ভয়োদ্রেক হয়। ২৯

ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণচন্দন, বৃশ্চিক এবং শলভগণ ইহাঁর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, মাংস বসা, মৎস্যাদি ইহাঁর খাদ্য, জবাপুষ্প দ্বারা ইহাঁর অর্চ্চনা করিতে হয়। ৩০

আর্দ্র-মাংসযুক্ত বলি ইহাঁর প্রিয়। সর্ব্ববিধ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা, জপ এবং হোমাদি দ্বারা ইহাঁকে পরিতুষ্টা করিতে হয়। ৩১

"ক্রোধন" বর্ষে দিতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইনি দেবমাতা এবং বহুপ্রজা। ইনি ভদ্রাসন-সমারূঢ়া এবং বালকগণ গান করিতে করিতে ইহাঁর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ৩২

ইহাঁর হস্তে ফল এবং পুষ্প, ইনি শিশুপালনে রত, ইহাঁর চতুর্ব্বিধ বর্ণ। যে ব্যক্তি পঙ্কজ, উশীর, চন্দন, অগুরু, ফলপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ক্ষীর-ঘৃতাদি নৈবেদ্য প্রদান করে, ইনি তাহার সর্ব্বকামনা পূর্ণ করেন। ৩৩-৩৪

"ক্ষয়" বর্ষে চর্চ্চিকা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইনি প্রেতারূঢ়া এবং উর্দ্ধকেশা। ইহাঁর প্রকাণ্ড বাহু, বিকট চক্ষু, সর্ব্বাঙ্গে নির্ম্মাংস-স্নায়ুবন্ধন, সর্পভূষণ, করালবদন, খড়্গ এবং খট্বাঙ্গ অস্ত্র ও গলদেশে মুণ্ডমালা। ৩৫-৩৬

দেবী চর্চ্চিকা মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বদেবতারই পূজনীয়া। স্বর্ণময়ী, রত্নময়ী, কাষ্ঠময়ী, শৈলময়ী কিংবা চিত্রময়ী, যে কোন মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে স্থাপন করিলে, সর্ব্ব কামনাফল সিদ্ধ হয়। ৩৭

মাতৃচক্রাগতঃ কার্য্যো বীণাহস্তঃ সুরেশ্বরঃ।
তুম্বুরুর্ভৈরবো বাথ অন্তে বিঘ্নেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৮
গজবক্ত্রো মহাকায়ো লম্বোদরবৃহোদরৌ।
পরশুর্মোদকং বামে করে যাম্যেঽক্ষসূত্রকম্ ॥ ৩৯
বরদং দণ্ডমৎস্যং বা বামার্দ্ধে যুবতী থবা।
সুরূপা শোভনা কার্য্যা রতিনাম্নী গজাননে ॥ ৪০
সর্ব্বাভরণশোভাদি উভয়োরপি কারয়েৎ।
বিঘ্নেশে গর্জ্জমানস্তু উপবীতং মহোরগম্ ॥ ৪১
দেবীপট্টাংশসংবীতা মণিকঙ্কণচর্চ্চিতা।
হারকেয়ূরশোভাভি-স্তিলকালকভূষিতা ॥ ৪২
কৃত্বা তৃতীয়বর্ণেন ষড়্ভেদেন চেশ্বরম্।
বহ্নিনা ভবতে দেবী ওঙ্কারা নমচণ্ডিকা ॥ ৪৩
এতৈর্হর্চ্চনজপহোম-প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকর্ম্মণি।
মন্ত্রা দেবায় দেব্যায়াঃ স্বাহান্তা হোমনে মুনে ॥ ৪৪
যাসাং বাহনহোমেজ্যা-বলিস্বায়ুধকল্পনা।
নোদিতা বৎস দেবীনাং তাসাং শৃণু যথাবিধি।
বৃষাসনা প্রকর্ত্তব্যা ত্রিশূলায়ুধধারিণী ॥ ৪৫
দধ্যোদনং প্রকর্ত্তব্যং বলিগন্ধং সিতং মতম্ ॥ ৪৬
হেমং ক্ষীরং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তিলা যবফলানি চ।
সামান্যানাং সমস্তানাং বিদ্যাষ্টকসমুদ্রকম্ ॥ ৪৭

মাতৃচক্রের অগ্রভাগে বীণাহস্ত তুম্বুরু কিংবা ভৈরবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে এবং পশ্চাদ্ভাগে বিঘ্নহর গণেশের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ৩৮

গণেশ-মূর্ত্তি, গজবক্ত্র, স্থূলকায় এবং লম্বোদর। তাঁহার বামহস্তে পরশু এবং মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষসূত্র। ৩৯

অভয়দান, অথবা দণ্ড ও মৎস্য। তাঁহার বামভাগে রতিনাম্নী সুরূপা যুবতীমূর্ত্তি। ৪০

নানাবিধ আভরণে উভয়েরই শোভা সম্পাদন করিতে হয়। গণেশের স্কন্ধদেশে গর্জ্জনশীল মহৎ সর্প উপবীতাকারে থাকিবে। ৪১

দেবীর পরিধান পট্টবস্ত্র; আভরণ মণিকঙ্কণ হার কেয়ূরাদি এবং তদীয় ললাটদেশ তিলক ও অলকা রেখাদি দ্বারা ভূষিত। (মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য)। ৪২

যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা, জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা এবং যজ্ঞকর্ম্ম সমাধান করিবে; আর হোম-মন্ত্রের আদিতে দেবায়, কিম্বা দেব্যৈ এবং অন্তে স্বাহাপদ প্রয়োগ করিবে। ৪৩-৪৪

হে বৎস! যে সকল দেবীর বাহন, হোম, পূজা, বলি, আয়ুধাদির বিষয় কথিত হয় নাই, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি। তাঁহাদের বৃষ আসন, আয়ুধ ত্রিশূল, বলি দধ্যোদন, এতদ্ভিন্ন ক্ষীর, ঘৃত, মধু, তিল, যব, ফল প্রভৃতি নৈবেদ্য। সমস্ত মাতৃগণের মূর্ত্তি এবং অষ্টবিদ্যামূর্ত্তি, মুদ্রার সহিত স্থাপন করিবে। ৪৫-৪৭

ঋতুষট্‌কং প্রকর্ত্তব্যং বসন্তাদি যথাবিধি।
বালাযুবানমধ্যা চ কৃষ্ণানবভবোজ্জ্বলা॥ ৪৮
গৌরী বৃদ্ধা শিশুশ্চেতি স্ত্রীযুগ্মা ঋতবো মতাঃ॥ ৪৯
একাদশ প্রকর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে রুদ্রাস্ত্রিশূলিনঃ।
জটাভারেন্দুচর্ম্মাঙ্গা বাসুকীকৃতকঙ্কণাঃ॥ ৫০
ত্রিনেত্রাঃ সিতবর্ণাভাঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতাঃ।
পূজিতাঃ সংস্তুতা বাপি সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥ ৫১
মহালক্ষ্মীঃ প্রকর্ত্তব্যা নৃত্যমানা কপালিনী।
কর্ত্তৃকামুণ্ডখট্বাঙ্গী নৃপালাম্বরধারিণী॥ ৫২
কুষ্মাণ্ডা নাম প্রেতস্থা দন্তুরা বর্ব্বরা গিরৌ।
পূজিতা নবমাসে তু সর্ব্বকামপ্রদায়িকা॥ ৫৩

(ইত্যাদ্যে দেবীপুরাণে সংবৎসরদেবতা তৃতীয়বিংশতিবিধিঃ॥)

বিষ্ণুঃ সূর্য্যোঽভবন্মেষে যুগং বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যং রক্তমাল্যাম্বরপ্রিয়ম্।
বহ্নিনা পূজয়েদ্দেবং কালযুক্তেন ভাবিতঃ॥ ১
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়াদ্বিমুচ্যতে।
দানং হোমাজ্যগোভূমিং দত্ত্বা গোমেধমাপ্নুয়াৎ॥ ২
বৃষে শুক্রোঽভবৎ সূর্য্যঃ সুরেজ্যযুগ উচ্যতে।
যষ্টব্যো মণিবৈদূর্য্য-গন্ধপুষ্পপবিত্রকৈঃ॥ ৩

বসন্তাদি ছয় ঋতুমূর্ত্তি যথাবিধি নির্ম্মাণ করিবে। ঋতুসকল যুগ্ম-স্ত্রীমূর্ত্তি-স্বরূপ, ইহাঁদের বর্ণ কৃষ্ণ এবং গৌর। ৪৮

এই সকল মূর্ত্তি যথাক্রমে বালা, যুবতী, মধ্যা, কিশোরী, বৃদ্ধা এবং শিশু। ৪৯

এতদ্ভিন্ন একাদশ রুদ্র করিতে হয়। ইহাঁরা সকলেই ত্রিশূলধারী; মস্তকে জটাভার, ললাটে চন্দ্ররেখা এবং অঙ্গে সর্পাভরণ। ৫০

সকলেই ত্রিনেত্র এবং শুভ্রবর্ণ। সমস্ত দেবগণ ইহাঁদের নমস্কার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পূজিত এবং স্তুত হইলে সর্ব্বকামফল প্রদান করেন। ৫১

আরও মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইনি কপালধারিণী, সর্ব্বদা নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্বাঙ্গ এবং পরিধান রাজযোগ্য বস্ত্র। ৫২

কুষ্মাণ্ডানাম্নী দেবী,—ইনি প্রেতাসনা। বর্ব্বরা-পর্ব্বতে নয়মাস ইহাঁর পূজা করিলে তিনি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। ৫৩

মেষরাশিস্থ সূর্য্য বিষ্ণুস্বরূপ এবং যুগও বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া কথিত আছে, অতএব তখন নানাবিধ আভরণ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক হোমাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ১

তাহা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, এবং যুগপীড়া হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। হোমীয় ঘৃত, গো, ভূমি ইত্যাদি দান করিলে গোমেধযজ্ঞের ফলভোগ করে। ২

বৃষরাশিতে শুক্র সূর্য্য এবং বৃহস্পতি যুগ। বৈদূর্য্যাদি মণি, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ উপহার দ্বারা উহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৩

বৃষাশ্বাস্ত গজা দেয়া দক্ষিণা কনকং পিবা।
অশ্বত্থসমিধা হোমং যুগপীড়াং ব্যপোহতি ॥ ৪
অথবা মিথুনে কার্য্যঃ শুক্রশ্চেতি যুগং জয়েৎ।
রক্তপীতোপচারেণ হেমবস্ত্রফলাশনৈঃ ॥ ৫
যবা গাবঃ প্রদাতব্যা যুগপীড়ানিবারণাঃ।
হোমং বিন্দতি নাভ্যস্ত আয়ুঃসম্পদদায়কম্ ॥ ৬
ধাতা কর্কিণি যষ্টব্যো যুগং বহ্নিং প্রপূজয়েৎ।
সিতরক্তোপহারেণ গন্ধপুষ্পপবিত্রকৈঃ ॥ ৭
বিদ্রুমোৎপলবৈদূর্য্য-হেমহারকৃতাশনৈঃ।
যুগসূর্য্যৌ প্রকর্ত্তব্যৌ সর্ব্বকামফলপ্রদৌ ॥ ৮
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-রক্তপুষ্পোপশোভিতৌ।
আদ্যন্তবলমন্ত্রেণ পূজিতৌ যুগভেদিনৌ ॥ ৯
সিংহে মিত্রেতি যষ্টব্যো যুগং ত্বষ্টা প্রপূজয়েৎ।
হেমেন্দ্রনীলজৌ কার্য্যৌ যুগসূর্য্যৌ সুশোভনৌ ॥ ১০
মালতীবকুলাশোক-কুরুণ্টকুসুমোজ্জ্বলৌ।
পদ্মস্বস্তিকধারৌ তৌ পূজিতৌ বরদায়কৌ ॥ ১১
যষ্টব্যো বরুণঃ কন্যে অহিব্রধ্নো যুগং তথা।
পুষ্পরাগময়ং সূর্য্যং যুগং মৌক্তিকজং কুরু ॥ ১২
শতপত্রিকপুষ্পৈস্তু কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতৌ।
দত্তামৌক্তিকদানৌ তু যুগপীড়াব্যপোহকৌ ॥ ১৩

বৃষ, অশ্ব, হস্তী অথবা স্বর্ণ, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ কালে অশ্বত্থ-সমিধ দ্বারা হোম করিলে যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। ৪

অথবা মিথুনস্থ সূর্য্যকে শুক্রস্বরূপ কল্পনা করিয়া রক্ত ও পীতবর্ণ নানাবিধ উপহার, স্বর্ণ, বস্ত্র, ফল, আসন ইত্যাদি দ্বারা যজন করিবে। ৫

এই কালে গোদান এবং যবদান করিলে যুগপীড়া বিনষ্ট হয় এবং হোম-কার্য্য আয়ু ও সম্পদদায়ক হয়। ৬

কর্কটরাশিতে বিধাতা সূর্য্য এবং অগ্নি যুগ। গন্ধ-পুষ্পপবিত্রাদি শ্বেত এবং রক্ত নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজা করিবে এবং বিদ্রুমমণি, বৈদূর্য্যমণি, রত্নহারাদি উপহার প্রদান করিবে। ৭-৮

কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর ইত্যাদি দ্বারা যুগসূর্য্যের উপাসনা করিলে এবং যুগ-নক্ষত্রদিনে আদ্যন্ত মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৯

সিংহরাশিতে মিত্র সূর্য্য এবং বিশ্বকর্ম্মা যুগ। স্বর্ণ এবং ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা ইহাঁদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মালতী, বকুল, অশোক, কুরুবক প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ইহাঁরা উভয়েই পদ্ম এবং স্বস্তিকধারী, ভক্তগণের প্রতি অভয় ও বর দান করিয়া থাকেন। ১০-১১

কন্যারাশিতে বরুণ সূর্য্য এবং অহিব্রধ্ন যুগ। পদ্মরাগমণি এবং মুক্তাফল দ্বারা ইহাঁদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শতপত্রাদি পুষ্প, কর্পূর, অগুরু প্রভৃতি উপহার দিয়া পূজা করিবে। এই সময়ে মুক্তাফল দান করিলে যুগপীড়াদি বিনষ্ট হয়। ১২-১৩

ভবতো যুগসূর্য্যৌ তু আয়ুরারোগ্যবৃদ্ধিদৌ ॥ ১৪
বিবস্বান্ সপ্তমে কার্য্যঃ পিতৃপশ্চ যুগস্তথা।
শঙ্খস্ফটিকজৌ দেবৌ রজতে পরিকল্পিতৌ ॥ ১৫
গন্ধপুষ্পোপহারেণ বস্ত্রাভরণভূষিতৌ।
জপহোমং প্রকর্ত্তব্যং বসবস্তু শিবেন চ ॥ ১৬
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়াং নিবারয়েৎ ॥ ১৭
বৃশ্চিকে সবিতা সূর্য্যো বিশ্বেতি যুগমুচ্যতে।
তৌ বজ্রনীলসম্ভূতৌ হেমধারাসুসজ্জিতৌ ॥ ১৮
রক্তপীতারুণ-শুক্ল-বস্ত্রসংবীতচর্চ্চিতৌ।
কৃত্বা কুঙ্কুমগন্ধাঢ্যৌ পঙ্কজোৎপলমালিনৌ ॥ ১৯
হোমং দেবদলং নাগং ঘৃতক্ষীরবিমিশ্রিতম্।
লক্ষেদং দক্ষিণা দেয়া গাবো বস্ত্রং মণিং ভুবম্ ॥ ২০
যুগসূর্য্যে ভবেৎ পূজা পঞ্চমং ত্রিচতুর্থকৈঃ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি যুগপীড়া বিনশ্যতি ॥ ২১
পূষা ধনুষি যষ্টব্যো যুগং সোমো বিধীয়তে।
মহানীলভবঃ সূর্য্যঃ শুক্তিকায়াং তথা যুগম্ ॥ ২২
যুগসূর্য্যৌ তু হোমস্তৌ সিতকুঙ্কুমচর্চ্চিতৌ।
বস্ত্রপুষ্পাক্ষততোয়-ধূমনৈবেদ্যপূজিতৌ ॥ ২৩
দিবাদ্যপ্রথমান্তে চ সর্ব্বকামফলপ্রদৌ।
যুগপীড়ানিবারায় যষ্টব্যৌ রবিসংযুগৌ ॥ ২৪
যষ্টব্যস্ত্বষ্টা মকরে ইন্দ্রাগ্নিযুগসংযুতঃ।
কুরুবিন্দেন্দ্রনীলোত্থৌ পট্টোপরি সুসজ্জিতৌ ॥ ২৫

যুগ এবং সূর্য্য ইহাঁরা লোকের আয়ু এবং আরোগ্য দান করেন। ১৪

সপ্তম রাশিতে বিবস্বান্ সূর্য্য এবং পিতৃপতি যুগ। রজত, শঙ্খ কিংবা স্ফটিক দ্বারা ইহাঁদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বিবিধ বস্ত্রাভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা এবং হোমাদি করিবে। ১৫-১৬

তাহা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ এবং যুগপীড়া বিনষ্ট হইবে। ১৭

বৃশ্চিক রাশিতে সবিতা সূর্য্য এবং বিশ্ব যুগ; বজ্রনীলসম্ভূত ইহাঁদের মূর্ত্তি বিবিধ স্বর্ণাভরণে ভূষিত। ১৮

পরিধান রক্ত, পীত, শুক্ল প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র। কুঙ্কুম-চন্দনাদি বিলেপন এবং পদ্মমাল্যাদি প্রদান করিয়া দেবদলকাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে, ঘৃতমিশ্রিত ক্ষীরাদি-নৈবেদ্য, রত্ন, ভূমি, গো, বস্ত্র ইত্যাদি দক্ষিণা দিয়া যুগ-সূর্য্যের পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ এবং যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। ১৯-২১

ধনু রাশিতে পূষা সূর্য্য এবং চন্দ্র যুগ। মহানীল-মণি দ্বারা সূর্য্যের এবং শুক্তিকা দ্বারা যুগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুঙ্কুম, বস্ত্র, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, নৈবেদ্যাদি উপহার দ্বারা পূজা করিবে। ২২-২৩

দিবার প্রথম ও শেষভাগ ইহাঁদের পূজার কাল। এই কালে যুগসূর্য্যের পূজা করিলে কামনা-সিদ্ধি এবং যুগপীড়া বিনষ্ট হয়। ২৪

মকর রাশিতে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য এবং ইন্দ্রাগ্নি-যুগ। কুরুবিন্দ ইন্দ্রনীলাদি দ্বারা উভয়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম পট্টে স্থাপন করত চন্দন, অগুরু, কর্পূর,

চন্দনাগুরুকর্পূর-রোচনামদচর্চ্চিতৌ।
রক্তবস্ত্রসুরূপাঢ্যৌ মহার্ঘমণিভূষিতৌ॥ ২৬
দত্ত্বা ক্ষীরৌদনং ধূপং পঞ্চনির্য্যাসসম্ভবম্।
হোমং কৃত্বা মধুসর্পিঃ সমিধারক্তচন্দনৈঃ॥ ২৭
ততঃ ক্ষমাপয়েদেতৌ যুগবহ্নিদিবাকরৌ।
মণ্ডলান্তেন কুম্ভেন হোমমুদ্রাক্ষতেন চ[১]॥ ২৮
দ্বিজানাং দক্ষিণাং দত্ত্বা সর্ব্বযাগফলং লভেৎ॥ ২৯
যুগপীড়া ন জায়েত তস্মিন্ দেশে মহামুনে।
যত্রায়ং বিধিসম্পন্নঃ সযুগঃ পূজ্যতে রবিঃ॥ ৩০
কুম্ভে অশতি যষ্টব্যো যুগাশ্বিনসমাযুতৌ।
হেমপট্টকৃতৌ দেবৌ যুগসূর্য্যৌ সরাজতৌ॥ ৩১
বেদিপট্টপরিচ্ছন্নৌ কর্পূরমদচর্চ্চিতৌ।
কুণ্ডকূর্চ্চককৌরণ্ড-পুষ্পাপীড়বিভূষিতৌ। ৩২
দত্ত্বা দেবদলং ধূপং সতুরুষ্কং বসান্বিতম্।
পঞ্চাব্দেন তু মন্ত্রেণ হোমং কৃত্বা ক্ষমাপয়েৎ॥ ৩৩
দ্বিজানাং দক্ষিণাং দত্ত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ।
ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহেত যুগপীড়া ন জায়তে॥ ৩৪
ইন্দ্রায় কথিতঞ্চেদং বৃত্রাঘস্যোপশান্তয়ে॥ ৩৫
মীনে ভগোঽহতিতেজাঢ্যো যুগঞ্চাপি ভগং তথা।
যষ্টব্যৌ যুগসূর্য্যৌ তৌ পক্কেন্দ্রমণিসঞ্চিতৌ॥ ৩৬

হরিদ্রাদি লেপন করিবে। রক্তবস্ত্র এবং মহামূল্য রত্নাদি দ্বারা উভয়কে ভূষিত করিবে। ২৫-২৬

পঞ্চনির্যাস-ধূপ এবং পায়সান্নাদি দিয়া পূজা করিবে। পূজান্তে মধু, সর্পি, সমিধ্ এবং রক্তচন্দনাদি দ্বারা হোম করিয়া উভয়ের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মণ্ডল, পূর্ণকুম্ভ, হোমমুদ্রা, অক্ষতাদি পূজার অঙ্গ। ২৭-২৮

অবশেষে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ২৯

যে দেশে এইরূপ বিধিপূর্ব্বক যুগ-সূর্য্যের পূজা করা হয়, তথায় যুগপীড়া হইতে পারে না। ৩০

কুম্ভ রাশিতে সূর্য্য এবং যুগ অশ্বিনীকুমার, ইহাদের রজতময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পরিছন্ন বেদিকায় স্বর্ণপট্টে স্থাপন করত কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য বিলেপন করিবে এবং কুন্দ কূর্চ্চিকাদি পুষ্পের মালা গাঁথিয়া উভয়কে ভূষিভ করিবে। ৩১-৩২

অনন্তর দেবদল এবং রসান্বিত তুরষ্কধূপ দান করিয়া পঞ্চাঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে এবং হোমান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল হয়, ব্রহ্মহত্যাদি জনিভ পাপ নষ্ট হয় এবং যুগপীড়া আক্রমণ করিতে পারে না। ৩৩-৩৪

বৃত্রবধ-জনিত পাপশান্তির জন্য ইন্দ্রকে এইরূপ বিধি কথিত হইয়াছিল। ৩৫

১। মন্ত্রেণ ধ্যানমুদ্রাক্ষতেন তু ইতি পাঠান্তরম্।

হেমরাজতপাত্রস্থৌ জাতিকামদচর্চ্চিতৌ।
করবীরকৃতাপীড়ৌ কর্ণিকারস্রজান্বিতৌ॥ ৩৭
রক্তবস্ত্রপরিচ্ছন্নৌ ধূপাগুরুসুগন্ধিনৌ॥ ৩৮
দধিদধ্যোদনক্ষীর-পায়সং বলিভোজনৈঃ।
হুত্বা চাদিত্যদেবেন যুগানামুদয়েন তু॥ ৩৯
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতীনাং হেমভূষিতবাসসী।
ততঃ ক্ষমাপয়েদেতা-বশ্বমেধফলপ্রদৌ॥ ৪০
ব্রহ্মহত্যাসুরাপান-পিতৃহত্যাবিশোধনৌ।
তৌ যুগার্কৌ প্রযষ্টব্যৌ মূর্ত্তিসংস্থৌ সুশোভনৌ॥ ৪১
যুগপীড়াবিনাশায় সর্ব্বকামফলপ্রদৌ।
মেষাদিবিষ্ণুসূর্য্যস্তু নারায়ণযুগান্বিতঃ।
পূজ্যা ব্রহ্মোক্তন্যায়েন প্রতিমামণ্ডলেঽপি বা॥ ৪২
মণ্ডপং মণ্ডপা যত্র মুচ্যন্তে কর্ম্মণোঽশুভাৎ।
সংবৎসরভয়াদ্ ঘোরান্মণ্ডলাচ্চাথ মণ্ডলম্।
অলং পর্য্যাপ্তিভূষায়াং মণ্ডলং তেন চোচ্যতে॥ ৪৩
বসনাভরণাচ্চিত্তরঞ্জনং রাজতা মতা॥ ৪৪
সমসূত্রকৃতং ক্ষেত্রং পূর্ব্বোত্তরপ্লবে ভুবি।
মণ্ডলং লক্ষণোপেতং তত্র কার্য্যং মহামুনে॥ ৪৫
প্রাগুত্তরেঽথ মধ্যে বা যথালাভমথানলে।
সূত্রেণ বস্তুনা শুদ্ধিং ন চাদিশতি বর্দ্ধিতম্॥ ৪৬

মীনরাশিতে ভগ নামক সূর্য্য এবং যুগ। ইন্দ্রনীলাদি মণি দ্বারা উভয়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণপট্টে কিংবা রজতপট্টে স্থাপন করত সুগন্ধ দ্রব্য বিলেপন করিবে, শিখাপ্রদেশে করবীর মাল্য এবং মস্তকে কর্ণিকার মাল্য দ্বারা ভূষিত করিবে। ৩৬-৩৭

অনন্তর রক্তবস্ত্র, অগুরু-ধূপ, দধি, দধ্যোদন, ক্ষীর, পায়স প্রভৃতি নৈবেদ্য উপহার প্রদান করিয়া উভয়ের হোম করিবে। ৩৮-৩৯

হোমান্তে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পিতৃহত্যাদিজনিত মহাপাপ বিনষ্ট হয়। ৪০-৪১

যুগপীড়া-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ সুশোভিত মূর্ত্তিমান্ যুগসূর্য্যের পূজা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে যে নারায়ণাদি সূর্য্য এবং যুগপূজার বিষয় উক্ত হইল, ইহা প্রতিমা কিংবা মণ্ডলে করিতে হয়। ৪২

মণ্ডল শব্দের অর্থ অশুভ কর্ম্ম কিংবা ভয়, সুতরাং অশুভ কর্ম্ম কিংবা সংবৎসরাদি ভয় হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম মণ্ডপ ও মণ্ডল হইয়াছে। অথবা অলং শব্দে পর্য্যাপ্তি-ভূষা, ইহা নানাবিধ বর্ণে ভূষিত বলিয়া, ইহার নাম মণ্ডল। ৪৩-৪৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বোত্তর দেশে সমসূত্র-স্থানে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মণ্ডল করিতে হয়। ৪৫

পূর্ব্বোত্তর অথবা মধ্য স্থানে করিলেও কোন ক্ষতি নাই। সূত্রপাত না

হস্তানাং পুরুষাণাং বা তত্রস্থং সুপরীক্ষিতম্ ॥ ৪৭
বর্ণশুদ্ধ্যাদিরূপেণ কুঞ্চিতং সমদর্পণম্ ॥ ৪৮
তস্মিন্ মানবিভাগস্তু বুদ্ধ্যা ভাগত্রয়ং কুরু ।
কর্ণিকাকেশরান্তাগ্রে সর্ব্বপত্রাণি লেখয়েৎ ।
দলাগ্রাণি মূলভাগে পঞ্চরঙ্গধ্বজেঽথবা ॥ ৪৯
ত্রিবর্ণমেকবর্ণং বা দ্বারং পদ্মাসমানি তু ।
চতুরেকেঽথ বা প্রাচ্যাং বীথী পত্রবিহঙ্গমৈঃ ॥ ৫০
নবনাভং পিবা বৎস পদ্মনীলোৎপলোৎপলৈঃ ।
শক্রাদিমথ বজ্রাদি লিখেদ্বিন্দুগতাপি বা ॥ ৫১
মুক্তাফলপ্রবালোত্থা পুষ্পরাগকৃতা রজা ।
সিতকুঙ্কুমরাগৈর্বা নীলৈর্মরকতৈরপি ॥ ৫২
শালিষষ্টিকচূর্ণৈর্বা যবগোধূমজাথবা ।
কৌসুম্ভরজনীভৃঙ্গ-পত্রচূর্ণকৃতা শুভা ॥ ৫৩
যবাঙ্গুলোচ্ছ্রয়ো রেখা সমা পুঞ্জবিবর্জ্জিতাঃ ।
সর্ব্বশোভাসমাযুক্তং মণ্ডপঞ্চ বিকল্পয়েৎ ॥ ৫৪
শূলাঙ্কুশকরে কুর্য্যাৎ শঙ্করাঙ্কে শিবং যজেৎ ।
পদ্মস্বস্তিকনারাচ-খড়্গাঙ্কে তু শিবাং যজেৎ ॥ ৫৫
মালাবৃত্তাব্জপদ্মাঙ্কে ব্যোমাঙ্কে তু দিবাকরম্ ।
শক্তিবর্হিণসূত্রাঙ্কে স্কন্দং পীত্বা যুগে গণান্ ॥ ৫৬

করিয়া মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলে উহা ঠিক বিশুদ্ধ হয় না; তবে যাহাদের হস্ত সুপরীক্ষিত, তাঁহারা হস্ত দ্বারাও করিতে পারেন। ৪৬-৪৭

প্রথমতঃ এরূপ ভাবে বর্ণ বিন্যাস করিবে, যেন ঠিক সমানভাবে সর্ব্বত্র দেখা যায়। ৪৮

তদনন্তর মানবিভাগানুসারে বিভক্ত করিয়া পুনর্ব্বার তিনভাগে বিভক্ত করিবে। কর্ণিকা এবং কেশরের শেষভাগে পত্রগুলি অঙ্কিত করিবে। দলের অগ্রভাগগুলি মূলদেশে থাকিবে, অথবা পঙ্কবর্ণ ধ্বজসমীপ পর্য্যন্ত থাকিবে। ৪৯

দ্বার পদ্মের অনুরূপ হইবে, বর্ণত্রয়-সমন্বিত বা একবর্ণও করিতে পারে। চতুর্দিকেই অথবা একপত্র পূর্ব্বদিকেই বিহঙ্গমাদি চিত্র করিবে। ৫০

বৎস! মণ্ডল নবনাভ হইবে, পদ্ম, নীলপদ্ম ও কহ্লারাদি চিত্র তথায় থাকিবে। ইন্দ্রাদির প্রতিমূর্ত্তি বা বজ্রাদি অঙ্কন বিন্দুস্থানে করিবে। ৫১

মুক্তাফলচূর্ণ, প্রবালচূর্ণ, পুর্ব্বরাগমণিচূর্ণ, কর্পূর, কুঙ্কুম, মরকতমণিচূর্ণ, শালিতণ্ডুলচূর্ণ, যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, কুসুম্ভ, হরিদ্রা অথবা ভৃঙ্গপত্রচূর্ণ মণ্ডল-চিত্রণে শুভ। ৫২-৫৩

এই সকল রজোরেখা সমান হইবে, এক যব হইতে এক অঙ্গুলি পর্য্যন্ত রেখার উচ্চতা হইবে। একস্থলে পুঞ্জীভূত হইবে না; মণ্ডল সর্ব্বশোভাযুক্ত হইবে। ৫৪

মণ্ডলবিচিত্র শিবাদিমূর্ত্তি বা শূল-অঙ্কুশ চিহ্নে শিবপূজা করিবে, পদ্ম, স্বস্তিক, নারাচ এবং খড়্গে দুর্গাপূজা করিবে। ৫৫

মাল্য, বৃত্ত, পদ্ম এবং শূন্যচিহ্নে সূর্য্যপূজা করিবে; শক্তি, ময়ূর এবং সূত্র-চিহ্নে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে। যুগচিহ্নে গণপূজা কর্ত্তব্য। ৫৬

স্রুবদণ্ডাক্ষমালাঙ্কে কমণ্ডলুকরস্ত্বজম্ ।
বজ্রাকপালশূলাঙ্কে দেবাঃ স্বস্বায়ুধেঽঙ্কিতে ॥ ৫৭
বসবো দণ্ডভৃঙ্গারৈ-শ্চক্রশঙ্খাঙ্কিতৈর্হরিম্ ।
শূলব্যোমাসিচক্রাঙ্কে শিবসূর্য্যাম্বিকাহরিম্ ।
যষ্টব্যাঃ সর্ব্বকামেণ ভোগদারোগ্যদা মুনে ॥ ৫৮
রিপুহা সিদ্ধিদা বৎস স্বাঙ্গষট্কপ্রপূজিতা ।
মূলমন্ত্রৈঃ স্বকৈর্বাথ ওঙ্কারেণাভিযোজিতৈঃ ॥ ৫৯
চন্দনাগুরুকর্পূর-মদরোচনকুঙ্কুমৈঃ ।
গন্ধধূপাদিনির্য্যাস-তুরুষ্কনসশর্করৈঃ ॥ ৬০
চম্পকোৎপলপদ্মানি জাতী-কুব্জকমালিকা ।
বিল্বপত্রাণি পুষ্পাণি নবপত্রাণি[১] পত্রিকা ॥ ৬১
নিবেদ্য ঘৃতভক্তাদি ঘৃতপূর্ণাদি লড্ডুকাঃ ।
বলিঃ শাল্যোদনঃ ক্ষীর-দধিক্ষৌদ্রবিমিশ্রিতঃ ॥ ৬২
পদ্মেন্দ্রনীলবজ্রাদি-রত্নানি বহুধানি চ ।
অণ্ডজোঽণ্ডজভেদানি বিচিত্রাণ্যাহতানি চ ॥ ৬৩
ধ্বজমালাবিতানানি চারুরূপাণি কারয়েৎ ।
পতাকাচামরাদীনি বহুধা পরিকল্পয়েৎ ॥ ৬৪
কিঙ্কিণীশব্দবহুলং ঘণ্টাশব্দবরাকুলম্ ।
কর্ত্তব্যং দেবতাগারৎ বিচিত্রেন্দ্রসদোপমম্ ॥ ৬৫
শুচিসন্নদ্ধো মন্ত্রজ্ঞো মৌনী ধ্যানপরায়ণঃ ।
গতকামভয়াদ্বন্দ্বো রাগমৎসরবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৬

স্রুব, দণ্ড, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলুচিহ্নে ব্রহ্মার পূজা কর্ত্তব্য। কপালচিহ্নে বা শূলচিহ্নে একাদশ রুদ্র পূজা করিবে। অপরাপর দেবতাগণ স্বস্ব অস্ত্রচিহ্নে পূজনীয়। ৫৭

দণ্ড এবং ভৃঙ্গার চিহ্নে বসুপূজা, শঙ্খচক্র-চিহ্নে হরিপূজা কর্ত্তব্য। (এতাদৃশ অধিক চিহ্নদানে অশক্তি হইলে) শূলচিহ্ন, শূন্যচিহ্ন, খড়্গচিহ্ন, চক্রচিহ্ন দিবে আর তাহাতে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য শিব, সূর্য্য, দুর্গা এবং বিষ্ণুর পূজা করিবে। হে মুনে! ভোগ এবং আরোগ্যলাভ তাহাতে হইয়া থাকে। ৫৮

হে বৎস! মূল দেবতার ষড়ঙ্গপূজা তথায় করিলে শত্রুনাশ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়! পূর্ব্বোক্ত দেবপূজা তত্তৎ মূলমন্ত্র দ্বারা বা প্রণবাদি মন্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য। ৫৯

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, রোচনা, কুঙ্কুম, সুগন্ধ ধূপ, নির্যাস, তুরুষ্ক, চম্পক, উৎপল, পদ্ম, জাতি, কুন্দ, নবমালিকা, বিল্বপত্র প্রভৃতি সঘৃত অন্ন এবং সঘৃত লড্ডুকাদি বিবিধ উপচার, ক্ষীর, দধি, ঘৃত এবং মধুমিশ্রিত শাল্যোদন বলি, পদ্মরাগমণি, ইন্দ্রনীলমণি, বজ্রমণি প্রভৃতি বিবিধ রত্ন, বিচিত্র ধৌত কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র, ধ্বজ, মাল্য, চন্দ্রাতপ ইত্যাদি বিবিধ মনোহর উপহার প্রদান করিতে হয়। বহুবিধ পতাকা, চামর সজ্জিত করিয়া কিঙ্কিণী এবং ঘণ্টাশব্দে দেবগৃহ সর্ব্বদা কোলাহলময় করিয়া ইন্দ্রালয়ের ন্যায় বিচিত্র শোভাসম্পন্ন করিতে হয়। ৬০-৬৫

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পবিত্রভাবে মৌন এবং ধ্যানপরায়ণ হইয়া কাম, ক্রোধ, ভয়,

---

১। মরুপত্রাদি ইতি পাঠান্তরম্।

আত্মানং পূজয়িত্বা তু সুগন্ধং সিতবাসসম্।
সুমুহূর্ত্তে যজেদ্দেবান্ স্বকীয়াসনসংস্থিতান্॥ ৬৭
আহ্বানেনার্ঘ্যপাদ্যানি হেমপাত্রেণ দাপয়েৎ।
রত্নবিল্বাক্ষতপুষ্প-দধিদূর্ব্বাকুশাস্তিলাঃ॥ ৬৮
সামান্যং সর্ব্বদেবানা-মর্ঘ্যোঽয়ং পরিকল্পিতঃ।
অভাবাদ্দধিদূর্ব্বাদে র্মানসং বাথ কল্পয়েৎ॥ ৬৯
দত্ত্বার্ঘ্যং পূজনং কার্য্যং দেবাঙ্গলোকপালয়োঃ।
গণমাতৃগ্রহাণাঞ্চ কলাদিশরদাং যুগাম্॥ ৭০
মুদ্রাদিদর্শনং কার্য্যমর্ঘ্যং দত্ত্বা জপাদিকম্।
কৃত্বা দেবায় তদ্দত্ত্বা বলিদানং গ্রহাদিষু॥ ৭১
বলির্ভূতপিশাচেষু দেবরক্ষোগণেষু চ।
শিবাদিজম্ভকান্তানাং নাগানাং পয়পায়সম্।
কৃসরাং পিতৃদেবানাং হবির্যক্ষেষু চাসবম্॥ ৭২
দৈত্যানাং মৎস্যমাংসানি দেবীনাং পুনর্মোদকম্[১]।
বলিপূজাপ্রদানান্তে ততো হোমং সমারভেৎ॥ ৭৩
হস্তাদিলিখিতে কুণ্ডে সমাখ্যাতে সমীকৃতে।
ওষ্ঠমেকাঙ্গুলং কুর্য্যান্নাভী দ্বাদশ চায়তা॥ ৭৪
অষ্টবিস্তারসামান্যা গজওষ্ঠসমোপমা।
চতুরঙ্গুলমানেন প্রথমা মেখলা ভবেৎ॥ ৭৫

দুঃখ, রাগ, মৎসর ভাব প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আত্ম-পূজা করিবে; তৎপরে শুভমুহূর্ত্তে স্ব স্ব আসনস্থিত দেবতাগণের পূজা করিবে। ৬৬-৬৭

পাদ্য এবং অর্ঘ্য দিবার সময়ে উহা স্বর্ণপাত্রে লইয়া দেবতার সম্বোধন করিয়া প্রদান করিবে। রত্ন, বিল্বপত্র, অক্ষত, পুষ্প, দধি, দূর্ব্বা, কুশ, তিল, এইগুলি সকল দেবতারই সাধারণ অর্ঘ্যসামগ্রী। ইহাদের অভাবে-দধিদূর্ব্বাদি যথালাভ বস্তু দ্বারা কিংবা মনে মনে কল্পনা করিয়াও অর্ঘ্যদান করিতে পারা যায়। ৬৮-৬৯

অর্ঘ্যদানানন্তর প্রথমতঃ সকল পূজার অঙ্গীভূত লোকপাল, গণ, মাতৃ, গ্রহ, শরদাদি ঋতু, কাল, যুগ প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। ৭০

মুদ্রা দর্শনে এবং অর্ঘ্য দান করিয়া জপাদি করিবে, জপান্তে দেবতার উদ্দেশে জপ সমর্পণ করিয়া গ্রহ, ভূত, পিশাচ, দেব, রক্ষ প্রভৃতিকে বলি উপহার প্রদান করিবে। শিবা, জম্ভকাদি এবং নাগগণের পায়স বলি, পিতৃ ও দেবগণের কৃষর (তিলাদিমিশ্রিতান্ন) বলি, এইরূপ যক্ষগণের ঘৃত ও মধু, দৈত্যগণের মৎস্য এবং মাংস, দেবীগণের মোদকাদি বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। বলি প্রদানান্তে হোম আরব্ধ করিবে। ৭১-৭৩

সমাখ্যাত সমীকৃত হস্তাদি-পরিমিত কুণ্ডে ওষ্ঠ একাঙ্গুল, নাভি দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। ৭৪

নাভির সাধারণ বিস্তার অষ্টাঙ্গুল, প্রথম মেখলার পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। ৭৫

১। পালনোদনম্ ইতি প্রাচীনপাঠান্তরম্।

একোনা দ্বে তৃতীয়া তু এবং কুণ্ডং শুভাবহম্ ।
চতুরস্রঞ্চ পূর্ব্বাদি-মশ্বত্থদলসন্নিভম্ ॥ ৭৬
অর্দ্ধেন্দুকৃকটাকারং বৃত্তং পঞ্চকমষ্টধা ।
পদ্মাকারং প্রকর্ত্তব্যং কুণ্ডঞ্চেশানগোচরে ॥ ৭৭
শাখা অশ্বত্থা শ্রীপর্ণী স্রুচা বৈকঙ্কতী পিবা ।
খদিরাসনবিল্বাদৌ স্রুবং হস্তাদিদৈর্ঘ্যতঃ ॥ ৭৮
অঙ্গুষ্ঠপরিণাহাঢ্যং দণ্ডকুম্ভকভূষিতম্ ।
তুষ্করং দুষ্করৌ দ্বৌ তু মধ্যং রেখোচ্ছ্রিতাঙ্কিতম্ ॥ ৭৯
স্রুচা সার্দ্ধকরা কার্য্যা দণ্ডং বৃত্তং সুশোভনম্ ।
ষড়ঙ্গুলপরীণাহং ভ্রাময়ন্তি[১] বিনির্গতম্ ॥ ৮০
দ্ব্যঙ্গুলং মূলদেশে তু কুম্ভং পুষ্করমূলগম্ ।
কর্ণিকা তদ্বিজানীয়াৎ ত্রিভাগেণ তু পুষ্করম্ ॥ ৮১
বেদী সমাঙ্গুলা কার্য্যা পঞ্চবৃত্তং প্রকল্পয়েৎ ।
ত্রীণি খাতং সমং কার্য্যমগ্রং কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গুলম্ ॥ ৮২
গোকর্ণাকৃতিশোভাঢ্যং কন্যসাঙ্গুলিরন্ধ্রগম্ ।
ঘৃতং নিষ্ক্রমণং কার্য্যং যবত্রয়সুবেক্ষিতম্ ॥ ৮৩
এবং স্রুবং স্রুচা কার্য্যে তাভ্যাং হোমং সুখাবহা ।
শমীগর্ভারণী কার্য্যা দৈর্ঘ্যাদ্ধস্তপ্রমাণিতা ॥ ৮৪
বিতস্তিপরিণাহাঢ্যা মধ্যং বৈ ষোড়শাঙ্গুলম্ ।
বৃত্তং করদ্বয়োপেতং দশাঙ্গুলসুবৃত্তিগম্ ॥ ৮৫

দ্বিতীয় মেখলা তিন অঙ্গুলি আর তৃতীয় মেখলা দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইবে; এইরূপ হইলে, কুণ্ড শুভাবহ হয়। পূর্ব্বদিকে বা ঈশানকোণে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। কুণ্ড চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য, বৃত্ত, অশ্বত্থপত্রাকৃতি, পঞ্চকোণ, অষ্টকোণ অথবা পদ্মাকৃতি হইবে। ৭৬-৭৭

স্রুক্ অশ্বত্থাদি শাখানির্ম্মিত হইবে, আর স্রুব খদির-বিল্ব-কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত হইবে; তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে একহস্তাদি হইবে। ৭৮

স্রুবের পরিণাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। তাহাতে দণ্ড ও কুম্ভ থাকিবে। মধ্যরেখাঙ্কিত পুষ্করদ্বয় তাহাতে থাকিবে। ৭৯

স্রুক্ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হইবে, তাহাতে বৃত্ত ও দণ্ড থাকিবে। পরিণাহ ষড়ঙ্গুল হইবে। ৮০

মূলদেশে পুষ্করমূলস্থ দ্ব্যঙ্গুল কুম্ভ হইবে; পুষ্করের তিন বিভাগ কর্ণিকা হইবে। ৮১

বেদী সমাঙ্গুলা ও পঞ্চবৃত্তা হইবে। খাত সমখাত এবং ষড়ঙ্গুল অগ্র করিবে। ৮২

দেখিতে গো-কর্ণের ন্যায় হইবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, রন্ধ্র এইরূপ হইবে; যবত্রয়-পরিমিত ঘৃত তথা হইতে নির্গত হয়, এইরূপ করিবে। ৮৩

এইরূপ স্রুক্ স্রুব করিবে, তদ্দ্বারা হোম করিলে শুভ হয়। দৈর্ঘ্যে হস্ত-প্রমাণ, বিতস্তি পরিণাহ, ষোড়শাঙ্গুল মধ্য, একটি শমীপট্ট অরণি, আর বৃত্ত

১। ভ্রমিপত্র ইতি পাঠান্তরম্ ।

আপীড়ং তং সমং কার্য্যং মধ্যে আয়সবন্ধনম্ ।
ঘটিকাঙ্গারযোগার্থং[1] শণরজ্জ্বা যথাবিধি ॥ ৮৬
সুদৃঢ়া বহ্নিমন্ত্রেণ পূজয়িত্বা তু পাতয়েৎ ॥ ৮৭
অভাবে সূর্য্যকান্তে চ তদভাবাৎ করীষজা ।
সামান্যায়তনাগারে আনয়েৎ তাম্রভাজনে ॥ ৮৮
শরাবে মৃন্ময়ে পাত্রে কুণ্ডে পূজাগ্নিতে ন্যসেৎ ।
অগ্নিচক্রবিধানেন সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৮৯
হৈমরাজততাম্রাণি কাষ্ঠশৈলমৃদানি চ ।
রত্নাদীনি চ পাত্রাণি শুভদেবাঙ্কিতানি চ ।
অর্ঘ্যনৈবেদ্যপূজার্থং বলিদানঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৯০
যস্মাদেবংবিধানেন হোমং কৃত্বা যথাবিধি ।
মণ্ডলং দর্শয়েদ্বৎস শুচৌ ভক্তে উপোষিতে ॥ ৯১
মন্ত্রপূতেন হস্তেন দত্ত্বা তু শিরসি স্রজম্ ।
পুষ্পাণি করয়োর্দত্ত্বা মণ্ডলান্তে ক্ষমাপয়েৎ ।
পতিতং যত্র দেবোদ্ধে তদংশং তং বিদুর্ম্মুনে ॥ ৯২
এবং দৃষ্টো শিবো বৎস গত্বা বহ্নিং ক্ষমাপয়েৎ ।
পূর্ণাহুতিপ্রদানঞ্চ দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি বিগতাঘো মহামুনে ।
স্নাতো মন্ত্রার্ঘ্যকুম্ভাম্ভৈঃ সর্ব্বব্যাধের্বিমুচ্যতে ॥ ৯৪

করদ্বয়োপেত দশাঙ্গুল বৃত্তিসম্পন্ন লৌহবন্ধনসমন্বিত-আপীড় অর্থাৎ মন্থনদণ্ড করিবে, তাহা শণ-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিবে। ৮৪-৮৬

তাহা পূজা করিয়া অরণীমধ্যে পাতিত করিবে। (ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উত্তোলন করিবে) ৮৭

অভাবে সূর্য্যকান্তমণিসম্ভূত, তদভাবে করীষসম্ভূত অগ্নি গ্রহণ করিবে। সামান্য আয়তনাদি হইতেও তাম্রপাত্র অথবা মৃন্ময় শরাবাদি পাত্র দ্বারা বহ্নি আনয়ন করিতে পারা যায়। প্রথমে কুণ্ডের পূজা করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিবার পর অগ্নিচক্র-বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ৮৮-৮৯

অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ জন্য স্বর্ণপাত্র প্রশস্ত। অভাবে রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, প্রস্তরপাত্র এবং মৃন্ময়পাত্র। রত্নাদিপাত্র দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত। বলিপ্রদানানন্তর যথাবিধি হোম সমাপন করিয়া, উপবাসী এবং পবিত্র ভক্তকে মণ্ডল প্রদর্শন করাইবে। ৯০-৯১

স্বহস্তে মন্ত্রপূত করিয়া তাহার মস্তকে মালা পরাইয়া দিয়া তাহার হস্তে পুষ্পাদি প্রদান করিবে। ৯২

তদনন্তর তাহাকে মণ্ডলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং নমস্কারাদি করাইয়া অগ্নিসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করাইবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি দিবে। পূর্ণাহুতি দিবার সময় উহা দর্শন করিলে, পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলকুম্ভ এবং অর্ঘ্যজলে স্নান করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। ৯৩-৯৪

১। হাটকাঙ্কুর ইতি পাঠান্তরম্ ।

গোভূহিরণ্যবস্ত্রাণি রত্নবাজিগজাদি চ।
আচার্য্যায় প্রদাতব্যা আত্মানঞ্চ নিবেদয়েৎ।। ৯৫
দ্বিজানাং দক্ষিণা দেয়া কন্যকানাং বিশেষতঃ।
লোকে পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথার্হক্রমমাগতা।। ৯৬
দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ অন্নং দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
কৃমিকীটপতঙ্গেষু ভূমৌ দধ্যোদনং ক্ষিপেৎ।। ৯৭
সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানাং সুখং কার্য্যং সুখার্থিনা।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি ক্রতুরাজ্যং ন হিংসয়েৎ।। ৯৮
এবং যুগাদিভির্দেব্যো বহুভেদাঃ সভাস্করাঃ॥ ৯৯
যস্তু মণ্ডলকুণ্ডস্থাং কৃত্বা চিত্রেঽথবা যজেৎ॥ ১০০
নাসাবাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥ ১০১
আধিব্যাধিকৃতা পীড়া তস্মিন্ দেশেঽপি নো ভবেৎ।। ১০২
সুভিক্ষং ক্ষেমবৈরাগ্যং গজবাজিসদোজ্জ্বলম্।
হেমরত্নাকরাকীর্ণং রাষ্ট্রং তস্য প্রজায়তে॥ ১০৩
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী স্যাচ্ছস্যশালী বসুন্ধরা।
যজ্ঞ-ইষ্টরতাবিপ্রা গাবো ভুবি পয়োঽন্বিতাঃ॥ ১০৪
পতিব্রতা সদা নার্য্যো ভৃত্যাঃ স্বামিপরায়ণাঃ।

গো, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, রত্ন, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ৯৫

ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে বিশেষরূপে দক্ষিণা প্রদান করিবে। লোক সকলের মধ্যেও যাহারা পূর্ব্বাপর অগ্রে পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন, অগ্রে তাঁহাদের পূজা করিয়া পরে যথাক্রমে সকলেরই সম্মানাদি করিতে হয়। ৯৬

দীন, অন্ধ, দুঃখী প্রভৃতি সকলকেই অন্নদান এবং কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিকে ভূমিতলে দধ্যন্ন দিবে। ৯৭

সুখার্থী হইলে, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলকেই সুখী করিতে চেষ্টা করিবে, কাহারও প্রতি হিংসা করা উচিৎ নহে। এইরূপ যুগসূর্য্যাদি-ভেদে দেবীর বহুবিধ রূপ। ৯৮-৯৯

যে ব্যক্তি মণ্ডল, কুণ্ড অথবা চিত্রমধ্যে দেবীর পূজা করে, তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ১০০-১০১

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে দেশে সর্ব্বদা এইরূপ দেবীর পূজা হয়, সেই দেশে আধি, ব্যাধি ইত্যাদি উপস্থিত হইতে পারে না। সেই রাজ্যমধ্যে সকল কালেই সুভিক্ষ এবং মঙ্গল, বৈরাগ্য, গজ, অশ্ব, স্বর্ণ, রত্ন প্রভৃতি আকর হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১০২-১০৩

মেঘসমূহ যথাকালে বৃষ্টি দান করে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হয়। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি-কার্য্যে রত থাকেন। গাভীসকল দুগ্ধবতী হয়। ১০৩

নোপসর্গোঽপমৃত্যুর্ব্বা তত্র দেশে ভবেৎ ক্বচিৎ।
যত্রেয়ং সততা পূজা দেবীনাং ক্রিয়তে মুনে॥ ১০৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীসংবৎসরমণ্ডল-বলি-হরণ-বিধানং
নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

নারীগণ পতিব্রতা এবং ভৃত্যগণ প্রভুপরায়ণ হয় এবং কোন উপসর্গ কি অপমৃত্যু কিছুই হইতে পারে না। ১০৫

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

যেয়ং দেবী ইহামুত্র হিতায় সমুপশ্রিতা।
স্বার্থসিদ্ধৌ পরার্থে বা ভবন্তী কথয়ামি তে ॥ ১
মঙ্গলা শাকম্ভরী[১] কালী দেব্যা যা ত্রিবিধা তনুঃ।
ঘোরহা রুরুহা বৎস শুভা কন্দকনাশিনী ॥ ২
দমনী মহিষঘ্নী চ তথা চ মহিষাসুরা।
এতা মূলগতা দেব্যঃ ষষ্টিধা কোটিধা পরাঃ ॥ ৩
এতেষাং শাস্ত্রবেত্তারো দেবীপূজাবিধৌ শুভাঃ।
মাতৃমণ্ডলবেত্তা চ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা ॥ ৪
প্রতিচারী বিশো বাপি শূদ্রো বা তত্ত্ববিদ্ যদি।
পূজাবিধৌ ভবেৎ শ্রেষ্ঠো ন মন্দো ন কুশীলবঃ।
ন নৈষ্ঠিকো বিশস্ত্রো বা পূজকো ভবতে শুভঃ ॥ ৫
অবিধৌ যঃ শিবং পূজ্যেতাপরেণ নিয়োজিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং স্বামী রাজা চ নশ্যতি ॥ ৬
তস্মাচ্ছিববিধা দেবী বিষ্ণুর্ভাগবতৈঃ শুভৈঃ।
পূজিতঃ শিববৎ সূর্য্যঃ শিবঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ৭
অগ্রৈর্বা শিবসিদ্ধান্ত-তিলকাদিপ্রবেদিভিঃ।
মাঠরোক্তবিধৌ বাপি সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—লোকে স্বার্থসিদ্ধি এবং পরার্থসিদ্ধির জন্য যে দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে, এক্ষণে তাঁহার বিষয় বলিতেছি। ১

মঙ্গলা, শাকম্ভরী এবং কালী, দেবীর এই ত্রিবিধ শরীর ঘোরহা, রুরুহা, কন্দকনাশিনী, দমনী, মহিষঘ্নী এবং মহিষাসুরাদি ভেদে ঐ মূল-প্রকৃতিই ষষ্টি প্রকার। এতদ্ভিন্নও দেবীর কোটি কোটি মূর্ত্তি আছে। ২-৩

এই সকল দেবীগণের পূজাদি বিষয়ে, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ এবং মাতৃমণ্ডলাদির বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারাই যথার্থ অধিকারী। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, তত্ত্বজ্ঞ হইলে দেবীর পূজাবিধিতে সেই শ্রেষ্ঠ। মন্দ, কুশীলব, নৈষ্ঠিক এবং অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূজক হইতে পারে না। ৪-৫

অপর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অনিয়মে দেবীর পূজা করে; তাহা হইলে সে নরকে যায় এবং স্বামী বা রাজা বিনষ্ট হয়। ৬

দেবী শিবস্বরূপা, এইজন্য শিবপূজা করিবে; শিব বিষ্ণুস্বরূপ, এইজন্য ভাগবত ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করিবে; সূর্য্য বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, সুতরাং তাঁহারও পূজা করিবে, তাহা হইতে সর্ব্বফলই লব্ধ হইবে। যাঁহারা শিব-সিদ্ধান্ত-তিলকাদি অবগত আছেন, তাঁহারা অগ্রেই ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকেন। মাঠরোক্ত বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে ভগবান্ সূর্য্য সর্ব্বকাম পূর্ণ করেন। ৭-৮

১। মঙ্গলান্বতয়া ইতি পাঠঃ ক্বাপি।

অহঞ্চ বেদবিধিনা গ্রহনাগাপরে সুরাঃ।
সুশাস্ত্রবিধিমাশ্রিত্য পূজিতাঃ ফলদা নৃণাম্ ॥ ৯
বৈপরিত্যাত্ত্বয়ং কুর্য্যান্নাপদেশজনস্য চ।
তস্মাৎ পরার্থমুদ্দিশ্য পূজা বিধিশুভাবহা ॥ ১০
মধুরাম্লাদিনা কেচিৎ তুষ্যন্তে কটুকৈঃ পরে।
কষায়লবণৈস্তিক্তৈরেবং ভিন্না নৃণাং মতিঃ ॥ ১১
দেবা মূর্ত্তিগতাঃ স্থূলাঃ শব্দগা ধ্যানগাঃ পরে।
স্বার্থসিদ্ধৌ পরার্থে বা মনসা যান্তি চিন্তিতাঃ ॥ ১২
তথাপি উপচারেণ জাতিভেদ-ক্রিয়াদিভিঃ।
শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুন্মত্তঞ্চ হরৌ তথা ॥ ১৩
দেবীনাঞ্চার্ক-মন্দারৌ সূর্য্যে কেশযুতং মৃগম্।
এবং বিধিং সমাশ্রিত্য পূজয়েল্লভতে ফলম্ ॥ ১৪
হেমপাত্রেণ সর্ব্বাণি লভতে বৈ হিতান্ মুনে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তু রৌপ্যেণ আয়ুরাজ্যসুতাল্লঁভেৎ ॥ ১৫
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃন্ময়সম্ভবৈঃ।
বার্ক্ষপাত্রাণি পাত্রাণি নৈষ্ঠিকাদিষু কারয়েৎ ॥ ১৬
শৈলানি ক্রূরজাতীনাং রক্তাদি সর্ব্বকামিকম্।
ধাতূত্তমানি পাত্রাণি নৃপরাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৭

আমি, অন্যান্য দেবগণ এবং গ্রহনাগাদি সকলেই শাস্ত্রবোধিত বিধানানুসারে পূজিত হইলে, যথাশাস্ত্র ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৯

বিপরীত হইলে দেশের অমঙ্গল, রাজার অমঙ্গল এবং সাধারণের অমঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব পরার্থসিদ্ধির জন্য পূজা করিতে হইলে, যথাশাস্ত্র শুভাবহ বিধানানুসারে করিতে হয়। ১০

মনুষ্যগণ কেহ মধুরপ্রিয়, কেহ অম্লপ্রিয়, কেহ কটুপ্রিয়, কেহ লবণপ্রিয়, কেহ তিক্তপ্রিয়, সুতরাং সকলের চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন। ১১

দেবগণও সেই প্রকার, স্বার্থসিদ্ধি এবং পরার্থসিদ্ধির জন্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে কেহ সন্তুষ্ট হন, কেহ নাম উচ্চারণে, কেহ ধ্যানে, কেহ বা মনে মনে স্মরণ মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১২

তথাপি জাতিভেদে, ক্রিয়াভেদে, সকলেরই বিবিধ উপচারে পূজা করা কর্ত্তব্য। মহাদেবের পূজায় কুন্দ ফুল নিষিদ্ধ। ১৩

বিষ্ণুপূজায় ধুস্তুর, দেবীপূজায় অর্ক এবং মন্দার পুষ্প নিষিদ্ধ। এইরূপ বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে, ফল লাভ হয়। ১৪

স্বর্ণপাত্রে কার্য্য করিলে মঙ্গল লাভ করে। রৌপ্য পাত্রে অর্ঘ্যদান করিলে আয়ু, রাজ্য এবং পুত্র লাভ হয়। ১৫

তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য, মৃৎপাত্রে ধর্ম্ম লাভ হয়। নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে কাষ্ঠপাত্র প্রশস্ত। ১৬

ক্রূর জাতিগণের পক্ষে প্রস্তরপাত্র প্রশস্ত। উত্তম ধাতুপাত্র হইলে নৃপতির রাষ্ট্রবৃদ্ধি হয়। ১৭

ত্রপুসীসকলৌহানি অন্যজাতিষু কারয়েৎ ॥ ১৮
বিবাহযজ্ঞশ্রাদ্ধেষু প্রতিষ্ঠাসু বিশেষতঃ।
পাত্রাণাঞ্চাদরঃ কার্য্যঃ পাত্রাণ্যেবোত্তমানি চ ॥ ১৯
পাত্রেষু পৃথিবী দুগ্ধা সুধা পাত্রেষু ধার্য্যতে।
বেদাঃ সোমং ক্রতুর্যজ্ঞাঃ পাত্রাণ্যেবং বিধুর্ব্বুধাঃ ॥ ২০
বলিহোমক্রিয়াদীনি বিনা পাত্রে ন সিধ্যতি।
তস্মান্ যজ্ঞাঙ্গমেবাহুঃ পাত্রঞ্চাগ্র্যং মহামুনে ॥ ২১
যো যস্য আয়ুধঃ প্রোক্তস্তস্য তল্লাঞ্ছনং ভবেৎ।
বাহনধ্বজছত্রেষু লাঞ্ছনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২২
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রঞ্চোত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
রস-অঙ্গুলকোনস্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ২৩
নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাকারান্ পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৪
রত্নাদিরচিতান্ কুর্য্যাৎ কাঞ্চীমূলাসমাঞ্চিতান্।
যথাশোভং মহালাভং পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৫
বিনা পাত্রাণি যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠাং যাজ্ঞিকাং ক্রিয়াম্।
বিফলা ভবতে সর্ব্বা বাহনাদিধনাপহা ॥ ২৬
বলিহীনে তু দুর্ভিক্ষং গন্ধহীনে অভাগ্যতা।
ধূপহীনে চ উদ্বেগং বস্ত্রহীনে ধনক্ষয়ম্ ॥ ২৭

অন্যান্য জাতির পক্ষে রঙ্গ, সীসক, লৌহ প্রভৃতি পাত্র প্রশস্ত, ইহা কথিত আছে। ১৮

বিবাহ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে পাত্রেরই আদর, কারণ ঐ সকল কার্য্যে পাত্রই প্রধান। ১৯

পাত্রগুণেই পৃথিবী দগ্ধ হইয়াছিল, পাত্রগুণেই সুধা উত্থিত হইয়াছিল। বেদ, চন্দ্র, ক্রতু, যজ্ঞ এই সমুদায়কে পণ্ডিতগণ পাত্র বলিয়া থাকেন। ২০

পাত্র ব্যতীত বলিহোমক্রিয়াদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। অতএব যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ পাত্র দক্ষিণ বাহুস্বরূপ। ২১

যে দেবতার যে আয়ুধ বলিয়াছি, সেই সেই দেবতার সেই সেই চিহ্ন। বাহন, ধ্বজ, ছত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই চিহ্ন কল্পিত করিবে। ২২

ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত পাত্র শ্রেষ্ঠ। ছয় অঙ্গুলের ন্যূন পাত্র করিবে না। ২৩

পুণ্ডরীক, শঙ্খ, নীলোৎপল ইত্যাদির ন্যায় বিচিত্রাকার পাত্র প্রস্তুত করিবে। যেরূপে পাত্রের শোভা হইতে পারে, এরূপ ভাবে রত্নাদি-খচিত করিয়া পাত্র প্রস্তুত করিবে। ২৪-২৫

পাত্র ব্যতীত যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি যাজ্ঞিক ক্রিয়া সমাধান করে, তাহার কর্ম্ম বিফল হয়, প্রত্যুত ধন-বাহনাদি বিনষ্ট হয়। ২৬

বলিহীন ক্রিয়া করিলে, দুর্ভিক্ষ হয়। গন্ধহীন হইলে, মন্দভাগ্য হয়। ধূপহীন হইলে উদ্বেগ, বস্ত্রহীন হইলে ধনক্ষয়। ২৭

রত্নহীনে হরেদ্ভার্য্যাং পতাকৈঃ কুণ্ডনায়কম্।
ছত্রহীনে হরেচ্ছত্রং বিতানে মরকং ভবেৎ।
বেদীহীনে তু বালং স্যান্নগরস্য পুরস্য চ ॥ ২৮
কলসৈর্বন্ধুনাশশ্চ ভবতে মুনিসত্তম।
তোরণানামভাবে তু হরেজ্জাতীশ্চ বান্ধবান্ ॥ ২৯
স্রুবকুণ্ডবিহীনে তু যজ্ঞং লুম্পন্তি রাক্ষসাঃ।
রজোহীনে তু দৌর্ভাগ্যং প্রাপ্নুয়াৎ কারকং সদা ॥ ৩০
দক্ষিণারহিতে সর্ব্বং ভবতে অবিচারণাৎ।
মন্ত্রবিদ্যাবিহীনস্তু সম্পূর্ণমপি নশ্যতি ॥ ৩১
পাত্রমন্ত্রসমাযুক্তং সর্ব্বদোষান্ নিবারয়েৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পাত্রবিধির্নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

রত্নহীন হইলে ভার্য্যা বিনষ্ট হয়; ছত্রহীন হইলে, ছত্রহীন হয়; চন্দ্রাতপ-হীন হইলে, মরক হয়; বেদীহীন হইলে, পুর-নগরাদি সর্ব্বত্র ঝটিকা হয়। ২৮

কলসহীন হইলে, বন্ধুগণের সহিত শস্ত্রযুদ্ধ হয়; তোরণাভাবে, জাতি ও বন্ধু বিনষ্ট হয়। ২৯

স্রুব ও কুণ্ডবিহীন হইলে, রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করে। রজোবিহীন হইলে যজ্ঞকারী ব্যক্তির দৌর্ভাগ্য হয়। ৩০

দক্ষিণাহীন হইলে সমস্তই বৃথা এবং মন্ত্রবিদ্যাবিহীন হইলে সম্পূর্ণ হইলেও তাহা বিনষ্ট হয়। ৩১

অতএব পাত্র-মন্ত্রাদি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন করিয়া সর্ব্বদোষ নিবারণ করিবে। ৩২

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

শৃণু শৌনক তত্ত্বেন অপমৃত্যুনিবারণম্।
সর্ব্বকাম-প্রদং পুণ্যং রবিযাগমনুত্তমম্ ॥ ১
গ্রহমাঘাদিভেদেন আদিত্যং মকরে যজেৎ।
হস্তমাত্রে শুভে পদ্মে কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলে ॥ ২
কুঙ্কুমাদিরজৈর্লেখ্য-মষ্টপত্রং রবের্গৃহম্।
আদিত্যং পূজয়েন্মধ্যে পূর্ব্বপত্রে নিশাকরম্ ॥ ৩
মঙ্গলং বহ্নিপত্রস্থং দক্ষিণেন বুধং যজেৎ।
শনিং নৈঋর্তপত্রস্থং সুরেজ্যং বরুণালয়ম্ ॥ ৪
বায়ব্যে সৈংহিকেয়ন্তু ভার্গবঞ্চোত্তরে যজেৎ ॥ ৫
কেতুং শিবাঙ্গগে দেয়ং যাগে সর্ব্বশুভোদয়ে।
আদিবর্ণকৃতাধারং আদিত্যং শম্ভুনা যজেৎ ॥ ৬
শেষা বারুণবর্ণেন অষ্টধা ভিদিতেন তু।
গন্ধপুষ্পং পবিত্রন্তু হৃদয়েন প্রদাপয়েৎ ॥ ৭
বরদাভয়মুদ্রৌ তু মধ্যে ব্যোমং প্রদর্শয়েৎ।
সর্ব্বরক্তোপচারন্তু আদিত্যায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ৮
স্বং স্বং বর্ণং গ্রহাণান্তু দেয়ং পুষ্পবিলেপনম্ ॥ ৯
হোমং তিলাজ্যক্ষৌদ্রন্তু পায়সন্তু নিবেদয়েৎ।
এবং কৃত্বা জপং দেয়মাদিত্যায় সুসংখ্যয়া ॥ ১০

মনু বলিলেন,—হে শৌনক! শ্রবণ কর, এক্ষণে অপমৃত্যু-নিবারক, সর্ব্বকামপ্রদ, শ্রেষ্ঠ রবিযাগের কথা বলিতেছি। ১

মাসভেদে গ্রহগণের যাগ বিহিত আছে। তন্মধ্যে মাঘ মাসে রবিযাগ করিতে হয়। কুঙ্কুমাদির রেণু দ্বারা একহস্তপরিমিত, উজ্জ্বল কর্ণিকা এবং কেশরযুক্ত একটী অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করিবে, ইহাই রবির গৃহ। মধ্যস্থানে আদিত্যের পূজা করিবে। ২-৩

পূর্ব্বদলে চন্দ্রের, অগ্নিদলে মঙ্গলের, দক্ষিণদলে বুধের, নৈঋর্তদলে শনির, পশ্চিমদলে বৃহস্পতির, বায়ুদলে রাহুর, উত্তরদলে শুক্রের এবং ঈশানদলে কেতুর পূজা করিবে। আদিবর্ণের সহিত শম্ভুবর্ণের যোগ করিয়া সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে। ৪-৬

অবশিষ্ট গ্রহগণের বরুণমন্ত্র অষ্টধা ভিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পূজা করিবে। সুপবিত্র গন্ধপুষ্পাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রদান করিবে। ৭

বরদ এবং অভয় মুদ্রা এবং মধ্যে ব্যোমমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। আদিত্য-পূজায় সমুদয় রক্তবর্ণ উপচার দান করিবে। ৮

অন্যান্য গ্রহগণের স্ব স্ব বর্ণানুসারে পুষ্প বিলেপনাদি প্রদান করিবে। ৯

তিলাজ্যমধুমিশ্রিত হোম করিয়া পায়সাদি নিবেদন করিবে। অনন্তর যথাশক্তি জপ করিয়া তাহা সূর্য্যোদ্দেশে সমর্পণ করিবে। ১০

স্নানং শিষ্যায় কর্ত্তব্যং মন্ত্রপূতেন বারিণা।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি যো বিধিং কারয়েদিমম্ ১১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আদিত্যযাগো নাম
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

কার্য্য সমাধা হইলে মন্ত্রপূত জল দ্বারা শিষ্যকে স্নান করাইবে। এরূপ বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। ১১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

আদিত্যং ভাস্করং সূর্য্যং রবিং ভানুং দিবাকরম্।
স্রষ্টারং তেজিনং[১] ভাবং জয়ন্তং[২] শুভদং শিবম্ ॥ ১
মকরাদিপ্রভেদেন আদিত্যাদি শুভোদয়ম্।
যষ্টব্যা হস্তমাত্রে তু দ্বিবৃদ্ধা[৩] ধনুষাবধি ॥ ২
শুভদোয়ং জয়ং ভাগ্যং কল্যাণমপরাজিতম্।
মঙ্গলমষ্টসিদ্ধিঞ্চ বিভবং শুভদং শুভম্ ॥ ৩
ইষ্টাখ্যং ব্যাধিনাশন্ত মকরাদৌ সমারভেৎ।
সর্ব্বপাপহরা যাগাঃ সর্ব্ব-আয়ুর্ধনপ্রদাঃ ॥ ৪
সর্ব্বরোগবিনাশায় সর্ব্বে কার্য্যাঃ সুখায় চ।
নিত্যং শ্বেতোপহারেণ আয়ুরারোগ্য-দায়কাঃ ॥ ৫
সুতসৌভাগ্যকামেন কার্য্যা রক্তোপচারিকা।
পীতেন গ্রহনাশার্থং কৃষ্ণৈঃ শত্রুনিবারণম্ ॥ ৬
গ্রহাণাং যজনং কার্য্যং সমন্ত্রং বলিপূজনম্।
ফলরত্নৌষধীগন্ধ-বীজধাতুমৃদাদিভিঃ ॥ ৭
সপ্তোদকং সমন্ত্রেণ স্নাত্বা ভাগ্যোরুহো ভবেৎ।
গজানাং তুরগাণাঞ্চ রবিশক্রে সমন্ত্রিতম্ ॥ ৮
স্নানং হোমং প্রকর্ত্তব্যং লক্ষায়ুতসহস্রকম্।
মাতরাণাং সদা চক্রং হেমরাজততাম্রজম্ ॥ ৯

মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত, যথাক্রমে আদিত্য, ভাস্কর, সূর্য্য, রবি, ভানু, দিবাকর, স্রষ্টা, তেজস্বী, ভাব, জয়ন্ত, শুভদ এবং শিব, ইহাঁদের যাগ করিবে। ১-২

শুভোদয়, জয়, সৌভাগ্য, কল্যাণ, অপরাজয়, মঙ্গল, অষ্টসিদ্ধি, সম্পদ, ইষ্টসিদ্ধি এবং ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই যাগ সর্ব্বপাপ-বিনাশক এবং আয়ু ও ধনপ্রদ। ৩-৪

সুখার্থী ব্যক্তির পক্ষে এবং যাঁহারা সর্ব্বরোগবিনাশের জন্য ইচ্ছা করেন; তাঁহাদের এই যাগ করা কর্ত্তব্য। আয়ুষ্কামী ও আরোগ্যকামী শ্বেতোপহারে নিত্য পূজা করিবে। ৫

সুতার্থী এবং সৌভাগ্যার্থী রক্তোপহারে পূজা করিবে, গ্রহপীড়া-নাশ করিবার জন্য পীত উপহারে পূজা করা উচিত এবং শত্রু-নিবারণ জন্য কৃষ্ণ উপহারে পূজা করা কর্ত্তব্য। ৬

এই গ্রহযজ্ঞে বলি পূজাদি সমস্তই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করিবে। ফল, রত্ন, ওষধি, গন্ধ, বীজ, ধাতু এবং মৃত্তিকা জলমধ্যে মিশ্রিত করিয়া মন্ত্রপূত ঐ সপ্তোদক দ্বারা স্নান করিলে মহাভাগ্যধর হয় এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অধীশ্বর হয়। লক্ষ, অযুত, কিংবা সহস্র হোম করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা তাম্র দ্বারা মাতৃচক্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ৭-৯

১। ভোজিনম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। যজন্তম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠ।
৩। নিবৃদ্ধা ইতি পাঠান্তরম্।

পূজনং বিধিনা বিপ্র সংবৎসরভয়াপহম্ ॥ ১০

ইতি শ্রীদেবীপুরণে গ্রহমাতৃবিধির্নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে সংবৎসর-ভয় বিনষ্ট হয়। ১০

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

সহস্রং লক্ষণোপেতং বৈদূর্য্যে কারয়েচ্ছিবম্।
হৈমপীঠঞ্চ বজ্রাঙ্কং তত্র মাতরঃ সর্ব্বদা ॥ ১
হৈমপীঠং সুশোভাঢ্যং বজ্রাঙ্কং তত্র মাতরাঃ।
চর্চ্চিকাদ্যাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ পূর্ব্বাদিপরিকল্পিতাঃ ॥ ২
মহাভয়বিনাশায় ঋতুযাগপ্রপূজিতাঃ।
শিবং রুদ্রং সদা বৎস কর্ণিকায়াং নিবেশিতম্ ॥ ৩
মহাবিভবসারেণ বস্ত্রগন্ধং সুপূজিতম্।
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ মনোঽভীষ্টান্ সদা জনে ॥ ৪
তস্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা গেহে সর্ব্বত্রকালিকে।
জপহোমার্চ্চনং পূজা ত্রিকালং সততং ভবেৎ ॥ ৫
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-মদ-চন্দন-রোচনাঃ।
গন্ধপুষ্পাশ্চ দাতব্যাঃ সিতনির্য্যাসসিদ্ধকাঃ ॥ ৬
সর্ব্বাভয়বিনাশায় প্রমাথী পিঙ্গলাপি বা।
শনিসূর্য্যা চ রাহুত্থা ক্ষয়াদিমহদাপদঃ ॥ ৭
অত্র জন্মর্ক্ষমৃত্যুস্থাঃ সমং শান্ত্যবিচারণাৎ।
তাম্রপাত্রে প্রকর্ত্তব্যা গ্রহভাবপ্রকল্পিতা ॥ ৮
রক্তচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন মততেজিতা (১)।
রক্তকরবীরপুষ্পৈ-র্মন্ত্রপূতার্থপূজিতাঃ ॥ ৯
ব্যোমে বা মণ্ডলে বাপি সর্ব্বকামফলপ্রদা।
অর্কপলাশখদিরা অপামার্গোঽথ পিপ্পলা ॥ ১০
শ্রীফলা শমী দূর্ব্বা চ কুশাগ্রাঃ সমিধো মতাঃ।
ধূপং গুগ্‌গুলু-লোধ্রঞ্চ সর্জ্জচোলদলং পরম্ ॥ ১১

মনু বলিলেন,—বৈদূর্য্য এবং বজ্রাদিমণিখচিত, সহস্র লক্ষণযুক্ত স্বর্ণপীঠ প্রস্তুত করিবে এবং তন্মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে মাতৃকাগণের মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ১

ঋতুঅনুসারে ঐ সমস্ত মাতৃকাগণের পূজা করিলে মহাভয় বিনষ্ট হয়। ২

কর্ণিকামধ্যে মহাদেব রুদ্রকে স্থাপিত করিয়া বিভবানুসারে বস্ত্র-গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৩-৪

গৃহস্থগণের পক্ষে সকল কালেই তাঁহার পূজা করা উচিত। পূজা, জপ, হোমাদি, ত্রিকালেই করিতে হয়। ৫

কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, চন্দন, রোচনা, গন্ধ, পুষ্প এবং ধূপাদি দ্বারা সকলের পূজা করিলে, উৎপাতাদিজনিত সর্ব্ববিধ ভয় বিনষ্ট হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি স্থানস্থিত শনি, সূর্য্য, রাহু প্রভৃতি গ্রহপীড়ার শান্তি হয়। তাম্রপাত্রে যথাযথ গ্রহগণ সন্নিবেশিত করিয়া রক্তচন্দন-মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইয়া রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৬-৯

আকাশে কিংবা মণ্ডলে গ্রহগণের পূজা করিলে সর্ব্ব কামনা-ফল সিদ্ধ

১। সততেজিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীবেষ্টককুষ্ঠঞ্চ বৃক্ষারিগুগ্‌গুলং তথা।
গুড়ৌদনং রবের্দেয়ং পায়সং হবিষান্বিতম্ ॥ ১২
দধ্যোদনং বুধে দেয়ং গুরৌ ক্ষীরৌদনং তথা।
ঘৃতান্নং তিলমাসান্নং মাংসং চিত্রৌদনং তথা ॥ ১৩
গাং সুরক্তাং রবৌ দদ্যাচ্ছৃঙ্গীং সোমে বৃষং কুজে।
কাঞ্চনং বস্ত্রমশ্বঞ্চ গাং সুকৃষ্ণামজায়সম্ ॥ ১৪
দক্ষিণাং গন্ধপুষ্পাদি স্বং স্বং বর্ণং প্রদাপয়েৎ।
হোমগ্রহাদিপূজায়ৈ শতমষ্টাধিকং পি বা ॥ ১৫
অষ্টাবিংশাষ্টহোমস্তু যথাপ্রাপ্তির্বিধীয়তে।
লক্ষহোমং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বপীড়ানিবারণম্ ॥ ১৬
গায়ত্র্যা গ্রহমন্ত্রৈশ্চ কুষ্মাণ্ডীজাতবেদসৈঃ।
ঐন্দ্রবারুণশ্চাগ্নেয়-বায়ু-যামসবৈষ্ণবৈঃ ॥ ১৭
হোমং শতসহস্রস্তু অষ্টোৎকৃষ্টং বিধীয়তে।
সর্ব্বপীড়াবিনাশায় কোটিহোমং শুভাবহম্ ॥ ১৮
যবব্রীহিঘৃতং ক্ষীরং কঙ্গুং প্রশান্তিকং তথা।
পঙ্কজোশীরবিল্বাম্র-দলং হোমে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯
সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশলৈ-র্গ্রহমাতৃপ্রপূজকৈঃ।
হোমং কার্য্যং সদা বিপ্র সর্ব্বশান্তিপ্রদায়কৈঃ ॥ ২০

হয়। অর্ক, পলাশ, খদির, অপামার্গ, পিপ্পল, শ্রীফল, শমী, দূর্ব্বা এবং কুশ এই সকল গ্রহগণের সমিধ্। গুগ্‌গুলু, লোধ্র, ধূনা, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, শ্রীবেষ্টক, কুড়, অগুরু ও গুগ্‌গুলু ; এইগুলি যথাক্রমে সূর্য্যাদি গ্রহের ধূপ। সূর্য্যকে গুড়ান্ন এবং ঘৃতমিশ্র পায়স দান করিবে। ১০-১২

বুধকে দধ্যোদন, বৃহস্পতিকে ক্ষীরৌদন, এইরূপ ঘৃতান্ন, তিলান্ন, মাষান্ন, মাষ, চিত্রোদন প্রভৃতি গ্রহগণকে দান করিবে। ১৩

রবির দক্ষিণা রক্তবর্ণ গো, চন্দ্রের শৃঙ্গী, মঙ্গলের বৃষ, বুধের কাঞ্চন, বৃহস্পতির বস্ত্র, শুক্রের অশ্ব, শনির কৃষ্ণগাভী, রাহুর লৌহখড়্গ এবং কেতুর ছাগ দক্ষিণা। ১৪

গ্রহগণের গন্ধ পুষ্পাদি, স্ব স্ব বর্ণানুসারে প্রদান করিবে। গ্রহপূজা বিষয়ে অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হয়, অভাবে অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্যক করিলেও চলে। সর্ব্বপীড়া নিবারণের জন্য, লক্ষ হোম করিতে হয়। ১৫-১৬

গায়ত্রী-গ্রহমন্ত্র এবং অন্যান্য জাতবেদা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিতে হয়। ১৭

সর্ব্বপীড়া-বিনাশার্থে কোটি হোম করিতে পারিলে শুভাবহ হয়। ১৮

যব, ব্রীহি, ঘৃত, ক্ষীর, কঙ্গু ইত্যাদি দ্বারা হোম করিলে শান্তিকারক হয়। পঙ্কজ, উশীর, বিল্বদল, আম্রদল ইত্যাদিও হোমকার্য্যে প্রশস্ত। ১৯

যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রার্থকুশল, গ্রহ ও মাতৃকাগণের পূজা করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ হোম করিলে সর্ব্বশান্তি লাভ হয়। ২০

গ্রহকৃত্যোপসর্গাদি ঋতুমাসসমাঃ শুভাঃ।
যক্ষরক্ষঃকৃতা পীড়া লক্ষহোমাৎ প্রশাম্যতি ॥ ২১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মাতৃগ্রহলক্ষহোমবিধির্নাম
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

গ্রহপীড়া, উপসর্গাদি ঋতুপীড়া, মাসপীড়া, সংবৎসরপীড়া এবং যক্ষরক্ষাদি-কৃত পীড়া প্রভৃতি সমুদায়ই লক্ষ হোম করিলে শান্তি। ২১

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ—

সর্ব্বলোকোপকারায় সংক্ষেপান্ন তু বিস্তরাৎ।
উৎপাতশমনীং শান্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১

মনুরুবাচ—

অপচারেণ লোকানামুপসর্গ মহাত্মনাম্ (১)।
অপরক্তা বিনাশায় সৃজন্তে দেবতা মুনে॥ ২
উৎপাতান্ বিবিধাকারান্ ত্রিধাবস্থান-উত্থিতান্।
দিব্যান্তরীক্ষান্ ভৌমাংশ্চ যথাবত্তান্ নিবোধত॥ ৩

স প্রাচীদিশং বা বর্ত্ততে। অথ যদাস্য মণিমণিককুম্ভস্থালীদারণমযশো রাজকুলবিবাদো বা তায়নচ্ছত্রশয্যাসনাবসথাধ্বজগৃহৈকেদেশঃ প্রভজ্যতে। গজবাজিমুখ্যাঃ প্রম্রিয়ন্তে হস্তিনী বা মাদ্যতি ইত্যেবমাদীনি তান্যেতানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রদৈবত্যান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। ইন্দ্রং বিশ্বা অবাবৃষমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতির্জুহোতি। ইন্দ্রায় স্বাহা। শচীপতয়ে স্বাহা। বজ্রপাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতীশ্চ পৃথক্ কৃত্বা॥ ১

স দক্ষিণাং দিশমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্য শরীরে চাবিষ্টানি ভবন্তি। ব্যাধয়োঽনেকবিধাঃ স্বপ্নমস্বপ্নাতিভোজনমতিনিদ্রা আলস্যং গৃহদ্বারেণ বা সর্পোঽপগচ্ছতে। কপোতঃ প্রবিশতি। স্ত্রী-শরীরে বা রোহতি। কৃষ্ণস্ত্রীদর্শন-মাদেশ্যম্ ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি যমদৈবতান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। নাকে সুপর্ণমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভিরভিজুহুয়াৎ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিস্বাহান্ততা। যমায় স্বাহা। প্রেতাধিপতয়ে স্বাহা। দণ্ডপাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতীশ্চ পৃথক্ কৃত্বা॥ ২

শৌনক কহিলেন,—এক্ষণে সর্ব্বলোকের শান্তির নিমিত্ত, সংক্ষেপে উৎপাত-নাশিনী শান্তির বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

মনু কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! লোক সকলের অত্যাচার দেখিয়া তাহাদের বিনাশসাধনার্থ দেবতাগণ নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্ট করিয়া থাকেন। ২

উৎপাত বিবিধাকার হইলেও স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং ভূমি, এই ত্রিবিধ স্থান হইতে উহা সমুত্থিত হয়; যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩

প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকের কথা বলিতেছি;—যদি মণি মণিক * কুম্ভ, স্থালী প্রভৃতি হঠাৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়, অযশ বা রাজকুলবিবাদ উপস্থিত হয়, বাতায়ন, ছত্র, শয্যা, আসন, গৃহ, ইত্যাদির কোন স্থান ভগ্ন হইয়া যায়, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি মরিয়া যায়, হস্তিনী মাতিয়া উঠে, ইত্যাদি ইন্দ্রকৃত অদ্ভুত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থালীপাক করিয়া ‡ পঞ্চ আজ্যাহুতি দ্বারা ইন্দ্রের হোম

১। পাপাত্মনামিতি পাঠান্তরম্।

* মণিক—প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র (জালা ইত্যাদি)।

‡ মন্ত্র সকল মূলে দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক অদ্ভুত-শান্তিতে পঞ্চ আজ্যাহুতি দ্বারা পৃথক হোম করিতে হয়।

স প্রতীচীং দিশমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্য ক্ষেত্রে সংস্থেষু ধান্যেষ্বীতয় আরণ্যপশুমৃগাশ্চারোহন্তি, আখুপতঙ্গপৈপীলিকশাশকভৌমকসূক্ষ্মকশলভ ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি বরুণদৈবতান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। বরুণং বা বিশাদণ্ডমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভির্জুহুয়াৎ। বরুণায় স্বাহা। অপাম্পতয়ে স্বাহা। পাশপাণয়ে স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতিভিশ্চ পৃথক্ কৃত্বা॥ ৩

স প্রত্যুদীচীং দিশমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্য মণিক-কনক-রজত-ধববস্ত্রবজ্র-বৈদূর্য্যমণিবিয়োগা ভবন্তি। আরম্ভকাণি চাবিপদ্যন্তে। মিত্রাণি বা বিরজ্যন্তে(১) বেশ্মানি মধূনি বা পীয়ন্তে। অলাবূনি বা জায়ন্তে। বল্মীকাশ্চোদ্ধয়ন্তে। শুষ্কবৃক্ষাঃ প্ররোহন্তি। তৈলং ত্যজয়ন্তি(১) রাত্রাবিন্দ্রধনুর্দৃষ্ট্বা শ্বেতাশ্বশ্চ বায়সং শ্মশানে ধূমো জায়তে। অশ্বতরীব গর্ভং গৃহ্লাতি, ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি বৈশ্রবণদৈবতান্যত্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। আদিত্যং দেবমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভির্জুহুয়াৎ। বৈশ্রবণায় স্বাহা। যক্ষাধিপতয়ে স্বাহা। হিরণ্যপাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতিভিশ্চ পৃথক্ হুত্বা॥ ৪

স পৃথিবীমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্য পৃথিবী স্ফুটতি কূজতি কম্পতি ধূমায়তি অকস্মাৎ সলিলমুদ্গিরতি, অকালে চ বৃক্ষাঃ পুষ্পফলা নির্ব্বর্ত্তন্তে ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি অগ্নিদৈবত্যানি অদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। অগ্নিং হুতমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি। অগ্নয়ে স্বাহা। অর্চ্চিষ্পাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতিভিশ্চ পৃথক্ পৃথক্ হুত্বা॥ ৫

করিবে। হোমান্তে মহাব্যাহৃতি হোম স্বতন্ত্র করিবে। ১

এক্ষণে দক্ষিণদিকের কথা বলিতেছি ;—যখন এই শরীরমধ্যে বহুবিধ ব্যাধি উপস্থিত হয়, নিদ্রাবস্থায় বিবিধ স্বপ্ন এবং একবারে স্বপ্ন না দেখা যায়, এবং অল্পভোজন, অতিভোজন, অতিনিদ্রা, আলস্য, গৃহদ্বারে সর্পের আগমন, গৃহমধ্যে কপোত প্রবেশ করে অথবা স্ত্রীলোকের শরীরে আরোহণ করে এবং অসম্ভাবিত কৃষ্ণস্ত্রী দর্শন হয়, ইত্যাদি যমকৃত অদ্ভুত। ২

পশ্চিমদিক্ সম্বন্ধে বলিতেছি :—যখন ক্ষেত্রমধ্যে ধান্য সমস্ত পক্ব হইয়া উঠে, ঐ সময়ে ঈতি (অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি শলভ, মূষিক, খগ এবং রাজার অতিনৈকট্য) উপস্থিত হয়, ক্ষুদ্র মূষিক, পতঙ্গ, পিপীলিকা, শশক, ভৌমক, সূক্ষ্ম পতঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, এই সমস্ত বরুণ-কৃত অদ্ভুত। ৩

এক্ষণে উত্তরদিক্ সম্বন্ধে বলিতেছি ;—যখন মণি, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, বজ্রমণি, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতির বিয়োগ হয়, আরব্ধ কার্য্য বিনষ্ট হয়, মিত্রের বিপদ্, গৃহমধ্যে মধুচক্র হওয়া, অলাবু উৎপন্ন হয়, গৃহমধ্যে বল্মীক হয়, শুষ্কবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হয়, তৈল উচ্ছলিত হয়, রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু-দর্শন, শ্বেত অশ্ব এবং শ্বেত বায়স এবং শ্মশানে ধূমদর্শন, অশ্বতরীর গর্ভদর্শন ইত্যাদি উপস্থিত হয়, তখন জানিবে যে, ঐ সমস্ত বৈশ্রবণকৃত অদ্ভুত। ৪

এক্ষণে পৃথিবী সম্বন্ধে বলিতেছি ;—পৃথিবী স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী হইতে শব্দ সমুত্থিত হয় কিংবা পৃথিবী কম্পিত হয়, হঠাৎ ধূম বা সলিল

১। বিপদ্যন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

সোন্তরীক্ষমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্যান্তরা বর্ষাণি চোল্কাঃ পতন্তি, নিপতন্তি, ধূমায়ন্তি, দিশো দহ্যন্তি, কেতবশ্চোত্তিষ্ঠন্তে, গবাং শৃঙ্গেষু রুধিরং স্রবন্তি, অত্যর্থং হিমান্যুৎপতন্তি, ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি সোমদৈবতান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। সোমং রাজানমিতি স্থালীপাকং কৃত্বা পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি পৃথক্ পৃথক্॥ সোমায় স্বাহা। নক্ষত্রাধিপতয়ে স্বাহা। সীরপাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপশমনায় স্বাহেতি ব্যাহৃতিভিশ্চ পৃথক্ কৃত্বা॥ ৬

স দিবমন্বাবর্ত্ততে। অথ যদাস্য বিধাতা বাতা বায়ন্তে, অভ্রেষু করকাণি দৃশ্যন্তে, খরকরভকঙ্কোলূকগৃধ্রশ্যেনভাসবায়সকপোতগোমায়ুসংস্থান্যুপলপাংশুমাংসপশ্বস্থিরুধিরবর্ষাণি প্রবর্ত্তন্তে ইত্যেবমাদীনি। তান্যেতানি সর্ব্বাণি বায়ুদৈবত্যান্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রম ইতি স্থালীপাকং কৃত্ব পঞ্চভিরাজ্যাহুতিভিরভিজুহোতি। বিষ্ণবে স্বাহা। সর্ব্বাধিপতয়ে স্বাহা। চক্রপাণয়ে স্বাহা। ঈশ্বরায় স্বাহা। সর্ব্বপাপপ্রশমনায় স্বাহেতি। ব্যাহৃতিভিশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৭

ভূমিকম্পো দিশাং দাহো গ্রহদ্বন্দ্বস্তু জায়তে।
গগনে দৃশ্যতে কেতুরাদিত্যশ্চৈব কম্পতে॥
আদিত্যাজ্জায়তে চ্ছিদ্রং কৃষ্ণবর্ণো হি জায়তে।
বিপরীতাং নদীশ্চৈব রুধিরঞ্চ প্রবাহয়েৎ॥
শিলা বা প্লবতে যত্র রবির্মধ্যে যদা ক্বচিৎ॥
গগনাৎ শ্রূয়তে দিব্যং নির্ঘাতশ্চৈব জায়তে॥
অত্যদ্ভুতং মহাঘোরং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
রাজ্যোপসংহরশ্চৈব রাজানাং ক্ষয়কারকম্॥
ইত্যেবমাদীনি।
তান্যেতানি সর্ব্বাণ্যদ্ভুতানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি।
গৃহে গৃহে ভবেচ্ছান্তির্মাতৄণাং পূজনং বলিঃ॥
দানং রুদ্রং জপেন্নিত্যং ভাস্করেজ্যা গ্রহার্চ্চনম্।
লক্ষহোমং মহাহোমং কোটিহোমং পুরোদিতম্॥

নির্গত হওয়া, অকালে বৃক্ষাদির ফল এবং পুষ্পোদ্গম, এই সকল অগ্নিদেব-কৃত অদ্ভুত। ৫

অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে বলিতেছি ;—অকালে ভূরিবৃষ্টি, উল্কাপতন, চারিদিকে ধূমদর্শন, দিগ্দাহ, কেতূদয়, গোশৃঙ্গে রুধিরস্রাব, অতিশয় হিমপাত, ইত্যাদি চন্দ্রকৃত অদ্ভুত। ৬

এক্ষণে স্বর্গসম্বন্ধে বলিতেছি ;—খর, করভ, কঙ্ক, পেচক, গৃধ্র, শ্যেন, বায়স, কপোত প্রভৃতির গাত্রে প্রস্তর, পাংশু, মাংস, রক্তাদি বর্ষণ হয়, এই সকল বায়ুকৃত অদ্ভুত। ৭

ভূমি কম্প, দিগ্দাহ, গ্রহযুদ্ধ, গগনে কেতুদর্শন, সূর্য্যের কম্পন, সূর্য্যমণ্ডলে ছিদ্রদর্শন এবং সূর্য্যমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, বিপরীত ভাগে নদীর স্রোত এবং রুধিরপ্রবাহ, নদীমধ্যে শিলা ভাসিয়া যায়, গগনে নির্ঘাত শব্দ ইত্যাদি মহাঘোর

১। তৈলাচ্ছিদ্যন্তে পাঠান্তরম্।

গোভূহিরণ্যবস্ত্রান্ন-তিলদানং শুভাবহম্ ।
পায়সং দধিক্ষীরাজ্যং দেয়ং সর্ব্বেষু ভোজনম্ ॥
এবং প্রজায়তে শান্তি-স্ততো দ্রব্যাণি আহরেৎ ।
তানি তোয়েন প্রোক্ষীয়াদুপহারাণি যানি তু ॥

অথ পূর্ব্বাহ্ণে যথাবদাজ্যে রাহুতিং হুত্বা দূর্ব্বাতপ-দধি-সর্পিঃ-সর্ষপান্ ফলবতী অপামার্গাং তিল-ব্রীহি-যব-সমিধান্যেতান্যাহরেদাবাহয়েদ্ বা স্নাতঃ প্রযতঃ শুচিঃ শুচিবাসাঃ স্থণ্ডিলমুপলিপ্য নিত্যতন্ত্রেণৌদন-কৃষর-যবাগূ-শক্তু-পায়সং দধিমধুঘৃতাক্তাঃ পৃথক্ চ বরঃ সর্ব্বেষাং বা পায়সং ততঃ। অগ্নিমুপ-সমাধায় জুহুয়াৎ যথাবদিতি ॥ ৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মহাভ্যুদয়ে পাদে সার্ব্বদেবকী-সর্ব্বোৎপাত-শান্তি-র্নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

অদ্ভুত হইলে সৃষ্টিসংহার, রাজ্যসংহার এবং রাজার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সকল অদ্ভুত উপস্থিত হইলে ঘরে ঘরে শান্তি করিতে হয়। মাতৃগণের পূজা, বলি, দান, রুদ্রমন্ত্রজপ, সূর্য্যপূজা, গ্রহপূজা, লক্ষহোম, মহাহোম, কোটিহোম, গো-ভূমি-স্বর্ণবস্ত্র-অন্নাদি দান, তিলদান ইত্যাদি করিবে, লোকসকলকে পায়স, দধি, ক্ষীর, ঘৃতাদি ভোজন করাইবে ; এইরূপে শান্তি করিতে হয়। প্রথমতঃ সমস্ত দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে। দূর্ব্বা, আতপ, দধি, সর্পি, সর্ষপ, অপামার্গ, তিল, যব, ব্রীহি ইত্যাদি উপকরণ পূর্ব্বাহে আয়োজন করিয়া রাখিতে হয়। পরদিন স্নান করিয়া শুচি-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুচিভাবে স্থণ্ডিল উপলিপ্ত করিবে। অনন্তর নিত্য তন্ত্রানুসারে ওদন, কৃষর, যবাগু, শক্তু, পায়স, দধি, মধু, ঘৃত ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া কিংবা পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে অথবা পায়স দ্বারা হোমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৮

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্রং বিশ্বা অবাবৃষং সমুদ্রব্যচসং শিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বা রাজানাং শতপতিং পতিম্ ॥ ১
নাকে সুপর্ণমুপয়াৎ পতন্তং হৃদা রেবন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং, যমস্য ভুরণ্যং ॥ ২

যোনৌশকুনং

বরুণং বা বিশাদগুং সমুচামিন্দ্রং হবামহে।
পরিব্রজে চ বাহ্বোর্জ্জগদ্বাসা স্বর্ণবম্ ॥ ৩
আদিত্যং দেবং সবিতা মন্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চাসি
সত্যসবং রত্নধামভিপ্রিয়মতিকবিম্।
উর্দ্ধং যস্যামতিভা আদিত্যু তৎসবীমণি।
হিরণ্যপাণিত্বমিমীতে সুক্রতুঃ কৃপাদ্যঃ ॥ ৪
অগ্নিং হুতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৫
সোমং রাজানমবনে, অগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং, ব্রাহ্মণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৬
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংশুলে ॥ ৭
বাত আবাতু ভিষজং, শম্ভু ময়োভুনকুদে প্রণতায়ূংসি তার্ষং।
গৌরূর্ম্মিমাপ সসলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী ভূমী সহস্রাক্ষরী পরমে ব্যোমন্ ॥
কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষঃ পরি।
এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥ ইতি ॥ ৮
যথৈব যজ্ঞে তথৈব বক্ষ্যর্যাসতে ন প্রতানাসি ॥
অথৈনমভিবাদ্য বাচয়তি।
ধ্রুবাসি ধ্রুবোঽয়ং যজমানোঽস্মিন্নায়তনে
প্রজয়া ভূয়াসমিতি ॥ ৯ ॥ পশুভিরিতি চৈবং—
যং যং কামং কাময়তে, সোঽস্মৈ কামঃ সমৃধ্যতে।
যো জানাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভিদ্য স ॥ ১০
ভবেদ্ বসুসহস্রজিৎ (?)
হৈহৈরস্তং মাবিপৌষ্টং দীর্ঘমায়ুর্ব্যশ্নুতম্। (?)
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভি র্মোদমানৌ চ স্বে গৃহে ॥ ১১
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চ্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যার্য্যঃ পতির্জীবতি শরদঃ শতম্ ॥ ১২

মনুরুবাচ—

স্থালীপাকাদিকঃ কর্ম্মবিধিরুচ্যতে ॥ ১৩

মনু বলিলেন—এক্ষণে স্থালীপাকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিতেছি।

* এই অধ্যায়ের প্রথমে কতকগুলি বেদমন্ত্র (উহা অপ্রকাশ্য)।

পরিসমূহ্যোপলিপ্যোল্লিখ্যোদ্ধৃত্যাভ্যুক্ষ্য অগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্য প্রণীয় পরিস্তার্য্য আজ্যবদাসাদ্য পবিত্রীকৃত্বা প্রোক্ষণীয় সংস্কৃত্য আজ্যবৎ প্রোক্ষ্য নিরূপ্যার্থমবিসৃত্য পর্য্যগ্নি কুর্য্যাৎ ॥ ১৪

স্রুবং প্রতাপ্য সংমৃজ্যাভ্যুক্ষ্য পুনঃ প্রতাপ্য নিদধ্যাদ্ সন্তাপ্যোৎপূয়াবেক্ষ্য প্রোক্ষণীয় চ ॥ ১৫

পূর্ব্ববদুপযমনান্ কুশানাদায় সমিধোঽভ্যাদায় পর্য্যুক্ষ্য জুহুয়াৎ। এষ এব বিধির্যত্রক্কচিদ্ধোমঃ ॥ ১৬

পরিসমূহনাদিভির্দেবতাভির্ব্বিভাগমন্ত্রাংশ্চ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৭

যদ্দেবা দেবহেলনমিতি পরিসমূহনম্। মান স্তোক ইত্যুপলেপনম্। ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্রসৎপতিমিত্যুল্লিখ্য, ব্রজঙ্গচ্ছেতি উদ্ধৃত্য, দেবস্য ত্বেতি অভ্যুক্ষ্য, অগ্নিম্‌ত্বেতি অগ্নিমুপসমাধায়, সমিধাগ্নিং দুবস্যত ইতি সমিদাধানং দদ্যাৎ ॥

ময়ি গৃহ্ণামীত্যগ্রেঽঙ্কতাং কৃত্বা হিরণ্যগর্ভ ইতি দক্ষিণতো ব্রহ্মা।

আপো হি ষ্ঠেত্যুত্তরতঃ প্রণীতা।
কয়া নশ্চিত্র ইতি প্রণীতা পরিতঃ পরিস্তরণম্ ॥
পবিত্রো স্থো বৈষ্ণব্যাবিতি পবিত্রচ্ছেদনম্।
ঈষে ত্বোর্জ্জে ত্বেত্যাজ্যনিরূপণম্ ॥ ১৯
ত্রাতারমিতি স্রুবং প্রতাপ্য।
অনিশিতোষি সপত্নক্ষিদিতি কৃত্যাতিসম্মার্জ্জনম্।
প্রাত্যুষ্টং রক্ষেতি পুনঃ প্রতপনম্।
সবিতুর্ব্বঃ প্রসব তৎ পুনামি ইত্যুৎপবনম্।
তদেবাগ্নিরিত্যর্চ্চনা ধ্রুরসীতি পর্য্যুক্ষণম্ ॥ ২১
এবংলক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বহোমেষু যাজ্ঞিকম্।
বিধানং বিহিতং তন্ত্রে ব্রহ্মণামিততেজসা ॥ ২২
অন্যথা যে প্রকুর্ব্বন্তি সূত্রমাশ্রিত্য কেবলম্।
নিরাশিস্তত্র গচ্ছন্তি সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
যদ্দেবা দেবহেলনং দেবাসশ্চ কুমারয়ম্।
অগ্নির্ম্মতিম্মাদেন সো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২৪

ইতি পরিসমূহনমন্ত্রঃ ॥

প্রথমতঃ যথাক্রমে পরিসমূহন, উপলেপ, উল্লিখন, উদ্বর্ত্তন, অভ্যুক্ষণাদি কার্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিসমীপে স্থালী আনয়ন করিবে। দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা আসন বিস্তৃত করিয়া তথায় কুশ পাতিয়া প্রোক্ষণাদি সংস্কার করিবে। সংস্কারানান্তর উত্তমরূপে নিরূপণাদি করিয়া অগ্নির উপর নিহিত করিবে। স্রুবসংস্কার,—প্রথমতঃ উহা প্রতপ্ত করিবে। তৎপরে সংশোধন ও অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রতপ্ত করিবে, অনন্তর স্থাপন, পূজন, প্রোক্ষণ, উপযমনাদি সংস্কার করিয়া সমিধ গ্রহণ করিবে তৎপরে সমিধ প্রোক্ষণ করিয়া হোম করিবে। সকল হোমেই এইরূপ বিধিপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। ১৩-১৬

ব্রহ্মা সকল হোমেই এইরূপ লক্ষণযুক্ত যাজ্ঞিকবিধি শাস্ত্রে বিহিত করিয়াছেন। ইহার অন্যথা করিয়া কেবল সূত্রানুসারে কর্ম্ম করিলে, দেবগণ নিরাশ হইয়া তথা হইতে চলিয়া যান ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২২-২৩

* অনন্তর যে যে বেদমন্ত্র দ্বারা পরিসমূহনাদি সংস্কার করিতে হয়, উহার উল্লেখ আছে।

মা নঃ স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নোঽশ্বেষু রীরিষঃ।
সোনাবীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদা সমিত্বা হবামহে ॥ ২৫

ইত্যুপলেপনমন্ত্রঃ ॥

ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্রঃ সংপতিং ন বস্ত্বাং কাষ্ঠা সর্ব্বতঃ।
সত্বন্নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্টয়া মহস্তবানোঽদ্রিরঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্রসংকিরসত্রারাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২৬

ইত্যুল্লিখনমন্ত্রঃ ॥

ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠামং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান।
দেবসবিতঃ পবনমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন
পাশৈর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্ততো মামৌক্ ॥ ২৭

ইত্যুদ্ধরণমন্ত্রঃ ॥

সমিধাগ্নিং দ্রুবস্যত, ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।
অস্মিন্ হব্যা জুহোতি ন ॥
সুসমিদ্ধায়সো বিশে, ঘৃতং তীব্রং জুহোতি ন।
অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ২৮

ইতি সমিদাধানমন্ত্রঃ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্,
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২৯

ইতি ব্রহ্মমন্ত্রঃ ॥

আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতি নঃ।
মহেরণায় চক্ষসে ॥
যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উষতীরিব মাতরঃ ॥ ৩০

ইতি প্রণীতাপূরণ মন্ত্রঃ ॥

কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখাকয়া।
সচিষ্টয়া বৃতা ॥ ৩১

ইতি প্রণীতাপরিস্তরণমন্ত্রঃ ॥

পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ
সবির্ত্তবঃ প্রয়ব তৎপুনামি ॥ ৩২

ইতি পবিত্রচ্ছেদনমন্ত্রঃ ॥

ঈষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থঃ,
দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু।
শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ৩৩

ইতি আজ্যনিরূপণমন্ত্রঃ ॥

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং
হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং হ্বয়ামি।
শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ ॥ ৩৪

ইতি স্রুবপ্রতপনমন্ত্রঃ ॥

অনিষিতাসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনীম্
ত্বারাজেধ্যায়ৈ সম্মার্জ্জিতা।
আদিত্যৈরায়াসীন্দ্রাণ্যে ॥ ৩৫
ইতি সমূহনমন্ত্রঃ ॥

বিষ্ণোর্বেশ্মাঽস্যূর্জ্জিত্বা দত্তেন ত্বা চক্ষুষা পশ্যতি ॥ ৩৬

ইতি সম্মার্জ্জন মন্ত্রঃ ॥

প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষো
নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ পুনঃ ॥ ৩৭

ইতি প্রতাপনমন্ত্রঃ ॥

ধূরসি ধূর্ব্বন্তং নূর্ব্বত্বাং যা অস্মান্
ধূর্ব্বতি ধূর্ব্ব'তং যদ্-বয়ং ধূর্ব্বামঃ ॥
দেবানামসি বহ্নিতমং স্বস্তিতমং প্রপ্রিতম্
জুষ্টতমং দেবহুতমং আহুতমসি হবির্ধানং
দৃংহশ্বসীদ্বামীতে যজ্ঞপতীবীবীতা ॥ ৩৮

ইতি পর্য্যুক্ষণমন্ত্রঃ ॥

প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইন্দ্রায় স্বাহা। অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইতি মূলহোমাহুতয়ঃ ॥ ৩৯

এবং বৈদিকো হ্যগ্নিঃ সংস্কৃতো ভবতি ॥ ৪০

অথাতঃ পরিস্তরণদেবতাঃ কথ্যন্তে ॥ ৪১

পরিসমূহনে কাশ্যপঃ। উপলেপনে বিশ্বেদেবাঃ। উল্লেপনে মিত্রাবরুণৌ। উল্লেখনে পৃথ্বী। অভ্যুক্ষণে গন্ধর্ব্বাঃ। অগ্ন্যাসাদনে সর্ব্বে'ঃ। দক্ষিণসদনে ব্রহ্মা। উত্তরতঃ প্রণীতাপূরণে সাগরাঃ। স্তরণে নাগাঃ। অথাবসদনে শতক্রতুঃ। পবিত্রবন্ধনে পিতরঃ। প্রোক্ষণীয়ে সংস্কারে মাতরঃ। জুহ্বনে স্রুবে স্রুবায়াঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। আজ্যোৎপবনে বসবঃ। অধিশ্রয়ণে বৈবস্বতঃ। পর্য্যগ্নিকরণে মরুতঃ। উদ্বাসনে স্কন্দঃ। উৎপবনপ্রত্যুৎপবনে চন্দ্রাদিত্যৌ। আজ্যাবেক্ষণে দিশঃ সর্ব্বাঃ। পবিত্রধারণে পবিত্রায়াম্মুমাদেবী। ইধ্মন্যেব লক্ষ্মীঃ। বিশ্বস্য বিশ্বাভূতানি ॥ ৪২

---

† এইরূপে বৈদিক অগ্নি সংস্কৃত হয় অতঃপর পরিস্তরণ-দেবতা বলিতেছি। ৪০-৪১

পরিসমূহনে কাশ্যপ, উপলেপনে বিশ্বদেব, উল্লেখনে মিত্রাবরুণ, উদ্ধরণে

---

† ইহার পর, পরিসমূহন, উপলেপন; উল্লিখন, উদ্ধরণ, সমিদাধান (ব্রহ্মমন্ত্র), প্রণীতা-পূরণ, প্রণীতা পরিস্তরণ, পবিত্রচ্ছেদন, আজ্যনিরূপণ, স্রুবপ্রতপন, সম্মার্জ্জন, পুনঃপ্রতাপন, পর্য্যুক্ষণ, এই পঞ্চদশ বিষয়ের পঞ্চদশ বেদমন্ত্রের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বোক্তানাস্তু বহ্নীনামেকমানীয় পাবকম্ ।
হোমকর্ম্ম প্রকর্ত্তব্যং বিধিং জ্ঞাত্বা মহামুনে ॥ ৪৩
এতা বৈ দেবতাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ ।
যজ্ঞেষু পশুবন্ধেষু সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াসু চ ॥ ৪৪

ইতি দেবীপুরাণেঽভ্যুদয়ে পাদে
ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

পৃথ্বী, অভ্যুক্ষণে গন্ধর্ব্ব, অগ্ন্যাসাদনে সর্ব্ব, দক্ষিণাসদনে ব্রহ্মা, উত্তরপ্রণীতা-পূরণে সাগর, স্তরণে নাগ, অবসদনে শতক্রতু, পবিত্রবন্ধনে পিতৃগণ, প্রোক্ষণে মাতৃগণ, জুহ্বনে ব্রহ্মা, স্রুকে বিষ্ণু, স্রুবায় মহেশ্বর, অজ্যোৎপবনে বসু, অধিশ্রয়ণে বৈবস্বত, পর্য্যাহকরণে মরুৎ, উদ্বাসনে স্কন্দ, উৎপবনে চন্দ্র, প্রত্যুৎপবনে আদিত্য, আজ্য অবেক্ষণে সর্ব্বদিক্, পবিত্রধারণে এবং প্রণীতায় উমাদেবী, ইন্ধনে লক্ষ্মী এবং বিন্যাসে বিশ্ব-ভূতগণ দেবতা। পূর্ব্বোক্ত কোন বহ্নিমধ্যে যথাবিধি হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে পশুবন্ধ এবং সর্ব্ববিধ যজ্ঞ-কার্য্যে দেবতা কথিত হইল। ৪২-৪৪

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

ধেনুং তিলময়ীমাদ্যাং দদ্যাদ্ যশ্চোত্তরায়ণে।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি জ্যৈষ্ঠে জলময়ীং দদৎ ॥ ১
পুষ্যে ঘৃতময়ীং দদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠাহে বিধিনা মুনে।
ঈহিতাল্লঁভতে লোকান্ স্থানেষু বিবিধেষু চ ॥ ২

শৌনক উবাচ—

প্রভবাদি ত্বয়া তাত দেব্যাঃ ষষ্টিরুদাহৃতা।
বিস্তরাৎ পূজনং তাসাং কালান্তরফলপ্রদম্ ॥ ৩
সংক্ষেপাদেকবায়স্থা দেবীমাতৃগ্রহান্বিতাঃ।
ত্রিদেবলোকপালেন সংযুক্তাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ৪
ষষ্টিবর্ষকৃতা পূজা মাসৈকেন প্রযচ্ছতি।
তথা কথয় মে সর্ব্বং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৫

মনুরুবাচ—

হেমরাজততাম্রা বা কাষ্ঠাদ্যা মৃন্ময়াপি বা।
চিত্রা বা রত্নজা বাপি কার্য্যা দেবী সুলক্ষণা ॥ ৬
শুভদ্রব্যভবা চান্যা সিংহপদ্মগ্রহান্বিতা।
মাতরোঽভয়সংযুক্তা চর্চ্চিতা মুকুটান্বিতা ॥ ৭
গণেশস্কন্দসম্পন্না লোকপালসমন্বিতা।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুশিরসঃ নীলোৎপলকরা বরা ॥ ৮
খড়্গাখেটকধারী চ শরচক্রকরাপি বা।
চন্দ্রসূর্য্যকরা কার্য্যা যাবৎ ষষ্টিহৃতাধিকা ॥ ৯

মনু বলিলেন,—যে ব্যক্তি উত্তরায়ণে তিলময়ী ধেনু দান করে, সে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ করে। এইরূপ যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসে জলময়ী, পৌষমাসে ঘৃতময়ী ধেনু শুভদিনে দান করে, সে সর্ব্বত্রই সিদ্ধি লাভ করে। ১-২

শৌনক বলিলেন,—তাত! আপনি দেবীর ষষ্টিপ্রকার ভেদ বলিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পূজা করা অতি বাহুল্য এবং দীর্ঘকালে ফল পাওয়া যায়। ৩ এমন কোন্ দেবী আছেন, যিনি মাতৃগণ, গ্রহগণ এবং লোকপালগণের সহিত পূজিত হইয়া একমাসমধ্যে ষষ্টিবৎসর-কৃত পূজার ফলদান করেন; এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করুন, ইহাতে সর্ব্বলোকের সুখাবহ হইবে। ৪-৫

মনু বলিলেন,—স্বর্ণময়ী, রজতময়ী, তাম্রময়ী, কাষ্ঠময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্রময়ী অথবা রত্নময়ী সুলক্ষণসম্পন্না দেবী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ৬

অন্যবিধ শুভকর দ্রব্যে সিংহ, পদ্ম এবং গ্রহগণ নির্ম্মাণ করিবে। অভয়সংযুক্ত মাতৃগণ, গণেশ, কার্ত্তিক, লোকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিরও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। দেবীকে দ্বিভুজা করিবে এবং উভয় হস্তে নীলোৎপল থাকিবে। ৭-৮ খড়্গা ও খেটক কিংবা, শর এবং চক্র কিংবা সূর্য্য ও চন্দ্র থাকিবে। ৯

দ্বিভুজাং ভাবরূপেণ কারয়েদ্ভুজকল্পনাম্ ।
এবং কৃত্বা শুভাং দেবীং রুদ্রমাণে গৃহে যজেৎ ॥ ১০
দ্বিবদ্ধা[১] শতমষ্টৌ চ শরদণ্ডমথাপি বা ।
সৌম্যাস্যে সৌখ্যসংস্থানাং যশ্চাস্যৈস্তেজসং গৃহম্ ॥ ১১
তস্য পূর্ব্বে সমং কুণ্ডং কার্য্যমৈন্দ্রসুখাবহম্ ।
পূর্ব্বাস্যং পশ্চিমাস্যং বা যত্র বা রমতে মনঃ ॥ ১২
ততঃ পূজা জপং হোমং মন্ত্রস্তোত্রপ্রকীর্ত্তনম্ ।
যাত্রা মণ্ডলপূজা চ পুস্তকাদেশ্চ পাঠনম্ ॥ ১৩
লোকযাত্রা রথযাত্রা কার্য্যং হোমং দিনে দিনে ।
ঘৃতক্ষীরমধুব্রীহি-তিলবিল্বদলাদিকম্ ॥ ১৪
হোমং কার্য্যং সুগন্ধৈশ্চ ধূপৈঃ পুষ্পৈঃ সদার্চ্চনম্ ।
কর্পূরাগুরুলেপাদি বিতানধ্বজচামরম্ ।
দেয়ং সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ—

মেষাদ্যারভ্য দেবীনাং পূজা কার্য্যা সদা মুনে ।
যাবৎ সংবৎসরং পূর্ণং সর্ব্বকামফলার্থিভিঃ ॥ ১৬
দিলীপেন যথাপূর্ব্বং পূজাং কৃত্বা ক্রমাগতম্ ।
সুরোত্তমে মহাকল্পে ভাগ্য-ঋষিস্বকামিনা ॥ ১৭
তথাচ অম্বরীষেণ অন্যৈশ্চ নৃপসত্তমৈঃ ।
কৃতাশীর্ব্বাচনে বুদ্ধি-স্তিথিকালক্রমাগতাঃ ॥ ১৮

স্বীয় মনোভাবানুসারে দেবীর হস্ত কল্পনা করিবে। এইরূপ শুভলক্ষণ-সম্পন্ন দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া একাদশ-হস্ত-পরিমিত গৃহমধ্যে, অথবা অষ্টোত্তর শত হস্ত, কিংবা ছয় দণ্ড পরিমিত গৃহমধ্যে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে এবং স্বয়ং উত্তরমুখে বসিবে। ১০-১১

তাহার পূর্ব্বদিকে শুভাবহ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বমুখই হউক আর পশ্চিমমুখই হউক, যেদিকে মন হইবে, সেই দিকেই বসিয়া কার্য্য করিবে। ১২

অনন্তর পূজা, জপ, হোম, মন্ত্র, স্তোত্র, কীর্ত্তন, যাত্রা, মণ্ডলপূজা, পুস্তকপাঠ, লোকযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি কার্য্য প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে। ঘৃত, ক্ষীর, মধু, ব্রীহি, তিল, বিল্বদল প্রভৃতি দ্বারা হোম করিবে, সুগন্ধ-ধূপ ও বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বপাপ-বিনাশ এবং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কর্পূর অগুরু বিলেপন, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, চামর প্রভৃতি উপহার দান করিবে। ১৩-১৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—যাহারা সর্ব্বকামনাসিদ্ধির অভিলাষ করে, তাহাদিগকে বৈশাখমাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হইবে। ১৬

পূর্ব্বে সুরোত্তম-কল্পে সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য দিলীপ এইরূপে পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। ১৭

অম্বরীষ এবং অন্যান্য নরপতিগণও তিথি-কালাদি-অনুসারে ঐরূপে পূজা করিয়াছিলেন। ১৮

১। দ্বিবুদ্ধা ইতি পাঠান্তরম্।

যো বিভাজ্য পুরা হ্যেকঃ কালব্যাপী মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বদেবতনুর্ভূত্বা প্রযচ্ছতি ফলং নৃণাম্ ॥ ১৯
যজ্ঞ আজ্যং তথা যূপং বেদোঙ্কারক্রমান্বিতঃ।
দত্ত্বা ফলং দ্বিজাতিষু পূতৈঃ সর্ব্বেষু ধর্ম্মেষু ॥ ২০
স চ মঙ্গলাং রূপাং কৃত্বা চাষ্টশতাং তনুম্ ॥ ২১
পুনাতি সর্ব্বলোকান্ স ক্রিয়াভাবাঙ্গমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেষু চাগতা দেবী সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতা ॥ ২২
বৈষ্ণবীতনুমাস্থায় স্থিতা সা ব্যবহারতঃ।
বর্ণাশ্রমান্ গতান্ ধর্ম্মান্ যথাকামান্ ক্রমাগতান্[১] ॥ ২৩
তথা তথা সুরেশান প্রযচ্ছতি নৃণাং সদা।
রজস্তোমাং বিজানীয়াৎ সৃষ্টিহেতুং স্থিতৌ পুনঃ ॥ ২৪
বিষ্ণুঃ সত্ত্বং গতো নাশে কালঃ সততমাশ্রিতঃ।
ত্রয়াণাং সমতা বৎস মহাদেবঃ সদাশিবঃ ॥ ২৫
স ঈশঃ সর্ব্বদেবানাং নানাভেদগতঃ পুনঃ।
ক্রিয়াখ্যাঙ্গানভেদেন শতধাথ সহস্রশঃ ॥ ২৬
ভেদো ন শক্যতে বক্তুং লোকেষু স্বল্পবুদ্ধিষু।
এবং বিদিত্বা ভিন্নেচ্ছা ইষ্টাপূর্ত্তগতং বিভুম্ ॥ ২৭
পূজনীয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামেশ্বরেশ্বরম্।
একানৈকবিভাগস্থং সর্ব্বশাস্ত্রে ক্রিয়াযুতম্ ॥ ২৮

যে মহাকালরূপী মহেশ্বর একমাত্র হইলেও আপনাকে বিভক্ত করিয়া সর্ব্ব-দেবস্বরূপ হইয়া মনুষ্যলোকের শুভ ফল প্রদান করেন। ১৯

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পূত ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ, আজ্য, যূপ, বেদ এবং ওঙ্কারাদির ফল দান করেন। ২০

তিনিই মঙ্গলারূপিণী অষ্টশত তনু ধারণ করিয়া পৃথক্ ভাবে লোক-সকলকে পবিত্র করেন। ২১

সেই দেবী সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী, দেবগণ তাঁহারই পূজা করিয়া থাকেন। ২২

তিনিই বৈষ্ণবী তনু ধারণ করিয়া লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ বর্ণাশ্রমাদি ক্রমাগত ধর্ম্ম রক্ষা করেন। ২৩

আমি তদীয় রজোগুণ-সম্পন্ন হইয়া সৃষ্টি করি, বিষ্ণু সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পালন করেন এবং তমোগুণ-সম্পন্ন হইয়া কাল সমস্ত নাশ করেন। এই তিন-গুণের সমতাবস্থা-সম্পন্নই সদাশিব মহেশ্বর। ২৪-২৫

তিনিই সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, ক্রিয়ার্থ অজ্ঞান-ভেদে তিনি শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। ২৬

স্বল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহার অনন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিতে পারে না। তিনি ইষ্ট ও পূর্ত্তগত, বিভু। ২৭

সর্ব্বকামেশ্বরেশ্বর, এক হইয়া অনেকবিভাগ-সম্পন্ন, কামরূপী, মহাদেব, কামদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে ক্রিয়াসম্পন্ন, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি

১। যথাকালক্রমাগতাম্ ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

কামরূপী মহাদেবং কামদং ভবতে নৃণাম্।
সুরাসুরমনুষ্যাণাং যক্ষরক্ষোরগাদিষু।
ফলং প্রযচ্ছতি চেষ্টং সত্ত্ববুদ্ধিঃ প্রভাবজম্ ॥ ২৯
কর্ম্মযজ্ঞস্তপোযজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ধ্যানশান্তিদম্।
প্রযচ্ছতি ফলং যস্মাৎ পঞ্চধা পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০
তস্মাৎ তস্য সদা চর্য্যা কর্ত্তব্যা হিতমিচ্ছতা।
হিতস্তু চেষ্টসংসিদ্ধি-র্নিরবদ্যং সুখং যতঃ ॥ ৩১
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ধ্যানযোগঃ সদাভ্যসেৎ।
তচ্চ ভক্তিক্রমাৎ প্রাপ্য ক্রমযোগান্ন চান্যথা ॥ ৩২
কর্ম্ম পূজা জপো হোমং দেবার্চ্চাস্থাপনাদিকম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে পূজাপ্রশংসা নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

দান করেন। সত্ত্বভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূজা করিলে, তিনি সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, সর্প প্রভৃতি সকলকেই ইষ্টফল প্রদান করেন। ২৮-২৯

সেই পরমেশ্বর কর্ম্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ধ্যান এবং শান্তি-কর্ম্মের পঞ্চবিধ ফল প্রদান করেন। ৩০

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবে। তাহা হইলে ইষ্টসিদ্ধি এবং বিমল সুখ অনুভব করিবে। ৩১

সর্ব্বদ্বন্দ্ব বিমুক্ত হইয়া ধ্যানযোগ অভ্যাস করিবে, ভক্তি হইতে উহা লাভ হয় এবং ভক্তিও পূজা, জপ, হোমাদি, দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মযোগ দ্বারা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা করিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। ৩২-৩৩

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ—

কথং স রাজা ভাগ্যস্তু সর্ব্বলোকাধিপো বিভুঃ।
কথঞ্চ দিব্যতাং যায়াদ্বিষ্ণুসাযুজ্যতাং বিভো ॥ ১
সর্ব্বদেবেশ্বরস্তস্য কথং তুষ্টমুমাপতিঃ।
এতৎ কৌতুহলং দেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

কল্পে সুরোত্তমে পূর্ব্বং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে।
দিব্যেন তপসা যুক্তং ভাগ্যক্ষে তোষিতং শিবম্ ॥ ৩
তেন বরপ্রসাদেন সর্ব্বলোকেশ্বরো দ্বিজাঃ।
ভাগ্যো হ্যাসীন্মহাবাহো সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ ॥ ৪
মেধাদিগুণসংযুক্তঃ কামক্রোধাদিবৰ্জ্জিতঃ।
সাংবৎসরস্তথামাত্যঃ পুরোধাভিষজান্বিতঃ ॥ ৫
সংবৎসরোঽথ তত্ত্বজ্ঞঃ অমাত্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
পুরোধা বেদপৌরাণ-দণ্ডজ্যাথর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ৬
দশযজ্ঞক্রিয়াদেবী হিতকৃত্যহিতোঽন্যথা।
ভিষজোঽষ্টাঙ্গবেদাঙ্গো লঘুহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭
অনুরক্তাস্তথা ভক্তা দ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বগুণান্বিতম্।
কোষং রত্নাদিসম্পন্নং সুভক্তমৌরসংযুতম্ ॥ ৮

বৃহস্পতি বলিলেন,—দেব! সেই ভাগ্য নরপতি, কিরূপে সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিরূপে দিব্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা সর্ব্বদেবেশ্বর উমাপতি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। ১-২

ব্রহ্মা বলিলেন,—পূর্ব্বে সুরোত্তম কল্পে সেই নরপতি কৈলাসপর্ব্বতে দিব্য তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তদীয় বরপ্রসাদে সর্ব্ব-লোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মহাবাহু ছিলেন, দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ৩-৪

তিনি কাম-ক্রোধাদি-বিহীন এবং মেধাদিগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাংবৎসরিক, পুরোহিত এবং ভিষক্‌গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ৫

তাঁহার সাংবৎসরিকগণ তত্ত্বজ্ঞ, অমাত্যগণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ এবং পুরোহিত বেদপারগ ছিলেন। পুরোহিত, সর্ব্বদা তাঁহার হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। ৬

তাঁহার পুরোহিত যে কেবল দশযজ্ঞাদি ক্রিয়াতেই নিপুণ ছিলেন, এমত নহে ; তিনি দণ্ডশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অথর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার বৈদ্যগণ, অষ্টাঙ্গ-বেদজ্ঞ ছিল এবং সকলেই লঘুহস্ত, জিতেন্দ্রিয়। ৭

তাহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। তাঁহার কোষ রত্নাদি-সম্পন্ন, পুত্রগণ

ভার্য্যা ইষ্টা হিতা নিত্যং পুরং হর্ম্ম্যসমাকুলম্ ।
অশ্বেভবাহনং পুষ্টং তস্য চাসীদ্দ্বিজোত্তম ॥ ৯
এবং সর্ব্বগুণোপেত-পুরোধানুমতে স্থিতঃ ।
সাংবৎসরোদিতে কালে বিজয়ায় সমারভৎ ॥ ১০
ততঃ কালেন মহতা শঙ্করস্য নৃপোত্তমঃ ।
তপশ্চরন্মহাতেজাঃ পুত্রাযুতসমাবৃতঃ ॥ ১১
প্রাপ্তে সংবৎসরে পুণ্যে যাগানি তু নিরাময়ে ।
ভাগ্যর্ক্ষদ্বাদশী নাম সর্ব্বভাগ্যপ্রদায়িকা ॥ ১২
তৎ কৃত্বা হরেরর্চ্চাং যষ্টা পক্ষে যথাবিধি ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না শ্রেষ্ঠর্ক্ষভবা মুনে ॥ ১৩
শঙ্করার্দ্ধহরিং পুংসঃ উমেশ স্থাপয়েদ্ বলাৎ ।
ভক্ত্যা সর্ব্বোপহারেণ দ্বাদশারে তু মণ্ডলে ।
আদ্যেন চক্ররাজেন পূজিতং মধুসূদনম্ ॥ ১৪
তুতোষ তস্য নৃপতে-স্তেন ভাগ্যত্বমাপ্নুয়াৎ ।
তুষ্টেন দেবদেবেন বরং দত্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ১৫
অনিরুদ্ধস্তু ত্বং বৎস মম তুল্যো ভবিষ্যসি ।
শঙ্খচক্রাসিপাণিস্ত্বং সর্ব্বকামাল্লঁভিষ্যসি ॥ ১৬
কৃত্বা দিব্যাযুতং রাজ্যং মম সাযুজ্যয়িষ্যসি ।
ভাগ্যৈশ্চৈকাদশকস্তু তেন চান্যাপি যা তিথিঃ ॥ ১৭
তস্মিন্ সংপূজিতা দেবাঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কাঃ ।
প্রভবাদিসমশ্রেষ্ঠ-যুগে চৈব মনোরমে ॥ ১৮

সুভক্ত, মহিষীগণ প্রিয়া এবং মঙ্গলরতা, রাজপুরী হর্ম্ম্যমালায় পরিবেষ্টিত এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতি বাহন সকল বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ছিল । ৮-৯

সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নরপতি পুরোহিতের মতানুসারী হইয়া, দৈবজ্ঞ কথিত শুভকালে বিজয় কার্য্যের আরম্ভ করিয়াছিলেন । ১০

তিনি পুত্রগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সংবৎসরমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন । ১১

অনন্তর সর্ব্ব-সৌভাগ্যদায়িনী ভাগ্যদ্বাদশী তিথিতে হরিপূজা করিয়া যথাবিধি একপক্ষকাল যাগাদি করিয়াছিলেন । ১২

হে মুনে ! তিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন উত্তম কাষ্ঠ দ্বারা হরিহর এবং উমা-মহেশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া বিবিধ উপহারে পূজা করিয়াছিলেন । দ্বাদশাহে তিনি মণ্ডলমধ্যে মধুসূদনের পূজা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । ১৪

তিনিই তাঁহাকে তাদৃশ সৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন । ভগবান্ মধুসূদন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন । ১৫

বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি দিব্য অযুত বৎসর রাজ্য করিয়া পরে শঙ্খচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিবে । এই ভাগ্যদ্বাদশী এবং একাদশী এবং এতদ্যুক্ত অন্য কোন তিথিতে দেবতাদিগের পূজা করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ হয় । ১৬-১৮

ভাগ্যাখ্যা দ্বাদশী তাত অষ্টম্যাং বা তদর্চ্চনম্ ।
যাগমণ্ডলপূজার্চ্চাং হরিমুদ্দিশ্য কারয়েৎ ॥ ১৯
আচার্য্যায় প্রদাতব্যং হেমগোভূতিলাদিকম্ ।
দক্ষিণা আত্মসারেণ পুনাতি নরকার্ণবাৎ ॥ ২০
যুগং ভাগ্যপ্রভাবেণ প্রযচ্ছতি ফলং হরিঃ ।
যথাকালে চ ক্ষেত্রে চ একাপি কণিকা মতা ॥ ২১
প্রয়াতি শতধা বৃদ্ধিং তথা চাদ্যে যুগে দ্বিজ ।
যথা ভাগ্যে তথা পৌষ্ণে বাসবেঽপি দ্বিজোত্তম ॥ ২২
তুল্যং পুণ্যং বিজানীয়াদ্ দ্বাদশ্যামষ্টমীষু চ ।
তুষ্যতে দেবদেবেশঃ শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরঃ ॥ ২৩
পুত্রায়ু রাজ্যসৌভাগ্যং প্রযচ্ছতি জনার্দ্দনঃ ।
যঃ পুনর্মাঘমাসেন করোতি হরিরর্চ্চনম্ ॥ ২৪
পদ্মে সুলক্ষণোপেতে বর্ণকৈরুপশোভিতে ।
তস্য তুষ্যতি দেবেশ-শ্চক্রপাণির্জনার্দ্দনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
ভাগ্য-দ্বাদশী নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যয়ঃ ॥ ৫৮

ভাগ্যদ্বাদশী এবং অষ্টমীতে হরির উদ্দেশে যাগ, মণ্ডল পূজাদি করিতে হয় । ১৯

আচার্য্যকে, গো, ভূমি, স্বর্ণ, তিলাদি দক্ষিণা দান করিতে হয় । তাহা হইলে, নরক হইতে পরিত্রাণ হয় । ২০

হরি যুগ ও ভাগ্যপ্রভাবে ক্রিয়াফল প্রদান করেন । যথাকালে ক্ষেত্রমধ্যে একটীমাত্র কণিকা রোপণ করিলে, উহা যেরূপ শতধা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ আদ্যযুগে, ভাগ্য এবং অষ্টমী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তুল্যফল অবগত হইবে । ২১-২২

দ্বাদশী এবং অষ্টমীতে পূজাদি করিলে, ভগবান্ চন্দ্রশেখর তুষ্ট হন । ২৩

ভগবান্ জনার্দ্দন পুত্র, আয়ু, রাজ্য, সৌভাগ্যাদি দান করেন । যে ব্যক্তি, মাঘ মাসে বিচিত্রবর্ণে সুলক্ষণ পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া হরিপূজা করে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাহার প্রতি প্রসন্ন হন । ২৪-২৫

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পূজনীয়া যথা শিবা।
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণু বৎস সমাসতঃ ॥ ১
চৈত্রাদৌ যা সমাখ্যাতা পূজা সর্ব্বার্থসাধনী।
তস্য ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি ইষ্টাপূর্ত্তপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ২
চৈত্রাং চিত্রক্ষণাং পূজাং কৃত্বা ত্বষ্টা ফলং লভেৎ।
তৃতীয়ায়াস্তু বৈশাখে রোহিণ্যৃক্ষে প্রপূজয়েৎ ॥ ৩
উদকুম্ভপ্রদানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
ইন্দ্রাগ্নিদৈবতে ঋক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ ॥ ৪
পূজাং কৃত্বা ভবেদ্ ব্রহ্মন্ বিগতাঘো নরোত্তমঃ।
অগ্নৌ পরিগ্রহঃ কার্য্যো দানং দেয়ং দ্বিজাতিষু ॥ ৫
ত্রয়াণামেকমাদায় অগ্নিং দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অগ্নিহোত্রী ভবেৎ পূতঃ শেষাবর্ণশ্রিতং[১] ফলম্ ॥ ৬
মূলর্ক্ষে পশুপাতেন জ্যেষ্ঠাং দেবীং প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি ভাবশুদ্ধেন কর্ম্মণা ॥ ৭
আষাঢ়ে মাসি যো দেবীমাষাঢ়র্ক্ষে প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দেবীলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
শ্রাবণে পূজয়েদ্ দেবীং প্রতিপদ্যাদিতঃ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মমূর্ত্তিগতাঋক্ষে পৌষ্ণে ভৌজঙ্গমেঽপি বা ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! সর্ব্বকামনা-সিদ্ধির জন্য যেরূপে দেবীর পূজা করিতে হয়, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

চৈত্রাদি মাসে যে সর্ব্বার্থসাধনী পূজা কথিত আছে, অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রকার বলিতেছি। ২

চৈত্র মাসে চিত্রানক্ষত্রে পূজা এবং যাগ করিলে ইষ্ট ফল লাভ হয়। রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৈশাখ মাসের তৃতীয়ায় দেবীর পূজা করিবে। ৩

ঐ দিবস জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিলে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। পৌর্ণমাসী তিথিতে বিশাখানক্ষত্রযুক্ত হইলে ঐ দিবস দেবীর পূজা করিলে, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। অগ্নিত্রয়ের মধ্যে যে কোন অগ্নিতে অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি হোম ও পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দান করিবে। ৪-৬

জ্যৈষ্ঠ মাসে মূলা নক্ষত্রে ভক্তিভাবে বলিদানাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয় এবং দেবীলোকে গমন করে। ৭

আষাঢ় মাসে আষাঢ়া নক্ষত্রে (পূর্ব্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া) যে ব্যক্তি দেবীর পূজা করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং অন্তে দেবীলোক-প্রাপ্তি হয়। ৮

শ্রাবণ মাসে প্রতিপদাদি তিথিতে রোহিণী, রেবতী কিংবা অশ্লেষানক্ষত্র-

---

১। শেষে রুদ্রান্বিতম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অথবা সুবিধানেন পবিত্রারোহণং ভবেৎ।
ব্রহ্মাগ্ন্যুমাগণেশস্য নাগস্কন্দতনুস্থিতা ॥ ১০
রবিমাতররূপা তু মঙ্গলায়নরূপগা।
বৃষবিষ্ণুসমাকারা কামরুদ্রসমাকৃতী ॥ ১১
শক্ররূপা প্রযষ্টব্যা দেব্যা গন্ধস্রগাদিভিঃ।
প্রথমে চাশ্রমে পূজা গৃহকর্ম্ম ব্রতাদি চ ॥ ১২
কৃত্বা কামানবাপ্নোতি বিগতাঘো মুনীশ্বরঃ।
প্রৌষ্ঠে পৌর্ণাসু কর্ত্তব্যা পূজা জাগরণং নিশি ॥ ১৩
মহোৎসববিধানেন সৌত্রামণিফলং লভেৎ।
অষ্টম্যাং রোহিণীঋক্ষে সোপবাসস্ত পূজয়েৎ ॥ ১৪
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদম্।
তত্রৈব কারয়েদ্দেবীং পিতৃরূপাং মহোদয়াম্ ॥ ১৫
কন্যাস্থে চ রবৌ বৎস পূজনীয়া যথাবিধি।
ভৌজঙ্গীং তিথিমাশ্রিত্য যাবচ্চন্দ্রার্কসঙ্গমম্ ॥ ১৬
তত্রাপি মহতী পূজা কর্ত্তব্যা পিতৃদৈবতে।
ঋক্ষে পিণ্ডপ্রদানন্ত জ্যেষ্ঠপুত্রী বিবর্জ্জয়েৎ।
আহবেষু বিপন্নানাং জলাগ্নিভৃগুপাতিষু ॥ ১৭
চতুর্দ্দশ্যাং ভবেৎ পূজা অমাবস্যান্ত কামিকী ॥ ১৮
কন্যাস্থে তু রবাবিষে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯
সোপবাসনিশার্দ্ধে তু মহাবিভববিস্তরৈঃ।
পূজাং সমারভেদ্ দেব্যা ব্রহ্মর্ক্ষে বরুণেঽপি বা ॥ ২০

যুক্ত হইলে দেবীর পূজা করিবে, অথবা তাঁহারই রূপান্তর ব্রহ্মা, অগ্নি, উমা, গণেশ, নাগ, স্কন্দ, সূর্য্য, মাতৃগণ, মঙ্গলা, যম, শিব, বিষ্ণু, কাম, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতির গন্ধ ম্যাল্যাদি বিবিধ উপহারে পূজা করিবে। ৯-১১

গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পূজা গৃহকর্ম্ম এবং ব্রতাদি করিলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ১২

ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতিথিতে পূজাদি সমাপন করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিয়া মহোৎসবাদি করিবে, তাহা হইলে সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। রোহিণীযুক্ত অষ্টমী তিথিতে উপবাসী হইয়া পূজাদি করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১৩-১৪

ঐ সময়ে পিতৃরূপা দেবীর পূজা করিবে। আশ্বিন মাসে পঞ্চমী অবধি আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যথাবিধি দেবীর পূজা করিবে এবং তৎকালে পিতৃলোকেরও পূজা করা উচিত। যাহারা যুদ্ধে কিংবা জল, অগ্নি এবং উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের পিণ্ডদান নিষিদ্ধ। ১৫-১৭

চতুর্দ্দশীর দিনও দেবীর পূজা করিবে। কিন্তু অমাবস্যার দিন কালিকার পূজা করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্ল অষ্টমীতে উপবাসী হইয়া মহা সমারোহে অর্দ্ধরাত্রে পূজা করিবে। পূর্ব্বাষাঢ়া কিংবা অভিজিৎ নক্ষত্রে পূজা আরম্ভ করিবে। ১৮-২০

পশুঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যো গরলাজবধস্তথা।
বলিক্ষেপস্তু রক্ষাণাং কার্য্যঃ সর্ব্বারিশান্তয়ে॥ ২১
রথযাত্রা প্রকর্ত্তব্যা যা পুরা সংপ্রকীর্ত্তিতা।
মহোৎসবং মহাপুণ্যং তস্মিন্ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥ ২২
তুলাস্থে দীপদানেন পূজা কার্য্যা মহাত্মনা।
দীপবৃক্ষাঃ প্রকর্ত্তব্যা দীপচক্রাস্তথাপরা॥ ২৩
দীপযাত্রা প্রকর্ত্তব্যা চতুর্দ্দশ্যাং কুহূষু চ।
সিনীবালীস্তথা বৎস তদা কার্য্যং মহাফলম্॥ ২৪
সর্ব্বশেষে প্রকর্ত্তব্যা বলিপূজাহোমোৎসবম্।
দেবতানাং সমুত্থানং কার্যং পৌষ্ণাসু[১] বুদ্ধিমান্॥ ২৫
নৈরাজনং প্রকর্ত্তব্যং নৃনাগতুরগাদিষু।
কার্ত্তিক্যাং কারয়েৎ পূজাং যাগং দেবীপ্রিয়ং সদা॥ ২৬
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তত্র পূজা মহাফলা।
গাবোৎসর্গং প্রকর্ত্তব্যং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ২৭
সর্ব্বযজ্ঞফলং ব্রহ্মন্ প্রাপ্নুয়াদবিচারয়ন্।
অস্ত্রাণাং পূজনং তত্র কর্ত্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥ ২৮
মার্গে পূজা প্রকর্ত্তব্যা অহির্ব্রধ্নর্ক্ষগা শুভা।
সোমার্কে কারয়েৎ পূজাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥ ২৯
পুষ্যে পুষ্যাভিষেকস্তু কর্ত্তব্যং পূজয়েজ্জয়াম্।
চতুর্থ্যাং শুক্লমাঘস্য মহাপূজা বিধীয়তে॥ ৩০
মাঘ্যাং পূজা প্রকর্ত্তব্যা দেবীং বৈ মঙ্গলাং যজেৎ।
ফাল্গুনে পূজয়েদ্ দেবীং চণ্ডিকেতি চ যা মতা॥ ৩১

সর্ব্বশান্তির জন্য ছাগাদি বলি প্রদান করিবে এবং রক্ষোগণকেও বলি উপহার প্রদান করিবে। ২১

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দেবীর রথযাত্রা মহোৎসব করিবে এবং সেই মহোৎসবে দেবীর পূজা করিবে। ২২

কার্ত্তিক মাসে দীপমালা দান করিয়া পূজা করিবে। ঐ মাসে চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যার দিন দীপমালা, দীপচক্র এবং দীপবৃক্ষাদি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ দিবস বলি, পূজা, হোম এবং উৎসবাদি করিবে এবং দেবতাগণের অভ্যুত্থান ও মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির নীরাজন করিবে। কার্ত্তিক মাসে দেবীর পূজা এবং যাগ করিতে হয়। এই যাগ দেবীর অত্যন্ত প্রিয়। ২৩-২৬

ইহাতে মহাফলদায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজা করিতে হয়; গবোৎসর্গ কিংবা নীলবৃষোৎসর্গ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ঐ দিবস অস্ত্রপূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে উত্তরভাদ্রপদ ও মৃগশিরা নক্ষত্রে দেবীর পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ২৭-২৯

পৌষ মাসে পুষ্যাভিষেক করিয়া জয়া দেবীর পূজা করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্ল চতুর্থী তিথিতে মহাপূজা করিতে হয়। ঐ সময় দেবী মঙ্গলার পূজা করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে দেবী চণ্ডিকার পূজা করিতে হয়। ৩০-৩১

১। পৌর্ণাসু ইতি পাঠান্তরম্।

মাতৃণান্তু বিশেষেণ তত্র পূজা বিধীয়তে।
এবং সর্ব্বগতা দেবী সর্ব্বদেব-তনুস্থিতা।
পূজিতা বিধিনা বৎস সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

মাতৃগণেরও বিশেষ পূজা করা উচিত। হে বৎস! দেবী সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী, দেবগণ তাঁহারই শরীরভেদ মাত্র, তাঁহার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিতে পারিলে, সকল বাসনাই পূর্ণ হয়। ৩২

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

অশ্বমেধসমং পুণ্যং বৃষোৎসর্গাদবাপ্যতে।
রেবত্যাঞ্চাশ্বিনে মাসি কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকস্য বা ॥ ১
গোবিবাহোঽথবা কার্য্যো মাঘ্যাং বৈ ফাল্গুনেঽপি বা।
শিবায়া মঙ্গলং চৈত্র-তৃতীয়ায়াং মহাফলম্ ॥ ২
অশ্বত্থডুম্বরীযাগং বিবাহে বিধিনা ভবেৎ।
সতোরণং ভবেৎ তীর্থে উৎসর্গং গোকুলেঽপি বা ॥ ৩
চতস্রো বৎসিকা ভদ্রা দ্বৌ বা সম্ভবতোঽপি বা।
বৎসং সর্ব্বাঙ্গনং পূর্ণং কন্যসা লোহিতো[১] ভবে ॥ ৪
অলঙ্কৃত্য যথাশোভা উৎসর্গং কারয়েন্মুনে।
বিবাহমেকবৎসৈকং নীলেন ভবতে সদা ॥ ৫
বৃষেণ অশ্বমেধস্য যাগস্য ফলদায়কম্।
জায়েরন্ বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেদ্বা অশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৬
লোহিতো যস্তু বর্ণেন শঙ্খবর্ণমুখো বৃষঃ ॥ ৭
লাঙ্গুলশিরসশ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ।
অঙ্কিতা সৃজ্যতে পূর্ব্বং গাঙ্গালঙ্কৃত্য সর্ব্বতঃ ॥ ৮
তপ্তেন বামতশ্চক্রং যাম্যে শূলং সমালিখেৎ।
ধাতুনা হেমভাবেন আয়সেনাথ বাঙ্কয়েৎ ॥ ৯
এবং কৃত্বা অবাপ্নোতি ফলং বাজিমখোদিতম্।
যমুদ্দিশ্য সৃজেদ্বৎসং স লভেতাবিচারণাৎ ॥ ১০

মনু বলিলেন,—আশ্বিন মাসের রেবতী নক্ষত্রে এবং কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকা নক্ষত্রে বৃষোৎসর্গ করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। ১

মাঘ মাসে অথবা ফাল্গুন মাসে গোবিবাহ এবং চৈত্র মাসের তৃতীয়ায় দেবীর মঙ্গল পূজা ও অশ্বত্থডুম্বরী যাগ করিতে হয়। গোবিবাহকার্য্য তীর্থস্থানে অথবা গোষ্ঠমধ্যে বিবাহোক্ত বিধিপূর্ব্বক সমাধা করিতে হয়। ২-৩

চারিটী, দুইটী অভাবে একটী হৃষ্টপুষ্টা বৎসতরীকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া উৎসর্গ করিবে। একটী নীলবৃষের সহিত বিবাহ দিবে। ইহাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। এইজন্যই লোকে বহুপুত্র কামনা করে যে, যদি একজনও কখন গয়াধামে গমন করে, অথবা অশ্বমেধ যাগ করিতে পারে, অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে। ৪-৬

যাহার লোহিত বর্ণ এবং মুখ লাঙ্গুল ও মস্তকের বর্ণ শঙ্খের ন্যায়, উহাই নীলবৃষ নামে কথিত আছে। বৎসতরী ও বৃষ, এ উভয়কেই যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়া উৎসর্গ করিবে। স্বর্ণ অথবা লৌহ-নির্ম্মিত ত্রিশূল এবং চক্র এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে। যাঁহার উদ্দেশ্যে এইরূপ বৃষ উৎসর্গ করা যায়, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ৭-১০

---

[১] বৎসিকা ইতি বা পাঠঃ।

যথা শিবো অজা অর্চ্চ-পূজিতা সর্ব্বকামদা।
এবং দেবত্রয়ং জপ্ত্বা অনন্তং লভতে ফলম্ ॥ ১১
মঙ্গলাবিহিতং যচ্চ গোদানজং ফলং তথা।
সহস্রক্রতবস্তেন বৃষোৎসর্গাদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
গন্ধাষ্টমে ভবেন্মার্গে গন্ধর্ব্বফলদায়িকা।
ক্ষীরাষ্টমী মহাপুণ্যা চন্দ্রলোকফলপ্রদা ॥ ১৩
দধ্না বিষ্ণুপদং যাতি হবিষা রবিমণ্ডলম্।
মধুনা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শিবং শালিকৃতান্নজৈঃ ॥ ১৪
ব্রাহ্মং নীবারপূজাভির্মঙ্গলা সংপ্রযচ্ছতি।
ইহৈব সর্ব্বকামাণি প্রদদ্যাৎ সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৫
যথেপ্সিতানি লোকানাং শিবা পূর্ত্তেন পূজিতা।
প্রযচ্ছতি সুরলোকে চেষ্টান্যপি সমন্ততঃ ॥ ১৬
প্রপারামতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পূর্ত্তান্বিতেষ্বপি চেষ্টং হেমদানং মহামুনে ॥ ১৭
উপকল্পিতেষু যাগেষু যদি বিঘ্নোপজায়তে।
তদা দুর্গাদিষু কার্য্যং তিথিষু সর্ব্বকামদম্ ॥ ১৮

বৈশাখশুক্লস্য তু যা তৃতীয়া
অসৌ ভবেৎ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্য মাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১৯
উপরাগে চন্দ্রমাসে রবেশ্চ
তিস্রোঽষ্টকায়াময়নদ্বয়ে চ।
পানীয়মপ্যবতিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ ॥ ২০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজা করিলে, যে সর্ব্বকামনাফল লাভ হয় এবং তাঁহাদের মন্ত্রজপাদি করিলে যে অনন্ত ফল হয়, গোদানজন্য যে ফল হয় এবং সহস্র যজ্ঞ কার্য্যের যে ফল হয়, তৎসমুদায় এই বৃষোৎসর্গ হইতে লাভ হইতে পারে। ১১-১২

অগ্রহায়ণ মাসে গন্ধাষ্টমীতে পূজাদি করিলে, গন্ধর্ব্বলোকপ্রাপ্তি হয় এবং ক্ষীরাষ্টমীতে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। ১৩

ঐদিন দধি দ্বারা পূজা করিলে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি হয়; ঘৃত দ্বারা পূজা করিলে, সূর্য্যলোক-প্রাপ্তি হয়, মধু দ্বারা পূজা করিলে, সর্ব্বদেবতাস্বরূপ হয়, শাল্যন্ন দ্বারা পূজা করিলে শিবলোক-প্রাপ্তি হয় এবং নীবারান্ন দ্বারা পূজা করিলে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। দেবী সর্ব্বমঙ্গলা এইরূপ পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন এবং অন্তে সুরলোকেও ইষ্টফল দান করেন। ১৪-১৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কূপ, আরাম, তড়াগ, দেবতায়তনাদি পূর্ত্তকার্য্যেও হোম-দানাদি করিতে হয়। ১৭

উপকল্পিত যাগাদি কার্য্যে বিঘ্ন-আশঙ্কা হইতে পারে, এইজন্য উহা দুর্গম স্থানে করা কর্ত্তব্য। ১৮

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি।
এতেষু কালেষু চ দানহোম-
মুৎসর্গখাতায়তনেষু দত্তম্।
অনন্তকল্পং সুরসিদ্ধগীতং
বেদেষু চেষ্টং মুনয়ো বদন্তি ॥ ২১
অথ চেজ্জীর্ণসংস্কার-বিধিঃ পুণ্যো মহাত্মনে।
দেবতাদিষু কর্ত্তব্যো মহাভোগফলেপ্সুভিঃ ॥ ২২
মূলাদষ্টগুণং পুণ্যং জীর্ণসংস্কারকে ভবেৎ ॥ ২৩
তস্মাদনাথজীর্ণেষু কার্য্যং সংস্করণং মুনে।
স্বকীয়ং পরকীয়ং বা যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৪
স্বতো বা পরতো বাদ্য যস্তু সংস্করতে সুরান্।
স যাবচ্চন্দ্রসূর্য্যো গো-স্তাবৎকালং সুখী ভবেৎ ॥ ২৫
লোকেষু তেষু দেবানাং বিরতস্তেষু হৃষ্টধীঃ।
যথা গোমেধযজ্ঞেষু পশুরোমসমাঃ সমাঃ ॥ ২৬
বসতে দিবি হৃষ্টাত্মা জীর্ণসংস্কারকারকঃ।
অনাথা বা সনাথা বা পূজনীয়াঃ সদা সুরাঃ ॥ ২৭
বিশেষেণ তু যে পূর্ব্বাস্তে তে সততং মুনে।
পৃথুনা চেষ্টমানাদৌ মৈনাকে উমাশঙ্করম্ ॥ ২৮
যযাতিনা চ গোমন্তে শঙ্করং হরিণা সহ।
কৈলাসে হ কুমারীণাং রঘুণা পূজিতং পুরা ॥ ২৯

বৈশাখ মাসের শুক্লতৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্লতৃতীয়া, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের পূর্ণিমা, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ, অষ্টকা, অয়ন-দ্বয়, এই সকল দিনে পিতৃলোক সকলকে তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি দান করিতে হয়। ১৯-২০

ঐ সকল দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে, সহস্রবৎসর-কৃত শ্রাদ্ধের ফল হয়, পিতৃলোক এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। ঐ সকল কালে দান, হোম, উৎসর্গ, খাত, দেবালয়াদি দান করিলে; উহার ফল অনন্ত হয়, ইহা সুরাসুর সিদ্ধগণ প্রভৃতি সকলেই বলেন এবং বেদেও ঐরূপ কথিত আছে। ২১

যাঁহারা অক্ষয় পুণ্যফল কামনা করেন, তাঁহারা জীর্ণ দেবালয়াদির সংস্কার করিয়া উহা লাভ করুন। ২২

হে মুনে! জীর্ণসংস্কারের ফল নূতন প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক; অতএব অস্বামিক জীর্ণদেবালয়াদির সংস্কার করা উচিত। স্বকীয়ই হউক আর পরকীয়ই হউক; বিভাবানুসারে স্বতঃ কিম্বা পরপ্রেরিত হইয়াও যে ব্যক্তি জীর্ণ-দেবালয়াদির সংস্কার করে চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সেই সেই দেবলোকে সুখ ভোগ করেন। ২৩-২৫

গোমেধ যজ্ঞ করিলে, যেরূপ পশুলোম-সংখ্যক কাল স্বর্গভোগ করে, তদ্রূপ জীর্ণসংস্কারক ব্যক্তিও স্বর্গভোগ করে। অনাথই হউক আর সনাথই হউক, দেবগণ সর্ব্বদা পূজনীয়। ২৬-২৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মগণ সর্ব্বদা এই কার্য্যে রত থাকিতেন।

দিলীপেন তথা সভ্যে ত্রিমূর্ত্তিং কামিকেঽচলে।
দক্ষিণা পিহিতং প্রাপ্তং দেবীষ্ট্বা ঈহিতং ফলম্ ॥ ৩০
অন্যেঽপি ঋষয়ঃ সিদ্ধিং গতাঃ পূর্ত্তেন কর্ম্মণা ॥ ৩১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে পূজাবিধির্নাম
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

পৃথুরাজ মৈনাকপর্ব্বতে পূর্ব্বে উমা ও শঙ্করের পূজা করিয়াছিলেন, যযাতি গোমন্তপর্ব্বতে হরিহর পূজা করিয়াছিলেন, রঘু কৈলাসপর্ব্বতে অর্দ্ধনারীশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন এবং দিলীপ কামিকাচলে ত্রিমূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই আপন আপন অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে ঋষিগণও পূর্ত্তকার্য্য করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ২৮-৩১

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মম বৎস যথাবিধি।
গন্ধধূপার্চ্চনাদানৈ র্মালাভির্দমনোদ্ভবৈঃ ॥ ১
সহোমং পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২
উমাং শিবং হুতাশঞ্চ দ্বিতীয়ায়াস্তু পূজয়েৎ।
হবিষ্যমন্ননৈবেদ্যং দেয়ং গন্ধার্চ্চনং পুরা ॥ ৩
ফলমাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র উমায়াং যৎ প্রভাষিতম্।
তৃতীয়ায়াং যজেদ্দেবীং শঙ্করেণ সমন্বিতম্ ॥ ৪
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-মণিবস্ত্রসুরার্চ্চিতম্।
সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ দমনেন সুমালিতা ॥ ৫
আন্দোলে দোলয়েদ্ বৎস শিবোমা তুষ্যতে সদা।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং প্রাতর্দেয়া তু দক্ষিণা ॥ ৬
হেমবস্ত্রান্নপাত্রাণি তাম্বূলানি স্রজানি চ।
সৌভাগ্যায় সদা স্ত্রীভিঃ কার্য্যং পুত্রসুখার্থিভিঃ ॥ ৭
গণেশে কারয়েৎ পূজাং লড্ডুকাদিভির্ভাবিতঃ।
চতুর্থ্যাং বিঘ্ননাশায় সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৮
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগা-নন্তাদ্যান্ মহোরগান্।
ক্ষীরসর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্ব্ববিষাপহম্ ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চৈত্রমাস অবধি আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত বিধি-পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। ১

হোমের সহিত পূজা করিলে, সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয় এবং সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফল হয়। ২

দ্বিতীয়া তিথিতে উমা, শিব এবং হুতাশন, ইহাঁদের পূজা করিয়া হবিষ্যান্ন নৈবেদ্য দান করিবে। তাহা হইলে যথোক্ত ফল লাভ হয়। তৃতীয়া তিথিতে কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মণি বস্ত্রাদি দ্বারা দেবী ও শঙ্করের পূজা করিবে, সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্যাদি দান করিবে। ৩-৫

দোলারূঢ় করিয়া দেবী ও শঙ্করকে দোলাইবে, তাহা হইলে উভয়েই সন্তুষ্ট হইবেন। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া প্রভাতে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, বস্ত্র, তাম্বূল, মাল্য জলপাত্রাদি দক্ষিণা দান করিবে। যে সকল স্ত্রী সৌভাগ্য ও পুত্রাদি কামনা করে তাহারাও এইরূপ পূজা করিবে। ৬-৭

চতুর্থী তিথিতে বিঘ্ননাশ এবং সর্ব্বসমৃদ্ধির জন্য লড্ডুকাদি দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। ৮

পঞ্চমী তিথিতে সর্ব্ববিষ-বিনাশের জন্য ক্ষীর-ঘৃতাদি নৈবেদ্য প্রদান করিয়া অনন্তাদি মহোরগগণের পূজা করিবে। ৯

ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্ত্তব্যা পূজা সর্ব্বোপহারিণী।
ইহৈব সুখসৌভাগ্যমন্তে স্কন্দপুরং ব্রজেৎ ॥ ১০
ভাস্করস্য তু সপ্তম্যাং পূজাং দমনকাদিভিঃ।
কৃত্বা প্রাপ্নোতি ভোগাদীন্ বিগতারির্মহাতপাঃ ॥ ১১
মাতরাণাঞ্চ চাষ্টম্যাং পূজাং সর্ব্বার্থগন্ধিকীম্।
কৃতবাপ্ল ভতে বৎস সিদ্ধিমিষ্টাং দমনকৈঃ ॥ ১২
নবম্যাং পূজয়েদ্দেবীং মহামহিষমর্দ্দিনীম্।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরৈ-র্ধূপান্নধ্বজদর্পণৈঃ ॥ ১৩
দমনৈর্ম্মরুপত্রৈশ্চ বিজয়াখ্যপ্রদং লভেৎ।
ধর্ম্মরাজ্যে দশম্যান্তু পূজা কার্য্যানুগন্ধকীম্ ॥ ১৪
বিগতারির্নিরাতঙ্ক ইহ চান্তে পরং পদম্।
একাদশ্যাং বৃষে পূজা কার্য্যা সর্ব্বোপহারকা ॥ ১৫
ধনবান্ পুত্রবান্ কান্তা[১] বৃষলোকে মহীয়তে।
দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্বিষ্ণুং কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ ॥ ১৬
হবিষ্যান্নং মহাবাহো কর্ত্তা বিষ্ণুপদং লভেৎ।
কামদেবস্ত্রয়োদশ্যাং পূজনীয়ো যথাবিধি ॥ ১৭
রতিপ্রীতিসমায়ুক্তো অশোকমণিভূষিতঃ।
কুম্ভে বা শীতবস্ত্রে বা লেখাপত্রফলাদিভিঃ ॥ ১৮
খণ্ডশর্করনৈবেদ্যৈঃ সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ।
চতুর্দ্দশ্যান্তু দেবানাং[২] শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরম্ ॥ ১৯

ষষ্ঠীতে সর্ব্ববিধ উপহার দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ইহকালে সুখ-সৌভ্যাগাদি এবং অন্তে স্কন্দলোক-প্রাপ্তি হয়। ১০

সপ্তমীতে নানাবিধ উপহারে ভাস্করের পূজা করিলে ভোগাদি লাভ এবং শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। ১১

অষ্টমীতে সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা মাতৃগণের পূজা করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয়। ১২

নবমীতে কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, ধূপ, ধ্বজ, দর্পণ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দ্বারা দেবী মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিলে বিজয়পদপ্রাপ্তি হয়।১৩

দশমীতে গন্ধ-পুষ্পাদি উপহারে ধর্ম্মরাজের পূজা করিবে। ১৪

সেই ব্যক্তি ইহলোকে শত্রু-শূন্য এবং নির্ভয় হইয়া পরলোকে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। একাদশী তিথিতে সর্ব্ববিধ উপহার দ্বারা ধর্ম্মপূজা কর্তব্য। ১৫

তাহাতে ইহকালে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া পরকালে বৃষলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহাবাহো! দ্বাদশী তিথিতে কর্পূর, অগুরু এবং চন্দন দ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিবে। ১৬

হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে; তাহাতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইবে। ত্রয়োদশী তিথিতে, রতিপ্রীতিসঙ্গী অশোকপুষ্প-মণিমণ্ডিত কামদেবকে ঘটে অথবা শুক্ল-বস্ত্রলিখিত 'চিত্রপটে' পত্র, ফল, খণ্ড, শর্করা, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে অতুল সৌভাগ্য-প্রাপ্তি হয়। দেবগণের মধ্যে চতুর্দ্দশী তিথিতে এক চন্দ্র-

---

১। 'কান্তো' বা 'অন্তে' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ।
২। 'দেবেশম্' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ।

ক্ষীরাদিস্নপনৈঃ স্নাপ্যং ধূপপুষ্পসুগন্ধিভিঃ।
পূজনীয়ং যথান্যায়ং দমনৈর্হোমসংযুতৈঃ ॥ ২০
বস্ত্রান্নমণিপূজা চ কর্ত্তব্যা মহতী শিবে।
বিতানধ্বজছত্রঞ্চ দেয়ং কার্য্যস্তু জাগরম্ ॥ ২১
মহাপুণ্যমবাপ্নোতি অশ্বমেধং শতাধিকম্।
পৌর্ণমাস্যাং তথা কার্য্যা সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২২
ইন্দ্রায় শচীযুক্তায় কামিকং লভতে ফলম্।
এবং পঞ্চদশাহে তু যস্তু পূজাং প্রকুর্ব্বতে ॥ ২৩
সর্ব্বযজ্ঞতপোদান-ফলানীমহবাপ্নুয়াৎ[১]।
বিচিত্রদেবভোগেষু ক্রীড়তে দিবি স্বেচ্ছয়া ॥ ২৪
পুণ্যক্ষয়াদিহায়াতঃ পৃথিব্যাং ভবতে নৃপঃ।
বিগতারির্ন সন্দেহ ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মহাভ্যুদয়পূজানামৈক-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

শেখরকেই ধূপ-পুষ্প-সুগন্ধি দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া হেমসংযুত দমনমাল্যাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। ১৭-২০

বস্ত্র, অন্ন এবং মণি দ্বারা শিবের মহতী পূজা কর্ত্তব্য। চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, এবং ছত্র শিবপ্রীতি উদ্দেশে দিবে, জাগরণ করিবে। ২১

এইরূপ কর্ম্ম করিলে শতাধিক অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি হয়। আর সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য পূর্ণিমাতে শচীযুক্ত ইন্দ্রের পূজা করিবে, তাহাতে অভিলষিত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ পঞ্চদশ তিথিতে যে ব্যক্তি পূজা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানফল প্রাপ্ত হয়। এই জীবনান্তে স্বর্গধামে বিচিত্র দেব-ভোগ লাভ করত যথেচ্ছ ক্রীড়া সে ব্যক্তি করিয়া থাকে। ২২-২৪

যথাকালে পুণ্যক্ষয় হইলে, পৃথিবীতে আসিয়া নিঃসপত্ন রাজা হয়, সন্দেহ নাই ; ভগবান্ শিব এই কথা বলিয়াছেন। ২৫

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১

১। ফলানীত্থমবাপ্নুয়াদিতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

বৈশাখে তু প্রকর্ত্তব্যা পূজা পাটলজৈঃ স্রজৈঃ[1] ।
সর্ব্বকামমবাপ্নোতি জ্যৈষ্ঠে পদ্মার্জ্জুনৈস্তথা ॥ ১
আষাঢ়ে বিল্বকহ্লারৈর্বিহিতং লভতে ফলম্ ।
নোমালীকুসুমৈঃ পূজা নভে কার্য্যা মহাফলা ।
কদম্বচম্পকৈরীষে সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২
পূজা পঙ্কজমালত্যা সর্ব্বাভ্যুদয়দায়িকা ।
শতপত্রিকয়া পূজা কার্ত্তিকে সর্ব্বকামিকা ॥ ৩
মার্গে নীলোৎপলা পূজা পুষ্যে কুব্জকজাস্তথা ।
মাঘে কুন্দকৃতা পূজা সর্ব্বকামপ্রদায়িকা ॥ ৪
ফাল্গুনে মরুপত্রোত্থা মাধবী শুভদায়িকা ।
এবং সংবৎসরং চৈত্র্যাং যঃ কুর্য্যাদ্ গ্রহসত্তম ॥ ৫
গন্ধপুষ্পান্নবস্ত্রৈশ্চ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ।
হেমগোভূমিবস্ত্রান্ন-বিদ্যাদানফলং লভেৎ ॥ ৬
বাজপেয়মহামেধ-রাজসূয়শতাধিকম্ ।
অশ্বমেধং পশুমেধং গোমেধং ক্রমশঃ ফলম্ ॥ ৭
লভতে দক্ষিণাহোমং ব্রতান্তে বিধিনা দদৎ ।
পূরণং ফুলপুষ্পৈশ্চ বস্ত্রপট্টস্রজান্নজম্ ॥ ৮
ঘৃতক্ষীরদধিভক্তৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা ।
এবং ভাবানুরূপেণ যস্তু পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৈশাখ মাসে, পাটল, পুষ্পমাল্য দ্বারা এবং জ্যৈষ্ঠমাসে পদ্ম ও অর্জ্জুন পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১

আষাঢ় মাসে বিল্ব ও কহ্লার পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে বিহিত ফলপ্রাপ্তি হয়। শ্রাবণ মাসে নবমালিকা পুষ্প দ্বারা এবং ভাদ্র মাসে কদম্ব ও চম্পক পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে মহাফল লাভ হয়। ২

আশ্বিন মাসে পদ্ম এবং মালতী পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে, সর্ব্ব অভীষ্টফল প্রাপ্তি হয়। কার্ত্তিক মাসে শতদল দ্বারা পূজা সর্ব্ব অভ্যুদয়ের হেতু। ৩

অগ্রহায়ণ মাসে নীলোৎপল দ্বারা এবং পৌষ মাসে কুব্জ পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে, সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। মাঘ মাসে কুন্দপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। ৪

ফাল্গুন মাসে মরুপত্রকৃত পূজা এবং চৈত্র মাসে মাধবীকুসুমকৃত পূজা মঙ্গল-জনক। যে সংবৎসর এইরূপ পূজা করিয়া চৈত্র-পূর্ণিমাতে গন্ধ, পুষ্প, অন্ন এবং বস্ত্র দ্বারা পূজা করে এবং ব্রতশেষে যথাবিধি হোমদক্ষিণা প্রদান করে, হে মুনিসত্তম। তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সুবর্ণদান, গোদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, অন্নদান এবং বিদ্যাদানের ফলপ্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে। ৫-৬

শত বাজপেয়, নরমেধ এবং রাজসূয়-যজ্ঞফল অপেক্ষা অধিক ফল, অশ্বমেধ, পশুমেধ এবং গোমেধ-যজ্ঞের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্তি হয়। ৭

১। পাটলজাস্রজা ইতি পাঠান্তরম্।

শিবায় স ভবেদ্ বৎস শিবস্থানচরঃ সদা ॥ ১০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে প্রতিমাপূজা নাম
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ফল, পুষ্প, পট্টবস্ত্র, ঘৃত, ক্ষীর, দধি এবং ভক্ত সতত প্রদান করিয়া ব্রত পূর্ণ করিলে, এই সকল অভিলষিত লাভ হয়। ৮-৯

যে ব্যক্তি এইরূপে চিত্তশুদ্ধি সহকারে শিবপূজা করে, হে বৎস! তাহার শিব-সালোক্য-প্রাপ্তি হয়। ১০

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

মন্দরস্থং মহাদেবং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি শঙ্করম্।
কেষু কেষু চ স্থানেষু দ্রষ্টব্যোঽসি ময়া প্রভো॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

বারাণস্যাং মহাদেবং প্রয়াগে তু মহেশ্বরম্।
নৈমিষে দেবদেবন্তু গয়ায়াং প্রপিতামহম্।
কুরুক্ষেত্রে বিদুঃ[১]স্থাণুং প্রভাসে বিশ্বরূপিণম্[২]॥ ২
পুষ্করে তু অয়োগন্ধং বিশ্বঞ্চ বিমলেশ্বরে।
অট্টহাস্যে মহানাদং মাহেন্দ্রে তু মহাব্রতম্॥ ৩
উজ্জয়ন্ত্যাং মহাকালং[৩] সাকোটে তু মহোৎকটম্॥ ৪
শঙ্কুকর্ণে মহাতেজং গোকর্ণে চ মহাবলম্।
রুদ্রকোট্যাং মহাযোগী মহালিঙ্গং স্থলেশ্বরে॥ ৫
হর্ষে চ হর্ষিতঞ্চৈব সর্ব্বং মধ্যমকেশ্বরম্।
কেদারে চৈব ঈশানং রুদ্রং রুদ্রে মহালয়ে॥ ৬
সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষং বৃষভে বৃষভধ্বজম্[৪]।
ভৈরবে ভৈরবাকারং ভবং শস্ত্রপদে বিদুঃ॥ ৭
উগ্রং কনখলে চৈব ভদ্রকর্ণহ্রদে শিবম্।
দেবদারুবণে দিণ্ডিং চণ্ডং মধ্যমজঙ্গলে[৫]॥ ৮
উর্দ্ধরেতং তুরণ্ডে চ সুকলান্তে কপর্দ্দিনম্।
কৃত্তিবাসঞ্চ একাম্রে সূক্ষ্মঞ্চাম্রতিকেশ্বরে॥ ৯

মনু কহিলেন,—ব্রহ্মা মন্দর পর্ব্বতস্থিত দেবদেব শিবের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রভো! কোন্ কোন্ স্থানে আপনাকে আমি দেখিতে পাইব?" ১

ঈশ্বর বলিলেন,—বারাণসীতে মহাদেব, প্রয়াগে মহেশ্বর, নৈমিষে দেবদেব, গয়ায় প্রপিতামহ, কুরুক্ষেত্রে স্থাণু, প্রভাসে বিশ্বরূপী, পুষ্করে অয়োগন্ধ, বিমলেশ্বরতীর্থে বিশ্ব, অট্টহাসে মহানাদ, মহেন্দ্রপর্ব্বতে মহাব্রত, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, সাকোট তীর্থে মহোৎকট, শঙ্কুকর্ণ তীর্থে মহাতেজ, গোকর্ণ তীর্থে মহাবল, রুদ্রকোটী তীর্থে মহাযোগী, স্থলেশ্বর তীর্থে মহালিঙ্গ, হর্ষতীর্থে হর্ষিত, মধ্যম তীর্থে সর্ব্ব, কেদারে ঈশান, রুদ্রমহালয় তীর্থে রুদ্র, সুবর্ণাক্ষ তীর্থে সহস্রাক্ষ, বৃষভ-পর্ব্বতে বৃষধ্বজ, ভৈরবে ভৈরব, শস্ত্রপদ তীর্থে ভব, কনখলে উগ্র, ভদ্রকর্ণ হ্রদে শিব,, দেবদারুবনে দিণ্ডি, মধ্যমজঙ্গল তীর্থে চণ্ড, তুরণ্ডতীর্থে

১। 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণুঃ', 'বিন্দু' ইতি চ পাঠান্তরম্।
২। শশিভূষণম্ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। মহানাদমিতি পাঠান্তরম্।
৪। শঙ্কুকর্ণে ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকদ্বিতয়ং ক্বচিন্নাস্তি।
৫। চণ্ডীশং মধ্যজঙ্গলে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ধ্যানসিদ্ধেশ্বরে যোগী গায়ত্রীঞ্চোত্তরেশ্বরে।
বিজয়ং নাম কাশ্মীরে জয়ন্তং মরুকেশ্বরে ॥ ১০
হরিশ্চন্দ্রে হরিঞ্চৈব পুরিশ্চন্দ্রে তু শঙ্করম্।
জটীং রামেশ্বরে বিদ্যাৎ সৌম্য[১] কঙ্কুটকেশ্বরে ॥ ১১
ভূতেশ্বরে ভস্মগাত্রং জললিঙ্গে জলেশ্বরম্।
ভিক্ষুকং করিকায়াস্তু বারাহং বিন্ধ্যপর্ব্বতে ॥ ১২
তাম্রং পশ্চিমসন্ধ্যায়াং বিরজায়াং ত্রিলোচনম্।
তৃপ্তেশ্বরে ত্রিশূলী চ শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তকম্।
জললিঙ্গে বিদুঃ কালং কপালী করবীরকে ॥ ১৩
দীপ্তচক্রেশ্বরে বেদং নেপালে পশুপতিং পতিম্।
শ্রীকারারোহণে কুটীং বেদীকায়ামুমাপতিম্[২] ॥ ১৪
গঙ্গায়াং সাগরে ত্বম্বমোঙ্কারমরকণ্টকে।
সপ্তগোদাবরে ভীমং স্বয়ম্ভূর্নকুলেশ্বরে ॥ ১৫
কর্ণিকায়ে গণাধ্যক্ষং কৈলাসে চ গণাধিপম্।
হেমকূটে বিরূপাক্ষং ভূর্ভুবং গন্ধমাদনে ॥ ১৬
সিদ্ধেশ্বরস্তু আকাশে পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥ ১৭
অষ্টষষ্টিস্তু নামানি দেবদেবস্য ধীমতঃ।
পুরাণে চোপগীতানি ব্রহ্মণা চ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮

ঊর্দ্ধরেত, সুকলপ্রান্তে কপর্দ্দী, একাম্রকাননে কৃত্তিবাস, আম্রত্তিকেশ্বর তীর্থে সূক্ষ্ম, ধ্যান-সিদ্ধেশ্বর তীর্থে যোগী, উত্তরেশ্বর তীর্থে গায়ত্রী, কাশ্মীরে বিজয়, মরুকেশ্বর তীর্থে জয়ন্ত, হরিশ্চন্দ্র তীর্থে হরি, পুরিশ্চন্দ্র তীর্থে শঙ্কর, রামেশ্বর তীর্থে জটী, কঙ্কুটকেশ্বর তীর্থে সৌম্য, ভূতেশ্বর তীর্থে ভস্মগাত্র, জললিঙ্গ তীর্থে জলেশ্বর, করিকা তীর্থে ভিক্ষুক, বিন্ধ্যপর্ব্বতে বরাহ, পশ্চিমসন্ধ্যা তীর্থে তাম্র, বিরজাক্ষেত্রে ত্রিলোচন, তৃপ্তেশ্বর তীর্থে ত্রিশূলী, শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক, জললিঙ্গ তীর্থে কাল, করবীর তীর্থে কপালী, দীপ্তবক্রেশ্বর তীর্থে বেদ, নেপালে পশুপতি-নাথ, শ্রীকারারোহণ তীর্থে কুটী, বেদীকানদীতীরে উমাপতি, গঙ্গাসাগরে অম্ব, অমরকণ্টকে ওঙ্কার, সপ্তগোদাবর তীর্থে ভীম, নকুলেশ্বর তীর্থে স্বয়ম্ভূ, কর্ণিকার তীর্থে গণাধ্যক্ষ, কৈলাসে গণাধিপ, হেমকূট পর্ব্বতে বিরূপাক্ষ, গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভূর্ভুব, আকাশে সিদ্ধেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর-রূপে আমাকে দেখিবে। ২-১৭

(মনু বলিলেন,—স্থানভেদে) সর্ব্বজ্ঞ দেবদেবের এই অষ্টষষ্টি নাম * পুরাণে ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮

১। 'সৌখ্য' ইতি পাঠঃ সমীচীনঃ।

২। দেবীকায়ামিতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

* চতুঃষষ্টি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ একটী শ্লোক পতিত হইয়াছে। তবে, হর্ষতীর্থে, হর্ষিত, সর্ব্ব, মধ্যমক, ঈশ্বর, আর 'রুদ্র তীর্থে রুদ্র, আলয় তীর্থে মহঃ এই প্রকার কষ্ট কল্পিত অর্থ করিলে, ইহা হইতেই অষ্টষষ্টি নাম মিলান যায়, ফলে যাই হউক।

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নাতো বা যদি বা শুচিঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মহাদেবস্যাষ্টষষ্টিনামকীর্ত্তনং নাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া বা স্নানান্তে অথবা যখন হউক পবিত্রভাবে, এই অষ্টষষ্টি নাম কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে।১৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

বৃষং গবীং সমাদায় যুবানৌ লক্ষণান্বিতৌ।
হেমশৃঙ্গৌ শফে রৌপ্যে সবস্ত্রৌ পূজয়েন্মুনে ॥ ১
শিবোমাং পূজয়িত্বা তু তদ্দিনে যঃ প্রযচ্ছতি।
শিবভক্তায় বিপ্রায় রোহিণ্যাং বা মৃগেণ বা ॥ ২
ন বিয়োগো ভবেৎ তস্য সুতপত্নীপতিঃ কৃতা।
বাতরংহস-বৈমানৈর্গচ্ছেচ্ছিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩
তত্র ভোগাংশ্চিরান্ ভুক্ত্বা ইহ আগত্য জায়তে।
সমৃদ্ধো ধনধান্যাভ্যাং পুত্রমিত্রসমাকুলঃ ॥ ৪
বিগতারির্ভবেদ্ ব্রহ্মন্ ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫
যো বা রত্নসমাযুক্তং গোযুগং পূজয়েন্মুনে।
প্রযচ্ছতি শিবোমে চ প্রীয়েতাং ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৬
সর্ব্বপাপঞ্চ দুঃখাভ্যাং বিমুক্তঃ ক্রীড়তে সদা।
ইহ লোকে ভবেদ্ধন্যো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে গোরত্নব্রতং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! যুবা এবং লক্ষণান্বিত গোমিথুন আনিয়া তাহাদিগকে হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পূজা করিবে। ১

যে ব্যক্তি রোহিণী বা মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত তদ্দিনে, শিব-দুর্গা পূজা করিয়া শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে তাহা দান করিবে, সে ব্যক্তি সম্ভবানুসারে, পুত্র ও পত্নী বা পতি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে না। বায়ুবেগগামী বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তে শিবলোকে গমন করিবে। ২-৩

তথায় বহুকাল ভোগ করিয়া শেষে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হইলে, এই ব্রত-প্রভাবে ধনাধান্য-সমৃদ্ধ, পুত্র-মিত্র-পরিবৃত এবং শত্রুবর্জ্জিত হইবে। ৪-৫

হে মুনে! যে ব্যক্তি রত্নসমন্বিত গোমিথুন পূজা করিয়া 'শিব আমার প্রতি প্রীত হউন' ইহা ভাবনা করত দান করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ দুঃখ-বিমুক্ত হইয়া সুখভোগী হয়, ইহলোকে ধন্য এবং পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫-৭

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

তৃতীয়ায়াস্তু শুক্লায়াং লিখেদ্বস্ত্রযুগে শুভে।
রোচনাসিতকাশ্মীরৈঃ শিবোমাং পূজয়েৎ ততঃ ॥ ১
হেমরত্নস্রজৈর্বৎস মন্ত্রযুগ্মমুদীরয়েৎ।
নদমানমনুং শঙ্খং যত্তং পূর্ব্বমুদাহৃতম্ ॥ ২
তেন জাপ্যার্চ্চনং হোমং কর্ত্তব্যং দ্বিজসত্তম।
অবিয়োগায় নারীণাং ব্রতরাজং সদা হিতম্ ॥ ৩
সহেমং রত্নপুষ্পাঢ্যং সহস্রং দাপয়েদ্দ্রুতম্।
মহাপুণ্যং মহাভাগ্যং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্ ॥ ৪
সুতভ্রাতৃবিয়োগস্তু ন ভবেৎ তেন ভো দ্বিজ।
ন ব্যাধির্নোপসর্গাশ্চ যাবৎ তত্তব্রজং মুনে ॥ ৫
তাবৎকালমুমালোকে ক্রীড়তে মুদিতশ্চিরম্।
হস্তমাত্রা তৃণে কার্য্যা অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীগতা ॥ ৬
প্রদীপ্য যাবৎ সা দীপ্তা তাবদ্ ভোজ্যং সমারভেৎ।
দেবীং সংপূজয়িত্বা তু ষোড়শান্তেন ভাবিতঃ ॥ ৭
হেমপুষ্পৈস্তথা গন্ধৈ রত্নৈশ্চিত্রৈর্যথাবিধি।
সংবৎসরং যথান্যায়ং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
প্রদীপ্তনবমী বৎস হেমগোদক্ষিণা মতা।
ব্রতান্তে বিধিনা তেন সংগ্রামে অপরাজিতঃ ॥ ৯
ভবতে শক্রসংঘস্য যথা দেবমহেশ্বরঃ।
অনেনৈব বিধানেন গুগ্‌গুলা গুড়িকাথ বা ॥ ১০

ব্রহ্মা কহিলেন,—শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে বস্ত্রযুগলে, গোরোচনা, কর্পূর এবং কুঙ্কুম দ্বারা শিবদুর্গা অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক সুবর্ণরত্ন-মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। মন্ত্রগর্ভ শঙ্খধ্বনি করিবে। মন্ত্র যাহা, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ১-২

হে দ্বিজসত্তম! সেই মন্ত্র দ্বারাই জপ, পূজা এবং হোম কর্ত্তব্য। সেই ব্রতরাজ-ফলে নারীগণের বিয়োগ-দুঃখ হয় না। ৩

সুবর্ণ, রত্ন ও পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম কর্ত্তব্য। সেই হোমকার্য্য মহাপুণ্যজনক মহা-ফলজনক এবং সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক। ৪

হে দ্বিজ! এই কর্ম্মপ্রভাবে পুত্র-বিয়োগ এবং ভ্রাতৃ-বিয়োগ কদাচ হয় না। ব্যাধি বা অন্য উপসর্গ তাহার হয় না; আর এক মন্বন্তরকাল সানন্দে উমা-লোকে ক্রীড়া করে। ষোড়শান্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুবর্ণ, পুষ্প, গন্ধ ও বিচিত্র রত্ন দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে, অনন্তর একহস্ত-পরিমিত তৃণ অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীযোগে ধারণপূর্ব্বক তাহা প্রজ্বলিত করিলে, যতক্ষণ তাহা জ্বলিতে পারে, সেই কালমাত্র ভোজন করিবে।* এইরূপ এক বৎসর করিলে সর্ব্ব কাম্যবস্তু-প্রাপ্তি হয়। ৫-৮

এই কর্ম্ম নবমী তিথিতে কর্ত্তব্য। হে বৎস! এই ব্রতের নাম 'প্রদীপ্ত-

---

* যতক্ষণ তাহা জ্বলে, ততক্ষণের মধ্যে ভোজ্য দান আরম্ভ করিবে।

পূজয়িত্বা শিবাং মন্ত্রৈঃ প্রদীপ্তে হোময়েদ্বিধৌ।
পূর্ব্বোক্তা দক্ষিণা চাত্র ফলং বাজিমখোদিতম্ ॥ ১১

মনুরুবাচ—

গ্রহদোষাপসৃষ্টস্য রাজ্ঞো রাজসুতস্য বা।
মহিষ্যা বা মৃতাপত্যা দ্বিজাতিষ্বথ রাজনি ॥ ১২
বিপদ্গতে ফলং যস্য সুপ্রযত্নকৃতোদ্যমে।
গজাশ্বগোবৃষাণাঞ্চ যত্র হানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩
যত্র ভৌমান্তরীক্ষে চ উপসর্গঃ প্রদৃশ্যতে।
তত্র কুর্য্যান্মহাযোগং প্রাজ্ঞং পুষ্পাভিষেচনম্ ॥ ১৪
মূলং রাজা সমাখ্যাতস্তস্য শাখা প্রজাদিকম্।
তদুপঘাতসংস্কারৈঃ শুভে বা অশুভেঽপি বা ॥ ১৫
যত্নঃ কার্য্যঃ সদা বৎস মূলাচ্ছাখাদিকং ভবেৎ।
মূলে বিনষ্টে নশ্যন্তি শাখাদ্যাঃ ফলসঞ্চয়াঃ ॥ ১৬
ততোঽথ মূলরক্ষায়াং যতিতব্যং মহামুনে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স হি হেতুঃ প্রপদ্যতে ॥ ১৭
ব্রহ্মণা যা পুরা শান্তির্মহেন্দ্রার্থং বৃহস্পতিঃ।
ব্যাখ্যাতা কীর্ত্তয়িষ্যামি তাং তে শৌনক শৃণুতাম্ ॥ ১৮
পুষ্যাস্নানং তথা পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
উৎপাতশমনং দিব্যং যত্র কার্য্যাবধারয় ॥ ১৯

নবমী'। এই ব্রতের দক্ষিণা সুবর্ণ এবং গোরু। যথাবিধি এই ব্রত-সমাপ্তি করিলে, দেবদেব মহেশ্বরের ন্যায় সমরে শত্রুবৃন্দের অজেয় হওয়া যায়। গুগ্-গুলুগুড়িকা ব্রতেরও এই বিধান। ৯-১০

শুক্লপক্ষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শিবার পূজা করিয়া হোম করিবে। দক্ষিণা পূর্ব্ববৎ, ফল অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য। ১১

মনু বলিলেন,—রাজা বা রাজপুত্র গ্রহদোষে কাতর হইলে, অথবা মহিষীর মৃতাপত্যতা বা একদা অধিক সন্তান-জন্মরূপ দোষ অথবা মনঃপীড়া উপস্থিত হইলে, অথবা রাজা বিপন্ন হইলে, মহাযাগ এবং পুষ্যাভিষেচন কর্ত্তব্য। ১২-১৩

বিপদের ফল সুপ্রযত্নকৃত কর্ম্মোদ্যমেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। হস্তী, অশ্ব, গো এবং বৃষের হানি হয়। ১৪

যখন ভৌম এবং আন্তরীক্ষ উপসর্গ উপস্থিত হইবে, তখনও মহাযাগাদি কর্ত্তব্য। রাজা মূল, প্রজাদি তাঁহার শাখা। ১৫

হে বৎস! মূলসঞ্চিত অদৃষ্ট বশতঃ শুভাশুভ হইলে সতত যজ্ঞ করা বিধেয়। মূল হইতেই শাখাদি হইয়া থাকে। মূল বিনষ্ট হইলে শাখা ফল ইত্যাদি সকলই বিনষ্ট হয়। ১৬

অতএব হে মহামুনে! মূলরক্ষায় যত্ন করা বিধেয়। রাজাই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের হেতু। ১৭

ব্রহ্মা ইন্দ্রের জন্য যে শান্তিবিধি বৃহস্পতিকে বলিয়াছেন, হে শৌনক! তুমি প্রভৃতি শ্রোতৃগণের নিকট তাহা বলিতেছি। ১৮

পুষ্যস্নান দিব্য মহাপুণ্যজনক এবং সর্ব্বপাপবিনাশক। আর উপসর্গ যাহা হইতে হয়, সেই কার্য্য অবধারণ কর। ১৯

বল্মীকতুষকেশাস্থি-কটুকণ্টকবর্জ্জিতে।
স্নিগ্ধশ্লেষ্মাতিদৌর্গন্ধিবিগতাক্ষে মহীতলে ॥ ২০
কঙ্ককাপোতগৃধ্রোলূ-কাকাদিপরিবর্জ্জিতে।
সুশুভে চর্ম্মকাশোকে বকুলাম্রশাদ্বলে ॥ ২১
তরুণতরুবল্লিপ্রততে নিরুপহতদলান্বিতে।
সুমধুরবৃক্ষপ্রায়ে ফলপল্লবশোভিতে ॥ ২২
পক্ষিশাবগণাকীর্ণে কৃকবাকুপশোভিতে।
জীবজীবকহারী-শতপত্রশুকাকুলে ॥ ২৩
চকোরকুরুবাবৎস-চক্রবাকোপশোভিতে।
শিখিপারাবতশ্রীক-কোককোকিলনাদিতে ॥ ২৪
মধুপুষ্পসুরাপান-মত্তষট্চরণাকুলে।
যাগং কুর্য্যাদ্বনোদ্দেশে ক্ষেত্রারণ্যেঽথ বা শুভে ॥ ২৫
হিমাদ্রৌ জুহুয়ন্যাবা সহ্যে বিন্ধ্যাচলেঽপি বা।
নদীনাং পুলিনে বাথ সঙ্গমে বা মনোরমে ॥ ২৬
সিকতা-পঙ্ক-উৎকীর্ণে জলপক্ষিনখক্ষতে।
প্রোৎপ্লুতহংসচ্ছত্রাভে গীতে কারণ্ডসারসৈঃ ॥ ২৭
সহস্রাক্ষসভারম্যে সরে ইন্দীবরেক্ষণে।
বিকসৎকমলবদনা ক্বণৎকলহংসভাষিণী ॥ ২৮
প্রোদ্ভিন্নকুট্মলকুচা নলিনী যত্র নিবাসিনী।
গোরোমন্থজশকৃৎ-খুরাঃ ফেনলবাকুলে ॥ ২৯
সুতসম্পূর্ণহুঙ্কার-গোবৎসরববল্গিতে।
সমুদ্রতীরে কুর্য্যাচ্চ যত্রাপাতাঃ সুতাগতাঃ ॥ ৩০

বল্মীক, তুষ, কেশ, অস্থি, তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকিবে না, স্নিগ্ধ হইবে, শ্লেষ্মাদি-সম্পর্ক বা দুর্গন্ধ থাকিবে না। ২০

কঙ্ক, কপোতবিশেষ, গৃধ্র, উলূক এবং কাকাদি থাকিবে না। উত্তম শোভা-সম্পন্ন হইবে, চম্পক, অশোক, বকুল এবং আম্রবৃক্ষে শোভিত হইবে। আর আম্রবৃক্ষবহুল ও শাদ্বল হইবে। ২১

নবীন তরুলতা, নধর নিখুঁত গাছের পাতা, প্রচুর মধুর পাদপ, ফল-পল্লব, পক্ষি-শাবক, তাম্রচূড়, চকোর, হারীত, শতপত্র (কাঠ-ঠোকরা), শুক, চকোরবিশেষ এবং চক্রবাক শোভাসম্পাদন করিবে। ময়ূর, পারাবত শ্রীসম্পাদন করিবে, চক্রবাক এবং কোকিলকুল গান করিবে। আর পুষ্পমধু-সুরাপানে প্রমত্ত মধুকর-নিকরে পরিব্যাপ্ত থাকিবে, এই প্রকার বনভূমিতে অথবা শুভ ক্ষেত্রারণ্যে যাগ করিবে। ২২-২৫

হিমালয়, সহ্যপর্ব্বত অথবা বিন্ধ্যাচলে হোম করিবে। নদীপুলিনে, মনোহর নদীসঙ্গমে, জলচরপক্ষি-নখক্ষত-উৎকীর্ণ সিকতাপঙ্কে, ছত্রাকৃতি উৎপ্লবমান-হংস-সঙ্কুল, কারণ্ডব-সারসোপগীত, ইন্দীবর-চক্ষু, বিকসৎকমলবদনা, ক্বণৎ-কলহংস-ভাষিণী, প্রোদ্ভিন্ন-কোরকস্তনী, কমলিনী-শ্রেণীর আধারভূত সহস্রাক্ষসভা-রমণীয় সরোবরে, গোময়, গোখুরচিহ্ন, গো রোমন্থন-সম্ভূত-ফেনবলযুক্ত, বৎসাহ্বানার্থ হম্বারব-সমাকুল এবং গোবৎস সমুল্লম্ফন-শোভিত স্থানে, রত্না-কোষপূর্ণ পোতরাশি যথায় নিরুদ্বেগে স্থাপিত হয়, সেই সুনীলনিচুলাকীর্ণ

রত্নসম্পূর্ণকোষাশ্চ নিবসন্তি নিরাকুলাঃ।
স্বনীলনিচুলাকীর্ণে উপান্তে বা খগান্বিতে ॥ ৩১
সিংহকোলগজানাঞ্চ যত্র একত্রভূর্মুদা।
বিভিয়ো যত্র আসতে খগা মৃগসমন্বিতাঃ ॥ ৩২
তত্র কুর্য্যাং সদা স্নানং যত্র মাতৃগৃহং শুভম্।
কাঞ্চীকলাপনূপুর-জঘনোরুভরালসা ॥ ৩৩
শ্রীমতী মৃগেক্ষণা বা পরপুষ্পপ্রভাষিণী।
গৃহে যত্র মুদা আস্তে তত্র কুর্য্যাচ্চ বা মুনে ॥ ৩৪
পূর্ব্বোদক্প্লবনে ভূমৌ প্রদক্ষিণপথে জলে।
শ্বাবিন্মূষিকবিবরৈঃ কর্কটীবাসবৰ্জ্জিতে ॥ ৩৫
বর্ণগন্ধরসোপেতা ঘনা স্নিগ্ধা সমা শুভা।
হৃষ্টা সা বীজরোহাদ্যৈর্বহুশঃ সুপরীক্ষিতা ॥ ৩৬
গত্বা তাং শুভে মুহূর্ত্তে কৌবের্য্যামধিবাসয়েৎ ॥ ৩৭
বলিপুষ্পোপহারঞ্চ মন্ত্রযুক্তং নিবেদয়েৎ।
আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যত্র পূজাভিলাষিণঃ ॥ ৩৮
দিশো দ্বিজা নগাশ্চৈব যে চাপ্যন্যেঽংশভাগিনঃ।
আবাহ্যৈবং ততঃ সর্ব্বানেবং ব্রূয়াৎ পুরোহিতঃ ॥ ৩৯
শ্বঃ পূজাং প্রাপ্য যাতারো দত্বা শান্তিং মহীভুজে।
কৃত্বা পূজাং ততস্তাসাং রাত্রৌ অস্মিন্ পরাবসেৎ[১] ॥ ৪০
স্বপ্নাঃ শুভাশ্চ গোবৎস-দধিদেবাঙ্গদর্শনম্।
দৃষ্টা দূর্ব্বাক্ষতরত্ন-ফলরাজা জয়াবহাঃ ॥ ৪১

পক্ষিশোভিত সমুদ্রতীরে, অথবা সিংহ, হস্তী এবং বরাহগণ একত্র সহর্ষে বাস করে, মৃগপক্ষিগণ যথায় নির্ভয়, সেই স্থানে পুণ্যস্নান সতত কর্ত্তব্য। ২৬-৩২

আর মাতৃ-মন্দিরে অথবা হে মহামুনে। কাঞ্চী-নূপুর-ভূষিতা জঘনোরুভর-মন্থরা মৃগলোচনা পরপুষ্পশংসিনী শ্রীমতী যে গৃহে আনন্দে বিরাজমানা, সেই স্থানে পুণ্যস্নান কর্ত্তব্য। ৩৩-৩৪

পূর্ব্বোত্তর-নিম্ন প্রদক্ষিণ-পথ জলাশয়-সমীপবর্ত্তী ভূভাগে পুণ্য-স্নান কর্ত্তব্য। শল্লকীগর্ত্ত, মূষিকগর্ত্ত ও কর্কটগর্ত্তবৰ্জ্জিত স্থানেই পুণ্যস্নান করিবে। ৩৫

উত্তরদিগে গয়া উত্তমবর্ণ-গন্ধ-রসযুক্ত ঘন স্নিগ্ধসম সুপরীক্ষিত বেদীর অধিবাসন শুভ মুহূর্ত্তে করিবে। ৩৬-৩৭

মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বলি-পুষ্প উপহার দিবে। পূজাভিলাষী দেবগণ, দিক্-সমূহ, দ্বিজগণ, নাগগণ এবং অন্যান্য এতদংশ লাভে অধিকারিগণ এই স্থানে আগমন করুন। ৩৮

পুরোহিত এইরূপে তাঁহাদের আবাহন করিয়া এই কথা বলিবেন যে, আগামী কল্য পূজা গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে শান্তি প্রদান করিয়া গমন করিবেন। অনন্তর তাঁহাদের পূজা করিয়া রাত্রিতে তথায় শয়ন করিবেন। ৩৯-৪০

স্বপ্নে গো, গোবৎস, দধি এবং দেবাঙ্গনা দর্শন শুভ। স্বপ্নে দূর্ব্বা, অক্ষত রত্ন এবং ফল দর্শন রাজার জয়াবহ। ৪১

১। স্বপেৎ স্বয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ছত্রচামরশঙ্খাব্জ-সিতবাসাদিদর্শনম্।
লাভো বা সর্ব্বকামানাং পূরণায় প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪২
ফলপুষ্পলতা বৃক্ষাঃ ক্ষীরিণঃ শুভদা মতাঃ।
তেষামারোহণং শ্রেষ্ঠং প্রাসাদে বৃষভাদিষু ॥ ৪৩
চন্দ্রার্কগ্রহণং শস্তং পর্ব্বতারোহণং শুভম্।
নিগড়ৈর্বন্ধনং স্বপ্নে বিদ্বিষশ্চ জয়াবহাঃ ॥ ৪৪
পরিবর্ত্তং গিরেঃ কুর্য্যাচ্ছত্রুর্বা চাবগূহতি।
বেষ্টয়েদ্ যস্ত প্রাসাদং স্বান্তেস্তস্য[১] জয়ো ভবেৎ ॥ ৪৫
ভবতে চেপ্সিতং সর্ব্বং নাভৌ যস্য তরুর্ভবেৎ।
মৃতরোদনমাগম্যা-গমনঞ্চ শুভাবহম্ ॥ ৪৬
স্বপ্নে তু কূপপঙ্কেষু গর্ত্তাদ্বা তরণং শুভম্।
নদীষু তরণং শস্তং সমুদ্রোত্তরণং তথা ॥ ৪৭
নির্জ্জিত্য শত্রুসৈন্যঞ্চ জয়ং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
কটকানি-অলঙ্কারাঃ পুষ্পরাজ্যসুখপ্রদাঃ ॥ ৪৮
সুহৃদং জনবৈপঞ্চীলাভাঃ স্ত্রীধনদায়কাঃ।
রুধিরাম্ভঃ পিবেদ্‌যস্ত তরতে বা যদি ক্বচিৎ ॥ ৪৯
মাংসার্দ্রভক্ষণে লাভে লভতে চেহিতং ফলম্।
হাস্যনৃত্যরতোৎসাহ-পাঠনাঃ কলিকারকাঃ ॥ ৫০
যাম্যযানাঙ্গনাকৃষ্ণানয়নং ভয়মৃত্যুদম্।
পঙ্কজাগোধগামিত্বং কূপমনুপ্রবেশনম্ ॥ ৫১

ছত্র, চামর, শঙ্খ, পদ্ম এবং শুক্লবস্ত্রাদি দর্শন বা তৎপ্রাপ্তি সর্ব্ব অভীষ্টের পূরক। ৪২

স্বপ্নদৃষ্ট ক্ষীরযুক্ত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ শুভদায়ক। স্বপ্নে সেই সব বৃক্ষে, প্রাসাদে এবং বৃষভাদিতে যে আরোহণ তাহাও প্রশস্ত। ৪৩

স্বপ্নে চন্দ্র-সূর্য-ধারণ এবং পর্ব্বতারোহণ শুভসূচক। স্বপ্নে নিগড়বন্ধন জয়-সূচক। ৪৪

স্বপ্নে গিরিপরিবর্ত্তন, শত্রুর আলিঙ্গন এবং প্রসাদ-বেষ্টন জয়াবহ। ৪৫

স্বপ্নে স্বীয় নাভিতে বৃক্ষোৎপত্তি দর্শন করিলে সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ হয়। স্বপ্নে স্বীয় মৃত্যু, রোদন এবং অগম্যাগমন শুভাবহ। ৪৬

স্বপ্নে কূপ, পঙ্ক, গর্ত্ত, নদী বা সমুদ্র হইতে উত্তরণ শুভ। ৪৭

শত্রু-সৈন্যজয় স্বপ্ন দেখিলে জয়লাভ হয়। বলয়াদি অলঙ্কারস্বপ্ন পুত্র, রাজ্য এবং সুখসূচক। ৪৮

স্বপ্নে সুহৃদ, অঞ্জন এবং বীণাপ্রাপ্তি স্ত্রী-ধন-লাভসূচক। রক্তজল পান, রক্তজলে সন্তরণ, আর্দ্রমাংসপ্রাপ্তি বা আর্দ্রমাংস-ভক্ষণ স্বপ্নে দেখিলে অভীষ্ট লাভ হয়। স্বপ্নে হাস্য, নৃত্য, রতি, উৎসাহ এবং অধ্যয়ন কলহসূচক। ৪৯-৫০

স্বপ্নে দক্ষিণদিকে গমন এবং কৃষ্ণবর্ণা অঙ্গনা কর্ত্তৃক নীত হওয়া ভয় ও মৃত্যুর হেতু। স্বপ্নে পঙ্কাধোগমন, কূপপ্রবেশ এবং উত্তরে রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক গমন ভীতিসূচক। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, কাক, উলূক, বরাহ, সর্প ও বৌদ্ধ বিশেষ—স্বপ্নে ইহাদিগের দর্শন অশুভসূচক। অশুভ স্বপ্নদর্শনে জপ

১। শ্রান্তৈস্তস্য ইতি পাঠান্তরম্।

উত্তরে ভয়দং স্বপ্নে রক্তমাল্যাম্বরাগমঃ।
খরোষ্ট্রকপিকাকোলূ-বরাহাহিনিগ্রন্থয়ঃ।
দৃষ্ট্বাশুভান্ জপঃ কার্য্যঃ ধাতুজা ন ফলপ্রদাঃ।
বাতপিত্তকফোত্থেষু যানাগ্নিতরণাদিকাঃ ॥ ৫২
গ্রীষ্মশরদ্বসন্তেষু প্রকোপা ন ফলপ্রদাঃ।
শ্রুতানুকীর্ত্তনে দৃষ্টমনুভূতান্ন গর্হিতাঃ ॥ ৫৩
ন চেষ্টা যদি বা দৃষ্টাঃ প্রদোষে প্রথমে তথা।
মধ্যে মধ্যফলাঃ সর্ব্বে চান্তে শীঘ্রফলপ্রদাঃ ॥ ৫৪
গোবিসর্গে চ যে দৃষ্টা-স্তে তথা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নান্ শুভান্ যাগং কুর্য্যান্নিষ্ঠান্ন কারয়েৎ ॥ ৫৫
স্নানং দেবার্চ্চনং হোমং জপং শান্তিং সমারভেৎ।
কৃত্বা শুভং ভবেৎ সর্ব্বং ততো মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৫৬
চতুর্হস্তং সমারভ্য যাবদ্ধস্তশতং ভবেৎ।
মণ্ডলং তত্র কর্ত্তব্যমত উর্দ্ধং ন কারয়েৎ ॥ ৫৭
বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্।
বর্দ্ধমানঞ্চ দৈবঞ্চ লতাক্ষং কামদায়কম্ ॥ ৫৮
রুচকং স্বস্তিকাখ্যঞ্চ দ্বিদশঞ্চেতি মণ্ডলাঃ।
সিত্যাদি-হরিতান্তাশ্চ রজাঃ কার্য্যাঃ সুশোভনাঃ ॥ ৫৯
শালিষষ্টিককৌসুম্ভ-রজনীহরিপত্রজাঃ।
মণিবিদ্রুমরাগাশ্চ ভস্মনা অভিমন্ত্রিতা ॥ ৬০
সিতসর্ষপধূপাঢ্যা রজাঃ কৃত্বা তু পাতয়েৎ।
অস্ত্ররাজং ন্যসেন্মন্ত্রী সম্ভবেঽতিপদং পি বা ॥ ৬১

কর্ত্তব্য। তবে ধাতুবৈষম্যসম্ভূত যে স্বপ্ন, তাহা ফলপ্রদ নহে। গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্তে বাত-পিত্ত-কফ-প্রকোপমূলক যে গমন-তরণাদি স্বপ্ন, তাহা ফলপ্রদ নহে। ৫১-৫২

তবে দৃষ্টস্বপ্ন শ্রাবণ বা কীর্ত্তন করিলেও ফল হয় না। তবে স্বপ্নফল অনুভবের পর কীর্ত্তনাদি করিলে দোষ নাই। ৫৩

প্রথম-প্রদোষদৃষ্ট স্বপ্ন ফলজনক নহে। মধ্যরাত্রে দৃষ্ট স্বপ্ন মধ্যফল আর শেষরাত্রে দৃষ্ট স্বপ্ন শীঘ্রফল। ৫৪

আর গো-মোক্ষণ কালে অর্থাৎ প্রত্যুষে দৃষ্ট স্বপ্ন সদ্যঃফলসূচক। শুভস্বপ্ন দর্শন করিলেই অনন্তরই যাগ করিবে। দুঃস্বপ্ন দেখিলে, অগ্রে স্নান, দেবার্চ্চন হোম, জপ এবং শান্তিকার্য্য করিবে। এই সকল করিলে শুভ হইবে। তৎপরে মণ্ডল অঙ্কন করিবে। ৫৫-৫৬

চতুর্হস্ত হইতে শত হস্ত পর্য্যন্ত মণ্ডল হইতে পারিবে, তদূর্দ্ধ মণ্ডল হইবে না। ৫৭

বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, দৈব, লতাক্ষ, কামদায়ক, রুচক এবং স্বস্তিক এই দ্বাদশবিধ মণ্ডল। শুক্ল হইতে হরিত পর্য্যন্ত সুশোভন চূর্ণ কর্ত্তব্য।। ৫৮-৫৯

শালি, ষষ্টিক, কুসুম্ভ, হরিদ্রা এবং হরিৎপত্র দ্বারা এইসব চূর্ণ হইবে। ভস্মাফিমন্ত্রিত শ্বেতসর্ষপধূপাঢ্য মণিবিদ্রুমরাগ চূর্ণ করিয়া পাতিত করিবে। ৬০

সমোত্থানং শুভং কৃত্বা গোময়েনোপলেপিতম্ ।
চন্দনাগুরুকর্পূর-ক্ষোদধূপাধিবাসিতম্ ॥ ৬২
ভূভাগং সুমিতং সিদ্ধং পূর্ব্বপশ্চিমচোত্তরম্ ।
যাম্যং স্বস্তিকমৎস্যাদ্যৈঃ সূত্রৈর্ব্বোণ্ডাগুপত্রজৈঃ ॥ ৬৩
পদ্মপত্রাষ্টকং মধ্যে দ্বিগুণং ত্রিগুণং পি বা ।
দ্বারাণি সমসূত্রাণি কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৪
পদ্মং তথাবশেষাণি স্বস্তিকান্যুৎপলানি চ ।
সব্যাবলম্বহস্তস্তু রজঃপাতং সমাচরেৎ ॥ ৬৫
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরুপবিষ্টা যথেপ্সয়া ।
অধোমুখাঙ্গুলিং কৃত্বা পাতয়েৎ তু বিচক্ষণঃ ।
সমা রেখা তু কর্ত্তব্যাবিচ্ছিন্না পুঞ্জবর্জ্জিতা ॥ ৬৬
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ববৈপুল্যা সমা কার্য্যা বিজানতা ।
সংসক্তং বিষমং স্থূলং বিচ্ছিন্নকৃষরাবৃতম্ ॥ ৬৭
পর্য্যন্তসর্পিতং হ্রস্বমালিখেন্ন কদাচন ।
সংসক্তে কলহং বিদ্যাদ্বক্ররেখে তু বিগ্রহম্ ॥ ৬৮
অতিস্থূলে ভবেদ্ব্যাধির্নিত্যং পীড়া বিমিশ্রিতে ।
বিন্দুভির্ভয়মাপ্নোতি শত্রুপক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯
কৃশায়াঞ্চার্থহানিঃ স্যাদ্ বিচ্ছিন্নে মরণং ধ্রুবম্ ।
বিপ্রয়োগো ভবেৎ তস্য ইষ্টদ্রব্যসুতস্য বা ।
অবিদিত্বা লিখেদ্‌যস্তু মণ্ডলন্তু যথেপ্সয়া ॥ ৭০

সম্ভব এবং অস্ত্ররাজমন্ত্র এতৎসমুদিত মন্ত্র পাঠ করিয়া চূর্ণ পাতন যাজকের কর্ত্তব্য । ৬১

মণ্ডলস্থান সম গোময়োপলিপ্ত, চন্দন, অগুরু, কর্পূরচূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা অধিবাসিত হইবে । ৬২

মণ্ডল-ভূভাগ উত্তমরূপে পরিমিত হইবে। পূর্ব্ব; পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সমান হইবে। সূত্রপাতে স্বস্তিক-মৎস্যাদি রেখা হইবে । ৬৩

মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে। অথবা তদপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইবে। দ্বার সকল সমসূত্র হইবে। পদ্ম কর্ণিকা ও কেশর দ্বারা উজ্জ্বল হইবে । ৬৪

অবশিষ্ট-ভাগে স্বস্তিক-চিহ্ন এবং কহ্লারনামক জলজ পুষ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। ৬৫

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চবর্ণ চূর্ণ বিন্যাস করিবে। চূর্ণ-বিন্যাসসময়ে অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে। রেখা সকল সমান, অবিচ্ছিন্ন এবং পুঞ্জবর্জ্জিত করিবে। ৬৬

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব অপেক্ষা অধিক স্থূল রেখা করিবে না ; আর সম স্থূল রেখা কর্ত্তব্য। পরস্পর মিলিত, বিষম (সরু-মোটা), অধিক স্থূল; বিচ্ছিন্ন, কৃষরাবৃত (খিচুড়ী-পাকান), প্রান্তবিসর্পী এবং হ্রস্ব মণ্ডল কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সংসক্ত-রেখ মণ্ডলে কলহ হয়। বক্ররেখ মণ্ডলে যুদ্ধ হয়। ৬৭-৬৮

অতি স্থূল রেখায় ব্যাধি হয়। মিশ্রিত রেখায় পীড়া হয়। বিন্দুযুক্ত রেখা হইলে শত্রুভীতি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬৯

কৃশ রেখায় অর্থহানি, বিচ্ছিন্ন রেখায় নিশ্চয় মরণ, আর ইষ্ট দ্রব্য-বিয়োগ

সর্ব্বদোষানবাপ্নোতি যে দোষাঃ পূর্ব্বভাষিতাঃ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং লিখেন্মণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭১
মণ্ডলস্য প্রমাণেন পদ্মং দ্বারান্ সমালিখেৎ।
হস্তোনং ন চ কর্ত্তব্যং পদ্মং বিপ্র কদাচন ॥ ৭২
নাধিকং চতুরূর্দ্ধন্তু লিখিতব্যং বিজানতা।
প্রতাপায়ুস্ত্রিয়ো ধর্ম্মো রাজ্যং শ্রীরূপশান্ততা ॥ ৭৩
যোগাপ্তিরর্থলাভশ্চ পূর্ব্বদ্বারে তু মণ্ডলে।
সিদ্ধির্মেধা যশঃ সৌখ্যমারোগ্যং জনবল্লভম্ ॥ ৭৪
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিশ্চ উত্তরে দ্বারমণ্ডলে।
পুত্রমায়ুর্বলঞ্চৈব সৌভাগ্যং রিপুমর্দ্দনম্। ৭৫
বারুণীং দিশমাশ্রিত্য নালন্তু পরিকল্পয়েৎ।
সপ্তপাতালসৌনালং ভুবনান্তঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৬
কর্ণিকা তু ভবেন্মেরু-বীজৈর্গ্রহগণাঃ স্থিতাঃ।
কেশরাস্তু ভবেন্নদ্যঃ কণ্টকে পর্ব্বতাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৭
অষ্টৌ দলা দিশঃ প্রোক্তা এষ পদ্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সপ্তপাতালভূলোকো নালন্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৮
ঈদৃশং কল্পিতং পদ্মং দেবদেবেন শম্ভুনা।
ধ্বজতোরণসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭৯
ভূর্লোকস্তু ফলা জ্ঞেয়া[১] দিগাত্মা শূন্যগোচরা।
স্বর্লোকঃ কর্ণিকাখ্যাত-স্ত্রৈলোক্যং পদ্মসংজ্ঞিতম্।
কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্দেবং পূজাকালে মহেশ্বরম্ ॥ ৮০

বা পুত্র-বিয়োগ তাহার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি না জানিয়া ইচ্ছামত মণ্ডল লেখন করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সমগ্র দোষ হইয়া থাকে। চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার মণ্ডল লেখনীয়। ৭০-৭১

মণ্ডল-প্রমাণে পদ্ম এবং দ্বার-সকল লিখিবে। হে বিপ্র! হস্তন্যূন আর চতুর্হস্তের অধিক পদ্ম কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ৭২

মণ্ডল পূর্ব্বদ্বারী হইলে প্রতাপ, আয়ুর্বৃদ্ধি, স্ত্রী, ধর্ম্ম, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শান্তি, যোগলাভ এবং অর্থ লাভ হয়। মণ্ডল উত্তর-দ্বারী হইলে সিদ্ধি, মেধা, যশ, সৌখ্য, আরোগ্য, লোকপ্রিয়তা এবং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। পুত্র, আয়ু, বল, সৌভাগ্য ও রিপুমর্দ্দনও ইহার ফল। ৭৩-৭৫

পশ্চিমদিকে পদ্মনাল করিবে। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে সপ্ত-পাতালই নাল। ৭৬

কর্ণিকা সুমেরু। পদ্মবীজে গ্রহগণ, পদ্মকেশরে নদীসমূহ ও পর্ব্বতগণ কটকে অবস্থিত। ৭৭

অষ্ট দল অষ্ট দিক্। এইপ্রকার পদ্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাল কেবল সপ্তপাতাল নহে, নাল ভূর্লোক-স্বরূপেও কীর্ত্তিত। ৭৮

দেবদেব শম্ভুই ঈদৃশ ধ্বজতোরণসংযুক্ত পতাকালঙ্কৃত মণ্ডল-পদ্মের প্রবর্ত্তয়িতা। ৭৯

পদ্মই ত্রৈলোক্যস্বরূপ। দিক্শূন্য সমন্বিত ভূর্লোক তাহার একদেশ। কর্ণিকা

১। জলা জ্ঞেয়া ইতি পাঠান্তরম্।

মাতরা গ্রহনাগাশ্চ যক্ষা রক্ষা দিবাকরাঃ।
বসবো মুনিলোকেশাঃ সরুদ্রা ভুবনাধিপাঃ॥ ৮১
লবাঃ কাষ্ঠাঃ ক্ষণা যামা রাত্র্যহাঃ সসিতাসিতাঃ।
পক্ষা মাসা ঋতুর্মার্গে সমা যুগযুগান্তরঃ॥ ৮২
কল্পান্তাশ্চ মহাকল্পাঃ পদ্মে চৈবং সমালিখেৎ।
প্রথমে মণ্ডলে দেবং শিবং বিদ্যেশসংযুতম্।
গণনায়কসংযুক্তং দ্বিতীয়াবরণে যজেৎ॥ ৮৩
সগ্রহং ভাস্করং প্রাচ্যামৈশান্যান্তু পিনাকিনম্।
সৌম্যাস্যং কেশবং রক্ষে পশ্চিমস্যাং পিতামহম্॥ ৮৪
তৃতীয়ে মণ্ডলারণ্যে মেদিন্যামুপকল্পিতে।
নানারত্নাকরাকীর্ণে ভূয়ো দেবান্ সমালিখেৎ॥ ৮৫
পুরোহিতো যথাস্থানং নাগান্ যক্ষান্ পিতৄন্ সুরান্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব মুনীন্ সিদ্ধান্ নিধাপয়েৎ॥ ৮৬
গ্রহাশ্চ গ্রহনক্ষত্রৈঃ সরুদ্রাশ্চৈব মাতরঃ।
স্কন্দং বিষ্ণুং বিশাখঞ্চ লোকপালান্ সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ৮৭
বর্ণৈর্বিবিধৈঃ কৃত্বা কৃত্যৈর্গন্ধগণান্বিতৈঃ।
যথা সম্পূজয়েদ্বিদ্বান্ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ॥ ৮৮
ভক্ষ্যৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ ফলমূলামিষৈস্তথা।
পানৈস্তু বিবিধৈর্হৃদ্যৈঃ সুরাক্ষীরাসবাদিভিঃ॥ ৮৯
বিশেষাদ্বিহিতা পূজা গ্রহযজ্ঞে ময়া পুরা।
মাতরাণাং সুরাণাঞ্চ সাপ্যত্রৈবোপকল্প্যতে॥ ৯০
পিশাচদানবান্ রক্ষান্ মাৎসমদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
অভ্যঞ্জনাঞ্জনতিলৈর্মাংসেন পিতরস্তথা॥ ৯১

স্বর্লোক। কর্ণিকাতে মহেশ্বর, মাতৃগণ, গ্রহগণ, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, সূর্য্য, বসু, মুনি, লোকপাল, রুদ্র, প্রজাপতি, লব, কাষ্ঠা, ক্ষণ, প্রহর, রাত্রি, দিন, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর, যুগ, যুগান্তর, কল্পান্ত, এবং মহাকল্প এই সমস্ত পদ্মে লেখনীয়। প্রথম মণ্ডলে বিদ্যেশ্বর-সমন্বিত শিব, দ্বিতীয় মণ্ডলে গণেশ-সমন্বিত শিব পূজনীয়। ৮০-৮৩

পূর্ব্বদিকে গ্রহগণ ও ভাস্কর, ঈশান কোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে কেশব এবং পশ্চিমদিকে ব্রহ্মা পূজনীয়। ৮৪

পুরোহিত তৃতীয় মণ্ডলে যথাস্থানে নাগ, যক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মুনি, সিদ্ধ এবং পিতৃগণ স্থাপন করিবেন। ৮৬

গ্রহ, নক্ষত্র, রুদ্র, মাতৃগণ, স্কন্দ, বিষ্ণু, বিশাখ, লোকপাল ও সুরাঙ্গনাগণের মূর্ত্তি বিবিধ বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করিয়া গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, বিবিধ ভক্ষ্য, ফল-মূল, আমিষ, সুরা-দুগ্ধাসবাদি নানাবিধ পানীয় দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবে। ৮৭-৮৯

দেবগণের ও মাতৃগণের বিশেষ পূজাবিধি গ্রহযজ্ঞ প্রকরণে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানেও তাহাই জানিবে। ৯০

পিশাচ, দানব এবং রাক্ষসগণের পূজা মদ্য-মাংস দ্বারা করিবে। আর অভ্যঞ্জন, অঞ্জন, তিল ও মাংস দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবে। ৯১

মুনয়ঃ সামযজুর্ভিঃ ঋগ্গন্ধৈর্ধূপমাল্যকৈঃ।
ত্রিমধুরেণ চ নাগানশেষৈর্বর্ণকৈস্তথা ॥ ৯২
ধূপাদ্যাহুতিদানৈশ্চ দেবান্ রত্নদক্ষিণৈঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ সুমনৈস্তথা ॥ ৯৩
শেষাস্তু সার্ব্ববর্ণিকে বলিগন্ধৈশ্চ পূজয়েৎ।
প্রতিসরাণি পতাকাংশ্চ বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৯৪
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রদেয়ানি সযজ্ঞোপবীতানি চ।
দক্ষিণে পশ্চিমে চৈব বায়ব্যাং মণ্ডলস্য বা ॥ ৯৫
গ্রহযজ্ঞবিধানেন হোমং মাতৃমখোদিতম্।
কৃত্বা দ্রব্যৈরিমৈর্বৎস যথোক্তৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ ॥ ৯৬
লাজাক্ষতঘৃতং ক্ষৌদ্রং দধি ক্ষীরং সরীসৃপাঃ।
সিদ্ধার্থাঃ সুমনোগন্ধধূপাশ্চ সসিতোৎকটাঃ ॥ ৯৭
গোরোচনা তিলা দর্ভাঃ স্বর্ত্তুজানি ফলানি চ।
ঘৃতপায়সপূর্ণাংশ্চ শরাবান্ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯৮
পশ্চিমায়াস্তু বেদ্যায়াং পূজেয়ং স্নানকীভবেৎ।
কলসান্ সুদৃঢ়ান্ কুর্য্যাল্লক্ষণেন বদামি তে ৯৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পুষ্পাভিষেকচিন্তা
নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদ পাঠ; গন্ধ ধূপ ও মাল্য দ্বারা মুনিপূজা করিবে। দুগ্ধ, শর্করা ও মধু এই ত্রিমধুর দ্রব্য দ্বারা নাগপূজা কর্ত্তব্য। ৯২

ধূপাদিদান এবং হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে। দেবপূজাশেষে রত্ন দক্ষিণা দিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য দ্বারা গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণের পূজা কর্ত্তব্য। ৯৩

অপর সকলের পূজা সর্ব্ব-বর্ণেই গন্ধ ও বলি দ্বারা করিবে। প্রতিসর, পতাকা, বস্ত্র, আভরণ এবং যজ্ঞোপবীত সকলকেই প্রদেয়। মণ্ডলের দক্ষিণে, পশ্চিমে বা বায়ুকোণে গ্রহ-যজ্ঞ-বিধানানুসারে মাতৃ-যজ্ঞোক্ত হোম কর্ত্তব্য। ৯৪-৯৬

লাজ, অক্ষত, ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ, শ্বেতসর্ষপ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, শর্করা, গোরোচনা, তিল, কুশ ও আর্ত্তব ফল এই সকল সুলক্ষণ হোম-দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া ঘৃতপায়সপূর্ণ শরাব ক্ষেপণ করিতে হয়। ৯৭-৯৮

পশ্চিম বেদীতে যে পূজা, তাহা স্নানের সাক্ষাৎ উপযোগী। তথায় সুদৃঢ় কলস-স্থাপনাদি করিতে হয়, লক্ষণানুসারে তাহা বলিতেছি। ৯৯

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

উৎপত্তিং লক্ষণমানং কথয়ামি মহামুনে।
বাধকঃ কলসশ্চৈব[১] যেন লোকে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১
অমৃতে মথ্যমানে তু সর্ব্বদেবৈঃ সদানবৈঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ২
উৎপন্নমমৃতং তত্র মহাবীর্য্য-পরাক্রমম্।
তস্যায়ং ধারণার্থায় কলসং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩
কলাং কলাং গৃহীত্বা বৈ দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসস্তেন উচ্যতে ॥ ৪
কলসস্য মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াস্তু মহেশ্বরঃ।
মূলে তু সংস্থিতো বিষ্ণু র্মধ্যে মাতৃগণাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫
শেষাস্তু দেবতাঃ সর্ব্বা বেষ্টয়ন্তি চতুর্দ্দিশম্।
কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সপ্ত সপ্ত দ্বীপাস্তু সংশ্রিতাঃ ॥ ৬
নক্ষত্রাণি গ্রহাঃ সর্ব্বে তথৈব কুলপর্ব্বতাঃ।
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেব চ ॥ ৭
রোহিতা মাল্যবন্তশ্চ সূর্য্যকান্তিশ্চ পর্ব্বতাঃ।
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুঃ সুভগা যমুনা নদী ॥ ৮
ঐরাবতী শতদ্রুদা তথা বৈতরণী নদী।
গোদাবরী নর্ম্মদা চ মহী নাম মহানদী ॥ ৯
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঞ্চ একহংসং পৃথুদকম্।
অশ্বমেধং পুণ্ডরীকং গঙ্গাসাগরমেব চ ॥ ১০
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি কলসে নিবসন্তি তে।
গ্রহশান্তিশ্চ পুষ্টিশ্চ প্রীতিগায়ত্রীরেব চ ॥ ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামুনে! কলসের উৎপত্তি, লক্ষণ এবং পরিমাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ধারণশীল কলস যে কারণে হয়, তাহাও বলিতেছি। ১

সকল দেবতারা দানবগণসমভিব্যাহারে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া এবং বাসুকিকে নেত্ররজ্জু করিয়া, অমৃত মন্থন করেন। ২

তাহাতে মহাবীর্য্য পরাক্রম-হেতু অমৃত উৎপন্ন হয়। অমৃত-ধারণের জন্যই কলসের উৎপত্তি হইয়াছিল। ৩

বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলা কলা (অংশ অংশ) গ্রহণ করিয়া, ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া, দেবতারা ইহার নাম রাখিয়াছেন কলস। ৪

কলসের মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় মহেশ্বর, মূলে বিষ্ণু এবং মধ্যে মাতৃগণ অবস্থিত। ৫

অবশিষ্ট সকল দেবতা কলসের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকেন। কলস-গর্ভে সপ্তসাগর এবং সপ্তদ্বীপ অবস্থিত। ৬

গ্রহ, নক্ষত্র, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, রোহিত, মাল্যবান্ এবং সূর্য্য-

---

১। ধারণাঃ কলসাশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্।

ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদস্তথৈব চ ।
অথর্ব্ববেদসহিতাঃ সর্ব্বে কলসসংস্থিতাঃ ॥ ১২
নবৈব কলসাঃ পুণ্যাঃ শম্ভুমূর্ত্তিসমুদ্ভবাঃ ।
গোভ্যোপগোভ্যো[১] মরুতঃ সুমহাংশ্চ তথাপরঃ ॥ ১৩
মনোহরঃ খল্বভদ্রঃ পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
বিরজস্তনুদূষশ্চ[২] ষষ্ঠসপ্তমকাবুভৌ ॥ ১৪
অষ্টমস্ত্বিন্দ্রিয়োপেতো নবমো বিজয়ঃ স্মৃতঃ ।
নবৈব কলসাঃ খ্যাতা অধিদেবান্ নিবোধত ॥ ১৫
শৃণু বৎস যথা তেষাং দিশাং ন্যাসো ব্যবস্থিতঃ ।
নবমো যঃ সমাখ্যাতো বিজয়ো নাম নামতঃ ।
শিবস্তত্র স্থিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ১৬
স তু পঞ্চমুখঃ খ্যাতো লোকে সর্ব্বার্থসাধকঃ ।
পঞ্চব্রহ্মাত্মকো যস্মাৎ তেন পঞ্চমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
পশ্চিমে তু মুখে সদ্যো বামদেবস্তথোত্তরে ।
পূর্ব্বে তৎপুরুষং বিন্দ্যাদঘোরঞ্চাপি দক্ষিণে ॥ ১৮
ঈশানঃ পঞ্চমো মধ্যে সর্ব্বেষামুপরি স্থিতঃ ।
এতে পঞ্চমুখা বৎস পাপঘ্না গ্রহনাশনাঃ ॥ ১৯

কান্ত এই সব কুলপর্ব্বত *, গঙ্গা,সরস্বতী, সিন্ধু, সুভাগা, যমুনা, ঐরাবতী, শতদ্রুদা, বৈতরণী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, মহী এই সকল নদী ; আর কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, একহংস, পৃথূদক, অশ্বমেধ, পুণ্ডরীক ও গঙ্গাসাগর ইত্যাদি যে সকল তীর্থ পৃথিবীতে বর্ত্তমান, তৎসমস্তই কলসে অবস্থিত। গ্রহ, শান্তি, পুষ্টি, প্রীতি, গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ সমস্তই কলসে অবস্থিত। ৭-১২

নব কলসই শিবমূর্ত্তিসম্ভূত এবং পবিত্র। গোভ্য, অপগোভ্য, মরুত, সুমহান্ ভদ্র, বিরজ, তনুদূষ, ইন্দ্রিয়োপেত এবং বিজয় নয়টী কলসের এই নয়টী নাম। ১৩-১৫

ইহাদিগের অধিদেবতা এবং যে ভাবে দিকে দিকে এই সব কলস স্থাপন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। বিজয়নামক নবম কলসের অধিদেবতা সর্ব্বপাপহারী সাক্ষাৎ শিব। ১৬

শিব পঞ্চানন বলিয়া জগতে বিখ্যাত; পঞ্চব্রহ্মাত্মক বলিয়া তিনি পঞ্চানন। ১৭

পশ্চিমে সদ্যোজাত, উত্তরে বামদেব, পূর্ব্বে তৎপুরুষ, দক্ষিণে অঘোর এবং মধ্যে সর্ব্বোপরি ঈশান অবস্থিত। হে বৎস! এই পাপনাশক, পঞ্চমুখ, গ্রহদোষের নিবারক। ১৮-১৯

১। গোভ্যোঽপগোভ্যঃ ইতি পাঠান্তরম্।
* কুলপর্ব্বতের নামভেদমাত্র জানিবে।
২। স্তুলত্বষ্টশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

সদ্যোজাতং ভবেচ্ছুক্লং বামদেবস্তু পীতকম্‌।
রক্তস্তৎপুরুষো জ্ঞেয়ো ঘোরঃ কৃষ্ণশ্চ এব চ ॥ ২০
ঈশানঃ পশ্চিমস্তেষাং সর্ব্ববর্ণসমন্বিতঃ।
কামদঃ কামরূপী স্যাজ্‌জ্ঞানাধারঃ শিবাত্মকঃ॥ ২১
ক্ষিতীন্দ্রো জ্যেষ্ঠকলসো দ্বিতীয়ো জলসম্ভবঃ।
তৃতীয়ঃ পবনশ্চৈব চতুর্থস্তু হুতাশনঃ ॥ ২২
পঞ্চমো যজমানস্তু ষষ্ঠিশ্চাকাশসম্ভবঃ।
সোমস্তু সপ্তমঃ প্রোক্ত আদিত্যশ্চ তথাষ্টমঃ ॥ ২৩
এতে চোৎপাদিতা দেব্যা শিবেনাধিষ্ঠিতাঃ পুরা।
ইন্দ্রস্য মূর্ত্তয়শ্চাষ্টৌ সূর্য্যাস্তাস্তনবঃ শিবঃ ॥ ২৪
ক্ষিতীন্দ্রঃ পূর্ব্বতো ন্যাস্যঃ পশ্চিমে জলসম্ভবঃ।
বায়ব্যে বায়বো ন্যাস্যঃ অগ্নয়ে অগ্নিসম্ভবঃ।
নৈঋর্তে যজমানস্তু ঐশান্যাকাশসম্ভবঃ॥ ২৫
সৌম্যমুত্তরতো যোজ্যং সৌরং দক্ষিণতো ন্যসেৎ।
ন্যস্যৈব কলসানাস্তু পূর্ব্বরূপং বিচিন্তয়েৎ॥ ২৬
কলসানাং মুখে ব্রহ্মা গ্রীবায়াং বিষ্ণুরেব হি ॥ ২৭
মধ্যে মাতৃগণাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রা দেবাশ্চ পন্নগাঃ।
কুক্ষৌ তু সাগরাস্তেষাং সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥ ২৮
শ্রিয়া চৈব তথোমা চ (১) গন্ধর্ব্বা ঋষয়স্তথা।
পঞ্চভূতাস্তথাধারা-স্তেষামধরতঃ স্থিতাঃ ॥ ২৯

সদ্যোজাত শুক্লবর্ণ, বামদেব, পীতবর্ণ, তৎপুরুষ রক্তবর্ণ, অঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বশেষোক্ত ঈশান সর্ব্ববর্ণাত্মক। কামরূপী জ্ঞানাধার শিব কামপ্রদ। ২০-২১

প্রথম কলসের অধিদেবতা পৃথিবী, দ্বিতীয় কলসের অধিদেবতা জল, তৃতীয় কলসের অধিদেবতা পবন, চতুর্থ কলসের অধিদেবতা অগ্নি, পঞ্চম কলসের অধিদেবতা যজমান, ষষ্ঠ কলসের অধিদেবতা আকাশ, সপ্তম কলসের অধিদেবতা চন্দ্র এবং অষ্টম কলসের অধিদেবতা সূর্য্য। ২২-২৩

ইন্দ্রের এই অষ্টমূর্ত্তি দেবী উৎপাদন করেন এবং শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই অষ্ট মূর্ত্তি শিবের হইয়াছে। ২৪

প্রথম কলস পূর্ব্বদিকে স্থাপনীয়, দ্বিতীয় কলস পশ্চিমদিকে, তৃতীয় কলস বায়ুকোণে, চতুর্থ কলস অগ্নিকোণে, পঞ্চম কলস নৈঋর্তকোণে, ষষ্ঠ কলস ঈশানকোণে, সপ্তম কলস উত্তরদিকে এবং অষ্টম কলস দক্ষিণদিকে স্থাপনীয়, এইরূপে কলস স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বরূপ চিন্তা করিবে। ২৫-২৬

কলসের মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় বিষ্ণু *, মধ্যে মাতৃগণ, ইন্দ্রাদি-দেবগণ ও নাগগণও কলসে অবস্থিত। কলসগর্ভে সমুদ্র, সপ্তদ্বীপা মেদিনী, লক্ষ্মী, উমা গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণও আধারস্বরূপ পঞ্চভূত কুম্ভ-নিম্নে অবস্থিত। ২৭-২৯

---

(১) তথা মাতৃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

* পূর্ব্বে লিখিত আছে, গ্রীবায় মহেশ্বর, হরিহরের অভেদ বলিয়া এই বচনবিরোধ পরিহরণীয়। অথবা লিপিকর প্রমাদে পাঠ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পূর্ণাঃ পূতেন তোয়েন সিদ্ধাস্তেকান্ততোজ্জ্বলাঃ।
সরিৎসরঃসখাতেন তড়াগেন জলেন বা ॥ ৩০
বাপীকূপৌ চ দিব্যেন সামুদ্রেণ সুখাবহা।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যাঃ সর্ব্বকিল্বিষনাশকাঃ ॥ ৩১
অভিষেকে সদা গ্রাহ্যাঃ কলসা ঈদৃশাঃ শুভাঃ।
যাত্রাবিবাহকালে বা প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৩২
যোজনীয়া বিশেষেণ সর্ব্বকামপ্রসাধকাঃ।
মৃতাপত্যা তু যা নারী যা চ বন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৩
মৃঢ়গর্ভা অগর্ভা চ দুর্ভগা ব্যাধিপীড়িতা।
এতাসান্তু সদা কার্য্যং স্নাপনং পুণ্যমণ্ডলে ॥ ৩৪
সর্ব্বরত্নৌষধীগন্ধ-ফলপুষ্পসমন্বিতাঃ।
গ্রহদোষে প্রয়োক্তব্যাঃ কল্যাণে মঙ্গলে তথা ॥ ৩৫
গ্রহান্ ধারয়তে যস্মান্মাতরা বিবিধাস্তথা।
দুরিতাংশ্চ মহাঘোরাংস্তেন তে ধারকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬
একৈকান্তু কলাং মূর্ত্তৌ ক্ষিত্যাদীনাং যথাক্রমম্।
সংহৃত্য সংস্থিতা যস্মাৎ তেন তে কলসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭
হৈমরাজততাম্রা বা মৃন্ময়া লক্ষণান্বিতাঃ।
পঞ্চমাঙ্গুলবৈপুল্য-মুৎসেধঃ ষোড়শাঙ্গুলান্ ॥ ৩৮
কলসানাং প্রমাণন্তু মুখমষ্টাঙ্গুলং ভবেৎ ॥ ৩৯
অষ্টমূর্ত্তিস্থিতো যোঽসৌ স শিবঃ পদ্মসংস্থিতঃ।
মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ গণাস্তস্য কর্ণিকায়াং শিবঃ স্থিতঃ ॥ ৪০

নদী, সরোবর, তড়াগ, বাপী, কূপ বা সমুদ্রের পবিত্র-তোয়-পূর্ণ সুখাবহ প্রসিদ্ধ কলস মণ্ডলের পার্শ্বে উজ্জ্বলরূপে অবস্থিত। ৩০

এই নব-কলস সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য, সর্বপাপনাশক অভিষেকে সতত গ্রাহ্য। যাত্রাকালে, বিবাহকালে, প্রতিষ্ঠায় ও যজ্ঞে সর্ব্বাভীষ্ট সাধক এই নব-কলস স্থাপনীয়। ৩১-৩২

মৃতাপত্যা, বন্ধ্যা, মৃঢ়গর্ভা, অগর্ভা, দুর্ভগা এবং রোগার্ত্ত রমণীদিগকে পুণ্যমণ্ডলে স্নান করাইবে। ৩৩-৩৪

গ্রহদোষ-শান্তি, কল্যাণ কর্ম ও মঙ্গলার্থ স্নানে, সর্ব-রত্ন সর্বৌষধি-গন্ধ-পুষ্পফলসমন্বিত কলস স্থাপন কর্ত্তব্য। ৩৫

গ্রহ ও মাতৃগণকে ধারণ করেন এবং মহাঘোর দুরিত দূর করেন বলিয়া কলসগণ ধারক নামে অভিহিত। ৩৬

পৃথিব্যাদির এক এক কলা গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া ইহাদের নাম কলস। ৩৭

কলস স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় হইবে, সুলক্ষণযুক্ত হইবে, স্থূলতায় পঞ্চাঙ্গুল, উচ্চতায় ষোড়শ আঙ্গুল কলসপ্রমাণ হইবে, আর কলসমুখ অষ্টাঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। ৩৮-৩৯

অষ্টমূর্ত্তি শিবই পদ্মে অবস্থিত। অষ্টমূর্ত্তি, শিবপ্রমথগণ এবং শিব কর্ণিকাতে অবস্থিত। ৪০

যে গণাস্তে দলা নাগে যে নাগা কলসাশ্চ তে।
কলসাশ্চ গ্রহাঃ প্রোক্তা লোকপালা দিশশ্চ তে। ৪১
এতৈঃ সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমাব্রহ্মভবনং জগৎ।
দুরাধর্ষৈর্মহাসত্ত্বৈঃ সর্ব্বপাপবিশোধকৈঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে কলসোৎপত্তিনিবেশাধি-
দেবলক্ষণকীর্ত্তনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

প্রমথগণই পদ্মদল, পদ্মদল নাগসমীপস্থ, নাগগণই কলস। কলসগণই গ্রহ, লোকপাল ও দিক্‌সমূহ। ৪১

ঐ সকল অসীম শক্তিশালী সর্বপাপনাশক অলঙ্ঘনীয় গ্রহাদি কর্তৃকই এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৪২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

রত্নানি বীজপুষ্পাণি ফলানি কলসে ক্ষিপেৎ।
পুষ্পমাল্যাশ্চ বস্ত্রান্তে সিতচন্দনচর্চ্চিতাঃ॥ ১
বজ্রমৌক্তিকবৈদূর্য্য-মহাপদ্মেন্দ্রস্ফাটিকৈঃ।
সর্ব্বধাতুফলবিল্ব-নারঙ্গোডুম্বরৈস্তথা॥ ২
বীজপূরকজম্বীর-আম্র-আম্রাতদাড়িমৈঃ।
যবশালিনীবরৈশ্চ গোধূমসিতসর্ষপৈঃ॥ ৩
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-মদরোচনচন্দনম্।
মাংসেলাকুষ্ঠকর্পূ'র-পত্রচণ্ডাম্বরাঞ্জনম্॥ ৪
জাতীপত্রকণাগন্ধ-পৃক্কাগৌরীসপর্ণকম্।
বচারাত্রিসমঞ্জিষ্ঠা তুরুষ্কং মঙ্গলাষ্টকম্॥ ৫
দূর্ব্বা মোহনিভৃঙ্গাঙ্ক-শতমূলী শতাবরী।
বলা নাগবলা দেবী সহদেবা গজাহ্বরা॥ ৬
পূর্ণকোশা শিতা পাঠা গুঞ্জা সুরসিকা নতম্।
ধ্যামকং গজদন্তস্তু শতপুষ্পা পুনর্নবা॥ ৭
ব্রাহ্মী দেবী শিবা রুদ্রা সর্ব্বগন্ধানি কাঞ্চনম্।
সমাহৃত্য শুভান্যেতান্ কলসে সুনিধাপয়েৎ॥ ৮
কল্যাণং বিজয়ং ধূপৌ চন্দ্রোদয়সমঙ্গলম্।
সর্ব্বরত্নমলঙ্কারং পট্টং কার্য্যং দ্বিহস্তকম্॥ ৯
হস্তবিস্তার উচ্ছ্রায় দশাঙ্গুল্যাঃ সুশোভনম্।
স্নানাখ্যং সার্দ্ধহস্তস্তু পট্টং বৃত্তাসনান্বিতম্।
শয্যাখ্যং দ্বিগুণং দৈর্ঘ্যাদ্ধনুর্মানং সপীঠকম্॥ ১০

ব্রহ্মা কহিলেন,—কলসমধ্যে নানারত্ন, বীজ, পুষ্প, ও নানাফল নিক্ষেপ করিবে। বস্ত্রমধ্যে শুক্লচন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্য ও বজ্র, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মহাপদ্ম ও স্ফটিক প্রভৃতি নানারত্ন, বিবিধ ধাতু, বিল্ব, উড়ুম্বর, গুবাক, জম্বু, আম্র, দাড়িম প্রভৃতি ফল, যব, শালি, নীবার, গোধূম, সিতসর্ষপ প্রভৃতি শস্য এবং কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মদ, রোচন, চন্দন, মাংস, কুষ্ঠ, কর্পরপত্র, তিন্তিড়ী, অম্বরি, অঞ্জন, জাতীপত্র গোরোচনা, বচা, মঞ্জিষ্ঠালতা, তুরস্ক, দূর্ব্বা, মোহিনী, শতমূলী, শতাবরী, বলা, নাগ বলা, সহদেবা, পাঠা, গুঞ্জা, সুরসিকা, ধ্যামক, গজদন্ত, শতপুষ্পা, পুনর্ন'বা, ব্রাহ্মী, শিবা, রুদ্রা এবং সর্ব্ববিধ গন্ধদ্রব্য ও কাঞ্চন সমুদয় মাঙ্গলিক বস্তু মিশ্রণ করিয়া কলসমধ্যে রাখিবে। ১-৮

কর্পূ'রাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে সুবাসিত কল্যাণ ও বিজয়সংজ্ঞক ধূপদ্বয় প্রজ্জ্বালিত করিবে। সর্ব্বরত্নালঙ্কার এবং উর্দ্ধে একহাত ও দৈর্ঘ্যে দুই হাত একখানি পট্টবস্ত্র পরিধানের জন্য করিবে। একখানি সার্দ্ধৈকহস্তপরিমিত স্নানবস্ত্র, একখানি গোলাকৃতি ও আসনাস্তরণ এবং ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে একখানি শয্যাবস্ত্র করিবে এবং পরিমাণে এক ধনু একটী সিংহাসন করিবে। ৯-১০

গজাঃ সিংহকৃতাটোপং হেমরত্নবিভূষিতম্।
সিংহাখ্যং সার্দ্ধবিস্তারা কুণ্ডাসনমথাপি বা॥ ১১
সমপাদং গ্রহাখ্যং বা হেমপত্রবিভূষিতম্।
বজ্রেন্দ্রনীলরুদ্রাখ্যং মহার্ঘমণিচর্চ্চিতম্॥ ১২
চতুষ্পাদোঽথ বা কার্য্য-স্ত্রিমণ্ডলসমোঽপি বা।
ব্যাঘ্রচিত্রকপট্টে বা উপধানানি কারয়েৎ॥ ১৩
অন্যৈর্বা বক্ষিতৈশ্চর্ম্মে র্মৃদুতুলকপূরিতাম্।
শয্যা দৈর্ঘ্যার্দ্ধবিস্তীর্ণা চতুর্হস্তা সুলক্ষণা॥ ১৪
বিতস্তাধিকমিচ্ছন্তি নৃপেশগুরুবিদ্যয়া।
পদ্মপাদাশ্বপাদা বা গজসিংহপদাথ বা॥ ১৫
দন্তিদন্তবিচিত্রা বা হেমরত্নবিভূষিতা।
শুভপট্টোর্ণবাধাসা করিণ্যা হস্তমুচ্ছ্রিতাঃ॥ ১৬
কিন্নরাদ্যাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বশোভাসমন্বিতাঃ।
শুভবন্ধসমোপেতাঃ সকুম্ভা অথ সগ্রহাঃ॥ ১৭
শিবোপলসমং মানং কার্য্যং বৈ শিববারণম্।
পদ্মস্বস্তিকসজ্ঘট্ট-উৎপলং বিহগান্বিতম্॥ ১৮
পত্রবল্লীকৃতাপীড়ং হেমদন্তসুসঙ্কিতম্।
বজ্রপদ্মমহাপদ্ম-রাগবৈদূর্য্যভূষিতম্॥ ১৯
গজকুম্ভসমাকার-মর্দ্ধচন্দ্রাকৃতাপি বা।
সহস্রকন্দরীমানং সপ্তমঞ্চ শতৈঃ পি বা॥ ২০
নৃপেশসর্ব্বলোকানাং ত্রিশতং দ্বিশতং পি বা।
*ণী শয্যাসমা কার্য্যা মৃদুকৌষ্ঠকপূরকৈঃ॥ ২১

উহা নানা রত্নে ভূষিত এবং তাহাতে রত্নময় সিংহের ও গজের আকৃতি থাকিবে। সুবর্ণের পাত্রে আবৃত থাকিবে। বজ্র, ইন্দ্রনীল, রুদ্র প্রভৃতি মহামূল্য মণিতে অলঙ্কৃত থাকিবে। ১১-১২

উহার চারিটি পাদ (অর্থাৎ পায়া) কিংবা মণ্ডলাকৃতি তিনটি পাদ থাকিবে। তাহাতে ব্যাঘ্রাকৃতি উপাধান থাকিবে এবং চতুর্দিকে চারিহস্ত একটি সুলক্ষণা শয্যা রচনা করিবে। ১৩-১৪

উহার পাদ (অর্থাৎ পায়া) পদ্মাকৃতি কিংবা গজাকৃতি বা সিংহাকৃতি হইবে এবং গজদন্তে নির্ম্মিত সেই পাদ সকল কাঞ্চনাদিতে বিভূষিত থাকিবে। ১৫-১৬

চতুষ্পার্শ্বে কিন্নরাদির সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। সম্মুখে পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভসমুদয় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা পাদসমূহে নিবদ্ধ রাখিবে। ১৭

উপরিভাগে শুভ্র প্রস্তরের সমানবর্ণ চন্দ্রাতপ নিবদ্ধ থাকিবে। তাহাতে পদ্ম, স্বস্তিক, উৎপল, পক্ষী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিতে কারুকার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় থাকিবে এবং লতা, পত্র ও সুবর্ণ-দন্তাদি দ্বারা তাহা সুশোভিত থাকিবে এবং উহার চতুর্দ্দিকে বজ্র পদ্ম, মহাপদ্মরাগ, বৈদূর্য্য প্রভৃতি রত্নরাশি লম্বমান থাকিবে। ১৮-১৯

রাজা সেই সিংহাসনের সম্মুখে অন্যান্য রাজা ও সাধারণের জন্য হস্তিকুম্ভাকৃতি বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সহস্র বা সপ্তশত কিংবা ত্রিশত বা দ্বিশত শয্যা রচনা

উপাধানং বিচিত্রন্তু কনকং মৃদু বর্ত্তুলম্ ।
বৃত্তাশৃঙ্গাটকাকারান্ শ্রবণাখ্যাথ গণ্ডুকান্ ॥ ২২
যানশয্যাকৃতি কার্য্যং বৃত্তপাদং সুশোভনম্ ।
বিতস্তিরুচ্ছ্রিতা কার্য্যা শিবপাদাক্ষভিত্তিকা ॥ ২৩
এবং সমস্তং প্রত্যগ্রং কৃত্বা শয্যাসনাদিকম্ ।
বস্ত্রালঙ্কারশোভাঢ্য-মভিষেকং সমারভেৎ ॥ ২৪
ততো ধূপস্য বৈশ্যচর্ম্ম রোহিতমক্ষতম্ ।
সিংহস্যাথ তৃতীয়স্য ব্যাঘ্রস্য চ ততঃ পরম্ ॥ ২৫
চত্বারি তানি চর্ম্মাণি তস্যাথেদ্যা অপস্তরেৎ ।
শুভে মুহূর্ত্তে সংপ্রাপ্তে পুষ্যযুক্তে নিশাকরে ॥ ২৬
হেমং বা রাজতং তাম্রং ক্ষীরবৃক্ষময়ং পি বা ।
ভদ্রাসনং প্রকর্ত্তব্যং সার্দ্ধহস্তসমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২৭
সপাদহস্তমানন্তু রাজ্ঞামণ্ডলিকান্তরা ।
সুসংহৃষ্টমনা রাজা হৈমন্তে দীপ সংবিশেৎ ॥ ২৮
দৈবজ্ঞামাত্য কঞ্চুকি-বন্দিপৌরসুহৃদ্‌বৃতঃ ।
দ্বিজবেদধ্বনিগীত-পটুবাদ্যরবান্বিতঃ ॥ ২৯
মৃদঙ্গশঙ্খতূর্য্যৈশ্চ শুভশব্দৈর্হতাশুভম্ ॥
অহতক্ষৌমনিবসং নৃপং কম্বলছাদিতম্ ॥ ৩০
কলসৈর্বলিপুষ্পাঢ্যৈঃ সর্পিঃপূর্ণৈশ্চ স্নাপয়েৎ ।
অষ্ট-ষোড়শ-বিংশাষ্ট-শতমষ্টাধিকং পি বা
কলসানাং সমাখ্যাত-মধিকানামুত্তরোত্তরম্ ॥ ৩১
কল্যাণৈর্ন্তু মন্ত্রেণ মঙ্গলেন জয়েন বা ।
দেবীশম্ভুভবেনাথ স্নাপ্যাজ্যেন অথাপি বা ॥ ৩২

করিয়া সেই সকল শয্যায় কোমল, বর্ত্তুল ও সুবর্ণপ্রভ বিচিত্র উপাধান সকল রাখিবেন এবং সেই সভার আকারটী সুগোল গিরিশৃঙ্গের মত শোভমান হইবে। ২০-২১

শয্যাসমুদয় বিতস্তিপরিমাণে উচ্চ থাকিবে এবং শয্যাধারসমুদায়ে চরণ সকল সুগোল ও সুশোভন হইবে। ২২

এইরূপ সমস্ত নূতন শয্যা ও আসনাদি বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত রাখিয়া অভিষেককার্য্য আরম্ভ করিবেন। ২৩-২৪

প্রথমে অভিষেকস্থলে বৈশ্যচর্ম্ম, রোহিতচর্ম্ম, সিংহচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম যথাক্রমে চারিখানি চর্ম্ম পাতিয়া আসনকল্পনা করিবেন। ২৫

হেমন্ত ঋতুতে চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থানকালে শুভ-মুহূর্ত্তে রাজা আনন্দিত চিত্তে মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ, স্তুতিপাঠক, দেহরক্ষক ও অন্যান্য পুরবাসী সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া সুবর্ণে কিংবা রৌপ্যে অথবা তাম্রে বা ক্ষীরবৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত সার্দ্ধেক-হস্ত পরিমাণে উচ্চ ও সপাদ একহস্ত পরিমিত ভদ্রাসনোপরি পূর্ব্বোক্তচর্ম্মে উপবেশন করিবেন। ২৬-২৮

তখন ব্রাহ্মণেরা মৃদুস্বরে বেদগান করিবেন, মৃদঙ্গ-শঙ্খ-তূর্য্যাদি বাদ্যের সুন্দর ধ্বনি হইতে থাকিবে এবং রাজাকে ক্ষৌমবসন পরাইয়া কম্বলে আচ্ছাদিত করিবে এবং সুগন্ধি পুষ্পে সুবাসিত ঘৃতপূর্ণ কলস দ্বারা রাজাকে স্নান

আজ্যং তেজঃ সমুদ্দিষ্টমাজ্যং পাপহরং পরম্ ।
আজ্যং সুরাণামাহার আজ্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৩
ভৌমান্তরীক্ষদিব্যং বা যা তু কল্মষমাগতম্ ।
সর্ব্বং তদাজ্যসংস্পর্শাৎ প্রণাশমুপগচ্ছতি ॥ ৩৪
কম্বলমপনীয় ততঃ পুষ্পস্নানার্থ-পুষ্পিতৈঃ ।
কলসৈঃ স্নাপয়েদ্রাজন্নাচার্য্যোঽননেন মন্ত্রেণ ॥ ৩৫
সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্‌গণাঃ ॥ ৩৬
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ ভিষগ্বরৌ ।
অদিতির্দ্দেবমাতা চ স্বাহা সিদ্ধিঃ সরস্বতী ॥ ৩৭
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্দ্ধ্যুতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহূস্তথা ।
দিতিশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ ৩৮
দেবপত্ন্যশ্চ তা নোক্তা দেবমাতর এব চ ।
সর্ব্বাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩৯
নক্ষত্রাণি মুহূর্ত্তাশ্চ পক্ষাহোরাত্রিসন্ধয়ঃ ।
সংবৎসরা দিনেশাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাঃ ক্ষণা লবাঃ ।
সর্ব্বে ত্বামভিষিঞ্চন্তু কালস্যাবয়বাঃ শুভাঃ ॥ ৪০
বৈমানিকাঃ সুরগণাঃ সানবঃ সাগরৈঃ সহ ।
সরিতশ্চ মহাভাগা নাগাঃ কিম্পুরুষাস্তথা ॥ ৪১
বৈখানসা মহাভাগা দ্বিজা বৈহায়সাশ্চ যে ।
সপ্তর্ষয়ঃ সদারাশ্চ ধ্রুবস্থানানি যানি চ ॥ ৪২
মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ।
ভৃগুঃ সনৎকুমারশ্চ সনকোঽথ সনন্দকঃ ॥ ৪৩
সনাতনশ্চ দক্ষশ্চ জৈগীষব্যোঽথ নন্দনঃ ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতো জাবালি-কাশ্যপৌ ।
দুরয়ো দুর্ব্বিনীতশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নস্তথা ॥ ৪৪

করাইবে। আটটী কিংবা ষোলটী বা আটাইশটী অথবা একশত আটটী এই কয়টী উত্তরোত্তর অধিক ফলপ্রদ কলসের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। ২৯-৩২

অতঃপর রাজগুরু রাজার গাত্র হইতে কম্বল অপসারিত করিয়া পুষ্পবাসিত জলপূর্ণ কলস দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে। ৩৩-৩৫

হে মহারাজ! দেবগণ ও প্রাচীন সিদ্ধগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতাদের জননী অদিতি ও দেবী স্বাহা, সিদ্ধি, সরস্বতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, শ্রী, সিনীবালী, কুহূ, দিতি, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু এবং অন্যান্য দেবপত্নী ও দেবমাতৃগণ ও অপ্সরোগণ ইহাঁরা সকলেই তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৩৬-৩৯

নক্ষত্রসমুদয়, মুহূর্ত্তনিচয়, পক্ষদ্বয়, দিবস, রাত্রি, সন্ধ্যা, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, লব ও সংবৎসর প্রভৃতি যে কিছু কালের অবয়ব আছে, তাঁহারা সকলে তোমার অভিষেক করুন। ৪০

বিমানাচারী দেবগণ, পর্ব্বত-সানুদেশে, নদীসমুদয়, সপ্তসাগর, মহাভাগ নাগগণ, কিম্পুরুষগণ, মহাভাগ বৈখানসব্রতধারী ও বায়ুভোজী ব্রাহ্মণগণ,

মার্কণ্ডেয়ো দীর্ঘতপা শুনঃশেফো বিদূরথঃ।
ঔর্ব্বঃ সংবর্ত্তকশ্চৈব চ্যবনোঽদ্রিঃ পরাশরঃ ৪৫
দ্বৈপয়ানো যবক্রীতো দেবরাতঃ সহানুজঃ।
এতে চান্যে চ মুনয়ো বেদব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৪৭
সশিষ্যাস্তেঽভিষিঞ্চন্তু সদারাশ্চ তপোধনাঃ।
পর্ব্বতাস্তরবো বন্দ্যাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ৪৮
প্রজাপতির্দিতিশ্চৈব গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ।
বাহনানি চ দিব্যানি সর্ব্বলোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৪৯
অগ্নয়ঃ পিতরস্তারা জীমূতাঃ খং দিশো জলম্।
এতে চান্যে চ বহবঃ পুণ্যৈঃ সঙ্কীর্ত্তনাঃ শুভৈঃ ॥ ৫০
তোয়ৈস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বোৎপাতনিবর্হণৈঃ ॥ ৫১
শরৈর্নারায়ণৈ রৌদ্রৈ ব্র্হ্মশক্রসমুদ্ভবৈঃ।
আপো হি ষ্ঠা হিরণ্যেতি সন্তবেতি তথৈব চ। ৫২
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যৈ-র্বস্ত্রং কার্পাসিকং ধ্রিয়াৎ।
শঙ্খবেণুরবৈস্তূর্য্যৈ-রাচান্তো মঙ্গলৈর্নৃপঃ ॥ ৫৩
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবান্ গুরূন্ বিপ্রান্ ধ্বজায়ুধান্।
ছত্রং বাহ্যং গজানশ্বান্ পরিজপ্তানি ধারয়েৎ ॥ ৫৪
দেবেন বিজয়েনোদ্য অলঙ্কারাণি পার্থিবঃ।
দ্বিতীয়ায়াং ততো বেদ্যাং গত্বাহূয় হুতাশনম্ ॥ ৫৫
দেবানাং বদনং স্থানৈ র্নিমিত্তানি তু লক্ষয়েৎ।
স্বাহা রুদ্রায় চেন্দ্রেঽথ বিষ্ণবে ব্রহ্মণে শিবে ॥ ৫৬
প্রাজাপত্যে কুমারায় বিঘ্নহায় বিনায়কে।
সূর্য্যায় গ্রহরাজায় বরাহায় ত্রিবিক্রমে ॥ ৫৭

সপ্তর্ষিমণ্ডল, বনসমুদয়, ধ্রুবস্থান সকল এবং মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, দক্ষ, জৈগীষব্য, নন্দন, একত, দ্বিত, জাবালি, কাশ্যপ, দুরয়, দুর্বিনীত, কণ্ব, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘতপা, শুনঃশেফ, বিদূরথ, ঔর্ব্ব, সংবর্ত্তক, চ্যবন, অদ্রি, পরাশর, ব্যাস, যবক্রীত, দেবরাত, তদনুজ এই সকল ও অন্যান্য বেদোক্ত ব্রতশীল মুনিগণ এবং সশিষ্য সস্ত্রীক অন্যান্য তপস্বিগণ, পর্ব্বতসমুদয়, বৃক্ষনিচয়, পবিত্র স্থান সকল ইহাঁরা সকলেই তোমাকে অভিষেক করুন। ৪১—৪৮

প্রজাপতি, দিতি, গোসকল, বিশ্বমাতৃগণ, দিব্য বাহনসকল, চরাচর অখিল লোকসমুদয়, অগ্নিগণ, পিতৃগণ, মেঘবৃন্দ, দিক্ সমুদয়, জল, আকাশ ইহাঁরা ও অন্যান্য বহুতর পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ এই সর্ব্বোপদ্রবনিবারক কলস-সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৪৯-৫১

এই প্রকার আরও শুভপ্রদ দিব্য স্নানমন্ত্র সকল ও তদ্ভিন্ন নারায়ণসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, ব্রহ্মসূক্ত ও ইন্দ্রসূক্ত পাঠ করিবে। পরে রাজা স্বয়ং আপো হি ষ্ঠেতি, হিরণ্যেতি, সন্তবেতি, সর্ব্বমঙ্গল্যেতি, মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিবেন। তখন মাঙ্গলিক শঙ্খের, বেণুর ও তূর্য্যের বাদ্য হইতে থাকিবে। ৫২-৫৩

তখন রাজা দেবতা, গুরু, ধ্বজ, আয়ুধ, ছত্র, অশ্ব ও গজের পূজা করিয়া,

মাতৃণাং বরদে মাত্রে চামুণ্ডায়ৈ স্বধেতি চ।
নাগরাজায়ানন্তায় ততো রাজা সমাহরেৎ॥ ৫৮
ক্রমেণ সংস্থিতে চর্ম্মণ্যুপবিশেন্নরাধিপঃ।
বৃষস্য বৃষদংশস্য রুরোশ্চ পৃষতস্য চ॥ ৫৯
তেষামুপরি সিংহস্য ব্যাঘ্রস্য চ ততঃ পরম্।
উপবিষ্টে পুনর্হোমং তৈর্মন্ত্রৈঃ সঘৃতৈস্তিলৈঃ॥ ৬০
কৃত্বা শেষং সমাপ্তিং স প্রাঞ্জলিঃ সংস্থিতো বদেৎ।
বাস্তুদেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় পার্থিবাৎ॥ ৬১
সিদ্ধিং দত্ত্বা সুবিপুলাং পুনরাগমনায় বৈ॥ ৬২
নৃপতিরতো দৈবজ্ঞান্ পুরোধাংশ্চ দ্বিজানর্চ্চয়েৎ।
গোভূহিরণ্যরত্নৈশ্চ অন্যেনোপক্রমাগতান্॥ ৬৩
স্থলদেবান্ পুরোদেবীন্ নদীকূলচতুষ্পথান্।
অভয়ঞ্চ জনে দেয়ং গঙ্গোৎসঙ্গং সমাচরেৎ॥ ৬৪
অলঙ্কৃত্য যথান্যায়ং সিতৌ তৌ বস্ত্রভূষিতৌ।
দেবদেবীতি বিজ্ঞাপ্য বন্ধনস্থাংশ্চ মোচয়েৎ॥ ৬৫
নমো বিচিত্রাঙ্গ স দৃষ্টা ন তু পুরহূতগমান্।
বিভানুরূপভাবৈশ্চ পুরে পূজাং সমারভেৎ॥ ৬৬
সিহাসনং সমাস্থায় চতুষ্কে ঘৃতদ্যোতিতৈঃ।
নাস্তি লোকে স উৎপাতো যো হ্যনেন ন শাম্যতি॥ ৬৭
মঙ্গলঞ্চাপরং নাস্তি যদস্মাদতিরিচ্যতে।
আধিরাজ্যার্থিনো রাজ্ঞঃ পুত্রজন্মাভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৬৮

বিজয়মন্ত্রে পরিবৃত অলঙ্কারাদি ধারণ করিবেন এবং দ্বিতীয় দিনে পূজাবেদীতে যাইয়া দেবগণের মুখস্বরূপ অগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাহাতে রুদ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রজাপতি, কার্ত্তিক, বিঘ্নবিনাশন গণেশ, গ্রহরাজ সূর্য্য, বরাহ ও ত্রিবিক্রম এই কয় দেবতাকে ওঙ্কারাদি স্বাহান্ত নামে আহুতি দিবেন এবং 'চামুণ্ডায়ৈ স্বধা' বলিয়া মাতৃগণের মধ্যে বরদায়িনী মাতা চামুণ্ডাকে ও নাগরাজ অনন্তকে আহুতি দেবেন। ৫৪-৫৮

পরে ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি স্থাপিত বৃষ, বৃষদংশ, রুরু, পৃষত, সিংহ ও ব্যাঘ্র এই কয় জন্তুর চর্ম্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে সতিল ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন,—দেবতারা সকলে আমার পূজা গ্রহণ করুন, ও পুনরায় আগমনের জন্য আমায় বিপুল সম্পদ্ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন। ৫৯—৬২

এইরূপে দেবাহুতি সমাপন করিয়া দৈবজ্ঞ পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে গোরু, ভূমি, সুবর্ণ ও রত্নাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করিবেন এবং এক দম্পতীকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দেব ও দেবী বিবেচনায় পূজা করিবেন ও বদ্ধ অপরাধীদিগের বন্ধন মোচন করিয়া নিজ বিভবানুসারে স্বভবনে উৎসব করিবেন। ৬৩-৬৫

পরে চতুষ্কোণে প্রজ্বলিত ঘৃতপ্রদীপযুক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবে। সংসারে এমন কোন উৎপাতই নাই, যাহা এই প্রক্রিয়ায় উপশমিত না হয়, এবং এমন কোন মাঙ্গলিক কর্ম্মই নাই, যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে।

তৎ পূর্ব্বমভিষেকেণ বিধিরেষ প্রশস্যতে।
দেবেন ব্রহ্মণে দত্তং তেনাপ্যুশনসে পুনঃ॥ ৬৯
উশনাচ্চ গুরুঃ প্রাপ্তস্ততো দেবসভে গতম্।
মহেন্দ্রার্থমুবাচেদং বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিঃ॥ ৭০
স্থানমায়ুঃ প্রজাবৃদ্ধিঃ সৌভাগ্যকরমুত্তমম্।
অনেনৈব চ তোয়েন হস্ত্যশ্বং স্নাপয়েৎ তু যঃ॥ ৭১
তস্যাময়বিনির্ম্মুক্তং পরাং বৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমভিষেকস্তু পার্থিবে॥ ৭২
মাণ্ডলীকনরেন্দ্রাণাং সামন্তাধিপতেঃ পি বা।
সামন্তানাং সদা কার্য্যং বিঘ্নেশ্বরমখং শুভম্॥ ৭৩
স্ত্রিয়া বা লক্ষণোপেতা যস্য বা লভতেঽসুখম্।
তস্যেদং কারয়েৎ স্নানং সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধিদম্॥ ৭৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পুষ্যাভিষেকো নাম
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

রাজ্যার্থী বা পুত্রকাম রাজার পক্ষে এই অভিষেকবিধি প্রথমে নির্দিষ্ট আছে। ৬৬-৬৮

এই বিধানটী প্রথমে মহাদেব ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা শুক্রকে বলিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য হইতে বৃহস্পতি অবগত হন, তাহাতেই দেবসভায় ইহার আগম আছে। কারণ, যশস্বী বৃহস্পতি ইন্দ্রের কল্যাণার্থ দেব সভায় ইহা ব্যক্ত করেন। ৬৯-৭০

ইহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ হয়। যিনি এইরূপ মন্ত্রপূত সলিলে হস্তীকে বা অশ্বকে স্নান করান, তিনি নির্ব্যাধি হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করেন। ৭১-৭২

রাজার, সামন্তপতির ও মণ্ডলেশ্বরের এই বিধানে প্রতিবর্ষেই অভিষেক হইবে। বিশেষতঃ এই বিনায়কযাগ সামন্তদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য, কিংবা যে নারী সুলক্ষণা বা সুখিনী হইবার প্রার্থনা করে, তাহাকেও এই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মন্ত্রে স্নান করাইবে। ৭২-৭৪

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

গোতীর্থে ধনকামায় ধনকামায় সঙ্গমে।
মাতৃস্থানেষু সৌভাগ্যং শ্মশানে মৃতপুত্রিকাম্ ॥ ১
জীর্ণে কূপে কাকবন্ধ্যাং পুষ্করিণীতটে শুভে।
নিত্যং বিনায়কস্থানে স্নাপয়েত কুমারিকাম্ ॥ ২
রক্তবাসোত্তরীয়াস্তু যস্যা নোৎপাদ্যতে নরঃ।
নদ্যাস্তু পশ্চিমে কূলে লেখ্যাস্তীর্থেষু চাগ্রতঃ ॥ ৩
মাতৃণাং বামভাগে তু যজ্ঞস্যাগ্নেয়তাং দিশি।
তলে তু (১) একবৃক্ষস্য মধ্যে চৈব চতুষ্পথে ॥ ৪
লিখেৎ পূর্ব্বেণৈব রণে শ্মশানে নৈঋ‍র্তে লিখেৎ।
জীর্ণকূপে যথেচ্ছস্তু পর্ব্বতস্যোত্তরেণ তু ॥ ৫
ঐশান্যামেকলিঙ্গে তু যাম্যাং বন-আরাময়োঃ।
ত্রিকোটস্যোত্তরে ভাগে আধারস্যাষ্টপদে লিখেৎ ॥ ৬
নৈঋ‍র্তে লেখ্যামায়তনেষু পৃষ্ঠতঃ * * *।
বায়ব্যাং বারুণীমধ্যে গোষ্ঠে চৈব যথেপ্সয়া ॥ ৭
নৈঋ‍র্ত্যাং যাম্যমধ্যে তু পুলিনে তু সমালিখেৎ।
তড়াগাৎ পদশতেনৈব লিখেদ্দিক্ষু যথেপ্সয়া ॥ ৮
এতে স্থানা ময়াখ্যাতা স্থানশ্রেষ্ঠাশ্চ দোষকাঃ।
ভয়ং মৃত্যুং করিষ্যন্তি গোত্রোৎসাদং দরিদ্রতাম্ ॥ ৯
মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে সুতশ্চৈব বিনশ্যতি।
কুলক্ষয়মতো যাতি সভৃত্যপশুবান্ধবাঃ ॥ ১০

মনু কহিলেন,—ধন-কামনায় গোতীর্থে ও সঙ্গমস্থানে, সৌভাগ্য লাভের জন্য মাতৃস্থানসমুদয়ে স্নান করিবে। ১

মৃতবৎসাকে শ্মশানে এবং কাকবন্ধ্যাকে পুরাতন কূপে বা সুপরিষ্কৃত পুষ্করিণীতটে স্নান করাইবে। ২

যাহার পুত্র হইতেছে না, সেই নারীকে রক্তবস্ত্র পরিধান করাইয়া প্রত্যহ গণেশ সন্নিধানে স্নান করাইবে এবং নদীর পশ্চিম কূলে সোপানোপরি মাতৃগণের মূর্ত্তি লিখিয়া একটী মনুষ্যাকার অঙ্কিত করিবে, কিংবা উহা যজ্ঞভূমির অগ্নিকোণে বা একটী বৃক্ষের তলদেশে চতুষ্পথের মধ্যে লিখিবে। ৩-৪

যুদ্ধভূমিতে পূর্ব্বদিকে ও শ্মশানস্থলে নৈঋ‍র্তকোণে লিখিবে না। পুরাতন কূপের যে কোন দিকে লিখিতে পারিবে। ৫

পর্ব্বতের উত্তরদিকে, একলিঙ্গ স্থানের ঈশানকোণে, বন বা উপবনের দক্ষিণদিকে, ত্রিকোটস্থানের উত্তরভাগে, দেবালয়ের নৈঋ‍র্তকোণে বা পশ্চিম-দিক্ ও বায়ুকোণের মধ্যে, গোষ্ঠে যে কোন দিকে, নদীপুলিনে দক্ষিণদিক্ ও নৈঋ‍র্তকোণের মধ্যভাগে নদীসঙ্গম-স্থলে উত্তরদিক্ ও ঈশানকোণের মধ্যভাগ এবং তড়াগের একশত পদ অতিক্রম করিয়া যে কোন দিকে যথেচ্ছায় লিখিবে। ৬—৮

এই আমি শ্রেষ্ঠ স্থান সকল কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে দুষ্ট স্থানসমুদয়

আদৌ ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাৎ কুর্ব্বীত মণ্ডলম্।
দশন্যামূষরাংশ্চৈব স্ফুটিতাং বিষমাং তথা।
বল্মীকং গ্রামধানঞ্চ অশুভাং তাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১১
দশন্যা ক্লেশবহুলা উষরে তু ধনক্ষয়ঃ।
স্ফুটিতে মরণং জ্ঞেয়ং বিষমে শক্রতো ভয়ম্।
বল্মীকে অনপত্যার্থং গ্রামে ধানে ত্বনির্ব্বৃতম্॥ ১২
সুষমাং শাদ্বলাং ভূমিং কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতা চ যা।
পূর্ব্বপ্লবা বৃদ্ধিকরী নরাণাঞ্চ শুভপ্রদা॥ ১৩
নৃত্যোর্ভয়ং দক্ষিণতোঽর্থক্ষয়ং * * *।
পশ্চিমতো বলং দদত্যুত্তরতঃ।
নৈর্ঋতে শস্ত্রাদ্ভয়মাগ্নেয্যামগ্নিদাহশ্চ॥ ১৪
ঐশান্যাং কামদা মহী বায়ব্যাং শক্রতো ভয়ম্।
অষ্টৌ দিগ্বিভাগা ময়াখ্যাতাস্ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ ১৫
গ্রহান্ পাপান্ হনেচ্ছ্বেতো রক্তোঽপি চ গণান্ হনেৎ।
কৃষ্ণঃ সর্ব্বশুভান্[১] হন্তি পীতকস্তু বিনায়কান্॥ ১৬
পিশাচান্ রাক্ষসাংশ্চৈব হরতে হরিতো রজঃ।
রুদ্রব্রহ্মা হরির্দ্দেবী সর্ব্বদেবস্তু পঞ্চমম্॥ ১৭
আকাশাৎ কৃষ্ণকো জাতঃ পৃথিবীং হরিতাং বিদুঃ। ১৮

বলিতেছি; যে সকল স্থানে উক্ত কার্য্য করিলে ভয়, মৃত্যু, বংশনাশ ও দারিদ্র্য হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হয় না, পুত্র নষ্ট হয় এবং ভৃত্য, পশু, বন্ধু ও বান্ধবের সহিত স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৯-১০

প্রথমে ভূমির পরীক্ষা করিবে, পরে মণ্ডল আঁকিবে। উচ্চাবচ, ক্ষার, ছিদ্রবহুল, বল্মীক ও দুর্গমভূভাগ অত্যন্ত অশুভজনক, সুতরাং ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিবে। ১১

কারণ উচ্চাবচ ভূমিতে ক্লেশভোগ, উষরে ধনক্ষয়, গর্ত্তময়ে মরণ ও দুর্গম ভূমিতে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। বল্মীক-ভূমিতে মণ্ডল লিখিলে সন্তান হয় না। ১২

যে ভূমি নব-তৃণময়ী ও সুষমা অথবা কচ্ছপের পৃষ্ঠের মত যাহার আকার, তাহাতেই ঐ কার্য্য করিবে। ১৩

যে ভূভাগের পূর্ব্বভাগ নিম্ন, তাহাই মনুষ্যের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও অভ্যুদয় সম্পাদন করে। দক্ষিণাবনত ভূমিতে মরণভয়, পশ্চিমাবনত ভূমিতে বলক্ষয় ও উত্তরাবনত ভূ-পৃষ্ঠে মণ্ডল লিখিলে বলবৃদ্ধি হয়। যে ভূমির নৈর্ঋতকোণ নিম্ন, তাহাতে উক্ত কার্য্য করিলে শস্ত্রভয়, অগ্নিকোণাবনত ভূভাগে অগ্নিভয়, ঈশানাবনত ভূমিতেই অভীষ্টলাভ হয়, বায়ুকোণ নিম্ন থাকিলে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। এই অষ্টদিকের গুণ-দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া পরে কর্ম্মারম্ভ করিবে। ১৪-১৫

যে ভূমির রক্তবর্ণ রজ, তাহাতে কার্য্য করিলে, পাপগ্রহ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণরজা ভূমিতে সকল অশুভ বিনাশ হয়। ১৬

পীতরজা ভূমিতে সকল বিঘ্ন দূর হয় ও হরিদ্বর্ণ ভূমিতে পিশাচ ও রাক্ষসা-

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়পাদে কাম্যস্নানস্থাননিরূপণং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

দির বিনাশ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দুর্গা ইহাঁদিগকে যথাক্রমে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও হরিদ্বর্ণের ভূমির অধিষ্ঠাতা জানিবে। ১৭-১৮

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮

একনোসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং গণযাগং বদামি তে।
হিতায় সর্ব্বলোকানাং পার্থিবানাং বিশেষতঃ॥ ১
বিনায়কঃ কর্ম্মবিঘ্ন-সিদ্ধ্যর্থং বিনিযোজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা পুরা॥ ২
তেনোপলক্ষিতং কর্ম্ম লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি।
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাবরোহতি॥ ৩
অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতি।
ব্রজমানং তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ॥ ৪
তেনোপঘৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্ত্তারমপত্যং গর্ভিণী তথা॥ ৫
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ শিষ্যো নাধ্যয়নং তথা।
বানপ্রা তনু চাপ্নোতি কৃষীশ্চৈব কৃষীবলঃ॥ ৬
স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কোল-সত্যোনোৎসাদিতস্য চ॥ ৭
সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈর্বিলিপ্তশিরসস্তথা।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তিবাচ্য দ্বিজান্ শুভান্॥ ৮

মনু কহিলেন,—এক্ষণে আমি সর্ব্বলোকের হিতার্থে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পরম-পবিত্র বিশেষতঃ রাজাদের হিতকর গণযাগের বিষয় বলিতেছি। ১

পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, গণেশকে-সকল কর্ম্মের বিঘ্ন-বিনাশন কার্য্যে ও গণসমূহের আধিপত্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ২

সেই গণেশের সন্তোষই এই কর্ম্মের মূল বলিয়া ইহার নাম গণযাগ। ইহা কোন্ সময়ে অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি। যদি কেহ স্বপ্নে আপনাকে জলমধ্যে নিমগ্ন দেখে এবং কেশহীন মুণ্ড বা কাষায়-বস্ত্রধারী ও বিকৃতমুখ ব্যক্তিদিগকে অবলোকন করে, কিংবা আপনাকে উষ্ট্র-গর্দ্দভাদি নিকৃষ্ট জন্তুর সহিত ও অন্ত্যজাতির সহিত একত্র অবস্থিত দেখে, কিংবা নিজের পশ্চাৎ কাহাকেও ধাবমান হইতে দেখে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির কোন কার্য্যই সফল হয় না ও সে অকারণ ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে থাকে এবং তিনি রাজপুত্র হইলেও সেই দুর্নিমিত্ত বশতঃ রাজ্যলাভ করিতে পারেন না। কুমারী হইলে সৎপতি লাভে, গর্ভিণী হইলে সন্তান লাভ করিতে পারেন না। ৩—৫

শিষ্য হইলে গুরুসন্নিধানে বেদ-শিক্ষায় বঞ্চিত হন। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেও আচার্য্য হইতে ও উত্তম কর্ষক হইলেও সুকৃষী লাভ করিতে পারেন না। ৬

তাহার সেই দুঃস্বপ্ন-দোষ-নিবারণের জন্য পুণ্যদিনে যথাবিধি শ্বেতসর্ষপ ও কল্কোল-মিশ্রিত সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করাইয়া মস্তকে বিবিধ গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিয়া ভদ্রাসনে বসাইয়া উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে এবং অশ্ব-

অশ্বস্থানাদ্ গজস্থানাদ্ বল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ হ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষেপেৎ ॥ ৯
যদা কৃতং হ্যেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হ্রদাৎ।
চর্ম্মণ্যালম্বহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং তথা ॥ ১০
সহস্রাক্ষশতধার-মৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥ ১১
ভগং তে বরুণং রাজা ভগং সূর্য্যবৃহস্পতী।
ভগং মিত্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো বিদুঃ ॥ ১২
যং তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষো-রাপস্তদ্ ঘ্নন্তু তে সদা ॥ ১৩
স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণৌডুম্বরেণ তু।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য তে ॥ ১৪
সিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটাঃ।
কুষ্মাণ্ডরাজপুত্রাংশ্চ যজেৎ স্বাহাসমন্বিতম্ ॥ ১৫
নামভির্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্বিতৈঃ।
দদ্যাৎ চতুষ্পথে সূপং কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৬
কৃত্বা কৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্ পক্কাংস্তথা বামান্ মাংসানি বিবিধানি চ।
পুষ্পাংশ্চিত্রান্ সুগন্ধাংশ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবোণ্ডেরকস্রজঃ ॥ ১৮
দধিপায়সমন্নঞ্চ গুড়বেষ্টিত-মোদকান্।
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঽম্বিকাম্ ॥ ১৯
দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পাণাং কৃতার্ঘ্যপুষ্পমঞ্জলিম্।
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ২০

শালা, হস্তিশালা, বল্মীকস্থান ও তীর্থসঙ্গমাদি হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকা এবং চন্দন, গুগ্গুল ও রোচনা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং ভদ্রাসনের সমীপে রক্তচর্ম্মাধারে হ্রদজলে পরিপূর্ণ একবর্ণের চারিটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। ১০

"যেমন পূর্ব্বে ঋষিগণ শতচ্ছিদ্র কলস দ্বারা দেবরাজের পবিত্র অভিষেক করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তেমনি অভিষেক করিতেছি। ১১

রাজা বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, মিত্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিগণ সকলেই তোমার সৌভাগ্য জানিতেছেন। ১২

তোমার কেশ সমুদায়ে, সীমন্তস্থলে, ললাটে, কর্ণে, বক্ষে যে কিছু দুর্ভাগ্য আছে, সে সকল তাঁহারা দূর করুন। ১৩

যজ্ঞীয় উডুম্বরপাত্রস্থিত সর্ষপ তৈল তোমার স্নানের সাহায্য করুক।" এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত কুশমুষ্টির সাহায্যে মস্তকোপরি কলসজল সেচন করিবে এবং স্বাহান্ত ও নমস্কারযুক্ত নাম উল্লেখ করিয়া কুষ্মাণ্ড রাজপুত্র প্রভৃতি বিঘ্নদায়কদিগের আহুতি প্রদান করিবে। পরে চতুষ্পথে কুশচয় আস্তৃত করিয়া তদুপরি সূর্য্যের পূজা করিবে। ১৪-১৬

তাঁহাকে নানাবিধ অন্ন, মৎস্য, আম-মাংস, বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্প, ত্রিবিধ সুরা,

ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজনং দদ্যাদ্ বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥ ২১
এবং বিনায়কং পূজ্যং গ্রহান্ পূর্ব্ববিধানতঃ।
অসাধ্যেন প্রসাধেন গুরুদেব-দ্বিজার্চ্চনম্।
কর্ম্মণা ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিনায়কমণ্ডলপূজাস্নানবিধি-
র্নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

দধি, পায়সান্ন ও গুড়নির্ম্মিত মোদকাদি প্রদান করিবে এবং তথায় গণেশজননী অম্বিকাকেও দূর্ব্বা, সর্ষপ, পুষ্পাদির অঞ্জলি প্রদানে প্রসন্না করিয়া প্রার্থনা করিবে,—'হে মাতঃ! আমার সুন্দর রূপ, যশ, ভাগ্য পুত্র, ধন ও সকল অভীষ্ট প্রদান করুন।' ১৭-২০

পরে শুক্লবসন পরিধানপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যে ও সুগন্ধি চন্দনে দেহরাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ২১

গুরুকে বস্ত্রপ্রদানে বরণ করিয়া পূর্ব্ব-বিধানে গণেশকে ও নবগ্রহকে পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনা করিলে, অন্যের দুষ্প্রাপ্য, গুরু, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদবলে অসামান্য সম্পদ্ লাভ হয়। ২২

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ বিনায়কায় গৌঁ নমঃ। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরঃ।
গূং শিখা। গৈং নেত্রে। গৌঁ কবচম্। গঃ অস্ত্রম্ ॥ ১
এতৈঃ সর্ব্বং প্রকর্ত্তব্যং মণ্ডলৈঃ সোপপাতকৈঃ।
বাতাগ্নিশক্রতোয়াগ্নি-দিনরাত্র্যর্দ্ধগামি তু ॥ ২
এবং মণ্ডলবিন্যাসে হৈমরাজতভাস্করৈঃ।
পটে বা লিখিতা ভূর্জ্জে মন্ত্রা আয়ুঃপ্রদায়কাঃ ॥ ৩
নরাণাং বাণযোধানাং তুরগেভ-বৃষোষ্ট্রয়োঃ।
নামাদ্যক্ষরসংরুদ্ধা হেমলেখনিনাদরাৎ ॥ ৪
মদকুঙ্কুমকর্পূর-রোচনারসলেখিতাঃ।
গোময়েন সবৎসায়া ভূমাবয়তি তেন তু ॥ ৫
পরস্থমাতৃমধ্যস্থং ষোড়শানাস্ত রুদ্রগম্।
দ্বিগুণস্থং গুণান্তস্থং মণ্ডলানুগতং কৃতম্ ॥ ৬
পাণিকণ্ঠকটিবস্ত্র-রুরুদেবাধপট্টগম্।
মত্তবারণসংরূঢ়ং পূজিতং ধনপুত্রদম্ ॥ ৭
বস্ত্রহেমমাল্যগন্ধ-কস্তূর্য্যগুরুচন্দনৈঃ ॥ ৮
ফলৈলাযস * * * *
জাতীচম্পকউশীর-পূজিতং ঘৃতমধ্যগম্ ॥ ৯
সিতভাবোপচারেণ আরোগ্যায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ১০
রক্তপীতাসিতানীল-কামস্তম্ভনমোহজৈঃ।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বকার্য্যেষু কালঞ্চাত্র সমৃদ্ধয়ে ॥ ১১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়পাদে রক্ষাবিধানং নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

এক্ষণে গণেশের রক্ষাবিধান বলিতেছি। ওঁ বিনায়কায় গৌঁ নমঃ। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং নেত্রে। গৌঁ কবচম্। গঃ অস্ত্রম্। ১

এই কয় মন্ত্র সুবর্ণ বা রজতের ফলকে কিংবা পটে বা ভূর্জ্জপত্রে মণ্ডলাকারে লিখিয়া ধারণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ২-৩

বাণযোদ্ধা, অশ্ব, হস্তী, বৃষ বা উষ্ট্র, হস্তিমদে, কুঙ্কুমে, গোরোচনা দ্বারা সুবর্ণের পাতে নামের আদ্যক্ষর মাত্র লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে কোন ভয়ই থাকে না এবং সবৎসা গোরুর গোময় দ্বারা ভূমিতে ষোড়শ মাতৃমণ্ডল ও একাদশ রুদ্র লিখিয়া তন্মধ্যে ঐ কবচ লিখিলে সকল আপদ্ দূর হয়। ৪-৬

ঐ রক্ষাকবচ হস্তে, কণ্ঠে, কটিদেশে ধারণ করিলে বা পরিধেয়বস্ত্রমধ্যে বাঁধিলে ধন-পুত্র লাভ হয় এবং মত্ত হস্তীতে আরূঢ় হইয়া বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, চন্দন, কস্তূরী, অগুরু ও স্বর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া লোকের পূজাপাত্র হন। ৭-৮

ঘৃতমধ্যস্থিত এই রক্ষামণ্ডল জাতীপুষ্প চম্পকপুষ্প ও উশীর দ্বারা পূজিত এবং কর্পূরভাবোপচার-সম্পন্ন হইলে আরোগ্য ও আয়ুবৃদ্ধিপ্রদ হয়। ৯-১০

রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং আনীল মণ্ডল, কামস্তম্ভন ও মোহনকার্য্যে কর্ত্তব্য আর সর্ব্বকার্য্যসমৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণ মণ্ডল কর্ত্তব্য। ১১

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

পার্থিবাং তু কৃতা রক্ষা বহুধা রুদ্রলাঞ্ছিতা।
তদ্বর্ণরদসংখ্যাতা গজকুম্ভস্থমাহবে ॥ ১
পরসৈন্যবিনাশায় পীতপুষ্পাদিপূজিতা।
সর্ব্বকামপ্রদা রক্ষা আদ্যবর্ণোপলাঞ্ছিতা ॥ ২
আদ্যবর্গকৃতান্তস্থা চন্দ্রমধ্যগতা পুনঃ।
সিতপুষ্পোপচারণে জ্বরদাহশ্রমাপহা ॥ ৩
তেজোবর্ণগতা রক্ষা তম্মুগুলকৃতানুগা।
নাগাধিরূপসম্পূর্ণা বিষভূতজ্বরাপহা ॥ ৪
বায়ুবীজকৃতাপীড়া সপতাকা সিতাঞ্চিতা।
চালনে পরসৈন্যস্য বিধিনানেন কল্পিতা ॥ ৫
বটকাষ্ঠোত্থফলকে বহ্নিস্তম্ভনবা[১] মুনে।
রক্ষেয়ং তাম্রফলকে জ্বরশীতনিবারণী ॥ ৬
ক্ষীরচন্দ্রঘৃতান্তস্থা দাহতাপশমে মতা।
ফলহোমাথ বা মন্ত্রা ফলদা ঘৃততর্পণা ॥ ৭
পুষ্পহোমা জয়ং দদ্যাদায়ুরারোগ্যসম্পদঃ।
তর্পণাবসকুষ্ঠাদি সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৮
আদিত্যস্য চ বর্ণেন কালবর্ণেন বা মুনে।
চতুর্ব্যূহসমাযুক্তঃ পূজিতো মধুসূদনঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
রক্ষাত্রিমূর্ত্তি-সূর্য্যতত্ত্বভেদপূজা
নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ৭১

রুদ্রবীজ-লাঞ্ছিত রক্ষামণ্ডল রাজভয়-নিবারক, দ্বাত্রিংশৎ রুদ্রবীজ-লাঞ্ছিত রক্ষামণ্ডল গজকুম্ভে স্থাপিত হইলে যুদ্ধজয় হয়। ১

পীতপুষ্প-পূজিত রক্ষামণ্ডল পরসৈন্য-বিনাশের হেতু। আদ্যবর্ণ লাঞ্ছিত রক্ষামণ্ডল সর্ব্বকাম-প্রদায়ক। ২

আদ্যবর্গ এবং যমবীজস্থিত কর্পূর-মধ্যগত রক্ষামণ্ডল শুক্ল-পুষ্পোপচারে পূজিত হইলে জ্বর, দাহ ও শ্রম-অপনোদন করে। তেজোবর্ণযুক্ত রক্ষামণ্ডল নাগাধিপস্বরূপ, তাহাতে বিষ-ভূত-জ্বর বিনষ্ট হয়। ৩-৪

বায়ুবীজ-শোভিতমস্তক পতাকা কর্পূরযুক্ত মণ্ডল পরসৈন্য-উৎসাদনে বিহিত। ৫

বটকাষ্ঠফলকে লিখিত রক্ষামণ্ডল বহ্নিস্তম্ভনকর তাম্রফলকে লিখিত রক্ষা-মণ্ডল জ্বরশীতবিনাশক, দুগ্ধ, কর্পূর ও ঘৃতমধ্যস্থিত রক্ষামণ্ডল দাহতাপ-প্রশমের হেতু। রক্ষামন্ত্রের ফল দ্বারা হোম, ঘৃত দ্বারা তর্পণ করিলে সম্পূর্ণ ফল হয়। ৬-৭

পুষ্প দ্বারা হোম করিলে জয়, আয়ুর্বৃদ্ধি, আরোগ্য এবং সম্পত্তি লাভ হয়। কুষ্ঠাদি দ্বারা তর্পণ করিলে সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তি হয়। ৮

আদিত্যবর্ণ এবং কালবর্ণ দ্বারা রুদ্রতর্পণ রুদ্রদেবই বিধান করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহযুক্ত মধুসূদন পূজিত হইয়াও রক্ষা বিধান করেন। ৯

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

বসিষ্ঠ উবাচ—

দুর্গাণাঞ্চ পুরাণাঞ্চ প্রমাণায়ামসংস্থিতিম্ ।
যথাবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বলোকসুখাবহাম্ ॥ ১

বৃহস্পতিরুবাচ—

সৃষ্ট্যাদৌ কথিতা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণামিততেজসা ।
স্বর্ভূর্লোকবিভাগশ্চ পাতালতলবাসিনাম্ ॥ ২
জম্বুদ্বীপে যথা লোকা নিবসন্তি সুখার্থিনঃ ।
তথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথা শম্ভুঃ পুরাব্রবীৎ ॥ ৩
সর্ব্বেষাং সুরসঙ্ঘানাং যথা ব্রহ্মা উবাচ হ ।
পূর্ব্বং নিকামচারিণ্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াবসন্ ॥ ৪
প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুহৃষ্টাত্মা ভয়দ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতাঃ ।
পৃথুঃ শাসদিমাং পৃথ্বীং ধর্ম্মবর্ত্ম্যব্যবস্থিতঃ ॥ ৫
প্রজা লোভং গতা বিপ্র কামক্রোধবলেন চ ।
কামং স্ত্রীষু প্রবৃত্তাসু নিশুম্ভবশগা যদা ॥ ৬
তদা সদাভবৎ সিদ্ধিঃ কল্পবৃক্ষসমুদ্ভবা ।
দেবাপি মেরুমাচ্ছন্না দুর্গং দানবশঙ্কয়া ॥ ৭
ততো ব্রহ্মা সমাধায় বিশ্বকর্ম্মমহামতিম্ ।
গৃহাণি চক্রিরে তাসু প্রজাসু সুখহেতবে ॥ ৮
জলশীতাতপাদীনাং প্রতিঘাতায় চক্রিরে ।
যথাপ্রীতির্যথাযোগং নিকেতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯

বসিষ্ঠ বলিলেন,—দুর্গ এবং নগরের প্রমাণ, বিস্তার এবং সংস্থান-পরিপাটী যথাযথ শ্রবণ করিতে অভিলাষী। কেননা, উহা সর্ব্বলোকের সুখাবহ। ১

বৃহস্পতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টি-প্রারম্ভে অমিততেজা ব্রহ্মা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের বিভাগ নির্দ্দেশ করেন। ২

আর লোকে সুখাভিলাষী হইয়া যেরূপে জম্বুদ্বীপে বাস করে, তাহা আমি বলিতেছি, যাহা শিব পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। ৩

ব্রহ্মাও সকল দেবগণের নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে সকল লোকেই স্বচ্ছন্দচারী, গৃহহীন, হৃষ্টচিত্ত ও ভীতি-শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ববর্জ্জিত ছিল। তৎপরে পৃথু রাজা ধর্ম্মপথে থাকিয়া এই পৃথিবী শাসন করেন। ৪-৫

স্ত্রীজাতি যথেষ্টচারিণী থাকাতে লোকে কিন্তু ক্রমে কাম-ক্রোধবলে লোভগ্রস্ত হয়। লোকে যখন শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরের অধীন, তখন কল্পবৃক্ষ হইতে ইষ্টসিদ্ধি হইত। দেবগণ তখন দৈত্যভয়ে সুমেরু রূপ দুর্গ আশ্রয় করেন। ৬-৭

অনন্তর ব্রহ্মা মহামতি বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করিয়া সেই সব লোকের জল, শীত ও রৌদ্রের কষ্ট দূর করিয়া সুখবিধানের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রীতি এবং উপকরণাদি সংগ্রহানুসারে পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মিত হইল। ৮-৯

১। বহ্নিস্তম্ভনকরা ইতি পাঠান্তরম্।

মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।
সংপ্রযান্তি চ দুর্গাণি ধান্যং পর্ব্বতমোদকম্ ॥ ১০
যথাকালং যথাদেশং সমেষু বিষমেষু চ।
নগরং সন্নিবেশানি দুর্গাণাঞ্চ যথাবিধি ॥ ১১
ততস্তু মাপয়ামাস সখেটানি পুরাণি চ।
গ্রামাণি চ যথাভোগং তথৈবান্তঃপুরাণি চ ॥ ১২
তেষামায়াসবিষ্কম্ভান্ সন্নিবেশান্তরাণি চ।
চক্রুস্ততো যথাপ্রজ্ঞং মিত্বা মিত্বাত্মনোঽঙ্গুলৈঃ ॥ ১৩
মানার্থানি প্রমাণানি তদা প্রভৃতি চক্রিরে।
ভানু রেণু কচং লিক্ষা যূকা যবক্রমাষ্টধা ॥ ১৪
গুণিতা হ্যঙ্গুলং বিপ্র যবাষ্টকমুদাহৃতম্।
দেবাঙ্গুলং সমাখ্যাতং স্বং স্বং সর্ব্বেষু চাঙ্গুলম্ ॥ ১৫
যবাঙ্গুলপ্রদেশাস্তু হস্তকিষ্কুধনূংষি চ।
দশ ত্বঙ্গুলপর্ব্বাণি প্রাদেশ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ১৬
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণাশ্চাপ্যনাময়া ॥ ১৭
কনিষ্ঠয়া বিতস্তিস্তু দ্বাদশাঙ্গুল ইষ্যতে।
অরত্নিরঙ্গুলানাঞ্চ সংখ্যয়া ত্বেকবিংশতিঃ ॥ ১৮
চত্বারি বিংশতিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলৈঃ ॥১৯

মরুভূমিতে, নিম্নস্থানে, পর্ব্বত এবং নদী-সমীপে যে যে দুর্গ আশ্রয় করা যায়, তাহা মরুদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ এবং জলদুর্গ। দেশকালানুসারে সমতলস্থানে ও বিষমস্থানে দুর্গ স্থাপন কর্ত্তব্য। ১০-১১

তৎকালে নগর এবং দুর্গ সন্নিবেশিত হইল। সামান্য নগর, গ্রাম এবং অন্তঃপুর, আর তৎসমুদয়ের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, সন্নিবেশান্তর জ্ঞানানুসারে মাপিয়া প্রস্তুত করা হয়। ১২-১৩

তৎপ্রভৃতিপরিমাণোপযোগী মান ব্যবহার হইয়াছে। জালান্তরাগত সূর্য্য-কিরণে যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ত্রসরেণু; অষ্ট ত্রসরেণু এক লিক্ষা, তিন লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ। ছয় গৌরসর্ষপে এক যব। * অষ্টযবে এক অঙ্গুলি। ইহা দেবাঙ্গুল। সকল কার্য্যেই কিন্তু কর্ত্তার অঙ্গুল মানস্থলে গ্রাহ্য। ১৪-১৫

যব, অঙ্গুল, প্রাদেশ, হস্ত, কিষ্কু এবং ধনু এই সব পরিমাণ। দশ অঙ্গুলি-পর্ব্বে এক প্রাদেশ। ১৬

অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর বিস্তার প্রাদেশ নামে অভিহিত। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার বিস্তার তালসংজ্ঞক, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার বিস্তার গোকর্ণ। ১৭

অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার বিস্তার বিতস্তি, বিতস্তি দ্বাদশাঙ্গুল। অরত্নি এক-বিংশতি অঙ্গুল। ১৮

চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলে হস্ত। দুই অরত্নি এক কিষ্কু, কিষ্কুপরিমাণ দ্বিচত্বা-রিংশৎ অঙ্গুলি। ১৯

চতুর্হস্তো ধনুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বে ক্রোশো গব্যূতির্দ্বিগুণং মতম্॥ ২০
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি যোজনং ভবতে নৃণাম্।
এবং মানবিভাগেন ব্যবহারঃ স্থিতো ভুবি॥ ২১
ঐন্দ্রোত্তরপ্লবে ভূমৌ পুরং দুর্গঞ্চ শস্যতে।
চতুরস্যমথাবৃত্তং ত্র্যস্রং দীর্ঘমথাপি বা।
পুরং যথাক্রমাৎ শ্রেষ্ঠং মধ্যমোত্তমকন্যসম্॥ ২২
সমন্তাদ্ যোজযান্যষ্টাবৈন্দ্রং দেবপুরং মতম্।
দশত্বে বৈষ্ণবং প্রাহুঃ ষষ্টিমানন্তু শাঙ্করম্॥ ২৩
দশ ব্রাহ্ম্যং তথা পঞ্চ সামান্যং সার্ব্বভৌমিকম্॥ ২৪
যোজনার্দ্ধার্দ্ধমানানি পুরাণি সন্নিবেশয়েৎ।
মধ্যে রাজগৃহং কার্য্যং বিপ্রাণাঞ্চোত্তরাদিতঃ॥ ২৫
ক্রমাচ্ছেষাণি কার্য্যাণি প্রকৃতির্বাহ্যতঃ পুরাৎ।
বসেয়ুরন্যথা দোষো বর্ণশঙ্করজো মহান্॥ ২৬
কৃত্রিমেষু চ দুর্গেষু চেষ্টপ্রাকারকল্পনা।
চতুঃপঞ্চকমানেন কল্পয়েম্ বিধিনা মুনে॥ ২৭
খাতিকারচিতং কার্য্যং প্রণালীভিঃ সমন্বিতম্।
চত্বার্য্যষ্টাথবা ত্রীণি দ্বৌ বা ভূমিবশাত্তবেৎ॥ ২৮
নবদুর্গাসমেতঞ্চ সশিবং ভুজগান্বিতম্।
নগরং সর্ব্বতোভদ্রং কর্ত্তব্যং রুচকং পি বা॥ ২৯

চতুর্হস্তে ধনু, দণ্ড, নালিশ, যুগ। দুই সহস্র ধনু (৮ সহস্র হস্ত) এক ক্রোশ। দুই ক্রোশে গব্যূতি। ২০

অষ্টসহস্র ধনু মানুষগণের যোজন। এই প্রকার মানব-ব্যবহার পৃথিবীতে প্রচলিত। ২১

ঈশানকোণনিম্ন ভূভাগে নগর এবং দুর্গ স্থাপন প্রশস্ত। চতুষ্কোণ বৃত্ত, ত্রিকোণ এবং দীর্ঘ নগর যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম এবং কনিষ্ঠ। ২২

চতুর্দ্দিকে অষ্টযোজন যে নগর, তাহা ঐন্দ্র দেবপুর। দ্বাদশযোজন নগর বৈষ্ণবপুর। ষষ্টিযোজন পরিমিত নগর শৈবপুর। ২৩

দশযোজন পরিমিত নগর ব্রাহ্মপুর এবং যোজন পরিমিত নগর সামান্য সার্ব্বভৌমিক পুর। ২৪

সাধারণ নগর ক্রোশ-পরিমিত হইবে। রাজগৃহ নগরমধ্যে হইবে। উত্তরাদি দিকচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বসতি যথাক্রমে হইবে। তদ্ভিন্ন নীচ জাতির বসতি যথাক্রমে পুরবাহ্যে হইবে। এইরূপে না হইলে মহান্ বর্ণসঙ্কর দোষ ঘটিয়া থাকে। ২৫-২৬

কৃত্রিম দুর্গে ইষ্টকের প্রাকার করিবে। চার পাঁচটি প্রাকার যথাবিধি কল্পনীয়। ২৭

প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ খাত-পরিবৃত করিবে। খাতের প্রণালী রাখিবে। এই প্রণালী ভূমিবিশেষানুসারে চারিটী, আটটী, তিনটী বা দুইটী, কর্ত্তব্য। ২৮

নবদুর্গা, শিব এবং নাগপ্রতিমাযুক্ত নগর সর্ব্বতোভদ্র। রুচক নগরও এইরূপ। ২৯

স্বস্তিকং মধ্যমং কার্য্যং কুমারীপুরমেব চ।
চতুষ্পথ-চতুর্যুক্তং সর্ব্বকামসুখাবহম্ ॥ ৩০
ছিন্নকর্ণং বিনাসঞ্চ দুঃস্থিতং কৃশদুর্ব্বলম্।
নগরং ন প্রশংসন্তি গর্ত্তবিদ্ধং বিভেদিতম্ ॥ ৩১
অগ্রতঃ স্বল্পপ্রাসাদং ছিন্নঘ্রাণং বিদুর্বুধাঃ।
দ্বিমুখং কর্ণহীনন্তু কৃশং মধ্যে কৃশং বিদুঃ ॥ ৩২
দুঃস্থিতং নিম্নং যাম্যন্তু নৈঋ'তং ধনদুর্ব্বলম্।
সৌম্যং সর্ব্বসুখাচ্ছাদি পূরিতং বারুণং বশম্ ॥ ৩৩
যাম্যমায়ুঃপ্রদং পূর্ণনগরং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
ঈশবাসবসংপূর্ণ-সর্ব্বারোগ্যসুখপ্রদম্ ॥ ৩৪
মধ্যং চতুষ্পথোপেতং ন চ তং পীড়য়েৎ ক্বচিৎ।
ব্রহ্মস্থানং হিতং বিপ্র শিবস্তত্র সদা স্থিতঃ ॥ ৩৫
চতুর্ব্বিংশতি-নাড্যস্তু হস্তানষ্টশতং পরম্।
অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি হ্রস্বোৎকৃষ্টবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬
অথ কিষ্কুশতান্যষ্টৌ প্রাহুর্মুখ্যং নিবশেনম্।
নগরার্দ্ধঞ্চ বিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং তদর্দ্ধতঃ ॥ ৩৭
নগরাদ্ যোজনং খেটং খেটাদ্ গ্রামার্দ্ধযোজনম্।
দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা তু ধনুঃ ॥ ৩৮

স্বস্তিক নামক নগরের মধ্যে কুমারীপুর স্থাপনীয়। স্বস্তিক নগরে চারিটী চতুষ্পথ থাকিবে। স্বস্তিক-নগর সর্ব্বকামসুখাবহ। ৩০

নাসাহীন, কর্ণহীন, কৃশ, দুঃস্থিত, দুর্ব্বল, গর্ত্তবিদ্ধ এবং বিভেদযুক্ত নগর প্রশস্ত নহে। ৩১

নগর-সম্মুখে প্রাসাদ অল্প থাকিলে, সেই নগর নাসাহীন (বিনাস বা ছিন্ন-ঘ্রাণ) নামে অভিহিত। দ্বিমুখ নগর কর্ণহীন পদবাচ্য; মধ্যে কৃশ যে নগর, তাহাই কৃশপদবাচ্য। ৩২

দক্ষিণ-নিম্ন নগর দুঃস্থিত নামে অভিহিত। নৈঋ'ত-নিম্ন নগর দুর্ব্বল বা ধনদুর্ব্বল নামে অভিহিত। উত্তরভাগে পরিপূর্ণ যে নগর, তাহা সর্ব্বসুখানন্দ-জনক, পশ্চিমভাগে নগর সর্ব্ববশকারী এবং দক্ষিণভাগে পরিপূর্ণ যে নগর, তাহা আয়ুঃপ্রদ এবং প্রীতিবর্দ্ধন। ঈশানকোণে বা পূর্ব্বদিকে পরিপূর্ণ নগর সর্ব্বারোগ্যসুখদায়ী। ৩৩-৩৪

মধ্যপূর্ণ চতুষ্পথোপেত নগর কদাচ পীড়িত হইবার নহে। এরূপ নগর ব্রহ্মস্থান; শিব তথায় সর্ব্বদা অবস্থিত। হে বিপ্র। এরূপ নগর হিতজনক। ৩৫

দ্বাদশক্রোশ অষ্টশত হস্ত মধ্যনগরের পরিমাণ, মধ্যনগর সর্ব্বদিকে সমান হইবে, হ্রাসবৃদ্ধি থাকিবে না। ৩৬

অষ্টশত কিষ্কু মুখ্য নিবেশন। খেট বা বিষ্কম্ভ নগরার্দ্ধ পরিমিত। গ্রাম, খেটের অর্দ্ধ। ৩৭

খেট নগর হইতে যোজন মাত্র ব্যবহিত, খেট হইতে গ্রাম অর্দ্ধযোজন। দুইক্রোশ হইল পরম সীমা। চারিধনু পরিমিত স্থান ক্ষেত্রসীমা। ৩৮

ত্রিংশদ্ধনুর্গ্রামমাহুঃ সীমামার্গো দশৈব তু।
ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ ॥ ৩৯
নৃবাজিরথনাগানা-মসম্বাধসুসঞ্চরঃ।
ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু নির্ম্মিতাঃ ॥ ৪০
ত্রিকরাশ্চোপরথ্যাস্তু দ্বিকরাপ্যুপরথ্যকাঃ।
জঙ্ঘাপথশ্চতুষ্পাদঃ ত্রিপদং স্যাদ্গৃহান্তরম্ ॥ ৪১
বৃতীপাদস্ত্বর্দ্ধপাদঃ প্রাগ্বংশঃ পাদিকঃ স্মৃতঃ।
অবকরঃ পরিচারঃ পাদমাত্রসমন্ততঃ ॥ ৪২
প্রাবৃট্কালে তু সাবিত্রী কর্ত্তব্যা অন্যথা নহি।
বাহ্যকার্য্যা পুরাদ্বিপ্র উষ্ট্রলোকবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৩
ন বিশেচ্ছৌকরং বক্তুং তস্মিন্ পালো ভবেদমী ॥ ৪৪
এবং নগরেঽষ্টকে সিদ্ধে পুরেষু চ মহামুনে।
ততো মেঘাকৃতিং দুর্গং কল্পয়ন্তি নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫
সহজং গিরিদুর্গঞ্চ কৈলাসং শাঙ্করং যথা।
তথা চাত্রাপি দ্রষ্টব্যং বহুতোয়গৃহান্বিতম্ ॥ ৪৬
আখ্যাতদিব্যসম্পন্নং বিনা দৈবজং শুভম্ ॥ ৪৭
সার্দ্ধযোজনমানন্তু যমং দীর্ঘমথাপি বা।
শ্রেষ্ঠং মধ্যং ভবেদর্দ্ধং পাদান্তং কন্যসং ভবেৎ ॥ ৪৮
ক্রোশং ক্রোশার্দ্ধিমং দুর্গং শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪৯
ইষুর্ন চটতে যত্র অধস্তাৎ প্রেরিতো মুনে।
পথস্তেন ধনুষ্মতা তত্র সংস্কারমারভেৎ ॥ ৫০

ত্রিংশৎধনুঃ গ্রামের ন্যূন পরিমাণ। সীমাপথও দশধনু। আর শ্রীমান্ রাজপথ দশধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত বিস্তীর্ণ হইবে। ৩৯

এইরূপ হইলে, মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগের অবাধ সঞ্চরণ হইতে পারে। শাখাপথ চারিধনু হইবে। ৪০

উপরথ্যা (পথবিশেষ) তিনহস্ত, অল্পরথ্যা (তদন্তর্গত পথ) দুইহস্ত পরিমিত হইবে। জঙ্ঘাপথ চতুষ্পাদ-পরিমিত, ত্রিপদের পর গৃহান্তর সংজ্ঞা। ৪১

বৃতীপাদ অর্দ্ধপাদ পরিমিত, প্রাগ্বংশ (যজ্ঞীয় স্থানবিশেষ) পাদপরিমিত হইবে। অবচার এবং পরিচার (স্থানবিশেষ) চারিদিকে পদমাত্র পরিমিত। ৪২

* এইরূপ নগরে মেঘাকৃতি দুর্গ রাজগণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। গিরিদুর্গ হইল স্বাভাবিক; যেরূপ শিবের দুর্গ কৈলাস। বহুজল-গৃহপূর্ণ গিরিদুর্গ পৃথিবীতেও সেইরূপ দ্রষ্টব্য। ৪৩-৪৬

সমদুর্গ সার্দ্ধযোজন পরিমিত, এতদপেক্ষা দীর্ঘ দুর্গও শ্রেষ্ঠ। তদর্দ্ধ দুর্গ মধ্য। তৎপাদপরিমিত দুর্গ কনিষ্ঠ। ৪৭-৪৮

উচ্চে ক্রোশার্দ্ধ যে দুর্গ, তাহা শ্রেষ্ঠ। ৪৯

প্রশস্ত ধানুষ্ক কর্ত্তৃক অধোদেশ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, দুর্গ-মান তদুচ্চ হইবে। ৫০

---

* মূলে পাঠ প্রমাদ আছে।

চতুর্দ্দিক্ষু স্বদেশান্তদুর্গং দৈবকৃতং নৃপম্ ।
কারয়েদ্‌যুদ্ধযোগ্যন্তু সপ্তগ্রামশতাবৃতম্ ॥ ৫১
দুর্গে কৃতে চতুর্দ্দিক্ষু মণ্ডলং ন বিশত্যরিঃ ।
বীরুধাসারসংরোধাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহভয়াদপি ।
দুর্গং চতুর্ব্বিধং জ্ঞেয়মাপৎস্বাশ্রয়কারণম্ ॥ ৫২
ঔদকং পার্ব্বতঞ্চৈব ধান্বনং বনজং তথা ।
চত্বারো মূলদুর্গে তু দ্বিভেদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৩
অন্তর্দ্দীপং স্থলঞ্চৈব গুহাপ্রান্তরমেব চ ।
প্রোক্তং নিরুদকং স্তম্বমিরিণ্যাখ্যং তথৈব চ ॥ ৫৪
খাঞ্জনঞ্চৈব বিজ্ঞেয়ং স্তম্বগহনমষ্টমম্ ।
আপো দ্বিধা গতা যত্র তদন্তর্দ্দীপমুচ্যতে ।
বিজ্ঞেয়ং তন্নদীদুর্গ-মিত্যুবাচোশনা স্বয়ম্ ॥ ৫৫
স্থলমুন্নতদেশঃ স্যা-দগাধসলিলাবৃতম্ ।
জলদুর্গং দ্বিতীয়ং স্যাৎ তড়াগসরসোশ্চ যৎ ॥ ৫৬
গিরীণামন্তরালং যদ্দেবদ্বারং সুদুর্গমম্ ।
গুহাখ্যং পর্ব্বতং দুর্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫৭
প্রোত্তুঙ্গটঙ্কবিচ্ছিন্নং সোপসারং সুসংস্কৃতম্ ।
প্রান্তরং গিরিদুর্গং স্যাৎ সর্ব্বদুর্গসুলক্ষণম্ । ৫৮
বহির্নিঃসলিলং দুর্গং তৃণবৃক্ষবিবর্জিতম্ ।
জ্ঞেয়ং নিরুদকং স্তম্বং সদাদুর্গ-বিধায়কৈঃ ।
এতদেকঞ্চ বিজ্ঞেয়মিরিণং সোষরং বুধৈঃ ॥ ৫৯
স্বল্পক্ষারজলোপেতং দ্বিতীয়ং ধান্বনং মুনে ।
পূর্ব্বমনূষরং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং সোষরং স্মৃতম্ ॥ ৬০

দুর্গ যাহাতে যুদ্ধযোগ্য হয়, তাহা কর্ত্তব্য। দুর্গ সপ্তশত-গ্রামাবৃত হইবে। দুর্গের চতুর্দ্দিকে এরূপভাবে বীরুধাদি সমাবেশ করিবে, যেন তাহাতে শত্রু প্রবিষ্ট হইতে না পারে। বিপদের আশ্রয় দুর্গ চতুর্ব্বিধ। ৫১-৫২

জলদুর্গ, গিরি দুর্গ, মরুদুর্গ এবং বনদুর্গ। এই চতুর্ব্বিধ মূলদুর্গ দুই প্রকার ;—অন্তর্দ্বীপ, স্থল, গুহা এবং প্রান্তর আর নিরুদক, ঈরিণ, খাঞ্জন এবং স্তম্ব-গহন। দুইদিকে জল যথায় প্রবাহিত, সেই স্থান অন্তর্দ্বীপ। তাহাই নদীদুর্গ, ইহা শুক্রবাক্য। ৫৩-৫৫

অগাধ-সলিলাবৃত উন্নত দেশ জলদুর্গ। তড়াগ বা সরোবরের মধ্যস্থিত দুর্গও জলদুর্গ। ৫৬

গিরির অন্তর্বর্ত্তী দুর্গ গুহাদুর্গ। প্রোত্তুঙ্গ টঙ্ক-ক্ষোদিত সুসংস্কৃত প্রান্তরই গিরি-দুর্গ। গিরিদুর্গ সর্ব্বদুর্গ হইতে উৎকৃষ্ট। ৫৭-৫৮

বাহিরে বৃক্ষ তৃণ পর্য্যন্ত বিবর্জিত বহির্জলাশয় শূন্য দুর্গই নিরুদক দুর্গ। ঈরিণদুর্গ দুইপ্রকার,—ক্ষারভূমি ও স্বল্পক্ষার-জলযুক্ত এক প্রকার, মরুভূমি অপর প্রকার ; মরুভূমিরূপ দ্বিতীয় ঈরিণ দুর্গ ক্ষারযুক্ত এবং ক্ষারহীন এই দুই প্রকার। ৫৯-৬০

এতাবাংস্তু বিশেষঃ স্যাদ্ধান্বনং দ্বিবিধং পুনঃ।
খঞ্জনাখ্যং পুনর্জ্ঞেয়ং সজলাধারকর্দ্দমম্ ॥ ৬১
স্তোকবৃক্ষসমাযুক্তং বনদুর্গং প্রকীর্ত্তিতম্।
প্রোত্তুঙ্গতরুসংযুক্তং স্তম্বাখ্যং গহনং বিদুঃ ॥ ৬২
বনদুর্গং দ্বিতীয়ন্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নদীপর্ব্বতদুর্গেষু চতুঃপার্থিব আবসেৎ ॥ ৬৩
বর্ণোত্তমহিতে তে দ্বে সর্ব্বকামপ্রসাধকে।
ধান্বনং বনদুর্গঞ্চ আটব্যং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৪
বসন্তি স্বেন বিধিনা যথোদ্দিষ্টেন তে মুনে ॥ ৬৫
অন্যেঽপি চ ভবিষ্যন্তি দুর্গাশ্রয়সমাশ্রিতাঃ।
তেঽপি তেষু যথাযোগং হিতকার্য্যরতাঃ সদা ॥ ৬৬
খণ্ডস্ফোটিতসংস্কারং দ্রব্যাণাং নিচয়াংস্তথা।
রক্ষাঞ্চৈব যথাশাস্ত্রং কুর্য্যাদ্দুর্গেষ্বতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৭
দুর্গোৎপত্তেশ্চতুর্থাংশং দুর্গেষ্বেবোপযোজয়েৎ ॥ ৬৮
খণ্ডস্ফোটিতসংস্কারং ক্রিয়াদৌ নিত্যকর্ম্মণি।
ভর্ত্তব্যপোষণে পাদং কোষমর্দ্ধং প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৯
দেশকালবশাদ্বাপি কল্পনীয়ৌ ব্যয়াব্যয়ৌ।
প্রাকারপরিখাদীনাং কল্পয়েদ্ বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭০
দ্রব্যাণাং নিশ্চয়ার্থঞ্চ সারগ্রামান্ মহর্দ্ধিকান্।
পরিখাখননং নিত্যং নিত্যং বপ্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭১
প্রাকারোপচয়ং নিত্যং নিত্যং ধান্যাদিসংগ্রহঃ ॥ ৭২

সুতরাং মরুদুর্গই দুই প্রকার হইল। অল্প বৃক্ষযুক্ত কর্দ্দম জলভূমিদুর্গই খাঞ্জন-নামক বনদুর্গ। অতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষযুক্ত দুর্গই স্তম্বগহন-দুর্গ। ইহা দ্বিতীয় বনদুর্গ। নদীদুর্গে এবং পর্বতদুর্গে রাজা যত্নপূর্ব্বক বাস করিবেন। ৬১-৬৩

এই দুর্গদ্বয়ই বর্ণশ্রেষ্ঠগণের হিতজনক এবং এই দুই দুর্গই সর্ব্বকামসাধক। মরুদুর্গ এবং বন দুর্গ আটব্য, অর্থাৎ জঙ্গলী। বন্য রাজাদের তাহা বাসযোগ্য। ৬৪-৬৫

দুর্গাশ্রিত রাজা মাত্রেরই যথাসম্ভব, আশ্রয়দুর্গের হিত কর্ত্তব্য। দুর্গ সম্বন্ধে খণ্ডস্ফুটিতসংস্কার, দ্রব্যসঞ্চয় এবং রক্ষা নিরালস্যে রাজার কর্ত্তব্য। ৬৬-৬৭

রাজা দুর্গের আয়ের এক চতুর্থ অংশ দুর্গের খণ্ডস্ফুটিত সংস্কারাদি কার্য্যেই লাগাইবে। ভর্ত্তব্য পোষণে এক চতুর্থ অংশ ব্যয় করিবে। অর্দ্ধ কোষে সঞ্চিত করিবে। ৬৮-৬৯

অথবা দেশকাল বিবেচনা করিয়া ব্যয় অব্যয় স্থির করিবে। সমগ্র দুর্গ-সংক্রান্ত ব্যয় একেবারে নির্দ্ধারণ করিবে। অথবা প্রাকার-পরিখাদির জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যয় নির্দ্ধারণীয়। ৭০

দ্রব্যসঞ্চয়ার্থ মহাসমৃদ্ধ শস্যভূয়িষ্ঠ গ্রাম সকল স্থাপন করিবে। নিত্য ধান্যাদি-সংগ্রহ কর্তব্য। ৭১-৭২

শরীরস্য শরীরীব পোতী পোতস্য বা যথা।
তথা দুর্গস্য কার্য্যেষু দুর্গাচারহিতো ভবেৎ ॥ ৭৩
আপদঃ সুলভা রাজ্ঞাং তেষাং দুর্গঃ প্রতিক্রিয়া।
দুর্গেষু মতিমাংস্তস্মান্ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৭৪
সুপ্রভৃতা বিরুদ্ধানাং সর্ব্বলোকোপকারিণাম্।
স্বাম্যাদীনামনুচ্ছিত্ত্যাবেকং দুর্গং বলং বিদুঃ ॥ ৭৫
কৃতোঽপ্যাপৎপ্রতীকারো মহাদেবপ্রমাদতঃ ॥ ৭৬
তস্করাঃ খণ্ডয়ন্ত্যেব নরং নিদ্রালুকামিকম্।
আলস্যনিচয়োপেতং সাপসার-সুরক্ষিতম্ ॥ ৭৭
যস্য দুর্গং মহীভর্ত্তুরধৃষ্যং তস্য মণ্ডলম্।
দুর্গং দুর্গগুণোপেতং যস্য রাজ্ঞঃ সুসম্ভৃতম্।
অনুচ্ছেদ্যঃ স শত্রূণাং যাতি মিত্রাণি চাপদি ॥ ৭৮
অদুর্গস্তু পুনঃ শীঘ্রমভিযুক্তো বলীয়সা।
উৎসেধবধবন্ধানা-মেকমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭৯
তস্মাৎ সুকৃতরক্ষেষু দীর্ঘকালঃ সহিষ্ণবঃ।
দুর্গেষু নিচয়াঃ কার্য্যা দ্বিগুণা দ্বাদশাব্দিকাঃ।
অশেষস্নেহধান্যাদি ভৈষজ্যলবণানি চ ॥ ৮০
শুষ্কশাকাদিকবল্লূরং ক্ষারগন্ধস্তৃণানি চ।
অঙ্গারা যবসং কাষ্ঠং সারদারূণি বেণবঃ ॥ ৮১
স্নায়ুলোহাশ্মচর্ম্মাণি বল্কারণ্যা বিষাণি চ।
শস্ত্রমাবরণং যন্ত্রং বিষাণান্যগ্নিযুক্তয়ঃ ॥ ৮২
শরা ধনূংষি প্রাসাশ্চ কৃতার্য্যঃ কাণ্ডকল্পনাঃ।
কচগ্রাহিণ্যকুদ্দানাববজাঃ শণরজ্জবঃ ॥ ৮৩
দাত্রিকা দৃতয়ঃ কুণ্ডা ভৃষুণ্ড্যো দৃষয়স্তথা।
ব্যাঘ্রী শতঘ্নী রোষণ্যা জলযন্ত্রাণি মুদ্গরাঃ ॥ ৮৪

শরীরী যেমন শরীরের হিতে নিযুক্ত, পোতস্বামী যেমন পোতহিতে তৎপর, সেইরূপ দুর্গস্বামী দুর্গহিতে নিরত হইবেন। ৭৩

রাজাদের বিপদ সুলভ। দুর্গ সেই বিপদের প্রতিকারোপায়। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা সেই দুর্গবিষয়ে কখন অসাবধান হইবেন না। ৭৪

আত্মপক্ষের অবিরুদ্ধ সর্ব্বলোকোপকারী স্বাম্যাদি উচ্ছেদে প্রতিবন্ধক বলিয়া দুর্গ এক প্রধান বলরূপে গণ্য। ৭৫

প্রমত্ত রাজার আপৎপ্রতিকার কদাচিৎ কোনরূপে হইলেও প্রহরিগণ নিদ্রালু এবং আলস্য যুক্ত হইলে, তস্করেরা তাহাদিগকে যেমন বিনষ্ট করে। তদ্রূপ আলস্য সুরক্ষিত রাজাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। ৭৬-৭৭

যে নরপতির দুর্গ, শত্রুপক্ষীয়েরা আক্রমণ করিতে না পারে, দুর্গের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, সেই সকল গুণরাশিতে যাহার মণ্ডল পরিপূর্ণ; শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার কিছুই করিতে না পারিয়া, অবশেষে মিত্রতা করে। ৭৮

যাহার দুর্গ ভালরূপ নাই, বলবান্ শত্রু আক্রমণ করিলে, তাঁহার উচ্ছেদ, বধ-বন্ধনাদির মধ্যে একটা অবশ্যই হয়। ৭৯

অতএব দুর্গ সুরক্ষিত করা উচিত এবং তথায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী, অন্ততঃ বার

ইত্যেবমাদয়ঃ কার্য্যা নিচয়া দুর্গচিন্তকৈঃ।
পুরাণমিতি যদ্দ্রব্যং কীটাদ্যুপহতঞ্চ যৎ ॥ ৮৫
নবং প্রক্ষিপ্য তাবৎ তদ্ব্যয়ং তস্যৈব কারয়েৎ।
তাবতা হি ব্যয়াভাবে দৃষ্ট্বা কালাসহিষ্ণুতাম্ ॥ ৮৬
নবানাং পরিবর্ত্তেন ক্ষিপেজ্জনপদেষু বা।
রক্ষেদ্দশকুলীমেকস্তা রক্ষেচ্ছতিকো দশ ॥ ৮৭
দশৈতাশ্চিন্তয়েদেকং চতুর্থাংশং পুরস্য বা।
গমাগমং মনুষ্যাণাং নিমিত্তং স্থানমেব চ ॥ ৮৮
কালমর্থপ্রমাণঞ্চ বিদ্যাদ্দশকুলাধিপঃ।
মানুষাগ্রং কুটুম্বস্য বিভবে যাতি জীবকে[১] ॥ ৮৯
ব্যয়ং বিবাহসম্বন্ধং দায়গ্রাহঞ্চ তত্ত্বতঃ।
নাপৃষ্ট্বা প্রবিশেৎ কশ্চিদায়ান্তং বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৯০
কারণং মোক্ষকালঞ্চ বিজানীয়াদ্দ্বয়োরপি।
অভ্যাগতোঽন্যদেশীয়ো নৈকরাত্রাৎ পরং বসেৎ ॥ ৯১
সুস্থবৃত্তেঽন্যদা তস্য প্রবেশাভাব এব চ।
অন্যদেশাগতং পণ্যং প্রবেশ্যন্তং নিবাসিভিঃ ॥ ৯২
দাতব্যং প্রতিপণ্যঞ্চ তৈরেব হি বিনিঃসৃতম্।
দুর্গোপযোগি যদ্দ্রব্যং ধান্যং বা বল্কলাদিকম্ ॥ ৯৩

বৎসরের উপযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বিগুণ পরিমাণে রাখা উচিত। তৈলাদি নানাবিধ স্নেহদ্রব্য, ধান্যাদি, লবণ, ঔষধ, শুষ্কশাকাদি, ক্ষার, তৃণাদি, অঙ্গার, যব, কাষ্ঠ, সারকাষ্ঠ, বংশ, স্নায়ু, লৌহ, প্রস্তর, চর্ম্ম, বল্কল, বিষ, শস্ত্র, আবরণ, যন্ত্র, শৃঙ্গ, শর, ধনু, প্রাস, কুদ্দাল, শণরজ্জু, দাত্র, কুম্ভ, ভুষুণ্ডি, জলযন্ত্রাদি বিবিধ যন্ত্র মুদ্গর ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্য সমুদয় দুর্গমধ্যে রাখা উচিত। ৮০-৮৪

দুর্গের যে সমস্ত দ্রব্য পুরাতন এবং কীটাদিযুক্ত হইয়াছে, তাহারই ব্যয় করিয়া, নূতন দ্রব্য সঞ্চয় করিবে। ৮৫

যখন দেখিবে দুর্গের যাবতীয় দ্রব্যের ব্যয় হইতেছে না; অথচ অধিকাল থাকিবে না, তখন নূতন দ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য জনপদমধ্যে দান করিবে। ৮৬-৮৭

একজন দশকুলের অধিপতি হইবে, তাহারা আবার দশশতের অধিপতি হইবে। এইরূপে দশজনের নগরের এক চতুর্থাংশ রক্ষা করিবে। যে দশকুলের অধিপতি, সে মনুষ্যদিগের গমনাগমন বিপদাশঙ্কা, অর্থ, কালপ্রমাণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কুটুম্বের কোন কার্য্যাদি উপস্থিত হইলে স্থানান্তরে যাইতে পারে। ৮৮-৮৯

ব্যয়, বিবাহ, সম্বন্ধ, দানগ্রহণ প্রভৃতি কোন বিশেষ কার্য্য না থাকিলে, কাহাকেও প্রবেশ বা নির্গম করিতে নেওয়া উচিত নয়। ৯০

প্রবেশার্থী ও বহির্গমনার্থী এ উভয়েরই প্রবেশ ও নির্গমের কারণ অবগত হইবে এবং তাহাদের পুনঃ প্রবেশাদির কারণও অবগত হইবে। কোন বিপদাশঙ্কা না থাকিলে, অভ্যাগত বিদেশী ব্যক্তিকে এক রাত্রির জন্য বাস করিতে দেওয়া যায়। বিপদাশঙ্কা থাকিলে প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। ৯১-৯২

---

(১) জীবিকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্য কুর্য্যাদনির্ব্বাহং কীটাদ্যুপহতাদৃতে।
নানিবদ্ধো বসেৎ কশ্চিন্ন লিঙ্গী ন চ ভিক্ষুকঃ।। ৯৪
ন শস্ত্রিণো ন চোন্মত্তো ন বাগ্‌জীবকুশীলবৌ।
প্রবেশয়েন্ন চাজ্ঞাতান্ প্রাক্‌প্রবিষ্টাংশ্চ শোধয়েৎ।। ৯৫
আয়ুধীয়ৈরশূন্যানি সদা দ্বারাণি কারয়েৎ।
আগামিনাঞ্চ নার্থানা-মুপভোগায় কল্পয়েৎ।। ৯৬
বিক্রয়ং সর্ব্বপণ্যানাং বহিঃ সূনাসুরাসু চ।
অদ্বারেণ প্রবিষ্টস্য দ্বারেণাসময়েঽপি।। ৯৭
দ্বিপাদচ্ছেদনং দণ্ডো বধো রাজপরিগ্রহে।
কুর্য্যাদগ্নিনিষেধার্থং সাতত্যাদবঘোষণম্।। ৯৮
প্রক্ষেপ্যং পটলেভ্যশ্চ তৃণজাতং ঘনাত্যয়ে।
নোপহন্যাদমেধ্যেন ন গর্ত্তে র্নাপ্যবস্করৈঃ॥ ৯৯
গৃহকাষ্ঠতৃণৈর্বাপি বিটমার্গং ন রোধয়েৎ।
অন্যোন্যালোকি কর্ত্তব্যং স্থানকং স্থানকান্তরাৎ॥ ১০০
প্রাকারবাহুমেকৈকং চরেয়ুর্নিশি রক্ষিণঃ।
তান্যেব ভয়শঙ্কায়াং রাজ্ঞি দূরগতেঽপি বা॥ ১০১
নিরন্তরাণি কুর্ব্বীত স্থানকানি প্রযত্নবান্।
ব্যামিশ্রাস্তেঽপি কর্ত্তব্যাঃ সৈনিকৈঃ পুরবাসিভিঃ।। ১০২

অন্যদেশাগত কোন পণ্যদ্রব্য আসিলে স্থানীয় লোকে তাহা লইয়া আপনাদের প্রতিপণ্য তাহাদিগকে দিবে। ধান্য, বল্কলাদি যে সকল দ্রব্য দুর্গোপযোগী, তাহা কীটাদি-বিদ্ধ না থাকিলে, ব্যয় করিবে না। বিশেষ কোন কার্য্য না থাকিলে কাহাকেও বাস করিতে দিবে না। চিহ্নধারী, ভিক্ষুক, সশস্ত্র ব্যক্তি, উন্মত্ত, বাগ্‌জীবী এবং কুশীলব ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং যদি পূর্ব্বে কোনরূপে ঐরূপ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাকে বহিষ্কৃত করা উচিত। ৯৩—৯৫

দ্বারদেশে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী থাকিবে। যাহা ভবিষ্যতে লাভ হইবে, তাহার অপেক্ষায় কোন কার্য্য রাখিবে না। ৯৬

সমস্ত পণ্যদ্রব্য একেবারে বিক্রয় করিবে না। মদ্যশালা বহির্দ্দেশে থাকা উচিত। প্রবেশদ্বার ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া কিংবা অসময়ে প্রবেশদ্বার দিয়া কেহ প্রবেশ করিলে, উভয়পাদ ছেদন করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবে। অগ্নিভয়-নিবারণ জন্য সর্ব্বদা ঘোষণা প্রচার করিবে। অগ্নিভয়ের কাল উপস্থিত হইলে গৃহের চাল তৃণাদি দূরে নিক্ষেপ করিবে। ৯৭—৯৯

গৃহকাষ্ঠ তৃণাদি কিংবা কোন অপবিত্র বস্তু দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিবে না। রাত্রিতে লম্পটদিগের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। আবাস স্থান এইরূপভাবে করা উচিত, যেন এক স্থান হইতে অন্যস্থান দেখা যায়। ৯৯-১০০

রাত্রিতে প্রাচীরের এক এক ধারে এক এক জন প্রহরী বিচরণ করিবে। কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকিলে কিংবা রাজা দূরদেশে গমন করিলে প্রাচীরের সকল স্থানেই প্রহরী নিযুক্ত করিবে। ১০১

পুরবাসী সৈন্যগণ আপনাদের জাতি-সংখ্যাদিনিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ

লেখ্যকা বৎসতজ্জাতি-গোত্রসংখ্যাদিলক্ষিতাঃ।
প্রাকারাধিষ্ঠিতং পাদং পাদং সর্ব্বত্রচারিণম্ ॥ ১০৩
আবদ্ধকবচং মধ্যে বলসার্দ্ধং নিবেশয়েৎ।
উষ্ট্রাশ্বাশ্বতরারূঢ়ৈঃ শীঘ্রদূরপ্রযায়িভিঃ ॥ ১০৪
সংশোধ্যা পরিতো ভূমির্দুর্গস্য দশযোজনাৎ।
যতো যতো ভয়াশঙ্কা তত্র তত্র মহামতিঃ ॥ ১০৫
চরৈর্বিজ্ঞায় বৃত্তান্তং কস্য যোগ্যং সমাচরেৎ।
ভাণ্ডাগারেষু যত্নেন কোষ্ঠাগারেষু নিত্যশঃ ॥ ১০৬
জলশালাসু চোহ্যক্তাঃ প্রযোজ্যাঃ কুলজাঃ স্থিরাঃ।
ভীতা লুব্ধাস্তথা ত্রস্তাঃ ভৃতা ব্যসনিনঃ শঠাঃ ॥ ১০৭
দ্যূতমদ্যরতা দুর্গে ন কার্য্যাস্ত্বধিকারিণঃ।
নিত্যং মন্ত্রিজনোপেতং ভিষক্সাংবৎসরান্বিতম্ ॥ ১০৮
সূত্রধারগণোপেতং নানাশিল্পিসমাকুলম্।
গ্রহকৃত্যোপসর্গাদি-শমনেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০৯
বিষভূতোপহারাংশ্চ গারুড়িকাদিকাংস্তথা ॥ ১১০
দ্বিজান্ বেদবিদশ্চৈব কারয়েৎ সন্নিধৌ নৃপঃ।
শ্বশৃগালান্ মহাদুর্গে গোপুরাদিষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ১১০
এবং কৃতে সদা বিপ্র পুষ্কলাং লভতে শ্রিয়ম্।
পাতি গাং সবলোপেতাং নিরাবাধাং সুখেন চ ॥ ১১১

বসিষ্ঠ উবাচ—

গোপুরস্য প্রমাণন্তু শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কীদৃশ্খনং প্রকর্ত্তব্যং দিনঋক্ষেষু কেষু চ ॥ ১১২

বৃহস্পতিরুবাচ—

পূর্ব্বাদীন্ কারয়েদ্দ্বারান্ মহাদুর্গেষু চোত্তমান্।
দ্বাত্রিংশৎকরকোৎসেধ-মর্দ্ধেনৈব তু বিস্তরম্ ॥ ১১৩

চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পদচালনা করিতে করিতে প্রাচীরের সকল স্থান বিচরণ করিবে। ১০২-১০৩

সৈন্যগণ বর্ম্মাবৃত হইয়া অর্দ্ধেক পরিমাণে প্রাচীরের মধ্যস্থানে থাকিবে। উষ্ট্রারোহী, আরোহী এবং শীঘ্রগামী কতকগুলি সৈন্য দ্বারা দুর্গের দশ-যোজন অন্তর পর্য্যন্ত সাবধানে রক্ষা করিবে। যে যে স্থানে ভয়ের আশঙ্কা থাকিবে, চর দ্বারা সেই সেই স্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যথাযোগ্য প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। ধনাগার, কোষ্ঠাগার, জলশালা প্রভৃতি স্থানে সদ্বংশজাত স্থিরবুদ্ধি লোক নিযুক্ত করিবে। ভীত, লুব্ধ, ব্যসনগ্রস্ত, শঠ, দ্যূতরত, মদ্যরত এই সকল লোককে কোন বিশেষ অধিকারে নিযুক্ত করিবে না। ১০৪-১০৭

মহারাজগণ আপনাদের সন্নিধানে মন্ত্রী, বৈদ্য দৈবজ্ঞ, সূত্রধার, শিল্পী, শান্তি-কারী ব্রাহ্মণ, বিষবৈদ্য, ভূতহারী (ভূতের রোজা), গারুড়িকা (যাহারা গারুড় বিদ্যায় অভিজ্ঞ) ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা বাস করাইবেন। দুর্গমধ্যে ও গোপুরাদি স্থানে কুক্কুর, শৃগালাদি জন্তু থাকা নিষিদ্ধ। ১০৮-১১০

এইরূপ করিলে রাজগণ অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবী-পালন-জনিত সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ১১১

দ্বিতীয়ং মধ্যমং কার্য্যং করষোড়শকোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১১৪
তস্য চার্দ্ধেন বিস্তারং তৃতীয়ং মনুমানগম্ ।
চতুর্থং ভানুমানন্ত রুদ্রমানন্ত পঞ্চমম্ ॥ ১১৫
ষষ্ঠং দশকরং কার্য্যং সপ্তমং গ্রহমানিতম্ ।
বসুমানং ভবেদ্বিপ্র দ্বারভশ্চাষ্টমং মতম্ ॥ ১১৬
উচ্ছ্রায়াচ্চার্দ্ধবিস্তারান্ দ্বারান্ কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্ ।
শৈলানি দৃঢ়কাষ্ঠানি নানা হেতিযুতানি চ ॥ ১১৭
উর্দ্ধমণ্ডপযুক্তানি বীথিকোপবনাদিভিঃ ।
রাজস্থানসমাযুক্তান্ বাতায়নসমন্বিতান্ ॥ ১১৮
মত্তবারণবিদ্যাঢ্যান্ ধ্বজকৈরুপশোভিতান্ ।
গজব্যালকৃতাপীড়ান্ পদ্মপত্রমনোহরান্ ॥ ১১৯
কারয়েদ্বিবিধান্ দ্বারান্ যথাশোভং যথাক্রমম্ ।
* ষোড়শমানমর্থমানথাপি বা ॥ ১২০
দ্বারং সর্ব্বেষু দুর্গেষু প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
সকপাটার্গলোপেতং সকীলকমথাপি বা ॥ ১২১
ভুজগেন (১) সযন্ত্রাঢ্যান্ নাগবন্ধসুসঙ্কিতান্ ।
আয়সান্যষ্টকীলানি যথাভাগগতানি চ ॥ ১২২
কারয়েদ্দ্বারসংস্থানি দ্বারে দ্বারান্তরাণি চ ।
মণ্ডপং বীথিকা বাথ যত্র শস্ত্রভৃতো নরাঃ ॥ ১২৩

বসিষ্ঠ বলিলেন,—এক্ষণে আমি গোপুরের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপুরের পরিমাণ এবং কোন্ দিন, কোন্ নক্ষত্রাদিতে তাহা করা উচিত, তাহা বর্ণন করুন। ১১২

বৃহস্পতি বলিলেন,—দুর্গের পূর্ব্বাদি দ্বার অতি উত্তমরূপে করাইবে, উর্দ্ধে বত্রিশ হাত এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধেক (অর্থাৎ ষোল হাত)। দ্বিতীয় দ্বার মধ্যমরূপ করিতে হয়, উহার পরিমাণ উর্দ্ধে ষোল হাত, প্রস্থে আট হাত, করিলেই চলে। ১১৩-১১৪

তৃতীয় দ্বার চৌদ্দ হাত, চতুর্থ বার হাত, পঞ্চম এগার হাত, ষষ্ঠ দশ হাত, সপ্তম নয় হাত, অষ্টম দ্বার আট হাত করিতে হয়। ১১৫-১১৬

উর্দ্ধের পরিমাণ যাহা বলা হইল, বিস্তার তাহার অর্দ্ধেক, সর্ব্বত্রই ধরিতে হইবে। দ্বারদেশের সম্মুখে বিবিধ লতামণ্ডপ ও উপবনাদি থাকিবে। প্রত্যেক দ্বারের মধ্যে রাজার একটী বসিবার স্থান থাকিবে, প্রত্যেক দ্বারে বাতায়ন থাকিবে। ১১৭-১১৮

দ্বারদেশে, হস্তী, সর্প, পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং স্থানে স্থানে ধ্বজা দিয়া দ্বারের শোভা সম্পাদন করিবে। সকল দুর্গের মধ্যম দ্বার ষোল হাত, অথবা চৌদ্দ হাত উচ্চ করিতে হয়। ১১৯-১২১

দ্বারের কবাট ও অর্গলাদি সুদৃঢ় হইবে এবং লৌহনির্ম্মিত আটটি কীল যথাস্থানে স্থাপিত। ১২২

যে স্থানে দ্বারপালগণ সশস্ত্রে অবস্থান করে, তথায় মণ্ডপ অথবা লতামণ্ডপ নির্ম্মিত করিবে। ১২৩

১। ভুজাকুশেতি পাঠান্তরম্।

তিষ্ঠন্তি দ্বারপালাশ্চ নিত্যং সন্নিহিতায়ুধাঃ।
দুর্গেষু কারয়েদ্ দুর্গাং মহিষাসুরঘাতিনীম্ ॥ ১২৪
দ্বারস্থং গজবক্তুং বা ধনদং বাথ পদ্মজম্।
ত্রিষূত্তরাসু রোহিণ্যাং দেবঋক্ষেষু চাথবা ॥ ১২৫
কারয়েৎ পুরদ্বারাদি সুলগ্নে গ্রহবর্জ্জিতে।
ময়া শুক্রযুতে বাথ দৃষ্টে বা চোচ্ছ্রয়েঽথ বা ॥ ১২৬
শিলান্যাসে বলিঃ কার্য্যঃ প্রাসাদোক্তো যথাবিধি।
হৈমং কুম্ভং সরত্নং বা শাখাধঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥ ১২৭
পূতনাশকুনী তত্র জম্ভাদীন্ পূজয়েদ্ গ্রহান্।
দেবান্ যক্ষান্ গ্রহান্ নাগান্ পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১২৮
দৈবজ্ঞান্ সূত্রধারাংশ্চ বস্ত্রহোমস্রগাদিভিঃ।
ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্যাংশ্চ পশুং শান্তৌ নিপাতয়েৎ ॥ ১২৯
দধ্যক্ষতস্রজঃ কুম্ভং ভক্ষ্যভোজ্যং চতুর্ব্বিধম্।
কারয়েৎ সর্ব্বলোকাদি-মুৎসবং বিবিধং পুরে ॥ ১৩০
শঙ্খভেরীনিনাদেন কুর্য্যাচ্চোড্ডুম্বরাদিকম্ ॥
শাখোচ্ছ্রয়ং তথা কার্য্যং ছত্রং শ্বেতপতাকিকম্ ॥ ১৩১
এবং সমুচ্ছ্রয়েচ্ছাখাঃ সর্ব্বদ্বারেষু বুদ্ধিমান্।
পূর্ব্বাংশং শোধয়েচ্চাস্য স্বাতীপুষ্যসমুদ্গমে ॥ ১৩২
তেন পরাপি সংসিদ্ধাঃ শেষাঃ সিদ্ধাঃ পরা মুনে।
দিগ্‌ভ্রান্তঃ সুমহদ্দোষো নৃপস্য তন্নিবাসিনাম্ ॥ ১৩৩

দুর্গের দ্বারদেশে দেবী মহিষ-মর্দ্দিনীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবে কিংবা গণেশ, কুবের অথবা ব্রহ্মার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাখিবে। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী কিংবা দেবনক্ষত্রে গ্রহবিবর্জ্জিত উত্তমলগ্নে পুরাদ্বারাদি নির্ম্মাণ করিবে। আমি (বৃহস্পতি) এবং শুক্র, এই উভয়গ্রহযুক্ত, অথবা উভয় দ্বারা দৃষ্ট কিংবা আমাদের উচ্চ লগ্নে পুরদ্বারাদি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। ১২৪-১২৬

দেবীসম্মুখে বলিদান করিয়া প্রসাদপ্রতিষ্ঠা বিধানুসারে পুরদ্বার-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিবে। সরত্ন স্বর্ণকুম্ভ পল্লবসংযুক্ত করিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া পূতনা, শকুনি প্রভৃতি জন্তুগণ ও গ্রহগণের পূজা করিবে। এইরূপে দেব, যক্ষ, গ্রহ, নাগ প্রভৃতি পূজা করিয়া বস্ত্র-মাল্যাদি দ্বারা সূত্রধার ও দৈবজ্ঞ-গণকে পরিতুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক বলিপ্রদানাদি দ্বারা শান্তি বিধান করিবেন। ১২৭-১২৯

দধি, অক্ষত, মাল্য, কুম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য এবং নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য বস্তু দ্বারা সাধারণ লোকের উৎসব বিধান করিবে। ১৩০

প্রত্যেক দ্বারে শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য, স্থানে স্থানে আম্রশাখা, শ্বেত-ছত্র, শ্বেতপতাকাদি বিন্যাস করিয়া উৎসব করিবে। ১৩১

স্বাতি কিংবা পুষ্যানক্ষত্রে পূর্ব্বাংশ শোধন করিবে, তাহা হইলে অন্যান্য অংশ সুসিদ্ধ হইবে। রাজার কিংবা অধিবাসিগণের পক্ষে দিগ্‌ভ্রম অত্যন্ত দোষাবহ। ১৩২-১৩৩

উড়ুম্বরং সমং কার্য্যঞ্চোর্দ্ধোড়ুম্বরকং পি বা।
সার্দ্ধহস্তস্তু বিস্তীর্ণমুচ্ছ্রয়ং হস্তমানিতম্ ॥ ১৩৪
শাখাং বিংশাংশহীনাস্তু ষোড়শাংশামথাপি বা।
ত্রিশাখমপি কর্ত্তব্যং মধ্যদ্বারং বিপশ্চিতা ॥ ১৩৫
স্তম্ভা বৃত্তাশ্চ দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাষ্টাষ্টমেব চ।
চতুরস্রাথ কর্ত্তব্যা যথাশোভং যথাপুরম্ ॥ ১৩৬
বিচিন্ত্যার্থং তথা শাস্ত্রং দুর্গদ্বারং নিবেশয়েৎ।
ঋদ্ধিমাপ্নোতি যেনাশু ভয়শোকবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৭
রাজা প্রজাশ্চ নন্দন্তি সম্যগ্দ্বারে কৃতে মুনে।
সামান্যং লক্ষণং তাসাং সৌত্রং সর্ব্বত্র শস্যতে ॥ ১৩৮
পুরদুর্গেষু কর্ত্তব্যং যথাবৎ তন্নিবোধত।
নাগোত্তমসমারূঢ়ঃ সচ্ছত্রো বিশতে যথা ॥ ১৩৯
তথা প্রতোল্যঃ কর্ত্তব্যা দুর্গে ধর্ম্মার্থকামদাঃ।
অথবা আয়সং শুদ্ধাঃ শৃণু বিস্তরতঃ ফলম্ ॥ ১৪০
নবোর্দ্ধাঃ পঞ্চবিস্তারাঃ পূর্ব্বাদেব বিবর্দ্ধিতাঃ।
ভবাদ্যাঃ পঞ্চবিস্তীর্ণা যদ্বৃদ্ধা দক্ষিণা মতাঃ ॥ ১৪১
সপ্তসপ্তহতাতোয়া পঞ্চসপ্তহতোত্তরা।
পঞ্চাঙ্গুলস্য বৃদ্ধ্যা (১) বা সদা কার্য্যাস্তু গোপুরাঃ ॥ ১৪২
আয়মানবিহীনাস্তু দুর্গা রাজ্ঞো ভয়াবহাঃ ॥ ১৪৩
নিত্যোদ্বেগভয়ত্রস্ত-তন্নিবাসিজনান্তরাঃ।
সম্পূর্ণমানবাত্বঙ্গ-সুখদা গোপুরাঃ সদা ॥ ১৪৪

উর্দ্ধদেশে প্রস্থে অর্দ্ধহস্তপরিমিত, উর্দ্ধে একহস্ত-পরিমিত "উড়ুম্বর" করিবে। দ্বার পরিমাণের বিশভাগের, কিংবা ষোলভাগের একভাগ শাখার পরিমাণ হইবে। মধ্যদ্বারে তিনটী শাখা থাকা প্রয়োজন। ১৩৪-১৩৫

দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ অথবা অষ্টসংখ্যক সুগোল অথবা চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। ১৩৬

প্রয়োজনানুসারে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে দুর্গদ্বার স্থাপন করিবে। দ্বার-নির্ম্মাণ সম্যক্‌রূপ হইলে রাজা ও প্রজাগণ ঐশ্বর্য্যলাভ করে এবং ভয় শোকাদি কিছুই থাকে না। ১৩৭

পুরদুর্গাদির সূত্রানুযায়ী সামান্য লক্ষণ যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্গের প্রতোলী (অর্থাৎ উচ্চপথ) এরূপভাবে করিবে, যেন তাহারমধ্য দিয়া উচ্চ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ছত্রধারী ব্যক্তি যাতায়াত করিতে পারে। দুর্গদ্বার লৌহ-নির্ম্মিত করিলে ভাল হয়। উর্দ্ধে নয় হাত, প্রস্থে পাঁচ হাত, এই পরিমাণে পূর্ব্বদ্বার হইবে। দক্ষিণদ্বার উর্দ্ধে এগার হাত, প্রস্থে পাঁচ হাত। অনন্তর ক্রমশঃ পঞ্চাঙ্গুল বৃদ্ধি করিয়া পুরদ্বার নির্ম্মাণ করিবে। যে দুর্গের পরিমাণাদির কোন নিয়ম নাই, সেই দুর্গ রাজাদের ভয়াবহ হয়। ১৩৮-১৪৩

তথায় যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহাদের নিত্য উদ্বেগ ও ভয় উপস্থিত হয়। যে পুরদ্বার পরিমাণাদি সকল বিষয়েই অঙ্গহীন নহে, তাহাতে বাস:

১। যব-অঙ্গুলবৃদ্ধ্যা ইতি পাঠান্তরম্

তাসাং নামানি বক্ষ্যামি যথা যা পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।
শ্রিয়া কান্তির্দ্যুতির্লক্ষ্মী র্জয়াভদ্রাপরাজিতা।
অনন্তা শোভনা দুর্গাঃ পূর্ব্বেণ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৫
শান্তি (১) র্বৃদ্ধির্ভবা দেবী কালী ঘোরবিমোহিনী।
বিমলা চেতি যাম্যেন প্রতোল্যঃ শুভদায়িকাঃ ॥ ১৪৬
রোচনা মঙ্গলা রৌদ্রী উগ্রা চণ্ডা যশোবতী।
প্রাপ্তির্দীপ্তীতি বারুণ্যাং বীথিকাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ১৪৭
ইচ্ছা প্রীতিঃ শুভা মাতা যশোদা ধনদা উমা।
শরণ্যা চেতি সৌম্যেন দুর্গে গোপুরিকা মতা ॥ ১৪৮
সুস্থিতা সুষমা কার্য্যা অবিদ্ধা সুমনোহরা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা পঞ্চসপ্তাথ ভূমিকা ॥ ১৪৯
মূলাদ্দ্বাদশহীনানি মালাদ্বারাণি কল্পয়েৎ।
শৈলানি কাষ্ঠ চেষ্টানি বজ্রসৌধানি কারয়েৎ ॥ ১৫০
লেপানি সর্ব্বগন্ধানি প্রাসাদবিভবানি চ।
এবং লক্ষণসম্পন্নং দুর্গং যস্য মহীপতেঃ ॥ ১৫১
স পাতীহ ভয়াৎ সর্ব্বান্ লোকান্ কোষসমন্বিতান্।
মধ্যামধ্যগতৈর্গেহৈঃ পঙ্‌ক্তিবৃত্তগতৈঃ পরা ॥ ১৫২
পদ্মস্বস্তিকগোমূত্র-বস্তন্যাসগতৈঃ পি বা।
পরদুর্গং বিনা কার্য্যং প্রাসাদগৃহভূষিতম্ ॥ ১৫৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে গোপুরদ্বারলক্ষণং নাম
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

করিলে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে তাহাদের নাম যথাক্রমে বলিতেছি। পূর্ব্বদিকে শ্রী, কান্তি, দ্যুতি, লক্ষ্মী, জয়া, ভদ্রা, অপরাজিতা, অনন্তা, শোভনা, দুর্গা। ১৪৪-১৪৫

দক্ষিণদিকে শান্তি, বৃদ্ধি, ভবা, দেবী, কালী, ঘোরা, বিমোহিনী বিমলা। পশ্চিমদিকে রোচনা, মঙ্গলা, রৌদ্রা, উগ্রা, চণ্ডা, যশোবতী, প্রাপ্তি, দীপ্তি। উত্তরদিকে বীথিকা, সর্ব্বকামদা, ইচ্ছা, প্রীতি, শুভা, মাতা, যশোদা, ধনদা, উমা, শরণ্যা ইত্যাদি নামক গোপুর শুভাবহ হয়। ১৪৬-১৪৮

পুরদ্বারের সর্ব্বতোভাবে শোভা বৃদ্ধি করিবে। পুরদ্বারের সন্নিকটে প্রস্তর ও কাষ্ঠাদি দ্বারা (বজ্রসৌধ) নির্ম্মাণ করিবে। ১৪৯-১৫০

প্রাসাদের যে সমস্ত শোভা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই পুরদ্বারে সম্বদ্ধ হইবে। যে নরপতির এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়,। তাঁহার কিংবা অধীনস্থ প্রজাগণের কোন ভয় থাকে না। ১৫১

দুর্গের মধ্যে মধ্যে এক একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পদ্ম, স্বস্তিক, গোমূত্র প্রভৃতি পবিত্র দ্রব্য রক্ষা করিবে। নানাবিধ প্রাসাদ গৃহাদি দ্বারা দুর্গের শোভা সম্পাদন করিবে। ১৫২-১৫৩

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২

১। স তু ইতি বাপাঃ।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি অধোদুর্গনিবেশনম্।
যথা যস্য প্রকর্ত্তব্যং নৃপলোকসুখাবহম্ ॥ ১
যস্মিন্ বিশ্বং ভবেচ্চোর্দ্ধং দুর্গং দুর্গবিশারদঃ।
তদধোভাগবাসস্তু কুর্য্যাৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ২
পূর্ব্বনিম্নং শুভং দুর্গং সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্।
আগ্নেয্যামগ্নিদাহস্তু যাম্যে তস্করজং ভয়ম্ ॥ ৩
নৈঋর্তে নির্ধনা লোকা ভবন্তি তন্নিবাসিনঃ।
নির্ধর্ম্মা ধনহীনাস্তু অপরামানতে জনাঃ ॥ ৪
নিত্যোদ্বেগপরা বৎস বায়ব্যাং সন্নতে গিরৌ।
মুদিতাঃ সর্ব্বলোকাশ্চ দুর্গে সৌম্যাংশনামিতে ॥ ৫
ঐশান্যাং ধর্ম্মনিরতা ধনধান্যসমাকুলাঃ।
ভবন্তি তন্নিবাসিনো দুর্গে নিম্নগতে মুনে ॥ ৬
পূর্ব্বভাগে নৃপশ্চাধো বসেন্নিম্নং যদা ভবেৎ।
আগ্নেয়ে তৈজসা বিপ্রাঃ সুখদা ভয়দাস্তথা ॥ ৭
যাম্যে অন্ত্যজনা বাস্যা নৈঋর্তে শস্ত্রকারিণঃ।
বারুণে জলদ্রব্যাদি তথা শূদ্রজনাদয়ঃ ॥ ৮
গন্ধগন্ধর্ব্বনিরতা বায়ব্যে নন্দতে জনাঃ।
সৌম্যে হট্টজলং কার্য্যমৈশান্যাং দেবতাদিকম্ ॥ ৯
বিপরীতে মহান্ দোষঃ পূর্ব্বে হট্টং নৃপান্তকম্।
ভবতে সুখদং বৎস যথাসংস্থানবাসিনাম্ ॥ ১০

মনু বলিলেন,—এক্ষণে রাজগণের সুখাবহ অধোদুর্গ নিবেশনের বিষয় বলিতেছি। ১

উর্দ্ধদুর্গে বাস করা অপেক্ষা অধোদুর্গে বাস করা অত্যন্ত সুখকর। ২

পূর্ব্বদিকে অধোদুর্গ করিলে, পুরবাসী সকলেরই শুভাবহ হয়। অগ্নিকোণে অগ্নিদাহের ভয় এবং দক্ষিণে তস্করের ভয় থাকে। ৩

নৈঋর্তকোণে করিলে, পুরবাসিগণ নির্ধন হয়। পশ্চিমদিকে করিলে নির্দ্ধন ও ধর্ম্মহীন হয়। ৪

বায়ুকোণে করিলে নিত্য উদ্বেগ হয়। উত্তরদিকে করিলে প্রজাগণ সুখী হয়। ৫

ঈশানকোণে করিলে, পুরবাসিগণের ধনধান্যাদি ও ধর্ম্ম লাভ হয়। ৬

পূর্ব্বভাগে রাজা বাস করিলে শুভ হয়। অগ্নিকোণে তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ বাস করিলে সুখসমৃদ্ধি হয় এবং কোন ভয় থাকে না। ৭

দক্ষিণদিকে নীচ ব্যক্তিগণ, নৈঋর্তে অস্ত্রকারিগণ, পশ্চিমদিকে জল ও দ্রব্যাদি এবং শূদ্রগণ, বায়ুকোণে গায়ক ও বাদ্যকারগণ, উত্তরে রাজপ্রিয় ব্যক্তিগণ বাস করিবে। ঈশান কোণে দেবতাগণের স্থান। ৮-৯

ইহার বিপরীত করিলে অনিষ্ট হয়। রাজার বাসস্থান পূর্ব্বদিকেই প্রশস্ত। বৎস! এইরূপ যথাস্থানে বাস করিলে সকলেরই সুখসম্পদ্ হয়। ১০

দুর্গং পুরঞ্চ নগরং কর্ত্তব্যং মঙ্গলায়ুতম্।
ন চ শূন্যানি বাসানি ধারয়েদ্দেবতাদিষু ॥ ১১
ন গৃহং বীথিকা দুর্গং পুরে শীর্ণং বিধারয়েৎ।
রাজভাগং ভবেৎ তচ্চ দেবতাদিষু বিন্যসেৎ ॥ ১২
দেবশ্চ শঙ্করঃ কার্য্যঃ সগণো মঙ্গলায়ুতঃ।
তস্মিন্ নিত্যোৎসবাঃ সর্ব্বে গৃহপ্রাসাদভূষিতাঃ ॥ ১৩
বসেয়ুরূর্দ্ধগা লোকা বাধাশাশ্বতবর্জ্জিতাঃ।
অটব্যাদিষু দুর্গেষু অধোবাসং ন কারয়েৎ ॥ ১৪
বসংস্তৃণাদিগেহেষু মেষাদিপরিবর্জ্জিতাঃ।
অধোভাগেন মেষ্যাদি ধারয়েন্মুনিসত্তম ॥ ১৫
ধারয়ন্ মহদাপ্নোতি ভয়ং রাজা অরাতিজম্।
রাষ্ট্রং রিপুবলেনৈব রাজা চ পরিপীড্যতে ॥ ১৬
তস্মাদ্ দুর্গবিবৃদ্ধ্যর্থ-শ্চোর্দ্ধে বাসো বিধীয়তে।
ঊর্দ্ধে তু সুভৃতা বাস্যাঃ কুভৃতাস্তু নিবাসয়েৎ ॥ ১৭
মত্তোন্মত্তান্ প্রমত্তাংশ্চ দুর্গে ন বাসয়েন্নরান্
নৈকে কুর্য্যাৎ প্রভুত্বন্তু ন শূদ্রে ন কুশীলবে ॥ ১৮
ন চ বন্ধকিনে কুর্য্যান্ন চায়সি নিয়ন্ত্রিতে।
কুর্য্যাদ্ দুর্গং বিশীর্য্যেত যথা গেহং শিরোহতম্ ॥ ১৯
ঐন্দ্রেশস্তু শিবো দুর্গে অধোর্দ্ধে তন্ন পীড়য়েৎ।
স্বকায়পীড়নাদ্দোষং শিবে স্বামী বিনশ্যতি ॥ ২০

কি দুর্গ, কি অন্তঃপুর, কি নগর, সকল স্থানই মঙ্গলময় করিবে। কোন শূন্য দেবালয়াদি রাখিবে না। ১১

গৃহ, বীথিকা, দুর্গ প্রভৃতি জীর্ণ হইলে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। দেবোদ্দেশে কোন বস্তু কেহ দান করিলে, তাহাতে রাজার অধিকার। ১২

নগরমধ্যে ভগবান্ শঙ্করের মহোৎসব করিবে। উৎসবকালে প্রাসাদ ও গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া নগরকে শোভিত করিতে হয়। ১৩

ইহাতে ঊর্দ্ধবাসিগণের কোন বাধা সংঘটিত হইতে পারে না। অরণ্য মধ্যে অধোদুর্গে বাস করা উচিত নয়। ১৪

অধোদুর্গের মধ্যে তৃণাদিনির্ম্মিতগৃহমধ্যে মেষাদি বর্জ্জন করিয়া বাস করিবে। নতুবা মহৎ শত্রুভয় উপস্থিত হইতে পারে। সমস্ত রাষ্ট্র ও রাজা স্বয়ং শত্রুসৈন্য দ্বারা অভিভূত হয়। ১৫-১৬

দুর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের ঊর্দ্ধে বাস করা উচিত। উত্তম ভৃত্য-গণকে ঊর্দ্ধে বাস করাইবে এবং দুষ্টগণকে নিম্নে বাস করাইবে। ১৭

মত্ত, উন্মত্ত এবং প্রমত্ত ব্যক্তিগণকে দুর্গমধ্যে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। শূদ্র, কুশীলব এবং বেশ্যাপুত্র ইহাদের উপরও প্রভুত্বের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সকল ব্যক্তিগণের উপর প্রভুত্ব-ভার দিলে, বিনষ্ট-মস্তক গৃহের ন্যায় দুর্গের ধ্বংস সাধিত হয়। ১৮-১৯

পূর্ব্বদিকের অধোভাগে শঙ্কর ঊর্দ্ধভাগে দুর্গাদেবী অধিষ্ঠান করেন, তজ্জন্য এই স্থানে কোন প্রকার অত্যাচার ও পীড়নাদি করা নিষিদ্ধ, অথবা মহাদেব কুপিত হইয়া সমস্তই বিনষ্ট করেন। ২০

জলগে গিরিদুর্গে চ বাহ্যে বাসো ভয়াপহঃ[১]।
অটব্যে তু বিশেষেণ শাশ্বতং বর্জ্জয়েদধঃ ॥ ২১
অরণ্যেষু চ দুর্গেষু উষরেষু বিশেষতঃ।
বাহ্যে বাসং ন কুর্ব্বীত অরণ্যেষু তথৈব চ ॥ ২২
অরণ্যে ধর্ম্মহানিঃ স্যাদূষরেঽপি তথৈব চ।
অটব্যে শত্রুজা শঙ্কা তস্মাদ্বাসমধস্ত্যজেৎ ॥ ২৩
কৃষিকর্ম্মাত্তু চর্ম্মাদি লোহিতস্ত গণায়সম্।
শরযন্ত্রৌষধাদীনাং সংগ্রহায় অধো বসেৎ ॥ ২৪
বাণিগ্বীথিনিবাসিভ্যো ধান্যমেয়া হিরণ্যেন।
উর্দ্ধে বাস্যা বশীকৃত্য রাজ্ঞা দুর্গহিতৈষিণা ॥ ২৫
পঙ্কলং খেটকং পণী দুর্গাধঃ কর্ষয়েৎ সদা।
তন্নিবাসিজনা যে চ তে কার্য্যাঃ সবলাঃ[২] সদা ॥ ২৬
এবং ন ক্ষীয়তে দুর্গং ধনধান্যেন সংভৃতম্।
বর্দ্ধতে চ জনঃ কোষো রাজা চ সুখমেধতে ॥ ২৭
যথা যথা বিবর্দ্ধন্তে দিনৌকানি গৃহে গৃহে।
তথা তথা বিবর্দ্ধন্তে রাজ্ঞো ধর্ম্মযশঃশ্রিয়ঃ ॥ ২৮
যথারণ্যবাসিনাঞ্চ ধর্ম্মো ভবতি দেহিনাম্।
এবং রাজ্ঞঃ শ্রিয়া ধর্ম্মো দুর্গে কালবশাদ্ ভবেৎ ॥ ২৯

জলদুর্গ ও গিরিদুর্গের বাহিরে বাস করিলে ভয়ের আশঙ্কা আছে এবং বনদুর্গে অধোভাগে বাস করিলেও ভয়াশঙ্কা হইতে পারে। ২১

অরণ্য ও উষর দুর্গে বহির্দ্দেশে বাস করিবে, নতুবা শত্রুভয় উপস্থিত হইতে পারে। ২৩

কৃষি, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, লৌহ, ধনু, বাণ, যন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির সংগ্রহের জন্য নিম্নে বাস করা কর্ত্তব্য। ২৪

বণিক্ ও ব্যবসায়িগণকে স্বর্ণাদি দান করিয়া বশীভূত করত উর্দ্ধে বাস করাইবে। ২৫

দুর্গের নিম্নদেশস্থ ভূমিসকল পঙ্কময় স্বল্পাচ্ছাদিত শূন্যগর্ভ কিংবা পত্রাদি-বিশিষ্ট অথবা কর্ষিত করিতে হয়। দুর্গ-নিবাসী ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা সুস্থ ও সবল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ২৬

এইরূপে ধনধান্যাদিদ্বারা সংবর্দ্ধিত দুর্গ কখনও বিনষ্ট হয় না। এইরূপ দুর্গে সকলের সুখবৃদ্ধি ও কোষ পূর্ণ হয়, রাজাও পরম সুখে কালযাপন করেন। ২৭

ঘরে ঘরে যতই দেবতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, রাজা ততই সুখভোগ করেন। ২৮

যেরূপ অরণ্যবাসী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ উত্তম দুর্গে বাস করিলে রাজারও কালক্রমে ধর্ম্ম, যশ, সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ২৯

১। ভয়াবহঃ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
২। স্মরণাঃ ইতি সুরসাঃ ইতি চ পাঠান্তরম্।

দুর্গাধঃ কৃত্রিমং দুর্গং কিঞ্চিৎ কালং নিরক্ষয়া।
বিজয়ার্থং প্রকর্ত্তব্যং যথাবৎ তন্নিবোধ মে ॥ ৩০
দুর্গাশ্রয়ং সমালক্ষ্য উর্দ্ধং দুর্গং বলং তথা।
জলেন্ধনঞ্চ ধান্যঞ্চ যবমুদ্গবাদিকম্।
তথা কুর্য্যান্মহাবাহো কৃত্রিমং বিজয়োত্তমম্ ॥ ৩১
কাষ্ঠেষ্টমথবা শৈলং খাতিকারচিতং[১] তথা।
দ্রুমবল্লীলতোপেতং গর্ভং তোয়সমন্বিতম্ ॥ ৩২
বাহ্যতোয়ং সুরক্ষ্যং বা দুর্গযন্ত্রোপলাদিভিঃ।
কর্ত্তব্যং গৃহপ্রাকারৈ-স্তোরণৈরুপশোভিতম্ ॥ ৩৩
বীথীপূরকসংযুক্ত-মথবা মণ্ডপান্বিতম্।
মণ্ডপং শতদণ্ডেন দ্বিগুণং ত্রিগুণং পি বা ॥৩৪
মানাদ্-বৃত্তমথ ত্র্যস্রমায়তেন্দু যথাশুভম্।
অনেকগর্ভগর্ভাঢ্যং দেবতামাতরান্বিতম্ ॥ ৩৫
অনেকভাণ্ডমেয়াদি ভৃতং সত্র-প্রপান্বিতম্।
শয্যাগ্নী ধর্ম্মতো দেয়ৌ শুভে চাপদি বর্জ্জিতে ॥ ৩৬
এবং কালবশাৎ কুর্য্যাদ্ বিজয়াখ্যং মহাপুরম্।
নীচে চ বিধিসংস্থানং লক্ষয়িত্বা গ্রহং বলম্ ॥ ৩৭
পুরং দুর্গং প্রকর্ত্তব্যং মহর্দ্ধিফলকাঙ্ক্ষয়া।
ত্রিত্রিকং গর্ভগর্ভস্তু দণ্ডৈঃশ্চন্দ্রাদিভেদিতৈঃ[২] ॥ ৩৮
পূর্ব্বাদিদেশশ্চক্ষস্তু দ্বিগর্ভস্তু দ্বিরষ্টকম্।
বাহ্যে দ্বাদশকং দেয়ং তত্র বিদ্যাদ্ বলাবলম্ ॥ ৩৯

সমস্ত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য দুর্গের অধোভাগে যেরূপ কৃত্রিম দুর্গ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। ৩০

দুর্গের নিকটস্থ স্থান আশ্রয় করিয়া, এই কৃত্রিম দুর্গ করিতে হয়। ইহাতে ধন, ধান্য, যব, মুদ্গ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি রক্ষা করিতে হয়। হে মহাবাহো! এরূপ করিলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়। ৩১

কাষ্ঠ, ইষ্টক, প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা ইহা নির্ম্মিত করিয়া বৃক্ষলতাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। মধ্যে জল থাকিবে। ৩২

বাহিরেও জলগড় কিংবা দুর্গযন্ত্র-প্রস্তরাদি দ্বারা ইহাকে সুরক্ষিত করিবে। গৃহ, প্রাচীর এবং তোরণাদি দ্বারা ইহা সুশোভিত করিবে। ৩৩

স্থানে স্থানে বীথিকা ও মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপের পরিমাণ, শতদণ্ড কিংবা ইহার দ্বিগুণ, কি তিনগুণ। ৩৪

চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ইহা সমবৃত্ত হইবে, গর্ভমধ্যে অনেক দেবমন্দিরাদি থাকিবে, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয়শালা থাকিবে। কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে, তথায় শয্যা ও অগ্নি রাখিতে পারা যায় ৩৫-৩৬

কালানুসারে এই বিজয়নামক পুর নির্ম্মাণ করিবে। নীচস্থ গ্রহগণের বলাবল বিবেচনা করিয়া উত্তমদিনে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবে। ৩৭

ইহার গর্ভগৃহগুলি নানাবিধ চিত্রাদি দ্বারা শোভিত করিবে। ৩৮

১। মৃত্তিকারচিতমিতি পাঠঃ কদাচিৎ কঃ।
২। ত্রিত্রিকমিত্যত্র 'চিত্রিতম্' ইতি, দণ্ডৈশ্চেন্দ্রাদীত্যত্র চ 'দণ্ডৈশ্চিত্রাদি' ইতি পাঠভেদো দৃশ্যতে কুত্রচিৎ।

প্রবেশে ভয়দাঃ ক্রূরাঃ সৌম্যাঃ সৌম্যফলপ্রদাঃ।
নিষ্কাশে শুভদাঃ সর্ব্বে পুরে দুর্গে চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০
একং পত্নীবিনাশায় দ্বে চ মিত্রধনাপহে।
ত্রীণি জ্যেষ্ঠসুতং হন্যুর্নীচস্থানস্থিতা গ্রহাঃ ॥ ৪১
ন ভানৌ নীচগে কুর্য্যাৎ পুরপ্রাসাদকল্পনাম্।
স্বামী নাশমবাপ্নোতি তৎ পুরং নৈব সিধ্যতি ॥ ৪২
সৌম্যৈশ্চোচ্চস্থিতৈঃ কুর্য্যাদ্ দ্রব্যার্থং বিজয়ং পুরম্।
দুর্গং ক্রূরৈঃ প্রকর্ত্তব্যং শত্রুনাশায় বুদ্ধিমান্ ॥ ৪৩
বলং চন্দ্রার্কলগ্নানাং বুদ্ধা বাসং সমং সমম্।
আয়ুর্দায়দশাপাক-রাজযোগাষ্টবর্গিকম্ ॥ ৪৪
চন্দ্রদৃষ্টিবলং কর্ম্ম সদাখ্যা[1] প্রশ্নসম্ভবান্।
সোৎপাতদৈবসত্ত্বোত্থং জ্ঞাত্বা[2] দুর্গে শুভাশুভম্ ॥ ৪৫
রাজযোগং সমাবেশং সংবৎসরমতং স্ফুটম্।
ক্রিয়াসাধনসিদ্ধ্যর্থং চারভেদ্ গ্রহসংশ্রয়ম্ ॥ ৪৬
স্থানকালস্বভাবাখ্যং বলং মিত্রগৃহাশ্রিতম্।
রশ্মিজঞ্চ তথা চান্যদ্বলানাং প্রবলং বলম্ ॥ ৪৭
বক্রৈঃ সৌম্যগতৈঃ কুর্য্যাদ্ গ্রহৈর্দুর্গপুরাদিকম্।
নিত্যঞ্চ তে গ্রহা দদ্যুর্ঋদ্ধিং স্বামিজনস্য চ ॥ ৪৮
দ্রেক্কাণরাশিহোরা চ নবাংশমুদয়ে শুভে।
ত্রিংশদ্দ্বাদশভাগে চ কারয়েৎ পুরকল্পনাম্ ॥ ৪৯

পূর্ব্বাদি ক্রমে ষোড়শ গর্ভ করিয়া, বহির্ভাগে দ্বাদশ গ্রহ সন্নিবেশিত করিয়া পুর-দুর্গাদির নির্ম্মাণের বলাবল অবগত হইবে। ৩৯

প্রবেশস্থানে ক্রূরগ্রহ থাকিলে, ভয় উপস্থিত হইতে পারে এবং এবং শুভগ্রহ থাকিলে শুভফল হইবে। নির্গমস্থানে সকল গ্রহই শুভদায়ী হন। ৪০

নীচস্থানে একটী গ্রহ থাকিলে, পত্নীবিনাশ হয়, দুইটী থাকিলে, মিত্রনাশ ও ধনক্ষয়; তিনটী থাকিলে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়। ৪১

সূর্য্যগ্রহ নীচগত হইলে, পুর প্রসাদ নির্ম্মাণ করা বিধেয় নহে। তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না; অধিকন্তু অধিপতির অমঙ্গল হয়। ৪২

শুভগ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে, সেই সময়ে বিজয়পুর নির্ম্মাণ করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুনাশের উদ্দেশে, ক্রূরগ্রহযুক্ত কালে দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ৪৩

চন্দ্র, সূর্য্য এবং লগ্নবল দেখিয়া এবং তাহাদের সমাবস্থান, আয়ুর্দায়, দশাপাক, রাজযোগ, অষ্টবর্গ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, প্রশ্ন দ্বারা কর্ম্মের শুভাশুভ অবগত হইয়া উৎপাত কিংবা দৈব শুভাশুভ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুর নির্ম্মাণ করিবে। ৪৪-৪৫

এতদ্ভিন্ন, রাজযোগ-সমাবেশ, সংবৎসর-স্ফুট গ্রহগণের সঞ্চার ও আশ্রয়, স্থান, কাল, স্বভাব, মিত্রগৃহাশ্রিত বল দেখিবে, কারণ গ্রহবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল। ৪৬-৪৭

ক্রূরগ্রহ যে সময় শুভগ্রহগত হইবে, সেই সময়ে দুর্গ-পুরাদি নির্ম্মাণ করাইবে। গ্রহগণ নিত্য নিত্য নৃপতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। ৪৮

১। সদৃক্ষান্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। দৈবসপ্তাঙ্কং কৃত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

ক্রূরৈঃ ক্রূরং বিজানীয়াৎ সৌম্যৈঃ সৌম্যং বিধীয়তে।
তন্বাদিবিগ্রহৈর্বৎস রিপুমিত্রবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫০
অতীতৈ-রস্তলগ্নৈশ্চ ন কুর্য্যাৎ সন্নিবেশনম্ ॥ ৫১
ন কীটারণ্যলগ্নেষু ন চ সন্ধ্যাগতৈগ্র্হৈঃ।
পুরং দুর্গং প্রকর্ত্তব্যং শত্রুক্ষেত্রসমাশ্রিতৈঃ ॥ ৫২
মিত্রক্ষ'মিত্রসম্পন্নৈঃ পুষ্টৈরুচ্চাভিলাষিভিঃ।
স্বক্ষেত্র-স্বত্রিকোণেষু স্থিতৈঃ কার্য্যং সদা পুরম্ ॥ ৫৩
দুর্গং দুর্গসমীপস্থং তস্য মিত্রত্রিকোণগৈঃ।
গ্রহৈশ্চন্দ্রবলোপেতৈঃ কার্য্যং সর্ব্বশুভাবহম্ ॥ ৫৪
সৌম্যে ধর্ম্মার্থকামানি শেষাঃ স্থান-সমাগতাঃ।
অগ্নিদাহং ভয়ং হানিং রিপুপীড়াং সদারতিম্ ॥ ৫৫
আগ্নেয়াদি বিজানীয়াৎ পূর্ব্বদুর্গাকৃতৌ পুরে।
নন্দতে পূর্ব্বভাগস্থে ঈশে ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥ ৫৬
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি পূর্ব্বেশানোত্তরেণ তু।
সরিৎপূর্ব্বে বলোপেতৈঃ শুভা যাম্যেন * গরম্ ॥ ৫৭
তড়াগং সবনং পশ্চাৎ সৌম্যে চেন্দ্রীবলং বলম্ ॥ ৫৮
পূজয়িত্বা হরং দুর্গাং গ্রহান্ মাতৃর্বিনায়কান্।
প্রাসাদোক্তবিধানেন বলিং দত্ত্বা পুরং কুরু ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
পুরদুর্গচিন্তাজাতক্রিয়া নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

দ্রেক্কাণ, রাশি, হোরা, নবাংশ, লগ্ন, ত্রিংশাংশ, দ্বাদশাংশ প্রভৃতির শুভযোগ দেখিয়া পুর নির্ম্মাণ করিবে। ৪৯

ক্রূরগ্রহসংযুক্ত লগ্নে করিলে ক্রূর ফল হয় এবং শুভগ্রহ-যুক্ত কালে করিলে, শুভ ফল হয়। ৫০

শত্রুগৃহগত, অতীত এবং অস্তলগ্নে পুরসন্নিবেশ করিবে না ৫১

কীট এবং আরণ্যসংজ্ঞক লগ্নে, মধ্যগত গ্রহে এবং শত্রুর ক্ষেত্রগত গ্রহে পুরদুর্গাদি-নিবেশন করিবে না। ৫২

গ্রহগণ মিত্র, মিত্রসংযুক্ত, মিত্রদৃষ্ট, উচ্চস্থ, স্বক্ষেত্রস্থ এবং স্বত্রিকোণস্থ হইলে পুরকল্পনা করিবে। যে সময়ে গ্রহগণ মিত্রগৃহে কিংবা ত্রিকোণে থাকেন, কিংবা চন্দ্রবলযুক্ত হন সেই সময়ে দুর্গ কিংবা দুর্গের সমীপস্থ স্থান কল্পনা করিলে সর্ব্বতোভাবে শুভ হয়। ৫৩-৫৪

উত্তরদিকে দুর্গাদি স্থাপন করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভ হয়। ৫৫

অগ্নিকোণে করিলে, অগ্নিদাহ, ভয়, হানি, শত্রুভয় ইত্যাদি উপস্থিত হয়। পূর্ব্বভাগে যদি রাজা বাস করেন, তবে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। ৫৬

পূর্ব্ব, ঈশান এবং উত্তরদিকে বাস করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। দুর্গের পূর্ব্বভাগে নদী, দক্ষিণে গহ্বর। পশ্চিমে তড়াগ এবং উত্তরে বন থাকিবে। সৈন্যগণকে সকল দিকেই রক্ষা করিবে। ৫৭-৫৮

এইরূপে শিব, দুর্গা, মাতৃগণ, গ্রহগণ, বিনায়কগণ প্রভৃতির পূজা করিয়া প্রাসাদ প্রতিষ্ঠানুক্রমে বলিদানাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বকপুরপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৫৯

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ

নিত্যো বিভুঃ স্থিতঃ কালো অবস্থা তস্য হেতুজা।
নৈমিত্তাদি-বিশেষৈস্তু লোকে পুণ্যফলপ্রদঃ ॥ ১
সংক্রান্ত্যাখ্যে পুরাখ্যাতং পুণ্যং ধারা শুভা মুনে।
গ্রহণাদিফলং পুংসাং তীর্থভেদং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২
গঙ্গাদ্বারং কুরুক্ষেত্রং নর্ম্মদা সরকণ্টকম্।
যমুনাসঙ্গমং পুণ্যং বেত্রবতী বিপাশান্বিতা॥ ৩
সরযূঃ কৌশিকী বিন্ধ্যা গণ্ডকী চ সরস্বতী।
চন্দ্রভাগা মহাপুণ্যা নদী গোদাবরী তথা ॥ ৪
কাবেরী গোমতী তাপী দেবিকা বরুণাপরা।
এতাঃ পুণ্যতমা নদ্যো গ্রহণাদিষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
অন্যাশ্চ বহবঃ পুণ্যা অন্যকালে চ কামদাঃ ॥ ৬
অয়নে বিষুবে খ্যাতা ব্যতীপাতে তথৈব চ।
দিনচ্ছিদ্রে অমাবস্যাং গ্রহাণাং সঙ্গমেষু চ ॥ ৭
সম্মোহেষু সমাজেষু একর্ক্ষ-সপ্তপঞ্চধা।
এবংবিধেষু পর্ব্বেষু চন্দ্রে সর্ব্বকলাভৃতে ॥ ৮
তৃতীয়ায়াঞ্চ বৈশাখে অষ্টম্যাং কুজবাসরে।
চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং ভৌমাহে পিতৃতর্পণম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বকামানাং পূরণায় নরোত্তমৈঃ ॥ ৯
অমাবস্যাস্তু সংক্রান্তৌ শিবাদিত্যস্তু যো নরঃ।
যজতে ভক্তিমান্ পূতঃ স পূতো ভবতে মুনে ॥ ১০

মনু বলিলেন,—কাল, বিভু এবং নিত্য হইলেও বিশেষ বিশেষ হেতুজন্য তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে এবং নিমিত্ত ভেদে সেই সেই অবস্থা লোক সকলের পুণ্য ফল প্রদান করে। ১

পূর্ব্বে সংক্রান্তি এবং তত্তৎকালকৃত ধারাদির বিষয় বলিয়াছি, এক্ষণে গ্রহণাদির ফল এবং তীর্থের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

গঙ্গাদ্বার, কুরুক্ষেত্র, নর্ম্মদা, সরকণ্টক, যমুনাসঙ্গম, বেত্রবতী, বিপাশা, সরযূ, কৌশিকী, বিন্ধ্যা, গণ্ডকী, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, গোদাবরী, কাবেরী, গোমতী, তাপী (দেবকী, দেবী), দেবিকা এবং বরুণা, গ্রহণাদিতে এই সকল নদী পুণ্যতমা। ৩-৫

অন্যান্য কালে পুণ্যদায়ক আরও বহুতর তীর্থ আছে। ৬

অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, অমাবস্যা, গ্রহসঙ্গম, গ্রহযুদ্ধ, পাঁচ সাতটী গ্রহের একত্রাবস্থান, এই সকল পর্ব্বে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা এবং তৃতীয়ায়, অষ্টমীযুক্ত মঙ্গলবারে এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীযুক্ত মঙ্গলবারে ঐ সকল তীর্থে পিতৃতর্পণ করিলে, মনুষ্যগণের সর্ব্বকামনা ফল সিদ্ধ হয়। ৭-৯

অমাবস্যা সংক্রান্তি দিবসে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শিবাদিত্য যোগ করে, সে ব্যক্তি পবিত্র হয়। ১০

কার্ত্তিকে গ্রহণং শ্রেষ্ঠং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে।
মার্গে তু গ্রহণং পুণ্যং দেবিকায়াং মহামুনে॥ ১১
পৌষে তু নর্ম্মদা পুণ্যা মাঘে সন্নিহিতা শুভা।
ফাল্গুনে বরুণা খ্যাতা চৈত্রে পুণ্যা সরস্বতী॥ ১২
বৈশাখে চ মহাপুণ্যা চন্দ্রভাগা সরিদ্বরা।
জ্যৈষ্ঠে তু কৌশিকী পুণ্যা আষাঢ়ে ভাবিকা নদী। ১৩
শ্রাবণে সিন্ধুনামা চ প্রোষ্ঠে শ্রেষ্ঠা তু গণ্ডকী।
আশ্বিনে সরয়ূঃ শ্রেষ্ঠা ভূয়ঃ পুণ্যা তু নর্ম্মদা॥ ১৪
গোদাবরী মহাপুণ্যা চন্দ্রে রাহুসমন্বিতে॥ ১৫
সূর্য্যে চ শশিনা গ্রস্তে তমোরূপে মহামুনে।
নর্ম্মদাতোয়সংস্পর্শাৎ কৃতকৃত্যা ভবন্তি তে॥ ১৬
যে সূর্য্যে সৈংহিকেয়েন গ্রস্তে বৈরাজনং নরাঃ।
স্পৃশন্তি অবগাহন্তি ন তে প্রাকৃতমানুষাঃ॥ ১৭
স্নাত্বা রাজক্রতুং লেভে দৃষ্ট্বা গোদানজং ফলম্।
স্পৃষ্ট্বা গোমেধতুল্যস্তু পীত্বা সৌত্রামণিং লভেৎ।
স্নাত্বা বাজিমখং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াদবিচারণাৎ॥ ১৮
রবিচন্দ্রোপরাগে তু অয়নে চোত্তরে তথা।
এবং গঙ্গাপি দ্রষ্টব্যা তদ্বদ্দেবী সরস্বতী॥ ১৯
শিবাদিত্যফলং যচ্চ মণ্ডলে সমুদাহৃতম্।
সগ্রহে মঙ্গলাযোগে তদপি প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ২০

কার্ত্তিক মাসে গ্রহণ হইলে, গঙ্গযমুনাসঙ্গমে অধিক ফল হয়। অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণ হইলে, দেবিকা নদীতে অধিক ফল হয়। ১১

এইরূপ পৌষমাসে নর্ম্মদা, মাঘ মাসে সন্নিহিত নদী, ফাল্গুন মাসে বরুণা, চৈত্র মাসে সরস্বতী, বৈশাখ মাসে চন্দ্রভাগা, জ্যৈষ্ঠ মাসে কৌশিকী, আষাঢ় মাসে ভাবিকা, শ্রাবণ মাসে সিন্ধু, ভাদ্র মাসে গণ্ডকী, আশ্বিন মাসে সরয়ূ এবং নর্ম্মদা প্রশস্ত। ১২-১৪

চন্দ্রগ্রহণে গোদাবরী মহাপুণ্যদায়িনী। ১৫

চন্দ্র এবং সূর্য্যের গ্রহণকালে নর্ম্মদার জলস্পর্শ মাত্রেই মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হয়। ১৬

যাহারা গ্রহণ সময়ে নর্ম্মদার জলে অবগাহন করে, তাহারা প্রকৃত মানুষ নহে। ১৭

অবগাহন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল, দর্শন করিলে গোদানের ফল, স্পর্শ করিলে গোমেধের ফল হয়, জলপান করিলে সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল এবং স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল হয়; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৮

চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে, গঙ্গা এবং সরস্বতী দর্শন করা উচিত। ১৯

শিবাদিত্য যোগের যে ফল কথিত আছে, গ্রহণে মঙ্গলযোগ পাইলে মনুষ্যগণ তাহা লাভ করিতে পারে। ২০

উষরারণ্য-ক্ষেত্রেষু পুণ্যং যৎ সমুদাহৃতম্ ।
তদত্র কালমাহাত্ম্যা-দুপরাগে সমাধিকম্ ॥ ২১
যো বা আহৃত্য তোয়েন বিধিনা অভিষেচনম্ ।
সমন্ত্রেণৈব পুতেন তস্য পুণ্যং ততোঽধিকম্ ॥ ২২
আত্মবিত্তানুসারেণ পাত্রৈস্তৈজসপার্থিবৈঃ ।
বার্ক্ষৈঃ শৈলৈরথ বিপ্র ফলং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতম্ ॥ ২৩
যে বা বৈ মৃত্তিকাং তস্মিংস্তীর্থে আহৃতা ভো মুনে ।
প্রাতঃ প্রাতঃ সমুত্থায় বন্দয়ন্তি নরোত্তমাঃ ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা ভবন্তি বিগতাময়াঃ ॥ ২৪
ফলপুষ্পোপহারেণ যো বা তস্মিন্ রবীশ্বরম্ ।
স্নাত্বা সংপূজয়েদ্ বিপ্র স ভবেদ্বিগতাময়ঃ ॥ ২৫
মন্ত্রপুতেন তোয়েন কুম্ভৈঃ পুষ্পফলান্বিতৈঃ ।
সফলৈর্বিধিনা স্নাতঃ সর্ব্বকামাল্লঁভেত সঃ ॥ ২৬
যদেবং কথিতং পুণ্যং ময়া ব্রহ্মমুখাচ্ছ্রুতম্ ।
তৎ সমগ্রং ভবেৎ তস্য অরণ্যেষূষরেষু চ ॥ ২৭
অরণ্যানি প্রবক্ষ্যামি যথা চৈবোষরাণি চ ॥ ২৮
সৈন্ধবং দণ্ডকারণ্যং নৈমিষং কুরুজাঙ্গলম্ ॥ ২৯
উপলাবৃতমারণ্যং জম্বুমার্গোঽথ পুষ্করম্ ।
হিমবাসস্ততোঽরণ্য উত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০
নবস্বেতেষ্বরণ্যেষু যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
ব্রহ্মলোকাতিথির্ভূত্বা স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩১

উষর অরণ্য-ক্ষেত্রাদিমধ্যে বহুকাল তপস্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কেবল গ্রহণকাল-মাহাত্ম্যেই তাহার অধিক ফল হয় । ২১

যে ব্যক্তি তীর্থজলে বিধিবোধিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অভিষেচন করে, তাহার সমধিক পুণ্য হয় । ২২

যাহারা স্বীয় বিভবানুসারে তৈজস, পার্থিব, কাষ্ঠ বা প্রস্তরনির্মিত পাত্র দ্বারা জলানয়ন করে এবং তীর্থমৃত্তিকা গৃহে আনিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বন্দনা করে, তাহাদের সকল পাপ ও সকল দুঃখ বিনষ্ট হয় । ২৩-২৪

যাহারা তীর্থজলে ফলপুষ্পাদি দ্বারা সূর্য্যোপাসনা করে তাহাদের সমস্ত ব্যাধি দূরীভূত হয় । ২৫

তীর্থজলপূর্ণ ফলপুষ্পসমন্বিত কুম্ভদ্বারা স্নান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । ২৬

আমি ব্রহ্মার নিকট শুনিয়া এই সমস্ত স্থানের মাহাত্ম্য ও পুণ্যফল যাহা যাহা বলিলাম, অরণ্য এবং উষরাদি ক্ষেত্রেও তৎসমুদয় লাভ হইতে পারে, এক্ষণে অরণ্য এবং উষরের কথা বলিতেছি । ২৭-২৮

সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, উপলাবৃত, অরণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কর এবং হিমালয়, এই গুলি উত্তমারণ্য বলিয়া খ্যাত । ২৯-৩০

এই নয়টি অরণ্যমধ্যে যেখানেই হউক, যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্রহ্মলোকের অতিথি হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় । ৩১

কর্ণিকো শিবচাখ্যেতি (১) কালিকাগণয়ো শিবে।
কালঞ্জরে মহাকালে তুল্যঞ্চৈতেষু যৎ ফলম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
গ্রহণনদ্যরণ্যোষরপ্রশংসা নাম
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

কাশী, কালঞ্জর, মহাকাল প্রভৃতি স্থানের পুণ্যফল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল অরণ্যেরও তদ্রূপ জানিবে। ৩২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১। কলিকাশিবরাখ্যে চ ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

হিমবদ্ধেমকূটে চ বিন্ধ্যে মহেন্দ্রপর্ব্বতে।
বৈদিশে উজ্জয়ন্তে বা মহাসেনেঽথ ভূভৃতে ॥ ১
গোপগিরৌ মহাপুণ্যে চিত্রকূটেঽথবা মুনে।
কালঞ্জরেঽথবা কাশ্যাং পুষ্পাখ্যে বেদপর্ব্বতে ॥ ২
উজ্জয়ন্ত্যামযোধ্যায়াং দাপয়েচ্চ মহেশ্বরে।
এতেষু পুণ্যদেশেষু বিষুবায়ণসঙ্গমে ॥ ৩
পুষ্করে নৈমিষে বৎস দেয়া পঞ্চমুখেঽক্ষয়ে।
গিরৌ ধারাপ্রদানেন গ্রহপীড়া ন জায়তে ॥ ৪
বহুবক্তৃগতে দেহে বৎসবন্ন ভয়ং ভবেৎ।
জন্মাধার্নক্ষপীড়াং বা দত্তা ধারা ব্যপোহতে ॥ ৫
জাম্বুমার্গে সদা পূজা ধারাপাতঃ বিশিষ্যতে।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি নর্ম্মদায়াং মহামুনে ॥ ৬
ধারাদানেন গঙ্গায়াং কালিন্দ্যাঞ্চ মহাহ্রদে।
দত্তা বিধানবিহিতাং ন ভয়ং জায়তে ক্বচিৎ ॥ ৭
শনিসূর্য্যকৃতাং পীড়াং গুরুভৌমাং ব্যপোহতে ॥ ৮
যথা পূজাবিধানেন প্রতিসংবৎসরোত্থিতাম্।
পীড়াং নিবারয়েদ্বৎস সংবৎসর-গ্রহোদ্ভবাম্ ॥ ৯
মন্ত্রজাপাৎ সদা বৎস ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১০
একান্তে দুষ্টরহিতে পাপজন্তুবিবর্জ্জিতে।
ধারাহোমং প্রকর্ত্তব্যং যথোক্তং শ্রিয়মিচ্ছতা ॥ ১১
জিহ্বায়াং পাতয়েদ্ধারাং ন দ্রুতাং ন বিলম্বিতাম্।
সাবধানেন মনসা মৃত্যুঞ্জয়নিয়ামিতাম্ ॥ ১২

হিমালয়, হেমকূট, বিন্ধ্য, মহেন্দ্রপর্ব্বত, বৈদিশ, উজ্জয়িনী, মহাসেনপর্ব্বত, গোপগিরি, চিত্রকূট, কালঞ্জর, কাশী, পুষ্পাখ্য, বেদপর্ব্বত, উজ্জয়ন্ত, অযোধ্যা প্রভৃতি পুণ্যদেশে বিষুব ও অয়ন-সংক্রান্তিতে দানাদি করিবে। ১-৩

পুষ্কর, নৈমিষ এবং মহেশ্বরপর্ব্বতে, গ্রহণে ধারা দান করিলে, গ্রহপীড়া হয় না। ৪

অনেক পরিবার-সঙ্কুলগৃহমধ্যে বাস করিয়া এই সমস্ত কার্য দ্বারাই ভয় বাধা দূর করিতে পারা যায়। ৫

জম্বুমার্গে পূজ্য এবং ধারাদান সর্ব্বদাই প্রশস্ত। নর্ম্মদা, গঙ্গা এবং কালিন্দী হ্রদে ধারাদান করিলে, সর্ব্বভয় দূরীভূত হয় এবং সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৬-৭

প্রতি সংবৎসরে যে শনি, সূর্য, বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহপীড়া উপস্থিত হয়, ঐ সমস্ত পুণ্যস্থানে যথাবিধি পূজা করিলে তৎসমুদয় দূরীভূত হয়। ৮-৯

হে বৎস! মন্ত্রজপ করিলে, সর্ব্বভয় বিনষ্ট হয়। ১০

যিনি যথাবিহিত ফল কামনা করেন, তিনি একান্তে বসিয়া দুষ্ট জনশূন্য স্থানে ধারা হোমাদি অনুষ্ঠান করিবেন। ১১

জিহ্বা দ্বারা ধারা পাতিত করিবে, অধিকদ্রুত বা অধিক বিলম্বে করা নিষিদ্ধ। শিবোক্ত-বিধিপূর্ব্বক সাবধান মনে ধারা দান করিবে। ১২

মন্ত্রযোগাত্তবেৎ সিদ্ধির্দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধিকা।
গ্রহপূজা (১) হরেৎ পীড়াং ত্রিবিধামপি উত্থিতাম্ ॥ ১৩
গ্রহাশ্চ ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তেষাং মন্ত্রাস্ত্রিধা মতাঃ।
অঙ্গজা মূলমন্ত্রাশ্চ পিণ্ডাঃ পদগতাস্তথা ॥ ১৪
হোমকালে প্রয়োক্তব্যাঃ পূজাকালে তথৈব চ।
এবং সিদ্ধিমবাপ্নোতি ইহ স্বর্গাপবর্গিকীম্ ॥ ১৫
ভাবকালে ক্রিয়াযোগাদ্ধারায়াং লভ্যতে মুনে ॥ ১৬
ধারাদানং প্রকর্ত্তব্যং যন্ত্রপাত্রঘটাদিভিঃ।
নৈমিত্তে নিত্যহোমে চ পূর্ব্বে চ কথিতো বিধিঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
নিমিত্তধারাপরিচ্ছেদো নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

মন্ত্রযোগ হইতে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলদায়িনী সিদ্ধি হয়। গ্রহপূজা দ্বারা ত্রিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ১৩

গ্রহ ত্রিবিধ এবং তাহাদের মন্ত্রও ত্রিবিধ; অঙ্গজ, মূলমন্ত্র এবং পদগতপিণ্ড। ১৪

এই ত্রিবিধ মন্ত্র পূজা-হোমাদি-কালে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলে, ইহকালেই স্বর্গাপবর্গদায়িনী সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। ১৫

হে মুনে! ক্রিয়াযোগ-হেতু ধারাকার্য্য দ্বারা ভাব লাভ হয়। নিত্য এবং নৈমিত্তিক কার্য্যে যন্ত্র, পাত্র এবং ঘটাদি দ্বারা পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে ধারা দান করিতে হয়। ১৬-১৭

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬

১। গ্রহভেদা ইতি পাঠান্তরম্।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

নর্ম্মদায়াং ময়া তাত শ্রুতং স্নানফলোদয়ম্।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন মার্কণ্ডেয়তপাশ্রমম্॥ ১
চতুর্ম্মুখং মহাপুণ্যং তথা মাহেশ্বরং বরম্।
আমরাভং গিরিশ্রেষ্ঠং দেবনদ্যাঃ ফলোদয়ম্॥ ২
বারণাখ্যং মহাদেবং তথা পশ্চিমসাগরম্।
জটাশৈলে মহাদেবং পঞ্চাম্রমৃত্যুনাশনম্॥ ৩
গঙ্গাভাগ্যোদয়ং নাথ কেদারং পর্ব্বতোত্তমম্।
নন্দাদেবী-গমন্দেবং মহাদেবী-মহাফলম্॥ ৪
নৈমিষং পুষ্করং দেবং তথা স্থানেশ্বরং বরম্।
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৫
ঘটেশ্বরং মহাদেবং কৌমারং দক্ষিণার্ণবে।
রামেশ্বরং শিবং দেবং ব্রহ্মহত্যাবিনাশম্॥ ৬
অবিমুক্তঞ্চ কাশ্যাখ্যাং মায়াপুর্য্যাং সুরেশ্বরম্।
এবং তীর্থানি দেবেশ মহাপুণ্যফলানি চ।
শ্রুতানি অঘনাশায় শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
অভিষেকপ্রসঙ্গেন কুমারস্য মহাত্মনঃ।
কীর্ত্তিতং বৈদিশে দেশে ভৃঙ্গারং গুবিমুত্তমম্॥ ৮
জম্বুদ্বীপস্য চৈশান্যাং তস্য পশ্চিমদক্ষিণে।
বৈদিশে চোত্তরে ভাগে সপ্তগব্যূতিসংস্থিতম্।
কুণ্ডং শৈলদ্বয়ান্তঃস্থং মহাপুণ্যং মহোদয়ম্॥ ৯
বিনায়কানাং শান্ত্যর্থ্যং শক্রস্য চ মহাত্মনঃ।
পূয্যাভিষেচনং চক্রে পুষ্পদন্তো গণোত্তমঃ॥ ১০
নন্দিনে মৃত্যুনাশায় শতসাহস্রমুত্তমম্।
লড্ডুকানাং দদৌ যত্র তৎ তীর্থং কথয় প্রভো।
লোকানাং হিতকামায় কলৌ পাপপ্রণাশনম্॥ ১১

নারদ বলিলেন—পিতঃ! আমি মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে নর্ম্মদাস্নানের ফল শ্রবণ করিয়াছি এবং মহাপুণ্যতীর্থ চতুর্ম্মুখ, মাহেশ্বর, অমরগিরি, দেবনদী, বারণা, পশ্চিমসাগর, জটাশৈলে মহেশ্বর, পঞ্চাম্র, গঙ্গাভাগ্যোদয়, কেদারপর্ব্বত, নন্দা, মহাদেবী, নৈমিষ, পুষ্কর, স্থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, ঘটেশ্বর মহাদেব, দক্ষিণসমুদ্রে কৌমার, রামেশ্বর শিব, মায়াপুরীস্থ অবিমুক্তেশ্বর শিব ইত্যাদি যে সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থস্থান আছে, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। ১-৭

বৈদিশদেশে মহাত্মা কুমারের অভিষেক প্রসঙ্গে এই সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছিল। ৮

জম্বুদ্বীপের ঈশান এবং পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, বৈদিশনামক স্থানের উত্তর ভাগে চতুর্দ্দশ ক্রোশ দূরে শৈলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মহাপুণ্যদায়ক যে কুণ্ড আছে,

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
হিতায় সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বপাপশমায় চ ॥ ১২
পুষ্পদন্তো গণোপেত-স্তপস্তপ্যেৎ সুদারুণম্।
পুষ্পকান্তং গিরিং বৎস অঙ্গারেশস্য বায়বে ॥ ১৩
তস্য দক্ষিণচাগ্নেয়ে কপোতং নাম কীর্ত্তিতম্।
যত্রাণ্ডজঃ পুরা মগ্নো গতো দেবপুরং মুনে।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতং তীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৪
তস্মাদুদ্ধৃত্য যস্তোয়ং শিবলিঙ্গাভিষেচনম্।
করোতি স পুমান্ বৎস সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
ময়াপি তত্র দেবেশঃ স্থাপিতশ্চোত্তরেণ তু।
বিষ্ণুনা নির্ম্মলেশস্তু[১] পশ্চিমে গুরুণাপরম্ ॥ ১৬
দক্ষিণেন তথা দেবং কুজেন ঈশগোচরে।
মাতৃণাং মণ্ডলং যত্র নন্দিনা পূজিতং পুরা ॥ ১৭
অন্যেঽপি যে মহাদেবং চর্চ্চিকাং বা মহোদয়াম্ ॥ ১৮
ভানুং নারায়ণং বৎস মঙ্গলাস্তেন চাম্ভসা।
স্নাপয়ন্তি মহাভাগা ন তে প্রকৃতমানুষাঃ ॥ ১৯

যে স্থানে বিনায়ক এবং ইন্দ্রের শান্তির নিমিত্ত পুষ্পদন্ত পুষ্পাভিষেচন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুবিনাশক নন্দীকে শত-সহস্র লড্ডুক দিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকহিতার্থে কলিকলুষবিনাশক সেই পুণ্যতীর্থের বিষয় বর্ণনা করুন। ৯-১১

ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; লোক সকলের মঙ্গল-হেতু এবং সর্ব্বপাপশান্তির জন্য, তৎসমুদয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ১২

পুষ্পদন্ত আপন অনুচরবর্গের সহিত যে পুষ্পকান্ত পর্ব্বতে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৩

তাহার দক্ষিণ ও অগ্নিকোণে কপোততীর্থ। ঐ স্থানে পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিয়া কোন কপোত দেবপুরে গমন করিয়াছিল বলিয়া সেই অবধি উহার নাম কপোততীর্থ হইয়াছে। ১৪

ঐ কপোততীর্থ হইতে জল উত্তোলন করিয়া শিবলিঙ্গের অভিষেক করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ১৫

ঐ স্থানের উত্তরে আমিও দেবেশ্বরনামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি এবং বিষ্ণুও নির্ম্মলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎপশ্চিমে বৃহস্পতি একশিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ১৬

শিবলিঙ্গের দক্ষিণে—যে স্থানে পূর্ব্বে নন্দী মাতৃমণ্ডল পূজা করিয়াছিলেন; —মঙ্গলগ্রহ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭

অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, যে ঐ স্থানে ভগবান্ মহাদেব, দেবী চর্চ্চিকা, ভানু এবং নারায়ণের মঙ্গলাভিষেচন করে, সে কখনই প্রকৃত মানুষ নহে। ১৮-১৯

১। নির্ম্মমে শম্ভুঃ ইতি চ পাঠঃ।

যে পুনশ্চর্চ্চিকাং কৃত্বা প্রস্তরাদিসমুদ্ভবাম্ ।
তথা যে চাভিষিঞ্চন্তি তে লভন্তে হিতং ফলম্ ॥ ২০
মঙ্গলারূপিণী দেবী মাতৃভিঃ পরিবারিতা ।
ব্রাহ্ম্যাদ্যা দক্ষিণে কার্য্যা বৈষ্ণব্যাদ্যাস্তথোত্তরে ॥ ২১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ প্রভামণ্ডলসংস্থিতাঃ ।
কুমারং গণনাথঞ্চ গ্রহান্ পীঠাধঃসংস্থিতান্ ॥ ২২
এবং কৃত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ যত্র তত্রাজিতা শিবা ।
প্রযচ্ছতি পরং লোকং পুষ্যাঙ্কে উভয়াত্মকম্ ॥ ২৩
তত্র ভাবানুরূপেণ মৃচ্চিত্রা ধাতুবার্ক্ষজাঃ ।
কৃত্বা যত্নেন তোয়েন স্নাপয়েৎ স্নানমাত্মনঃ ॥ ২৪
জপহোমরতো ধ্যানী ভিক্ষাশী অথ ক্ষীরপঃ ।
একান্তরেণ ভক্তেন[১] উপবাস-অযাচিতৈঃ ।
স লভেত হিতান্ কামান্ যদা গূঢ়ব্রতো ভবেৎ ॥ ২৫
বিদ্যাজপ্তেন তোয়েন অযুতং বঃ প্রযচ্ছতি ।
শিবায়াঃ স ভবেদ্ বৎস সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬
দেব্যাঃ পুত্রঃ সদা লোকে দর্শনাচ্চাঘনাশনম্ ॥ ২৭
কলসা হেমধাতূত্থা মৃন্ময়া বা সুলক্ষণাঃ ।
লোককুম্ভচতুর্থাংশাঃ কর্ত্তব্যাঃ স্নাপতা শিবাঃ ॥ ২৮

যাহারা আপনাদের বিভবানুসারে, প্রস্তরাদি দ্বারা চর্চ্চিকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অভিষেক করে, তাহারা মঙ্গলফল প্রাপ্ত হয় । ২০

দেবী মঙ্গলরূপিণী, মাতৃগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিবেন । দক্ষিণে ব্রাহ্মী প্রভৃতি, উত্তরে বৈষ্ণবী প্রভৃতি মাতৃগণ থাকিবে । ২১

বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রভামণ্ডলে অবস্থান করিবেন, কার্ত্তিক এবং গণেশ পীঠের অধোভাগে থাকিবেন । ২২

যে এইরূপ করে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, দেবী অজিতা তাহাকে দিব্যলোক প্রদান করিবেন । পুষ্যাঙ্ক নামক স্থানে তাহার উভয়াত্মক লোকপ্রাপ্তি হয় । ২৩

ঐ স্থানে যে ব্যক্তি বিভবানুসারে, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তরাদি দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অভিষেক করে । নিয়ত জপ-হোমাদি কার্য্যে রত থাকে, ধ্যানই যাহার একমাত্র চিন্তা, ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ অথবা অন্ন একবার মাত্র ভোজন করে, কিংবা উপবাস অথবা অযাচিত অন্ন আহার করিয়া কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি গূঢ়ব্রত হইয়া অভীপ্সিত ফল লাভ করে । ২৪-২৫

যে ব্যক্তি তথায় দেবীর উদ্দেশে, দশসহস্র বার মন্ত্রপূত জল দান করে, তাহার সকল পাপ দূরীভূত হয় । ২৬

সে দেবীর পুত্রস্বরূপ ; তাহার দর্শন করিলেও লোকের পাপ বিনষ্ট হয় । ২৭

স্নানের কলস স্বর্ণ কিংবা অন্যধাতুনির্ম্মিত, অথবা মৃন্ময় হইলেও সুলক্ষণ হইবে । তাহার পরিমাণ সাধারণতঃ লৌকিক কুম্ভের চতুর্থাংশ । ২৮

১। একান্ত একভক্তেন ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ ।

গৃহে ষোড়শভাগেন জপধ্যানরতস্য চ।
আচার্য্যস্য সদা বৎস হোমযুক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৯

নারদ উবাচ—

বিদ্যাহং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
যথা স্নানং প্রকর্ত্তব্যং দেবীদেবস্য বা বিভো ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ—

কথয়ামি মুনিশ্রেষ্ঠ ন দেয়াঽদীক্ষিতে ক্বচিৎ।
বিদ্যা মৃত্যুঞ্জয়া নাম দশাবরণসংস্থিতা ॥ ৩১
ব্রহ্মাণঃ ষষ্ঠবর্ণেন বিষ্ণুতঃ পঞ্চমং তথা।
ব্যঞ্জনাদ্যবিলোমস্তু তেন তং ভেদয়েন্মুনে ॥ ৩২
দ্বিতীয়ং ভবতে বর্ণং বিষ্ণুবর্ণাষ্টমং তথা।
ব্রহ্মপঞ্চমসংযুক্তং তৃতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩
বায়ুবর্ণগতং বর্ণং সবিসর্গন্তু পঞ্চমম্[১]।
চতুর্থং কীর্ত্তিতং বৎস সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪
বেদাদৌ মতিমন্তস্থা বিদ্যা সপ্তাক্ষরা মুনে।
সকৃদুচ্চরিতা বৎস মৃত্যুহা বিধিনা ভবেৎ ॥ ৩৫
অনয়া স্নাপিতা দেবী সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি।
যাগে বা রুদ্রকে যাজ্যা পদ্মে বা গ্রহনাশিনী ॥ ৩৬
প্রত্যন্তমঙ্গসংজ্ঞস্তু[২] দ্ব্যক্ষরং প্রথমং হৃদি।
হোমং সমস্তমুচ্চার্য্য কার্য্যং স্বাহান্তিকং সদা ॥ ৩৭

নারদ উবাচ—

কলসানং প্রমাণন্তু জপহোমেন কীর্ত্তিতম্।
দিনেষু কেষু কর্ত্তব্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ—

মার্কণ্ডেয়মুনিশ্রেষ্ঠ-পুরাণে সমুদাহৃতম্।
নর্ম্মদায়াঃ সরস্বত্যা-স্তৈর্দিনক্ষ'ণ মুনেঽত্র তু ॥ ৩৯

গৃহস্থ, জপ-ধ্যানাদি কার্য্যে নিরত আচার্য্যের পক্ষে ষোড়শাংশ পরিমাণ ধরিতে হইবে। ২৯

নারদ বলিলেন,— যে মন্ত্র দ্বারা দেবী ও দেব মহেশ্বরের স্নান করাইতে হয় সেই সর্ব্বপাপ-প্রণাশক মন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি বলিতেছি। অদীক্ষিত ব্যক্তিকে ইহা দান করা নিষিদ্ধ। ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা, ইহা দশ আবরণে আবৃত।* ৩১-৩৭

নারদ বলিলেন,—কলসপ্রমাণ এবং জপ-হোমাদির বিষয় কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে কোন দিন অভিষেক করা প্রশস্ত তাহাই বলুন। ৩৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, নর্ম্মদা এবং সরস্বতীর বিষয় স্বীয় পুরাণে যাহা বলিয়াছেন, এখানেও তাহাই প্রশস্ত। ৩৯

১। সপ্তমম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। অঙ্গষ্টকন্তু ইতি পাঠান্তরম্।
* বীজমন্ত্র অপ্রকাশ্য, মূলে দ্রষ্টব্য।

চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যামষ্টম্যাং নবমীং তথা।
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্তৌ গ্রহণাদিষু ॥ ৪০
ব্যতীপাতে দিনচ্ছিদ্রে চৈত্রাদিষু চ পর্ব্বসু।
মাসান্তে ঋতুবর্ষান্তে গুরুমন্দদিনেষু চ ॥ ৪১
তেষাং সপ্তমযোগেষু ঋতুবেদে[1] করোতি বা।
সপ্তম্যাং সোপবাসেন অষ্টম্যাং পূজনং মহৎ ॥ ৪২
জপহোমং প্রকর্ত্তব্যং পূজয়িত্বা তু মঙ্গলাম্।
ক্ষীরস্নানন্তু যঃ কৃত্বা কুণ্ডতোয়েন স্নাপয়েৎ।
কুঙ্কুমাগুরুকর্পূর-মদেন চ বিলেপয়েৎ ॥ ৪৩
সুগন্ধধূপনৈবেদ্য-বাসাংসি স্রজদর্পণম্।
দত্ত্বা দেব্যাস্ততঃ পূজা সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪
ইহলোকে ভবেদ্ধন্যো ধনপুত্রায়ুসংযুতঃ।
দেহান্তে শিবলোকে তু মোদতে চোত্তমং সুখম্ ॥ ৪৫
এবঞ্চ বিধিনা দেবীং মন্ত্রপূতেন বারিণা।
স্নাত্বা স্নাপয়তে বিপ্র স ভবেন্মম বল্লভঃ ॥ ৪৬
যথা বয়ং যথা বিষ্ণুর্যথা দেবো মহেশ্বরঃ।
তথা সংপূজনীয়স্তু অবিচারেণ ভাবিতঃ ॥ ৪৭
তত্রস্থা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কুণ্ডে সন্তর্পিতাঃ সুরাঃ।
পিতৃণাং ভবতে প্রীতিস্তজ্জলেন অনুত্তমা ॥ ৪৮

চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাত দিনচ্ছিদ্র—অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শ, চৈত্রাদি মাস, পর্ব্ব মাসান্ত, ঋত্বন্ত, বৎসরান্ত, বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবার এবং তাহাদের সপ্তম ষষ্ঠ, চতুর্থ যোগ এইগুলি প্রশস্ত। সপ্তমীর দিন উপবাসী থাকিয়া অষ্টমীর দিন পূজা করিলে মহৎ ফল হয়। ৪০-৪২

দেবী মঙ্গলার পূজা করিয়া জপ-হোমাদি করিতে হয়। প্রথমে ক্ষীরস্নান পরে কুণ্ডজলে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিবে। ৪৩

সুগন্ধ ধূপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। ৪৪

ইহলোকে ধনধান্যাদি সংযুক্ত হইয়া দেহান্তে শিবলোকে উত্তম সুখ ভোগ করে। ৪৫

স্বয়ং স্নানাদি সমাপনান্তে, এইরূপ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত জল দ্বারা দেবীর স্নান করাইলে সে আমার প্রিয় হয়। ৪৬

আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই সমান। সমান ভাবে আমাদের সকলের পূজা করা উচিত। ৪৭

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের জল দ্বারা সমস্ত দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ করিবে; কারণ ঐ জলে তাঁহাদের প্রীতি অধিক হইবে। ৪৮

---

১ নাস্তরা চ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং স্নাত্বা পাত্রবিশেষতঃ।
স কৃত্বা দশ বর্ষাণি তেন সন্তর্পিতা পিতৄন্ ॥ ৪৯
দত্ত্বা দানং তথা কোটি-গুণং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
জপহোমফলং তত্র অনন্তং ভবতে কৃতম্ ॥ ৫০
গব্যূতিমাত্রং স্মৃতং ক্ষেত্রং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
অথোত্তরং বিশেষেণ মদীয়-শিবসন্নিধৌ ॥ ৫১
যাত্রাকালে পুরাবৃত্তমিতিহাসং নিবোধত ॥ ৫২
বেত্রবত্যাস্তটে রম্যে বটবৃক্ষো মহামুনে।
তত্র কপোতসংঘানাং রাজা আসীন্মহান্ দ্বিজঃ ॥ ৫৩
বৈদিশে ব্রহ্মহা বৎস সুহৃৎস্ত্রীবালঘাতকঃ।
মহাকর্ম্মবিপাকেন দুষ্কৃতেন চ আবৃতঃ ॥ ৫৪
নানাযোনিগতঃ পাপী কথঞ্চিৎ পাপপর্য্যয়াৎ।
মৃতো দেহং গতং তস্য ধাত্রীভূতং সুপর্ণবৎ ॥ ৫৫
তীর্থে জম্বূকনাথস্য বহিঃ পূর্ব্বে ব্যবস্থিতে।
তেন পক্ষী ভবেদ্রাজা স কপোতশতাবৃতঃ ॥ ৫৬
কালেন স গতঃ শ্রুত্বা পুষ্যাখ্যং গিরিপর্ব্বতম্।
তত্র কুণ্ডতটে বৃক্ষং সমারুহ্য সখীবৃতঃ ॥ ৫৭
ক্রীড়মানোঽপতৎ তোয়ে পঞ্চত্বমুপগতশ্চ সঃ।
বিধূতপাপসঙ্ঘস্তু সংভূতঃ স শুকো মুনিঃ ॥ ৫৮
শুকীগর্ভে মহাবাহো সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
দেবীপূজারতো বৎস দেবস্নানরতঃ সদা ॥ ৫৯

যে তথায় স্নান করিয়া পাত্রবিশেষে শ্রাদ্ধ করে, সে ঐ একদিনে দশবৎসর-কৃত পিতৃকার্য্যের ফল পায়। ৪৯

একগুণ দান করিলে কোটিগুণ ফল হয়, আর তথায় জপ-হোমাদির ফল অক্ষয় হয়। ৫০

এই সর্ব্বপাপনাশক ক্ষেত্রের পরিমাণ দুইক্রোশ মাত্র। ইহার উত্তরে আমার স্থাপিত শিব। ৫১

তথাকার একটি পুরাবৃত্ত ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে বেত্রবতী নদীর তটস্থিত মহারণ্যে কোন বটবৃক্ষে কপোতসমূহ-পরিবেষ্টিত হইয়া কোন কপোতরাজ বাস করিত। ৫৩

ঐ কপোত পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মহত্যা, মিত্রদ্রোহ, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা প্রভৃতি বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়াছিল। ৫৪

ঐ পাপিষ্ঠের নানাযোনিভ্রমণান্তে কিছু পাপক্ষয় হইয়াছিল। তাহার দেহান্তে, তদীয় মৃতদেহ জম্বুকনামক তীর্থের নিকট কোনরূপে পড়িয়াছিল, সেই ফলে সে শত শত কপোতের রাজা হইয়াছিল। ৫৫-৫৬

কালক্রমে ঐ কপোত একদিন পুষ্যাখ্য পর্ব্বতের কুণ্ডসমীপস্থ বৃক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল। ৫৭

দৈববশে সে আপন সহচরগণের সহিত খেলা করিতে করিতে ঐ কুণ্ডজল-মধ্যে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদনন্তর তদীয় পাপরাশি বিনষ্ট

কর্ম্মযজ্ঞসমাযোগাদ্দেবলোকং গতস্তু সঃ।
শিবলোকং সমাসাদ্য শিববন্মোদতে সুখী ॥ ৬০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে কপোতকীর্ত্তনং নাম
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

হওয়াতে সে শুকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শুক নামক মুনি হইয়াছিল। এই কালে সে দেবীর স্নান-পূজাদি কার্য্যে রত থাকিত। ৫৮-৫৯

সর্ব্বদা কর্ম্মযজ্ঞানুষ্ঠান করিত বলিয়া পরে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন সে শিবলোকে গমন করিয়া শিবের ন্যায় সুখ-সম্ভোগ করিতেছে। ৬০

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বে শিবাশ্রমাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনাঃ।
সর্ব্বে স্নানোপবাসাদি-ফলদা ভবতে নৃণাম্॥ ১
অনারাধ্য নৃপং যদ্বদ্ ভৃতিপুষ্টির্ন প্রাপ্যতে।
অসংপূজ্য শিবং বিপ্র তদ্বৎ পুণ্যং ন প্রাপ্যতে॥ ২
বিশেষেণ কলৌ ঘোরে কৃষ্ণরূপতমোবৃতে।
কিংদ্বিজাঃ শিবপোতস্তু তেন পারং ভবার্ণবাৎ॥ ৩
গচ্ছন্তি স্নাপকাঃ পুণ্যা লড্ডুকাদিপ্রদানতঃ॥ ৪
যস্তু লিঙ্গাকৃতিং কৃত্বা গৃহে বা ভাবনারতঃ।
লড্ডুকাদিপ্রদানন্তু করোতি সততং দ্বিজঃ।
স গচ্ছতি শিবং লোকমনৌপম্যং মনোরমম্॥ ৫
সদা বিভবসম্পন্নঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ।
তত্রস্থঃ সুখসম্পন্নঃ ক্রীড়তে বিবিধৈঃ সুখৈঃ॥ ৬
দেবীরূপা হরো বৎস বিষ্ণুর্দেবা বয়ং তথা।
সর্ব্বরূপী মহাভাগা সূর্য্যস্য রিপুনাশিনী॥ ৭
নাগর ভুরূপিণী[১] দেবী গোরূপা চর্চ্চিকাম্বিকা।
মাতরা ভাবগা বৎস নারায়ণী তথা মতা॥ ৮
মাহেশ্বরী মহাদেবী রিপুহা সূর্য্যসন্নিধৌ।
সর্ব্বগা সর্ব্বদেবানাং বরদা সর্ব্বতোঽজিতা॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহেশ্বরের সকল আশ্রমই পুণ্যস্থান এবং সর্ব্বপাপ-বিনাশক। তথায় স্নান-উপবাসাদি করিলে, শীঘ্র ফললাভ হয়। ১

যেরূপ নৃপতির আরাধনা না করিলে ভৃত্যগণের বেতন বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ শিবপূজা না করিলে পুণ্যবৃদ্ধি হয় না। ২

বিশেষতঃ তমঃপ্রধান এই কলিযুগে ভগবান্ মহেশ্বর পোতস্বরূপ, তিনি ভিন্ন ভবার্ণব হইতে ব্রাহ্মণগণকে আর কে পার করিতে পারে? ৩

লড্ডুকাদি দ্বারা শিবপূজা করিলে, মহৎ পুণ্য হয়। ৪

যে ব্যক্তি গৃহ-মধ্যে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া লড্ডুকাদি দ্বারা পূজা করে এবং তাঁহার ধ্যানে ব্যাপৃত থাকে, সে মনোহর শিবপুরে গমন করে। ৫

তথায় সর্ব্বদা নানাবিভব-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবিধ সুখসম্ভোগ করে। ৬

হে বৎস! মহেশ্বর, বিষ্ণু এবং আমি, আমরা সকলেই দেবীর রূপান্তর মাত্র, যেহেতু তিনি সর্ব্বরূপিণী মহাভাগা দেবী সূর্য্যশত্রু-বিনাশিনী। ৭

তিনি নাগরূপা, গোরূপা, মাতৃরূপা, চর্চ্চিকা, অম্বিকা, নারায়ণী, মহেশ্বরী, মহাদেবী। তিনি সর্ব্বগতা এবং সর্ব্ব দেবগণের বরদা, তাঁহার জয় সর্ব্বত্র, এইজন্য তাঁহার নাম অজিতা। ৮-৯

১। নাগ কৃত্বা হেমেতি পাঠান্তরম্।

ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণা দেবী ত্রিবেদা ত্রিপদা ধৃতিঃ।
ত্রিকলা ত্রিশুভা শক্তিস্ত্রিশূলা শূলরূপিণী॥ ১০
ব্যক্তাব্যক্তাকৃতিং কৃত্বা হেমরূপ্যময়ীং শিবাম্।
ত্রিশূলে পূজয়েদ্ বৎস স্নাত্বা কাপোতবারিণা॥ ১১
চন্দনাগুরুগন্ধাঢ্যাং স্রজা ধূপসুধূপিতাম্।
সকৃদ্দৃষ্ট্বাঽশুভং হন্যাৎ সপ্তজন্মকৃতং মুনে॥ ১২
পূর্ব্বোক্তা যে মহাতীর্থা-স্তেষামেকতমেঽপি বা।
মায়াপুর্য্যাঞ্চ বা কাশ্যাং জম্বূমার্গেঽথ নৈমিষে।
নিবসন্ পূজয়েদ্দেবীং সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৩
তিলাজ্যাহুতিদানাদি দেবকুণ্ডেন ভাবতঃ।
হুতং হুতং পয়ো বৎস সততং লভতে ফলম্॥ ১৪
পোতং নাবাপ্লবং খ্যাতং পাপকর্ম্ম শুভং মতম্।
তত্র বা তারতে লোকান্ কপোতান্ত ন ধাবতি॥ ১৫

ওঁ ব্যোমব্যাপিনে ব্যোমরূপায়
সর্ব্বব্যাপিনে শিবায় অনন্তায়
অনাথায় অনাশ্রিতায় ভবায় চ
শাশ্বতায় যোগপীঠসংস্থিতায়
নিত্যং যোগিনে ধ্যানহোরায়।

ওঁ নমঃ শিবায় সর্ব্বায় ভবশিবায়
নমঃ সোমমূর্দ্ধ্নে তৎপুরুষায়
বক্ত্রায় অঘোরহৃদয়ায়
বামদেবগুহ্যায় সদ্যোজাতমূর্ত্তয়ে।
নমো গুহ্যাতিগুহ্যায় গোপ্ত্রে
নিধনায় সর্ব্ববিদ্যাপতি-
জ্যোতীরূপায় পরমেশ্বরায়।

দেবী ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণা, ত্রিবেদা, ত্রিপদা, ধৃতি, ত্রিকলা, ত্রিশক্তি, ত্রিশুভা, ত্রিশূলা এবং শূলরূপিণী। ১০

তাঁহার আকৃতি ব্যক্তাব্যক্ত উভয়স্বরূপ। হেমময়ী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ত্রিশূলমধ্যে যে ব্যক্তি কাপোতকুণ্ডের জল দ্বারা স্নান করিয়া চন্দন, অগুরু, গন্ধ, মাল্য, ধূপাদি দ্বারা পূজা করে, তাহার সপ্তজন্ম-কৃত কলুষ বিনষ্ট হয়। ১১-১২

পূর্ব্বে যে সমস্ত তীর্থের বিষয় বলিয়াছি, তন্মধ্যে যে কোন তীর্থে হউক না কেন, দেবীর পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মায়াপুরী, কাশী, জম্বুমার্গ, নৈমিষ প্রভৃতি যে কোন তীর্থে দেবীর পূজা করিলে কামনা সিদ্ধ হয়। ১৩

দেবীকুণ্ডে তিল, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি আহুতি দান করিলে শুভফল লাভ হয়। ১৪

পোত শব্দের অর্থ নৌকা, এই শুভতীর্থ ভবার্ণবের পোতস্বরূপ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কপোত তীর্থ। অথবা কুৎসিত পাপকর্ম্ম হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম কপোত তীর্থ। ১৫

অচেতন অচেতন ব্যোম ব্যোম
অরূপ অরূপ প্রথম প্রথম রেজ রেজ
জ্যোতি জ্যোতি অনাদ্য অনাদ্য
চেতন চেতন নানা নানা ধ্বূধ্বূ ধ্বূধ্বূ ওঁ ভূর্ভুবঃ
স্বঃ সনিধনানিধন ভব শিব সর্ব্ব পরমাত্মনে
মহেশ্বর মহাদেব সদ্ ভাবেশ্বর মহাতেজঃ
যোগাধিপতয়ে মুঞ্চ মুঞ্চ প্রথম প্রথম
সর্ব্ব সর্ব্ব ভব ভব ভবোদ্ভব সর্ব্বভূতসুখপ্রদ
সর্ব্বসান্নিধ্যকর ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রপর
অনর্চ্চিত অসংস্তুত স্তুত স্তুত
পূর্ব্বস্থিত পূর্ব্বস্থিত লাক্ষি লাক্ষি
তুরু তুরু পতঙ্গ পতঙ্গ জম্বু জম্বু
সঙ্গ সঙ্গ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিব সর্ব্বায়
ওঁ নমঃ ওঁ নমো নমঃ ॥ ১৬
শিবায় ওঁ নমো নমঃ শিব ভট্টারক
আয়াহি আয়াহি শিব সর্ব্বদ অত্র সান্নিধ্যং কুরু
তুদ অধিষ্ঠায়াধিষ্ঠায় শান্ত শান্ততম
ওঁ নমো নমঃ স্বাহা ব্যোমব্যাপী ঈশ্বরোঽয়ং মন্ত্রঃ। ১৭
ততঃ পঞ্চ ব্রহ্মাণি সর্ব্বাত্মা স্বশিবম্।
জ্বালিনী পিঙ্গলাস্ত্রং অঘোরাস্ত্রম্।
শিবাঙ্গানি বিদ্যাধিপতি ব্রহ্মশিরা।
রুদ্রাণী পুরুষ্টুতং পাশুপতাস্ত্রম্ ॥ ১৮
যোগবিদ্যাঙ্গানি যোগবিদ্যাঙ্গানি বিভুর্দ্দানী
ক্রিয়াচারা বাগেশী জ্বালিনী বামাদ্যাঃ শক্তয়ঃ।
বিদ্যেশ্বরা গণেশ্বরা।
লোকপালা বজ্রাদ্যস্ত্রাঃ ॥ ১৯
অনন্তাদ্যা নাগাঃ সূর্য্যাদ্যা গ্রহাঃ
জম্ভাদ্যা বালগ্রহাঃ দেবাদ্যা দেবগ্রহাঃ
শিবাদ্যা রুদ্রাদ্যাশ্চিত্রাদ্যা বিষ্ণ্বাদ্যাঃ
শিবভট্টারক-পরিবারাঃ।
ওঁ নমো হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরেতসে নমো নমঃ
হিরণ্যপতয়ে উমাপতয়ে স্বাহা ওঁ ॥ ২০
এষ মন্ত্রঃ ॥
দশাত্মা ব্যোমব্যাপী ওঁ আঁ ইঁ উঁ গাঁ যাঁ বাঁ
লঁ ক্ষঁ পরম-দশাত্মা বিদ্যাঙ্গ শিবাজ্ঞাশ্চ পরাপর-বিকল্পনা।
মুদ্রাদর্শনং পূর্ব্বং গন্ধধূপ-পুষ্পনৈবেদ্যার্ঘ্য-জপহোমবিধিঃ ॥ ২১

এক্ষণে মন্ত্র বলিতেছি (মূলে দ্রষ্টব্য)। তদনন্তর পঞ্চব্রহ্ম, সর্ব্বাত্মা, স্বশির, জ্বালিনী, পিঙ্গলাস্ত্র এবং অঘোরাস্ত্র। শিবাঙ্গ—বিদ্যাধিপতি, ব্রহ্মশিরা, রুদ্রাণী, পুরুষ্টুত। এবং পাশুপতাস্ত্র। যোগবিদ্যাঙ্গ,—বিভুর্দ্দানী, ক্রিয়াচারী, বাগেশী, জ্বালিনী, এবং কামাদ্যাশক্তি শিবভট্টারকের পরিবার,—বিদ্যেশ্বর, গণেশ্বর,

যোনিমুদ্রা লিঙ্গমুদ্রা ব্যাপিনী ছত্রং ঘণ্টা দণ্ডং
খেটকং শূলচক্রং পাশং খড়্গং শরং ধনুঃ বীণা
পদ্মশঙ্খমুদ্রাঃ ষোড়শাদ্যাঃ তা মন্ত্রপদানি ভবন্তি ॥ ২২
ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ ঠ ঠ মূলমন্ত্রঃ ॥ ২৩
ওঁ কালি কালি ঠ ঠ হৃদয়ম্।
ওঁ কালি কালি বজ্রিণি শিরঃ।
ওঁ কালি কালীশ্বরি শিখা।
ওঁ কালি বজ্রেশ্বরি কবচম্।
ওঁ কালি কালি লৌহদণ্ডায়ৈ অস্ত্রম্।
মূলমন্ত্রং নেত্রঃ।
অনেন ন্যায়েন পঞ্চ ব্রহ্মাণি সর্ব্বমঙ্গল-
মঙ্গল্যেতি পশ্চাৎ সমাপয়েৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে দেব্যা যোগবিধানং নাম
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র, অনন্তাদি নাগ, সূর্য্যাদি গ্রহ, জম্ভাদি বালগ্রহ, দেবাদি দেবগ্রহ, শিবাদি রুদ্র এবং বিষ্ণু প্রভৃতি। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দান জপ হোমাদি প্রত্যেক কার্য্যেই মুদ্রাপ্রদর্শন করিতে হয়। ১৬—২১

যোনিমুদ্রা, লিঙ্গমুদ্রা, ব্যাপিনী, ছত্র, ঘণ্টা, দণ্ড, খেটক, শূল, চক্র, পাশ, খড়্গ, শর, ধনু, বীণা, পদ্ম এবং শঙ্খ, এই ষোড়শ মুদ্রাই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে হয়। ২২-২৩

এইরূপে পঞ্চব্রহ্ম সমাপন করিয়া (১) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ২৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭

১। সর্ব্বমঙ্গলেত্যাদি মন্ত্র।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

অতঃপরং মহাপুণ্যং সর্ব্বকামপ্রসাধকম্ ।
ব্রহ্মণা সনকাদীনাং ভক্ত্যা যৎ প্রতিপাদিতম্ ॥ ১
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং প্রবরং ব্রতম্ ।
সর্ব্বলোকোপকারায় শৃণুম্বাবহিতো দ্বিজ ॥ ২
উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং ভৈক্ষ্যাৎ পরমযাচিতম্ ।
অযাচিতাৎ পরং নক্তং তস্মান্নক্তেন বর্ত্তয়েৎ ॥ ৩
দেবৈস্তু ভুক্তং পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে ঋষিভিস্তথা ।
অপরাহ্নে পিতৃভির্ভুক্তং সন্ধ্যায়াং গুহ্যকাদিভিঃ ॥ ৪
সর্ব্ববেলামতিক্রম্য নক্তে ভুক্তমভোজনম্ ।
বামাচারো মহাদেবো নক্তেনোদ্ধরতে নৃণাম্ ॥ ৫
হবিষ্যভোজনং স্নানং সত্যমাহারলাঘবম্ ।
অগ্নিকার্য্যমধঃশয্যা নক্তভোজী সমাহরেৎ ॥ ৬
এবংবিধি-সদাচারো দেবদেবীপ্রপূজকঃ ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রযত্নেন কৃত্বা নক্তং বিধানতঃ ॥ ৭
মাসস্য মার্গশীর্ষস্য শঙ্করম্ হ্যেবমর্চ্চয়েৎ ।
পীত্বা শক্ত্যা চ গোমূত্র-মনাহারো নিশি স্বপেৎ ॥ ৮
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ৯
এবং পৌষেঽপি সংপূজ্য শম্ভুনামানমীশ্বরম্ ॥ ১০
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ঘৃতং প্রাশ্য বাজপেয়াষ্টকং লভেৎ ॥ ১১

মনু কহিলেন,—পূর্ব্বে ভক্ত সনকাদি মুনিগণের নিকটে ব্রহ্মা যে সর্ব্বপুণ্যদায়ক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ব্রতের কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে লোক সকলের উপকারার্থে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রতের কথা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১-২

উপবাস হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অযাচিত শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নক্তব্রত শ্রেষ্ঠ ; অতএব নক্তব্রত করিয়াই কালযাপন করিবে। ৩

দেবগণের আহারের কাল পূর্ব্বাহ্ণ, ঋষিদের মধ্যাহ্ন, পিতৃগণের অপরাহ্ন, গুহ্যকদের সন্ধ্যাকাল। ৪

সর্ব্ববেলা অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে ভোজন, অভোজনের মধ্যে। বামাচার মহাদেব নক্তভোজি মনুষ্যগণের উদ্ধার সাধন করেন। ৫

নক্তভোজি-ব্যক্তি হবিষ্যভোজন, স্নান, সত্য, আহারলাঘব এবং অগ্নিকার্য্য করিবে। ৬

এরূপ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ বিধিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বিধিপূর্ব্বক নক্তব্রত করিয়া, শঙ্করের পূজা করিবে। ৭

শক্তি অনুসারে গোমূত্রমাত্র আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিবে। এইরূপে রাত্রিযাপন করিলেই যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হয়। ৮-৯

এইরূপ পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শম্ভু-নামক ঈশ্বরের আরাধনা ও ঘৃতমাত্র আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিলে অষ্ট বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়। ১০-১১

মাঘে মহেশ্বরং নাম কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ।
নিশি পীত্বা তু গোক্ষীরং গোমেধাষ্টকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
ফাল্গুনে চ মহাদেবং সংপূজ্য প্রাশয়েৎ তিলান্ ॥ ১৩
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ১৪
চৈত্রে তু স্থাণুনামানং কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ।
যবাংশ্চ ভর্জ্জিতানদ্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৫
বৈশাখে শিবনামানমিষ্ট্বা রাত্রৌ কুশোদকম্।
পীত্বা পুরুষমেধস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ১৬
জ্যৈষ্ঠ্যে পশুপতিং পূজ্য গবাং শৃঙ্গোদকং পিবেৎ।
গবাং কোটিপ্রদানস্য যৎ পুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
আষাঢ়ে চোগ্রনামানং পঞ্চগব্যন্তু প্রাশয়েৎ।
সৌত্রামণেঃ সহস্রস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ১৮
বর্ষান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কন্যকা অবলাস্তথা।
পায়সং ঘৃতসংযুক্তং মধুনা সংপরিপ্লুতম্ ॥ ১৯
শক্ত্যা হিরণ্যবাসাংসি ভক্ত্যা তেভ্যো নিবেদয়েৎ।
নিবেদয়ীত রুদ্রায় গাঞ্চ কৃষ্ণাং পয়স্বিনীম্ ॥ ২০
বর্ষমেকং চরেদ্‌ভক্ত্যা নিরন্তরেণ যো নরঃ।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২১
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
বসেচ্ছিবপুরে নিত্যং ন চেহায়াতি কর্হিচিৎ ॥ ২২

মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহেশ্বর-নামক শিবের আরাধনা করিয়া গোক্ষীর মাত্র পান করিয়া রাত্রিযাপন করিলে, অষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল হয়। ১২

ফাল্গুন মাসের অষ্টমীতে মহাদেবের পূজা করিয়া তিলাহার করিয়া রাত্রি-যাপন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের অষ্ট গুণ ফল হয়। ১৩-১৪

চৈত্র মাসের অষ্টমীতে স্থাণু নামক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া ভর্জ্জিত যবা-হার করিয়া রাত্রিযাপন করিবে, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইবে। ১৫

বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শিব নামক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, কুশোদক মাত্র পান করিয়া রাত্রিযাপন করিলে, নরমেধযজ্ঞের অষ্টগুণ ফল হইবে। ১৬

জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টমীতে পশুপতির পূজা করিয়া গোশৃঙ্গপরিমিত জল পান করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে কোটি গোদানের ফল হইবে। ১৭

আষাঢ় মাসে উগ্র নামক শিবের আরাধনা করিয়া পঞ্চগব্য প্রাশন ক থাকিলে, সহস্র সৌত্রামণি যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল হইবে। ১৮

বর্ষান্তে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে যথাশক্তি মধু ঘৃতাদি-সংযুক্ত পায়সাদি ভোজন করাইয়া বস্ত্র-হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিবে, কৃষ্ণবর্ণা পয়স্বিনী গাভী রুদ্রোদ্দেশে দান করিবে। ১৯-২০

যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক একবৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণাষ্টমীব্রত আচরণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২১

সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়, দেহান্তে নিত্য শিবলোক প্রাপ্ত হয়, এ সংসারে তাহাকে আর আসিতে হয় না। ২২

পুণ্যেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু বিষুবদ্‌গ্রহণাদিষু।
দানোপবাসহোমাদ্য-মক্ষয়ং জায়তে কৃতম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং
নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

এই সমস্ত বিষুবগ্রহণাদি পুণ্যকালে দান, উপবাস, হোমাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ২৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী।
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ॥ ১
মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূর্ব্বোক্তং লভতে ফলম্।
অর্দ্ধনারীশ্বরং রুদ্রমথবা উমাশঙ্করম্।
পূজয়েদ্বিধিবন্নারী ন বিয়োগমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
অথবা বিষ্ণুরূপেণ পূজয়েচ্ছেশ্বরং সদা।
শঙ্করং বামভাগস্থং সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
মার্গশিরাদৌ কেশব নারায়ণ মাধব পূজয়েৎ ॥ ৪
ধূপস্রগ্দীপাদ্যৈরুপোষ্য সংপূজ্য দক্ষিণাভিশ্চ নামভিঃ ॥ ৫

অশ্বমেধ-নৃপসূয়-বাজপেয়মতিরাত্র
উক্তমথাগ্নিষ্টোমো গবামেব।
পুরুষমেধ-সৌত্রামণি-পঞ্চযজ্ঞহেম
গোলক্ষং সর্ব্বমথাপ্নোত্যন্তে।
নিত্যং স্মরণাচ্চ নামদ্বাদশী ॥ ৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নামদ্বাদশী ॥

মনুরুবাচ—

যদীচ্ছতি শুভং নারী ইহ জন্মে পরত্র চ।
তদা কুর্য্যাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুনা কথিতং ব্রতম্ ॥ ১
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
উমামহেশ্বরং নাম কর্ত্তব্যং বিধিনা যথা ॥ ২

অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়া অবধি আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মাসে যথাক্রমে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা, নারায়ণী, এই সমস্ত দেবীর পূজা করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। অথবা অর্দ্ধনারীদেহপ্রাপ্ত রুদ্রদেবের পূজা করিবে। অথবা উমা এবং শঙ্করের পূজা করিবে। এইরূপ করিলে, নারীদিগকে কখন বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে হয় না। ১-২

অথবা হরিহর-মূর্ত্তি পূজা করিবে; তাহাতেই সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হইবে। ৩

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ধূপ, দীপ, মাল্যাদি দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া নামকীর্ত্তনাদি করিবে। ৪-৫

তাহা হইলে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, অতিরাত্র, অগ্নিষ্টোম, গবালম্ভ, নরমেধ, সৌত্রামণি, পঞ্চযজ্ঞ, স্বর্ণদান, গো-দান প্রভৃতির ফল লাভ হয়। ৬

মনু বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি কোন রমণী, ইহজন্মে এবং পরকালে শুভ কামনা করে; তবে তাহার পক্ষে বিষ্ণুকথিত ব্রত করা উচিত। ১

উহা দ্বারা সর্ব্বপাপ বিনষ্ট এবং সর্ব্বকামনাফল সিদ্ধ হয়। ঐ ব্রতের নাম উমা-মহেশ্বরব্রত। উহা যেরূপে করিতে হয় বলিতেছি। ২

প্রোষ্ঠাশ্বিনেঽথবা মাঘে মাসে মৃগ্যেঽথবা মুনে।
মৈত্রে বক্রেঽথবা কার্য্যমষ্টম্যাং বাথ শঙ্করে ॥ ৩
পূর্ব্বেঽহনি সপত্নীকং দাম্পত্যং সুখসঙ্গতম্।
একভার্য্যং নরং বৎস সর্ব্বধর্ম্মব্রতান্বিতম্।
আমন্ত্র্যমমরোমেশ প্রাতঃ কার্য্যমনুগ্রহম্ ॥ ৪
মুদান্বিতস্তদা কুর্য্যাৎ কলিদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ।
মধু চান্নেন ভোজ্যস্তু ক্ষীরেন্দু-যবশালিজম্ ॥ ৫
সিতশ্লক্ষ্ণে তথা রক্তে শুভে কার্য্যে তু বাসসী।
নকেশে স দেশে বৎস দেবদেবীপ্রসাদকে ॥ ৬
স্নাত্বা উমেশ্বরং পূজ্যং স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু বা।
হুত্বা দিশো বলিং দত্ত্বা বিতানাবথ কারয়েৎ ॥ ৭
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং গোময়েনোপলিপ্যতে।
চতুষ্কং শালিগোধূমৈ র্বর্ণকৈরুপশোভয়েৎ ॥ ৮
দীপমালান্বিতং কৃত্বা দাম্পত্যং ভোজয়েৎ ততঃ।
শঙ্করোমাং সদা ধ্যায়ন্ শক্রাখ্যং শুভর্চ্চিতম্ ॥ ৯
মদচন্দনকাশ্মীর-কর্পূরাগুরুধূপিতম্।
জাতীপুন্নাগমন্দার-শতপত্রী-সুমালিতম্ ॥ ১০
ক্রমাপ্যযুগ্মসংবীতং ত্রিধা কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
সুখালাপেন সংপূজ্য ধ্যায়ন্তী তমুমেশ্বরম্ ॥ ১১

ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাস, মাঘ মাস অথবা অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিবে। ৩

পূর্ব্ব দিনে দম্পতী যুগল-মিলিত হইয়া, যাহার একমাত্র ভার্য্যা এবং যিনি সর্ব্ব ব্রতাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিবে যে, মহাশয়! কল্য প্রাতঃকালে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আলয়ে গমন করিবেন। ৪

পরদিন কলহ দুঃখাদি পরিত্যাগ করিয়া আনন্দিত মনে মধুমিশ্রিত পায়সাদি ভোজন করাইবে। ৫

সুচিক্কণ শ্বেত অথবা রক্ত বস্ত্রযুগ্ম পূজার জন্য প্রস্তুত রাখিবে। কেশযুক্ত স্থানে দেবদেবীর পূজা করা নিষিদ্ধ। ৬

স্নানাদি সমাপনান্তে স্থণ্ডিল কিংবা প্রতিমায় উমামহেশ্বরের পূজা করিবে। তৎপরে হোম এবং দিগ্বলি প্রদান করিয়া দুইটী চন্দ্রাতপ বিলম্বিত করিবে। ৭

চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিবে এবং তাহাকে নানাবর্ণে চিত্রিত করিবে। ৮

মণ্ডলমধ্যে দীপমালা দিয়া পরে দম্পতীভোজন করাইবে, সর্ব্বদা উমা ও শঙ্করের ধ্যান করিবে। ৯

নানাবিধ চন্দন, কাশ্মীরাদি বিলেপন, কর্পূর ও অগুরু ধূপ, জাতী পুন্নাগ মন্দার শতপত্র প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ১০

পূজান্তে গললগ্নীকৃত-বাসে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া উমা-মহেশ্বরের ধ্যান এবং সুখালাপ করিয়া কালাতিপাত করিবে। ১১

আচম্যার্ঘ্যপাদ্যং তে দদ্যাদ্ গঙ্গোদকং তথা।
সহিরণ্যং সরত্নঞ্চ পুনর্গত্বা ক্ষমাপয়েৎ॥ ১২
প্রীয়তাং মে উমেশস্তু সর্ব্বদেবপতিঃ পতিম্।
অনেন প্রাপ্নুয়ান্নারী অবিয়োগং সুরেশ্বর॥ ১৩
সৌভাগ্যমিহ জন্মেঽপি পুত্রপৌত্রসুখানি চ।
মৃতা যান্তি পরং স্থানং শঙ্করোমা-অধিষ্ঠিতম্॥ ১৪
তত্র ভোগান্ মহান্ ভুক্ত্বা চেহায়াতা মহাকুলে।
সমৃদ্ধে বৃদ্ধিসম্পন্নে পতিং বিন্দতি শোভনম্॥ ১৫
লাবণ্যরূপসম্পন্না ভর্ত্তুঃ শ্রেষ্ঠা সদা ভবেৎ।
শ্লাঘনীয়া সমস্তস্য বিভবান্তঃপুরস্য চ।
সপুত্রা জীববৎসা চ আধিব্যাধিবিবর্জ্জিতা॥ ১৬
ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান্ কামান্ বৃদ্ধত্বে পতিপূর্ব্বিকাম্।
দিবং যাতি সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্করোমার্চ্চিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৭
নারায়ণেন বিধিনা নারীণাং ভবতে পতিঃ।
সমৃদ্ধঃ সর্ব্বভূতানাং পতিত্বমুপগচ্ছতি(১)॥ ১৮
শঙ্করোমাব্রতং শক্র লক্ষ্ম্যা পূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
বাণ্যা দেব্যা অরুন্ধত্যা রোহিণ্যা সুরসত্তম।
কৃতমাসীৎ সুখার্থস্তু তাশ্চ ভুঞ্জন্তি তৎফলম্॥ ১৯

আচমন, অর্ঘ্য, পাদ্য প্রভৃতি গঙ্গাজল দ্বারা সম্পাদন করিবে। অনন্তর স্বর্ণ-রত্নাদি দক্ষিণা দান করিয়া উমা-মহেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ১২

"হে উমে! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ করিলে স্ত্রীগণের বিয়োগদুঃখ উপস্থিত হয় না, ইহজন্মে পুত্র-পৌত্র-সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া মরণান্তে (যে স্থানে উমা ও শঙ্কর সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন) সেই উত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪

তথায় যথেষ্ট ভোগ-সুখাদি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকমধ্যে সমৃদ্ধ মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করে। এই কালে উত্তম পতি প্রাপ্ত হয়, স্বয়ং অতিশয় রূপ লাবণ্য-সম্পন্ন হয় এবং স্বামীর নিকট পরম আদরিণী হইয়া সমস্ত লোকেরও শ্লাঘনীয়া হয়। তাহার মনোব্যথা কিংবা শারীরিক ব্যাধি কিছুই থাকে না, উত্তম পুত্র লাভ করে এবং তাহাকে কখন পুত্রশোক পাইতে হয় না। ১৫-১৬

হে সুরশ্রেষ্ঠ! তাহারা এই সকল সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হইলে পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বর্গধামে গমন করে। যাহারা এই সকল রমণী-গণের পতি হয়, তাহারা সমৃদ্ধ এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হয়। ১৭-১৮

হে শক্র! পূর্ব্বে লক্ষ্মী এই উমামহেশ্বর ব্রত করিয়াছিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! দেবী সরস্বতী, অরুন্ধতী এবং রোহিণী, ইহাঁরাও সুখকামনায় পূর্ব্বে এই ব্রত করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা এখন তাহারই ফলস্বরূপ সুখভোগ করিতেছেন। ১৯

১। নারায়ণেনেত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং বহুত্র ন দৃশ্যতে।

উমামন্ত্রেণ চোমেশ ঈশমন্ত্রেণ শঙ্করী।
পূজিতা সর্ব্বকামানি প্রযচ্ছত্যবিচারণাৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে উমামহেশ্বর-ব্রতম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ—

কথিতং শঙ্করোমাখ্যং ব্রতং মে মনস্তুষ্টিদম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তাত বিষ্ণুশঙ্করসংজ্ঞিতম্ ॥ ১

মনুরুবাচ—

যথা উমেশ্বরং তাত তথা কার্য্যমিদং ব্রতম্।
কিন্তু পীতানি বাসাংসি কেশবায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ২
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং সুগন্ধঞ্চ জনার্দ্দনে।
কার্য্যং পূজানুসম্ভাবং লড্ডুকা-দধি-পায়সম্ ॥ ৩
এবং তৌ পূজয়িত্বা তু প্রতিমৌ স্থণ্ডিকেঽপি বা
আহৃত্য ব্রাহ্মণৌ বৎস বেদসিদ্ধান্তপারগৌ ॥ ৪
যতী বা ব্রতসম্পন্নৌ জটাকাষায়ধারিণৌ।
পূজয়িত্বা বিধানেন শূলপাণি-জনার্দ্দনৌ ॥ ৫
ক্ষমাপ্য বিধিনা বৎস সর্ব্বকামপ্রসাধকৌ।
হেমন্তু দক্ষিণাং বিষ্ণো মৌক্তিকং শঙ্করায় চ।
দত্ত্বা প্রব্রজতৌ (১) লোকৌ ক্রমাদ্দেহক্ষয়ে ব্রজেৎ ॥৬
ভুক্ত্বা ভোগাংস্তথা শক্র ইহায়াতো নৃপেশ্বর।
কুলে ভবতি ভূপালঃ সুখপুত্রায়ুসংযুতঃ ॥ ৭

উমামন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের মন্ত্র দ্বারা উমার পূজা করিলেও, তাঁহারা অবিচারে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করেন। ২০

ইন্দ্র কহিলেন,—আপনি উমামহেশ্বরব্রতের কথা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আমার মনস্তুষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে বিষ্ণু-শঙ্কর ব্রত শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

মনু বলিলেন,—ইহার সমস্তই উমামহেশ্বর ব্রতের ন্যায় করিতে হয়; বিশেষ এই যে, ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণুকে পীতবস্ত্র দান করিতে হয়। ২

গন্ধ, পুষ্প, সুগন্ধ ধূপ, লড্ডুক, দধি, পায়স প্রভৃতি জনার্দ্দনের পূজানুরূপ করিয়া বেদাপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিমা কিংবা স্থণ্ডিলে নারায়ণ এবং শঙ্করের পূজা করাইবে। ৩-৪

যতি কিংবা জটাকাষায়ধারী, যে কেহই হউক না কেন, বিধিপূর্ব্বক শূলপাণি এবং জনার্দ্দনের পূজা করিলে, সর্ব্বকামনাফল লাভ করিতে পারে। বিষ্ণুর দক্ষিণা স্বর্ণ, শঙ্করের দক্ষিণা মুক্তা দান করিলে, দেহক্ষয়ে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। ৫-৬

ভোগাবসানে পুনর্ব্বার ইহলোকে রাজকুলে নৃপশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুত্র-পৌত্রাদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-বলে মহাদেব

১। দত্ত্বান্নপ্রব্রতৌ ইতি পাঠান্তরম্।

পূর্ব্বভাবাদ্ ভবেদ্ ভক্তিঃ শিববিষ্ণুপ্রসাধকৌ।
যোগং প্রাপ্য পরং যাতি তত্তৎ স্থানমনাময়ম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে শঙ্করনারায়ণ-ব্রতম্ ॥

অনেন বিধিনা কার্য্যং লক্ষ্মীপর্ণাব্রতং শুভম্।
ব্রহ্মসাবিত্র্যজং তাত চন্দ্ররোহিণ্যজং পিবা।
ভাবচিত্তানুরূপেণ সত্ত্বমাত্রফলং লভেৎ ১

শক্র উবাচ

সম্মার্জ্জনফলং দেব সূচিতং ন প্রকীর্ত্তিতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি মানবানাং হিতায় বৈ ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—

বারাহে তু পুরা কল্পে মনৌ দৈবতকে তথা ॥ ৩
তস্মিন্ শাসন্মহীপালে চন্দ্রমৌন্দ্রে নৃপোত্তমে।
পত্নী চ কুঙ্কুমা নাম অযুতত্রয়চোত্তমা।
লাবণ্যরূপসম্পন্না চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৪
সানুদিনং সদা ভক্ত্যা দেব্যাঃ সম্মার্জ্জনে রতা।
দ্বারশোভাং পথিশোভাং দেব্যামুদ্দিশ্য কারয়েৎ ॥ ৫
স পপ্রচ্ছ তদা রাজ্ঞি কিমতদ্দেবি ত্বং সদা।
সম্মার্জ্জনপরা নিত্যমন্যকর্ম্মপরাঙ্মুখা।
এতন্নো ব্রূহি তত্ত্বেন যেন রূপং প্রতি প্রিয়াম্ ॥ ৬

ও নারায়ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয়; সুতরাং তাহারা সাধক হইয়া যোগবলে পরমধামে গমন করে। ৭·৮

এইরূপ বিধানানুসারে লক্ষ্মীপর্ণব্রত, ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত এবং চন্দ্ররোহিণীব্রত করিতে হয়; তাহা হইলে ভক্তি এবং চিন্তানুযায়ী ফল লাভ হয়। ১

ইন্দ্র বলিলেন,—দেব! সম্মার্জ্জনের ফল কিরূপ, তাহা বর্ণনা করেন নাই, মানবগণের মঙ্গলের জন্য তাহাই বর্ণনা করুন, আমার শুনিতে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। ২

ঈশ্বর বলিলেন,—বারাহকল্পে দৈবতক মন্বন্তরে চন্দ্রমৌন্দ্র নামক নরপতি ছিলেন। ৩

তাঁহার অনেক পত্নী থাকিলেও কুঙ্কুমানাম্নী মহিষী সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কুঙ্কুমার অঙ্গকান্তি চন্দ্রপ্রভার ন্যায় এবং অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্য ছিল। ৪

তিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর সম্মার্জ্জনকার্য্যে রত থাকিতেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে দ্বারশোভা এবং পদ্মশোভা সম্পাদন করিতেন। ৫

একদিন নরপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! তুমি সর্ব্বকার্য্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক কি নিমিত্ত এই সম্মার্জ্জন-কার্য্যেই তৎপর থাক। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে পরিচয় দিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। ৬

কুঙ্কুমোবাচ—

ন হি মেঽস্ত্যপরা ভক্তির্যথা সম্মার্জ্জনে শৃণু।
তথাহং কথয়িষ্যামি পুরাকর্ম্ম কৃতং ময়া ॥ ৭
পূর্ব্বমাসং হ্যহং চিল্লা পতন্তী বিয়চ্চারিণী।
তত্রাহং ভ্রমমাণা তু গতা কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতম্ ॥ ৮
তত্র দেবী নিরাধারা হ্যাকাশে তিষ্ঠতে সদা।
কেনাপি পূজনে দত্তং ভক্তং পাত্রং সুপূজিতম্ ॥ ৯
ময়াপি ক্রমমাদায় গ্রহীতুমুদ্যমঃ কৃতঃ।
ক্রমান্নতং গ্রহীতস্তু পক্ষৈঃ পাংশু নিবারিতা ॥ ১০
পূর্ণদত্তক্রমান্নৈব গ্রহীতুং পাংশু মার্জ্জিতা।
তাবৎ তস্মিন্ সমায়াতঃ পূজকো দেবলো দ্বিজঃ ॥ ১১
বয়ং নষ্টা ভয়াৎ কালান্মৃতা জাতা বসোর্গৃহে।
চন্দ্রমিত্রস্য তেনৈব দত্তাহং প্রথমা বধূঃ ॥ ১২
রাজ্ঞীত্রিংশৎসহস্রাণা-মুত্তমা তৎপ্রভাবতঃ ॥ ১৩
অকামা দেবতাগারে পক্ষপাতস্য মার্জ্জনাৎ।
তেন রাজ্ঞী চেয়ং যাতা কামান্ সম্মার্জ্জনেন কিম্।
ফলং ভবতি তদ্দেব্যা তন্ন বেদ্মি যথোচ্যতাম্ ॥ ১৪

কুঙ্কুমা বলিলেন,—সম্মার্জ্জন-কার্য্যে আমার যেরূপ ভক্তি আর কোন কার্য্যেই সেরূপ নাই। ইহার কারণ বলিবার জন্য, পূর্ব্বে আমি যে যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। ৭

পূর্ব্বে আমি চিল্লপক্ষিণী ছিলাম। আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন আমি কিষ্কিন্ধ্য-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ৮

তথায় দেবী আকাশে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। কোন ব্যক্তি সেই স্থানে পাত্রপূর্ণ অন্ন দেবীর পূজা দিয়াছিল। ৯

সেই পাত্রপূর্ণ অন্ন দেখিয়া আমি গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলাম। অনন্তর সম্পূর্ণবেগে ঊর্দ্ধ হইতে অন্ন আক্রমণ করিবার সময়, তথাকার ধূলিরাশি উড়িয়া স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছিল। ১০

এমন সময়ে দেবলনামক পূজক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম। অনন্তর কালবশে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমিত্র নামক বসুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তিনিই আমাকে আপনাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ১১-১২

এক্ষণে সেই পক্ষপাতজনিত স্থানমার্জ্জনের ফলেই আমি ত্রিংশৎসহস্র রাজ-মহিলাগণের শ্রেষ্ঠা হইয়াছি। ১৩

কামনা ব্যতীত সম্মার্জ্জন করিয়া সেই রাজ্ঞী এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকাম হইয়া সম্মার্জ্জন করিলে যে কতদূর উচ্চ ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। ১৪

এবং পূর্ব্বকথেচ্ছস্তু ভার্গবস্য প্রপৃচ্ছতঃ।
ব্রহ্মণা দেবরাজস্য ময়াপি চ তদখিলম্।
কথিতং শীর্ণসংস্কারে সম্মার্জ্জনফলং নৃপ ॥ ১৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে সম্মার্জ্জনমাহাত্ম্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

ভার্গব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্ব্বে মহেশ্বর এই কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট এই কথা বলেন, এক্ষণে আমিও সেই সম্মার্জ্জনের ফল তোমার নিকট অবিকল বর্ণনা করিলাম। ১৫

উনশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

বিদ্যেশ্বর উবাচ—

কথং দেব্যাঃ সদা পূজা সন্তুষ্টৈর্গৃহপালকৈঃ।
কর্ত্তব্যা সিদ্ধিমিচ্ছদ্ভির্দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থিভিঃ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

সাধ্বিদং যৎ ত্বয়া প্রশ্নং কৃতং বৎসেশ্বরপ্রিয়ম্।
তদহং নিখিলং বক্ষ্যে তব ভক্তস্য বিদ্যয়া॥ ২
দেব্যা ভক্তে সদা দেবী সর্ব্বগা সর্ব্বসংস্থিতা।
দ্রষ্টব্যা নাগগুল্মেষু তৃণপক্ষিসরীসৃপে॥ ৩
দ্বিজ-অন্ত্যজজাতিষু দুঃখিতেষু সুখেষু চ।
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মবিশিষ্টেষু সুভরীষ্বসুরভীষু চ॥ ৪
ন ক্রুষ্টঃ ক্রোধমাগচ্ছন্ন চ পূজা সুকৃষ্যতে।
তৃণহেমবিশেষেণ ন লোভো ন চ কামিতা॥ ৫
পরদার-পরস্বাদে র্ব্বাচয়া মনকর্ম্মভিঃ।
যস্য নোৎসহতে রাজন্ তস্য দেবী ন দূরতঃ॥ ৬
ভূষিতোঽপি বরং দেবং কিং বনে নিবসন্ নৃপ।
সকামেনৈব সিদ্ধিঃ স্যান্নিষ্কামস্য গ্রহং বলম্॥ ৭
যস্তু সর্ব্বপ্রজাপালঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমে হ্যেকঃ।
স্বেন বর্ত্মনি বর্ত্তেত স দুর্গাং শক্যমীজিতুম্॥ ৮

বিদ্যেশ্বর বলিলেন,—যাহারা গৃহস্থ হইয়াও সন্তুষ্ট এবং দৃষ্টাদৃষ্ট ফল ও সিদ্ধি কামনা করে, তাহারা কিরূপে দেবীর পূজা করিবে? এক্ষণে উহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা অতি উত্তম এবং এই কথা ঈশ্বরের প্রিয়। তুমি ভক্ত, আমি সংক্ষেপে সমস্তই বলিতেছি। ২

যাহারা দেবীর প্রকৃত ভক্ত, তাহারা দেবীকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পায়। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পক্ষী, সরীসৃপ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য জাতি, সুখী, দুঃখী, সূক্ষ্ম, স্থূল, সুরভি, অসুরভি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই দেবী বিরাজ করেন। ৩-৪

তাঁহার প্রতি আক্রোশ করিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না এবং পূজা করিলেও হৃষ্ট হন না। তৃণ এবং স্বর্ণ উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান। কোন বিষয়ে তাঁহার লোভ বা ইচ্ছা নাই। ৫

যাহারা কায়মনোবাক্যে পরদার কিংবা পরধন অপহরণ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহিত না হয়, দেবীকে লাভ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। ৬

যাহারা প্রকৃত ভক্ত, তাহাদের বনে গিয়া তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই। সকাম হইয়া দেবীর আরাধনা করিলেও যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিলে আর তাহাকে স্বতন্ত্র বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে কেন? ৭

নৃপতিগণের মধ্যে যিনি বর্ণাশ্রমভেদে সমুদায় প্রজা পালন করিয়া আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই দেবীর আরাধনা করিবার পাত্র। ৮

রাজোবাচ—

যদ্দেবং বর্ণজাতীনাং দেবী সর্ব্বত্র সংস্থিতা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি আশ্রমাণাঞ্চ কাননম্ ॥ ৯

অগস্ত্য উবাচ—

পূর্ব্বদেবেন ব্রহ্মায় শূলিনা কথিতা কিল।
শ্রুতাদেমনুদগ্ধাদৌ ভৃগুমিত্রোঽথ কাশ্যপৈঃ ॥ ১০
তথা ময়াপি তেভ্যশ্চ যথা প্রাপ্তা তথা তব।
কথয়ামি মহারাজ দেব্যা ভক্তিপরো ভবান্ ॥ ১১
যথা আসীৎ পুরা রাজন্ মহাকল্পে সুরাট্প্রিয়ঃ।
তথা শীলপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২
তস্য রাজস্য দেবেন্দ্রঃ পৃচ্ছতে গরুড়ধ্বজম্।
রক্ষণায় সমস্তস্য দিব্যস্য স হিতে রতঃ ॥ ১৩
প্রণম্য তং জগন্নাথং বিষ্ণুং কমললোচনম্।
প্রপৃচ্ছতি সমস্তস্য ব্রহ্মাদ্যস্য চ কারণম্ ॥ ১৪

শক্র উবাচ—

জয়ানন্ত মহাবাহো সর্ব্বদেব-নমস্কৃত।
একমূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিস্তু পীতবাসো জগৎপ্রিয় ॥ ১৫
সর্ব্বব্যাপি মহাকায় স্থূলভাবানুচারক।
পরাবর-পরাবস্থ কারণাত্মন্ নমো নমঃ ॥ ১৬
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ ভাবেশ বিকৃতিরব্যয়ঃ প্রভুঃ।
চিন্ত্যাচিন্ত্যাপ্রমেয়শ্চ কালকাননহেতবঃ ॥ ১৭

রাজা বলিলেন,—দেবী যে, সকল বর্ণে, সকল জাতিতে অবস্থান করেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বর্ণাশ্রমের বিষয় শুনিতে বাসনা হইতেছে। ৯

অগস্ত্য বলিলেন,—পূর্ব্বে মহেশ্বর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট মনু প্রভৃতি শ্রবণ করিয়াছিলেন, মনুর নিকট ভৃগু, কাশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আমি শ্রবণ করিয়াছি। ১০

হে মহারাজ! তুমি দেবীর ভক্ত, তোমার নিকট সমস্তই বলিতেছি। ১১

হে রাজন্। পূর্ব্বে মহাকল্পে ইন্দ্র যেরূপ রাষ্ট্রপ্রিয় ছিলেন, প্রজাগণও তদ্রূপ স্বধর্ম্মরত এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন ছিল। ১২

দেবরাজ স্বীয় রাজ্যের হিতসাধনের জন্য একদিন ভগবান কমললোচন বিষ্ণুকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১৩

ইন্দ্র প্রথমতঃ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর নিকট প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে অনন্ত! হে মহাবাহো! আপনি সমস্ত দেবগণের মধ্যে প্রণম্য। আপনি এক মূর্ত্তি হইয়াও গুণভেদে ত্রিমূর্ত্তি। ১৪-১৫

আপনি জগতের প্রিয়, সর্ব্বব্যাপী এবং মহাকায়! হে পীতবাস। আপনি স্থূল ও সূক্ষ্ম, পর ও অপর। আপনি জগতের কারণ, আপনাকে প্রণাম করি। ১৬

ধর্ম্মাধর্ম্ম মহামায় ভাবাভাবন মোহনম্ ।
মহদাদিগুণাবাস সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিতঃ ।। ১৮
স্তূয়সে স্তবসে ত্বঞ্চ বেদসে বেদকো ভবান্ ।
সংপূজ্যসে পূজকো নাথ সর্ব্বগঃ সর্ব্বকৃদ্বিভুঃ ।। ১৯
অবিনাশবিনাশিত্বে পার্থিবাদিপ্রয়োজনে ।
ত্বং ভবান্ কারণভাব-পরাপর নমোঽস্তু তে ।। ২০
হৃষীকেশ গদাধারিন্ মহাদনুকুলান্তক ।
মহাগদাসিধারায় পৃচ্ছামি জগদ্ধেতবে ।। ২১
এবং স্তুতস্তদা রাজন্ বিষ্ণুঃ প্রোবাচ যাচ্যতাম্ ।
যৎ তে মনসি বর্ত্তেত দদামি ব্রূহি বাসব ॥ ২২

শক্র উবাচ—

ভগবন্ কিং পরা ভক্তিঃ কস্য বা ক্রিয়তে সদা ।
কস্মিন্ দ্বীপে স্থিতৈঃ পুংভির্যষ্টব্যা সা পরাপরা ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ—

একস্মিন্ মে দিনে শক্র ব্রহ্মায়ান্তি চতুর্দ্দশ ।
তিস্রাণাং ত্বঞ্চ তৎসংখ্যা ব্রহ্মাহেন পুরন্দর ॥ ২৪
এবং বর্ষশতে পূর্ণে যোগনিদ্রা পরাপরা ।
তস্মিংস্ত্র্যাম্যহং শক্র পুনরেতৎ সৃজামি চ ॥ ২৫

হে ঈশ্বর ! আপনি প্রকৃতি ও বিকৃতি, চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য । আপনি অব্যয়, প্রভু এবং প্রমেয়স্বরূপ । আপনি কাল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, মহামায়া, ভাব এবং অভাব ইত্যাদি সকলেরই হেতু । আপনাতে মহদাদি গুণসমূহ থাকিলেও আপনি নির্গুণ । ১৭-১৮

আপনি স্তূয়মান এবং স্তাবক, বেদ্য অথচ বেদক, পূজ্য অথচ পূজক, সর্ব্বগ, সর্ব্বকর্ত্তা, বিভু, অবিনাশী এবং পার্থিবাদি প্রয়োজনসম্পন্ন । আপনি পরাপর সর্ব্বকারণ, আপনাকে প্রণাম করি । ১৯-২০

হে হৃষীকেশ ! হে গদাধারিন্ ! হে দৈত্যকুল-নিসূদন ! আপনি জগতের হেতু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । ২১

হে রাজন্ ! এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বলিলেন,—হে বাসব ! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, আমি প্রদান করিতেছি । ২২

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্ ! শ্রেষ্ঠা ভক্তি কি এবং উহা কাহার হইয়া থাকে ? কোন্ দ্বীপের মনুষ্যগণ সেই পরাৎপরা দেবীর আরাধনাকার্য্যে অধিকারী, উহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । ২৩

ভগবান্ বলিলেন,—হে শক্র ! আমার একদিনে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মার পতন হয় এবং ব্রহ্মার তিনদিনে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয় । ২৪

এইরূপ শত বৎসরান্তে আমি যোগনিদ্রা আশ্রয় করি এবং তদন্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করি । ২৫

এবং তে চ দিনাঃ পক্ষা মাসার্ত্তবতথায়নে।
মম কালঞ্চ কল্পঞ্চ মহাকল্পং তথৈব চ॥ ২৬
ভবতে সৃজতে শক্র যা সা পরমকারিণী।
যোগনিদ্রা মহামায়া সর্ব্বার্ধা ন ব্যবস্থিতা।
স্থাপিতা পরমেশেন যস্মিন্ কালে তদুচ্যতাম্॥ ২৭
লক্ষং ত্রিংশৎ সহস্রাণাং গতানি নব এব চ।
তস্য মাং ভূতভূতস্য কালস্য সুরসত্তম॥ ২৮
তস্মিন্ সা পূজিতা দেবী ব্রহ্মণা মনুরূপিণা।
স্বায়ম্ভুবতনুর্ভূত্বা জগতঃ স্থিতিকারণে॥ ২৯
তেন জ্ঞাতানি নামানি তে চ দ্বীপা সরিদ্বরা।
পাতালস্থিতয়ঃ শক্র ভবন্তি চ ব্রজন্তি চ॥ ৩০
তথাপি মাং কৃতা মায়া মোহনী সুরজন্তুষু।
অনেককালভূতং যদদ্যৈব প্রতিভাষতে॥ ৩১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে কালভাবব্যবস্থা
নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮০

এইরূপে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, কল্প, মহাকল্প ইত্যাদি যথাক্রমে হইতে থাকে। ২৬

পরম-কারণরূপিণী দেবী এই সমস্ত সৃষ্টি করেন। আমি যে সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া থাকি। ২৭

সেই সময়ের পরিমাণ একলক্ষ ত্রিশহাজার নয়শত বৎসর। হে সুরসত্তম! সেই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনুরূপে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। তিনিই জগতের স্থিতির কারণ। ২৮-২৯

তিনিই সমস্ত নাম অবগত আছেন। ঐ সকল দ্বীপ নদীরূপে পরিণত হইয়া কালে পাতালপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। হে শক্র! এইরূপে সমস্তই উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইতেছে। ৩০

সুরাসুর সকলেরই বিমোহিনী মহামায়ার এমনি প্রভাব যে, যে সমস্ত ঘটনা বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহা অদ্যকার ঘটনা বলিয়াই বোধ হইতেছে। ৩১

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

ভগবংস্তব বাক্যানাং ন তৃপ্তির্ভবতে মম।
কালাগ্নিপার্থিবং মানং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

নহি পার্থিবদ্বীপেষু মেরুপৃষ্ঠেঽপি বাসব।
ভোগাহ্লাদকরা নৃণাং যথাপাতালবাসিষু॥ ২
যেষু নঃ কালরুদ্রস্য নানাস্ত্রীশতসঙ্কুলাঃ।
বিচিত্রহর্ম্ম্যবিন্যাসাঃ কুতস্তে মেরুপৃষ্ঠতঃ॥ ৩
সা এব কালরুদ্রস্য তনুরূপেণ সংস্থিতা।
সা পরা শিবভাবেন পরমাপদদায়িকা॥ ৪
তস্য যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মাদ্যানাং ক্ষয়ঙ্করম্।
তং বিদ্ধি কালরুদ্রেতি সৌম্যরূপং সদাশিবম্॥ ৫
কালাগ্নিদ্যাসনং লক্ষং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
অর্দ্ধেন উচ্ছ্রয়স্তস্য পাদাঃ পাদেন বাসব॥ ৬
সিংহরূপা মহাঘোরা মহানক্রা মহাবলা।
কালাগ্নিরুদ্ররূপো যো বহুরুদ্রসমাবৃতঃ॥ ৭
অনন্তপদ্মরুদ্রশ্চ ধাতারঃ কারণীশ্বরঃ॥ ৮
দারুণোঽগ্নিরুদ্রশ্চ যমহন্তাক্ষয়ান্তকাঃ।
লোহিতঃ ক্রূরতেজাত্মা ঘনবৃষ্টির্বলাহকঃ॥ ৯
বিদ্যুতশ্চ ন শীঘ্রশ্চ প্রসন্নঃ শান্তিসৌম্যদৃক্।
সর্ব্বজ্ঞো বিবিধো বুদ্ধো দ্যুতিমান্ দীপ্তিসুপ্রভঃ॥ ১০

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না, এক্ষণে কালাগ্নির পার্থিব পরিমাণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ১

ভগবান্ বলিলেন,—পাতালবাসিগণের যেরূপ ভোগাহ্লাদ দেখিতে পাওয়া যায়, মেরুপৃষ্ঠে পার্থিব দ্বীপসমূহের মধ্যে কোন স্থানেই সেরূপ নাই। ২

বিশেষতঃ কালরুদ্রপুরে যে প্রকার শত শত স্ত্রীসমাকুল বিচিত্র হর্ম্ম্যাবলী বিন্যস্ত আছে, মেরুপৃষ্ঠে কোন স্থানেই সে প্রকার নাই। ৩

পরমপদদায়িনী পরাৎপরা দেবী সেই কালরুদ্রের তনুরূপে অবস্থান করেন। ৪

সেই কালরুদ্রের যুগ-সহস্রান্তে ব্রহ্মাদি নাশ হয়। সেই সৌম্যমূর্ত্তি সদাশিবকেই কালরুদ্র বলিয়া জানিবে। ৫

কালাগ্নির আসন লক্ষ যোজন-বিস্তৃত, উর্দ্ধের পরিমাণ তাহার অর্দ্ধেক এবং তাহার পাদপরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ। ৬

তাঁহার চতুর্দ্দিকে মহাঘোর মহাবল সিংহরূপী এবং নক্ররূপী রুদ্রগণ বেষ্টন করিয়া থাকে। ৭

অনন্ত, পদ্মরুদ্র, ধাতা, কারণ, ঈশ্বর, দারুণ, অগ্নিরুদ্র, যমহন্তা, ক্ষয়ান্তক, লোহিত, ক্রূরতেজা, ঘনবৃষ্টি, বলাহক, বিদ্যুৎ, চল, শীঘ্র, প্রসন্ন, শান্ত, সৌম্যদৃক্,

এতে রুদ্রা মহাত্মানঃ কালিকাশক্তিবৃংহিতাঃ।
সংহরন্তি সমস্তেদং ব্রহ্মাদ্যং সচরাচরম্ ॥ ১১
কালাগ্নিভুবনীশোঽয়ং শতকোটিভিরাবৃতম্।
তস্যা পুরস্য বিস্তারঃ শতকোটিসুবর্ত্তনম্ ॥ ১২
দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধানাং তত্র ভোগাঃ সুদুর্লভাঃ।
পূর্ব্বোত্তরপরা ভক্তির্যাম্যোত্তরস্থিতাপরা ॥ ১৩
অনলানিলববাচা নির্ঋতাশা ন চাপরা।
এতেষাং মধ্যতো রাজন্ কালরুদ্রস্তু শোভিতঃ[১] ॥ ১৪
পংক্ত্যাকারৈঃ পুরৈঃ সর্ব্বং কটকং তস্য সংস্থিতম্।
সমন্তাদ্বেষ্টিতবলং প্রাকারাট্টালগোপুরৈঃ ॥ ১৫
বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্য-প্রাকারৈঃ সর্ব্বতোঽন্বিতম্।
কালাগ্নিনরকান্তে তু পুরং কালস্য সংস্থিতম্ ॥ ১৬
পঞ্চাশল্লক্ষবিস্তারং সমন্তাৎ পরিবর্ত্তুলম্।
জাম্বুনদময়ৈর্হর্ম্ম্যৈঃ খচিতং রত্নধাতুভিঃ ॥ ১৭
কামোন্মত্তপ্রমত্তৈশ্চ ভস্তাতি জনসঙ্কুলম্।
কালস্য ভুবনং দিব্যং বৃত্তাকারং মনোহরম্ ॥ ১৮
বেষ্টিতং হেমপ্রাকারৈর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতম্।
প্রাকারা বহিদণ্ডান্তে অক্ষয়ং যোজনায়তম্[২] ॥ ১৯

সর্ব্বজ্ঞ, বিবুধ, বুদ্ধ, দ্যুতিমান্, দীপ্ত, সুপ্রভ এই সকল মহাত্মা রুদ্রগণ দেবী কালিকার শক্তিসম্পন্ন হইয়া এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া থাকে। ৮-১১

কালাগ্নি ভুবনেশ্বর শতকোটি রুদ্রগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন। তাঁহার পুরের বিস্তার শতকোটি যোজন এবং উহা গোলাকার। ১২

তথায় যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু আছে, দেব, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ইত্যাদি বিভাগক্রমে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, নির্ঋতি, ঈশান প্রভৃতি বাস করেন; ইঁহাদের মধ্যস্থানে ভগবান্ কালরুদ্র বাস করেন। ১৩-১৪

এই কালরুদ্র পুরে তদীয় কটক, প্রাকার, অট্টালিকা, গোপুর প্রভৃতিস্থানে পঙ্‌ক্তিক্রমে অবস্থান করে। ১৫

বজ্র ইন্দ্রনীল বৈদূর্য্যাদিমণি-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা এই পুরী পরিবেষ্টিত। কালাগ্নি-নরকের প্রান্তভাগে কালপুর। ১৬

ইহা পঞ্চাশলক্ষ যোজন বিস্তৃত এবং সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুলাকার। তথায় নানাবিধ রত্নখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত হর্ম্ম্যশ্রেণী। ১৭

ইহা কামোন্মত্ত ও প্রমত্ত জনসমূহে পরিবেষ্টিত কালের ভবন অতি মনোহর, উহা বর্ত্তুলাকার। ১৮

উহা স্বর্ণময়-প্রাচীর-বেষ্টিত। উহার উচ্চতার পরিমাণ অযুত যোজন বহির্ভাগের প্রাচীর যোজন বিস্তৃত এবং অক্ষয়। ১৯

১। শতরুদ্রস্তু শোভতে ইতি পাঠান্তরম্।
২। বহিরুত্তান্তে অন্তরং যোজনাযুতম্ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

অগ্নিজ্বালৈশ্চ নিবিড়ৈর্ভয়দৈঃ কিংশুকপ্রভৈঃ।
হরিতালনিভা জ্বালাঃ সিন্দূরা গৈরিকপ্রভাঃ ॥ ২০
অত ঊর্দ্ধং প্রজজ্বালা সুবাতোদ্ধূতভাস্বরাঃ।
বীচীতরঙ্গকল্লোল-জ্বালামালাকুলাম্বরম্ ॥ ২১
প্রবিস্তারঃ প্রমাণেন যোজনাদ্বয়কোটয়ঃ।
অষ্টানবতিলক্ষাণি জ্বালা উর্দ্ধং ততঃ শিলা ॥ ২২
বজ্রভূতা মহাতপ্তা তস্য তেজোনিয়ামিকা।
চত্বারি কোটিমানেন কারণেন তু স্থাপিতা ॥ ২৩
তস্যোর্দ্ধেন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোট্যশ্চত্বারি বাসব ॥ ২৪
এবং কালাগ্নিরুদ্রস্য মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং ময়া।
শ্রবণাৎ সর্ব্বপাপানি শমন্তে কালজান্যপি ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়ে পাদে কালাগ্নিরুদ্রমাহাত্ম্যং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

ঐ প্রাচীরে সর্ব্বদা অতি ভয়ানক অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত আছে। কোন স্থানে কিংশুকবর্ণ, কোথাও হরিতালবর্ণ, কোথাও সিন্দূরবর্ণ, কোথাও বা গৈরিকবর্ণ শিখাসমূহ প্রজ্বলিত হইতেছে। ২০

ইহার উর্দ্ধদেশে সেই সমস্ত শিখা বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বীচি-তরঙ্গের ন্যায় কল্লোল বিস্তার করিতেছে। ২১

এইরূপে দুইকোটি অষ্টনবতি লক্ষ যোজন পর্য্যন্ত উর্দ্ধে ঐ সমস্ত প্রজ্বলিত শিক্ষা উত্থিত হইতেছে। ২২

ইহার উর্দ্ধে বজ্রের ন্যায় কঠিন মহাতপ্ত শিলা সকল চারিকোটি যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ২৩

ইহার উর্দ্ধে চারিকোটি যোজন পর্য্যন্ত আর কিছু দেখা যায় না। ২৪

এই কালাগ্নিরুদ্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল ; ইহা শ্রবণ করিলে কালজ সকল পাপই বিনষ্ট হয়। ২৫

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১

দ্ব্যশীতিতমোধ্যায়ঃ

শুক্র উবাচ—

কালাগ্নিভবনস্যোর্দ্ধে বজ্রপাষাণমূর্দ্ধনি।
যে স্থিতাস্তত্র দেবেশ তান্ কথাশু প্রসাদতঃ॥১

শ্রীভগবানুবাচ—

যথা পৃচ্ছসি মাং শক্র ঊর্দ্ধ্বং কালপুরস্য তু।
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বাবদতো মম॥ ২
উষ্মোর্দ্ধে নরকাঃ শক্র কোট্যঃ পঞ্চাশন্মানতঃ।
চত্বারিংশচ্ছতং তেষাং প্রধানং তন্নিবোধত॥ ৩
অবীচিঃ কৃমিভক্ষশ্চ তথা বৈতরণী মহান্।
কূটশাল্মলিমুচ্ছ্বাসং যুগ্মপর্ব্বতরৌরবম্॥ ৪
নিরুচ্ছ্বাসঃ পূতিমাংসং তপ্তলাক্ষাস্থিতাঞ্জনঃ।
ক্রকচ্ছেদস্তথা পঙ্কঃ কন্টায়সসুতাপিতম্॥ ৫
পূতিপূর্ণস্তথা মেদঃ-স্তম্ভঞ্চ রুধিরং বসা।
তামিস্রমপতুণ্ডশ্চ তীক্ষ্ণাসিশ্চ নপুংসকঃ॥ ৬
লোহিতস্তু স্ত্রিয়া ভীমা অঙ্গাররাশি চোপরি।
কুম্ভীপাকঃ ক্ষুরমধ্য-সঞ্জীবনসুতাপকম্॥ ৭
কালসূত্রং মহাপদ্মং শীতোষ্ণং ক্ষুরমেব চ।
অম্বরীষং তপা ঘোরং মহারৌরবসংপুটম্॥ ৮
সূচামুখেষু যন্ত্রশ্চ তৈলতপ্তত্রপুস্তথা।
অসিপত্রং তথা পীনং করপত্রঞ্চ বাসব।
চত্বারিংশচ্ছতং ঘোরং তেষাং ত্রাণি পরান্ শৃণু।
অবীচীরৌরব-কুম্ভী-পাকাঃ পচন্তি পাপকান্॥ ৯

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবেশ! কালাগ্নিভবনের ঊর্দ্ধে বজ্রপাষাণ-মস্তকে কি আছে, তাহাই বর্ণনা করুন। ১

ভগবান বলিলেন,—শক্র! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে কালপুরের ঊর্দ্ধে যে কি আছে, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ২

ঐ প্রজ্বলিত শিখার ঊর্দ্ধে পঞ্চাশৎকোটি চারিসহস্র নরক আছে। তন্মধ্যে যাহারা প্রধান বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি। ৩

অবীচি, কৃমিভক্ষ্য, বৈতরণী, কূটশাল্মলি, উচ্ছ্বাস, যুগ্মপর্ব্বত, রৌরব, নিরুচ্ছ্বাস, পূতিমাংস, তপ্তলাক্ষা, স্থিতাঞ্জন, ক্রকচ্ছেদ, পঙ্ক, কন্টায়স, সুতাপিত, পূতিপূর্ণ, মেদস্তম্ভ, রুধির, বসা, তামিস্র, অপতুণ্ড, তীক্ষ্ণাসি, নপুংসক, লোহিতস্ত্রী, ভীম, অঙ্গার, কুম্ভীপাক, ক্ষুরমধ্য, সঞ্জীবন, সুতাপক, কালসূত্র, মহাপদ্ম, শীতক্ষুর, উষ্ণক্ষুর, অম্বরীষ, ঘোর, মহারৌরব, সংপুট, সূচমুখ, ইক্ষুযন্ত্র, তৈল, তপ্তত্রপু, অসিপত্র, অসিশস্ত্র, শস্ত্র, পীন, করপত্র ইত্যাদি চত্বারিংশৎ শত, এই সমস্ত ঘোর নরকমধ্যে অবীচি, রৌরব এবং কুম্ভীপাক ইহারাই প্রধান। ৪-৯

দেবদ্বিজগুরুদ্রোহা বালস্ত্রীবধবন্ধকাঃ।
সদ্‌বৃত্তং নাচরন্‌ শক্র বিঘ্নকাঃ পাচয়ন্তি তে ॥ ১০
দেব্যা দিবং তথা বস্ত্র-ভূমীরাজ্যাপহারকাঃ[১]।
পাচ্যন্তে নরকৈর্হ্যেতৈ র্বর্ণাশ্রমবিঘাতকাঃ।
কুষ্মাণ্ডী সর্ব্বমেতেষাং রক্ষকঃ সন্নিযোজিতঃ ॥ ১১
পাদেন কালরুদ্রস্য তস্যাশ্রমস্য সংস্থিতে।
অনন্তরূপশোভাঢ্যা বয়ং মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২
পাতালাঃ পৃথিবী শক্র মম মালের মস্তগাঃ।
বয়ং কালাগ্নিরুদ্রস্য শতাংশেন প্রমাণতঃ ॥ ১৩
মমোপরি স্থিতাঃ সপ্ত পাতালামলকামোদা।
যত্র নাগাঃ সুরা যক্ষাস্তিষ্ঠন্তি মম পূজকাঃ ॥ ১৪
রুদ্রভক্তাস্তথা চান্যে ব্রহ্মদেবীজ্যকাঃ পরে।
পরং তত্ত্বমজানন্তঃ পৃথগ্‌ভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ১৫
অন্যে সর্ব্বগতান্‌ সর্ব্বান্‌ দেবাঃ শক্ত্যাবলোকিতাঃ।
পশ্যন্তে মম সম্ভাবা মুমুক্ষুপরগামিণঃ ॥ ১৬
যস্মিন্‌ যে সংস্থিতাঃ শক্র তন্নিবোধ সমাসতঃ।
আভাসং করতালঞ্চ[২] শর্করঞ্চ গভস্তিকম্‌ ॥ ১৭
মহাতালং সুতালঞ্চ সপ্তমঞ্চ রসাতলম্‌।
সৌবর্ণমষ্টকং শক্র ন প্রসিদ্ধন্তু চাগমৈঃ ॥ ১৮

যাহারা দেবহিংসা, ব্রাহ্মণহিংসা, গুরুহিংসা, স্ত্রী-বধ ইত্যাদি পাপকর্ম্ম করে, তাহারা ঐ সকল নরকে পতিত হয়। যাহারা স্বয়ং কোন ধর্ম্ম করে না, প্রত্যুত সৎকর্ম্মে বিঘ্ন করে, যাহারা দেব-দ্রব্য, বস্ত্র, ভূমি এবং রাজ্য অপহরণ করে এবং যাহারা বর্ণাশ্রমের বিঘাতক, তাহারা এই সকল নরকে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ করে। কুষ্মাণ্ডগণ ঐ সমস্ত নরকে পাপিগণের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ১০-১১

কালরুদ্রের আশ্রমের উর্দ্ধদেশে অনন্তশোভাসম্পন্ন হইয়া আমরা বাস করি। ১২

হে শক্র! পাতাল এবং পৃথিবী লোকমালার ন্যায় হইয়া আছে। আমাদের পরিমাণ কালাগ্নিরুদ্রের পরিমাণের শতাংশের একাংশ। ১৩

আমার উর্দ্ধে সপ্ত পাতাল, তথায় মদীয় ভক্ত নাগ, অসুর এবং যক্ষগণ বাস করে। ১৪

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রুদ্রভক্ত, কেহ ব্রহ্মভক্ত এবং কেহ বা দেবীভক্ত। তাহারা পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পৃথক্‌ ভাবে আমাদের পূজা করে। ১৫

তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দৈবশক্তি অনুসারে আমাদের সকলকেই অভিন্ন ভাবিয়া পূজা করে। উহারা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমে পরমধাম প্রাপ্ত হয়। ১৬

হে শক্র! এক্ষণে যাহারা যে স্থানে বাস করে, তাহা বলিতেছি। আভাস, করতাল, শর্কর, গভস্তিক, মহাতল, সুতল এবং রসাতল এই সপ্তলোক। অষ্টম লোক সুবর্ণ-নির্ম্মিত, আগমাদিতে উহার উল্লেখ নাই। ১৭-১৮

১। অসিপত্রমিত্যাদি হারকা ইত্যন্তং শ্লোকত্রিতয়ং বহুষু ন দৃশ্যতে।
২। আভাসমরতালঞ্চেতি বা পাঠঃ।

দেব্যা রুদ্রপরা লোকা মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ।
স্বদেহান্তে প্রবিশন্তি নাগকন্যা রমন্তি চ ॥ ১৯
অষ্টমং তদ্বিজানীয়াদ্ বসু রত্নোপশোভিতম্।
বিভূতিক্রীড়ং সংক্ষেপাৎ কথয়ামি সুরাধিপ ॥ ২০
প্রথমং ভাসমানন্তু তত্র হেমময়ী মহী।
নানারত্নসমাকীর্ণং প্রাসাদস্ফটিকোজ্জ্বলম্ ॥ ২১
রত্নৈশ্চ খচিতাঃ স্তম্ভা দ্বারবন্ধাস্তু বাসব।
স্ত্রীসহস্রসমাকীর্ণং লক্ষকোটিভিরেকধা ॥ ২২
আবৃতং কোটীকোটীনাং প্রাধান্যাৎ কথয়ামি তে।
নমুচিঃ শঙ্কুকর্ণশ্চ মহানাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ২৩
অনন্তঃ কুলিকো নাগ এলাপত্রশ্চ নাগকাঃ।
রাক্ষসাঃ শূলদন্তশ্চ রক্তাক্ষো বিকটস্তথা ॥ ২৪
সুখভাগ্ দুঃখসংত্যক্তা দেব্যা ভক্তিসমাশ্রিতাঃ।
স্ত্রীসহস্রমজৈহৃ্ষ্টা আভাসেষু কৃতা জনাঃ ॥ ২৫
শতকোটি-প্রবিস্তারে বরতালে নিবোধত।
পদ্মরাগময়ী ভূমী রত্নৈঃ খচিতমন্দিরা ॥ ২৬
তত্র হর্ম্যোচ্ছ্রিতা তুঙ্গা ইন্দ্রনীলৈর্বিভূষিতাঃ।
দ্বারে বন্ধাশ্চ প্রবলা মুক্তা রুক্মাশ্চ তোরণাঃ ॥ ২৭
অনেককোটয়ো যত্র রাক্ষসাসুরপন্নগাঃ।
প্রহ্লাদো অগ্নিজিহ্বশ্চ (১) অনুহ্লাদোঽসুরাস্ত্রয়ঃ।
বাসুকিঃ শঙ্খপালশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্ত্রয়োরগাঃ ॥ ২৮

যাহারা মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ, দেবীভক্ত এবং রুদ্রভক্ত, তাহারা দেহান্তে ঐ লোকে প্রবেশ করিয়া নাগকন্যা উপভোগ করে। ১৯

উহাই অষ্টম লোক এবং উহা বহুবিধ রত্নাদি দ্বারা শোভিত। এক্ষণে ঐ সমস্ত স্থানের বিভূতি সংক্ষেপে বলিতেছি। ২০

প্রথমোক্ত স্থান সুবর্ণময়। তথায় প্রাসাদ সকল স্ফটিক-নির্মিত এবং নানা রত্নে ভূষিত। ২১

স্তম্ভসমূহ এবং দ্বারসমূহ রত্নখচিত। তথায় সহস্র সহস্র নাগকন্যা এবং নাগ ও রাক্ষস বাস করে। ২২

তথাকার অধিবাসী নাগগণের মধ্যে যাহারা প্রধান; তাঁহাদের নাম বলিতেছি। নমুচি, শঙ্কুকর্ণ, মহানাদ, অনন্ত; কুলিক এবং এলাপত্র; ইহারা সর্ব্বপ্রধান। রাক্ষসগণের মধ্যে শূলদন্ত, রক্তাক্ষ এবং বিকট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। ২৩-২৪

ইহারা সকলেই সুখী এবং দুঃখরহিত। ইহাদের দেবীভক্তি অচলা। আভাসস্থ সমুদায় লোকই সহস্রস্ত্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করে। ২৫

এক্ষণে শতকোটিযোজন বিস্তৃত বরতালের কথা বলিতেছি। ঐ স্থানের মৃত্তিকা পদ্মরাগময়, মন্দিরসমূহ রত্ন-খচিত এবং ইন্দ্রনীলমণিভূষিত হর্ম্যাবলী

১। নমুচিস্তত্রেতি পাঠান্তরম্।

বিদ্যুন্মালী হিরণ্যাক্ষো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ রাক্ষসাঃ।
চলচকিতবিতস্তৈ র্ধূপযক্ষস্তু চায়তৈঃ ॥ ২৯
তাসাং দৃষ্টিনিপাতেন সবিকারামলেন চ।
বিশ্রম্ভালাপভাবেন ([১]) বিভাসোৎফুল্লিতেন চ।
স্মরোঽপি স্মরণাচ্চেতা গতাসুরিব লক্ষ্যতে ॥ ৩০
শিখিঝঙ্কারশব্দেন স্তোককৈর্নাদিতেন চ।
অলিভির্গীতশব্দেন কোকিলাকূজিতেন চ ॥ ৩১
নানামদ্যবিশেষাণি পিবন্ পানানি বাসব।
অসুরানেন ভাবেন দেবীং পূজয়তে সদা ॥ ৩২
করতালে স্থিতা হ্যেবং শ্রীতালে চ নিবোধত।
তারাক্ষঃ শিশুপালশ্চ অময়শ্চাসুরাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩৩
কম্বলস্তক্ষকঃ পদ্মো নাগরাজাস্ত্রয়স্তথা।
যমদণ্ডোগ্রদণ্ডশ্চ বিশালাক্ষশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ৩৪
চতুর্থং সংপ্রবক্ষ্যামি দৈত্যাশ্চ মহিষোপমাঃ।
তৃতীয়ঃ কালপৃষ্ঠশ্চ নাগাঃ কর্কোটপঙ্কজাঃ ॥ ৩৫
শঙ্কুকর্ণস্তৃতীয়শ্চ রাক্ষসাশ্চ নিবোধত।
মহাদেবং মহাকায়ং তৃতীয়স্তু মহাভুজম্ ॥ ৩৬
শর্করে তে বিজানীয়াঃ পঞ্চমস্তু নিবোধত।
অমরঃ শুম্ভস্তারাক্ষো অসুরাস্তে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭

অতি উচ্চ। দ্বার-দেশে রৌপ্য নির্ম্মিত তোরণ এবং উহা প্রবাল ও মুক্তাদি দ্বারা শোভিত। ২৬-২৭

তথায় বহু:কোটি-সংখ্যক রাক্ষস, অসুর এবং সর্পগণ বাস করে। প্রহ্লাদ, অগ্নিজিহ্ব এবং অনুহ্লাদ এই তিনজন অসুর ; বাসুকি, শঙ্খপাল এবং ধৃতরাষ্ট্র এই তিনজন নাগ ; বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং হিরণ্যাক্ষ এই তিনজন রাক্ষস তথায় বাস করে। ২৮-২৯

তাহাদের বিস্তৃত কটাক্ষ, হাব, ভাব, বিশ্রব্ধ আলাপ এবং হাস্য-প্রফুল্লতা দেখিলে বোধ হয়, যেন কন্দর্প প্রাণত্যাগ করিয়া এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৩০

ময়ূরের কেকাধ্বনি, চাতকের কলনাদ, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং কোকিলের কূজন শ্রবণ করিলে, দুঃখিত ব্যক্তিরও মনে অনঙ্গ উদ্দীপিত হয়। ৩১

তথায় অসুরগণ বিবিধ মদ্য এবং পানদ্রব্য পান করিয়া স্ব স্ব ভাবে দেবীর পূজা করে। ৩২

এক্ষণে ত্রিতলের বিষয় বলিতেছি। তথায় তারাক্ষ, শিশুপাল এবং অমর এই তিনজন অসুর ; কম্বল, ত্র্যম্বক এবং পদ্ম এই তিনজন নাগ ; যমদণ্ড, উগ্রদণ্ড এবং বিশালাক্ষ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ৩৩-৩৪

চতুর্থ স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এই স্থানে দৈত্যগণ মহিষের ন্যায়, কালপৃষ্ঠ কর্কোট এবং শঙ্কুকর্ণ এই তিনজন নাগ ; মহাদেব, মহাকায় এবং মহাভুজ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ৩৫-৩৬

এক্ষণে পঞ্চম স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এই স্থানে অমর, তারাক্ষ এবং

১। চিত্রাসোৎপ্রভাবেণেতি বা পাঠঃ।

সুপর্ণঃ কুলিকো নাগ-স্তৃতীয়শ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
অস্তিভদ্রো বিরূপাক্ষো উগ্ররূপাশ্চ রাক্ষসাঃ॥ ৩৮
গতস্তে তে সমাখ্যাতাঃ ষষ্ঠে বৈরোচনে শৃণু।
কালনেমী হিরণ্যাক্ষো নিশুম্ভশ্চ ত্রয়োঽসুরাঃ॥ ৩৯
অত্রৈব যৎ পুরাবৃত্তং কথয়ামি সুরোত্তম।
দক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রে কুলদেবস্তু ব্রাহ্মণঃ॥ ৪০
তস্য পুত্রঃ সমুৎপন্নো নাম্না তস্করবল্লভঃ।
স চ কালেন মহতা নামরূপং প্রবর্ত্তিতঃ॥ ৪১
মিত্রদেবদ্বিজাতীনাং মহদ্দ্রব্যাপহারকঃ।
কদাচিৎ কালপর্য্যন্তে মলয়ে পর্ব্বতে গতঃ॥ ৪২
তত্র কন্যাভিধানা তু ভবতী জলসংস্কৃতা॥ ৪৩
বহুদ্রব্যসুসম্পূর্ণা নগরদ্বারসংস্থিতা।
স চ দ্যূতং রমিত্বা তু নাম্না তস্করবল্লভঃ॥ ৪৪
রাত্রৌ প্রবিষ্টবাংস্তস্মিন্নুৎসৃষ্টদ্রব্যহারকঃ।
যাবদ্দীপঃ শমপ্রাপ্ত-স্তৈলস্তেনাভবন্ কিল॥ ৪৫
তাবৎ তেন তথা তৈলে দ্রব্যান্বেষণকারিণে।
দত্তে প্রবুদ্ধবাংস্তত্র দেবলো দেবপূজকঃ॥ ৪৬
স চ প্রাণভয়ান্নষ্টঃ কালান্মৃত্যুরভূৎ পুনঃ।
কাঞ্চীরাজাধিপঃ শক্র নাম্না খড়্গাকরোদ্যতঃ॥ ৪৭

শুভ এই তিনজন অসুর; সুপর্ণ, কুলিক এবং ধনঞ্জয় এই তিনজন নাগ, অস্তি-ভদ্র, বিরূপাক্ষ এবং উগ্রপাশ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ৩৭-৩৮

এক্ষণে ষষ্ঠ স্থানের বিষয় বলিতেছি,—এস্থানে কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ এবং নিশুম্ভ এই তিনজন অসুর বাস করে। ৩৯

হে সুরোত্তম! এই স্থানের একটী পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে মহারাষ্ট্রদেশে কুলদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। ৪০

তস্করবল্লভ নামক তাহার একটী পুত্র ছিল। কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণপুত্র স্বীয় নামানুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল (অর্থাৎ চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল)। ৪১

বন্ধু হউক, দেবতা হউক, আর ব্রাহ্মণ হউক, সে, সকলেরই দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল। কোন সময়ে সে মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। তথায় নগরদ্বারের কন্যাভিধানা দেবীর মন্দির ছিল। ৪২-৪৩

নগরবাসী ব্যক্তিগণ বহুবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা ঐ দেবীর পূজা করিত। তস্কর-বল্লভ একদিন দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য ধনাপহরণ লোভে রাত্রিকালে তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ৪৪-৪৫

সে একটী তৈলপূর্ণ প্রদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। যতক্ষণ প্রদীপ তৈলযুক্ত ছিল, ততক্ষণ সে গৃহমধ্যে দ্রব্যাদির অন্বেষণ করিতেছিল। ইত্য-বসরে দেবল নামক পূজক ব্রাহ্মণ জাগরিত হইল দেখিয়া প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ঐ তস্করবল্লভ যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, খড়্গাকরোদ্যত নামে কাঞ্চী-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। ৪৬-৪৭

দৌবভক্তরতো নিত্যং মদ্যমাংসবসাপ্রিয়ঃ।
দেবব্রাহ্মণদ্রোহী চ দেবভূগ্রামহারকঃ॥ ৪৮
কালেন মৃত্যুমাপন্নো রোচনো রাক্ষসাধিপঃ।
পিঙ্গাক্ষো দশকোটীনাং মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৪৯
অজরো অমরঃ শক্র ব্রহ্মকল্পায়ুজীবিতঃ।
তেন দীপপ্রভাবেণ শঙ্করাধিপতির্মহান্॥ ৫০
দুষ্টভাবোঽপি সংজাতঃ কিং পুনস্তৎসমাশ্রিতাঃ।
ভবন্তি তত্র রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ॥ ৫১
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রসঙ্গেন সুরাধিপ।
শেষান্ নাগাংস্তু বক্ষ্যামি পাতালে যে তু কীর্ত্তিতাঃ॥ ৫২
পৌণ্ডরীকঞ্চ দুষ্প্রেক্ষ্যং শ্বেতভদ্রং ত্রয়োরগাঃ।
পিঙ্গাক্ষো মেঘনাদশ্চ তথা ঘোরশ্চ রাক্ষসাঃ॥ ৫৩
রসাতলে জরাসন্ধো বৈরোচনো বলিস্তথা।
কোটিধা যো ময়া বদ্ধস্তব কার্য্যেষু সত্বরী॥ ৫৪
পুনঃ স্বর্গং গমিষ্যামি পুনস্ত্বং শাসিতা প্রভুঃ।
ঐরাবতো মহানাগঃ পিঙ্গমশ্বতরং তথা॥ ৫৫
মারীচঃ কুম্ভকর্ণশ্চ মাল্যবাংস্ত্রয় রাক্ষসাঃ।
পাতালাঃ সপ্ত বিখ্যাতা-স্ত্রিষষ্টিভুবনেশ্বরাঃ॥ ৫৬
বৃত্তাকারাণি পাতালাঃ শতকোটিপ্রবিস্তরাঃ॥
বৃত্তস্ত্রয়ধিভক্তাস্তে দৈত্যপন্নগরাক্ষসাঃ॥ ৫৭

এইকালে সে দেবীর প্রতি ভক্তিমান ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বদা মদ্য-মাংসাদি আহার, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা, দেবসম্পত্তি ভূমি গ্রামাদি অপহরণ করিত। ৪৮

সেই রাজা মরণান্তে ঐ বৈরোচনপুরে মহাবল-পরাক্রম দশকোটি রাক্ষসের অধিপতি হইয়া, পিঙ্গাক্ষ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ৪৯

হে শক্র! ঐ রাজা তাদৃশ দুষ্ট-স্বভাব হইয়াও সেই দীপদান প্রভাবে অজয়, অমর এবং ব্রহ্মার কল্পপরিমিত আয়ু লাভ করিয়াছে, কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে বাস করে। ৫০-৫১

হে সুরশ্রেষ্ঠ! প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে ইহা বলিলাম, এক্ষণে পাতালে যে সমস্ত নাগগণ বাস করে, তাহাদের বিষয় বলিতেছি। ৫২

তথায় পৌণ্ডরীক, শ্বেত এবং ভদ্র এই তিনজন নাগ, পিঙ্গাক্ষ, মেঘনাদ এবং অঘোর এই তিনজন রাক্ষস। রসাতলে জরাসন্ধ এবং বলি প্রভৃতি কোটি কোটি অসুরগণ বাস করে। তোমারই কার্য্যের নিমিত্ত আমি বলিকে ছলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ৫৩-৫৪

তজ্জন্যই তুমি পুনর্ব্বার স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ এবং আমিও পুনর্ব্বার স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ স্থানে ঐরাবত, পিঙ্গ এবং অশ্বতর এই তিনজন নাগ, মরীচি, কুম্ভকর্ণ এবং মাল্যবান্ এই তিনজন রাক্ষস বাস করে। ত্রিষষ্টি ভুবনের মধ্যে সপ্ত পাতাল শ্রেষ্ঠ। ৫৫-৫৬

পাতাল সকল বৃত্তাকার এবং শতকোটী যোজন বিস্তৃত। উহার মধ্যে দৈত্য, নাগ এবং রাক্ষসগণের তিনটী বিভাগ আছে। ৫৭

কল্পে কল্পে বিনশ্যন্তি তন্নামানো ভবন্তি চ।
ন হি সংখ্যা ভবেচ্ছক্র মৃতায়াতা পুনঃপুনঃ ॥ ৫৮
উপপাতালমষ্টন্তু সৌবর্ণং তং নিবোধত।
যত্রাসৌ ভগবান্ দেবো অর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৫৯
বয়ঞ্চ তত্র ক্রীড়ামো ব্রহ্মা বেদবিদাং বরঃ।
দ্বিতীয় ইব কৈলাসো যত্র ভোগা মনোরমাঃ ॥ ৬০
যত্রাসৌ ভগবান্ দেবো বরদো হাটকেশ্বরঃ।
তত্র হেমময়ী ভূমির্বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রিতা ॥ ৬১
বিচিত্রা ধাতুভির্ভাতি দেবাসুরমনোহরা।
সর্ব্ববৃক্ষসমাকীর্ণা সদার্ত্তব-বনস্পতিঃ ॥ ৬২
সুগন্ধফলপুষ্পাঢ্যা গন্ধদ্রব্যসমন্বিতা।
সুগন্ধিঃ শীতলো বায়ু র্বিহরেন্মন-তুষ্টিদঃ ॥ ৬৩
হেমপ্রাসাদপ্রাকারা-স্তরবোদ্যানকাননাঃ।
সরিৎসর্ব্বতড়াগৈশ্চ দীর্ঘিকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৬৪
স্ফটিকৈঃ শৈলসোপানৈ র্মুক্তাফলসুসঞ্চিতম্।
ভান্তি তানি চিত্তান্দ্রৈস্ত নীলরক্তাম্বুজৈঃ সিতৈঃ ॥ ৬৫
কুসুমোৎপলসংছন্ন তে চ কার্ত্তস্বরাম্বুজাঃ।
তটে বৃক্ষলতাগুল্ম * * কোষোৎপলপক্ষিণঃ ॥ ৬৬

ঐ সমস্ত দৈত্য, নাগ এবং রাক্ষসগণ কল্পে কল্পে বিনষ্ট হইয়া, সেই সেই নামে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে এবং আবার কালবশে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উহাদের সংখ্যা করা কঠিন। ৫৮

অষ্টম যে উপপাতালের বিষয় বলিয়াছি, উহা সুবর্ণময়। তথায় ভগবান্ অর্দ্ধনারীশ্বর বাস করেন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি আমরা সকলেই তথায় নিত্য ক্রীড়া করি। ঐ স্থানে বিবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তু দেখিলে দ্বিতীয় কৈলাসপুরী বলিয়া বোধ হয়। ৫৯-৬০

যে স্থানে ভগবান্ হাটকেশ্বর বরদরূপে অবস্থান করেন, ঐ স্থান স্বর্ণময় এবং বজ্র-বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি দ্বারা চিত্রিত। ৬১

তথায় বিচিত্র ধাতু সকল স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হইয়া ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিয়াছে। উহা দেবাসুর প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিতে সক্ষম। তথায় সুগন্ধফল-পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষ ও বনস্পতিসমূহ সকল ঋতুতেই মনোহর শোভা ধারণ করে। সুগন্ধ সুশীতল বায়ু বহমান হইয়া সর্ব্বদা লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে। ৬২-৬৩

তথাকার উদ্যান ও কাননসমূহ বিচিত্র বৃক্ষমালায় পরিবেষ্টিত এবং উহার চারিধারে স্বর্ণপ্রাচীর বেষ্টন করিয়া আছে। সরিৎ, তড়াগ এবং দীর্ঘিকাসমূহ দ্বারা ঐ পুরী শোভিত। ৬৪

দীর্ঘিকাসমূহের সোপানাবলী স্ফটিকনির্ম্মিত এবং মধ্যে মধ্যে মুক্তাফল বিগুম্ফিত। জলমধ্যে নীল, রক্ত এবং শ্বেতবর্ণ পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ৬৫

ঐ সমস্ত জলাশয়ের পদ্মরাজি এবং তটস্থিত বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রস্তর এবং পক্ষিগণ পর্য্যন্তও সুবর্ণময়। ৬৬

সর্ব্বে কার্ত্তস্বরাঃ শক্র পাতালং তেন শোভিতম্ ।
তত্রাঙ্গনা মদোন্মত্তাঃ ক্রীড়ন্ত্যুদ্যানকন্দরৈঃ ॥ ৬৭
বনোপবন-উদ্যানৈ দীর্ঘিকাসর-মধ্যগাঃ ।
ক্রীড়ন্তি জলক্রীড়াভি র্দোলান্দোলনতৎপরাঃ ॥ ৬৮
রতিপ্রমত্তা নিশ্চেষ্টাঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ ।
অশেষসুখতৃপ্তাস্ত দুঃখৈকং স্মরক্রীড়নম্ ॥ ৬৯
বিচরন্তি মহাভাগৈঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ।
বিন্যস্তকেশভারাস্তাঃ কবরীধম্মিল্লমুক্তকৈঃ ॥ ৭০
অলঙ্কারালয়স্তাসাং পৃষ্ঠগাঃ কুসুমান্বিতাঃ ।
মূর্দ্ধ্বেব স্রগ্‌গতা ভান্তি সংশিতাগ্রৈঃ প্রলম্বিতাঃ ॥ ৭১
শাখাপত্রবিশেষেণ ললাটতিলকেন চ ।
পত্রাপরবিশেষেণ ইন্দ্বর্কেণ বিরাজিতে ॥ ৭২
কর্ণৌ বিন্যস্তপত্রেণ কুণ্ডলৈর্ভাতি চাপরঃ ।
সিতাসিতারুণৈর্দীর্ঘৈ-স্ত্রস্তবালমৃগা ইব ॥ ৭৩
যাসাং নেত্রা বিরাজন্তে পুরে শ্রীহাটকেশ্বরে ।
এবংবিধৈঃ সদাস্ত্রিভি-র্নিত্যঃ স্মরনিপীড়িভিঃ ॥ ৭৪
রমন্তি সুরতা ভোগাঃ সুতৃপ্তাঃ শিবভাবিতাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হাটকেশ্বরপুরবর্ণনং নাম
দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

হে শক্র! এইজন্যই ঐ পুরী অতিসুশোভিত। তথাকার বিলাসিনীগণ মদোন্মত্তা হইয়া উদ্যান, কন্দর, বন, উপবন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ক্রীড়া করে। ৬৭

কখন কখন দীর্ঘিকা এবং সরোবরমধ্যে জলক্রীড়া এবং কখন উদ্যানাদি স্থানে দোলান্দোলনাদি ক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া সর্ব্বদুঃখ-শূন্য হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করে; কামপীড়া ব্যতীত তাহাদের আর কোন প্রকার দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ৬৮-৬৯

ঐ সমস্ত বিলাসিনীগণ সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া মহাভাগ্যধর ব্যক্তিগণের সহিত বিচরণ করে। কখন বিবিধ কেশ-বিন্যাস, কখন কবরীবন্ধন এবং কখন বা আপনাদের অরাল-অলকগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে দোলাইতে দোলাইতে বিচরণ করে। ৭০

তাহারা নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও কেহ কেহ মস্তকে বিচিত্র পুষ্পস্রক্ পরিধান করিয়াছে এবং উহা লম্বমান হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। কেহ শাখা, কেহ পত্র, কেহ ললাটে তিলক পড়িয়াছে। ৭১

কেহ কেহ ললাটদেশে চন্দ্রাকার, কেহ বা সূর্য্যাকার পত্র রচনা করিয়াছে। কেহ কর্ণে পত্র এবং কেহ বা কুণ্ডল পরিয়াছে। ৭২

বিলাসিনীগণের লোচন ভয়চকিত হরিণীর ন্যায় আয়ত ও চঞ্চল এবং শ্বেতাভা-বিমিশ্র উজ্জ্বল-নীলিমা জড়িত। ৭৩

যাহারা শিবভক্ত, তাহারা এই হাটকেশ্বরপুরে ঐ সমস্ত কন্দর্পবিমোহিনী রমণীগণের সহিত সুরতসম্ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করে। ৭৪-৭৫

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

সর্ব্বত্র চ শ্রুতা দেব বেদবেদার্থ-আগমৈঃ।
পুরাণ-ইতিহাসৈশ্চ সপ্ত এব ন চাষ্ট তে ॥ ১
ত্বং পুনঃ কথ্যতে চাষ্ট উত্তমং তচ্চ সর্ব্বসু।
কথং তৎ কেন বা সৃষ্টমেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং ত্রিলোচনম্।
তিষ্ঠন্তমুময়া সার্দ্ধ-মৃষিদেব-নমস্কৃতম্ ॥ ৩
তং দ্রষ্টুং ভগবান্ ব্রহ্মা বয়ং শক্রবৃহস্পতী।
তথা চ ক্রীড়তে স্কন্দো বর্হিণারূঢ়নিত্যশঃ ॥ ৪
ব্রহ্মস্য হ্যাসনং হংসঃ শিখিনা চঞ্চুনা হতঃ।
রুরাব করুণং শব্দং দেব্যা তচ্চ নিশম্য চ ॥ ৫
বিহস্য ব্রহ্মমালোক্য ব্রহ্মা তচ্চ তথা শিখীম্।
দণ্ডেনাতাড়য়ৎ কিঞ্চিৎ শিখিনা সহ বারিতম্ ॥ ৬
তচ্চ শ্রুত্বা তথা দেব্যা দুঃখায়মনুচিন্তয়ৎ।
তথা মেঘসমাকারং ঘোরং ঘোরপরাক্রমম্ ॥ ৭
নিষ্ক্রান্তং শিখিনাবস্য ব্রহ্মযানস্য বারকম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবী শঙ্কিতা ব্রহ্মপীড়য়া ॥ ৮
শঙ্করেণাপি সংপ্রোক্তো ব্রহ্মণোঽস্য স্তবং কুরু ॥ ৯
করোতি শম্ভুনা উক্তঃ স্তবেদং কমলোদ্ভবম্ ॥ ১০

ইন্দ্র বলিলেন,—দেব! বেদ, বেদাঙ্গ, আগম, পুরাণ, ইতিহাসাদি সর্ব্বত্রই সপ্ত পাতালের কথা শুনা যায়, অষ্টম পাতালের বিষয় কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। ১

কিন্তু আপনি অষ্টম পাতালের কথা বলিলেন এবং উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও বলিলেন। উহা কিরূপে, কাহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। ২

ভগবান্ বলিলেন,—দেবদেব ত্রিলোচন; দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া কৈলাস-পর্ব্বতে উমার সহিত বাস করেন। ৩

একদিন ব্রহ্মা, বৃহস্পতি এবং আমি, আমরা সকলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৈলাস-পর্ব্বতে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে কার্ত্তিকেয় নিত্য নিত্য ময়ূরারূঢ় হইয়া ক্রীড়া করেন। ৪

ব্রহ্মার আসন হংসকে সেই কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিল। হংস তাহাতে করুণ শব্দ করিয়া উঠিল। ৫

দেবী ব্রহ্মাণী তাহা শুনিয়া ব্রহ্মার প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রহ্মা তখন ময়ূরকে কিঞ্চিৎ দণ্ডাঘাত করিলেন। ময়ূর তাহাতে আর্ত্তশব্দ করিল। ৬

দেবী তচ্ছ্রবণে হংসের সাহায্যে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে ময়ূরের মুখ হইতে ব্রহ্মহংস-বারক ঘোরপরাক্রম মেঘাকৃতি অসুরের উৎপত্তি হইল। ৭

তাহাতে ব্রহ্মাণী সহসা ভীত হইলেন। (ব্রহ্মাণীভীতি জানিতে পারিয়া)

দেবানাং পরমং দেবমুৎপত্তিস্থিতিকারকম্ ॥ ১১
তথাদেশং সমাস্থায় দেবদেবস্য শূলিনঃ।
স্তবনৈঃ স্তবতি রুরুর্ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১২

রুরুরুবাচ—

জয় দেবাতিদেবায় ত্রিগুণায় সুমেধসে।
অব্যক্তজন্মরূপায় কারণায় মহাত্মনে ॥ ১৩
একত্রিভাবভাবায় উৎপত্তিস্থিতিকারক।
রজোরূপগুণাবিষ্ট সৃজসীদং চরাচরম্ ॥ ১৪
সত্ত্বপাল মহাভাগ তমঃ সংহরসেঽখিলম্।
গুণসমানমুক্তিং ত্বং দদসে পরমেশ্বর ॥ ১৫
বেদবেদান্তগর্ভায় নমামি ত্বয়ি ব্রহ্মণঃ।
যস্য নিত্যং শ্রুতিশব্দং চত্বারশ্চরগাননাৎ ॥ ১৬
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণো নিষ্ক্রমন্তি পদক্রমাঃ।
শিক্ষা কল্পা নিরুক্তানি চ্ছন্দোজ্যেতিষী চাগমাঃ ॥ ১৭
চক্ষুর্ভূতা অশেষস্য জগতোঽস্য সুখপ্রদাঃ।
যত্র কালাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বিষ্ণুস্ত্রয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৮
যস্য সম্ভবনামস্য তং নমামি পিতামহম্।
ইন্দ্রচন্দ্রহরিযক্ষ-রক্ষহুতবহস্তুতম্ ॥ ১৯
তং নমামি সদা দেবমব্যক্তং ব্যক্তকারণম্।
এবং স্তুতো রুরোঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মা বরপ্রদোঽভবৎ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ—

যাচ বৎস বরং মত্তমসুরাধিপতে শুভম্।
দদামি সপ্তলোকানাং তং প্রভুরজরোঽক্ষয়ঃ ॥ ২১

শিব সেই ময়ূর-সম্ভূত অসুরকে বলিলেন,—পরমদেব কমলোদ্ভব ব্রহ্মার স্তব কর, রুরু শিবের আদেশে ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিল। ৮-১২

হে দেবাদিদেব! আপনি ত্রিগুণাত্মক সুমেধা। আপনার জন্মাদি অব্যক্ত, আপনি জগতের কারণ এবং মহাত্মা। ১৩

আপনি একমাত্র হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। আপনি রজোগুণাবলম্বী হইয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। ১৪

সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া পালন করেন এবং তমোগুণাবলম্বী হইয়া সংহার করেন। হে পরমেশ্বর! আপনাকে ভাবনা করিলে আপনি মুক্তিদান করেন, বেদ বেদান্তাদি আপনারই গর্ভে; আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার মুখ হইতে শ্রুতিসকল নিত্য বহির্গত হইতেছে। ১৫-১৬

যাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে চরণাদিযুক্ত ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ, পদক্রম, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এবং আগমাদি নির্গত হইয়া নিখিল জগতের চক্ষু-স্বরূপ হইয়া আনন্দ দান করিতেছে, কালত্রয়, দেবত্রয়, ক্রিয়াত্রয় এবং বিষ্ণু প্রভৃতি যাঁহাতে বর্ত্তমান, সেই পিতামহকে প্রণাম করি। ইন্দ্র, চন্দ্র, হরি, যক্ষ, রক্ষ, বায়ু প্রভৃতি যাঁহার স্তব করে এবং যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তকারক, তাঁহার পদে প্রণাম করি। রুরুর এতাদৃশ স্তবে

এবন্তু ভগবাংস্তেন কস্মিংস্তিষ্ঠামি সত্তম।
অথাহান্তরপাতালে ভক্ষণাদ্‌বিনিবেশিতঃ ॥ ২২
স চ দেব্যা মুখালোক-হৃষ্টঃ কিঞ্চিন্নিরীক্ষতে।
শম্ভুনা চ তথা উক্ত ইয়মেনং বধিষ্যতি ॥ ২৩
তথা চোক্তে পুনঃ শঙ্কা উজ্‌ঝিতা সুরসত্তম।
স চ আরান্তরং গত্বা পাতালঞ্চ স্তুদানরঃ ॥ ২৪
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
সর্ব্বর্ত্তুকগুণোপেতং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ২৫
তত্রস্থস্য ততস্তস্য কালনেমীসুতাদয়ঃ।
আগত্য প্রীতিভাবস্তু ভুবনম্ ইষ্টদর্শনে ॥ ২৬
হাটকেশ্বরদেবস্য সদাপূজা নিবর্ত্তিতা।
তদা তেন প্রতিজ্ঞাতং মম সাহায্যতাং ভবান্ ॥ ২৭
তথা কালেন মহতা প্রীত্যা দৈত্যা বশং গতাঃ।
তে সর্ব্বে কন্যকা দদ্যুঃ কুলজোঽয়ং মহাবলঃ ॥ ২৮
তথা বলসুসম্পন্নো জিত্বা পৃথ্বীং সকাননম্।
সদ্বীপাং সবলোপেতাং সর্ব্বশৈলসরোপগাম্ ॥ ২৯
দেবানাং বিগ্রহং চক্রু-স্তেন তে বিজিতাভবন্।
ব্রহ্মণা বরদানেন দেব্যা ভাবসমুদ্ভবান্ ॥ ৩০
ন জেতুং শক্যতে দেবৈ র্ব্রহ্মাদ্যৈস্তু পুরন্দরৈঃ।
তথা স বলবান্ মত্তঃ শক্র দেবাংস্তু মামপি ॥ ৩১

সন্তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মা বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—তুমি বর প্রার্থনা কর। হে অসুরাধিপতে! তুমি সপ্তলোকের অধীশ্বর হইয়া, অজর ও অক্ষয় হইবে। ১৭-২১

অনন্তর রুরু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল,— ভগবন্! আমার স্থান কোথায় হইবে? অনন্তর ব্রহ্মা পাতালপুরে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ২২

দৈত্যপতি বরপ্রাপ্তে হৃষ্ট হইয়া দেবীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। ইত্যবসরে যখন শম্ভুও বলিলেন যে, দেবীই ইহাকে বধ করিবেন, তখন আমাদের শঙ্কা বিনষ্ট হইল। অনন্তর রুরু পাতালপুরে গমন করিল। ২৩-২৪

ঐ স্থান সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বরত্নবিভূষিত এবং তথায় সর্ব্ব ঋতু বিরাজিত। তথায় প্রার্থনীয় কোন বস্তুরই অভাব নাই। ২৫

রুরু তথায় এইরূপে বাস করিলে, কালনেমিপুত্রগণ হাটকেশ্বরের নিত্য-পূজার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা রুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তদীয় প্রণয়ালাপে বশীভূত হইয়া সকলে তাহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ২৬-২৭

এইরূপে কিছুকাল মধ্যে সকল দৈত্যগণ তাহার বশীভূত হইল। সকলে তাহাকে মহাবল ও কুলীন বলিয়া আপনাদের কন্যা প্রদান করিয়াছিল। ২৮

ক্রমে বহুতর বল-সম্পন্ন হইয়া, দৈত্যপতি সসাগরা পৃথিবী জয় করিল। সমুদয় দ্বীপ, সমুদয় শৈলাদি জয় করিয়া অবশেষে দেবগণের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ তাহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। ব্রহ্মার বরে এবং দেবীর

প্রজয়ের্ব্বাসরো ব্রহ্মা যত্রাহং সুরসত্তম।
ত্রিকূটশৈলরাজেন্দ্রে বয়ং সত্ত্বসমাধিগাঃ॥ ৩২
তিষ্ঠামঃ স্তূয়তে ব্রহ্মা শক্রচন্দ্রাদিভিস্তথা।

দেবা উচুঃ—

নমঃ পঙ্কজনেত্রায় বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ।
নমো দেবাতিদেবায় দেবতাসহনে নমঃ॥ ৩৩
নমস্ত্বাশ্রমধর্ম্মায় বিঘ্নহন্ত্রায় বৈ নমঃ।
নমঃ সর্ব্বসমর্থায় সর্ব্বধর্ম্মরতায় চ॥ ৩৪
দেবদানবযক্ষাণাং ত্বং রক্ষাপালকঃ প্রভো।
আস্মাকং ত্বং গতির্দেব রুরুণা ত্রাসিতা বয়ম্॥ ৩৫
ততো নস্ত্বং ভবান্ হ্যেকো মজ্জমানান্ মহোদধৌ।
রুরুসাগরঘোরেঽস্মিন্ দৈত্যগ্রাহে মহাজলে॥ ৩৬
ইষুচক্রাসিমকরে ত্বং পোতো ভব অচ্যুত।
এবং যাবৎ সমস্তানামভয়েদং সমুদ্যতঃ।
তাবৎ স দনুরাজেন্দ্র স্তত্রৈব সহসাগতঃ॥ ৩৭
তথা স যুধ্যমানস্তু ময়া চ সহ বাসব।
সর্ব্বদেবৈঃ সমারব্ধো যোধিতুং দনুপুঙ্গবঃ॥ ৩৮
তথা তে বলসম্পন্না অসুরা বলদর্পিতাঃ।
হতাশ্চক্রাসিসারঙ্গৈ র্নিপতন্তি মহোদধৌ॥ ৩৯

অনুগ্রহে ঐ দৈত্য ব্রহ্মা পুরন্দরাদি সকলেরই অজেয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া সেই দৈত্য আমাকেও জয় করিবার অভিলাষে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ২৯—৩১

এই সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রভৃতি দেবগণ মিলিত হইয়া ত্রিকূট-পর্ব্বতে (যে স্থানে আমি সমাধিস্থ হইয়াছিলাম) তথায় উপস্থিত হইল। ৩২

অনন্তর সকলে এইরূপে আমার স্তব করিতে আরম্ভ করিল।

দেবগণ বলিল,—হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! আপনি পঙ্কনেত্র, দেবাদিদেব এবং দেবগণের পূজ্য, আপনাকে প্রণাম করি। ৩৩

আপনি আশ্রমধর্ম্মের বিঘ্নহন্তা, সর্ব্ব-সমর্থ এবং সর্ব্বধর্ম্মরত আপনাকে প্রণাম করি। ৩৪

প্রভো! আপনি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সকলেরই পালনকর্ত্তা। আমরা রুরু-ভয়ে ভীত হইয়াছি, আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। ৩৫

আমরা মহাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আমাদের পক্ষে রুরু দৈত্য মহাসমুদ্র হইয়াছে, অন্যান্য দৈত্যগণ তাহার নক্রস্বরূপ এবং বাণ, চক্র এবং অসি প্রভৃতি মকরস্বরূপ হইয়াছে; এক্ষণে আপনি পোতস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বাসব! দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া যখন আমি অভয় দান করিতে উদ্যত হইলাম, সেই সময়ে সেই দৈত্য হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ সকলেই আমার সাহায্যার্থ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ৩৬-৩৮

আমি চক্র অসি এবং শার্ঙ্গ দ্বারা বলদর্পিত অসুরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম। ৩৯

তথান্যে ভিদ্যমানাস্তু গতাঃ পারং তথা পরে।
প্রবিষ্টাশ্চৈব পাতালং কেচিন্নষ্টা রসাতলম্ ॥ ৪০
এবং তৎ দানবং সৈন্যং মম চক্রাহতং মহৎ।
দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিঃ শক্র মহামায়াং প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৪১
তেন তে দৈত্যমরুতা বসুবাসবচন্দ্রমাঃ।
যমনৈঋর্তিধর্ম্মাদ্যাঃ ক্ষণমাত্রেণ নির্জ্জিতাঃ ॥ ৪২
তথা ব্রহ্মা সশক্রশ্চ বৃহস্পতির্মহামতিঃ।
বয়ঞ্চ সহসা যাতা যত্র দেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪৩
স চ দেব্যা সহশক্র একোঽনেকোঽভবন্মুদা।
চিত্তং ন লক্ষ্যতে তস্য ন চ ভাবো ন কারণম্ ॥ ৪৪
স এব শক্তিরূপত্বাৎ স চ ব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
স চ মাং শক্র ভাবেন কারণেন ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৫
এবংবিধং তদা জ্ঞাত্বা শিবশক্তিময়ং জগৎ।
ময়া চ সহ ব্রহ্মেণ স্তোতুমারব্ধ তদ্বিধম্ ॥ ৪৬

ব্রহ্মকেশবাবূচতুঃ—

নমস্তে ভগবন্ দেব দিগ্বাসঃকৃত্তিবাসসে।
তমহং সংপ্রবক্ষ্যামি সা তু সর্ব্বসুখপ্রদা ॥ ৪৭
জয় ত্বং সর্ব্বমঙ্গল্যে সর্ব্বকারণকারণে।
শ্মশানবাসি দেবেশ নিরাবাস নমোঽস্তু তে ॥ ৪৮

তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ সমুদ্রে পতিত হইল, কেহ সমুদ্রপারে গমন করিল, কেহ পাতালে এবং কেহ বা রসাতলে প্রবেশ করিল। ৪০

দৈত্যপতি রুরু যখন দেখিল যে মদীয় চক্রে তাহার সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন সে মহামায়া বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪১

এইবার তাহার যুদ্ধে বসু, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, নিঋর্তি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হইল। ৪২

অনন্তর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আমরা সকলে দেব ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইলাম। ৪৩

আমাদিগকে দেখিয়া তিনি দেবীর সহিত হঠাৎ অনেক রূপ ধারণ করিলেন। আমরা তাঁহার চিত্তের ভাব এবং এরূপ করিবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ৪৪

অনন্তর বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বশক্তিময়, ভিন্ন ভিন্ন কারণ-গুণে তিনিই ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন। ৪৫

এইরূপ সর্ব্বজগৎ শিবশক্তিময় ভাবিয়া আমি ও ব্রহ্মা, উভয়ে এইরূপে স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। ৪৬

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, উভয়ে মহেশ্বর ও দেবীর পর্য্যায়ক্রমে স্তব করিতে লাগিলেন।

প্রণমি তোমার পদে দেব-দেব ভগবান্। নমো নম কৃত্তিবাস নম হে দিগ্বসন। জগতে করেন যিনি সর্ব্বসুখ বিতরণ। ৪৭

জয় সর্ব্বমঙ্গলার, যিনি ব্রহ্মাণ্ডকারণ। নিরাবাস তুমি দেব। শ্মশান তব ভবন। ৪৮

কপালহস্তমীশানং কপালকৃতভূষণাম্।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্যাধি (১) সর্ব্বেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
জয়ে ভুবনকর্ত্তারি ত্বং সর্ব্বভুবনাধিপে ॥ ৪৯
কপালমালিনং দেবং মহাকালং নমোঽস্তু তে।
চন্দ্রমূর্দ্ধ্নিকৃতং নিত্যং চর্ম্মবাসঃ সদাপ্রিয়ম্ ॥ ৫০
ভূতভব্যভবৎ সৌম্যে ভুবনেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
ত্বং হি যোগাত্মিকে যোগে সর্ব্বযোগপ্রদায়িকে।
গজচর্ম্মধরং দেবং চণ্ডরাবে নমোঽস্তু তে ॥ ৫১
ত্রিশূলপাণিনং নিত্যং ত্রিনেত্রং ত্রিদশেশ্বরম্।
দিব্যযোগোদ্ভবে দিব্যে যোগেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৫২
ত্বং হি রৌদ্রী মহারৌদ্রী নিত্যং রৌদ্রপরাক্রমা।
ত্রিমূর্ত্তিশ্চ পরং দেবং ত্রিপুরান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বগতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বতোমুখম্।
ত্বঞ্চ রুদ্রাত্মিকে দেবি রুদ্রেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪
জয় দেবি সুরশ্রেষ্ঠ ত্বং সর্ব্বসুরপূজিতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং সর্ব্বব্যাপিন্ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৫
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
সুরাণামধিপে দেবি সুরেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৫৬
জয় বিদ্যাত্মিকে বিদ্যে বিদ্যাভরণভূষিতে।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেব-স্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫৭
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগেন ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদত্তারি বিদ্যেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৫৮

করেতে কপাল তব, কপাল তব ভূষণ। সকলের প্রাণরূপা তুমি দেবি। সর্ব্বেশ্বরী। ভুবন-সৃষ্টিকারিণি। তুমি গো ভুবনেশ্বরী।৪৯

কপাল তোমার মালা, তুমি দেব মহাকাল। চর্ম্মবাস তব প্রিয় নমো নম শশিভাল। ৫০

ভূত-ভব্য বর্ত্তমানে তুমি গো সৌম্যরূপিণী। যোগরূপা যোগাত্মিকা সর্ব্বযোগপ্রদায়িনী। নমো নমশ্চণ্ডরাব! তুমি গজচর্ম্মধর। ৫১

নম হে ত্রিশূলপাণি! ত্রিনেত্র-ত্রিদশেশ্বর। দিব্য যোগোদ্ভবা তুমি যোগেশ্বরি! নমো নম। ৫২

তুমি রৌদ্রী মহারৌদ্রী, তব রৌদ্র পরাক্রম। ত্রিমূর্ত্তি মহাত্মা তুমি ত্রিপুরবিনাশকর। ৫৩

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বগত সর্ব্বেশ্বর। তুমি দেবি! রুদ্রাত্মিকা, রুদ্রেশ্বরী তব নাম। ৫৪

সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠা তুমি, সকলে করে প্রণাম। সর্ব্বত্র সংস্থিত শান্ত সর্ব্বব্যাপি! সর্ব্বময়! তুমি সর্ব্ব, তব সর্ব্ব, তোমাতেই সর্ব্ব হয়। জয় দেবী সুরেশ্বরী! সুরাসুর-নমস্কৃতে। ৫৫-৫৬

জয় বিদ্যা বিদ্যাত্মিকা, বিদ্যাভরণে ভূষিতে। স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে তব চরাচর:

১। প্রাণভাবি ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিদশৈস্ত্বং স্তুতা দিব্যে ত্বং ত্রিলোচনবাসিনী।
অনাদিমাদিমং রুদ্রং ব্যক্তাতীতং নমো নমঃ ॥ ৫৯
অনন্তং শাশ্বতং বিশ্বং ধ্রুবং নিত্যমুমাপতিম্।
ত্রিশূলপাণিস্ত্বং দেবি গণাধ্যক্ষে নমোঽস্তু তে ॥ ৬০
শ্রীকণ্ঠং শ্রীধরং শ্রীশং নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে।
বিদ্যাময়ী তনুর্যস্য বিদ্যাতীতঞ্চ যং স্থিতম্।
গণানাং নায়িকা ত্বং হি গণেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৬১
ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্য্যে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে।
সকলো নিষ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোঽস্তু তে ॥ ৬২
যোগাধিপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ।
রমসে দেবি দুর্গেষু দুর্গেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩
ত্বং চণ্ডা ত্বং প্রচণ্ডা চ ত্বং ব্রহ্মাণ্ডবিদারিণী।
মহাযোগধরং নিত্যং যোগেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ৬৪
ওমিত্যেকাক্ষরে ব্রহ্ম প্রখ্যাতং ভুবনত্রয়ে।
চণ্ডরূপা মহাবিদ্যা চণ্ডেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৬৫
ত্বং দেবি উগ্রসঞ্চারী ত্বমুগ্রব্রতচারিণী।
তস্যার্দ্ধাঙ্গং শিবো নিত্যং সদাশিব নমোঽস্তু তে ॥ ৬৬
অর্দ্ধমাত্রা পরা যা তু তস্যার্দ্ধস্য পরাপরম্।
ত্বমুগ্রশূলহস্তা চ উগ্রেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৬৭

ব্যাপ্ত: হয়। নমো নম সর্ব্বাত্মন্! তুমি দেব। সর্ব্বময়। জয় দেবি! বিদ্যেশ্বরি! সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনী। ৫৭-৫৮

ত্রিদশবন্দিতা দিব্যা ত্রিলোচনাঙ্কবাসিনি। অনাদি আদিম রুদ্র, তব রূপ ব্যক্তাতীত। ৫৯

ধ্রুব নিত্য উমাপতি অনন্ত বিশ্বে শাশ্বত। ত্রিশূলধারিণী দেবি গণাধ্যক্ষে নমো নম। ৬০

শ্রীকণ্ঠ শ্রীধর শ্রীশ নীলকণ্ঠ। নমো নম। তব তনু বিদ্যাময়ী, তুমি সর্ব্ববিদ্যাতীত। জয় জয় কৃপাময় তুমি সর্ব্বভূতস্থিত। সকল গণনায়িকা গণেশ্বরি নমো নম। ৬১

তুমি দুর্গা মহাবীর্য্যা, দুর্গে তব পরাক্রম। সকল নিষ্কল তুমি, তুমি সর্ব্বকলাতীত। ৬২

যোগেশ, যোগসম্ভব, যোগগম্য, যোগস্থিত। তুমি দেবি! দুর্গেশ্বরী সকল-দুর্গচারিণী। ৬৩

তুমি গো প্রচণ্ডা, চণ্ডা, তুমি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী। নমো নম যোগেশ্বর! নিত্যমহাযোগধর। ৬৪

ভুবনত্রয়বিখ্যাত ব্রহ্ম তুমি একাক্ষর। চণ্ডরূপা মহাবিদ্যা, তুমি দেবি! চণ্ডেশ্বরি। ৬৫

তুমি উগ্রসঞ্চারণী, তুমি উগ্রব্রতচরী। জয় জয় সদাশিব! ৬৬

তুমি অর্দ্ধতনুধর। অর্দ্ধমাত্রাপরা দেবী, তব অর্দ্ধ পরাৎপর। নমো নম উগ্রেশ্বরি। তুমি উগ্রশূলহস্তা। ৬৭

ত্বং হি ক্রোধাত্মিকে দেবি ক্রোধভাবেন সংস্থিতা।
পরাৎ পরতরং শান্তং শান্ত্যতীত নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮
অকারোকারমূর্দ্ধশ্চ মকারো বিন্দুরেব চ।
দানবানাং বধার্থায় ক্রোধেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৬৯
ত্বং হি নারায়ণী দেবী কৌমারী ব্রহ্মচারিণী।
নির্ব্বাণং পরমাতীতং নিত্যাতীত নমোঽস্তু তে ॥ ৭০
চিত্তবেত্তা তথা চিত্তং বেদ্যো নিশ্চিত্যকস্তথা ॥ ৭১
ত্বং জয়া বিজয়া নিত্যা অজিতা চাপরাজিতা।
অসচ্চিত্তং সচিত্তঞ্চ চিত্তাতীত নমোঽস্তু তে ॥ ৭২
বালার্কশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ত্বং সিদ্ধিঃ সাধকানাস্তু সিদ্ধেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৭৩
ত্বং দ্যুতির্দীপ্তিঃ কান্তিশ্চ কীর্ত্তিঃ শ্রদ্ধা ত্বমেব চ।
অনৌপম্যমভাসঞ্চ শিবঃ শান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৭৪
অনন্তং শাশ্বতং বিশ্বং দেহস্থং দেহবর্জ্জিতম্।
মেধা সরস্বতী ত্বং হি ত্বং শ্রীর্দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৭৫
ত্বং হি বৃষ্টিঃ স্বয়ং দেবি ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতেষু ব্যোমস্থস্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৭৬
অগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈর্বাপি সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতম্।
ত্বং বণিক্ কৃষিকর্ম্মাণি ত্বং সীতা চ নমোঽস্তু তে ॥ ৭৭

ক্রোধাত্মিকা তুমি দেবি! ক্রোধভাবে অবস্থিতা। তুমি সর্ব্বপরাৎপর, তুমি শান্ত শান্তাতীত। ৬৮

তুমি একাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। নমো নম ক্রোধেশ্বরি! দানববধকারিণী। ৬৯

তুমি নারায়ণী দেবী, কৌমারী ব্রহ্মচারিণী। নির্ব্বাণ পরমাতীত, তুমি দেব নিত্যাতীত। ৭০

চিত্তরূপ তুমি বেদ্য চিত্তহীন চিত্তগত। ৭১

জয় জয় দেবি! তুমি সর্ব্বমন্ত্রপদস্তুতা। তুমি গো বিজয়া জয়া অজিতা অপরাজিতা। সদসচ্চিত্ত তুমি, তবু সর্ব্বচিত্তাতীত। বালার্কের শত ভাগ, শতধা পরিকল্পিত। ৭২

তুমি সিদ্ধি সাধকের, তুমি সিদ্ধিপ্রদায়িনী। তুমি দ্যুতি দীপ্তি কান্তি, কীর্ত্তি শ্রদ্ধাবিধায়িনী। ৭৩

অনুপম তুমি শিব, শান্তরূপ সুভাষিত ॥ অনন্ত শাশ্বত বিশ্ব দেহস্থ দেহবর্জ্জিত। ৭৪

তুমি মেধা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি দেবী সরস্বতী। তুমি বৃষ্টি, তুমি সৃষ্টি, তুমি দেবি! প্রজাপতি। ৭৫

তুমি হে ব্যোমবিহারী, সর্ব্বভূত-হৃদি-স্থিত। ইন্দ্রিয়ের অগোচর,, সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিত। ৭৬

তোমাতে কৃষি বাণিজ্য, তুমি সীতা, ক্ষেত্র পরে। ৭৭

ধরণীধারণী ত্বঞ্চ ত্বং বেলা সাগরেষু চ।
স্বতেজোগূঢ়মাত্মানং গুহাবাস নমোঽস্তু তে ॥ ৭৮
গূঢ়াতীতঞ্চ গূঢ়াত্মা গূঢ়ানাং গূঢ়গোচরম্।
ত্বং দিশো বিদিশশ্চৈব ত্বং সন্ধ্যা চ নমোঽস্তু তে ॥ ৭৯
ত্বং মাতৃকা চ দেবেশি স্বরবর্ণবিভূষিত।
গুহাবাসপ্রদা নিত্যং পূজার্থার্থ[১] নমোঽস্তু তে ॥ ৮০
মহাত্মানং মহাদেবং মহামায়া-পরাপরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু বেদেষু গীয়সে ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ৮১
ত্বং গায়ত্রী সদা দেবী বেদমাতা স্বয়ম্ভুবা।
মহাজ্ঞানপরা নিত্যং জ্ঞানগম্য নমোঽস্তু তে ॥ ৮২
ঈশানমীশ্বরং ব্রহ্ম সদাশিবশিবং তথা।
দেবর্ষিপিতৃভির্নিত্যং স্তূয়সে ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ৮৩
পদ্মাসনা চতুর্বক্ত্রা অক্ষপাণিশ্চতুর্ভুজা।
পাঞ্চালং পরতো নিত্যং নিরালম্ব নমোঽস্তু তে ॥ ৮৪
সদ্যো বাম অঘোরশ্চ তৎপুরুষেশানমেব চ।
হংসযানসমারূঢ়া ত্বং ব্রহ্মাণী নমোঽস্তু তে ॥ ৮৫
ত্রিনেত্রা শূলহস্তা চ জটামুকুটধারিণী।
পঞ্চব্রহ্মকলাতীত ষষ্ঠব্রহ্ম নমোঽস্তু তে ॥ ৮৬
কালঃ কালাগ্নিরুদ্রশ্চ আদিত্যাদয়মেব চ।
বৃষস্কন্ধসমারূঢ়া ত্বং রুদ্রাণী নমোঽস্তু তে ॥ ৮৭

ধরণীধারিণী তুমি, তুমি গো বেলা সাগরে। ৭৮

তব তেজ গূঢ় অতি, গূঢ় আত্মা গুহাচর। গূঢ়াতীত তুমি দেব। গূঢ়জনের গোচর। ৭৯

দিক্ বিদিক্ তুমি দেবী! তুমি সন্ধ্যা নমস্কৃতা। দেবেশী মাতৃকা তুমি, স্বরবর্ণ-বিভূষিতা। ৮০

গূঢ়াত্মন্! মহাদেব! গুহা তব নিত্যস্থান। সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ববেদে মায়াতীত তব গান। ৮১

তুমি গো গায়ত্রীরূপা, স্বয়ম্ভুবা বেদমাতা। জ্ঞানমাত্রগম্যা তুমি। নিত্য মহাজ্ঞানরতা। ৮২

ঈশান ঈশ্বর ব্রহ্ম, তুমি শিব সদাশিব। ঋষি, দেব, পিতৃগণ নিত্য করে তব স্তব। ৮৩

জয় জয় চতুর্ভুজে তুমি দেবি! পদ্মাসনা। অক্ষমালা করে তব, তুমি গো চতুরাননা। তুমি পঞ্চভূতাতীত, নাহি তব অবস্থান। ৮৪

তুমি হে অঘোর, সদ্য, বাম, পুরুষ, ঈশান। হংসাসন-সমারূঢ়া, তুমি গো দেবি! ব্রহ্মাণী। ৮৫

ত্রিনেত্রা ত্রিশূলহস্তা জটামুকুটধারিণী। পঞ্চ-ব্রহ্ম কলাতীত, তুমি ষষ্ঠ ব্রহ্মময়। ৮৬

হে কাল! কালাগ্নি-রুদ্র! তোমাতেই গ্রহচয়। বৃষস্কন্ধ-সমারূঢ়া, তুমি গো দেবি! রুদ্রাণী। ৮৭

১। গূঢ়াত্মার্দ্ধম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ত্রিজটা বালরূপা চ শক্তিহস্তারুণাম্বরা।
পঞ্চধাবস্থিতো নিত্যং পঞ্চাবরণং নমোঽস্তু তে॥ ৮৮
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
ময়ূরমাসনারূঢ়া ত্বং কৌমারী নমোঽস্তু তে॥ ৮৯
শঙ্খচক্রগদাহস্তা পীতাম্বরবিভূষিতা।
নির্ব্বাণং পরমাতীতং নিরঞ্জন নমোঽস্তু তে॥ ৯০
ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্তং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতম্।
ত্বং গরুড়াসনা দেবী বৈষ্ণবী ত্বং নমোঽস্তু তে॥ ৯১
রক্তনেত্রেষু দংষ্ট্রে চ কালরূপে ভয়ঙ্করে।
কলা কলঙ্করহিতং নিষ্কলঙ্ক[1] নমোঽস্তু তে॥ ৯২
আকৃতিং নৈব জানামি গতিমুৎপত্তিমেব চ।
মেঘবর্ণে মহাঘোরে ত্বং বারাহি নমোঽস্তু তে॥ ৯৩
বজ্রপাণি সহস্রাক্ষে ছত্রধ্বজমনোরমে।
স্বয়ম্ভূতমহাত্মানং মহাদেব নমোঽস্তু তে॥ ৯৪
ভাবৈর্ব্বন্ধয়সে বিশ্বং ভাবৈর্মোক্ষয়সে পুনঃ।
ঐরাবতসমারূঢ়ে ত্বমিন্দ্রাণি নমোঽস্তু তে॥ ৯৫
ত্বং নির্ম্মাংসে মহাদেহে মাংসৌদনবলিপ্রিয়ে।
স্বভাবভাবমাত্মানং ভবোদ্ভব নমোঽস্তু তে॥ ৯৬
যোঽভবঃ সম্ভবশ্চৈব ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।
কপালখট্বাঙ্গকরে ত্বং চামুণ্ডে নমোঽস্তু তে॥ ৯৭

শক্তি-হস্তারুণাম্বরা ত্রিজটা বালরূপিণী। পঞ্চ আবরণে দেব! তুমি নিত্য আচ্ছাদিত। ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুদ্ ব্যোম এই পঞ্চভূত-স্থিত। ৮৮

কৌমারী রূপধারিণী, তুমি গো ময়ূরাসনা। ৮৯

শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্তা পীতাম্বরবিভূষণা॥ নিরঞ্জন তুমি দেব। নির্ব্বাণ পরমাতীত। ৯০

ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্ত, স্বর-ব্যঞ্জন-বর্জ্জিত। গরুড় আসনে দেবি! তুমি গো বৈষ্ণবীরূপা। রক্তনেত্রা, রক্তদংষ্ট্রা, ভয়ঙ্করী কালরূপা। ৯১

জয় জয় নিষ্কলঙ্ক। কলাকলঙ্ক-রহিত। তোমার আকৃতি গতি উৎপত্তি নহে বিদিত। ৯২

মেঘবর্ণা; মহাঘোরা, তুমি বরাহরূপিণী। ছত্রধ্বজ-মনোরমা, সহস্রাক্ষা, বজ্রপাণি। ৯৩

স্বয়ম্ভূত! মহাত্মন্! মহাদেব! জয় জয়। জগতের বন্ধ; মোক্ষ; তোমাতেই হয় লয়। ৯৪

ঐরাবতসমারূঢ়া, তুমি গো বাসবপ্রিয়া। তুমি গো নির্ম্মাংসা, মহাদেহা, মাংসবলিপ্রিয়া। ৯৫

স্বভাবস্বরূপ আত্মা, তুমি ভাব ভবোদ্ভাব। ভয়াভয়-দানকর্ত্তা তুমি হে ভবসম্ভব। ৯৬

কপাল-খট্বাঙ্গধরা তুমি চামুণ্ডারূপিণী। ৯৭

১। নিষ্কলঙ্কে ত্বং বা পাঠঃ।

ত্বমেকা সপ্তধা দেবি বহুধা চ বিরাজসে।
ভাবায় প্রণিধানেন যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে ॥ ৯৮
স্তবোঽয়ং তব দেবেশি সশিবায়া মহাত্মনে।
তোষণীয়া চ ত্বং দেবি সর্ব্বাসুরনিবর্হণে ॥ ৯৯
ঘণ্টানিনাদশব্দেন ছত্রধ্বজসমাকুলে।
শার্দ্দূলেন চ যানেন শোভসে ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ১০০
ক্রমসি ত্বং ক্ষণার্দ্ধেন ভুবনানি মহাবলে।
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ নমোঽস্তু তে ১০১
ত্বমেকাবস্থিতা দেবি অকারাদিবিসর্গতঃ।
ত্বং স্থিতা সর্ব্ববর্ণেষু পৃথক্‌রূপে নমোঽস্তু তে ॥ ১০২
ত্বং বাখাদ্যা স্বয়ং দেবি শক্তিব্যূহে ব্যবস্থিতাঃ।
বিভুরাদ্যা তথৈব ত্বং মহাদেবি নমোঽস্তু তে ॥ ১০৩
ত্বং রাত্রিস্ত্বং দিনং দেবি ঋতবো বৎসরাণি চ।
নিমেষশ্চ মুহূর্ত্তশ্চ ত্বং সংক্রান্তির্নমোঽস্তু তে ॥ ১০৪
ত্বং কালী কালরাত্রী চ কৃতান্তী চ সদারুণা।
ত্বং ভীষণী মহারৌদ্রী মহাকালী নমোঽস্তু তে ॥ ১০৫
দক্ষযজ্ঞবিঘাতী ত্বং যম শীর্ষনিকৃন্তনী।
ত্বং দেবি বীরমাতা চ ভদ্রকালী নমোঽস্তু তে ॥ ১০৬
ত্বমেব দেবি আকাশে ত্বঞ্চ পাতালগোচরে।
ত্বং স্বর্গে চাপবর্গে চ মুক্তিদা ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ১০৭

একরূপা সপ্তরূপা বহুরূপা বিরাজিনী। হে ভব! নাহিক শক্তি তব গুণ বর্ণিবারে। যেরূপ সেরূপ তুমি, প্রণমি ভকতিভরে। ৯৮

দেবেশ্বরি! শিবসহ তোমারে করিনু স্তব। তুষ্ট হয়ে নাশ দেবি! দুরন্ত অসুর সব। ৯৯

তব ঘোর ঘণ্টানাদ, ছত্রধ্বজ সুপ্রকাশ। কিবা অপরূপ শোভা, পর যবে ব্যাঘ্রবাস। ১০০

মর্ত্ত্যলোক ভুবর্লোক স্বর্গ এই ত্রিভুবন। মহাবলা দেবি! তুমি তিলেকে কর ভ্রমণ। ১০১

অকারাদি বিসর্গান্ত, তুমি সর্ব্ববর্ণগতা। তুমি দেবি! আদ্যাশক্তি, শক্তিব্যূহ-ব্যয়স্থিতা। ১০২

জয় জয় মহাদেবি! তুমি আদ্যা, তুমি বিভু। ১০৩

তুমি দিবা, তুমি রাত্রি, তুমি গো বৎসর ঋতু। নিমেষ মুহূর্ত্ত তুমি, তুমি গো সংক্রান্তিগণ। ১০৪

তুমি কালী, কালরাত্রি, কৃতান্তী, শুভদারুণ। মহারৌদ্রী মহাকালী, তুমি গো দেবি! ভীষণী। ১০৫

দক্ষযজ্ঞবিনাশনী, যমশীর্ষনিকৃন্তনী। জয় জয় ভদ্রকালী, সকল বীরের মাতা। ১০৬

আকাশচারিণী তুমি, কভু বা পাতালস্থিতা। তুমি দুর্গা অপবর্গা, তুমি মুক্তিপ্রদায়িনী। ১০৭

ত্বং হি সর্ব্বাত্মিকা দেবি সর্ব্বমূর্ত্তিষু সংস্থিতা।
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগেন যোগিনী ত্বং নমোঽস্তু তে॥ ১০৮
যং যং পশ্যাম্যহং দেবি স্থাবরে জঙ্গমেষু চ।
তং তং ব্যাপ্তং ত্বয়া সর্ব্বং কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ১০৯
ত্বঞ্চ শক্তিক্রিয়া দেবি নাদবিন্দুকলাত্মিকা।
ত্বং শিবা[1] পরভাগেন জ্ঞানশক্তির্নমোঽস্তু তে॥ ১১০
ত্বয়া দেবি প্রসন্নায়া শিবঃ প্রত্যক্ষতো মম।
তথা ত্বং রুরুবধায় প্রসাদং কুরু শঙ্করি॥ ১১১
বাসবব্রহ্মসূর্য্যাণাং হ্রিয়মাণে ত্রিপিষ্টপে।
দৈত্যৌঘমজ্জমানানাং ত্বং পোতা ভব শূলিনী॥ ১১২
এবং স্তুত্বা পুরা শম্ভুং দেবীং তস্য তনৌ স্থিতাম্।
তুতোষ তাবুভৌ শক্র সহব্রাহ্মণসম্ভবঃ॥ ১১৩
বরং যথেষ্টচিত্তেন দত্তবান্ শঙ্করঃ শিবঃ।
ইত্যেবং দেবদেব্যায়া ব্রহ্মাদ্যৈঃ পঠিতং স্তবম্॥ ১১৪
যথেষ্টফলকামানাং পূরকং শ্রদ্ধয়ান্বিতম্।
চিন্তিতং পঠিতাধীতং শ্রুতং লেখকৃতঞ্চ বা।
দদাতি সর্ব্বকামাণি বাঙ্মনঃকায়বুদ্ধিজম্॥ ১১৫
আর্ত্তানাং ভবভীতানাং শত্রুভিরাবৃতানপি।
করোতি পরমাং রক্ষাং বনসরিন্নগেষু চ॥ ১১৬
ব্যাঘ্রসিংহবরাহেষু তস্করেষ্বটবীষু চ।
স্মরণাদেব স্তোত্রস্য স্রংসতে মহদাপদা॥ ১১৭

তুমি সর্ব্বাত্মিকা দেবি! সকল মূর্ত্তিধারিণী। স্থূল, সূক্ষ্ম মূর্ত্তি তব, তুমি গো দেবি! যোগিনী। ১০৮

স্থাবর জঙ্গমে তুমি ব্যাপ্ত আছ কাত্যায়নী। ১০৯

তুমি শান্তি, তুমি ক্রিয়া, তুমি নাদবিন্দুকলা। তুমি শিবা পরাৎপরা, তুমি সর্ব্বজ্ঞানমূলা। ১১০

হে দেবি প্রসন্না হও, কৃপা দৃষ্টি কর দান। এই যে প্রসাদ মাগি হর রুরু-দৈত্যপ্রাণ। ১১১

ইন্দ্র ব্রহ্মা সূর্য্য আদি, যতেক দেবতা সবে। হারায়েছে অধিকার, দারুণ দানবাহবে। বিপদসলিলে মগ্ন, আজি গো সবে জননি। পোতারূপা হয়ে পার, কর গো শূলধারিণী। ১১২

দেবগণ এইরূপে শম্ভু ও তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবীর স্তব করিলে তাঁহারা উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া যথেপ্সিত বর প্রদান করিলেন। ১১৩

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পঠিত এই স্তব, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে যথেষ্ট ফল লাভ করে। এতভিন্ন চিন্তা, অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং লিখনাদি করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ১১৪-১১৫

যাহারা পীড়িত, সংসারভূত, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, অরণ্য, নদী কিংবা পর্ব্বতাদি স্থানে বিপদাপন্ন। ব্যাঘ্র, সিংহবরাহাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং

১। সাব্বেতি কচিৎ পাঠঃ।

ব্রহ্মহা গুরুঘাতী চ সুরাপঃ পিতৃঘাতকঃ।
পঠনান্মুচ্যতে শক্র অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১১৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধোপায়-দেবদেবীস্তবো
নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

বনমধ্যে ও দস্যুমধ্যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তাহারা এই স্তব একবারমাত্র স্মরণ করিলেই সর্ব্ববিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ১১৬-১১৭

ব্রহ্মঘাতী, গুরুঘাতী, সুরাপায়ী, পিতৃঘাতক ইত্যাদি যত প্রকার পাপী আছে, এই স্তব পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ১১৮

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

ভগবন্ ভবতীখ্যাতি-মরাতি-ক্ষয়জাং কথাম্ ।
সুমনাকৃষ্টিজননীং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
কথং স দৈত্যরাজেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।
অজয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ভবান্যা বধিতো বদ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

শৃণু তে কথয়িষ্যামি দেব্যাঃ কীর্ত্তিং রুরোর্বধম্ ।
যথা পৃষ্টস্ত্বয়া শক্র তথাহং তে নিবোধত ॥ ৩
দত্ত্বা শক্তিং স্বকায়েভ্যো দেবদেবেন বাসব ।
গচ্ছধ্বং সগণাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুব্রহ্মপুরন্দরাঃ ॥ ৪
তদাদেশাদ্ বয়ং সর্ব্বে গতা যত্রাসুরাধিপঃ ।
তথা তেন জিতাস্তস্মাৎ পুনস্তত্রৈব আগতাঃ ॥ ৫
স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ শম্ভুং ঘাতায় আগতাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সহসা শম্ভুর্গণান্ সর্ব্বান্ সমাদিশৎ ।
যোধধ্বং দানবেন্দ্রেণ দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৬
তথা স গণসঙ্ঘেন বেষ্ট্যমানোঽপি বাসব ।
নির্জ্জিত্য সহসা দেবান্ শিবোপরি ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্ ! দেবী কিরূপে অরাতিকুলের বধ সাধন করিয়া দেবগণের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা দেবগণের অজেয় মহাবল-পরাক্রম দৈত্যপতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করুন। ১-২

ভগবান্ বলিলেন,—হে শক্র ! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রুরুবধ-সম্বন্ধিনী দেবীর কীর্ত্তি শ্রবণ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি। ৩

দেবদেব মহাদেব আমাদের সেইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার শরীর হইতে শক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মাদি দেবগণ। তোমরা যথাস্থানে গমন কর। ৪

আমরা তাঁহার আদেশ মত পূর্ব্বে যেখানে দুষ্ট দৈত্যপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলাম, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, কি করিব, পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলাম। ৫

তখন দুষ্ট দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ হইয়া শম্ভুকে বধ করিবার অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মহেশ্বর স্বীয় প্রমথগণকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা দেবগণের হিতার্থ দৈত্যপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৬

অনন্তর প্রমথগণ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু দৈত্যপতি ক্ষণমাত্রে তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া মহেশ্বরের প্রতি পশ্চাতে ধাবিত হইল। ৭

এতস্মিন্নন্তরে দেব রূপং কৃত্বা তু ভৈরবম্ ।
কিল বিধ্বংসয়িষ্যেতি ন চ ভীতঃ প্রহর্ষিতঃ ॥ ৮
ততস্তস্যাহবং ঘোরং সহ দেবেন শম্ভুনা ।
সঞ্জাতং সহদেবানাং দানবানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ৯
কথঞ্চিৎ সুপ্রযত্নেন বীর্য্যবন্তশ্চ বাসব ।
ছিন্নং তস্য তদা কণ্ঠং ধারাসৃগ্‌ভূতলং গতম্ ।
অসংখ্যা রুধিরাস্তত্র নির্গতাঃ কাশ্যপীতলাৎ ।
ভূতাধং ভূতিরুদ্ধন্তঃ কবচিনঃ সোত্তরচ্ছদাঃ ॥ ১০
সুরক্তরাগপট্টৈস্ত আপীড়তোঽপি তাড়িতাঃ ।
বিকাশোদ্যতা নিস্ত্রিংশ-তড়িদ্ধস্তাঃ সখেটকাঃ ॥ ১১
আয়ামিতশিরোৎকম্প-বিষাণকরকার্ম্মুকাঃ ।
প্রভাম্পাতালমাকার-রথাঙ্ঘ্রি করভীষণাঃ ॥ ১২
প্রপীড়িতাগ্রসংবর্ত্ত-ক্ষুভিতাম্বররাগিণঃ ।
প্রদেশিনীসনাসাক্ষি-বর্ত্তিতোষ্ঠদ্বিজা মতাঃ ॥ ১৩
বৈজয়ন্তীধরা রৌদ্রাঃ পরিঘশক্তিপাণয়ঃ ।
জ্বলন্তাগ্নিলতাকার-পট্টিশোদ্যতশক্তিভৃৎ ॥ ১৪
কটঙ্কটকরাঃ কেচিৎ পাশাঙ্কুশকরাস্তথা ।
ভল্লীকর্ণীকচন্দ্রার্দ্ধ-কুঠারকরভাসুরাঃ ॥ ১৫
মুঞ্চন্ত্যস্ত্রমহৌঘানি বল্লন্তো বলদর্পিতাঃ ।
ভয়ব্রীড়োজ্‌ঝিতমনাঃ শৌর্য্যবীর্যবলান্বিতাঃ ॥ ১৬

তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "দুরাত্মন্ ! এখনি তোর বিনাশ সাধন করিতেছি" এই বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। ৮-৯

তাঁহাদের যুদ্ধ দেখিয়া দেবাসুর সকলেরই ভয় হইতে লাগিল। উভয়ের গাত্র হইতে রক্তধারা নির্গত হইয়া ক্ষিতিতল প্লাবিত করিতে লাগিল। মহাদেবের শরীর হইতে রক্তধারা ভূমিতলে পড়িবামাত্র অসংখ্য ভূতগণ উদ্ভূত হইয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। তাহাদের অঙ্গে কবচ, উত্তরীয়, এবং পরিধান রক্তবস্ত্র। ১০

শিখাদেশে মাল্য এবং সকলেরই হস্তে নিস্ত্রংশ বিদ্যুতের ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কাহারও হস্তে খেটক, কাহারও হস্তে শৃঙ্গধনু এবং কাহারও হস্তে রথচক্র। সকলে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ১১-১২

তাহাদের দুঃসহ তেজে যেন সূর্য্যদেবও পীড়িত হইতে লাগিলেন। কাহার কাহারও নাসিকা ও চক্ষু অতিশয় দীর্ঘ, কাহারও বা দন্তপংক্তি ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইয়াছে। ১৩

উহারা সকলে কেহ পতাকা, কেহ পরিখ, এইরূপ জলন্ত অগ্নির ন্যায় শক্তি, পট্টিশ, কঙ্কটক, পাশ, অঙ্কুশ, ভল্ল, কর্ণিকা, অর্দ্ধচন্দ্র, কুঠার ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া বলদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা সকলে নির্ভয় এবং শৌর্য্যবীর্য্যাদি সম্পন্ন। ১৪-১৬

কেচিৎ স্যন্দনমারূঢ়া মৃগরাজস্থিতাঃ পরে।
গজবাজিস্থঋক্ষস্থাঃ পদস্থামোঘবীর্য্যয়ঃ ॥ ১৭
লক্ষকোটিবিভাগৈশ্চ বেষ্টিতস্তৈর্মহাবলৈঃ।
ছিদ্যন্তে ভেদমায়ান্তি নিবর্ত্তন্তে শিবায়ুধৈঃ ॥ ১৮
বিশীর্য্যন্তোঽপি বাণৌঘৈঃ সম্মুখং প্রবহন্তি চ।
রক্তমেদেন গৌঃ পূর্ণা তেষাং কায়োদ্ভবেন চ ॥ ১৯
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা ভয়ং জগ্মুঃ সবাসবাঃ।
যদি স্যান্নির্জ্জিতো দেবঃ ক্ষয়ঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্ ॥ ২০
এতস্মিন্নন্তরে শক্র ব্রহ্মা চিন্তয়তে ক্রিয়াঃ।
স্ত্রীরূপধারিণী ভূত্বা সহায়ত্বং মহেশ্বরে ॥ ২১
ক্ষিপ্রং কুর্য্যাঃ স্বকার্য্যেদং এবং বিশ্বেশ্বরে রণে।
তত্রোৎপাদিতবান্ ব্রহ্মা স্বশক্তিং কিরণোজ্জ্বলাম্।
কমণ্ডলুকরাং দেবীং শরাসনকরাং তথা ॥ ২২
একৈকাং কোটিরূপেণ সর্ব্বায়ুধধরাং স্থিতা।
নিঘ্নন্তি ন চ হন্যন্তে পাতয়ন্তি সহস্রশঃ (১) ॥ ২৩
ব্রহ্মরূপধরা কিন্তু ললনাকারবিগ্রহাম্।
হংসস্যন্দনমারূঢ়া স্বকীয়ায়ুধধারিণী ॥ ২৪
তর্জ্জয়ন্তী মহৌজেন দানবানাং ভয়ঙ্করী।
তস্য ঘোরাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা স বিস্ময়ন্ শিবঃ ॥ ২৫

কেহ রথে, কেহ সিংহে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ ভল্লুকে আরোহণ করিয়া, কেহ কেহ বা পদসঞ্চালনে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৭

এইরূপ লক্ষ কোটি মহাবল প্রমথগণ দৈত্যপতিকে বেষ্টন করিল। কিন্তু অসুরদের বাণপাতে তাহাদের অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। ১৮

দৈত্যপতির নিশিত শরাঘাতে প্রমথগণের অঙ্গে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং সেই রক্তধারা ক্রমে পৃথিবী প্লাবিত করিতে লাগিল। ১৯

ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি এই যুদ্ধে মহেশ্বরের পরাজয় হয়, তবে নিশ্চয়ই সমস্ত দেবগণের সর্ব্বনাশ হইবে। ২০

এই সময়ে ব্রহ্মা চিন্তা করিতে করিতে উপায় স্থির করিলেন যে; আমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধে মহেশ্বরের সাহায্য করিব। ২১

এই চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় শক্তি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার সমুজ্জ্বল বর্ণ, এক হস্তে কমণ্ডলু এবং অন্য হস্তে শরাসন। ২২

তিনি একাকিনী হইলেও কোটি কোটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একেবারে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২৩

তিনি ব্রহ্মার ন্যায় রূপ ধারণ করিলেও স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া লক্ষিত হয়। তিনি হংসাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক দানবসৈন্যের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দানবগণের মনে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহার ঈদৃশ ঘোর কর্ম্ম অবলোকন করিয়া মহাদেব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ২৪-২৫

১। তত্রেত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং কেষুচিন্নাস্তি।

কা পুনঃ স্রষ্টুঃ সুস্নেহা সদা তে প্রতিপক্ষজিৎ।
অস্যা শক্তিদ্বিতীয়াহং সৃজামি অপরাজিতাম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধে ব্রহ্মাণ্যুৎপত্তির্নাম
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪

পরে শত্রু-বিনাশের হেতুভূত বিধাতার এই সৃষ্টি বিবেচনা করিয়া ইহাঁর দ্বিতীয়া শক্তি অপরাজিতা স্বয়ং সৃষ্টি করিব বলিয়া মনে করিলেন। ২৬

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

তথায়ুধং সমালক্ষ্য ব্রহ্মাণীং দনুজৈঃ সহ।
শঙ্করেণাপি সা শক্তির্ধ্যাতা উৎপত্তিকারণে ॥ ১
পরস্যাবস্ত সংরভ্য যুধ্যন্তি বিজয়ন্তি চ।
এবং স্মৃত্বা তু স্বাং মূর্ত্তিং স চক্রে ত্রিদেশেশ্বরঃ ॥ ২
ধ্যাত্বা হৃদাম্বুজাবস্থাং শশাঙ্কশত-নির্ম্মলাম্।
পীনস্কন্ধসমারূঢ়াং শূলখট্বাঙ্গধারিণীম্ ॥ ৩
হন (১) গৃহ্ন ছিনত্ত্যেবং রৌদ্রালাপাং নুতাসুরাম্।
তাং দৃষ্ট্বা রিপবঃ সর্ব্বে বিদ্রুতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৪
ষণ্মুখেনাপি দৃষ্টেন ধ্যাত্বাঽস্থমরীচিনী।
উৎপাদিতা মহাবীর্য্যা শতপত্রসমাস্থিতা ॥ ৫
শক্তিঘণ্টাধরা ভীমা শরশৃঙ্গারনামিতা।
হংসস্বরসমেনৈব ধ্বনিনারপূয়দ্দিশঃ ॥ ৬
চলবিদ্যুল্লতাকারা দৈত্যানাং পতিতা বনে।
ময়া শক্র স্বতেজোত্থা বিসৃষ্টা কারণেচ্ছয়া ॥ ৭
দ্বিজেন্দ্রসংস্থিতা ভীমা কেয়ূরকটকোজ্জ্বলা।
শারঙ্গ-ঘোরঘোষেণ শঙ্খনাদেন ভূরিণা।
হন-হুঙ্কারশব্দেন দানবেন্দ্রনিসূদনী ॥ ৮

ভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মাণীর সহিত দৈত্যগণের এইরূপ যুদ্ধ দেখিয়া শঙ্কর স্বীয় শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য চিন্তা করিলেন। ১

কিছুক্ষণ পরে সেই ত্রিদশেশ্বর হৃৎপদ্ম হইতে শতচন্দ্র নির্ম্মলা স্বীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন। তিনি সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া, হস্তে শূল এবং খট্বাঙ্গ এবং সর্ব্বদা "মার মার" "ধর ধর" ইত্যাদি ভীষণ শব্দ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দৈত্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২-৪

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভগবান্ ষড়ানন আপনার ন্যায় কান্তিসম্পন্না এক শক্তি সৃষ্টি করিলেন। ৫

ইনি মহাবীর্য্যশালিনী, পদ্মাসনা এবং ইহাঁর একহস্তে শক্তি ও ঘণ্টা এবং অপর হস্তে ধনু ও বাণ। ইনি হংসের ন্যায় গভীরনাদে দিক্‌সমূহ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ৬

ইনি বিদ্যুৎ-আকারে দৈত্যসৈন্যমধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। হে শক্র! অনন্তর আমিও আপনার তেজঃসম্ভূতা এক শক্তি সৃষ্টি করিলাম। ৭

তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ়া এবং কেয়ূর-কটকাদি বিবিধ আবরণে ভূষিতা। তাঁহার কোদণ্ডটঙ্কার, শঙ্খনাদ এবং গভীর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াই অনেক দৈত্য প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ৮

১। তৃণেভি কচিৎ পাঠঃ।

বৈবস্বতেন স্বাং মূর্ত্তিং স্তত্বা সমুপপাদিতা।
অভেদ্যকর্কশেনৈব ঘোরদণ্ডেন দংষ্ট্রিণা ॥ ৯
মহামহিষমারূঢ়া পাশদণ্ডায়ুধোদ্যতা।
ঘর্ঘরেণাতিশব্দেন প্রলয়াম্বুদনিস্বনা।
কালজিহ্বেব দুষ্প্রেক্ষ্যা ক্ষয়ার্চ্চিরিব নির্ম্মলা ॥ ১০
শক্রোঽপ্যেবং স্বকীয়ার্চ্চি-স্তপ্তচামীকরপ্রভাম্।
মত্তদ্বিরদমারূঢ়াং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাম্।
বজ্রাঙ্কুশকরাং দেবীং শরাসনকরাং তথা ॥ ১১
একৈকাঃ কোটিরূপৈস্তু সর্ব্বায়ুধধরাঃ স্থিতাঃ।
নিঘ্নন্তি ন চ হন্যন্তি পাতয়ন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২
মহাস্ত্রৈর্ভেদয়ন্ত্যাশু দানবানাং বরূথিনীম্।
গতাগতা ক্ষয়ং শক্র বেলামম্ভোনিধেরিব ॥ ১৩
প্লাবয়ন্তি চ মেদিন্যাং স্তব দেববরূথিনী।
তৃপ্তাস্তাসাং সমেদেন ন জিতো দানবেশ্বরঃ ॥ ১৪
প্রলম্বাসিগদাপাণিঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।
বিষাদভয়শঙ্কার্ত্তা দেবদেবপুরোগমাঃ ॥ ১৫
স্তুবন্তি তাঃ সদা শক্র শিবং সর্ব্বমরীচয়ঃ।
পতিতা বাহুদণ্ডা নো চলন্তি দানবো যযৌ (১) ॥ ১৬
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পরাং শঙ্কামুপাগতাঃ।
স্তুবন্তি দেবদেবেশং কালরুদ্রং পরাপরম্ ॥ ১৭

ইহার পর যম স্বীয় শরীর হইতে এক শক্তি নিম্মাণ করিলেন। তাঁহার হস্তে অভেদ্য দণ্ড এবং পাশ। ৯

তিনি বৃহত্তর-মহিষে আহোরণ করিয়া প্রলয়াম্বুদনিনাদী ঘর্ঘর শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যগণ সাক্ষাৎ কালের জিহ্বাসদৃশ এবং প্রলয়াগ্নির ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর দেবরাজ স্বীয় শরীর হইতে এক শক্তি সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায়ই তাঁহার কান্তি, সহস্র লোচন, হস্তে বজ্র অঙ্কুশ এবং শরাসন। ১১

তিনি মত্তহস্তী আরোহণ করিয়া একেবারে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দানবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ১২

হে শক্র! এইরূপে সকলে দানবগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা যতই দানবসৈন্য নাশ করেন, তাহারা সাগরের তরঙ্গের ন্যায় উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৩

দৈত্যপতি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে, সে পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৪

তখন দেবগণ সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৫

শম্ভু ব্রহ্মাদি দেবগণের এবং সমস্ত দেবশক্তিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ১৬

অনন্তর তাঁহার ললাট হইতে দারুণ অগ্নিজ্বালা বহির্গত হইয়া পার্শ্ব, উর্দ্ধ,

---

১। ন চান্তং দানবাং বিভো ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুত্বা বাক্যং তদা শম্ভুঃ শক্তীনামচ্যুতস্য চ।
মহৎ ক্রোধং ততোৎপন্নং ক্রোধাদ্বহ্নিঃ সমুত্থিতঃ।
বাহ্নিজ্বালাঃ সুদীপ্তাস্তু তির্য্যগূর্দ্ধমধোগতাঃ ॥ ১৮
জ্বালাকপালমধ্যস্থাং সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্।
কালরুদ্রস্য যা শক্তিঃ শিবসাহায্যতঃ স্থিতাম্ ॥ ১৯
অদন্তী চ জগৎ সর্ব্বং কালরাত্রির্ভয়াননা।
দংষ্ট্রালা পিঙ্গলাক্ষী তু প্রলয়াম্বুদনিস্বনা ॥ ২০
বজ্রাঙ্কুশকরা দেবী দণ্ডাসিপাশমুদ্যতা।
গদাশক্তিবিহস্তা তু ত্রিশূলায়ুধধারিণী ॥ ২১
তর্জ্জয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বা দেবদেবপুরঃস্থিতা।
উবাচ ত্বরিতাং বাণীং কিং করোমি সুরেশ্বর ॥ ২২
ততো দেবেন সা উক্তা হৃষ্টেন চাপরাজিতা।
যদি মে বৎসলা দেবি রুরুং ত্বং হি নিপাতয় ॥ ২৩
এবং করোমি দেবেশ যত্ত্বয়া চ সুভাষিতম্।
সৃষ্টঞ্চ শম্ভুনা তস্যান্মহোদধিসমাসবম্ ॥ ২৪
ত্বঞ্চ সাহসশক্তিভিঃ পীত্বা ক্রোধবশং গতা।
তদা তু দানবী সেনা কোটিধা বৰ্দ্ধিতা পুনঃ ॥ ২৫
তদ্বীর্য্যকৃষ্টকায়াস্তা ভক্ষ্যং প্রার্থয়ন্তি কৃৎস্নশঃ।
বুভুক্ষিতাঃ স্ম দেবেশ ভক্ষ্যমস্মাকং প্রযচ্ছত ॥ ২৬

অধঃ ইত্যাদি সকল স্থান ব্যাপ্ত করিল। এই অগ্নি হইতে ভগবান্ কালরুদ্রের সাহায্যার্থে এক শক্তির সৃষ্টি হইল। ১৭-১৮

সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ইহাঁর প্রভা, মুখমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর, যেন ত্রিজগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, দন্তগুলি সুদীর্ঘ এবং প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় গভীর শব্দ। ১৯-২০

হস্তে গদা, শক্তি এবং ত্রিশূল ধারণ করিযা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে ভগবান্ মহেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! আমাকে কি করিতে হইবে, শীঘ্র বলুন। ২১-২২

শম্ভু বলিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তবে তুমি রুরুকে নিপাত করে। ২৩

দেবী বলিলেন, দেবেশ্বর! আপনার বাক্য এখনি প্রতিপালন করিতেছি। ২৪

এই সময় ভগবান্ মহেশ্বর একটী মধুসমুদ্র সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—দেবী! তুমি সমস্ত শক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই পান কর। এদিকে দানব সৈন্য তখন কোটি কোটি একত্র হইয়া আস্ফালন করিতেছে। ২৫

অনন্তর শক্তিগণ মধুপানান্তে বুভুক্ষিত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে দেবেশ্বর! আমাদিগকে কিছু ভক্ষ্য প্রদান করুন। ২৬

ততৎ শিবেন তাঃ সর্ব্বাঃ অনিবারিততেজসঃ।
নিবেদিতং ময়া ভুভাং রুরুং ত্বঞ্চাশু (১) ঘাতয় ॥ ২৭
ততঃ কালী সিংহরাবং কৃত্বা দেবী সুদারুণম্।
দানবীং চতুরঙ্গেণ পাতিতাস্তু মহৌজসা ॥ ২৮
ততঃ পরস্পরালাপং কৃত্বা তূর্য্যরবাকুলম্।
ঘর্ঘরাবারঘোরেণ স্যন্দনানাং জবস্থিতাম্ ॥ ২৯
বজ্রপট্টৌ শিলাসঙ্ঘৈঃ জ্বলনৈঃ জ্বলিনোত্থিতাম্।
অক্ষনাভিকষোৎপন্নৈঃ ক্বণদ্ভিঃ পূরিতং নভঃ ॥ ৩০
আলোকালোকপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডং স্খলিতং পুনঃ।
প্রতিশব্দং মহাঘোরং শ্রবণে কাতরাকটুম্ ॥ ৩১
জনান্ জনস্থিতানাস্তু নখরৈর্নিষ্ঠুরাহতাঃ।
চূর্ণয়ন্তি পতত্যেব রুক্মমাণিক্যসঞ্চয়ঃ ॥ ৩২
সৌর্য্যবর্ণাঙ্ঘ্রিপালৈস্তু সনখা ভূধরোপমাঃ।
ভগ্নাঙ্কুশাঃ সমুত্থন্তি প্রতিগন্ধবিরোষিতাঃ ॥ ৩৩
দুর্দ্দিনং মেঘধারৈব দন্তিনাং শীকরৈর্ঘনৈঃ।
ন পরং নাপরং শক্র জানয়ন্তি জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৪
অলোকন্তং সমুৎসুক্য (২) ব্যাহরন্তং পরস্পরম্।
সদানিত্যেবমেকস্তু সান্দ্রীভূতাভয়ং বলম্ ॥ ৩৫

মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি তোমাদিগের উদ্দেশে দৈত্যপতি রুরুকে পশুস্বরূপ নিবেদন করিতেছি ; তোমরা উহার বধ সাধন কর। ২৭

অনন্তর দেবী সমুদয় শক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঘোর সিংহনাদে চতুরঙ্গ দৈত্যসৈন্য মধ্যে পতিত হইলেন। ২৮

এ সময়ে একেবারে সকলের সিংহনাদ, তূর্য্যের ভীষণ শব্দ, রথসমূহের পতনশব্দ, রথচক্র, রথনেমি এবং রথাক্ষের কর্ষণ শব্দ এবং কশাঘাতের শব্দ একত্র মিলিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ও নভমণ্ডল পূর্ণ করিল। ২৯-৩০

ঐ সকল শব্দ ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। এমন কি, তৎকালে সকলেরই কর্ণ বধিরপ্রায় হইল। ৩১

পর্ব্বতসদৃশ দন্তিগণ অন্য গন্ধগজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত লাগিল। ৩২

স্কন্ধারূঢ় চালক তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অঙ্কুশঘাত করিতে লাগিল। ৩৩

অঙ্কুশের আঘাতে তাহাদের মস্তকস্থিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মাণিক্যাদি নির্মিত আভরণ ন্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িতে লাগিল। এমন কি কাহারও কাহারও অঙ্কুশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তথাপি নিবৃত্ত করিতে পারিল না। মদমত্ত দন্তিগণের মদশীকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল। যোদ্ধগণ কে সপক্ষ, কে বিপক্ষ, কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ৩৪-৩৫

১। পশু ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

২। সমুৎসৃষ্টমিতি পাঠান্তরম্।

কপোলপুলিতং হাসং রোমার্দ্ধস্তনুকর্কশম্।
সুকঠোরপ্রহারৈস্তু নিরপেক্ষস্তু নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৬
উরসি যন্ত্রকলিতং হুঙ্কারসহিতারবম্।
তচ্ছূলস্তু বলন্তস্তু বমন্তং রভসা বলম্ ॥ ৩৭
ভগ্নবৃন্দং করমিশ্ররথরূর্দ্ধং প্রবর্ত্তিতম্।
ভ্রমন্তাবৃত্তকুটিলং চলদৃষ্টিরকাতরম্ ॥ ৩৮
রক্ষন্তমেকমেকস্তু সর্ব্বায়ুধবিশারদম্।
শিলীমুখৈর্ব্বহন্তৈশ্চ ষষ্টিচক্রৈঃ সমুৎসুকম্ ॥ ৩৯
তনুত্রাণং সুসঙ্ঘট্ট-রণৎকর্ণিরবাকুলম্।
স্ফোটং বজ্রায়ুধানাঞ্চ অদ্রিপ্রতিরবাকুলম্।
ক্বচিৎ পতন্তি চ গজা দারিতাঃ সুপ্রহারিভিঃ ॥ ৪০
ক্বচিৎ তুরঙ্গগাত্রাণি ভগ্নবজ্ররথাঃ ক্বচিৎ।
দণ্ডচক্রগদাশূল-শক্তিখট্বাঙ্গভেদিতম্ ॥ ৪১
গণাধিপেন বলিনা ক্বচিৎ পরশুসূদিতম্।
ক্বচিৎ প্রয়ান্তি সম্মোহং কর্কশাহতমস্তকম্ ॥ ৪২
ক্বচিৎ পতন্তমুখন্তং দংশিতাধরভাসুরম্।
ক্বচিন্নমিতমাতঙ্গ-মৈরাবতদ্বিজাপহম্ ॥ ৪৩
ক্বচিন্মহিষশৃঙ্গৈশ্চ নাগকূটং নিপাতিতম্।
বৃষশৃঙ্গৈঃ ক্বচিৎ প্রোক্তং ক্বচিচ্ছিখাসমাহতম্ ॥ ৪৪

যাহারা দূরে আছে তাহাদিগকে পরস্পর আহ্বান করিতে লাগিল। পরস্পর সংঘর্ষে উভয় সৈন্যই একাকার বোধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ কপোলদেশ বিস্ফারিত করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল, কাহারও সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হইয়া, কর্কশভাব ধারণ করিল। উভয় দলই নিরপেক্ষ, পরস্পর কঠোর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। ৩৬

কেহ কাহারও বক্ষে হুঙ্কার-শব্দ করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা কাহারও বক্ষে শূল বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, কাহারও হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইয়াছে, কেহ অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেহ ঘূর্ণায়মান হইতেছে এবং কেহ বা চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ৩৭-৩৮

সকলেই অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সবেগে ধাবিত হইয়া, কবচে ঠেকিয়া "ঝন্‌ঝন্" শব্দে চূর্ণ হইতে লাগিল এবং বজ্রসদৃশ সেই সমস্ত অস্ত্রের "ঝন্‌ঝন্" শব্দ পর্ব্বতবিবর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। দারুণ অস্ত্রাঘাতে কোথাও হস্তী, কোথাও অশ্ব, কোথাও রথ ইত্যাদি ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। ৩৯-৪০

দণ্ড, চক্র, গদা, শূল, শক্তি, খট্বাঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রাঘাতে অনেকেই বিভিন্নাঙ্গ হইল। ৪১

কোন স্থানে বলবান্ কোন সেনাপতি কাহারও মস্তকে দারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং তদীয় আঘাতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। ৪২

এইরূপ নানাস্থানে কেহ পড়িতেছে, কেহ উঠিতেছে, কেহ অধর দংশন

ক্বচিদ্বজ্রনখৈর্ভিন্নমুরুগর্গরুড়চঞ্চলা।
ক্বচিদ্ বৃষপ্রহারৈস্তু বিহ্বলমবনীগতম্ ॥ ৪৫
ক্বচিচ্ছিবাভির্ভক্ষ্যন্তং জ্বালালঙ্কৃতদেহজম্।
ক্বচিদ্ দুর্গন্তু নৃত্যন্তু মন্ত্রমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৬
ইত্থম্ভূতং বলং তেষাং শক্তিভির্দলিতায়ুধঃ।
সম্বর্ত্তাম্বুজপত্রাভ্যাং কৃত্বা বীণাং সুবর্চ্চসাম্ ॥ ৪৭
পিনাকাকারমার্গঞ্চ ভ্রূলতাঃ সুললাটগাম্।
কুন্তকর্পূরযষ্টীভির্ভুষুণ্ডীহলমুদ্গরৈঃ ॥ ৪৮
বৎসদন্তৈঃ কুঠারৈশ্চ ঋষশব্দং সতোমরৈঃ।
শলকৈঃ শিলীমুখৈঃ শূলৈঃ পট্টিশৈর্মুষলৈর্হলৈঃ ॥ ৪৯
বহুনাদৈঃ করালৈশ্চ বিকরালৈঃ সখেটকৈঃ।
বারণৈর্বিবিধাকারৈঃ পাশাঙ্কুশমৃগাননৈঃ ॥ ৫০
নারাচৈঃ কঙ্কদণ্ডৈশ্চ[১] কার্ম্মুকৈর্বৃক্ষপর্ব্বতৈঃ।
শিলালোষ্ট্রৈঃ কপালৈশ্চ বজ্রশক্তিগদাঙ্গনৈঃ ॥ ৫১
খট্বাঙ্গপরশুপট্টৈশ্চ ক্রকচৈশ্চক্রসর্ব্বগৈঃ।
শস্ত্রসঙ্ঘাতসঞ্জাতং শিখিধ্বজসমাকুলম্ ॥ ৫২
আতপত্রাণি দীপ্যন্তি সায়ুধস্যন্দনানি চ।
ক্ষয়ানলেব দৃশ্যেত প্রকীর্ণস্তু যুগক্ষয়ে ॥ ৫৩
ঘোরং প্রবর্ত্তিতং যুদ্ধং সুরাণাং ভয়কারকম্।
চণ্ডাসিধারদলিতা-শ্চণ্ডঘাতাঃ করোজ্ঝিতাঃ ॥ ৫৪

করিতেছে। কোন স্থানে ঐরাবতের দন্ত দ্বারা কোন হস্তী বিদীর্ণ হইতেছে, কোথাও মহিষশৃঙ্গ দ্বারা, কোথাও বা বৃষশৃঙ্গ দ্বারা এবং কোথাওবা শিখী ও গরুড়ের নখর দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া হস্তিসমূহ বিনষ্ট হইতে লাগিল। বৃষের প্রহারে কেহ ভূমিতলে পড়িয়া "ছটফট" করিতেছে। ৪৩-৪৫

কেহ বা বাণাঘাতে ভূমিতলে পড়িয়াছে, আর শৃগালগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কেহ প্রলাপ করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিতেছে। ৪৬

দেবশক্তিগণ এইরূপে অসুর-সৈন্য সকলকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের উজ্জ্বল ধনুকে শাণিত শর যোজনা করিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই সমুদায় বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৪৭

কুন্ত, কর্পূর, যষ্টি, ভূষণ্ডী, হল, মুদ্গর, কুঠার, তোমর, শলক, শিলীমুখ, শূল, পট্টিশ, মুষল, খেটক, অঙ্কুশ, পাশ, মৃগানন, নারাচ, কঙ্কদণ্ড ইত্যাদি বিবিধাকার অস্ত্র এবং শিলা, লোষ্ট্র, কপাল, বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৮-৫১

খট্বাঙ্গ, পট্টিশ, ক্রকচ, চক্র ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্রে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। নানাবর্ণের পতাকা, ছত্র এবং স্যন্দনাদি দ্বারা রণস্থল শোভিত হইল। তৎকালে বোধ হইল, যেন যুগক্ষয়ে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ৫২-৫৩

সেই ঘোর যুদ্ধ দেখিয়া দেবগণেরও মনে ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল।

১। শঙ্খতুণ্ডৈশ্চেতি পাঠান্তরম্।

করবালাঃ পতন্ত্যধঃ ক্ষয়ে চ রবিরশ্ময়ঃ।
চক্রচাপেব চাপানি সদা মণ্ডলিতানি তু ॥ ৫৫
গজঝঙ্কারমুখরাং বাণাবলিপরিস্খলম্।
কুন্তমীবিতদেহাস্তু সাবষ্টম্ভোভবৈর্ভুজৈঃ ॥ ৫৬
দণ্ডস্থাপি ন লক্ষ্যন্তি ন যুধ্যন্তি গতাসবঃ।
ক্ষুরার্দ্ধচন্দ্রচন্দ্রাসি-বিনিবর্ত্তিত-কর্কশাঃ ॥ ৫৭
পতিতাশ্চোত্থ ধাবন্তি সলক্ষ্যাঃ সুপ্রহারিণঃ।
ছিন্নবাহুকরকণ্ঠ-শিরোরুবিনিস্তম্ভিতাঃ ॥ ৫৮
উজ্ঝন্তি সজিঘাংসানি কুটিলেক্ষণবর্জ্জিতাঃ।
দ্বিধটাপি সমুত্থন্তি বহবঃ সূর্য্যমুজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯
ত্বচোজ্‌ঝিতাসি দৃশ্যন্তি ভ্রাম্যমাণাং ব্যবস্থিতাঃ।
আধূয় বারুণস্তস্থা ঘনস্থেব তড়িল্লতা ॥ ৬০
সম্মুখী-কৃতসারঙ্গ-কোটিনালোকমুদ্যতাঃ।
জ্যাতলানাং রবাশ্চণ্ডা গতা ভিদ্যন্ত রোদসী ॥ ৬১
তদ্বৎ শরাণি লক্ষাণি বিনিশীর্য্যদ্বিধাং তনুঃ।
পতিতাঃ সংবিলক্ষন্তি ছিন্নপক্ষেব পর্ব্বতাঃ ॥ ৬২
প্লবন্তাসৃক্‌প্রবাহিণী গঙ্গং জম্বুনদী যথা।
আতপত্রসিতাম্ভোজ-কুমুদোৎপলবাহিনী ॥ ৬৩
ঝষনক্ররথাশ্চিত্র-করিমকরসঙ্কুলাম্।
বসুনন্দসুমৃৎকায়-করকূর্ম্মত্বসঞ্চরাম্ ॥ ৬৪

কেহ প্রচণ্ড অসিঘাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অন্যের আঘাতে কাহারও বা হস্ত হইতে খরশাণ অসি ভূমিতলে পড়িতেছে, কোথাও বা মণ্ডলাকার ধনু সকল ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও বা বাণসমূহ ঝন্‌ঝন্ শব্দে পড়িতেছে। ৫৪-৫৬

কোন স্থানে ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রহাস ইত্যাদি অস্ত্রের খরতর আঘাতে কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আপনার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। কাহারও বাহু, কাহারও কণ্ঠ, কাহারও মস্তক এবং কাহারও বা বক্ষঃস্থল ছিন্ন হইতে লাগিল, তথাপি জিঘাংসা পরিত্যাগ করিল না। কোন কোন কবন্ধশরীর সবেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার ভূমিতলে পড়িতে লাগিল। ৫৭-৫৯

ভ্রাম্যমাণ খরশাণ অসিসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। ৬০

একবারে সহস্র সহস্র শরাসনের টঙ্কার-ধ্বনি এবং তল-শব্দ মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী ও নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। ৬১

শরসমূহ বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া লক্ষ্যস্থলে পড়িতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য ভেদ করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিস্যাৎ হইতে লাগিল। ৬২

চারিদিকে গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে শুভ্র আতপত্র সকল শ্বেতপদ্ম ও কুমুদের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। ৬৩

ভগ্ন রথ সকল সেই রক্তনদীর নক্রস্বরূপ এবং হস্তিগণ মকরস্বরূপ হইল। শবদেহ সকল সেই রক্ত-স্রোতে কচ্ছপের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। ৬৪

ভূপৃষ্ঠং প্লাবিতং সর্ব্বং তেষাং কায়সমুদ্ভবৈঃ।
অনেকাকাররূপৈস্তু দিক্‌পালানাস্তু মূর্ত্তয়ঃ।। ৬৫
তস্মিন্ জাতা মহাঘোরাঃ সঙ্গরার্থং(১) শিবেচ্ছয়া।
সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণঞ্চ নন্দিঞ্চৈব মহাবলম্ ॥ ৬৬
প্রাগ্দিগন্তানি ভাষন্তো দিক্‌পালা ত্বরিতাগতাঃ।
তথা দৃষ্ট্বা তু তে শক্র পূর্ব্বং দেবৈঃ প্রপূজিতাঃ ॥ ৬৭
পিঙ্গলাক্ষং মহাঘোরং নন্দিকঞ্চ গজাননম্।
ভ্রূকুটীমুখঞ্চ চত্বারো দক্ষিণেন সমাগতাঃ।
পূজিতা ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বাতঙ্কানিবারণাঃ ॥ ৬৮
করালং তালজঙ্ঘঞ্চ কৈলাসঞ্চ মহাবলম্।
গোকর্ণসহিতাঃ পালাঃ শোণিতাসবলোলুপাঃ ॥ ৬৯
পশ্চিমাং দিশমুদ্দ্যোত্য আগতাঃ কোটিভির্ব্বৃতাঃ।
তে দৃষ্ট্বা মেঘযানেন পূজিতাঃ সংস্তুতাঃ সদা ॥ ৭০
দন্তুরং লোহজঙ্ঘঞ্চ ঊর্দ্ধকেশং মহামুখম্।
উত্তরেণাগতাঃ ক্রূরা মাংস-শোণিতভোজনাঃ।
সোমেন পূজিতাঃ শক্র আত্মরক্ষার্থিনা সদা ॥ ৭১
ত্রিলোচনাশ্চতুর্ব্বক্ত্রা অগ্নিজ্বলিততেজসঃ।
খট্বাঙ্গশূলহস্তাস্তু কপালকৃতশেখরাঃ ॥ ৭২

অধিক কী, তাহাদের শরীর-সমুদ্ভূত রক্ত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত হইল। অনন্তর মহেশ্বর স্বীয় সাহায্যার্থে বহুবিধ রূপধারী, কতকগুলি দিক্‌পালমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। ৬৫

তন্মধ্যে সুগ্রীব, কুম্ভকর্ণ, নন্দী এবং মহাবল ইহাঁরা যুদ্ধার্থে পূর্ব্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৬

উহাদিগকে দেখিয়া দেবগণ যথোচিত পূজাদি করিলেন। পিঙ্গলাক্ষ, নন্দিকা, গজানন এবং ভ্রূকুটীমুখ এই চারিজন দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ, আপনার সাহায্য হইবে বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান করিলেন। ৬৬-৬৮

করাল, তালজঙ্ঘ, কৈলাস এবং গোকর্ণ প্রভৃতি রক্তমাংস-লোলুপ দিক্‌-পালগণ কোটি কোটি অনুচরের সহিত পশ্চিমদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁদিগকে দেখিয়া মেঘবাহন যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ৬৯-৭০

দন্তুর, লোহজঙ্ঘ, ঊর্দ্ধকেশ, মহামুখ প্রভৃতি কতকগুলি মাংসশোণিতভোজী দিক্‌পাল উত্তরদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্র আপনার সাহায্যার্থে ইহাঁদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। ৭১

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিবিধাকার ভূত আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ ত্রিলোচন, কেহ চতুর্ম্মুখ। সকলেই অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, সকলের হস্তেই খট্বাঙ্গ এবং শূল এবং সকলের মস্তকেই অস্থি-মাল্য। ৭২

১। সংহতার্থামিতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

আমর্দ্দাকাগ্নিমালাখ্যা একপাদাদয়স্তথা।
এবংভূতা গণাশ্চান্যে দেবীনাং পরিচারিকাঃ ॥ ৭৩
চতুর্ব্বিংশতিযাগিন্য-শ্চতুর্দ্দিক্ষু উপস্থিতাঃ।
এককোটিবিভাগৈশ্চ কিঙ্করীভিঃ সমাবৃতাঃ ॥ ৭৪
কিঙ্করৈশ্চ মহাঘোরৈ রৌদ্ররূপৈঃ স্বতেজসৈঃ।
এবংবিধৈস্তদা শক্তি(১) রুদ্রচিত্তোদ্ভবৈর্গ্রহৈঃ ॥ ৭৫
আব্রহ্মান্তস্বপর্য্যন্তং ব্যাপ্তং তৈঃ সচরাচরম্।
যথা স্বচ্ছন্দরূপেণ ভৈরবেণ মহাত্মনা ॥ ৭৬
দেবানামুপকারায় অসুরাণাং বধায় চ।
তথা সংক্ষেপতঃ শক্র ময়া চ তব কীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৭
বিস্তরং ব্রহ্মণস্যেদং গুহেন কথিতং পুরা।
শিবেন শক্র দেব্যায়াঃ স্কন্দেন অবতারিতম্ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধে গ্রহোৎপত্তির্নাম
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

তাহাদের নাম—অমর্দ্দক, অগ্নিমাল, একপাদ ইত্যাদি। অনন্তর দেবীর পরিচারিকা চতুর্ব্বিংশতি যোগিনীগণ তথায় উপস্থিত হইল। ৭৩

তাহার সঙ্গে কোটি কোটি সহচরী এবং মহাঘোর রুদ্ররূপী কিঙ্কর। হে শক্র! এইরূপ রুদ্রচিত্ত হইতে উদ্ভূত গ্রহগণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল। হে শক্র! মহাত্মা ভৈরব দেবগণের উপকার সাধনার্থে এবং অসুরগণের বিনাশ-সাধনার্থে যেরূপ উপায় করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। ৭৪-৭৭

পূর্ব্বে ভগবান্ স্কন্দ ব্রহ্মার নিকটে ইহা বিস্তররূপে বলিয়াছিলেন। মহেশ্বর দেবীর নিকট এবং দেবী কার্ত্তিকেয়ের নিকট বলিয়াছিলেন। ৭৮

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫

১। শক্রেতি বা পাঠঃ।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততো নির্জ্জিত্য তৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবাজ্ঞাচারবর্ত্তিভিঃ ।
স বাজিবারণরথাঃ কবচিনঃ সোত্তরচ্ছদাঃ ॥ ১
ততঃ সা দানবী সেনা ভক্ষিতা তৈর্মহাবলৈঃ ।
শক্তিভিঃ অমোঘাভিঃ শিবতেজোভিবৃংহিতৈঃ ॥ ২
ততোঽসৌ দানবেন্দ্রস্তু প্রবিষ্টো বসুধাতলম্ ।
কাঞ্চনী চ পুরী যত্র চিত্রা চিত্রবতীতি চ ॥ ৩
তত্র হাটকরুদ্রস্তু বিদ্যৈর্বিদ্যেশ্বরৈর্বৃতঃ ।
তত্রাপি সা মহাভাগা বৃতা পাতালমাতরৈঃ ॥ ৪
মণ্ডলীকৃতসারঙ্গ-কর্ণান্তায়তপত্রিণা ।
জ্যাঘোষঘোরমুখরা তর্জ্জয়ন্তী পুরঃস্থিতা ॥ ৫
দৃষ্ট্বা তলপ্রবিষ্টোঽসৌ যত্র শঙ্করচর্চ্চিতম্ ।
অথর্ব্বরুদ্রসংযুতা বৃতা সা যোগমাতরৈঃ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা ঘোরেণ সৌভগ্নো গতঃ শীঘ্রং গভস্তিমান্ ।
পুরী সূর্য্যবতী নাম তাম্রাভা ভাতি সর্ব্বতঃ ॥ ৭
তত্রাপি পশ্যতে দেবী বৃতা কিম্পুরুষাদিভিঃ ।
কপালমাতরৈর্যুক্তাং খট্বাঙ্গকরভাসুরাম্ ॥ ৮
তাং দৃষ্ট্বা বেপমানস্তু গতঃ শ্রীতালসংজ্ঞকম্ ।
যত্র বিদ্যুন্ময়ী নাম পুরী চৈত্যময়ী স্মৃতা ॥ ৯

ভগবান্ বলিলেন,—অনন্তর মহাদেবের আজ্ঞানুবর্তী সেই সমস্ত প্রমথগণ হয়, হস্তী, রথ প্রভৃতির সহিত সমুদয় দানব-সৈন্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। আর শক্তিগণ সকলেই রুদ্রতেজঃসম্পন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত দানব-সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। ১-২

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া দৈত্যপতি—যে স্থানে কাঞ্চনময়পুরে হাটকেশ্বর মহাদেব সিদ্ধগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বর্ত্তমান আছেন, পৃথিবীতলস্থ সেই পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। ৩

সেখানে গিয়াও দেখিল যে, দেবী মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া, আকর্ণাকৃষ্ট শরাশনে শরসন্ধান করিয়া, তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন এবং সম্মুখে আসিয়া বারবার জ্যাশব্দে কর্ণ বধির করিতেছেন। ৪-৫

ইহা দেখিয়া, দৈত্যপতি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তলপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ স্থানে অথর্ব্ব রুদ্রগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর পূজিত হন। ৬

দেবী মাতৃগণের সহিত তথায়ও প্রবেশ করিলেন দেখিয়া দৈত্যরাজ তথা হইতে পলায়ন করিয়া, সূর্য্যবতী নামক তাম্রবর্ণ পুরমধ্যে গমন করিল। ৭

সেখানেও দেখিল দেবী কিংপুরুষগণ এবং মাতৃগণসহ মিলিত হইয়া, খট্বাঙ্গাদি বিবিধ অস্ত্র সহকারে প্রবেশ করিয়াছেন। ৮

তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্যপতি ভয়ে কম্পিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীতাল নামক

পিঙ্গরুদ্রৈর্ব্বৃতা দেবী তথা উৎপলমাতরৈঃ।
তর্জ্জয়ন্তী মহাক্রূরা তাং দৃষ্ট্বা তু অধোগতঃ ॥ ১০
যত্র সা স্ফাটিকা ভূমিঃ সুতলং নাম ভূতলম্।
পুরী কান্তিমতী ভীতঃ প্রনষ্টস্তু সুরাধিপ ॥ ১১
তত্রাপি শক্র দেবেশী গণরুদ্রৈঃ সমাবৃতা।
ভগিন্যা মাতৃসহিতা খড়্গপাশাঙ্কুশোদ্যতা ॥ ১২
বীর্য্যশৌর্য্যোজ্‌ঝিতো দ্বেষী গতস্ত্বাভাসসংজ্ঞিতম্।
পুরী ভস্মবতী যত্র তত্রোচ্ছুষ্মসমন্বিতা। ১৩
উচ্ছুষ্মমাতরৈর্য্যুক্তা তত্র সা পুরতঃ স্থিতা।
ক্রূরালাপা মহাক্রূরা তর্জ্জয়িত্বাব্রবীদিদম্ ॥ ১৪
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহামূঢ় ত্বয়ি ক্রুদ্ধঃ পিনাকধৃক্।
কুত্র বা গচ্ছসে পাপ যত্র নাহং কুতোঽত্র তৎ ॥ ১৫
কারণাননমধ্যস্থং মমেদং বক্ত্রগং জগৎ ॥ ১৬
এতচ্ছ্রুত্বা বচোঽত্যুগ্রং পুনর্যোদ্ধুং সমুদ্যতঃ।
জীবিতং ভয়মুৎসৃজ্য শরাসনকরঃ শরৈঃ ॥ ১৭
জ্যাঘাতঘনঘোষেণ বর্ষয়ন্নশনিরিব।
প্রচক্রিরে মহামায়াং মায়াং কৃত্বা সহস্রশঃ ॥ ১৮
চতুরঙ্গং রচিত্বা তু রথতুরঙ্গগজাকুলম্।
বিভিন্নকোটরা হস্তি[১] রুক্মপুঙ্খৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ ১৯

স্থানে গমন করিল। তথায় বিদ্যুন্ময়ী নামক যে পুরী আছে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৯

অব্যবহিত পরক্ষণেই দেখিতে পাইল যে, দেবী রুদ্রগণ এবং মাতৃগণের সহিত তথায় আসিয়া তাহাকে তর্জ্জন করিতেছেন। ১০

তাঁহাকে দেখিবামাত্র দৈত্যপতি সুতল নামক পুরে (যে স্থানে স্ফটিকময়ী ভূমি) প্রবেশ করিল। হে সুরাধিপ! তথায় যে কান্তিমতী নাম্নী পুরী আছে, তথায় প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল দেবী রুদ্র ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে খড়্গ-পাশ-অঙ্কুশাদি উদ্যত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ১১-১২

তাঁহাদিগকে দেখিয়া, দৈত্যরাজ স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আভাস নামক স্থানে ভস্মবতী নামক পুরে পলায়ন করিল। ১৩

সেখানেও মাতৃগণের সহিত দেবী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যপতিকে সম্মুখে পাইয়া দেবী তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—রে মূঢ়! কোথায় পলায়ন করিতেছিস্? ১৪

স্বয়ং পিনাকপাণি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার আবার পলাইবার স্থান কোথায়? এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে আমি বর্ত্তমান নাই? ১৫

এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ আমি, আমার মুখবিবরে এই জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৬

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যরাজ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া, শরাসন ধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৭

বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ জ্যাশব্দ করিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।

১। ত্রিভিন্নোরুবটৈরপি ইতি পাঠান্তরম্।

চণ্ডঘাতশরৈর্ভিদ্যাং পাতয়ন্ মাতৃমাতরাঃ।
ঘণ্টাডমরুশব্দেন বাহিনী বধিরীকৃতা ॥ ২০
পাটবং যবমুখ্যেন বিদ্যুৎকোটিনিভেক্ষণে।
নিহত্য তস্য মায়াস্তু শস্ত্রচ্ছেদং প্রচক্রিরে ॥ ২১
বাণৈরপ্রতিবীর্য্যৈশ্চ চ্ছন্দয়িত্বা শরাসনম্।
কৃত্বা সর্ব্বাস্ত্ররহিতং দানবেন্দ্রং সুগর্ব্বিতম্ ॥ ২২
হৃতবীর্য্যং হৃতশৌর্য্যং হিংসয়িত্বা মহেশ্বরী।
আকৃষ্যন্তী সরক্তৌঘং মেদমজ্জাস্থিমানবম্ ॥ ২৩
তস্য চর্ম্ম চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা তু বিনির্গতা।
সমবায়ং ততঃ কৃত্বা পত্যঙ্গিরসমাতরঃ ॥ ২৪
তাসামিচ্ছাস্তু বিজ্ঞায় ভীতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
উচুঃ কিং কুর্ম্ম হে রুদ্র ঘোররূপা মরীচয়ঃ ॥ ২৫
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শিবেনোক্তাঃ পুরন্দর।
মন্দেব মন্দমানায়াঃ স্বস্বামিনি পুরোগমাঃ ॥ ২৬
দূরং ভবধ্বং সক্ষিপ্রং বভূবুঃ সুরপুঙ্গবাঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ—

ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্ত্যাত্মা স্তনং মে দদ অম্বিকে।
এবং শিবো বয়ং শক্র প্রার্থয়িত্বা পুরঃস্থিতাঃ ॥ ২৮

দৈত্যপতি এমন একটি মায়া প্রকাশ করিল, যাহার বলে তৎক্ষণাৎ রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি সুসজ্জিত চতুরঙ্গ সৈন্য নির্ম্মিত হইলেও উহারা সকলে প্রচণ্ড জ্যাঘোষ-শব্দে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া মাতৃগণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের ঘণ্টা ও ডমরু-শব্দে সমুদয় সৈন্য বধিরপ্রায় হইল। ১৮-২০

ইহা দেখিয়া দেবী মহামায়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার চক্ষুঃপ্রভা কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মায়া ছেদন করিয়া দিলেন। ২১

সুতীক্ষ্ণ শরে তাহার যাবতীয় অস্ত্র এবং শরাসন ছেদন করিলেন। মহেশ্বরী দৈত্যপতিকে নিরস্ত্র করিয়া হতবীর্য্য ও হতশৌর্য্য করিলেন। ২২

অনন্তর বাণাঘাতে তাহার শরীরের যাবতীয় রক্ত এবং মেদ মজ্জা এবং অস্থিপর্য্যন্ত নিপাতিত করিয়া অবশেষে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর মাতৃগণ সকলে একত্রিত হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। ২৩-২৪

তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যাপার দেখিয়া দেবগণ সকলে ভীত হইয়া, মহাদেবকে বলিলেন,—হে রুদ্র! শক্তিগণ ঈদৃশ ঘোররূপ ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে কি উপায় করা যায়? ২৫

মহেশ্বর বলিলেন,—তোমরা আপন আপন শক্তি লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, তাহা হইলেই সমুদয় শান্ত হইবে। ২৬

অনন্তর তাঁহারা তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। ২৭

প্রথমতঃ ব্রহ্মা দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—দেবি অম্বিকে

শম্ভুনাপি তথা গৃহ্য সপ্তস্বরবিভূষিতম্।
বীণাবাদ্যং সমারব্ধং সারাবিতসকৌশিকম্ ॥ ২৯
গ্রামমূর্চ্ছনতালাদ্যৈঃ কৃৎস্নং জগদপূরয়ন্।
নৃত্যন্তে পরমো দেবো অস্মাকং সহ বাসব ॥ ৩০
ময়া গীতং সমারব্ধং স্তবং ব্রহ্মাদিভিস্তথা ॥ ৩১
বিকশিতকর্ণিকারকমলোৎপললোলজং
মুকুটনিঘৃষ্টাঙ্গং শশিপন্নগবিচিত্রতনুম্।
ত্রিদশবিলাসিনী-বদনপঙ্কজগীতরবং ধ্রুবমিহ
তন্নমামি চণ্ডেশশিবং শিরসা ধ্রুবকম্ ॥ ৩২
প্রণতজনহিতমসুবলহরং ত্রিদশাধিপতে
চণ্ডেশ্বর নমোঽস্তু সদা।
গিরি-দুহিতৃপতে বরবৃষগতে
নমধ্বং পশুপতে ॥ ৩৩
দেবাদিদেব বরবরদং পুরুষাসুখসুখদম্।
ভূতাধিভূতগুহজননং বন্দে হরিরবিশশিনয়নম্[১] ॥ ৩৪
বেদৈর্মন্ত্রৈশ্চ পরিপঠিতং বিবিধস্তোত্রৈঃ
স্তুতপরমং বীণাবেণুমৃদঙ্গৈঃ শঙ্খৈর্বহুবিধ-
বাদ্যৈর্দুন্দুভিনাদৈর্দিব্যের্গেয়ৈর্গীতবরম্।
পদশততালপ্রমাণযুতং ললিতৈঃ করণৈ-
র্নৃত্যরতং জয় জয় দেবং চণ্ডশিবম্ ॥ ৩৫

এক্ষণে আমার শক্তি আমাকে প্রদান করুন। অনন্তর আমি, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দেবীর সম্মুখে ঐরূপে প্রার্থনা করিলাম। ২৮

মহেশ্বর সপ্তস্বর-সংযুক্ত বীণা হস্তে লইয়া গ্রাম, মূর্চ্ছনা এবং তালাদি সহকারে বাদ্য করিয়া জগৎকে প্রতিধ্বনিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত যোগ দিলাম। ২৯-৩০

আমি গান করিতে লাগিলাম আর ব্রহ্মা স্তব করিতে লাগিলেন। ৩১

বিকশিত কর্ণিকার, কমল, উৎপলাদি [illegible]রা সুশোভিতা, গঙ্গা যাঁহার জটা-মুকুটে বিরাজ করেন, চন্দ্র এবং পন্নগ দ্বারা যাঁহার শরীর সুশোভিত, দেবীগণ সর্ব্বদা যাঁহার গুণগান করেন, সেই চণ্ডেশ্বর শিবের চরণে শরীর ও মস্তক প্রণত করিয়া প্রণাম করিতেছি। ৩২

যিনি প্রণত জনসমূহের হিতসাধন করেন, যিনি অসুরগণের বল হরণ করেন, নগেন্দ্রনন্দিনী যাঁহার পত্নী, বৃষ যাঁহার বাহন, সেই ত্রিদশাধিপতি চণ্ডেশ্বরকে প্রণাম করি। ৩৩

যিনি দেবাদিদেব, বরপ্রদ এবং সকলের সুখপ্রদান করেন, যিনি ভূতাধিপতি এবং কার্ত্তিকের জনক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য এবং বিষ্ণু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩৪

যিনি বেদমন্ত্র দ্বারা পরিপঠিত হন, বিবিধ স্তোত্র দ্বারা যাঁহার স্তব করা

১। জননমিতি পাঠান্তরম্।

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধে চণ্ডেশ্বরবর্দ্ধনং নাম
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৬

যায়, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া দেবগণ যাঁহার গুণ গান করেন, শত তালবৃক্ষের ন্যায় যাঁহার পাদ-পরিমাণ এবং যিনি মনোহর হাবভাব-সহকারে নৃত্য করেন, সেই চণ্ডেশ্বরের পদে প্রণাম করি। ৩৫

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শক্র চন্দ্রকোটিসমপ্রভাঃ।
সদাশিবসমুদ্ভূতাঃ শান্তরূপা মনোহরাঃ॥ ১
রোদসীং চতুরোস্তাস্য বীণাহস্তাঃ সমাগতাঃ।
শম্ভুনা সহিতাঃ শক্র নানাভাবসমন্বিতাঃ॥ ২
সরোজাদ্যৈর্বিচিত্রৈশ্চ বর্ত্তনীভিঃ সুবর্ত্তিতৈঃ।
ভ্রূলতোৎক্ষেপবিভ্রান্তৈ-শ্চলতালৈ রসান্বিতৈঃ॥ ৩
নানাঙ্গহারললিতৈ-শ্চতুরস্রৈঃ সরক্ষসৈঃ।
উৎপলাদ্যৈর্দ্রুতৈর্মন্দৈ-স্ত্রিরুন্নতরসান্বিতৈঃ॥ ৪
অধোর্দ্ধবলিতাপাত-বেপাদ্বলনমাগতৈঃ।
বাহুভির্যাতপ্রক্ষিপ্তা প্রয়ান্তি শিবিকাদিশাম্॥ ৫
দৃষ্ট্বা সনাথমাকারাঃ করাম্ভোজ-বিনির্ম্মিতাঃ।
পূরয়ন্ত্যম্বরং শক্র চারুচারীলতালতাঃ॥ ৬
উৎক্ষেপদণ্ডপাদাব্জৈর্ভানোঃ সান্দ্রৈর্নভস্তলে।
নিরুদ্ধং স্যন্দনং সাশ্বং বিপরীতগতিস্থিতম্॥ ৭
চরণস্থানসূচিভির্নাগাঃ পদতলে স্থিতাঃ।
গুরু পীড়ন্তি ফণিনো বমন্তি গরলমসৃক্॥ ৮
সমানং ভোগভাবস্ত বিষজালম্বিচূর্ণিতাম্।
নাগরাজকুলান্যষ্টৌ স্বস্থানং বিনিহায় তু।
বিদ্রুতানি সুতস্থানি ভীতানি তবলানি তু॥ ৯
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তি মূর্চ্ছাকুলিতমানসাঃ।
শেষো গুরুভারাক্রান্তো যাতি মোহং মুহুর্মুহুঃ॥ ১০

ভগবান্ বলিলেন,—হে শক্র! এই সময়ে কোটিচন্দ্র-সদৃশ প্রভাবতী, সদাশিব-সমুদ্ভূতা শক্তিদেবী বীণাহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপ অতি মনোহর এবং শান্ত। তিনি শম্ভুর সহিত নানাভাব-সহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১-২

কখন বিচিত্র পদ্মবন্ধ করিয়া, কখন ইতস্ততঃ ভ্রূলতা বিক্ষেপ করিয়া, কখন বা নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া, কখন বা উর্দ্ধে এবং কখন অধোদেশে পাদ-বিক্ষেপ করিয়া, কখন বা ইতস্ততঃ হস্তবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৩-৫

এইরূপ নৃত্য করাতে নভস্তলে সূর্য্যের রথগতি রুদ্ধ হইল, পদভারাক্রান্তা মেদিনীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ফণিগণ আপনাদের ফণা সকল সঙ্কুচিত করিয়া গরল ও রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করিল। ৬-৮

অষ্টনাগরাজ স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল, অনন্তদেব গুরুভারাক্রান্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৯-১০

তথা মেঘানি ঋক্ষাণি গ্রহাণি বিবিধানি চ।
স্থানচ্যুতানি সর্ব্বাণি তান্ দৃষ্ট্বা হর্ষিতানি চ ॥ ১১
নভঃস্থিতানি মুঞ্চন্তি স্রগ্‌মালানি সহস্রশঃ।
নৃত্যারম্ভৈঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে পরমানন্দমাগতাঃ ॥ ১২
এবং নানাপ্রকারৈস্তু ভাবাভাববিলাসজৈঃ।
গণৈ রুদ্রৈঃ সমুৎপেতা যোগিনীভিঃ সমন্বিতাঃ ॥ ১৩
বেতালৈ রাক্ষসৈগু হ্যৈঃ ক্রীড়য়িত্বা গভস্তয়ঃ।
রুদ্রং সংপূজয়িত্বা তু পূরতঃ সংব্যবস্থিতঃ ॥ ১৪
তদা তুষ্টেন দেবেন পূজয়িত্বা তু শক্তয়ঃ।
এবমুক্তাস্তু তা দেব্যঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ ॥ ১৫
পূজ্যাঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু ব্রহ্মাদ্যৈর্মনুজৈরপি।
জগতঃ পালনার্থায় নির্ম্মিতাঃ কারণেচ্ছয়া ॥ ১৬
কারণং তৎপরা শক্তির্যাসাবাদ্যা অনাময়া।
ব্রহ্মাদ্যা অসৃজন্ শক্র বয়ং রুদ্রাস্তথৈব চ।
উৎপত্তিস্থিতিনাশায় ক্রমশঃ সা নিযোজয়েৎ ॥ ১৭
অকামেন তু দেবস্য যথা সূর্য্যস্য অংশবঃ।
পুণ্ডরীকবিবোধায় ক্রমসঙ্কোচনায় চ ॥ ১৮
এবং সা সর্ব্বকার্য্যাণাং প্রবৃত্তয়ে নিবৃত্তয়ে।
ন চাদি ন চ মধ্যান্তা বস্তুমাত্রেণ সংস্থিতা ॥ ১৯
তস্যেচ্ছা শম্ভুনা উক্তা পূজ্যা মর্ত্ত্যে ভবিষ্যথ।
ঈপ্সিতাংশ্চ যথাকামান্ ভক্তানাং সংপ্রদাস্যথ ॥ ২০

গ্রহগণ সকেল স্থানচ্যুত হইতে লাগিল। বিমান-চারিগণ আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিতে লাগিল। ১১-১২

এইরূপে শক্তিগণ, রুদ্রগণ, প্রমথগণ, যোগিনীগণ, বেতাল, রাক্ষস এবং গুহ্যগণের সহিত পরমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করিয়া অবশেষে তাঁহারা সকলে দেব-মহেশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৩-১৪

মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া শক্তিগণের যথোচিত সম্মানাদি করিয়া বলিলেন,—হে দেবীগণ! তোমরা সকল লোকের মাতৃস্বরূপ। ১৫

ব্রহ্মা অবধি মনুষ্যগণ পর্য্যন্ত সকলেই সকল কার্য্যে তোমাদের পূজা করিবে। তোমরা জগতের পালনার্থে নির্ম্মিতা হইয়াছ। ১৬

তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই আদ্যাশক্তি জগতের কারণ। হে শক্র! ইনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের জন্য ব্রহ্মা, রুদ্র এবং আমাকেও সৃষ্টি করেন। ১৭

সূর্য্যমরীচি যেরূপ পুণ্ডরীকসমূহের বিকাশ এবং সঙ্কোচের স্বাভাবিক কারণ, সেইরূপ দেবী আদ্যাশক্তি সর্ব্ব কার্য্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্ত নাই। তিনি বস্তুমাত্রেই বর্ত্তমান আছেন। ১৮-১৯

অনন্তর মহেশ্বর শক্তিগণকে বলিলেন যে, মর্ত্ত্যলোকে তোমাদের পূজা হইবে এবং তোমরা ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। ২০

তদা যা যস্য চোৎপন্না তেন সা স্তবিতা বিভো।
ব্রহ্মণা শিবস্কন্দেন ময়া বৈবস্বতেন চ ॥ ২১
ইন্দ্রেণ সর্ব্বদেবৈস্তু রুদ্রদেব্যস্তু পূজিতাঃ।
লোকপালৈগ্র্হৈর্নাগৈর্দানবৈশ্চ প্রপূজিতাঃ ॥ ২২
তথা শক্রাদিভির্দেবৈ-রেতন্মাতৃস্তবং কৃতম্ ॥ ২৩
প্রচণ্ডমণিকুণ্ডলং ভ্রূকুটিভাসুরোগ্রাননং,
করালমতিভীষণং বিকৃতবেশমত্যুল্বণম্।
জ্বলৎপরশুবল্লকী-ডমরুমুণ্ডখট্বাঙ্গিনং,
নমামি বৃষভস্থিতাং ত্রিনয়নাং মহাভৈরবীম্ ॥ ২৪
সিতপ্রবরপঙ্কজে ভ্রমরবৃন্দনাদাকুলে,
সদা বিমলবিস্তৃতে বিপুলরাজহংসস্থিতাম্।
স্থিতিং প্রবরবিরাজতে ঋষিকুলোপসংসেবিতা
নমামি শিরসা পিতামহসমুদ্ভবাং মাতরম্ ॥ ২৫
শরচ্ছশিশতোজ্জ্বলাং তুহিনশঙ্খকুণ্ডপ্রভাং,
স্ফুরৎকিরণভাষিতাং সিতবৃষাসনস্থিতাম্।
জটাবিকটজূটকে দধতি চন্দ্রলেখান্তু যাং,
নমামি ত্রিশিখায়ুধাং প্রমথনাথদেহোদ্ভবাম্ ॥ ২৬
ময়ূরবরগামিণীং দরদশুদ্ধবর্ণোৎকটাং,
বর্ণব্ধ চরণং কলিতঘণ্টিকাং নিশিতশক্তিহস্তোদ্যতাম্।
প্রভাসিকররশ্মিভির্ঝনঝনায়মানাংশুকাং,
নমামি গুহসম্ভবাং ত্রিদশশত্রুনির্ণাশনীম্ ॥ ২৭

অনন্তর দেবগণ সকলে স্ব স্ব শক্তির স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, স্কন্দ, যম, ইন্দ্র এবং আমি আমরা সকলে রুদ্রশক্তির পূজা করিলাম এবং সমস্ত লোকপাল, গ্রহ ও সর্পগণ দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ২১-২২

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে মাতৃস্তব করিতে লাগিলেন। ২৩

যাঁহার কর্ণে প্রচণ্ড মণিকুণ্ডল, মুহুর্মুহুঃ ভ্রূভঙ্গে যাঁহার মুখমণ্ডল অতিভীষণ, যিনি উগ্রস্বভাবা এবং বিকৃতবেশা, পরশু, বল্লকী, ডমরু, মুণ্ড এবং খট্বাঙ্গ যাঁহার হস্তে বিরাজিত, যিনি বৃষবাহনা এবং ত্রিনয়না, সেই মহাভৈরবীর চরণে প্রণাম করি। ২৪

ভ্রমর-বৃন্দানুনাদিত, বিমল এবং বিস্তৃত শ্বেত-পদ্মাসনে যিনি বিপুল রাজ-হংসে আরোহণ করিয়া আছেন, ঋষিগণ সর্ব্বদা যাঁহার সেবা করেন, সেই পিতামহ-সমুদ্ভূতা মাতৃপদে প্রণাম করি। ২৫

যিনি শরৎকালীনচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, হিম, শঙ্খ এবং কুন্দ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি আপনার কিরণে আপনিই সমুজ্জ্বল, যিনি বৃষাসনা, জটাজূটে যিনি চন্দ্রলেখা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার আয়ুধ ত্রিশূল, সেই প্রমথ-নাথ-সমুদ্ভূতা মাতৃপদে প্রণাম করি। ২৬

যিনি ময়ূর-গামিনী, যাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ হইলেও উৎকট চরণে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা এবং হস্তে শাণিত শক্তি যাঁহার অংশুকপ্রভা ঝলমল করিতেছে, সেই ত্রিদশ-শত্রুনাশিনী গুহসম্ভবা শক্তির চরণে প্রণাম করি। ২৭

তসীপ্রচয়চান্দ্রপ্রভৃতকুসুমা পুঞ্জোপমাং
গদামুষলধারিণীং ধনুঃশঙ্খচক্রায়ুধাম্।
গরুত্মরথসংস্থিতাং বিপুলপুণ্ডরীকেক্ষণাং,
নমাম্যজিতসম্ভবাং বিপুলসিদ্ধিদাং বৈষ্ণবীম্॥ ২৮
প্রভিন্নঘনকজ্জলচ্ছবিং বরাহরূপাননাং,
কৃপাণকরভাসুরাং পরিঘ-কালপাশোদ্যতাম্।
কৃতান্ততনুসম্ভবাং প্রলয়-মেঘঘোরস্বরাং,
মহামহিষবাহিনীং শূকরীং নমাম্যাদরাৎ॥ ২৯
বিশুদ্ধকনকপ্রভাং চকিত-বিদ্যুদুল্কোপমাং,
করীন্দ্ররবসঙ্কুলাং বিবিধ-ভূষণৈর্ভূষিতাম্।
স্ফুরৎকুলিশধারিণীং সুরসমূহসংপূজিতাং,
নমামি বরদায়িকাং বিপুল-ভোগদাং শক্রজাম্॥ ৩০
দিবাকরশতপ্রভাং সিত-কপাল-মালাধরীং,
করালদশনাননাং প্রলয়রবীব পিঙ্গেক্ষণান্।
বরতনুধারিণীং রুধিরমাংসমেদঃপ্রিয়াং
নমামি শিবসংস্থিতাং শরণদাং মহোগ্রায়ুধাম্॥ ৩১
চলচ্ছ্রবণচামরপ্রহতষট্পদারাবিতং
কপোলমদবারিণা দশদিশান্তরামোদয়ন্।
গজেন্দ্রবদনাং শুভাং সকলবিঘ্নবিধ্বংসনীং,
নমামি গণনায়িকাং প্রমথনাথদেহোদ্ভবাম্॥ ৩২

অতসী-কুসুমপুঞ্জের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যাঁহার হস্তে গদা, মুষল, ধনু, শঙ্খ এবং চক্র, যিনি গরুড়ারূঢ়া, বিকসিতপুণ্ডরীকের ন্যায় যাঁহার লোচন, সেই সিদ্ধিদায়িনী বৈষ্ণবীশক্তির চরণে প্রণাম করি। ২৮

ঘন কজ্জলরাশির ন্যায় যাঁহার অঙ্গচ্ছবি এবং বরাহের ন্যায় মুখমণ্ডল, যাঁহার হস্তে কৃপাণ, পরিঘ এবং কালপাশ, প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় যাঁহার গম্ভীর শব্দ, যিনি মহিষবাহন, কৃতান্ততনু-সম্ভবা সেই শক্তিপদে প্রণাম করি। ২৯

বিদ্যুৎ, উল্কা এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি বিবিধভূষণে ভূষিতা হইয়া করীন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন, যাঁহার আয়ুধ বজ্র, সুরগণ যাঁহার পূজা করেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি বরদায়িকা এবং বিপুলভোগদায়িকা, সেই ইন্দ্রশক্তির চরণে প্রণাম করি। ৩০

শত শত সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার জ্যোতি, যিনি শুভ্র কপালমালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি করালবদনা, প্রলয়-সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহার তনু অতি মনোহর, রুধির, মাংস এবং মেদ যাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, যিনি উগ্রায়ুধ ধারণ করিয়াছেন, সেই উগ্রশক্তির পদে প্রণাম করি। ৩১

যিনি চঞ্চল শ্রবণযুগল দ্বারা ভ্রমরবাধা নিরাকরণ করিতেছেন, যাঁহার কপোলদেশ-ক্ষরিত মদগন্ধে দশদিক্ আমোদিত হয়, যিনি গজেন্দ্রবদনা, যিনি সকল বিঘ্ন বিনাশ করেন, সেই গণনায়িকা শক্তির চরণে প্রণাম করি। ৩২

স্ফুটপ্রকটবিক্রমং সকললোকপালার্চ্চিতং,
সুরারিকুলনাশনং প্রণতপাপদুঃখাপহম্ ।
নরে যমতিমাতরং স্তুবতি সর্ব্বদেবস্তুতা
অবাপ্য বিপুলং সুখং ব্রজতি মাতৃলোকং পরম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধে মাতৃস্তবো নাম
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

যাঁহাদের অতুলবিক্রম, সমস্ত লোকপালগণ যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা অসুরগণকে বিনষ্ট করেন, যাঁহারা ভক্তের দুঃখ ও পাপ বিনষ্ট করেন, সেই মাতৃগণের যে ব্যক্তি স্তব করে, সে অতুল-সুখ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মাতৃলোকে গমন করে ॥ ৩৩

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

দেবৈঃ (১) শিবাগমৈস্ত্বেতাঃ পূজিতাস্তু মুমুক্ষুভিঃ।
গারুড়ে ভূততন্ত্রে চ কালতন্ত্রে চ পূজিতাঃ॥ ১
সাধ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি চিন্তামণিসমা শিবা।
পাষণ্ডিভির্বিষ্যৈস্তু বৌদ্ধগারুড়বাদিভিঃ॥ ২
স্বধর্ম্মনিরতৈর্বৎস স্বেন ন্যায়েন পূজিতাঃ।
যেন যেন হি ভাবেন পূজয়ন্তি মনীষিণঃ॥ ৩
তেন তেন ফলং দদ্যুর্দ্বিজানামন্ত্যজামপি।
বিবাহমঙ্গলৈঃ কার্য্যে দৈবগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ॥ ৪
মর্ত্ত্যলোকেঽপি পূজ্যন্তে দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থিভিঃ॥ ৫
যৎকিঞ্চিদ্ বাঙ্ময়ং লোকে দৃশ্যাদৃশ্যং চরাচরম্।
তৎ সর্ব্বং শক্তিভির্জাতং শক্র নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৬
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ বাসব।
যোন্যস্ত্বেতাঃ সমাখ্যাতাঃ শিবেনানন্তরূপিণী॥ ৭
উৎপত্তিস্থিতিসংহারং বন্ধমোক্ষবিচেষ্টিতম্।
স্বর্গাপবর্গনিরয়ং সর্ব্বমস্মাৎ প্রবর্ত্ততে॥ ৮
অনন্তমাদিতঃ কৃত্বা যাবৎ পাদাক্ষগোচরম্।
শক্তিভিস্তু ততঃ সর্ব্বং ঘৃতেন তু পয়ো যথা॥ ৯
তস্মাৎ ত্বমপি দেবেন্দ্র কর্ম্মযজ্ঞেন পূজয়।
হেমরুক্মপ্রবালোত্থ-চিত্রকাষ্ঠৈষ্টশৈলজাঃ।
পূজিতা বিধিনা বৎস সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥ ১০

ভগবান্ বলিলেন—যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যদি বেদ, আগম, গারুড়, ভূততন্ত্র কিংবা কালতন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত মাতৃগণের পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বকার্য্য সাধন করেন। কি পাষণ্ড, কি বৌদ্ধ, কি গারুড়বাদী, স্বধর্ম্ম-নিরত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ করে। ১-৩

ব্রাহ্মণ হউক, কিংবা চণ্ডাল হউক, যে যেভাবে পূজা করিবে, তদনুসারে ফল প্রাপ্ত হইবে। দেব, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ বিবাহ-মঙ্গলে ইহাঁদের পূজা করেন। ৪

মনুষ্যলোকেরও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-কামনায় ইহাঁরা পূজিত হন। ৫

হে শক্র! এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে শক্র, ইহাতে সংশয় নাই। ৬

দেবতা, পিতৃগণ এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকলেরই কারণ—শক্তি, এই শক্তি হইতেই উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, বন্ধন, মোক্ষ, চেষ্টা, স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হয়। ৭-৮

একবিন্দু ঘৃত যেরূপ জলমধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া যায়, সেইরূপ এই শক্তি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছেন। ৯

১। বেদৈরিতি বা পাঠঃ।

যো দেবমাতরোৎপত্তিং শিবশক্তিবিজৃম্ভিতম্।
রুরুদৈত্যেন্দ্রমথনং ভক্ত্যা সংকীর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ১১
শৃণুয়াদ্ যঃ পঠেদ্বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ॥ ১২
ইহৈব জায়তে শক্র অন্তে চ পরমং পদম্।
শ্রবণাচ্চ অবাপ্নোতি সর্ব্বদানব্রতাদিকম্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে রুরুবধসমাপ্তি-
র্নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

হে দেবেন্দ্র! অতএব তুমিও কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারা পূজা কর। হে বৎস! স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, চিত্র, কাষ্ঠ, প্রস্তর ইত্যাদি যে কোন বস্তু দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ১০

যে ব্যক্তি মাতৃগণের উৎপত্তি, শিবশক্তির প্রভাব ও রুরু-দৈত্যবধ কীর্ত্তন করিবে অথবা শ্রবণ কিংবা পাঠ করিবে, তাহার সমুদয় বাধা বিনষ্ট হইবে। ইহলোকে সর্ব্বকামনা লাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। শ্রবণ মাত্র করিলেও সকল দানের এবং সকল ব্রতাদির ফল প্রাপ্ত হইবে। ১১-১৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

যেনোপায়েন সর্ব্বেষাং দেবী সর্ব্বফলপ্রদা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদ আত্মাশ্রিতং ফলম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

আশ্বিনে অথবা মাঘে চৈত্রে বা শ্রাবণেঽপি বা।
কৃষ্ণাদারভ্য কর্ত্তব্যং ব্রতং শুক্লাবধিং হরে ॥ ২
অষ্টমী চাশ্বিনে কৃষ্ণা একভক্তেন কারয়েৎ।
মঙ্গলারূপিণীং দেবীমথবা রুরুঘাতিনীম্ ॥ ৩
পূজয়েন্নরভেদেন গন্ধমাল্যনিবেদনৈঃ।
কন্যকা ভোজয়েদ্বৎস দেবীভক্তাংশ্চ মানবান্ ॥ ৪
নক্তেন নবমী কার্য্যা অযাচন্ দশমীং ক্ষপেৎ।
উপবাসমেকাদশ্যাং পুনরেবং বিধির্ভবেৎ ॥ ৫
যাবচ্ছুক্লাষ্টমী শক্র উপবাস্যা বিধানতঃ।
স্নানহোমজপং পূজা কন্যাভোজ্যন্তু প্রত্যহম্ ॥ ৬
কর্ত্তব্যং জিতদ্বন্দ্বেন দেব্যা ভক্তিরতেন চ।
নবম্যাং পশুঘাতন্তু মহিষাদি অজাবিকম্ ॥ ৭
কর্ত্তব্যং ভূতবেতাল ন চ আত্মনি কাম্যয়া।
অন্যা অলঙ্কৃতাস্তত্র দ্বিজা দেব্যাঃ পরায়ণাঃ ॥ ৮

শক্র বলিলেন,—যে উপায়ে পূজা করিলে দেবী সর্ব্বকামনা-ফল দান করেন, এক্ষণে তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র অথবা শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে আরম্ভ করিয়া শুক্লপক্ষ পর্য্যন্ত ব্রত করিবে। ২

আশ্বিন মাসের যে কৃষ্ণাষ্টমী, ঐ দিবস একভক্ত হইয়া গন্ধ, মাল্য এবং অন্যান্য উপচার দ্বারা মঙ্গলারূপিণী অথবা রুরুঘাতিনী দেবীর পূজা করিবে। ৩

দেবীভক্ত ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। ৪

নবমীর দিন নক্তব্রত করিয়া এবং দশমীর দিন অযাচিত বৃত্তি করিয়া কাটাইবে এবং একাদশীর দিন উপবাস করিবে। ৫

এই নিয়মানুসারে ক্রমে চলিতে হইবে। শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই নিয়মে থাকিয়া সেই দিবস উপবাস করিবে। স্নান, হোম, জপ, পূজা এবং কুমারী-ভোজন প্রত্যহ করিতে হয়। ৬

জিতদ্বন্দ্ব এবং ভক্ত ব্যক্তি এইরূপে পূজা করিবে। নবমীতে অজ, মেষ এবং মহিষাদি পশুবধ করিয়া ভূত ও বেতালগণের বলি উপহার দিতে হয়। আত্মার্থে পশুবধ করা অতি গর্হিত। এইরূপ দেবীভক্ত ব্রাহ্মণ সকলে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, নট, নর্ত্তক এবং দর্শকগণের সহিত দেবীর রথযাত্রা মহোৎসব করিবে। ৭-৮

নটনর্ত্তকপ্রেক্ষাশ্চ রথযাত্রাং সজাগরাম্ ।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা সর্ব্বেষামপি ভক্তিনা ॥ ৯
মহাভৈরবরূপাণা-মস্থিমালাধরা নরাঃ ।
পূজনীয়া বিশেষেণ বস্ত্রশোভা পুরাদিষু ॥ ১০
কর্ত্তব্যা সর্ব্বকামার্থ-প্রাপণায় সুরোত্তম ।
অনেন বিধিনা শক্র যদৃচ্ছং লভতে ফলম্ ॥ ১১
মঙ্গলা ভৈরবী দুর্গা বারাহী ত্রিদশেশ্বরী ।
উমা হৈমবতী কন্যা কপালী কৈটভেশ্বরী ॥ ১২
কালী ব্রাহ্মী মহেশী চ কৌমারী মধুসূদনী ।
বারাহী বাসবী চর্চ্চা নামান্যেতান্ জপেন্নরঃ ॥ ১৩
পূজয়েদ্ ভোজয়েৎ কন্যাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ।
বস্ত্রালঙ্কারকাঞ্চ্যাদি-কটকাঃ কটিসূত্রকাঃ (১) ॥ ১৪
দাতব্যা আত্মনঃ শক্ত্যা দেবীভক্ত্যা সুখার্থিভিঃ ।
অথবা নব রাত্রাণি সপ্ত পঞ্চ ত্রিরেকধা ॥ ১৫
একভক্তেন নক্তেন উবাচ (২) উপবাসনৈঃ ।
ক্ষপয়েদাশ্বিনে শক্র যাবচ্ছুক্লা তু অষ্টমী ॥ ১৬
পূজয়েন্মঙ্গলাং তত্র মণ্ডলে বিধিকল্পিতে ।
সর্ব্বসম্ভাবসম্পন্নে সর্ব্ববিধিবিধায়কে ॥ ১৭
সর্ব্বকামপ্রদে শক্র সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ।
অর্থকামস্য অর্থন্তু রাজ্যকামস্য রাজ্যদম্ ॥ ১৮

ঐ দিবস দরিদ্রগণকে যথাশক্তি ধন দান করিবে। ৯

যাহারা মহাভৈরব-রূপ ধারণ করিয়া গলদেশে অস্থিমালা ধারণ করে, বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদের সবিশেষ পূজা করা উচিত। ১০

হে শক্র! এইরূপে পূজা করিলে যথেষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়। ১১

মঙ্গলা, ভৈরবী, দুর্গা, বারাহী, ত্রিদশেশ্বরী, উমা, হৈমবতী, কন্যা, কপালী, কৈটভেশ্বরী, কালী, ব্রাহ্মী, মহেশী, কৌমারী, মধুসূদনী, বারাহী, বাসবী, চর্চ্চা এই সকল নাম জপ করিবে। ১২-১৩

শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া কুমারী ভোজন করাইবে ও তাহাদিগকে শক্তি-অনুসারে বস্ত্র, অলঙ্কার, কাঞ্চন, কটক, কণ্ঠসূত্র এবং কটিসূত্রাদি দান করিবে। ১৪

হে শক্র! অথবা নবরাত্র, সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র কিংবা এক রাত্র কাল একভক্ত, নক্তব্রত, অযাচিত কিংবা উপবাস করিয়া শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত থাকিবে। ১৫-১৬

পরে সেই রূপে যথাবিধি সর্ব্বসম্ভাবসম্পন্ন মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দেবী সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। ১৭

অর্থকামী অর্থ, রাজ্যকামী রাজ্য, পুত্রকামী পুত্র এবং আরোগ্যকামী আরোগ্য লাভ করে। অধিক কি, ইহা দ্বারা মহাপাতক বিনষ্ট হয়। স্ত্রী,

---

১। কীটসূত্রকা ইতি পাঠান্তরম্।

২। অযাচিতেতি পাঠান্তরম্।

পুত্র-আরোগ্যদং বৎস মহাপাতকনাশম্ ।
সর্ব্ববর্ণৈশ্চ কর্ত্তব্যং পুংস্ত্রীবালনপুংসকৈঃ ॥ ১৯
সর্ব্বগা সর্ব্বদা দেবী যস্মাচ্ছক্র মহাফলা ।
অনয়া বিধিনা বৎস দদতে অবিচারণাৎ ॥ ২০
সর্ব্বেষাঞ্চৈব যোগানাং সর্ব্বব্রতমহাফলম্ ।
নবম্যাখ্যং মহাপুণ্যং তব সম্যক্ প্রকাশিতম্ ॥ ২১
নাখ্যেয়ং ভক্তিহীনস্য মূর্খস্যাহিতবাদিনে ।
দেয়ং ভক্তায় শান্তায় শিববিষ্ণুরতায় চ ॥ ২২
দেবীভক্তঃ সদাচারঃ কন্যাপূজারতো নরঃ ।
ইহৈব সর্ব্বকামানি লভতে অবিচারণাৎ ॥ ২৩
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন চ শত্রুভয়ং ভবেৎ ॥ ২৪
সঙ্গরে বিজয়ো নিত্যং মহানেকোঽপি জায়তে ।
শ্রবণাৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি লভতে অবিচারণাৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে অষ্টমীনবমীব্রতং
নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, নপুংসক প্রভৃতি সকলেই এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এইরূপ পূজা করিবে ; কেননা দেবী সর্ব্বদা সর্ব্বগামিনী । ১৮-১৯

তাঁহার নিকট ভালমন্দ বিচার নাই, ভক্তি করিলেই তিনি অভীষ্ট দান করেন । ২০

সকল যোগের ও সমস্ত ব্রতের মহাফলদায়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নবমীব্রত তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম । ২১

ভক্তিহীন, মূর্খ এবং হেতুবাদী ব্যক্তিকে ইহা কদাচ বলিবে না । যে ব্যক্তি ভক্ত, শান্ত, শিবভক্ত এবং বিষ্ণুভক্ত, যে ব্যক্তি সদাচার-সম্পন্ন এবং দেবীর ভক্ত এবং যে ব্যক্তি কন্যাপূজাদিতে নিরত, তাহাদের নিকটেই ইহা প্রকাশ্য । ইহা দ্বারা ইহলোকে সর্ব্বকামনা লব্ধ হয়, । ২২-২৩

আধি, ব্যাধি কিংবা শত্রুভয় কিছুই থাকে না, যুদ্ধে বিজয় হয় এবং একাকী হইলেও সে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে । ইহা শ্রবণ মাত্র করিলেও সর্ব্বকামনা লাভ হয় । ২৪-২৫

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

যদ্যেবং সর্ব্বদেবানাং পরমা মাতরো বিভো।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তেষাঞ্চ বিধিপূজনম্॥ ১
কানি পুষ্পাণি দানানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
যেন সংপূজিতা দেব্যঃ ক্ষিপ্রং শীঘ্রফলপ্রদাঃ॥ ২
লোকানামুপকারায় অস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ।
এতদেব যথাদেশং কথয় নঃ প্রসাদতঃ॥ ৩
এবং পূর্ব্বং নৃপশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুঃ শক্রেন পৃষ্ঠবান্।
তৎসমাজ্ঞায় শক্রস্য ব্রহ্মণা কথিতং যথা।
তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাতত্ত্বার্থপরাগ॥ ৪

অগস্ত্য উবাচ—

পুরে বা যদি বা গ্রামে নগরে খেটকেঽপি বা।
দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থিভিঃ পূজনীয়াস্ত মাতরঃ॥ ৫
একলিঙ্গনদীতীর-দ্রুমশৈলবনেঽপি বা।
পূজিতাঃ সর্ব্ববিদ্যানাং সাধনায় ফলপ্রদাঃ॥ ৬
গৃহে চত্বরে হট্টান্তে পূজিতা ধনপুত্রদাঃ।
নগরদ্বারপূর্ব্বাদ্যা বৃদ্ধিরাজ্যসুখার্থদাঃ॥ ৭
গঙ্গাতীরেঽথবা বিন্ধ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ।
বেদপর্ব্বতশ্রীশৈলে কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতাদিষু॥ ৮

শক্র বলিলেন,—বিভো! মাতৃগণ সর্বদেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা শুনিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের পূজাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

কি কি পুষ্প দান করিতে হয় এবং কি নিয়মে পূজা করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়,—লোক সকলের উপকারার্থ এবং আমারও বিশেষ উপকারার্থ যথাযথ তাহাই বর্ণনা করুন। ২-৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৪

পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমিও তোমার নিকটে বলিতেছি। ৪

অগস্ত্য বলিলেন,—পুরে, গ্রামে; নগরে, অথবা খেটকে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফল-কামনায় মাতৃগণের পূজা করিতে হয়। ৫

নদীতীরে; বৃক্ষতলে, পর্ব্বতে অথবা বনমধ্যে পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৬

গৃহে, চত্বরে অথবা হট্টমধ্যে পূজা করিলে ধনপুত্র লাভ হয়। নগরদ্বারে পূজা করিলে রাজ্যবৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি এবং অর্থলাভ হয়। ৭

গঙ্গাতীরে কিংবা বিন্ধ্যপর্ব্বতে পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। বেদ-পর্ব্বতে, শ্রীশৈল এবং কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে নিষ্কাম হইয়া পূজা করিলে আশু ফল লাভ হয়, আর অন্য সর্ব্বত্রই পূজা করিলে কালান্তরে ফলপ্রাপ্তি হয়। কালাগ্নি

মোক্ষদা শিবদা বৎস নিষ্কামাঃ ফলবাঞ্ছিতাঃ।
এতে স্থানাঃ সমাখ্যাতা আশুফলসমীহকাঃ ॥ ৯
কালান্তরফলা দেব্যঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ।
কালাগ্নিশিবপর্য্যন্তা যেষাং ব্যাপ্তির্মহাত্মনাম্ ॥ ১০
তা যত্র যত্র পূজ্যন্তে তত্রৈব ফলদায়কাঃ।
সর্ব্বদেবনুতা দেব্যঃ সর্ব্বদেবপ্রসূতয়ঃ ॥ ১১
শিবাদ্যা যাভির্জায়ন্তে কস্তা ন প্রতিপূজয়েৎ।
যাঃ সুতাঃ প্রথমং শম্ভু-ব্রহ্মবিষ্ণুবিবস্বতঃ ॥ ১২
আদিত্যচন্দ্রবরুণান্ কস্তা ন প্রতিপূজয়েৎ।
তাসাঞ্চ শুভঋক্ষাহে দারুমানীত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৩
মণিমৌক্তিক-বৈদূর্য্য-কাষ্ঠচন্দনবন্দনাঃ।
মধূকপাথবিল্বা অশোক-তিন্দুকশিংশপাঃ ॥ ১৪
শৈলপার্থিবহেমোত্থা স্তাবদ্ধাতু শুভপ্রদাঃ।
তদ্বদ্বৈর্ঘটিতা বৎস তদ্বেদিভিঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫
তাশ্চোত্তরাননাঃ স্থাপ্যাঃ সর্ব্বকামফলেপ্সুভিঃ।
সর্ব্বশৈলেষ্টকাষ্টোত্থং গৃহং বাস্তুবিভাজিতম্ ॥ ১৬
বলভীমণ্ডপং বৎস মঠং বা স্থাপনে শুভম্।
গন্ধং নৈবেদ্যধূপেন বলিমাল্যবিভূষণৈঃ ॥ ১৭
অধিবাসনপূর্ব্বাস্তু তথা কার্য্যা যথাক্রমম্ (১)।
বেদধ্বনিমহাঘোষৈঃ স্ত্রীসঙ্গীতোপশোভিতম্ ॥ ১৮

শিব পর্য্যন্ত যাঁহারা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যেখানেই হউক না কেন, পূজা করিলেই সর্ব্ব ফল লাভ করেন। ইহাঁরা সর্ব্বদেবগণের প্রণম্যা এবং সর্ব্বদেবপ্রসূতি। ৮-১১

স্বয়ং মহেশ্বর পর্য্যন্ত যাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট হন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের পূজা করিতে অবহেলা করিবে? ১২

যাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যম, আদিত্য, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শুভ নক্ষত্রে কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া মূর্তি নির্ম্মাণ করিবে। ১৩

মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্য অথবা চন্দন, মধুক, বিল্ব, অশোক, তিন্দুক, শিংশপা এই সমস্ত কাষ্ঠ অথবা পাষাণ, মৃত্তিকা এবং স্বর্ণাদি দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে শুভপ্রদ হয়। উত্তমরূপে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিতে হয়। ১৪-১৫

দেবীর স্থাপন-গৃহ প্রস্তর ইষ্টক অথবা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, অথবা বলভী মণ্ডপ কিংবা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে স্থাপন করিবে। গন্ধ, নৈবেদ্য, ধূপ, বলি, মাল্য এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা পূর্ব্বে অধিবাস করিয়া স্থাপন করিবে। স্থাপনকালে বেদধ্বনি, উচ্চবাদ্য এবং স্ত্রীসঙ্গীতাদি করিতে হয়। ১৬-১৮

১। স্থাপনীয়াস্তু তদ্বিদৈরিতি বা পাঠঃ।

কর্ত্তব্যং স্থাপনং তেষাং বহুবাদিত্রনাদিতম্ ।
রাত্রৌ জাগরণং তত্র দেব্যাঃ পূজার্থবৃদ্ধয়ে ॥ ১৯
এবং প্রত্যুষি সংপ্রাপ্তে বলিং সন্ধ্যাসু দাপয়েৎ ।
যথা মাতৃগণাং পূজাং দেবদৈবতরূপিণম্ ॥ ২০
স্ত্রীসঙ্ঘাঃ কন্যকা বিপ্রাঃ পূজনীয়াঃ স্বশক্তিনা ।
মঠঞ্চ কারয়েৎ তত্র দেব্যাঃ পূজার্থবৃদ্ধয়ে ॥ ২১
সর্ব্বলক্ষণসংপূর্ণং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্ ।
বাপীকূপং তড়াগং বা বাটিকাবনশোভিতম্ ॥ ২২
বেশ্যাতূর্য্যোপসম্পন্নং ধ্বজচ্ছত্রবিভূষিতম্ ।
ঘণ্টাদর্পণদীপাঢ্যং দেয়ং দ্রব্যানুরূপতঃ ॥ ২৩
ঘটিকাযন্ত্রষষ্ট্যাদি দিনসংখ্যার্থসিদ্ধয়ে ।
কর্ত্তব্যানেকমেকং বা যথাকালপরিচ্ছদে ॥ ২৪
অনেন বিধিনা যস্তু মাতরং স্থাপয়েন্নরঃ ।
ইহৈব পূজনীয়স্তু মৃতো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৫
শেষে তস্য স্বকর্ম্মান্তা দাস্যো বেশ্যাদিকা গৃহে ।
তেঽপি যান্তি দিবং বৎস কিং পুনস্তস্য বান্ধবাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মাতৃপ্রতিষ্ঠামহাভাগ্যং
নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

রাত্রিকালে জাগরণ করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়া পূজা করিবে এবং সন্ধি সময়ে বলি প্রদান করিবে। পূজা শেষে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাশক্তি পূজা করিবে। দেবী পূজার নিমিত্ত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন এবং সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত মঠ প্রস্তুত করিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ ইত্যাদি খনন করিয়া এবং বৃক্ষবাটিকা দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন করিবে। ১৯-২২

তথায় তূর্য্য, ধ্বজ, ছত্র, ঘণ্টা, দর্পণ, দীপ ইত্যাদি বস্তু সকল সুসজ্জিত থাকিবে। দিনমান এবং ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি নির্ণয়ের জন্য বহু বা একটী ঘটিকা যন্ত্র এবং শঙ্কু-স্থাপনাদি কর্ত্তব্য। ২৩-২৪

যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে মাতৃস্থাপন করিবে, সে ইহলোকে পূজনীয় হইয়া মৃত্যুর পর পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ২৫

হে বৎস! সে ব্যক্তির বান্ধবদিগের কথা কি, দাসী এবং বেশ্যাদিও তৎকর্ম্ম ফলে স্বর্গ লাভ করে। ২৬

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বা স্ত্রিয়ঃ।
পূজয়েন্মাতরো ভক্ত্যা স সর্ব্বাল্লঁভতেপ্সিতান্ ॥ ১
মৃন্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা বিন্ধ্যে বা যস্তু পূজয়েৎ।
আত্মবিত্তানুসারেণ লভতে মৌলিকং(১) ফলম্ ॥ ২
একাং বা যদি বা দেবীং দেবং চ বল্লকীকরম্।
গজাননযুতং স্কন্ধং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩
ব্রাহ্মীঞ্চ বৈষ্ণবীং দেবীং কৌমারীং শক্রধর্ম্মজাম্।
পূজ্যমান অবাপ্নোতি ঐহিকং ফলমুত্তমম্ ॥ ৪
বৃষারূঢ়াং মহাদেবী ত্রিনেত্রাং শূলধারিণীম্।
পূজ্যমানো লভেদ্বৎস যং যমর্থমভীপ্সিতম্ ॥ ৫
যাং পূজ্য পূজ্যতাং যান্তি সর্ব্বলোকস্য বিদ্যয়া।
তাং পূজয় সদা মাতৃং ব্রহ্মবিষ্ণুনমস্কৃতাম্ ॥ ৬
ব্রহ্মাপি পূজয়েদ্ যাং বৈ বিষ্ণুর্দেবস্ত্রিলোচনঃ।
তাং পূজয় সদা দেবীং সুরশত্রুনিবর্হণীম্ ॥ ৭
দেব্যাবতারশাস্ত্রাণি রুদ্রবিষ্ণুভবানি চ।
বাচয়ন্ চিন্তয়ন্ বৎস ঈপ্সিতং লভতে ফলম্ ॥ ৮
যস্তু দেব্যা গৃহে নিত্যং বিদ্যাদানং প্রবর্ত্তয়েৎ।
স ভবেৎ সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পূজাপদং ব্রজেৎ ॥ ৯

অগস্ত্য বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকও যদি ভক্তি সহকারে মাতৃপূজা করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট-প্রাপ্তি হয়। ১

মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অথবা বিন্ধ্যপর্ব্বতে আত্মবিত্ত অনুসারে যে মাতৃপূজা করে তাহার মৌলিক-ফলপ্রাপ্তি হয়। ২

এক দেবী অথবা দেব এবং বীণাপাণি দেব, গণেশযুক্ত কার্ত্তিকেয়, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, কৌমারী এবং ঐন্দ্রী দেবীকে পূজা করিলে ঐহিক উত্তম ফল প্রাপ্তি হয়। ৩-৪

বৎস! বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী মহেশ্বরীকে পূজা করিলে, অভীষ্ট-প্রাপ্তি হয়। যাঁহাকে পূজা করিলে বিদ্যাবলে সর্ব্বপূজ্য হওয়া যায়, সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-নমস্কৃতা মাতাকে সতত পূজা কর। ৫-৬

যাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও পূজা করেন, সুরশত্রুনাশিনী সেই দেবীকে তুমি পূজা কর। ৭

দেবী, শিব বা বিষ্ণুর অবতার-কথাময় শাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা করিলে ঈপ্সিত-ফল-প্রাপ্তি হয়। ৮

যে ব্যক্তি নিত্য দেবীগৃহে বিদ্যাদান করে, সর্ব্বলোক-পূজ্য হইয়া পূজার ফল প্রাপ্তি ঘটে। ৯

১। যৌক্তিকমিতি পাঠান্তরম্।

মাতরাপুরতো যস্তু বসোর্দ্ধারাং প্রদাপয়েৎ।
পৃথিব্যামেকরাড়্‌বৎসে ইহ চৈব ভবেন্নরঃ॥ ১০
ছত্রং বাথ প্রপাং বহ্নিং প্রাবৃড়্‌গ্রীষ্মহিমাগমে।
কারয়েন্মাতৃপুরতঃ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১১
বিদ্যাদানং প্রবক্ষ্যামি যেন তুষ্যন্তি মাতরঃ।
লিখ্যতে দীয়তে যেন বিধিনা তং শৃণুষ্ব নঃ॥ ১২
সিদ্ধান্তমোক্ষশাস্ত্রাণি বেদান্ স্বর্গাদিসাধকান্।
তদঙ্গানীতিহাসানি দেয়া ধর্ম্মবিবৃদ্ধয়ে॥ ১৩
গারুড়ং বালতন্ত্রঞ্চ ভূততন্ত্রাণি ভৈরবম্।
শাস্ত্রাণি পঠনাদ্দানান্মাতরঃ ফলদা নৃণাম্॥ ১৪
জ্যোতিষং বৈদ্যশাস্ত্রাণি কলা কাব্যং শুভাগমান্।
দানাদারোগ্যমাপ্নোতি গান্ধর্ব্বং লভতে পদম্॥ ১৫
বিদ্যাভ্যো বর্ত্ততে লোকো ধর্ম্মাধর্ম্মঞ্চ বিদ্যতে।
তস্মাদ্বিদ্যা সদা দেয়া দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থিভিঃ॥ ১৬
মহীদানঞ্চ গোদানং হেমবস্ত্রতিলা জলম্।
ধান্যদীপান্নদানঞ্চ মহাদানানি দানসু॥ ১৭
ইহ প্রক্ষীয়তে দানং দীয়মানং নরাধিপ।
বিদ্যাবৃদ্ধিমবাপ্নোতি দীয়মানাপি নিত্যশঃ॥ ১৮
একোচ্চারেণ ভূদানং দত্তং ভবতি ভূমিপ।
নহি তদ্বিদ্যতে ভূপ দেহপাতাদনন্তরম্॥ ১৯

বৎস! মাতৃদেবতা-সম্মুখে বসুধারা প্রদান করিলে পৃথিবীতে ঐকাধিপত্য লাভ হয়। ১০

মাতৃসম্মুখে বর্ষায় ছত্র দান, গ্রীষ্মে জলসত্র এবং শীতে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিলে সর্ব্ব অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। ১১

যাহাতে মাতৃগণ সন্তুষ্ট হন, সেই বিদ্যাদানের কথা বলিতেছি; লেখন এবং দান সম্বন্ধে বিধি আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২

সিদ্ধান্তশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, স্বর্গাদিসাধক, বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস ধর্ম্ম-বৃদ্ধির জন্য দেয়। ১৩

গরুড়শাস্ত্র, বালতন্ত্র, ভূততন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, পাঠ এবং দান করিলে মাতৃগণ শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। ১৪

জ্যোতিষ, বৈদ্যশাস্ত্র, কলাগ্রন্থ, কাব্য এবং উত্তম আগমশাস্ত্র প্রদান করিলে আরোগ্যলাভ ও অন্তে গান্ধর্ব্বপদ প্রাপ্তি হয়। ১৫

যে সব গ্রন্থ লেখ্য এবং দেয়, তাহার নামকীর্ত্তনই লেখনাদিবিধিমধ্যে নিবিষ্ট। বিদ্যা হইতে লোকের ব্যবহার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হয়। অতএব দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলার্থী সকল মানবেরই বিদ্যাদান কর্ত্তব্য। ১৬

ভূমিদান, গোদান, সুবর্ণদান, বস্ত্রদান, তিলদান, জলদান, ধান্যদান, দীপ-দান এবং অন্নদান—মহাদান। ১৭

হে রাজন! দান করিলেই দেয়বস্তুর ক্ষয় হয়। কিন্তু বিদ্যা নিত্য দান করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮

বিদ্যাদানং দদদ্ বৎস একধা দশধা ভবেৎ।
শতধা কোটিধা গচ্ছেদিহাপি বিদ্যাপারগঃ॥ ২০
রাজ্ঞা তস্করদায়াদ্যৈ-র্জলবহ্নিসরীসৃপৈঃ।
সর্ব্বদানানি ক্রিয়ন্তে বিদ্যা কেনাপি ক্রিয়তে॥ ২১
বিদ্যাদানেন দানানি নহি তুল্যানি বুদ্ধিমন্।
বিদ্যা এব পরং মন্যে যত্তৎ পদমনুত্তমম্॥ ২২
শৃণ্বন্ত্যুৎপদ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা গুরুমুপাসতে।
স চ বিদ্যাগমান্ বক্তি বিদ্যা গ্রন্থাশ্রিতা[১] নৃপ॥ ২৩
বিদ্যাবিবেকবোধেন শুভাশুভবিচারিণঃ।
বিন্দতে সর্ব্বকামাপ্তিং তস্মাদ্বিদ্যা পরা মতা॥ ২৪
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণম্॥ ২৫
বিদ্যাবিচারতত্ত্বজ্ঞা রাজ্ঞঃ সন্মার্গগামিনঃ।
ভুঞ্জতেঽপি হি ভোগানি গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥ ২৬
অন্ত্যজা অপি যাং প্রাপ্য ক্রীড়ন্তে গ্রহরাক্ষসৈঃ।
সা বিদ্যা কেন মীয়েত যস্যাঃ সর্পা ন সর্পিণঃ॥ ২৭

বিদ্যাদানে একবর্ণ উচ্চারণ করিলেই ভূমিদান-ফল-প্রাপ্তি হয়। দেহপাতের পর এমন ফলজনক আর কিছুই নাই। ১৯

বৎস! বিদ্যাদান একগুণ করিলে পরজন্মে দশগুণ, শতগুণ, এমন কি, কোটিগুণ বিদ্বান্ হয়। ২০

রাজা, চৌর, জ্ঞাতিগণ, জল, বহ্নি ও সরীসৃপ জন্তু সর্ব্ববিধ দেয় বস্তু অধিকার করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা অধিকার করিতে কেহই পারে না। ২১

বিদ্যাদান পরমদান। এমন দান "ন ভূত ন ভবিষ্যতি।" হে মতিমন্! বিদ্যাদানের তুল্য আর দান নাই। বিদ্যাই পরম-বস্তু ; কেননা, বিদ্যা হইতেই সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তি হয়। ২২

বিদ্যাশ্রবণে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তিবলে গুরু-উপাসনা, গুরু বিদ্যাজনক আগম কীর্ত্তন করেন, সেই বিদ্যা আবার গ্রন্থস্থিত, অতএব গ্রন্থলেখন ও দান কর্ত্তব্য। ২৩

বিদ্যাজনিত বিবেকজ্ঞানে শুভাশুভ-বিচারক ব্যক্তিবর্গ সর্ব্ব-অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। অতএব বিদ্যাই পরম বস্তু। ২৪

বিদ্যাদান—পরমদান ; এমন দান আর হয় নাই, হইবে না। বিদ্যাদান-ফলে পরমকারণ শিবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৫

যে সকল ন্যায়দর্শী রাজারা বিদ্যার সদ্বিচার ও যাথার্থ্য সম্যক্ জানিতে পারেন, তাঁহারা সংসারে প্রচুর ভোগ লাভ করিয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬

অতি হীন-জাতিরাও যাঁহার আশ্রয়ে গ্রহ-রাক্ষসাদির সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং যাঁহার প্রভাবে সর্পেরাও শক্তি-হীন হইয়া থাকে, কোন বস্তুর সহিতই সেই বিদ্যার তুলনা হয় না। ২৭

১। স চ বিদ্যাগমাদ্ভক্তির্বিদ্যা তত্ত্বাবিতেতি পাঠান্তরম্।

যবেন কুঞ্জরং হন্তি সর্ষপেণ তুরঙ্গমম্।
মক্ষিকাপদমাত্রস্য বিষস্য বিষমা গতিঃ ॥ ২৮
এবংবিধং বিষং বৎস বিদ্যামন্ত্রপ্রভাবতঃ।
জীর্য্যেত ভক্ষিতং পুংভিস্তস্মাদ্ বিদ্যা পরা মতা ॥ ২৯
ন হি বিদ্যা কুলং জাতিং রূপং পৌরুষপাত্রতাম্।
দ্বিষতে সর্ব্বলোকানাং পঠিতা উপকারিকা ॥ ৩০
ভূতৈর্গৃহীতা বিধ্বস্তা দষ্টা বা মহাপন্নগৈঃ।
বিদ্যা উৎপাদ্যতে বৎস অন্ত্যজস্যাপি হৃৎস্থিতা ॥ ৩১
সর্ব্বেষামেব বৃদ্ধানাং বিদ্যাবৃদ্ধো হি মান্যতা।
বয়োবৃদ্ধো হি শূদ্রাণাং বিশানাং ধনধান্যতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যেণ বিপ্রাণাং শাস্ত্রপারগঃ ॥ ৩২
বিত্তং বন্ধুর্বয়শ্চৈব তপো বিদ্যা যথোত্তরম্।
পূজনীয়ানি সর্ব্বেষাং বিদ্যা তেষাং গরীয়সী ॥ ৩৩
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
বিদ্যয়া লভ্যতে বিদ্যা চতুর্থী নোপলভ্যতে ॥ ৩৪
যঃ কৃৎস্নাস্তু মহীং দদ্যান্মেরুতুল্যঞ্চ কাঞ্চনম্।
স যদন্যায়তঃ পৃচ্ছেন্ন তস্যোপদিশেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩৫
এবংবিধো মহাভাগ বিদ্যায়ামুপবর্ণিতঃ।
সংক্ষেপান্ন চ বিস্তারাৎ তস্য দানফলং শৃণু ॥ ৩৬

দেখ, বিষ অতি ভয়ানক বস্তু। উহার গতি অতি কুটিল, উহা যব পরিমাণেও ভক্ষণ করাইলে হস্তী নিহত হয়, সর্ষপ-মাত্র খাওয়াইলেও অশ্ব বিনষ্ট হয় এবং মক্ষিকা উহার স্পর্শমাত্রেই মরিয়া যায়। ২৮

হে বৎস! সেই বিষম বিষকেও মানুষে ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ বিদ্যা ও মন্ত্রের প্রভাবে জীর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাই প্রধান। অসৎ কুলোৎপন্ন, অন্ত্যজ, কুরূপ বা পৌরুষহীন বলিয়া বিদ্যা কাহাকেই ঘৃণা করেন না; প্রত্যুত যাহারাই তাঁহাকে আলোচনা করে, তাহাদেরই উপকার করিয়া থাকেন। ২৯-৩০

হে বৎস! বিদ্যা অন্ত্যজ-জাতির হৃদয়ে থাকিয়াও ভূতগ্রস্ত বা সর্পদষ্ট ব্যক্তির উপকারে লাগিয়া থাকেন। ৩১

বৃদ্ধবর্গের মধ্যে যিনি বিদ্যাবৃদ্ধ অর্থাৎ বিদ্বান্ তিনিই মান্য। শূদ্রদিগের মধ্যে যাহার বয়স অধিক তিনিই মান্য এবং বৈশ্যেরা আপনাদের মধ্যে ধনবান্ ব্যক্তিকেই সম্মান করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের মধ্যে অধিক বলবান্ ব্যক্তিকেই সম্মান করেন এবং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষকেই প্রধান বলিয়া থাকেন। ৩২

জনসমাজে ধন, বন্ধু, বয়স, তপস্যা ও বিদ্যা এই কয়েকটি উত্তরোত্তর প্রশংসনীয় আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাই সর্ব্বপ্রধান আদরের বস্তু। ৩৩

গুরুজনের সেবা, প্রচুর ধনব্যয় ও বিদ্যাবত্তা এই তিনটির অন্যতম যাহার আছে, তিনিই বিদ্যালাভ করিতে পারেন; বিদ্যালাভের চতুর্থ উপায় নাই। ৩৪

যে কেহ প্রচুর ভূমি ও পর্ব্বতপ্রমাণ সুবর্ণ দান করে, সে যদি অন্যায়-প্রশ্ন
... উপদেশ দিবে না। ৩৫

শ্রীতাড়ীপত্রজেনাঞ্চ সুযন্ত্রে স্বয়মর্চ্চিতে[১] ।
বিচিত্রপট্টিকাপার্শ্বে চর্ম্মণাং সংকুটীকৃতে ॥ ৩৭
রক্তেন অথ কৃষ্ণেন মূৰ্দ্ধনা রঙ্গিতেন চ ।
দৃঢ়সূত্রসুবদ্ধেন এবংবিধকৃতেন চ ॥ ৩৮
যস্তু দ্বাদশসাহস্রীং সংহিতামুপলেখয়েৎ ।
দদাতি চাভিযুক্তায় স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৯
পূর্ব্বোত্তরপ্লবে দেশে সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতে ।
গোময়েন শুভে লিপ্তে কুর্য্যান্মণ্ডলকং বুধঃ ॥ ৪০
চতুর্হস্তং প্রমাণেন সুশুভং চতুরস্রকম্ ।
তস্য মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সিতরক্তরজাদিভিঃ ॥ ৪১
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈঃ পুষ্পৈ ভূর্ষয়েৎ সর্ব্বতো দিশম্ ।
বিতানং দাপয়েন্মূর্দ্ধ্নি শুভচিত্রবিচিত্রিতম্ ॥ ৪২
পার্শ্বতঃ সিতবস্ত্রৈস্তু সম্যক্ শোভাং প্রকল্পয়েৎ ।
কন্দুকৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ দর্পণৈশ্চামরৈস্তথা ॥ ৪৩
ঘণ্টাকিঙ্কিণীশব্দৈশ্চ সর্ব্বত্র উপকল্পয়েৎ ।
তস্য মধ্যে লিখেদ্‌যন্ত্রং নাগদন্তময়ং শুভম্ ॥ ৪৪
অধঃপট্টে নিবদ্ধস্তু পার্শ্বতো হরিদন্তিভিঃ ।
শোভিতং দৃঢ়বন্ধেন বদ্ধং সূত্রেণ বুদ্ধিমান্ ॥ ৪৫
তস্যোর্দ্ধং বিন্যসেদ্ বিদ্যাং[২] পুস্তকং লিখিতং শুভম্ ।
আলেখ্যমপি তত্রৈব পূজয়েদ্ বিধিনা ততঃ ॥ ৪৬

হে মহাভাগ ! এই তোমার নিকট বিদ্যার স্বরূপ বর্ণন করিলাম । এক্ষণে অতি সংক্ষেপে পুস্তক প্রদানের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর । ৩৬

প্রথমে তালপত্র সকল সমভাবে কর্ত্তন করিয়া একটি চর্ম্মধারে (চামাচীতে) রাখিবে । ৩৭

পরে দুই পার্শ্বে দুইখানি কাষ্ঠের পাটা দিয়া কালো বা রাঙ্গা সূতা দিয়া বন্ধন করিবে ; ইহাই পুস্তকের আকার । ৩৮

যে ব্যক্তি উহাতে দ্বাদশসহস্র শ্লোকময়ী সংহিতা স্বয়ং লিখিয়া শাস্ত্রানুশীলী সুব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার পরম-গতি লাভ হয় । ৩৯

পণ্ডিতব্যক্তি স্বগৃহের পূর্ব্ব বা উত্তরভাগে নিরুপদ্রব স্থানে গোময় দ্বারা চারিদিকে চারি হাত প্রমাণ একটি পবিত্র মণ্ডল করিবে । তাহার মধ্যে শুভ্র রক্তবর্ণ গুড়ি দিয়া একটি পদ্ম লিখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সকল ঋতুর পুষ্প দিয়া ভূষিত করিবে । উপরিভাগে নানাচিত্রে চিত্রিত বিতান (চাঁদোয়া) দিবে । ৪০-৪২

দুই পার্শ্ব শুক্লবসনে আচ্ছাদিত রাখিয়া নিকটে চামর, দর্পণ ও অর্দ্ধচন্দ্রাদি মাঙ্গলিক বস্তু রাখিয়া শোভাবৃদ্ধি করিবে । ৪৩

চতুর্দ্দিকে ঘণ্টা বাদ্য উদ্‌ঘোষিত করিবে । তাহার মধ্যে নাগদন্তের যন্ত্র লিখিবে । ৪৪

১। শ্রীতাড়ীপত্রজে মঞ্চে সনে পত্রসুসঞ্চিতে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

২ দেব্যা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

নিরুদকৈস্তথা পুষ্পৈঃ কৃমিকীটবিবর্জ্জিতৈঃ।
চন্দনেন সদর্ভেণ ভস্মনা চাবধূনয়েৎ ॥ ৪৭
ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলং দেয়ং তুরুষ্কাগুরুমিশ্রিতম্।
দীপমালা তথা চাগ্রে নৈবেদ্যং বিবিধং পুনঃ ॥ ৪৮
খাদ্যং পেয়ান্বিতং লেহ্যং চোষ্যঞ্চাপি নিবেদয়েৎ।
পূজয়েদ্দিশিপালাংস্তু লোকপালান্ যথাক্রমম্ ॥ ৪৯
কন্যাঃ স্ত্রিয়স্তু সংপূজ্য মাতরাঃ পিতরাস্তথা।
পুস্তকং দেবদেবীঞ্চ বিপ্রাণাং দক্ষিণা তথা।
স্বশক্ত্যা চৈব দাতব্যা নৃপং পৌরাংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৫০
তথা সংপূজয়েদ্ বৎস লেখকং শাস্ত্রপারগম্।
ছন্দোলক্ষণতত্ত্বজ্ঞং সৎকবিং মধুরস্বরম্ ॥ ৫১
প্রনষ্টং স্মরতে গ্রন্থং শ্রেষ্ঠঃ পুস্তকলেখকঃ।
নাতিসন্ততবিচ্ছিন্নৈর্ন শ্লক্ষ্ণৈর্ন চ কর্কশৈঃ ॥ ৫২
নন্দিনাগরকৈর্বর্ণৈ লেখয়েচ্ছিবপুস্তকম্।
প্রারম্ভে পঞ্চশ্লোকানি পুনঃ শান্তিস্তু কারয়েৎ ॥ ৫৩
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপ্রেক্ষাং প্রকল্পয়েৎ।
নটচারণনগ্নৈশ্চ দেব্যাঃ কথনসম্ভবৈঃ ॥ ৫৪
প্রত্যূষে পূজয়েল্লোকাংস্ততঃ সর্ব্বান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৫

অধোভাগে পট্টবস্ত্রে নিবদ্ধ পার্শ্বদ্বয়ে সিংহহস্তীচিত্রিত ও দৃঢ়বদ্ধ সূত্রে সুশোভিত করিয়া সেই পবিত্র পুস্তক ও পুস্তকাধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিত্রপট রাখিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। ৪৫-৪৬

প্রথমে যে সকল পুষ্প দিবে, তাহাতে কোনরূপ জলসম্পর্ক ও কৃমি-কীটাদির প্রচার না থাকে এবং দূর্ব্বামিশ্রিত চন্দন দিয়া ভস্ম দ্বারা সুবাসিত করিবে। ৪৭

তুরুষ্ক ও অগুরুযুক্ত গুগ্‌গুলু ধূপ দিবে। সম্মুখে দীপমালা ও বিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ৪৮

পরে ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য, চোষ্য এই চতুর্ব্বিধ অন্ন নিবেদন করিবে। দিক্‌পাল ও লোকপালদিগকে যথাক্রমে পূজা করিবে। ৪৯

পিতা, মাতা, স্ত্রীজন ও কুমারীগণকে যথাযোগ্য সন্তুষ্ট করিয়া, পুস্তক ও দেব দেবীগণের পূজা করিবে এবং কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণকে স্বশক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিয়া রাজা ও পুরবাসীদিগের সম্মান করিবে। ৫০

শাস্ত্রজ্ঞ ছন্দোবিদ্ সুকবি স্বরবান্ লেখককে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। ৫১

বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লেখক হইতেই পুনরুদ্ধার হয় বলিয়া পুস্তকলেখক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাঙ্গলিক গ্রন্থ সকল নাগর অক্ষরে লিখিবে এবং ঐ অক্ষর সকল অতি ঘন (ঘেঁসাঘেসি), অতি শ্লথ (অতিরিক্ত ছাড়) কিংবা দুর্ব্বোধ-ভাবে লিখিত না হয়। পুস্তকের প্রথমেই পাঁচটী বন্দনার শ্লোক ও শেষে শান্তির শ্লোক লিখিতে হইবে। ৫২-৫৩

ঐ গ্রন্থার্চ্চনাদিনে সমস্ত পূজাদি সমাপন করিয়া রাত্রিতে নট, চারণ ও নগ্নদিগের সহিত দেবীর গুণানুবাদ করিয়া জাগরণ করিবে। ৫৪

পরদিন প্রভাতে লোকপালগণের পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। ৫৫

একান্তে সুমনস্কেন বিশ্রদ্ধেন দিনে দিনে।
নিষ্পাদ্যং বিধিনানেন সু-ঋক্ষে শুভবাসরে ॥ ৫৬
ততঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৭
তথা বিদ্যাবিমানন্তু সপ্তপঞ্চত্রিভূমিকম্[১]।
বিচিত্রবস্ত্রশোভাঢ্যং শুভলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৫৮
কারয়েৎ সর্ব্বতোভদ্রং কিঙ্কিণীকরকান্বিতম্।
দর্পণৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ ঘন্টাচামরমণ্ডিতম্ ॥ ৫৯
তস্মিন্ নৃপ সমুৎক্ষিপ্য সুগন্ধং চন্দনাগুরুম্।
তুরুষ্কং গুগ্‌গুলং বৎস শর্করামধুমিশ্রিতম্ ॥ ৬০
পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ সর্ব্বান্ কন্যাস্ত্রীদ্বিজপৌরকান্।
তথা তং পুস্তকং বস্ত্রে বিন্যসেদ্ বিধিপূজিতম্ ॥ ৬১
এবংকৃত্য তথা চিন্ত্যা মাতরঃ প্রিয়তাং মম।
যস্যৈব সৎকং তচ্ছাস্ত্রং পুস্তকে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৬২
তথা তপস্বিনঃ পূজ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ
শিবব্রতধরা মুখ্যা বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৬৩
মহতা জনসঙ্ঘেন রথস্থং দৃঢ়বাহনৈঃ।
যুবানৈরপি তং নেয়ং যস্য দেবস্য অঙ্গজম্[২] ॥ ৬৪
সামান্যং শিবতীর্থেষু মাতরাভবনেষু চ।
তস্মিন্ পূজাং তথা কৃত্বা দেবদেবস্য শূলিনঃ।
সমর্পয়েৎ প্রণম্যেশং প্রীয়ন্তাং মাতরা ইতি ॥ ৬৫

নির্জ্জনে বসিয়া অন্য-চিন্তারহিত হইয়া এইরূপ নিয়মে পূজা করিবে। পরে অপর এক উত্তম নক্ষত্রযুক্ত শুভদিবসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুনরায় পূজা করিবে।৫৬-৫৭

সেই পুস্তক রাখিবার জন্য একটী ছেপায়া বা সাতপায়া কিংবা তেপায়া গড়াইবে এবং সেটি বিচিত্র বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত করিবে। ৫৮

ঘন্টা, চামর, দর্পণ ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সুশোভিত করিয়া সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলের উপরি স্থাপন করিবে। ৫৯

তদুপরি সেই পুস্তকখানি চন্দনচর্চ্চিত করিয়া স্থাপন করিবে এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ-চন্দন-ধূপ-দীপ-মধুপর্কাদি নানা উপচারে কুমারী, স্ত্রীজন, দ্বিজ ও পৌরজনের পূজা করিয়া যথাবিধি পুস্তকেরও অর্চ্চনা করিবে এবং তখন সেই পুস্তক বস্ত্রমধ্যে জড়াইয়া রাখিবে। ৬০-৬১

"মাতৃগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" বলিয়া তাঁহাদেরও পূজা করিবে এবং যে দেবতার গ্রন্থ, তাঁহার পূজা সেই পুস্তকেই হইবে। ৬২

সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী শৈব ও বৈষ্ণব তপস্বীদিগকেও পূজা করিবে। ৬৩

বহুজনসমূহ-পরিবৃত, যুবা দৃঢ়বাহনযুক্ত রথে স্থাপন করিয়া, ঐ পুস্তক যে দেবের অংশসম্ভূত, তৎসমীপে নেয়। ৬৪

সামান্যতঃ সকল পুস্তকেই শিব-তীর্থে লইতে পারে, মাতৃভবনেও লইতে

১। ত্রিপুরুষমিতি পাঠান্তরম্।
২। অংশজমিতি পাঠান্তরম্।

সদাধ্যয়নযুক্তায় বিদ্যাদানরতায় চ।
বিদ্যাসংগ্রহযুক্তায় সর্ব্বশাস্ত্রকৃতশ্রমে।
তেনৈব বর্ত্ততে যস্তু তস্য তং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৬৬
জগদ্ধিতায় বৈ শান্তিং সন্ধ্যায়াং বাচয়েৎ তথা।
তেন তোয়েন দাতারং মূর্দ্ধ্নি সমভিষিঞ্চয়েৎ ॥ ৬৭
শিবিং বদেৎ ততঃ সর্ব্বমুচ্চার্য্যং জগত তথা ॥ ৬৮
এবং কৃতে মহাশান্তি র্দেশস্য নগরস্য চ।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বা বাধাঃ শান্তি চ ॥ ৬৯
অনেন বিধিনা যস্তু বিদ্যাদানং প্রযচ্ছতি।
স ভবেৎ সর্ব্বলোকানাং দর্শনাদঘনাশনঃ।
মৃতোঽপি গচ্ছতে স্থানং ব্রহ্মবিষ্ণুনমস্কৃতম্ ॥ ৭০
সপ্ত পূর্ব্বাপরান্ বংশানাত্মনঃ সপ্ত এব চ।
উদ্ধৃত্য পাপকলিনা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭১
যাবৎ তৎপত্রসংখ্যান-মক্ষরাণি বিধীয়তে।
তাবৎ স বিষ্ণুলোকেষু ক্রীড়তে বিবিধৈঃ সুখৈঃ ॥ ৭২
তদা ক্ষিতিং সমায়াতো দেব্যা ভক্তিরতো ভবেৎ।
সমস্তভোগসম্পন্নে বিদ্বান্ স জায়তে কুলে ॥ ৭৩

পারে। তাহাতে দেবদেব মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহাকে এবং "মাতৃগণ আমার উপর প্রীত হউন" বলিয়া মাতৃগণকে প্রণাম করিবে। ৬৫

পরে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ও সর্ব্বদা শাস্ত্রচর্চ্চায় নিরত ও গ্রন্থসংগ্রহে নিতান্ত উদ্যোগী কোন অধ্যাপককে সেই পুস্তক প্রদান করিবে, যিনি শাস্ত্রানুশীলন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৬৬

সন্ধ্যা-সময়ে জগদ্বন্ধু হরির উদ্দেশে শান্তি-পাঠ করত সেই শান্তিপূত সলিল দাতার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া "এই সংসারের সমস্ত কল্যাণ হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। ৬৭-৬৮

এইরূপ করিলে, কেবল দাতার কথা দূরে থাকুক, সমস্ত দেশ ও নগরের মহাশান্তি হইয়া থাকে ও সকল পীড়াশান্তি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬৯

যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে পুস্তক প্রদান করেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকল লোকেরই সঞ্চিত পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে এবং তিনি দেহাবসানে ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও প্রার্থনীয় সুখকর স্থানে গমন করিয়া থাকেন। ৭০

তাঁহার সুকৃতপ্রভাবেই তদীয় পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ ও আপনা হইতে সপ্ত এই একবিংশতি পুরুষ পাপসাগর হইতে উদ্ধার হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। ৭১

যদি কেহ পুস্তকপ্রদানের প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই পুস্তকে যতগুলি অক্ষর লিখিত থাকে, সেই পুস্তকদাতা ব্যক্তি অক্ষরতুল্যসংখক কাল বিষ্ণুলোকে থাকিয়া বিবিধ সুখভোগ করেন। ৭২

ভোগাবসানে পুনরায় কর্ম্মভূমিতে আসিয়া সৎকুলে জন্মলাভ করত বিদ্বান্ [illegible] সমস্ত পার্থিব সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৩

বিদ্যাদানপ্রসঙ্গেন যোগশাস্ত্রং দদেদ্‌যদি।
আত্মবিত্তানুসারেণ যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ।
অশাঠ্যাৎ ফলমাপ্নোতি আঢ্যতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪
স্ত্রিয়া বাননে বিধিনা বিদ্যাদানফলং লভেৎ।
ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া দত্তং বিধবা বা তদুদ্দিশন্ ॥ ৭৫
বিদ্যার্থিনে সদা দেয়ং বস্ত্রমভ্যঙ্গভোজনম্।
ছত্রিকা উদকং দীপং যস্মাৎ তেন বিনা নহি ॥ ৭৬
লেখনীঘটনং তীক্ষ্ণং মসীপাত্রস্ত লেখনীম্।
দত্ত্বা তু লভতে বৎস বিদ্যাদানমনুত্তমম্ ॥ ৭৭
পুস্তকাস্তরণং দত্ত্বা তৎপ্রমাণং সুশোভনম্।
বিদ্যাদানমবাপ্নোতি সূত্রবদ্ধস্ত বুদ্ধিমান্ ॥ ৭৮
যন্ত্রকমাসনঞ্চৈব দণ্ডাসনমথাপি বা।
বিদ্যাবাচনশীলায় দত্তং ভবতি রাজ্যদম্ ॥ ৭৯
অঞ্জনং নেত্রপাদানাং দত্তং বিদ্যাপরায়ণৈঃ।
ভূমিগৃহস্ত ক্ষেত্রস্ত সর্ব্বরাজ্যফলপ্রদম্ ॥ ৮০
যস্য ভূম্যাং স্থিতো নিত্যং বিদ্যাদানং প্রবর্ত্ততে।
তস্যাপি ভবতে স্বর্গং তৎপ্রভাবান্নরাধিপ ॥ ৮১
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিদ্যা দেয়া সদা নরৈঃ।
ইহৈব কীর্ত্তিমাপ্নোতি মৃতো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৮২
ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিদ্যাদানমহাভাগ্যফলং
নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯১

মানব আপনার ধনশক্তি অনুসারে ঐ সকল দান করিবে। যদি তাহাতে কোনরূপ অর্থ বিষয়ে শঠতা না করে, তবে ধনীরা প্রচুর ধনব্যয় করিয়া যেরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন, তিনিও তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৪

সধবা-স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞায় এইরূপ নিয়মে গ্রন্থদান করিলে যথোক্ত ফল পাইবেন এবং বিধবানারী স্বামীর স্বর্গ কামনা করিয়া দান করিতে পারিবেন। ৭৫

হে বৎস! পাঠশীল ছাত্রকে সর্ব্বদাই বস্ত্র, তৈল, ছত্র, জল, দীপ, খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিবে, যেহেতু এ সকল তাহার নিত্য প্রয়োজনীয়। ৭৬

লেখনী, মসীপাত্র ও লেখনী-নিষ্পাদক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা এবং পুস্তকের পরিমাণে উত্তম পুস্তকাধার প্রদান করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রন্থদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৭৭-৭৮

যদি কেবল পত্র কি আসন, গ্রন্থ রাখিবার আধার শাস্ত্রানুশীলী ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তবে রাজ্যদানের ফললাভ করা যায়। ৭৯-৮০

হে মহারাজ! যাহার ভূমিতে নিত্য গ্রন্থদান হইয়া থাকে, সেই দান প্রভাবে ভূস্বামীরও স্বর্গলাভ হয়। ৮১

সুতরাং অতিশয় আয়াস স্বীকার করিয়াও গ্রন্থদান করা কর্ত্তব্য; তাহাতে ইহলোকে যশস্বী হইয়া পরলোকে পরম-গতি লাভ হয়। ৮২

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

ত্বমেব পরমো দেব বেদবেদান্তপূজিতঃ।
ত্বয়াপি কথিতা দেবী পূজিতা শিববিষ্ণুনা॥ ১
সা চ সর্ব্বগতা শান্তা শিবকালাগ্নিব্যাপিকা।
যত্র যত্র চ পূজ্যন্তে তত্র তত্র ফলপ্রদা॥ ২
কৃতে দিবসসামর্থ্যং[১] ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্ম্মণা।
দ্বাপরে যজনাদ্ধ্যানাৎ[১] সিদ্ধ্যন্তে হ্যবিচারণাৎ॥ ৩
এবং পূর্ব্বং ত্বয়া নাথ সূচিতং ন প্রকাশিতম্॥ ৪
কলৌ ঘোরে মহাপ্রাপ্তে যুগে চ তমসাবৃতে।
বিষ্ণৌ কৃষ্ণত্বমাপন্নে কথং দেবী বরপ্রদা॥ ৫
কস্মিন্ স্থানে স্থিতা নিত্যং দ্বীপে বা পৃথিবীতলে।
এতদাখ্যাহি মে তাত প্রসীদ সুরসত্তম॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ—

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ নিগূঢ়ার্থবিবেচক।
সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং পৃচ্ছকশুভমিচ্ছক॥ ৭
যথৈব ভবতা পৃষ্টং দেবী সর্ব্বগতা শুভা।
তথৈব নাত্র সন্দেহ-স্তথাপি কথয়ামি তে॥ ৮

ইন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি দেবগণের প্রভু এবং বেদ-বেদান্ত আপনারই পূজা করিয়াছেন। আপনি কহিলেন, দেবীকে শিব-বিষ্ণুও পূজা করিয়া থাকেন। ১

সেই সর্ব্বস্বরূপিণী ভগবতী মহাদেবের কাল ও অগ্নি মূর্ত্তিদ্বয়ে অধিষ্ঠিতা আছেন এবং যে কোন স্থানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবে; তিনি সেই স্থানেই পূজকের মনোরথ সিদ্ধ করেন। ২

সত্যযুগে তপোনুষ্ঠানে, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্মে ও দ্বাপরে যজন ও অধ্যয়ন দ্বারা নির্ব্বিবাদে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ৩

আপনি ইতিপূর্ব্বে একথার সূচনামাত্র করিয়াছেন, সম্যক্ প্রকাশ করেন নাই। ৪

এক্ষণে বলুন, যখন ঘোর কলি উপস্থিত হইবে, সমস্ত লোককে পাপাচারী দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইবেন, সে সময়ে দেবী, পৃথিবীর কোন্ দ্বীপে বা কোন্ স্থানে নিত্য অবস্থান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন? হে পিতঃ! হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট ইহার তথ্য বর্ণন করুন। ৫-৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! তুমি অতি বিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক হইয়াও কেবল লোকহিতার্থেই সংশয় করিয়া যে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে তোমাকে বারংবার প্রশংসা করিতেছি। ৭

তুমি যে প্রশ্ন করিলে "দেবী সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তবে তাঁহার স্থানবিশেষে

১। কৃতাদি তপসামর্থ্যাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

১। যজনাধ্যয়নাদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

যা সা ঘোরবধার্থায় সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
বিন্ধ্যাদ্রৌ সংস্থিতা দেবী সা চ পূজ্যা যথাবিধি ॥ ৯
মন্ত্রদ্রব্যক্রিয়াধ্যানা-ন্মহাসিদ্ধিকরা নৃণাম্।
স্ত্রীবালবিকলধ্যানাৎ সা ভবেৎ ক্ষুদ্রসিদ্ধিদা ॥ ১০
সর্ব্বকামপ্রদা লোকে সর্ব্বেষামপি বাসব।
হিমবত্যচলে নন্দা দেবী প্রত্যক্ষা সর্ব্বদা ॥ ১১
সা চ সংস্মরণাদ্ধ্যানাৎ যাত্রানিয়মকর্ম্মণি।
সিধ্যতে যেন বিধিনা শিবেন কথিতা পুরা ॥ ১২
দেব্যায়াং মম গোবিন্দ ঋষীণাং পরিপৃচ্ছতাম্।
তথা তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন বাসব ॥ ১৩

অগস্ত্য উবাচ—

এবং পৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা দেবরাজেন বিদ্রূপ।
মহাভাগ্যস্তু দেব্যায়া নন্দায়া যৎ ফলং পুনঃ ॥ ১৪
তীর্থযাত্রাফলং পুণ্যং যথা দেব্যা প্রপৃচ্ছিতম্।
তৎ তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
সূর্য্যলোকং লভেদ্রাজন্ ব্রহ্মণা কথিতং যথা ॥ ১৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যং নাম
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯২

অবস্থান কিরূপ?" ইহা সত্য; তথাপি তিনি যে যে স্থানে নিত্য-মূর্ত্তিতে আছেন তাহা কহিতেছি। ৮

যিনি ঘোরাসুরের বিনাশের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া বিন্ধ্যাচলে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই দেবী তথায় নিত্য অবস্থান করিয়া ভক্তের যথাবিধি পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৯

মন্ত্র, দ্রব্য, ক্রিয়া ও ধ্যান এই চারিটি উপাসনা-সামগ্রী সহকারে তাঁহার আরাধনা করিলে সকল সিদ্ধি লাভ করা যায় এবং স্ত্রী, বালক, অন্ধ বা খঞ্জ-দিগের সামান্য উপাসনাতেই সিদ্ধি প্রদান করেন। ১০

হে ইন্দ্র! ঐরূপ হিমালয়পর্ব্বতেও লোক দেবীকে নন্দা নামে নিত্যমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকে এবং তিনি তথায় সকলের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। ১১

লোকে তদীয় মূর্ত্তি স্মরণ বা ধ্যান করিয়া যাত্রাদি যে কোন কার্য্য করে, তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এ বিষয় পূর্ব্বে মহাদেবের নিকট আমি এবং বিষ্ণু ও অন্যান্য ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে পরে তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, হে দেবরাজ! এক্ষণে তোমাকে তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১২-১৩

অগস্ত্য কহিলেন,—হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রশ্নানুসারে নন্দা-দেবীর আরাধনার ফল ও দেবীতীর্থে যাত্রার ফল যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহাই আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি; তাহা শ্রবণ করিলে জীবের সূর্য্যলোকে বাস হয়। ১৪-১৫

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়,

অগস্ত্য উবাচ—

কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
অনেকশিখরাকীর্ণে গণগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥ ১
সহস্রকিরণোপেতে তপ্তকাঞ্চনভূষিতে।
দেবতাঋষিভিশ্চৈব সদাসিদ্ধনিষেবিতে ॥ ২
বিমানকোটিসংছন্নে বিতানধ্বজশোভিতে।
নৃত্যন্তি তত্র বৈ কচিৎ কেচিদ্বাদন্তি দুন্দুভিম্ ॥ ৩
গায়ন্তি গণগন্ধর্ব্বা নৃত্যন্তি দেবযোষিতঃ।
স্তোত্রমুদীরয়ন্ত্যন্যে অন্যে বিজয়মঙ্গলৈঃ।
স্তুবন্তি ভগবন্ দেবমৃষয়শ্চ মহাতপাঃ ॥ ৪
চন্দ্রাদিত্যগ্রহাশ্চৈব তথা তারাগণা অপি।
যে চান্যে ত্রিদশাঃ সিদ্ধা যোগসিদ্ধা মহামখৈঃ ॥ ৫
শক্রাদ্যা লোকপালাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমরুদ্গণাঃ।
সর্ব্বে বসন্তি তত্রৈব দিব্যৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ ॥ ৬
প্রণম্য প্রাঞ্জলির্দেবী ইদং বচনমব্রবীৎ।
কৌতুহলং মহাদেব উৎপন্নং মে মহেশ্বর।
মর্ত্ত্যলোকে মহাদেব গুপ্তস্থানানি কথ্যতাম্ ॥ ৭
কথয়স্ব প্রসাদেন লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অনিবর্ত্তকানি তীর্থানি গুহ্যস্থানানি মে প্রভো ॥ ৮

অগস্ত্য বলিলেন,— হে মহারাজ। কৈলাস পর্ব্বত অতি রমণীয় গৈরিকাদি ধাতুময় অসংখ্য শিখরে পরিবৃত, দিবাকরের করজালে সমুজ্জ্বল ও কাঞ্চন-রাশিতে সুশোভিত আছে। ১

উহা গন্ধর্ব্বদিগের নিত্য বাসভূমি এবং ঐ স্থানে দেবতা, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। ২

নানাস্থানে ধ্বজ-বিতানাদি উত্তোলিত আছে এবং গন্ধর্ব্বগণ নিত্য গান করেন। ৩

কেহ বা দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজাইয়া কালাতিপাত করেন, অনেকেই দেবদেব মহাদেবের বিজয়স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ৪

দেবকন্যা সকল নৃত্য করিয়া শিবকে প্রীত করেন এবং ঐ স্থানে মহাতপা ঋষিগণ, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারাগণ এবং অন্য দেবগণ, সিদ্ধগণ, যোগি-গণ ও অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা সকলেই বাস করিয়া থাকেন। ৫-৬

একদা তথায় পার্ব্বতী কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে প্রভো! হে মহেশ্বর! মর্ত্ত্যলোকে যে সকল গুপ্তক্ষেত্র ও অতি গোপনীয় তীর্থ আছে, যে স্থানে যাইলে লোকের আর ভববন্ধন থাকে না, হে প্রভো! যদি আমি আপনার প্রেয়সী হই, তবে আপনি প্রসন্ন হইয়া সাধারণের হিতার্থে আমার নিকট সেই সকল বর্ণন করুন। ৭-৮

তন্নো ব্রূহি সুরেশান যদ্যহং তব বল্লভা ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রশ্নং নন্দাদেব্যা মহাত্মনা ॥ ৯
কথং দেব প্রবিষ্টোঽসৌ হিমবন্তে মহাগিরৌ ।
তীর্থযাত্রাফলং দেব কীদৃশং ভবতি প্রভো ॥ ১০
অনিবর্ত্তকানি মার্গাণি কুণ্ডপ্রবেশমেব চ ।
প্রসীদতি যথা দেবী সুকৃতেনেহ জন্মনা ।
নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পরমেশ্বর ॥ ১১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা দেবী ব্যবস্থিতা ।
শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা যে চান্যে চ তপোধনাঃ ।
কথ্যমানস্তু তীর্থানাং যথা দেব্যা প্রচোদিতম্ ॥ ১২
এবং শ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা শিবস্য বচনং শুভম্ ।
সর্ব্বে চৈবাগতাস্তত্র শিবস্য পুরতঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
অহোঽপূর্ব্বাণি কথ্যন্তে সর্ব্বে কৌতুহলান্বিতাঃ ।
আগতাস্তে সমীপে তু দেবাসুরমহোরগাঃ ॥ ১৪
ভাবিতাত্মানশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টরোমসমুদ্ভবাঃ ।
পার্ব্বত্যাস্তু প্রশংসন্তে যয়েদং পৃচ্ছিতঃ শিবঃ ॥ ১৫
মাতা দেবাসুরাণাঞ্চ বন্দ্যা চ পরমেশ্বরী ।
পশূনাঞ্চ হিতার্থায় মোক্ষার্থঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ১৬

উহা শ্রবণ করিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে । ৯

হে দেব ! নন্দাদেবী কি কারণে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে এবং তীর্থযাত্রায় কিরূপ ফল হয় ও সংসারে এরূপ কয়টী পথ আছে, যাহাতে গমন করিলে পুনরায় জঠর-যাতনা ভুগিতে হয় না । ১০

হে পরমেশ্বর ! এমন কোন্ পুণ্য আছে, যাহার অনুষ্ঠান করিয়া নারকী মনুষ্যগণও ইহজন্মেই নন্দাদেবীকে প্রসন্ন করিতে পারে, তাহা বলুন । ১১

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! সেই নন্দাদেবী যেরূপে হিমালয়ে অবস্থান করিতেছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর এবং দেবতাগণ ও অন্যান্য ঋষিরাও শ্রবণ করুন । ১২

তখন দেবীর প্রশ্নানুসারে মহাদেবকে গুহ্য-তীর্থসমূহের বিষয় বর্ণন করিতে উদ্যত দেখিয়া তথায় ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেব, দানব ও নাগগণ সকলেই প্রাচীন বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । ১৩-১৪

তাঁহাদের আনন্দোদয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং তাঁহারা সেই সুরাসুরের জননী অখিল লোকের একমাত্র পূজনীয়া পরমেশ্বরী পার্ব্বতীকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ১৫

কারণ, তিনিই অজ্ঞদিগের হিতার্থে তপস্বীদিরে মুক্তির জন্য মহাদেবের নিকট এই মঙ্গলময় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন । ১৬

পৃচ্ছতে চ ততো দেবী নন্দাশঙ্কং সুদুর্লভম্।
কৌতুহলান্বিতা দেবাঃ শৃণ্বন্ত শিবভাবিতাঃ ॥ ১৭
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে প্রণতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৮

ঈশ্বর উবাচ—

হিমবত্যচলে রম্যে নানাসিদ্ধনিষেবিতে।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে নানাবৃক্ষসমাকুলে ॥ ১৯
কিন্নরীগণসঙ্কীর্ণে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
নিত্যং সেবন্তি তৎস্থানং পর্ব্বতং ভূধরেশ্বরম্ ॥ ২০
তস্মিন্ পুণ্যানি তীর্থানি গুহ্যস্থানানি যানি চ।
অনিবর্ত্তকানি চত্বারি তানি শৃণ্বন্ত দেবতাঃ ॥ ২১
ভৈরবঞ্চৈব কেদারং তথা রুদ্রং মহালয়ম্।
নন্দাদেবী চতুর্থস্ত পঞ্চমং নোপলভ্যতে ॥ ২২
শিবতীর্থানি গুহ্যানি কথিতানি মহীতলে।
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি নন্দাতীর্থস্য যৎফলম্ ॥ ২৩
যথা গঙ্গা নদীনাস্তু উত্তমত্বে ব্যবস্থিতা।
তদ্বদ্ভগবতী নন্দা উত্তমত্বেন সংস্থিতা ॥ ২৪
নগেন্দ্রাণাং যথা মেরুরুত্তমো বৈ ব্যবস্থিতঃ।
তারকাণাং যথা চন্দ্রঃ প্রভুত্বেন মহাতপে।
তীর্থানাঞ্চ তথা নন্দা প্রভুত্বেন ব্যবস্থিতা ॥ ২৫
গ্রহাণাঞ্চ যথা ভানুঃ প্রভুত্বেন ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বৎ ক্ষেত্রং মহাদেবি নন্দায়াঃ পরমেশ্বরি ॥ ২৬

তখন দেবতারা সকলেই অবনতদেহ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিতান্ত কৌতূহলবশতই মহাদেবের বাক্য একান্ত মনোনিবেশ করিয়া দুর্লভ নন্দাদেবীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবগণ! হিমালয়পর্ব্বত অতি রমণীয়। উহা বিবিধ পাদপে সুশোভিত এবং উহাতে অসংখ্য সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরীগণ বাস করিয়া থাকেন এবং ঋষিগণ তপোনুষ্ঠানের জন্য এই গিরিবর হিমালয়ের আশ্রয় নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯-২০

ঐ স্থানে যে কয়টী পবিত্র গুহ্য-তীর্থ-স্থান ও যে চারিটী পবিত্রতম স্থান আছে, যথায় গমন করিলে জীবের আর সংসারযাতনা ভুগিতে হয় না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২১

ভৈরব, কেদার ও রুদ্রালয় এই তিনটি অতি গুহ্য শিবতীর্থ, ইহাদের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; এবং চতুর্থ হিমালয়ে নন্দাতীর্থ, মর্ত্ত্যলোকে পঞ্চম আর কোন পবিত্র স্থান নাই। ২২

এক্ষণে নন্দাতীর্থের ফলবর্ণন করিতেছি। যেমন নদী-সমূহের মধ্যে গঙ্গাই প্রধানা, তেমনি ভগবতী নন্দাদেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ২৩

হে মহাতপে! সুমেরু যেমন পর্ব্বতের মধ্যে উত্তম, চন্দ্র যেমন তারাসমূহের অধিপতি, তেমনি নন্দাতীর্থ তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম। ২৪-২৫

হে পরমেশ্বরি! সূর্য্যদেব যেমন গ্রহগণের অধিপতি, সেইমত নন্দাক্ষেত্রই সর্ব্বোত্তম। ২৬

খগেন্দ্রাণাং প্রভুর্যদ্বৎ সুপর্ণো অচলাত্মজে।
তদ্বৎ তীর্থং মহাদেবি নন্দায়া উত্তমং প্রিয়ে ॥ ২৭
ঋষীণাস্তু যথা বন্দ্যঃ কশ্যপো ভৃগুরেব চ।
নন্দাতীর্থং মহাদেবী বন্দ্যং পুণ্যঞ্চ কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৮
যোষিতানাং যথা ভদ্রে রাজ্ঞা ত্বং সুরনায়িকে।
দেবতানামহং দেবি নন্দাতীর্থং তথা প্রিয়ে ॥ ২৯
তস্মাৎ কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ।
মোক্ষস্থানং যথা দেবি অনৌপম্যং সুরার্চ্চিতে।
অনৌপম্যং তথা তীর্থং নন্দাখ্যং পরমেশ্বরি ॥ ৩০
পৃথিব্যাস্তু স্থিতো বাপি নান্দীং দেবীং প্রকীর্ত্তয়েৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যা যঃ স্মরেদ্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৩১
নন্দাস্থানং নরাঃ প্রাপ্য ন তে প্রাকৃতমানুষাঃ ॥ ৩২
যে ব্রজন্তি চ তত্রৈব অনিবর্ত্তপথে স্থিতাঃ।
অশ্বমেধফলং তেষাং নরাণাস্তু পদে পদে ॥ ৩৩
যে মৃতাস্তু পদে দেবীকুণ্ডে বা নরপুঙ্গবাঃ।
ন তেষাং বিদ্যতে মর্ত্তে পুনরাগমনং প্রিয়ে ॥ ৩৪
তস্মাৎ কিং বহুনোক্তেন নন্দায়াং যৎফলং প্রিয়ে।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলম্ ॥ ৩৫
সর্ব্বদানেষু যৎ প্রোক্তং তপশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
কোটি কোটিগুণং কৃত্বা যৎ পুণ্যং সফলং ভবেৎ।
নন্দাসন্দর্শনাদ্দেবি ভবতে ভূবি চারণাৎ ॥ ৩৬

গরুড় যেমন পক্ষীদিগের রাজা, হে প্রিয়ে। নন্দাক্ষেত্র সেইমত সর্ব্বোত্তম। ২৭

কশ্যপ ও ভৃগু যেমন ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে দেবি! নন্দাক্ষেত্র সেইমত সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজনীয়। ২৮

হে সুরেশ্বরি! তুমি যেমন স্ত্রীলোকের রাজ্ঞী এবং আমি যেমন দেবগণের প্রভু, তীর্থ সমুদয়ের মধ্যে নন্দাতীর্থকে সেইমত জানিবে। ২৯

হে দেবি! ঐ বিষয়ে বারংবার বেশী আর কি বর্ণনা করিব? যেমন সংসারে কাশীক্ষেত্রের তুলনা আর কোথাও হয় না, হে পরমেশ্বরি! তদ্রূপ নন্দাতীর্থকেও অনুপম বলিয়া জানিবে। ৩০

যে কোন ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকিয়াও নন্দাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে। ৩১

তাঁহাকে চিন্তামাত্র করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সকল পাপ হইতেই বিমুক্ত হইয়া থাকে। ৩২

যাহারা ঐ নন্দাক্ষেত্রে নিত্য অবস্থান করে তাহারা মানব হইলেও দেবতার রূপান্তর। ৩৩

যাহারা সেই পুণ্যক্ষেত্র নন্দাতীর্থে গমন করে, সেই মানবগণের প্রতি পাদবিক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং যদি কাহারও ঐ তীর্থে গমন করিতে পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, হে প্রিয়ে! তাহাকে আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে আসিতে হয় না। ৩৪

দেব্যুবাচ—

অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্।
দেব্যাঃ সন্দর্শনান্নাথ ব্যর্থমেতৎ তথাগমাঃ ॥ ৩৭

পরমেশ্বর উবাচ—

ন ভয়ং নৈব লোভো মে স্নেহো বা সুরবন্দিতে।
অন্ধত্বং বাথ দীনত্বং যেনাহম্বৃষভো ধ্রুবম্ ॥ ৩৮
তপোযজ্ঞেষু দেবানাং সন্তর্পণবিধির্মতঃ।
তে চ ব্রহ্মাদয়ো ভদ্রে তৈস্তু নন্দা অভিষ্টুতা ॥ ৩৯
যোঽসাবনাদিমধ্যান্তঃ শিবঃ শক্তিময়ঃ পরঃ।
তস্যৈব পরমা নন্দা সর্ব্বকিল্বিষনাশনী ॥ ৪০
তৎপ্রভাবেণ প্রাপ্নোতি তপোযজ্ঞাদিকং ফলম্।
মন্ত্রাণাং দেবশক্তীনাং ন বিচারো বরাননে ॥ ৪১
কালিকাহাস্যবাক্যানি গ্রহভূতবিষাপহা।
এবং কলিযুগে ঘোরে যস্মিন্ দেহম্ভরা নরাঃ ॥ ৪২
ভূঞ্জন্তি দর্শনাৎ কন্যা তস্য কিং তপসাদিকম্।
অশ্বমেধাদিকং ভদ্রে যেন ত্বং বিস্ময়ং গতা ॥ ৪৩

হে দেবি! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, সকল তীর্থে গমন করিলে যে পুণ্য হয়, চান্দ্রায়ণাদি কষ্টসাধ্য তপস্যায় যে ফল এবং অসীম দান করিলে যে ফল, এই সমুদয়ের কোটী কোটী গুণ করিলে যে পুণ্যসংখ্যা হয়, একমাত্র নন্দাদেবীকে দর্শন করিলেই তাহা নিঃসন্দেহে লাভ করা যায়। ৩৫-৩৬

দেবী কহিলেন,—হে নাথ! তবে দেখিতেছি, অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ ও চান্দ্রায়ণাদি যে সকল তপস্যা আছে এবং যে কিছু তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ আছে, সে সমুদয় কোনমতেই নন্দাদর্শন-পুণ্যের যোগ্য হয় না। ৩৭

পরমেশ্বর কহিলেন,—হে সুরবন্দিতে। আমার ভয়-লোভ-স্নেহাদি নাই। (১) হে ভদ্রে! যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে যে সমুদায় দেবতাকে পরিতৃপ্ত করা হয়, সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও নন্দাদেবীর স্তব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত কিছুই নাই। ৩৮-৩৯

সেই শিবশক্তিময়ী ভগবতী ভক্তের পাপরাশি দূর করিয়া পরমানন্দ সম্পাদন করেন। ৪০

হে বরাননে। লোকে সেই দেবী নন্দার প্রভাবেই যজ্ঞ-তপস্যাদির ফল প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই অনুগ্রহে মন্ত্রসমূহে দৈবী-শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তকদিগের গ্রহ, ভূত ও বিষ-ভয় থাকে না। ৪১

এই ঘোর কলিকালেও সেই নন্দাসন্নিধানে দেবগণ তাঁহার দর্শন-জনিত পুণ্যপ্রভাবেই অপূর্ব্ব বিষয় ভোগ করিতেছে। হে ভদ্রে! সেই কন্যাদিগের কোনরূপ তপস্যা বা অশ্বমেধাদিযজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই। ৪২-৪৩

১। মূলে পাঠভ্রম আছে।

অঙ্গুষ্ঠোদরমাত্রেণ বোঢ়ুর্যন্মণিনা ফলম্ ।
ন তৎ সহস্রপাষাণান্ বহন্ প্রাপ্নোতি সুন্দরি ॥ ৪৪
বেদ এবং হি ধর্ম্মাণাং প্রবরো ধর্ম্মদেশকঃ ।
তস্মিন্ সা পূজ্যতে দেবী মানস্তোকেতি বেদ সা ॥ ৪৫

দেব্যুবাচ—

লোকানাস্তু মনোজ্ঞান উদ্দ্যোতনং প্রতি প্রভো ।
পূর্ব্বপক্ষাণ্যহং নাথ সম্যগ্ যাত্রাং নিবোধয় ॥ ৪৬

পরমেশ্বর উবাচ—

মাসে ভাদ্রপদে দেবি শুক্লপক্ষে ব্রজেৎ সদা ।
তস্যেচ্ছা শ্রাবণেষাঢ়ে অন্যথা ন কদাচন ॥ ৪৭
তেষাঞ্চ চন্দ্রনাগস্তু পীড়াং কুর্য্যাৎ সুলোচনে ।
ন গচ্ছন্তি সুরাঃ সিদ্ধাঃ কিং পুনর্মানুষাদয়ঃ ॥ ৪৮
বিষবাতহতাঃ কেচিদ্ধিমবাতপ্রপীড়িতাঃ ।
বিমুচ্যন্তে নরা দেবি যান্তি দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৪৯
পাপকর্ম্মা নরা যে তু গণাধ্যক্ষো নিবারয়েৎ ।
শেষান্ বৈ চন্দ্রনাগস্তু নিত্যং রক্ষতি তদ্গতঃ ॥ ৫০
কপিলঃ পিঙ্গলশ্চৈব ধূমকেতুর্মহাবলঃ ।
সোমকশ্চন্দ্রনাগস্তু রক্ষন্তি বলদর্পিতাঃ ॥ ৫১
নিত্যং রক্ষন্তি তৎ তীর্থং পঞ্চকোটিসমন্বিতাঃ ॥ ৫২

হে সুন্দরি ! ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও না। যেমন অতিক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠমাত্র মণি ধারণ করিলে যাদৃশ ফল হয়, সহস্র সহস্র প্রস্তর বহন করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না, তেমনি অসংখ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা একবার নন্দার দর্শনে অধিক পুণ্য হয় । ৪৪

সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের শ্রেষ্ঠ বেদ-শাস্ত্রই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ, যাহাতে স্বয়ং বিধাতা বার বার নন্দাদেবীর প্রশংসা করিয়াছেন । ৪৫

দেবী কহিলেন,—বিভো ! লোকের সুমনোভাব-সম্পাদক যাত্রা কোন্ পক্ষাদি সময়ে হয়, তাহা বলুন । ৪৬

পরমেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! বর্ষমধ্যে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন মাসের শুক্লপক্ষে সেই নন্দাক্ষেত্রে যাত্রা করিবে ; অপর সময়ে কখন যাইবে না । ৪৭

হে সুলোচনে ! অন্য সময়ে গমন করিলে তথায় তাহাদিগকে দেবীকিঙ্কর চন্দ্রনাগ যাতনা দিয়া থাকেন বলিয়া সামান্য মানুষের কথা কি বলিব, দেবতা সিদ্ধগণও তখন গমন করেন না এবং যথোক্ত মাসত্রয়ে গমন করিয়া যদি কেহ পথিমধ্যে বিষবায়ুতে আহত বা হিম বায়ুস্পর্শে নিতান্ত অবশ হয়, তবে তাহার নন্দার অনুগ্রহেই তাদৃশ যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৪০-৪৯

যদি কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গমন করে, তাহাকে গণাধ্যক্ষ যাইতে দেন না এবং পুণ্যশীলদিগকে চন্দ্রনাগ অশেষ বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া লইয়া যান । ৫০

সোমক, চন্দ্রনাগ, কপিল, পিঙ্গল ও ধূমকেতু এই মহাবল পরাক্রান্ত

উমোবাচ—

কিং পুরস্য তু বিস্তারঃ কা সিদ্ধিঃ কা চ রম্যতা।
কো বা বিন্যাস হর্ম্ম্যাণাং কেন বা নির্ম্মিতানি চ ॥ ৫৩
কিংপ্রমাণস্তু কন্যানাং কো বেশো বর্ণযৌবনম্।
উদ্যানাঃ কীদৃশাশ্চৈব দীর্ঘিকা বাপি কীদৃশী ॥ ৫৪
কিংবা বদন্তি তাঃ কন্যা নন্দায়াঃ পুরতঃ স্থিতাঃ।
কান্তস্য চ কথং প্রাপ্তিস্তাসাং বদ সুরেশ্বর ॥ ৫৬
কতরেণ তপেনৈব মর্ত্ত্যা ভুঞ্জন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কস্মিংস্তু পূজিতা দেবী ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ ॥ ৫৭
কস্মিন্ ক্ষেত্রে ক্রুতা সিদ্ধির্নিয়মেন কেন প্রভো।
লিঙ্গানাং লক্ষণঞ্চৈব যস্মিন্ সিধ্যন্তি সাধকাঃ ॥ ৫৮
সময়াশ্চ কতি প্রোক্তা মন্ত্রোদ্ধারশ্চ কীদৃশঃ।
কীদৃশং যজনং দেব্যা রূপকঞ্চৈব কীদৃশম্ ॥ ৫৯
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৬০

ঈশ্বর উবাচ—

নন্দ্যাদেব্যা পুরী রম্যা ভোগাঢ্যা সুরবাঞ্ছিতা।
বসন্তি তত্র বৈ কন্যাঃ সততং মদনাতুরাঃ ॥ ৬১

কয়টী প্রধান দেবীর ভৃত্য পঞ্চকোটী অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্য ঐ তীর্থ রক্ষা করিতেছে। ৫১-৫২

উমা কহিলেন,—হে প্রভো! নন্দাপুরীর কি পরিমাণ বিস্তার, কিরূপ রমণীয় এবং দেবীর উপাসনায় কিরূপ সিদ্ধিই বা লাভ করা যায়? অট্টালিকা-সকল কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কি প্রণালীতে গৃহসকল রক্ষিত আছে এবং তত্রত্য কন্যাদিগের আকৃতি বর্ণ ও যৌবন কিরূপ? তথাকার উদ্যান ও দীর্ঘিকাসকল কেমন? হে দেবদেব! সেই কন্যাগণ দেবী-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া কি বলিয়া থাকে? ৫৩-৫৫

তাহাদের কান্তলাভ কিরূপে সংঘটিত হয় এবং কিরূপ তপস্যা করিলে মানবগণ সেই কন্যাদিগকে উপভোগ করিয়া থাকে? নন্দাদেবীকে কোথায় পূজা করিলে শীঘ্র সাক্ষাৎ করা যায়? ৫৬-৫৭

হে প্রভো! কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ নিয়মের অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ হয়? তাহা বলুন এবং কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গের পূজা করিলে সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করেন? ৫৮

উপাসনার সময় কয়টী? মন্ত্রোদ্ধার কি প্রকার? দেবীর পূজা কিরূপে করিতে হয় এবং তাহার মূর্ত্তি কিরূপ? ৫৯

এ সকল বিষয় আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ৬০

ঈশ্বর কহিলেন,—হে প্রিয়ে! নন্দাপুরী অতি রমণীয়। বিবিধভোগের স্থান বলিয়া দেবতাগণেরও বাঞ্ছিতা। তথায় দেবকন্যাগণ কামার্ত্ত হইয়া নিত্য বাস করিতেছে। ৬১

পাদপদ্মং সদা পূজ্যং নন্দায়া বরবর্ণিনি।
শোচয়ন্তি সদাত্মানং নন্দায়া অগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ ৬২
অশ্রুপাতজলৌঘেন সোষ্ণেন তু বরাঙ্গণাঃ।
নন্দায়াঃ পাদপদ্মৌ তু অজস্রং ক্ষালয়ন্তি তাঃ ॥ ৬৩

কন্যকা উচুঃ—

কিং কার্য্যং জলক্রীড়ায়াং দোলাক্রীড়নকেন কিম্।
উদ্যানক্রীড়নৈর্বাপি দ্যূতক্রীড়নকেন কিম্ ॥ ৬৪
পুস্তকবাচনেনাপি কাব্যাখ্যায়িকক্রীড়য়া।
বীণাশাস্ত্রেণ কিং কার্য্যং চিত্রপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৫
উন্মত্তচেষ্টিতং সর্ব্বং পতিহীনং মহাতপে ॥ ৬৬
মৃদঙ্গপটহৈঃ শব্দৈ র্বল্লকীপণবাদিভিঃ।
নৃত্যবাদিত্রকং সর্ব্বং পতিহীনং ন রাজতে ॥ ৬৭
বেণুবীণানিনাদেন বিপঞ্চীধ্বনিনাদিতৈঃ।
কিংবা লম্বুকবীণায়াং কার্য্যং পিঞ্জলকেন কিম্।
ব্যাধিতস্য যথাক্রন্দ-স্তদ্বৎ তন্ত্রীধ্বনিঃ স্মৃতা ॥ ৬৮
অরণ্যরুদিতং সর্ব্বং বিধবানাং সুরেশ্বরি।
কিংবা রূপেণ কর্ত্তব্যং কিং কার্য্যং যৌবনেন চ ॥ ৬৯
মকরীকরপত্রৈশ্চ পয়োধরকপোলয়োঃ।
ললাটতিলকৈর্বাপি বিন্যস্তৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৭০
কো বা আগত্য মর্ত্ত্যোঽস্মিন্ যঃ পরিষ্বজ্য মার্জ্জয়েৎ ॥ ৭১
বস্ত্রৈর্বিলেপনৈর্দ্রব্যৈঃ স্রগ্দামৈর্ভ্রমরাকুলৈঃ।
মুকুটৈশ্চূতকৈর্বাপি কিংবা ললাটপট্টকৈঃ।
যদ্বদ্ভিত্তিষু চিত্রাণাং মণ্ডনং তদ্বন্নিষ্ফলম্ ॥ ৭২

হে সুন্দরি! তাহারা দেবীর সম্মুখে থাকিয়া অতি শোকাকুল-মানসে তদীয় পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৬২

উষ্ণ নয়নজলে নন্দাদেবীর চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া থাকে। ৬৩

কন্যাগণ বলিয়া থাকে,—হে দেবি! আমাদের জলক্রীড়া, দোলাক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, বনবিচরণ, পুস্তকপাঠ, কাব্যাদি-রচনা, বীণাশাস্ত্রপরিচয়, চিত্রলেখন, বেশরচনা প্রভৃতি কার্য্য সকলই নিষ্ফল। ৬৪-৬৫

স্ত্রীজনের পতিবিরহিত কার্য্য সকলই বাতুলের ক্রিয়া মাত্র। ৬৬

পতিবিহীনার মৃদঙ্গ, পটহ, বল্লকী, পণবাদি বাদ্যের পরিচয় ও নৃত্যকার্য্য সকল কিছুই শোভা পায় না। ৬৭

বেণু-বীণাদির বাদ্য, বিপঞ্চী লম্বুক ও পিঞ্জলকাদির ধ্বনি পতিহীনাদিগের নিতান্ত কর্ণশূল হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির রোদনের ন্যায় তন্ত্রীধ্বনিও পতিহীনার কর্ণে কর্কশ বলিয়া অনুভূত হয়। ৬৮

হে সুরশ্রেষ্ঠ! পতিবিহীনাদিগের রূপ-যৌবনাদি সকলই অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৬৯

এমন কে দয়ালু আছেন যে, আসিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা সুখিনী করিবেন? গৃহভিত্তিতে চিত্রকর বস্ত্র, বিলেপন, চূড়া, মুকুট ও ভ্রমরা-কুল মাল্যাদি দ্বারা চিত্রকে সুশোভিত করিলেও যেমন তাহাতে কোন

দয়াং কুরু সুরাধ্যক্ষে নান্যস্ত্রাতা সুরেশ্বরি ॥ ৭৩
এবং যাচন্তি দেবেশি ভর্ত্তারং নন্দমন্দিরে ॥ ৭৪
উদ্যানদীর্ঘিকৈর্বাপি প্রবালাঙ্কুরশোভিতৈঃ।
ক্বচিৎ স্ফটিকসোপানৈঃ ক্বচিন্মরকতসঞ্চিতৈঃ ॥ ৭৫
ক্বচিদ্ধাটকসম্ভূতৈরিন্দ্রনীলময়ৈঃ ক্বচিৎ।
তপনীয়োদ্ভবৈঃ পদ্মৈঃ ক্বচিদ্ বিদ্রুমমন্বিতৈঃ ॥ ৭৬
সিতাসিতৈস্তথা রক্তৈঃ শ্রীমুখৈর্ম্মুখরৈরপি।
হংসসারসসঙ্গীতৈর্জীবঞ্জীবকনাদিতৈঃ ॥ ৭৭
নানাপক্ষিগণৈ রম্যৈঃ শোভন্তে দীর্ঘিকা সদা ॥ ৭৮
কান্তহীনা মহাদেবি বনে পুষ্করিণীরিব ॥ ৭৯
অশোকৈর্ব্বকুলৈর্নাগৈঃ শুভৈস্তিলকচম্পকৈঃ।
পুন্নাগনাগবকুলৈঃ পত্রজেন্দ্রাক্ষজাম্বুকৈঃ[১] ॥ ৮০
জম্বীরৈর্বীজপূরৈশ্চ পুষ্পলৈরুপশোভিতম্।
এবমাদিফলৈ রম্যৈঃ সুস্বাদৈরমৃতোপমৈঃ ॥ ৮১
লবলীফলকক্কোলৈর্নারঙ্গলকুচৈস্তথা।
তমালপত্রকর্পূরৈর্জাতীফলসদাড়িমৈঃ ॥ ৮২
সুরপাদপসঙ্কীর্ণং সরলৈর্দেবদারুভিঃ।
নানাবল্লীসমাকীর্ণং লতাগুল্মমহৌষধৈঃ ॥ ৮৩
সদাপুষ্পফলোপেতং নিত্যং মুনিমলাপহম্।
অম্বিকে নাথহীনস্তু পৈত্রং ধাবরপাদপম্ ॥ ৮৪

প্রয়োজনই সাধিত হয় না, সেইমত পতিহীনাদের স্তন-যুগলে ও কপোলদেশে মকরাদি-লিখন ললাটে তিলক অঙ্কন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। ৭০-৭২

হে সুরেশ্বরি! আপনি দয়া করুন; আপনি ভিন্ন এ বিপদে রক্ষা করিবার কেহ নাই। ৭৩

হে পার্ব্বতি! নন্দামন্দিরে কন্যাগণ এইরূপে দেবীসন্নিধানে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ৭৪

হে প্রিয়ে! একটী দীর্ঘিকায় কোন স্থানে স্ফটিক; কোথাও বা মারকত, কুত্রাপি ইন্দ্রনীলময়, কোন স্থানে বা কাঞ্চনময় কমল বিকসিত আছে। ৭৫-৭৬

শুভ্র, কৃষ্ণ ও রক্ত নানাবর্ণের বিবিধ পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং হংস-সারসাদির কর্ণসুখকর সঙ্গীতরবে ও জীবঞ্জীবকাদির নিনাদে ঐ দীর্ঘিকা নিতান্ত ভোগস্থান হইলেও কান্তহীনা নারীগণের পক্ষে নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ৭৭-৭৯

অশোক, বকুল, নাগ, তিলক, চম্পক, পুন্নাগ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু ফলবান্ জম্বীর, বীজপূরক, জম্বুক প্রভৃতি বৃক্ষে এবং লবলীফল, কক্কোল, নারঙ্গ, লকুচ, তমাল, কর্পূর, জাতীফল, দাড়িম প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষসমূহে সমাকুল এবং সরল দেবদারু প্রভৃতি সুরপাদপে সমাকীর্ণ, বিবিধ লতা, গুল্ম ও ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত, নিত্য পুষ্পফলে সুশোভিত, মুনিমানসেরও মলাপহ রমণীয় উদ্যানও পতিহীনা নারীদিগের পক্ষে জনশূন্য হিংস্রক-জন্তুসমাকুল নিবিড় বনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৮০-৮৪

১। পনসৈর্ব্বাম্রবৃক্ষৈকেরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তপনীয়োত্তমৈর্হর্ম্ম্যৈ-স্তম্ভৈর্বিদ্রুমসপ্রভৈঃ।
ক্বচিৎ স্ফাটিককুট্টৈশ্চ রাজপট্টময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৮৫
পুষ্পরাগময়ৈশ্চান্যৈঃ ক্বচিদ্‌বজ্রসুরঞ্জিতৈঃ।
বাতায়নোর্দ্ধমাতঙ্গৈস্তথা সোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ ॥ ৮৬
বাদ্যহর্ম্মৈর্মনোরম্যৈর্নিত্যং গন্ধর্ব্বসঙ্কুলৈঃ।
ঘণ্টাচামরবিন্যস্তৈঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতৈঃ ॥ ৮৭
বিন্যস্তবস্তুসংঘাতৈ-রাতপত্রবিতাননৈঃ।
মৌক্তিকৈর্দলমাভিশ্চ ক্বচিৎ স্রগ্‌দামমণ্ডিতৈঃ ॥ ৮৮
মন্দিরৈর্মন্দরাকারৈ র্ময়সম্ভারকল্পিতৈঃ।
দ্বিসপ্তভূমিকোপেতৈঃ কিং কার্য্যং প্রেতরগৃহৈঃ ॥ ৮৯
হেমপ্রাকাররচিতা প্রতোলী গজমণ্ডিতা।
ধ্বজমালাকুলা দেব্যাঃ সিংহদ্বারৈস্তু শোভিতা ॥ ৯০
বিটঙ্কাট্টালকোত্তুঙ্গা স্বর্গাদ্রম্যতরা পুরী।
নাথহীনা মহাদেবি রৌদ্রায়সপুরীরিব ॥ ৯১
বরং মর্ত্ত্যে চ বনিতা পতিমাশ্রিত্য সংস্থিতা।
পতিহীনা ন পাতালে অম্বিকে কল্পজীবিকা ॥ ৯২
অযুতং যোজনানান্তু নন্দাদেব্যাঃ পুরী প্রিয়ে।
কোটিকোটিভিঃ স্ত্রীণান্তু সমন্তাৎ পূরিতা পুরী ॥ ৯৩
চিত্রাম্বরধরাঃ সর্ব্বাশ্চিত্রগন্ধানুলেপনাঃ।
চিত্রমাল্যধরা নিত্যং চিত্রাভরণভূষিতাঃ ॥ ৯৪
চিত্রাম্বরধরাঃ সর্ব্বা বিচিত্রগতিগামিনীঃ।
নানাবাদ্যরতা নিত্যং নানাগান্ধর্ব্বতৎপরাঃ ॥ ৯৫

হে অম্বিকে! যে পুরীর কাঞ্চনময় প্রাসাদ-সকল প্রবাল স্তম্ভ, স্ফটিক-স্তম্ভ ও বজ্রময় সুদৃঢ় কুট্টিমে সুশোভিত এবং যাহার গবাক্ষপথে মণিময় হস্তী ক্ষোদিত আছে, যথায় বাদ্যাগারসকল সর্ব্বদাই সঙ্গীতকুশল গন্ধর্ব্বসমূহে ব্যাপ্ত এবং যাহার সকল গৃহেই ঘণ্টাচামরাদি বিবিধ বস্তু সকল রক্ষিত আছে ও প্রতি-গৃহেরই বিতান ও ছত্র সমুদয় ক্ষুদ্রঘণ্টায় ভূষিত রহিয়াছে এবং শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়াসুরের শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত মন্দরাকৃতি সকল মন্দিরই মুক্তামালা ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ও সকল মন্দিরেরই নয়টী করিয়া চূড়া আছে এবং পুরীর চতুর্দ্দিকে সুবর্ণের প্রাচীর, সম্মুখদ্বার গজরাজে রক্ষিত, সিংহদ্বার সকল উড্ডীয়মান ধ্বজাবলিতে সুশোভিত আছে এবং গগন-স্পর্শী গৃহসমূহে যাহার সমধিক শোভাবৃদ্ধি হইতেছে, হে দেবি! সেই স্বর্গাপেক্ষা মনোহর পুরীও কান্তবিহীন স্ত্রীজনের নিকটে ভীষণ লৌহময় পুরীর ন্যায় দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। ৮৫-৯১

হে প্রিয়ে! স্ত্রীজনের পক্ষে বরং দুঃখময় ক্ষণ-ধ্বংসী মর্ত্ত্যলোকেও পতি-সঙ্গে সখানুভব করা ভাল, কিন্তু পাতালে পতিবিরহিত হইয়া কল্পকাল বাঁচিয়া থাকাও দুঃখেরই কারণমাত্র। ৯২

হে দেবি! নন্দাদেবীর পুরী অযুত যোজন পরিমিতা এবং ঐ পুরী অসংখ্য নারীজনে পরিপূর্ণা রহিয়াছে। ৯৩

তাহারা সকলেই বিচিত্র বসন ও ভূষণ পরিধান করিয়া, বিচিত্র মাল্য-গন্ধ-

নানাক্রীড়াপ্রসক্তাস্তা নানানাট্যরতাঃ সদা।
নানাশাস্ত্রার্থসম্পন্না নানালেখ্যরতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯৬
অক্ষীণযৌবনাঃ সর্ব্বা জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
নন্দাপুরবরে কন্যা মধ্যমাধমবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৭

উমোবাচ—

রূপাতিশয়সম্পন্না নানাগুণসমন্বিতাঃ।
কিমর্থং দুঃখিতা জাতাঃ কান্তসৌখ্যবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৮

ঈশ্বর উবাচ—

দময়ন্তী তথা সীতা রূপাতিশয়পারগাঃ।
দুঃখিতাস্তেন সঞ্জাতাঃ কান্তসৌখ্যবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৯
অহল্যা বন্দকী জাতা গৌতমস্য[১] তু যোষিতা।
রূপস্য তু প্রভাবেণ দাসী জাতা তিলোত্তমা ॥ ১০০
তস্মাদ্রূপঞ্চ নেচ্ছন্তি লক্ষণজ্ঞাস্তপোধনাঃ ॥ ১০১
অতিরূপেণ স্বল্পায়ুঃ পুরুষো যোষিতোঽপি বা।
অথবা সৌখ্যহীনস্তু জায়তে তু মহাতপে ॥ ১০২
নন্দাপুরবরে দেবি কন্যকানাস্তু চেষ্টিতম্।
উদাহৃতং ময়া দেবি যথা পৃষ্টং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ১০৩

চন্দনে বিভূষিত হইয়া অতি সুন্দর ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই গন্ধর্ব্বদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বাদ্যবাদন করে। ৯৪-৯৫

তাহারা সকলেই নানাশাস্ত্রে পণ্ডিতা, বিবিধ ক্রীড়ায় বিশেষ নিপুণা এবং অনেক সময়েই অভিনয়-কার্য্যে ও চিত্ররচনা-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থিরযৌবনা-কন্যাগণ জরামৃত্যু-বিরহিত হইয়া নন্দাপুরে অবস্থান করিতেছি। ৯৬-৯৭

উমা কহিলেন,—হে নাথ! সেই কন্যারা পরমসুন্দরী, অশেষগুণবতী হইয়াও কেবল পতিসুখে বঞ্চিতা হইয়া কি জন্য দুঃখ করিয়া থাকে, তাহা বলুন। ৯৮

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি দেবীরা অসামান্য-রূপবতী ছিলেন বলিয়াই, পতি-বিচ্ছেদ-সময়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। ৯৯

গৌতম-বনিতা. অহল্যা যে পাষাণী হইয়াছিলেন, একমাত্র সৌন্দর্য্যই তাহার কারণ। অপ্সরা তিলোত্তমা রূপবতী ছিলেন বলিয়াই দেবতাদিগের দাসী অর্থাৎ স্বর্গবেশ্যা ছিল। ১০০

এই সকল কারণেই লক্ষণবিদ্ তপস্বিগণ রূপের আদর করেন নাই এবং স্ত্রী বা পুরুষ অতিশয় রূপবান্ হইলে অল্পায়ু হইয়া থাকে অথবা কিছুমাত্র সুখভোগ করিতে পারে না। ১০১-১০২

এই কারণে নন্দাপুরীর রমণীগণ শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দেবি! তুমি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে সেই কন্যাদিগের তাবৎ ব্যবহার কহিলাম। ১০৩

---

১ কপিলস্যেতি পাঠঃ প্রামাদিকঃ।

পূজাস্থানানি বক্ষ্যামি যস্মিন্ সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ।
লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং স্থণ্ডিলস্থাং তথৈব চ ॥ ১০৪
পুস্তকস্থাং মহাদেবি পাদুকে প্রতিমাসু চ।
চিত্রে বা ত্রিশিখে খড়্গে জলস্থাং বাপি পূজয়েৎ ॥ ১০৫
অগ্নিস্থাং পূজয়েৎ প্রাজ্ঞো হৃদয়ে বা সুশোভনে।
এভিঃ স্থানৈর্মহাদেবী পূজিতা বরদা ভবেৎ ॥ ১০৬
মম পার্শ্বে শ্রুতং যৈস্তু জ্ঞানং দেবতপোধনৈঃ।
তেঽপি বন্দ্যা হ্যহং যদ্বচ্ছৈবধর্ম্ম-পরায়ণাঃ ॥ ১০৭
তল্লিঙ্গমাশ্রয়েন্মন্ত্রী শুক্রাদ্যৈর্যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
কচাদ্যৈর্যৎ কৃতং লিঙ্গং বর্জ্জনীয়ন্তু সাধকৈঃ ॥ ১০৮
অল্পসৌখ্যপ্রদং প্রোক্তং বেদমন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
সবিকারন্তু সলিঙ্গং ভুক্তভোগং তথৈব চ।
জ্ঞাতব্যং সাধকেন্দ্রেণ সিদ্ধিদঞ্চাপ্যসিদ্ধিদম্ ॥ ১০৯

দেব্যুবাচ—

সবিকারন্তু যল্লিঙ্গং বেদমন্ত্রৈঃ[১] প্রতিষ্ঠিতম্।
নির্ব্বর্ত্তিতবিকারঞ্চ উক্তং শম্ভুং স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ১১০
কুর্ব্বন্তি ভক্তিবাৎসল্যং লোকানাং বাসনাত্মকম্।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিদং জ্ঞানং যোগিনামপ্যগোচরম্।
মর্ত্ত্যৈর্জড়ধিয়ৈর্বাথ কথং বিজ্ঞায়তে প্রভো ॥ ১১১

এক্ষণে নন্দাদেবীর অর্চ্চনা-স্থান কহিতেছি, যে স্থানে পূজা করিলে দেবী সন্নিহিতা হইয়া থাকেন। ১০৪

হে মহাদেবি! বিচক্ষণ ব্যক্তি শিবলিঙ্গ, স্থণ্ডিল, পুস্তক, প্রতিমা, তদীয় পাদুকাদ্বয়, তদীয় চিত্রিত পট, খড়্গ, বাণ, সলিল, অনল ও নিজ হৃদয় এই কয় স্থানে নন্দাদেবীর পূজা করিবেন। ইহাতে অর্চ্চনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন। ১০৫-১০৬

হে দেবি! যে সমস্ত ঋষিরা আমার নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়াছেন, আমি যেমন সকলের পূজনীয়, তদ্রূপ সেই পরম শৈব তপস্বিগণও লোকের পূজনীয় আছেন। ১০৭

মন্ত্রবিৎ সাধকগণ শুক্রাদি ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গেই অর্চ্চনা করিবেন; কচাদির স্থাপিত লিঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ, উহা বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সবিকার অর্থাৎ উহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিকৃতিভাব—পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া উহার অর্চ্চনায় সামান্য ফল লাভ হয়। ঐ লিঙ্গ পূর্ব্বে সিদ্ধি দান করিলেও এক্ষণে তাহা প্রদান করিতে পারেন না, ইহা সাধকশ্রেষ্ঠ জানিবেন। ১০৮-১০৯

দেবী কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠিত সবিকার ভক্তিপ্রিয় স্বয়ম্ভু মহাদেব অবস্থান করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; এই লিঙ্গবিষয়ক জ্ঞান যোগীদিগেরও দুর্জ্ঞেয়, তাহা ক্ষুদ্রমতি মানব কিরূপে জানিতে পারিবে বলুন। ১১০-১১১

১। মন্ত্রহীনমিতি পাঠান্তরম্।

ঈশ্বর উবাচ—

সাধু সাধু মহাদেবি রহস্যমিদমুত্তমম্।
যৎ ত্বয়া চোদিতং ভদ্রে তথৈব চ ন চান্যথা ॥ ১১২
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং সুরৈশ্চাপি কিং পুনর্মর্ত্ত্যজন্তুভিঃ।
আধিষ্ঠ্যসাধকং জ্ঞেয়ং হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ১১৩
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঔৎসুক্যং দদাতি লিঙ্গদর্শনে।
সেব্যমানং ততো লিঙ্গং নিত্যানন্দপ্রদায়কম্ ॥ ১১৪
সুস্বপ্নান্ পশ্যতে নিত্যং বিমানস্থাং বরাঙ্গনাম্।
ভৈরবং পশ্যতে নিত্যং ক্রীড়ন্তং মাতৃমণ্ডলে ॥ ১১৫
উমামহেশ্বরং বাপি স্বপ্নে পশ্যতি সাধকঃ।
অনিবর্ত্তিতাধিকারং তল্লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরি ॥ ১১৬
আক্রামন্তি মহাবিঘ্নাঃ সদৈত্যা রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ১১৭
শূন্যাগারং যথা দেবি আক্রামন্তি নরাঃ প্রিয়ে।
অনর্চ্চিতন্তু ভুঞ্জন্তি তথা লিঙ্গন্তু কশ্মলাঃ ॥ ১১৮
প্রেতং যথা সুরাধ্যক্ষে আক্রামন্তি পিশাচকাঃ।
শূন্যঞ্চ ব্যঙ্গলিঙ্গন্তু আশ্রয়ন্তি তথা প্রিয়ে ॥ ১১৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

পর্য্যাপ্তঞ্চ শ্রুতং নৈব তব বাক্যেন শঙ্কর।
বিশেষোৎপাদিতো মহ্যং সুতরাং গহনং কৃতম্ ॥ ১২০

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তোমার এই অতি রহস্য প্রশ্ন শুনিয়া বারংবার সাধুবাদ দিতেছি। ১১২

তুমি যাহা বলিলে, তাহাই স্থির। কারণ দেবতারাও ইহার যথার্থ্য জানিতে অক্ষম, সামান্য জন্তু বানরের কথা কি বলিব! ১১৩

যে লিঙ্গ দর্শন করিলে হৃদয়ের আনন্দ ও ইন্দ্রিয়চয়ের ঔৎসুক্য হয়, তাহাতেই ভগবান্ নিত্য অধিষ্ঠিত জানিবে এবং উহার সেবা করিলে সাধক নিত্য আনন্দে নিমগ্ন থাকিয়া নিদ্রাকালে স্বপ্নে বিমাচারিণী দেবকন্যা এবং মাতৃগণ-মণ্ডলে ক্রীড়মান ভৈরব ও উমা-মহেশ্বর-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকেন। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! উহাকেই অনিবর্ত্তিত-বিকার অর্থাৎ অবিকৃত লিঙ্গ বলে। ১১৪-১১৬

হে প্রিয়ে! যেমন বহুকালাবধি জন-সমাগম-বিহীন-ভবনে দৈত্য-রাক্ষসাদি আশ্রয় লইয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগের বিঘ্ন বিধান করিয়া থাকে এবং যেমন প্রেতদেহ পিশাচেরা আশ্রয় করে। ১১৭

হে সুরেশ্বরি! তেমনি বহুকাল হইতে যাহার পূজাদি হয় না, সেই বিকৃত অর্থাৎ দেবশূন্য লিঙ্গে বিঘ্নকারী দৈত্যাদি আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহারই নাম সবিকার। ১১৮-১১৯

শ্রীদেবী বলিলেন,—হে শঙ্কর। আপনার নিকট বহুতর কথাই শুনিলাম, কিন্তু এক বিষয়ে আমার চিত্ত নিতান্ত সংশয়িত হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১২০

সূক্ষ্মরূপা যদা বিঘ্না রাক্ষসা ভূতনায়কাঃ।
ঈদৃশীং তনুমাস্থায় লিঙ্গং ভুঞ্জন্তি বৈ সদা ॥ ১২১
তদা তেঽপি মনোরম্যং স্থানং কুর্ব্বন্তি শঙ্করম্।
সাধকস্য সদানন্দং তেঽপি কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥ ১২২
স্বপ্নাংশ্চ শোভনান্ দেবীসাধকস্য দদন্তি চ।
পূজার্থিনো মহাবীর্য্যাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি সাধকে।॥ ১২৩
প্রভাবয়ন্তি দুষ্টাত্মা বদন্তি বরদা ভব।
তস্য বর্ষশতেনাপি কুতঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১২৪

ঈশ্বর উবাচ—

মহাচোদ্যং মহাদেবি অনৌপম্যং সুরার্চ্চিতে।
ব্রহ্মাদ্যৈরপি দেবেশৈরীদৃশং ন প্রচোদিতম্ ॥ ১২৫
যথাবৎ কথয়িষ্যামি মা বিষাদং কুরু প্রিয়ে।
অঘোরাস্ত্রং ন্যসেৎ তস্মিন্ খাদকঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১২৬
দংষ্ট্রৈঃ করকরায়স্ত জ্বলন্তং বিদিশৈর্দিশৈঃ।
পক্ষমেকং মহাদেবি যথাস্থানং সুখাবহম্ ॥ ১২৭
অর্চ্চ্যমানস্তু তল্লিঙ্গং স্বপ্নং বদন্তি পূর্ব্ববৎ।
সবিকারস্তু তল্লিঙ্গং আশুসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১২৮
উদ্বেগকলহৌ নিত্যং সখাপালস্তু জায়তে।
অজাবিকখরোষ্ট্রৈস্তু আরূঢ়াং পশ্যতে তনুম্ ॥ ১২৯

যদি বিঘ্নকারী রাক্ষস ও পিশাচাদি অতি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক অনর্চ্চিত অর্থাৎ শিবশূন্য লিঙ্গের আশ্রয় লইয়া নিত্য শিবভোগ করিয়া থাকে এবং সেই লিঙ্গকে অতি রমণীয় স্থান করিয়া সাধকের পরমানন্দ উৎপাদন করে এবং সাধককে আশ্চর্য্য সুস্বপ্নসকল দেখাইয়া থাকে ও সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পিশাচেরা সাধকের নিত্য পূজা পাইয়া তদুপরি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং সেই দুষ্টাশয়েরা নিজেদের ঈশ্বরত্ব প্রখ্যাপন করিয়া সাধককে বর গ্রহণ করিতে বলে, সেই বাক্যে বিশ্বাসী হইয়া সেই দেবশূন্য লিঙ্গে শতবর্ষ ব্যাপিয়া অর্চ্চনা করিলে সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় কিনা ? ১২১-১২৪

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! হে সুরেশ্বরি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা একটী মহৎ জিজ্ঞাস্য ; ব্রহ্মাদি দেবগণও কখন এরূপ জিজ্ঞাসা করেন নাই। ১২৫

হে প্রিয়ে ! ইহার যথোচিত উত্তর দিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমতঃ অপূজিত লিঙ্গে চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দংষ্ট্রাসমূহে প্রজ্বলিত অঘোরাস্ত্র নিক্ষেপ সহকারে পূজা করিবে, এইরূপে একপক্ষ ব্যাপিয়া পূজা করিলে, পূজকের উপর পূর্ব্বের ন্যায় স্বপ্ন দিয়া থাকেন। তাহাকেই সবিকার লিঙ্গ বলে। তাঁহার আরাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধি পাওয়া যায়। ১২৬-১২৮

যে লিঙ্গের পূজায় সর্ব্বদাই উদ্বেগ ও অকারণ কলহ হইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে ছাগ, মেষ ও উষ্ট্র ইহাদের অন্যতমে আরূঢ়া কৃষ্ণাম্বরধারিণী নারী-

কৃষ্ণাম্বরধরাং নারীং রাত্রৌ পশ্যতি সাধকঃ।
তস্মাৎ কিং বহুনোক্তেন তল্লিঙ্গং রাক্ষসালয়ম্ ॥ ১৩০
বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নেন মৃত্যুরোগভয়াবহম্ ॥ ১৩১
উপায়ং সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রহীনে প্রতিষ্ঠিতে।
স্ময়ন্তঃ পঠ্যতে লোকে ন চ তথোন সুন্দরি ॥ ১৩২
উষরে তু যথা ধান্যং স্থাপিতং নিষ্ফলং ভবেৎ।
লিঙ্গে মন্ত্রবিহীনে তু পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৩৩
উপায়ং সংপ্রবক্ষ্যামি তস্যাপি মৃদুভাষিণি।
প্রসন্নাং ধারয়েৎ প্রাজ্ঞ আবেশং বাথ পণ্ডিতঃ।
স্বয়ম্ভূঃ কল্পিতঞ্চাপি কথিতং সিদ্ধিবলাবলম্ ॥ ১৩৪
পবর্গাচ্চ তথৈবর্গে বিপরীতে সুলোচনে।
তস্যাপি প্রথমে বর্গে আদিবীজং তৃতীয়কম্।
প্রসন্নাথ মহাদেবি ইষ্টানিষ্টপ্রসূচনী ॥ ১৩৫
তস্মাৎ কিং বহুনোক্তেন স্বয়ং সঙ্কল্পতে প্রিয়ে।
আশ্রয়স্তত্র কুর্ব্বীত আশুসিদ্ধিপ্রদায়িকে ॥ ১৩৬
ইষ্টসত্ত্বসমাকীর্ণজনে ভক্তিবিবর্জ্জিতে।
ন কুর্য্যাদাশ্রয়ং মন্ত্রী দিঙ্মোহো যত্র জায়তে ॥ ১৩৭
ন কুর্য্যাদ্বিদিশে তীর্থে স্নানপানং শিবামুনিঃ ॥ ১৩৮
বাপীকূপতড়াগং বা প্রাসাদং বা নিকেতনম্।
ন কুর্য্যাদ্ বৃদ্ধিকামস্তু অনলানিলনৈর্ঋতে ॥ ১৩৯
আগ্নেয্যাং মনসন্তাপো নৈর্ঋতে ক্রূরকর্ম্মকৃৎ।
বায়ব্যাং বলবিত্তঞ্চ পীয়মানে জলে প্রিয়ে ॥ ১৪০

মূর্ত্তি দৃষ্টা হইয়া থাকে, অধিক কথা কি বলিব, সেই লিঙ্গেই রাক্ষসদিগের আশ্রয়। অতএব তাহার পূজায় মৃত্যু, রোগ ও ভয় আসিয়া থাকে, সুতরাং তাহা সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। ১২৯-১৩১

মন্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরেকে প্রতিশ্রুত লিঙ্গের উপায় বলিতেছি, হে সুন্দরি! লোকে শুনিয়া হাস্য করে, কিন্তু ইহার যথার্থ পাঠ করে না। ১৩২

উষর-ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিলে যেমন তাহা ফলহীন হয়, তেমনি মন্ত্র-প্রয়োগ-বিহীন প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অর্চ্চনায়ও কোন ফল হয় না। ১৩৩

হে মৃদুভাষিণি! অতএব তাহার সদুপায় বলিতেছি। (এই স্থানে মন্ত্রের উদ্ধার আছে, কিন্তু তাহা গোপনীয়) হে দেবি! তাহাতে পূজা করিলে, ভগবতী ইষ্টানিষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ১৩৪-১৩৫

হে প্রিয়ে! এ বিষয়ে অধিক কথা কি বলিব, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। ১৩৬

হিংস্রজন্তুসমাকুল ভক্তিশূন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; তথায় আশ্রয় লইলে দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে। ১৩৭

মন্ত্রবিৎ কোন অবিজ্ঞাত তীর্থের বাপীকূপ-তড়াগ প্রাসাদ নিকেতনাদি নির্ম্মাণ ও স্নান পান করিবে না। বৃদ্ধিকাম ব্যক্তি অগ্নি, বায়ু ও নৈর্ঋতকোণে জল পান করিবে না। ১৩৮-১৩৯

হে প্রিয়ে! অগ্নিকোণে মনস্তাপ, নৈর্ঋতে রাক্ষসের ন্যায় ক্রূর প্রকৃতি ও

স্থানস্য পাবকে ভাগে বাপীকূপতড়াগকম্ ।
অগ্নিদাহং সদা কুর্য্যাৎ সমানুষচতুষ্পদাম্ ।। ১৪১
নৈঋ‍র্তে পীয়মানস্তু আত্মনা দুঃখিতো ভবেৎ ।
কন্যাপি তজ্জলং পীত্বা পতিং গৃহ্ণাতি কামতঃ ।। ১৪২
প্রাসাদস্যোত্তরে দেবি বসন্তি নৈব সিদ্ধিদাঃ ।
বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু চ্ছায়াক্রান্তাপি নো শুভাম্ ।। ১৪৩
দক্ষিণোন্নতা যা ক্ষৌণী বারুণীনৈঋ‍র্তোন্নতা ।
শুভা চ সিদ্ধিদা নিত্যং সাধকস্য জনস্য বা ।। ১৪৪
দ্রব্যাংশ্চৈব প্রবক্ষ্যামি যথা তৈঃ পূজ্যতে প্রিয়ে ।
নন্দা ভগবতী দেবী সিদ্ধিদা সাধকস্য তু ।। ১৪৫
মণিরত্নময়া কার্য্যা হেমরূপ্যময়াপি বা ।
চন্দনেনাপি কর্ত্তব্যা পাদুকে প্রতিমাপি বা ।। ১৪৬
শ্রীপর্ণীশ্রীদ্রুমে চাপি দেবদারুময়ী পরা ।
ষড়ঙ্গুলা চ সা কার্য্যা পাদুকে পূজয়েৎ সদা ।। ১৪৭
পটস্য লক্ষণং বক্ষ্যে যথা সিধ্যন্তি সাধকাঃ ।
গ্রন্থিকেশবিহীনে তু অজীর্ণে সমতন্তকে ।। ১৪৮
অস্ফাটিতে অচ্ছিদ্রে তু স্থলেনৈব সমালিখেৎ ।
মঙ্গলারূপিণী কার্য্যা জয়াদ্যৈঃ পরিবারিতা ।। ১৪৯

বায়ুকোণে জলপান করিলে বল বিত্তের হানি হয় এবং স্বস্থানের অগ্নিকোণে বাপী-কূপ-তড়াগাদির জল পান করিলে, মনুষ্যাদি সকল জীবেরই অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে; সে জল পান করিলে কন্যা প্রগল্ভ হইয়া স্ব ইচ্ছায় স্বামী গ্রহণ করে। ১৪০-১৪২

প্রাসাদের উত্তরভাগে সিদ্ধিদাতৃগণ অবস্থান করে না। সকল কোণেরই ছায়া গ্রহণ করা ভাল নয়। ১৪৩

প্রাসাদের দক্ষিণ ভাগে উন্নত যে ভূমি অথবা নৈঋ‍তে বা বরুণে যে উন্নত ভূমি, তাহাই সাধকের পূজা কার্য্যে ও খাতাদি-কার্য্যে অতি শুভজনিকা হইয়া থাকে। ১৪৪

হে প্রিয়ে! এখন যে সকল বস্তু দ্বারা নন্দাদেবীর পূজা করা হইবে, সে সকল বলিতেছি, হে দেবি! যাহাতে ভগবতী সাধকের সিদ্ধি প্রদান করেন। ১৪৫

মণিরত্নময়ী বা সুবর্ণ কি রূপ্যময়ী কিংবা চন্দন দ্বারা তাঁহার প্রতিমা ও পাদুকাদ্বয় গঠন করিবে; কিংবা বিল্ব দেবদারুময়ী ষড়ঙ্গুল-পরিমিতা মূর্ত্তি ও পাদুকা নির্ম্মাণ করিবে। ১৪৬-১৪৭

অপর পটের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, যাহাতে সাধকেরা শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করেন। পট নির্ম্মায়ক বস্ত্রে কোনরূপ গ্রন্থি বা কেশাদি থাকিবে না ও তাহা জীর্ণ হইবে না; সকল সূত্রগুলি সমানভাবে থাকিবে। ১৪৮

অস্ফাটিত অচ্ছিদ্র স্থলে রাখিয়া চিত্রে মঙ্গলময়ী নন্দার মূর্ত্তি জয়াদি সখী-গণের সহিত চিত্রিত করিবে। ১৪৯

বৃদ্ধেন ভবতে বৃদ্ধো ব্যাধিতে ব্যাধিতো ভবেৎ।
কুরূপেণ কুরূপস্তু মূর্খেণ তু ন পূজ্যতে ॥ ১৫০
লেখকস্য চ যদ্রূপং চিত্তে ভবতি তাদৃশম্[১] ॥ ১৫১
খড়্গস্য লক্ষণং বক্ষ্যে ত্রিশিখস্য চ সুন্দরি।
নান্যশস্ত্রোদ্ভবং কার্য্যং মৃদুলোহময়ং পি বা ॥ ১৫২
স্ফুটিতং খণ্ডিতং হ্রস্বং সব্রণং সন্ধিতং তথা।
মৃদুলোহে অপূজ্যস্তু সন্ধিতে মরণং ভবেৎ ॥ ১৫৩
সব্রণেঽপি হি হৃদ্রোগো রেখয়া পাতকী ভবেৎ।
ভার্য্যা মাতা তথা পুত্রা ম্রিয়ন্তে খণ্ডিতেন তু ॥ ১৫৪
হ্রস্বেন লাঘবং লোকে দীর্ঘেণাপি হ্যসিদ্ধিদম্।
অন্যশস্ত্রোদ্ভবেনাপি ভবতে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ১৫৫
পঞ্চদশাঙ্গুলং খড়্গং ত্রিশিখঞ্চ সুরেশ্বরি।
ঈদৃশং কারয়েৎ প্রাজ্ঞ আশুসিদ্ধিফলপ্রদম্ ॥ ১৫৬
কৃত্বা তু পূর্ব্ববদ্ যাগং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
আলভেৎ সর্ব্বদ্রব্যাণি খড়্গাদ্যান্ সপ্তপঞ্চধা ॥ ১৫৭
অথ সর্ব্বৈর্যজেদ্দেবীং নন্দাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
শাকযাবকপিণ্যাকক্ষীরাশী ভিক্ষাদোঽপি বা।
কন্দমূলফলাশী বা জপং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৮

চিত্রকর বৃদ্ধ হইলে চিত্রিত পটেরও বার্দ্ধক্য দৃষ্ট হয়, পীড়িত লেখকে লিখিলে আলেখ্যেরও পীড়া অনুভূত হয়, লেখক কুরূপ হইলে আলেখ্য শ্রীহীন হয় এবং মূর্খ লেখকের লিখিত পটে দেবীর পূজা হয় না। ১৫০

চিত্রকর যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, পটেরও তাদৃশ রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। ১৫১

হে সুন্দরি! এক্ষণে অন্য পূজাধার খড়্গ ও ত্রিশূলের লক্ষণ বলিতেছি। নানা অস্ত্র গলাইয়া কিংবা অন্য মৃদু লৌহ দ্বারা উহার গঠন করিবে না। ১৫২

কোন স্থানে খণ্ডিত কি স্ফুটিত (চিড়-খাওয়া), ক্ষুদ্র কি ছিদ্র-বহুল কিংবা সন্ধিত (জোড়া) করিবে না। মৃদু অর্থাৎ কোমল নূতন লৌহে নির্ম্মিত খড়্গাদিতে দেবীর পূজা করিবে না। জোড়া দেওয়া অস্ত্রে পূজা করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। ১৫৩

কোন রূপ ব্রণযুক্ত অর্থাৎ উচ্চাবচ খড়্গাদিতে পূজায় হৃদ্রোগ জন্মিয়া থাকে। রেখাযুক্ত অস্ত্রে পূজায় কেবল পাপই সঞ্চিত হয় এবং খণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া দেওয়া অস্ত্র পূজা করিলে পূজকের স্ত্রী, পুত্র ও জননীর মৃত্যু হয়। ১৫৪

খর্ব্বাকৃতি খড়্গাদিতে পূজায় লোকসমাজে খর্ব্ব হইতে হয় এবং অতি দীর্ঘে কোনরূপ সিদ্ধি পাওয়া যায় না। অন্য অস্ত্র গলাইয়া নির্ম্মিত খড়্গাদিতে পূজায় পূজকের শীঘ্র মৃত্যু হয়। ১৫৫

হে সুরেশ্বরি! শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চদশাঙ্গুলি পরিমিত খড়্গ ও ত্রিশূলে পূজা করিলে সাধকের শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। ১৫৬

প্রথমে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পূর্ব্বের ন্যায় যাগ করিয়া খড়্গাদি পূজাধার বস্তু-নিচয় গ্রহণ করিবে। ১৫৭

---

১ তস্য বর্ষপ্রত্যুষ্টস্য যাদৃগ্ ভবতি তাদৃশম্ ইতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ।

অন্তরিতোপবাসেন অথ নক্তেন বর্ত্তয়েৎ।
ত্রিরাত্রেণ তু বর্ত্তেত অথ চান্দ্রায়ণাদিভিঃ ।। ১৫৯
হোময়েল্লক্ষমেকন্তু আজ্যমিশ্রন্তু গুগ্‌গুলম্।
অথবা শ্রীফলৈর্বাপি হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।। ১৬০
ত্রিলক্ষেণ লভেৎ খড়্গং ত্রিশূলং পাঞ্চলক্ষিকম্।
খড়্গেন ভবতে রাজা মধ্যে খেচরচারিণাম্ ।। ১৬১
ত্রিশূলেন সুরেশানো ভবতে নাত্র সংশয়ঃ।
পূর্ব্বমেব ত্রয়ো লক্ষান্ জপং কৃত্বা সমারভেৎ।। ১৬২
অন্যথা তু মহাদেবি হোমং নৈব তু কারয়েৎ।
সময়াং সংপ্রবক্ষ্যামি যৈস্তুষ্টিদফলং লভেৎ ।। ১৬৩
শৈবান্ পাশুপতান্ বাপি মহাব্রতপরান্ পি বা।
কুমারিকাঞ্চ তদ্ভক্তান্ ভোজয়েৎ পূজয়েৎ সদা ।। ১৬৪
নাদ্যাৎ স্ত্রীনামকান্ ভক্তান্[১] ন নারীং তাড়য়েৎ ক্বচিৎ।
প্রতাড়য়েন্ন চাক্রোশেদ্ বিবস্ত্রাং নৈব কারয়েৎ ॥ ১৬৫
প্রসুপ্তাং[২] নৈব পশ্যেত তাড্যমানাং নিবারয়েৎ।
মূত্রং পুরীষং কুর্ব্বন্তীং ন পশ্যেন্ন জুগুপ্সয়েৎ ॥ ১৬৬

পরে ত্রিভুবনেশ্বরী নন্দাদেবীকে প্রণাম করিয়া পূজা করিবে। সাধক প্রথমতঃ শাক, পিষ্টক, পিণ্যাক, ক্ষীর, কন্দ, মূল বা ফল মাত্র ভক্ষণ করিয়া, পর তিন দিন নক্ত-ভোজন, পর তিন দিন ভিক্ষালব্ধ যে কিছু ভক্ষণ, শেষ দিনত্রয় উপবাস, এইরূপ ব্রত ও চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া জপ করিবেন। ১৫৮-৫৯

পরে ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলুদ্বারা অথবা ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি একলক্ষ হোম করিবেন। ১৬০

এইরূপ তিন লক্ষ হোম করিয়া খড়্গকে এবং পঞ্চ লক্ষ হোম করিয়া ত্রিশূলকে পূজাধার করিয়া পূজা করিবে। খড়্গ পূজা করিলে খেচরদিগের মধ্যে রাজা হইয়া থাকে। ১৬১

ত্রিশূলে অর্চ্চনায় দেবতাদিগেরও প্রভু হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে মহাদেবি! প্রথমে তিন লক্ষ জপ করিয়া তবে হোম আরম্ভ করিবে; জপ করা না হইলে হোম করিতে বসিবে না। এক্ষণে পূজকের অবশ্য অনুষ্ঠেয় আচারসকল বলিতেছি, যেরূপ আচারে থাকিলে ভগবতী পূজকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৬২-৬৩

শৈব পাশুপত বা বিশিষ্ট ব্রতাচারী ও দেবীভক্ত ও কুমারীদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। ১৬৪

স্ত্রীজনের নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন করিবে না, কদাচ স্ত্রীলোককে তাড়না করিবে না বা তাহাদের উপর আক্রোশ করিবে না, বিবস্ত্রা করিবে না। ১৬৫

নিদ্রিতা নারীকে দেখিবে না, কেহ তাহাদিগকে তাড়না করিলে নিবারণ করিবে। মূত্র-পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতে থাকিলে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিবে না, কোনরূপে স্ত্রীজনের নিন্দা করিবে না। ১৬৬

১। স্ত্রীণাং তথা ভক্ষ্যামতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। প্রযচ্ছামিতি বা পাঠঃ।

নৈব তাং ভুঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতং পদম্ ॥ ১৬৭
মজ্জন্তি যোষিতো যত্র শৌচং কুর্ব্বন্তি যত্র বা।
উদ্বহন্তি জলং যত্র যত্তীর্থং পূজয়েৎ সদা ॥ ১৬৮
মৃদ্ভস্মদন্তকাষ্ঠানি তস্মিংস্তীর্থে নিবেশয়েৎ।
সুখপাদাবাচরন্ত তত্তীর্থং কারয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৬৯
অনেন তুষ্যতে দেবী নন্দা চানন্দচারিণী ॥ ১৭০
বস্ত্রং পত্রং তথা ভক্ষ্যং ফলং পুষ্পং বিলেপনম্।
নানালঙ্করণং দেবি যৎকিঞ্চিজ্জলদায়িকম্ ॥ ১৭১
নন্দামুদ্দিশ্য দাতব্যং তুষ্যতে তেন সা প্রিয়ে ॥ ১৭২
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানি তু।
যস্মিন্নারাধিতা দেবী ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা ॥ ১৭৩
মন্দারং শতশৃঙ্গঞ্চ ত্রিকূটং পর্ব্বতং তথা।
বিন্ধ্যো গঙ্গাসরিদ্ যত্র রেবতী যমুনাপি বা ॥ ১৭৪
পয়োষ্ণী-অম্বরাখ্যে তু অথবা কুণ্ডলেশ্বরে।
শঙ্করেশ্বররামেশে অথবা অমরেশ্বরে ॥ ১৭৫
বেত্রবত্যাস্তটে রম্যে হরিশ্চন্দ্রে তথা প্রিয়ে।
সরস্বতীতটে পুণ্যে সুগন্ধায়তনেঽপি বা ॥ ১৭৬
স্থানেষ্বেষু জপং কুর্য্যান্নন্দাতদ্গতমানসঃ ॥ ১৭৭
ভৈরবং শূলভেদঞ্চ চণ্ডীশং ত্রিপুরান্তকম্।
অষ্টচক্রঞ্চ ক্রৌঞ্চেশং কপালাক্ষোগ্রনামকম্।
অজাবিকখরোষ্ট্রাখ্যং স্থানান্যেতানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৭৮

মন্ত্রবিৎ যদি আপনার পরকালে অবিনাশী স্থান ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে অবশ্য ভোজন করাইবেন। ১৬৭

যথায় স্ত্রীজনে অবগাহন করে বা শৌচ করে কিংবা যে স্থানের জল তুলিয়া থাকে ও যে তীর্থকে সর্ব্বদা পূজা করে, তথায় মৃত্তিকা, ভস্ম বা দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি সেই স্থানে যাহাতে স্ত্রীজনে অনায়াসে পাদচারণাদি করিতে পারে, তাহার উপায় করিবেন। ১৬৮-৬৯

ইহাতে আনন্দময়ী নন্দাদেবী তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টা হইবেন। ১৭০

হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি পত্র, ফল, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানাবিধ পেয় ও ভক্ষ্যবস্তুসকল নন্দার উদ্দেশে প্রদান করে, তাহার প্রতি তিনি বিশেষ প্রীতা থাকেন। ১৭১-৭২

হে দেবি! অতঃপর সিদ্ধিস্থান সকলের উল্লেখ করিতেছি, যে যে স্থানে নন্দাদেবীর আরাধনা করিলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়। ১৭৩

শতশৃঙ্গযুক্ত মন্দার, ত্রিকূট ও বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও রেবতী নদী প্রবাহিতা আছেন এবং অম্বর, কুণ্ডলেশ্বর, শঙ্করেশ্বর; রামেশ্বর ও অমরেশ্বর তীর্থ, বেত্রবতীর সুন্দর তট, সরস্বতীর তট, সুগন্ধাসমীপে ও হরিশ্চন্দ্র তীর্থ এই সকল স্থানে সাধক নন্দামূর্ত্তি হৃদয়ে রাখিয়া জপ করিবেন। ১৭৪-৭৭

ভৈরব, শূলভেদ, চণ্ডীশ, ত্রিপুরান্তিক, অষ্টচক্র, ক্রৌঞ্চেশ, কপাল ও উগ্র নামক স্থানে এবং অজা, অবি, খর, উষ্ট্র যথায় সর্ব্বদা বিচরণ করে; সেই সকল স্থানও জপ-কার্য্যে বর্জ্জন করিবে। ১৭৮

ব্রহ্মস্যাপি ভবেচ্ছিদ্রমেভিঃ স্থানৈর্মহাতপে।
উদ্বেগঃ কলহো নিত্যং ব্রতভঙ্গং বিনাশকৃৎ ॥ ১৭৯
শুভাভিধানকৈঃ স্থানৈস্তত্র সাধনমারভেৎ ॥ ১৮০
চতুর্থী চাষ্টমী চৈব নবমী বা চতুর্দ্দশী।
শুক্লপক্ষে তু কর্ত্তব্যং দেব্যা যজনমুত্তমম্ ॥ ১৮১
ততো নন্দাশ্বরো গচ্ছেদহোরাত্রস্ত কারয়েৎ।
স্নাত্বা গঙ্গানদীতীরে কৃত্বা চ উদকক্রিয়াম্ ॥ ১৮২
নন্দাদেবীং নমস্কৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
চুড়িকাসঙ্গমে স্নায়ান্মহাপাতকনাশনে ॥ ১৮৩
পিণ্ডগঙ্গা কুশং গঙ্গা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ।
দেবানাং তর্পণং কুর্য্যাৎ পিণ্ডং পিতৃষু দাপয়েৎ ॥ ১৮৪
ঘৃতেন মধুনা বাপি শক্তূন্ গুড়বিমিশ্রিতান্।
তিলোদকং ততো দত্ত্বা কুশোদকসমন্বিতম্ ॥ ১৮৫
ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা। ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ প্রপিতামহেভ্যো স্বাহা ॥ ১৮৬
ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ উমামহেশ্বরভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৮৭
পিণ্ডং দত্ত্বা ইমৈর্মন্ত্রৈঃ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ ॥ ১৮৮
এবং দেবি বিধিং কৃত্বা কুলানাং তারয়েচ্ছতম্।
নন্দাগঙ্গাং পুনঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ততো বৈতরণীং গত্বা স্নানং তত্রৈব কারয়েৎ ॥ ১৮৯
দেবানামুদকং দত্ত্বা পিণ্ডং তত্রৈব দাপয়েৎ।
মহাদেবীং নমস্কৃত্বা স গচ্ছেদুত্তরাং দিশম্ ॥ ১৯০

হে তপোবনে! এ সকল স্থানে জপ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কৃত হইলেও মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং উদ্বেগ-কলহাদি হইয়া ব্রতভঙ্গ হইয়া থাকে। ১৭৯

অতএব সাধক পূর্ব্বোক্ত কল্যাণকর স্থানে বসিয়াই সাধন করিতে থাকিবেন। ১৮০

শুক্লপক্ষের চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতেই দেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ করিবেন। ১৮১

দেবনদী গঙ্গাতে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া নন্দাদেবীকে প্রণাম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। চূড়িকা নদীর সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে, মহাপাতকাদিরও ধ্বংস হইয়া থাকে। ১৮২-৮৩

এইরূপ পিণ্ডগঙ্গা ও কুশগঙ্গায় স্নান করিয়া, দেব-তর্পণ সমাধা করত বক্ষ্যমাণ নিয়মে পিতৃলোক উদ্দেশে ঘৃত, মধু ও গুড় মিশ্রিত শক্তুর পিণ্ড দান করিবে। প্রথমতঃ সতিলোদক মাত্র দিয়া ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ উমামহেশ্বরেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্র প্রয়োগে প্রত্যেক কুশোদক মিশ্রিত পূর্ব্বোক্ত পিণ্ড প্রদান করিয়া নমস্কার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ১৮৪-৮৮

হে দেবি! এইরূপ বিধানে পিণ্ড দিলে, নিজের শত-সংখ্যক কুল স্বর্গে গমন করে। পুনরায় নন্দাসমীপচারিণী গঙ্গাতে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। পরে বৈতরণীতে যাইয়া স্নান করিবে। ১৮৯

মহাগণপতিং দৃষ্ট্বা পূজাং কৃত্বা বিধানবিৎ।
গচ্ছেদায়তনং দিব্যং দেব্যা ভবনমুত্তমম্ ॥ ১৯১
পূজাং কৃত্বা বিধানজ্ঞো যাবৎ প্রণতবিগ্রহঃ।
তাবৎ তং গগনে দেবা বিমানস্থা সবাসবা।
অভিনন্দতে তং ধন্যং নরেন্দ্রপুণ্যভাজনম্ ॥ ১৯২
নন্দাদেব্যাশ্চরণাব্জং যেন দৃষ্টং সুদুর্লভম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শাশ্বতং ভুবনোত্তমম্ ॥ ১৯৩
অনেনৈব তু দেহেন দেব্যাঃ পুত্রস্তু জায়তে।
কার্ত্তিকেয়সমো ভূত্বা মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥ ১৯৪
তিষ্ঠতে সুচিরং কালং মৎপ্রসাদেন সুব্রতঃ।
তদন্তে ব্রজতে মোক্ষং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ১৯৫
দেব্যা দক্ষিণমূর্ত্তৌ তু মূলমন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ।
দর্শনং জায়তে তস্য সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৬
শুক্লাম্বরধরাং নারীং রাত্রৌ পশ্যতি সাধকঃ।
তাং দৃষ্ট্বা জায়তে সিদ্ধিরণিমাদিগুণাষ্টকম্ ॥ ১৯৭
দেব্যাঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা কুণ্ডস্য চ বিশেষতঃ।
ধ্যাত্বা দেবীং ততঃ কুণ্ডে প্রবিশেন্মৎস্যবজ্জলে ॥ ১৯৮
পৌরুষত্বং জলে তত্র ত্রাসং নৈব তু কারয়েৎ।
পশ্যতে ক্ষণমাত্রেণ শ্রীমুখং দ্বারমুত্তমম্ ॥ ১৯৯

সে স্থানেও দেব-তর্পণ করিয়া, পিতৃলোককে পিণ্ড দিবে। অনন্তর নন্দা-দেবীকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে উত্তরদিকে গমন করিবে। ১৯০

তথায় বিধিজ্ঞ ব্যক্তি মহাগণেশকে দর্শন করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর ত্রিভুবন-সুন্দর দিব্য দেবীভবনাভিমুখে গমন করিবে। ১৯১

যে বিধিজ্ঞ পুরুষ তথায় নন্দাদেবীর পূজা করিয়া দেহ অবনত করত অব-স্থান করেন, হে দেবি! অন্তরীক্ষচারী দেবদানবগণ সেই পুণ্যবান্ ধন্য পুরুষকে অভিনন্দন করিয়া থাকেন। ১৯২

অতি দুর্লভ নন্দাদেবীর পাদপদ্ম যাঁহার নয়নগোচর হয়, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন। ১৯৩

হে সুব্রতে! আমার অনুগ্রহে এই শরীরেই কার্ত্তিকের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া ভগবতীর তনয়রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন এবং তথায় বহু-কাল থাকিয়া বিবিধ অভিলষিত ভোগ্য ভোগ করিয়া শেষে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। ১৯৪-৯৫

যিনি দেবীর দক্ষিণ মূর্ত্তিতে মূলমন্ত্র জপ করেন, সেই সাধকের দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৬

দেবী তাঁহাকে রাত্রিকালে শুক্লবসনা স্ত্রীমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া থাকেন, তদ্দর্শনে সাধকের অণিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৯৭

সিদ্ধিলাভের পর দেবী ও দেবীকুণ্ডের প্রদক্ষিণ করিয়া দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডসলিলে মৎস্যের ন্যায় প্রবেশ করিবে। ১৯৮

জলে প্রবিষ্ট হইয়া ভীতভাব প্রকাশ করিবে না, প্রত্যুত পরাক্রম প্রকাশ করিবে, তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়াই নানারত্ন-খচিত সুবর্ণপ্রাচীরে বেষ্টিত একটী

নানারত্নময়ং দিব্যং হেমপ্রাকারতোরণম্।
মণ্ডপে তিষ্ঠতে দেবী দ্বারস্যাগ্রে সুশোভনে ॥ ২০০
পূর্ণকুম্ভাশ্চ সৌবর্ণাশ্চূতপল্লবমণ্ডিতাঃ।
নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মেণ সর্ব্বরত্নময়াঃ শুভাঃ ॥ ২০১
মণিহেমময়ৈঃ স্তম্ভৈ র্বিমানৈর্ধ্বজশোভিতৈঃ।
মৌক্তিকদামমালাভি র্মণিমালাভির্মালিতম্ ॥ ২০২
ঘণ্টাচামরশোভাঢ্য-মাতপত্রৈর্বিভূষিতম্।
সৌবর্ণা মুরজাস্তত্র তিষ্ঠন্তে মেঘনিস্বনাঃ ॥ ২০৩
ইন্দ্রনীলপরিচ্ছন্নং বিচিত্রমণিচর্চ্চিতম্।
শালভঞ্জিকপুষ্পৈশ্চ রত্নপঙ্কজশোভিতম্ ॥ ২০৪
পারিজাতকমালাভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্।
নন্দা ভগবতী দেবী প্রতিমারূপধারিণী ॥ ২০৫
তিষ্ঠতে মণ্ডপদ্বারে সহস্রভুজভূষিতা।
সর্ব্বায়ুধধরা সৌম্যা পুষ্পমালাবিভূষিতা ॥ ২০৬
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গী কুঙ্কুমারুণবিগ্রহা।
কুণ্ডলৈঃ কটকেয়ূরৈ-র্মুকুটাদিবিভূষিতা ॥ ২০৭
তাং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবীং প্রতিমারূপধারিণীম্।
তস্যাঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণিপত্য শিরেণ তু ॥ ২০৮
তস্যাগ্রে তিষ্ঠতে চান্যা জয়া চ প্রতিহারিকা।
দৃষ্ট্বা তু সাধকং বীরং হৃষ্টতুষ্টা প্রভাষতে ॥ ২০৯

পরম সুন্দর শ্রীমুখ-দ্বার দেখিতে পাইবে। হে সুন্দরি! সেই দ্বার-সন্নিহিত মণ্ডপে দেবী অবস্থান করিতেছেন। ১৯৯-২০০

সম্মুখে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জলপূর্ণ ও আম্রপল্লবে সুশোভিত অসংখ্য রত্ন ও কাঞ্চনে গঠিত কুম্ভ স্থাপিত আছে। ২০১

সেই মণ্ডপের মণিখচিত কাঞ্চনস্তম্ভসমূহে মুক্তামালা ও মণিমালায় সুশোভিত পতাকাযুক্ত চন্দ্রাতপ সকল প্রসারিত রহিয়াছে। ২০২

ঘণ্টা, চামর ও আতপত্রসকল বিরাজিত রহিয়াছে। মেঘের ন্যায় গম্ভীর-শব্দকারী সুবর্ণ নির্ম্মিত বাদ্যসকল বিদ্যমান আছে। ২০৩

মণ্ডপদ্বারে বিচিত্র মণি খচিত ও রত্নকমলে সুশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে পারিজাতপুষ্পের মালায় পরিবৃত মণিময় পুত্তলিকাযুগলে বিরাজিত ইন্দ্রনীল-মণিময় সিংহাসনে ভগবতী নন্দাদেবী সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া প্রতিমারূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই শান্তিময়ী পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। ২০৪-২০৬

তাঁহার দেহ কুঙ্কুমে রঞ্জিত ও চন্দনে চর্চ্চিত রহিয়াছে। তিনি কটক-কুণ্ডল-কেয়ূর-মুকুটাদি ভূষণে অলঙ্কৃতা আছেন। ২০৭

সেই প্রতিমারূপিণী মহাদেবীকে দর্শন কবিবামাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। ২০৮

তাঁহার সম্মুখে জয়াদেবী অবস্থান করিয়া প্রতিহারীর কার্য্য করিতেছেন। তিনি সাধককে দেখিবামাত্র তাহার সাহসে সন্তুষ্টা ও আনন্দিতা হইয়া

স্বাগতং তে মহাবীর পুণ্যভাজো মহাতপাঃ।
তিষ্ঠন্তু সাধকা অত্র যাবৎ প্রত্যাগমাম্যহম্ ॥ ২১০
পৃচ্ছামি ভগবতীং দেবীং তুভ্যঞ্চৈব প্রবেশনম্।
এবন্তু বদতে দেবী জয়া দ্বারস্থ পালিকা ॥ ২১১
গতা শীঘ্রন্তু দেব্যায়াঃ সমীপং বরবর্ণিনী।
জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা জয়া বদতি হর্ষিতা ॥ ২১২

জয়োবাচ—

আগতা মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ দ্বারে তিষ্ঠন্তি সাধকাঃ।
ক্রিয়তে সাম্প্রতং কিন্তু আদেশং দদ অম্বিকে।
বিহস্য ভগবতী নন্দা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১৩

দেব্যুবাচ—

যথা তৈঃ পাদপদ্মন্তু মদীয়ং হৃদয়ে কৃতম্।
মমাপি চ তথা ভদ্রে সাধিকা হৃদয়ে স্থিতাঃ
মা বিধারয় তান্ দ্বারে[১] ত্বরিতন্তু প্রবেশয় ॥ ২১৪
হৃষ্টতুষ্টমনা দেবী জয়া ত্বরিতমাগতা।
আগত্য সাধকানান্তু সমীপস্থা প্রভাষতে ॥ ২১৫

জয়োবাচ—

ভো ভো বীর মহাসত্ত্ব তুভ্যং দেবী বরপ্রদা ।। ২১৬
ততস্তু বিদিতং বীর অপ্সরৈর্ভর্ত্তৃবৎসলৈঃ।
হৃষ্টতুষ্টমনাঃ সর্ব্বা নির্গতাস্তু বরাঙ্গনাঃ ।। ২১৭

বলিবেন,—হে মহাবীর। আপনি সুখে আসিয়াছেন? হে পুণ্যশীল সাধকগণ! আপনারা কিছুক্ষণ এস্থানে অপেক্ষা করুন, আমি নন্দাদেবীর নিকট হইতে আপনাদিগের এ স্থানে প্রবেশের অনুমতি লইয়া আসিতেছি। ২০৯-২১১

দ্বার রক্ষিকা জয়াদেবী এই কথা বলিয়া অতিশীঘ্র নন্দা-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জানুদ্বয় ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সানন্দে কহিলেন,—হে অম্বিকে! মর্ত্ত্য-লোক হইতে ভক্তগণ আসিয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আমি কি করিব, তাহা আদেশ করুন। ২১২-২১৩

তচ্ছ্রবণে ভগবতী নন্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে ভদ্রে! উহারা যখন আমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, তখন আমিও ঐ সাধকদিগের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিতেছি। সুতরাং ঐ বীরগণকে আসিতে নিষেধ করিও না, শীঘ্র প্রবেশ করাও। ২১৪

হে পার্ব্বতি! তখন জয়া ভগবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিতমনে অতি শীঘ্র সাধকদিগের সন্নিধানে আসিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে মহাবল বীরগণ! নন্দাদেবী আপনাদের উপর সন্তুষ্টা হইয়াছেন। ইহা বলিয়া জয়াদেবী তাহাদিগকে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিলেন। ২১৫-২১৬

তখন নন্দাসমীপচারিণী দেবকন্যাগণ মর্ত্ত্যবাসী ভক্তদিগকে প্রবেশ করিতে

১। মা বীরং বারয়তাং দ্বারে ইতি ক্বাচিৎকঃ পাঠঃ।

চামরৈঃ কনকদণ্ডৈশ্চ চ্ছত্রৈর্মণিবিভূষিতৈঃ।
অর্ঘ্যহস্তাস্তথা চান্যাঃ পুষ্পহস্তাস্তথাপরে॥ ২১৮
আগচ্ছন্তি ততঃ কন্যা দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ।
কুঙ্কুমাগুরুগন্ধৈশ্চ লিপ্তাঙ্গাঃ সুমনোহরাঃ॥ ২১৯
তিলকৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ হেমরত্নবিভূষিতাঃ।
নানালঙ্কারসম্পন্নাঃ সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ॥ ২২০
পদ্মাঙ্কবপুষঃ সর্ব্বাঃ প্রিয়ঙ্গুচম্পকোপমাঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামা অন্যা বিদ্যুৎসমপ্রভাঃ॥ ২২১
কামরূপাস্তথা চান্যা গজেন্দ্রগতিবিক্রমাঃ।
পূর্ণচন্দ্রাননাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাস্তাস্মৃতসম্ভবাঃ॥ ২২২
অর্ঘ্যং পাদ্যং ততো দত্বা ভাষ্যেত্বুৎফুল্ললোচনাঃ।
স্বাগতং তে মহাবীর এহি গচ্ছাম সাধক॥ ২২৩
এবমুক্ত্বা ততঃ কন্যাঃ প্রবিশন্তি পুরোত্তমম্।
হেমপ্রাকারদীপ্তং তং মণিতোরণভূষিতম্॥ ২২৪
দিব্যগন্ধর্ব্বগানাঢ্যং দিব্যবাদ্যসমাকুলম্।
ইন্দ্রনীলপরিচ্ছন্নং বালার্কাযুতসপ্রভম্॥ ২২৫
ধ্বজমালাকুলং সর্ব্বং ময়ূরচ্ছত্রভূষিতম্।
পদ্মরাগময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ ক্বচিৎ স্ফাটিকময়ৈঃ শুভৈঃ॥ ২২৬

দেখিয়া আনন্দ ও সন্তোষে নিমগ্ন হইয়া সকলেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২১৭

তাহাদের মধ্যে কেহ বা সুবর্ণদণ্ডযুক্ত চামর কেহ বা মণিখচিত ছত্র ধারণ করিতেছে। কাহারও হস্তে অর্ঘ্য, কেহ বা দিব্যভূষণে ভূষিতা হইয়া পুষ্পরাশি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ২১৮

সকলেই কুঙ্কুম অগুরু চন্দনাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া বিবিধ রত্ন ও সুবর্ণের অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে। ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলকে ভূষিত রাখিয়াছে। ২১৯-২২০

কেহ বা সর্ব্বাগ্রে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া চম্পক প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি কুসুম ধারণ করিয়াছে। কাহারও রূপ নীলপদ্মের ন্যায়, কেহ বা বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা, কেহ বা ইচ্ছানুসারে রূপান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থা, কেহ বা গজগামিনী, সকলের মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর। ২২১-২২২

তখন সেই দেব-সম্ভবা কন্যাগণ সমাগত ভক্তদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বিস্ফারিত লোচনে কহিল,—হে মহাবীর সাধকগণ! আপনারা সুখে আসিয়াছেন ত? এক্ষণে আমাদের সহিত আগমন করুন। ২২৩

ইহা বলিয়া তাহারা ভক্তদিগকে সুবর্ণ প্রাচীরে পরিবৃত, মণিময় কপাটে সুশোভিত এক উত্তম ভবনে লইয়া যাইল। ২২৪

তথায় গন্ধর্ব্বদিগের দিব্য গীত ও বাদ্যধ্বনি হইতেছে। কোন স্থানে ইন্দ্র-নীলময়, কোন স্থান নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সর্ব্বত্রই ময়ূরপুচ্ছের ছত্র ও পতাকাসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে এবং কোন স্থানে পদ্মরাগ-মণির, কোথায় বা স্ফটিকের, কোন স্থানে প্রবালের কোন স্থানে বা বিবিধ রত্নের স্তম্ভ সকল শোভা পাইতেছে। ২২৫-২২৬

বিদ্রুমোত্থৈস্তথা চান্যৈর্নানারত্নময়ৈস্তথা।
মুরজবাদ্যশব্দৈশ্চ শঙ্খকাহলনিস্বনৈঃ॥ ২২৭
গেয়ৈশ্চ মধুরৈর্দিব্যৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়মনোহরৈঃ।
কন্যানাং গীতশব্দেন নিত্যং প্রমুদিতং পরম্।
দৃশ্যতে মণ্ডপং রম্যং নাগদন্তবিভূষিতম্॥ ২২৮
পদ্মরাগপরিচ্ছন্নং চামরৈরুপশোভিতম্।
সিংহাসনন্তু দেব্যায়া ন্যস্তং হেমময়ং শুভম্॥ ২২৯
দর্পণৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ মৌক্তিকহারভূষিতম্।
অনৌপম্যং মহাদেবি রত্নাকরমিবোত্থিতম্॥ ২৩০
ঈদৃশং মন্দিরং দিব্যং নানাধাতুবিচিত্রিতম্।
তস্মিংস্তু মণ্ডপং প্রাপ্য কন্যা বচনমব্রবীৎ॥ ২৩১
অস্মিংস্তু মণ্ডপে বীর নিমেষং তিষ্ঠ সুব্রত।
স্বয়মাগচ্ছতে দেবী বরং তুভ্যং প্রযচ্ছতি॥ ২৩২
এবমুক্ত্বা ততঃ কন্যাঃ প্রবিশন্তি পুরোত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বাঃ কন্যা বচনমব্রুবন্॥ ২৩৩

কন্যকা উচুঃ।

আগতা মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ দ্বারে তিষ্ঠন্তি সাধকাঃ।
শরণাগতা মহাদেবি জয়াদেব্যা প্রবেশিতাঃ॥ ২৩৪
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকানাং সুরেশ্বরি।
সিংহযুক্তং রথং দিব্যং স্বয়মারুহ্য নির্গতা॥ ২৩৫
কন্যাকোটিসহস্রন্তু দেব্যা সহ বিনির্গতম্।
কাশ্চিদ্গচ্ছন্তি বৈ হৃষ্টাঃ কাশ্চিদ্বীজন্তি চামরৈঃ॥ ২৩৬

কোন স্থানে বা মুরজ-শঙ্খ-কাহলাদি বাদ্যের ধ্বনি হইতেছে, কোথায় বা কর্ণসুখকর সুমধুর দিব্য গান হইতেছে। সেই স্থানে দেবকন্যাদিগের সেই গীত শব্দে অতীব সুন্দর হইয়াছে। তথায় পদ্মরাগ মণিনির্ম্মিত ও হস্তিদন্তে খচিত রমণীয় এক মণ্ডপ রহিয়াছে। ২২৭-২২৮

তাহার মধ্যস্থানে নন্দাদেবীর সাময়িক বসিবার জন্য এক রত্নসিংহাসন স্থাপিত আছে। হে মহাদেবি। সেই চামরে শোভিত এবং মুক্তাহার, দর্পণ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রত্নে বিরাজিত অনুপম সিংহাসন দেখিলে বিবেচনা হয় দ্বিতীয় রত্নাকর উঠিয়া রহিয়াছেন। ২২৯-২৩০

কন্যাগণ বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত দেবমন্দিরে সেই মণ্ডপসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল,—হে সুব্রত বীরগণ! আপনারা মুহূর্ত্তকাল এই মণ্ডপে অবস্থান করুন, দেবী স্বয়ং আসিয়া আপনাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন। ২৩১-২৩২

এই কথা বলিয়া তাহারা অভ্যন্তর ভবনে প্রবেশ করিল এবং তথায় যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতীকে নিবেদন করিল,—হে মহাদেবি! মর্ত্ত্যলোক হইতে সাধকগণ দ্বারে আসিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছে, এক্ষণে জয়াদেবী তাহাদিগকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। ২৩৩-২৩৪

হে সুরেশ্বরি! কন্যাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দাদেবী সিংহবাহন-যুক্ত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। ২৩৫

তাঁহার সহিত সহস্র কোটি দেবকন্যাও আগমন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে

নৃত্যন্তি কন্যকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ স্তোত্রং পঠন্তি চ।
নানাবাদ্যরতাঃ কাশ্চিন্নানাগীতরতাস্তথা ॥ ২৩৭
কাশ্চিজ্জয়জয়াশব্দৈঃ স্তুবন্তি পরমেশ্বরীম্।
পরিবারিতা কন্যৈশ্চ আগতা মণ্ডপে শুভে ॥ ২৩৮
প্রবিষ্টা মণ্ডপে দেব্যভ্যন্তরে ভুবনেশ্বরী।
সিংহাসনোপবিষ্টা তু শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতা ॥ ২৩৯
জটামুকুটবিন্যস্তা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহা।
ললাটনয়নোপেতা শ্রবণায়তলোচনা ॥ ২৪০
পূর্ণচন্দ্রাননা দেবী পয়োধরভরালসা।
সুনিতম্বা সুমধ্যা চ সর্ব্বাবয়বশোভিতা ॥ ২৪১
ভূষিতা পট্টমাণিক্যৈর্দিব্যগন্ধানুলেপনা।
সিতস্রগ্দামবস্ত্রৈশ্চ শোভাঢ্যা মৃদুভাষিণী ॥ ২৪২
স্বকান্তিকিরণৌঘেন পুরীমুদ্দ্যোতা সংস্থিতা ॥ ২৪৩

শ্রীদেব্যুবাচ—

প্রবেশ্য সাধকান্ সর্ব্বানাসনঞ্চৈব দীয়তাম্।
দেব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অপ্সরা নির্গতা দ্রুতম্ ॥ ২৪৪

অপ্সরা উচুঃ—

এহি বীর মহাসত্ত্ব প্রবিশাভ্যন্তরে পুরে।
তুষ্টা তু তে মহাদেবী বরং তুভ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ২৪৫

কেহ কেহ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া চলিতেছিল, কেহ কেহ বা দেবীঅঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছিল, কেহ নৃত্য করিতেছিল, কেহ কেহ দেবীর স্তব করিতেছিল, কেহ বা বাদ্যধ্বনি করিতেছিল, কেহ বা সুললিত গান করিয়া দেবীর স্তব করিতেছিল, কতকগুলি কন্যা জয় জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিল। ২৩৬-২৩৮

ভুবনেশ্বরী এইরূপে কন্যাগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া মণ্ডপের নিকট উপস্থিতা হইলেন এবং তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিংহাসনে শ্বেত-কমলোপরি উপবেশন করিলেন। ২৩৯

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত, মস্তক জটা ও মুকুটে বিভূষিত, ললাট অতি বিস্তৃত, নয়ন আকর্ণ বিস্ফারিত, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন রমণীয়; স্বয়ং স্তনযুগল ও নিতম্বের ভারে নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছেন। ২৪০-২৪১

তাঁহার সকল অঙ্গই অতি সুন্দর ও মাণিক্যে বিভূষিত, গন্ধ-চন্দনে অনু-লিপ্ত এবং সেই মৃদুভাষিণী শুভ্র পুষ্পমাল্য ও বসনে সুশোভিতা থাকিয়া নিজ লাবণ্যরাশিতে পুরী উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিলেন এবং কহিলেন,—শীঘ্র সাধকদিগকে এ স্থানে আনয়ন কর, আসন দিয়া রাখ। ২৪২-২৪৩

দেবীর এই কথা শুনিবামাত্র অপ্সরাগণ নির্গত হইয়া ভক্তদিগকে কহিল,—হে মহাবল বীরগণ। আমাদিগের সহিত ভবনাভ্যন্তরে আগমন করুন, মহা-দেবী আপনাদের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছেন, বর প্রদান করিবেন। ২৪৪-২৪৫

কন্যানাং বচনং শ্রুত্বা সাধকো তিষ্ঠতে ততঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রবিশেদ্ভবনোত্তমম্ ॥ ২৪৬
দণ্ডবৎ পতিতো ভূম্যাং দেব্যগ্রে চ ব্যবস্থিতঃ।
সগদ্গদং বদেদ্বাক্যং কিঞ্চিদাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ২৪৭

সাধক উবাচ—

ত্বং গতিঃ শরণং দেবি ত্বং মাতা পরমেশ্বরি।
অহং জন্মান্তরে ক্ষীণস্ত্বামেব শরণং গতঃ ॥ ২৪৮

দেব্যুবাচ—

স্বাগতং ভদ্র ভদ্রং তে বরং মে ব্রূহি সুব্রত ॥ ২৪৯
এবং সম্ভাষিতো দেব্যা সাধকঃ পুণ্যকর্ম্মকৃৎ।
মুক্ত্বা তু মানুষং দেহং বিদ্যাভরণভূষিতঃ ॥ ২৫০
বালার্কাণাং সহস্রস্য কান্তীর্বৈ ধারয়ন্তি তে ॥ ২৫১
সুরূপঃ সুভগঃ সৌম্যো মহাবলপরাক্রমঃ।
ইয়ং রত্নপুরী দিব্যা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২৫২
সাধক ত্বং প্রসাদেন ক্রীড়স্ব যথাসুখম্।
স্কন্দতুল্যবলো ভূত্বা যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫৩

সাধক উবাচ—

ত্বদ্ভক্তশ্চ ভবিষ্যামি জন্মদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৫৪

দেব্যুবাচ—

কোটিমেকন্তু কন্যানাং তব দত্তন্তু সাধক।
অযুতদ্বয়ন্তু শেষাণাং কন্যকানাস্তু কল্পিতম্ ॥ ২৫৫

কন্যাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া সাধকেরা উঠিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর দর্শন পাইয়াই ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বিনীতভাবে দেবী-সম্মুখে অবস্থান করিলেন এবং নয়নযুগল ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—হে দেবি। আপনি একমাত্র জীবের গতি এবং জগতের জননী ও জগতের প্রভু। আমি মানব জন্মে নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াই আপনার শরণ লইয়াছি। ২৪৬-২৪৮

দেবী কহিলেন,—হে ভদ্রে। তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? হে সুব্রত। আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ২৪৯

পুণ্যশীল সাধক দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে সম্ভাষিত হইবামাত্র মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাবলশালী দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত শান্তিময় পরম সুন্দর শরীর ধারণ করিলেন। ২৫০-২৫১

তখন পুনরায় দেবী কহিলেন,—হে সাধক। তুমি আমার অনুগ্রহে ইচ্ছানুরূপ ফলদায়িনী এই দিব্যরত্নপুরীতে যথাসুখে অবস্থান কর এবং কার্ত্তিকতুল্য বলশালী হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পরমসুখে ক্রীড়া কর। ২৫২-২৫৩

সাধক কহিলেন,—হে দেবি। আমার যেন আপনাতেই ভক্তি থাকে এবং জঠরযন্ত্রণা আর যেন ভোগ করিতে হয় না। ২৫৪

দেবী কহিলেন,—হে সাধকশ্রেষ্ঠ! তোমাকে এক কোটি দেবকন্যা প্রদান

দেব্যাঃ পাদাম্বুজং বন্দ্য সাধকঃ পুণ্যকর্ম্মকৃৎ।
গতো বৈ সাধকৈঃ সার্দ্ধং স্তূয়মানস্তু মঙ্গলৈঃ॥ ২৫৬
বরং দত্ত্বা মহাদেবী সাধকস্য মহেশ্বরী।
প্রবিশ্য ভবনং দিব্যং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্॥ ২৫৭
ততঃ কলকলাশব্দৈঃ কন্যকানাং পুরোত্তমে।
ন শ্রূয়তে পুরে কিঞ্চিন্নানাবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥ ২৫৮
পরিষ্বজন্তি তে কন্যা ভ্রমরা ইব পঙ্কজম্।
নানাক্রীড়াসমাযুক্তা দিব্যস্ত্রীপরিবারিতাঃ॥ ২৫৯
ক্রীড়ন্তি সাধকাস্তাবদ্ যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ২৬০

ঈশ্বর উবাচ—

কথয়ামি মহাদেবি যথা ভুঞ্জন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নন্দাপাদার্চ্চনে সক্তা নন্দাস্মরণতৎপরাঃ॥ ২৬১
নন্দাধ্যানরতা নিত্যং নন্দাভক্তিসমন্বিতাঃ।
নন্দাস্মরণসন্তুষ্টা নন্দাদানৈকতৎপরাঃ॥ ২৬২
নন্দাভক্তজনে ভক্তা নন্দাযাত্রৈকতৎপরাঃ॥ ২৬৩
নন্দামন্ত্ররতা নিত্যং ব্রতযাগরতাশ্চ যে।
পতয়স্তে ভবিষ্যন্তি কন্যকানাস্তু সুব্রতে॥ ২৬৪
জলপ্রাকারদুর্ভেদ্যং হিমপ্রাকাররক্ষিতম্।
চন্দ্রনাগপ্রতীহারং দেব্যা আজ্ঞামহল্লকম্॥ ২৬৫

করিলাম এবং তোমার অনুচরদিগের জন্য দুই অযুত কন্যা নির্দিষ্ট রহিল। ২৫৫

তখন সেই পুণ্যাত্মা সাধক মাঙ্গলিক-বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া দেবীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অন্যান্য সাধকগণের সহিত নিজ নির্দিষ্ট ভবনে গমন করিলেন। ২৫৬

মহাদেবী নন্দা এইরূপে সাধককে বর প্রদান করিয়া দেব-দুর্লভ দিব্যভবনে প্রবেশ করিলেন। ২৫৭

এদিকে সাধকগণ যে কন্যান্তঃপুরে গমন করিলেন, তথায় কন্যাদিগের আনন্দসম্ভূত মধুর শব্দে ও নানাবাদ্য নিনাদে অন্য কিছুই শ্রুত হইল না। ২৫৮

ভৃঙ্গ সমুদয় যেরূপ পদ্মকে আশ্রয় করে, সেইমত তথায় কন্যাগণ সাধককে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এইরূপে সাধকেরা দিব্যস্ত্রীজনে পরিবৃত থাকিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বিবিধ ক্রীড়া-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ২৫৯-২৬০

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! তত্রত্য কন্যাগণ যাদৃশ পুরুষের সহিত বিষয়-ভোগ চরিতার্থ করে, তাহা বলিতেছি। ২৬১

যাঁহারা নন্দাচিন্তা-পরায়ণ হইয়া নিত্য নন্দার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, নন্দায় একান্ত ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন ও নন্দা-স্মরণেই সন্তোষ লাভ করেন, নন্দার প্রীত্যর্থে নন্দা-ভক্তদিগকে উত্তম বস্তুসকল দান করেন, নন্দা-বিষয়ক মহোৎসবেই আসক্ত থাকেন এবং যাঁহারা নন্দা-মন্ত্রে ব্রত-যাগাদি করেন, হে সুব্রত! তাঁহাদিগকেই কন্যাগণ ভর্ত্তা করিয়া সুখভোগ করে। ২৬২-২৬৪

তখন সেই কন্যাদিগের ভর্ত্তগণ হিমপ্রাচীরে বেষ্টিত, জল-পরিখায় পরিবৃত,

অন্তঃপুরবরং দিব্যমসুরেশ্বরদুর্লভম্ ।
নন্দাভক্তজনৈর্ভোগ্যং নিজমন্তঃপুরমিব ॥ ২৬৬
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রোদ্ধারস্য লক্ষণম্ ।
যজনঞ্চৈব দেবীনাং রূপকঞ্চ মহাতপে ॥ ২৬৭
পবর্গাৎ পঞ্চমে বর্গে বাজঞ্চৈব তদন্তিমম্ ।
উদ্ধরেত প্রযত্নেন ভিন্নং বৈহায়সেন তু ॥ ২৬৮
পুনস্তু মধ্যমং বীজং তৃতীয়ং স্বরভেদিতম্ ।
পুনঃ প্রথমং দাতব্যং ভিন্না বৈহায়সেন তু ॥ ২৬৯
একাদশেন সংভিন্নং বীজং কুর্য্যাদ্‌বরাননে ।
তস্যাপি পরমং দেবি[1] উদ্ধরেৎ প্রথমং পুনঃ ।
তৃতীয়ং[2] ভূতজেনৈব অধস্তো ন তু যোজয়েৎ ।
পুনর্দ্বিতীয়ভূতস্থং ভেদ একাদশেন তু ॥ ২৭০
তস্যাপি পরতনে বর্গে প্রথমন্তু সমুদ্ধরেৎ ।
পুনশ্চতুর্থভূতস্থং বীজং যত্নেন উদ্ধরেৎ ॥ ২৭১
কালাখ্যন্তু ততো বীজং ভেদ একাদশেন তু ॥ ২৭২
নবাক্ষরা মহাবিদ্যা নন্দায়া হৃদয়ং প্রিয়ে ।
সর্ব্বকামপ্রদা নিত্যং বিদ্যেয়ন্তু মহাতপে ॥ ২৭৩
অক্ষরং যুগ্মযুগ্মঞ্চ অঙ্গানি তু প্রকল্পয়েৎ ।
নবমন্তু ভবেদস্ত্রং কালাখ্যং সবিসর্গজম্ ॥ ২৭৪
অনয়া জপ্যমানস্য কন্যকাস্তু মহাতপে ।
নিত্যং কুর্ব্বন্তি আনন্দং নন্দয়াস্তু পুরোত্তমে ॥ ২৭৫
অনিমেষেক্ষণা নিত্যং রত্নং পশ্যন্তি সাধকাঃ ।
দর্শনেনোৎসুকাঃ সর্ব্বাঃ কামার্ত্তাঃ কামিনীঃ প্রিয়ে ॥ ২৭৬
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেব্যায়া যজনং শুভম্ ।
সাধকানাং হিতার্থায় তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৭৭
অনন্তমাসনং কৃত্বা[3] ধর্ম্মাদীংশ্চ নিবেশয়েৎ ।
ততঃ প্রকল্পয়েৎ পদ্মমাসনং প্রণবেন তু ॥ ২৭৮

দ্বারপাল চন্দ্রনাগ কর্ত্তৃক রক্ষিত, সুরাসুর দুর্লভ, একমাত্র নন্দাভক্তেরই সুলভ, দিব্য অন্তঃপুরে, নিজ অন্তঃপুরের ন্যায়, অবস্থান করিয়া থাকেন। ২৬৫-২৬৬

হে তপোধনে! অতঃপর নন্দাদেবীর মন্ত্রোদ্ধারের লক্ষণ, পূজা-পরিপাটী ও রূপ বর্ণন করিতেছি। ২৬৭

(মন্ত্রোদ্ধার মূল হইতে বুঝা সাধকের কর্ত্তব্য, কেননা মন্ত্র গোপনীয়।)

২৬৮-২৭৬

হে দেবি! অতঃপর সাধকদিগের হিতার্থে দেবীর শুভ পূজা পরিপাটী বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭৭

প্রথমে অনন্তদেবকে আসন দিয়া, ধর্ম্মাদি দেবগণকে প্রণবাদি মন্ত্রপ্রয়োগে পদ্মাসন কল্পনা করিয়া করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইবে। কেবল ওঙ্কার

১। তস্যাপি চ পবর্গে য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। তেনৈবেতি পাঠান্তরম্।
৩। দত্ত্বেতি পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে।

অনন্তানীনি দেবেশে প্রণবেন প্রকল্পয়েৎ।
তত আবাহয়েদ্দেবীং মূলমন্ত্রেণ সুব্রতে ॥ ২৭৯
শুক্লাম্বরধরাং সৌম্যাং জটামুকুটমণ্ডিতাম্।
নানালঙ্কারশোভাঢ্যাং সিতভস্মাবগুণ্ঠিতাম্ ॥ ২৮০
অভয়বরপ্রদাং দেবীং বরহস্তাং চতুর্ভুজাম্।
নানাপুষ্পৈস্তথা ভক্ষ্যৈর্লেহ্যচোষ্যৈশ্চ ঈপ্সিতৈঃ ॥ ২৮১
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মহাভোগজিগীষয়া।
অঙ্গানি পূজয়েৎ পশ্চাদ্ হৃদয়ং বহ্নিগোচরে ॥ ২৮২
আগ্নেয্যান্ত শিরঃ পূজ্য নৈর্ঋত্যাং পূজয়েৎ শিখাম্।
কবচং পরমে ভাগে ঐশান্যেঽস্ত্রং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৩
পূর্ব্বপত্রে জয়া স্থাপ্যা বিজয়াং দক্ষিণে ন্যসেৎ।
অজিতাং পশ্চিমে পত্রে উত্তরে অপরাজিতাম্ ॥ ২৮৪
দ্বিভুজাং বালরূপাস্ত রক্তাম্বরধরাং সদা।
বীণাগৃহীতহস্তাস্ত নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ২৮৫
স্বাভিধানাভিধেয়াংশ্চ ভৃত্যাংশ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
শুক্লাম্বরধরাপৃষ্ঠা দক্ষিণে রক্তরূপিণী।
পশ্চিমে পীতরূপা তু উত্তরা কৃষ্ণরূপিণী।
রূপযৌবনসম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ২৮৬
আজ্ঞাং প্রার্থয়মানস্তু দেবীনাং তদ্গতা প্রিয়ে।
প্রতিভূত্বা সদা কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতা।
স্বনামৈঃ পূজয়েদ্দেবীর্বেদিকাদ্যৈর্ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮৭

মন্ত্রে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া, মূল-মন্ত্রোচারণে দেবীকে আবাহন করিবে। ২৭৮-২৭৯

পরে শুক্লবস্ত্রধারিণী, জটা ও মুকুটে বিভূষিতা, বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাচ্ছাদিতা এবং হস্ত-সঙ্কেতে ভক্তের ভয় দূর করিয়া অভীষ্ট প্রদান করিতে উদ্যতা ভগবতী চতুর্ভুজা নন্দাকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ২৮০

অনন্তর বিপুলভোগ-কামনায় পরম ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্প ও ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য, চোষ্য এই চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রদান করিয়া পূজা করিবে। ২৮১

দেবীর পূজান্তে তদীয় অঙ্গদেবতার অর্চ্চনা করিবে। অগ্নিকোণে শিবকে পূজা করিয়া, নৈর্ঋতে শিখার পূজা করিবে; বায়ুকোণে কবচের পূজা করিয়া ঈশানভাগে অস্ত্রের অর্চ্চনা করিবে এবং সাধক পূর্ব্বভাগে জায়াকে রাখিয়া, দক্ষিণে বিজয়াকে রাখিবে। পশ্চিমভাগে অজিতাকে স্থাপন করিয়া উত্তর-ভাগে অপরাজিতাকে রাখিবে। ২৮২-২৮৪

ইহাদিগের ধ্যান করিবে,—সকলেই রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা আছেন এবং সেই দ্বিভুজা কন্যকাগণ বীণাযন্ত্র ধারণ করিয়াছেন। ২৮৫

এইরূপ ধ্যান করিয়া স্ব স্ব নাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে তাহাদেরও আবরণদেবতার অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বদিকে শুক্লবসনা, দক্ষিণে রক্তবসনা, পশ্চিমে পীতবসনা উত্তরে কৃষ্ণবসনা দেবীর পূজা করিবে। ২৮৫

সেই সকল রূপবতী যুবতীগণ দিব্য আভরণবিভূষিতা হইয়া জয়াদেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা হইয়া তাঁহাদিগের আদেশ অপেক্ষা করিতেছে।

পশ্চিমাস্যাং জয়াদেবীং বরদাভয়পাণিনীম্ ।
নন্দানন্দকরী দেবী ভবতে সাধকস্য তু ॥ ২৮৮
লোকপালান্ স্বনামৈস্তু অস্ত্রাংশ্চৈব প্রপূজয়েৎ ॥
প্রতিভাবং যদা মন্ত্রী মন্ত্রেন সহ কারয়েৎ ।
ফলং ন বিদ্যতে তস্য প্রভুত্বেন যদা স্থিতঃ ॥ ২৮৯
আত্মানং প্রাকৃতং মন্যেন্মন্ত্রং মন্যেদ্‌যথা শিবম্ ।
বিধিরেষ সমাখ্যাতঃ কার্য্যশ্চৈব তু সাধকৈঃ ॥ ২৯০
দিব্যপ্রাকৃতভাবেন পূজ্যমানা মহাধিপে ।
ফলদা ভব দেবেশি অন্যথা তু ন সিদ্ধদা ॥ ২৯১
পূজাকালে তু কর্ত্তব্যমসানে মন্ত্ররূপিণম্ ।
অন্যথা যস্তু দেবেশি বিঘ্নৈঃ স পরিভূয়তে ॥ ২৯২
এবং কৃত্বা মহাযাগং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মুদ্রালক্ষণমুত্তমম্ ॥ ২৯৩
অঙ্গুল্যগ্রস্থিতাঃ সর্ব্বা অঙ্গুষ্ঠেন ততোপরি ।
নমস্কারা স্মৃতা মুদ্রা দেব্যাঃ সান্নিধ্যকারিকা ॥ ২৯৪
অনয়া বদ্ধয়া দেবি দেব্যাঃ সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ২৯৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নন্দাপ্রশংসা নাম
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

বেদিকার উপরে অবস্থিতা দেবীগণকে তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। ২৮৬-২৮৭

জয়াদেবী করদ্বয়ে সাধককে বর ও অভয় প্রদান করিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নন্দাদেবী এইরূপে পরিবারবর্গের সহিত সাধকের আনন্দ প্রদান করিতেছেন। ২৮৮

লোকপালদিগকে ও তাহাদের অস্ত্রসমূহকে যথানাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্রবিৎ মন্ত্রের সহিত দেবতার বিচ্ছিন্নভাব বুঝিলে অর্চ্চনায় ফলপ্রাপ্ত হন না। ২৮৯

আপনাকে সামান্য জীব বুঝিয়া মন্ত্রের উপর শিব-ভাবনা করিবে, এই বিধানেই সাধক পূজা করিবেন। ২৯০

হে সুরেশ্বরি! দিব্যভাব ও প্রাকৃতভাবে পূজা করিলে, ভগবতী নন্দা সাধকের সিদ্ধিদায়িনী হন; বিপরীতে কোন ফল হয় না। ২৯১

পূজা-কালে স্বহৃদয়ে মন্ত্রের রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে, নচেৎ নানা-বিঘ্ন আসিয়া তাহার পূজার ব্যাঘাত করে। ২৯২

এইরূপে মহাযজ্ঞ নন্দাপূজা করিলে সকল সিদ্ধিলাভ করা যায়। অতঃপর মুদ্রালক্ষণ বলিতেছি। ২৯৩

এক হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির উপর, অপর হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি স্থাপন করিলে নমস্কার-মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দেবীর সান্নিধ্যকারিণী। হে দেবি! এই মুদ্রার দ্বারা বদ্ধ হয়ে দেবীর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ২৯৪-২৯৫

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

উমোবাচ—

নন্দ্যাদেব্যাঃ পুরী দেব শ্রুতা মে পরমেশ্বর।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সুনন্দায়াঃ পুরোত্তমম্ ॥ ১
কিং প্রমাণঞ্চ কন্যানাং প্রবেশঞ্চ পুরস্য তু।
কেন মার্গেণ গচ্ছন্তি নরা যে ভাবিতাত্মনঃ ॥ ২
কেন বা তুষ্যতে দেবী কথং প্রত্যক্ষতা ভবেৎ।
বিধিরেষ সমাখ্যাহি মম কৌতূহলং প্রভো ॥ ৩

ঈশ্বর উবাচ—

সুনন্দায়াঃ পুরী রম্যা অনৌপম্যা সুরেশ্বরি।
তথাপি কথয়িষ্যামি তব কৌতূহলং প্রিয়ে ॥ ৪
নানারত্নোপশোভাঢ্যা নানাভরণভূষিতা।
নানারত্নোজ্জ্বলা দেবি নানাস্তম্ভসুসঞ্চিতা ॥ ৫
নানাকবাটবিন্যস্তা নানামেখলযোজিতা।
রত্নসোপানপংক্তীভিঃ সুচিত্রা তু বিরাজতে ॥ ৬
নানাশয্যাসনাকীর্ণৈর্নানাচামরশোভিতৈঃ।
নানাবস্ত্রবিতানৈশ্চ নানাবিমানসঙ্কুলা ॥ ৭
নানাধ্বজোচ্ছ্রিতা রম্যা নানাঘণ্টানিনাদিতা।
নানাদর্পণবিন্যস্তা নানাস্রগ্‌দামভূষিতা ॥ ৮
নানাবর্ণরত্নৈঃ কীর্ণা রম্যা হৈমবতী মহী[১]।
ন নিম্না নোন্নতা চাপি সুখপাদপ্রচারদা ॥ ৯

উমা কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! নন্দাদেবীর পুরীর বিষয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সুনন্দাদেবীর পুরের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ১

তথায় বা কন্যাগণ কি পরিমাণে আছে এবং যে সকল মনুষ্য সুনন্দার ভক্ত হন, তাঁহারা কোন্ পথ দিয়া তথায় প্রবেশ করেন এবং কিরূপ আরাধনা করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন, হে প্রভো! ইহার সদুত্তরপ্রদানে আমার কৌতূহল দূর করুন। ৩

ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরেশ্বরি! সুনন্দার পুরী অতি রমণীয়া, সংসারে উহার তুল্য স্থান নাই। তোমার কৌতুক নিবারণের জন্য উহার বিষয়ে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

হে দেবি! সুনন্দাপুরী বিবিধ রত্নে সমুজ্জ্বল, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, বহুতর স্তম্ভ কপাট ও মেখলাতে বিরাজিতা আছে এবং রত্নসোপানাবলি দ্বারা সুশোভিতা রহিয়াছে। ৫-৬

নানা স্থানে অসংখ্য চন্দ্রাতপ, বিমান, চামর, শয্যা ও আসন থাকায় ঐ পুরীর বড়ই শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তথাকার সকল স্থানই সুবর্ণময় ও গৈরিকাদি ধাতুর পরাগে চিত্রিত। চতুর্দ্দিকে দর্পণ ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিতা। ৭-৮

১। নানাবর্ণৈত্যত্র নানারত্নৈতি হৈমবতীত্যত্র চ হেমময়েতি পাঠান্তরম্।

নানাসরিৎসমাকীর্ণা নানানির্ঝরকাশ্রিতা।
নানাপক্ষিগণাজুষ্টা হেমদ্রুমলতাকুলা ॥ ১০
নানাপুষ্পফলোপেতা সুন্দরীভিরলঙ্কৃতা।
কামকার্ম্মুকসংঘুষ্টা সায়কৈর্বিদ্ধচেতসঃ ॥ ১১
স্তনোরসি ভরাক্রান্তাঃ প্রস্খলন্তি পদে পদে।
কামেন সহসালাপং নিত্যং কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ ॥ ১২

কন্যকা উচুঃ—

পাতালপুরসুন্দর্য্যঃ কিং প্রযুক্তাস্ত্রিলোচন ॥ ১৩
যথা কামং দহস্বেতি এবং বিধ্বংসিনির্দ্দয় ॥ ১৪
অল্পানি হীনসত্ত্বানি অধনানাং মনোভবঃ।
ম্লেচ্ছাপি ন প্রহরন্তি মুক্ত্বা ত্বাং মকরধ্বজম্ ॥ ১৫
কান্তং ধ্যাত্বা কৃশোদর্য্য একমেবাভিগৃহ্ণতাঃ।
ভবন্তি লজ্জিতা ভূয় অবসানে সুরেশ্বরি ॥ ১৬
অনেন মদনার্ত্তাস্তু সুনন্দায়াঃ পুরে প্রিয়ে।
কথিতা যাদৃশী আর্ত্তির্যোষিতানাস্তু সুন্দরি ॥ ১৭
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেব্যাসিদ্ধির্নিষেবিতম্[১]।
তাবদ্গচ্ছেন্মহাতীর্থং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥ ১৮
গঙ্গাতীরে মহাদেবি পশ্যতে মরুকেশ্বরম্।
তত্র গত্বা তু মেধাবী ত্রিরাত্রং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ১৯

ঘন্টানিনাদে রমণীয়া, সর্ব্বত্রই ধ্বজশালিনী ঐ পুরীর কোন স্থানই অধিক নিম্ন বা অধিক উচ্চ নহে। ৯

অসংখ্য নদী ও নির্ঝরে পরিপূর্ণা, নানাজাতীয় পক্ষিগণে ও বিবিধ পুষ্পফলে পরিপূর্ণা, সুবর্ণময় বৃক্ষ ও লতাসমূহে সুশোভিতা আছে এবং ঐ স্থানে মদন-শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত সুন্দরী নারীগণ বিরাজ করিতেছে। ১০-১১

তাহারা স্তনভারে আক্রান্ত হওয়ায় প্রতিপাদবিক্ষেপে প্রস্খলিতা হইয়া থাকে ও মদনের সহিত নিত্য বক্ষ্যমাণ বাক্যে আলাপ করিয়া থাকে। ১২

কন্যাগণ কহিল,—হে ত্রিনয়ন! এই পাতাল-পুরবাসী স্ত্রীজনেরা কামের কি অপরাধ করিয়াছে, যাহাতে তিনি এরূপ নির্দ্দয় হইয়া যাতনা দিতেছেন। আর সহ্য হয় না, আপনি উহাকে দগ্ধ করুন। ১৩-১৪

হে মদন! তোমাকেও বলি, এই ক্ষুদ্র প্রাণ স্ত্রীজনকে তুমি ভিন্ন স্বভাবতঃ নির্দ্দয় কোন ম্লেচ্ছেরও প্রহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ১৫

হে সুরেশ্বরি! সুনন্দাপুরে কন্যাগণ এইরূপে কামার্ত্তা হইয়া কোন পরিচিত পুরুষকে স্বামিভাবে গ্রহণ করে ও তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া বড়ই লজ্জিতা হয়। ১৬

হে প্রিয়ে, হে সুন্দরি! সুনন্দাপুরের কামার্ত্ত রমণীগণের যে প্রকার আর্ত্তি, তাহা তোমাকে বললাম। ১৭

অতঃপর সুনন্দার উপাসনায় কিরূপ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছি। ১৮

হে মহাদেবি! সাধক দেবগণেরও ঐ দুর্লভ মহাতীর্থে গমন করিয়া

১। সিদ্ধ্যাসিদ্ধিনিবোশতমিত পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

ত্রিরাত্রে চৈব সম্পূর্ণে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা ব্রজেদীশানগোচরম্ ॥ ২০
ঊর্দ্ধযানং ততঃ পশ্যেন্নদী বামে শিলোচ্চয়া[১] ।
পিতৃণামুদকং দত্ত্বা কালকূটং ব্রজেৎ ততঃ ॥ ২১
কলহংসেশ্বরং নাম শম্ভোরায়তনং মহৎ ।
তত্রাপি পূজাং কৃত্বা তু প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ ॥ ২২
কৌশিকায়াং পুরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে নর কিল্বিষৈঃ ।
শূলভেদং ততো গচ্ছেৎ তৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥ ২৩
তত্রাপি পূজাং কৃত্বা তু একচিত্তস্তু সাধকঃ ।
তদ্বসন্তবনং গচ্ছেৎ কেদারং যত্র ক্রীড়িতম্ ॥ ২৪
লোকদৃষ্টেন মার্গেণ স গচ্ছেৎ কার্ত্তিকং পুরম্ ।
গুহ্যেশ্বরং নমস্কৃত্বা গচ্ছেদ্বৈশ্রবণং পুরম্ ॥ ২৫
বৈশ্রবণং নমস্কৃত্বা তত্র রক্ষাং মহেশ্বরীম্ ।
ব্রজেন্নন্দেশ্বরং দেবমহোরাত্রস্তু কারয়েৎ ॥ ২৬
মৃদ্ভাণ্ডকং গৃহীত্বা তু চরুং তত্র প্রসাধয়েৎ ।
ভাগং চতুষ্টয়ং কৃত্বা দেবাগ্নিগুরু-আত্মনি ॥ ২৭
ভক্ষয়িত্বা ততঃ প্রাজ্ঞো গচ্ছেৎ তদুত্তরাং দিশম্ ।
ততো বৈতরণীং গত্বা স্নাত্বা তু বিধিবৎ ক্রমাৎ ॥ ২৮
দেব্যনামুদকং দত্ত্বা পিণ্ডং পিতৃষু দাপয়েৎ ॥ ২৯

গঙ্গাতীরে মরুকেশ্বরকে দর্শন করিবেন, তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবেন। ১৯

ঐ ব্রত সম্পূর্ণ হইলে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া উত্তরাভিমুখে ঈশান-তীর্থে গমন করিবেন, তথায় ঊর্দ্ধযানকে দর্শন করিয়া তাঁহার বামভাগে শিলোচ্চয়া নদীকে দেখিতে পাইবেন। তথায় পিতৃতর্পণ করিয়া কালকূটে গমন করিবেন। ২০-২১

সে স্থানে কলহংসেশ্বর মহাদেব অতি সুন্দর ও বিস্তৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে পূজা ও বারংবার প্রণাম করিবে। ২২

কৌশিকা নদীতে স্নান করিলে জীবের সকল পাপ দূর হইয়া থাকে। ২৩

অতঃপর সাধক দেবতারও দুর্লভ শূলভেদ-তীর্থে গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিবেন; পরে যথায় কেদারনাথ ক্রীড়া করেন, সেই বসন্তবনে যাইবেন। ২৪

তথা হইতে প্রকাশ্য পথ ধরিয়া কার্ত্তিকপুরে গমন করিবেন। তথায় গুহ্যকেশ্বরকে প্রণাম করিয়াই, বৈশ্রবণ পুরে যাইবেন। ২৫

তথায় বৈশ্রবণদেবকে নমস্কার করিয়াই নন্দেশ্বরে যাত্রা করিবেন। তথায় অহোরাত্রোপবাস ব্রত করিয়া মৃন্ময়ভাণ্ডে চরু প্রস্তুত করিবেন; তাহা ইষ্টদেব, অগ্নি ও গুরু প্রত্যেককে এক এক ভাগ দিয়া স্বয়ং একভাগ ভোজন করিয়া উত্তরদিকে গমন করিবেন। ক্রমশঃ বৈতরণী নদীতে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্নান ও দেবতর্পণ সম্পাদন করিয়া পিতৃলোক-উদ্দেশে পিণ্ড দিবেন। ২৬-২৯

১। নদীং রামশিলাং তথেতি বা পাঠঃ।

মহাবিনায়কং দত্ত্বা পূজাং তস্য প্রকল্পয়েৎ[১]
দেব্যাশ্রমন্তু সংপ্রাপ্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ৩০
পূর্ব্বভাগে তু কুণ্ডস্য ঐশানীং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ৩১
সুনন্দাঙ্কা শিলা তত্র জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা।
পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বীরম্ ॥ ৩২
নন্দাকুণ্ডং হ্রদং তত্র প্রবিশেত্তত্র সাধকঃ।
নন্দাদেবীং নমস্কৃত্য ততো বিজ্ঞাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৩৩
অনিবর্ত্তপথং দেবি দেহি মে পরমেশ্বরি।
ততঃ সমীপতো গচ্ছেচ্ছিবেন পূর্ব্বচোদিতম্ ॥ ৩৪
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রবিশেত বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫
ধন্বন্তরপ্রমাণন্তু প্রবিশেন্মৎস্যবদ্‌দ্রুতম্।
প্রবিশ্যাভ্যন্তরং বীর ঐশানীং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ৩৬
ধন্বন্তরত্রয়ং গত্বা শ্রীমুখং তত্র পশ্যতি।
প্রবিশেৎ তজ্জলান্তঃস্থং শ্রীমুখদ্বারমুত্তমম্ ॥ ৩৭
ধন্বন্তরশতং গত্বা পশ্যেদামলকং দ্রুমম্।
তৎফলং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো নমস্কৃত্বা মহেশ্বরীম্ ॥ ৩৮
তৎফলং ভক্ষমাত্রেণ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
বলং নাগসহস্রস্য তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ৩৯
ধন্বন্তরশতং গত্বা প্রবিশেত ততোঽধিকম্।
দৃশ্যতে মণ্ডপং রম্যং শুদ্ধহেমময়ং মহৎ ॥ ৪০
শুদ্ধস্ফাটিকস্তম্ভাঢ্যং চতুর্দ্বারং মহাপুরম্।
পদ্মরাগোপরিচ্ছন্নং পতাকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৪১

মহাবিনায়ককে পূজা করিয়া দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। তথায় মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া পূর্বদিকে কুণ্ডের ঈশান কোণে যাইবে। ৩০-৩১

তত্রত্য কুণ্ডের জল মধ্যে সুনন্দামূর্ত্তি অঙ্কিত শিলা আছে, তাহাতে পরমেশ্বরী সুনন্দাকে গন্ধ-পুষ্প ধূপাদি দ্বারা পূজা করিবেন। ৩২

তখন সাধক সেই নন্দাহ্রদে প্রবেশ করিয়া নন্দাদেবীকে প্রণাম করত জানাইবেন,—হে পরমেশ্বরি! আমাকে পথ প্রদান করুন, যে পথে যাইলে আর ফিরিতে হয় না। ৩৩-৩৪

এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শিব-নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিবেন এবং মৎস্যের ন্যায় অতি দ্রুত জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে ধনুত্রয় পরিমাণ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীমুখ-দ্বার দেখিতে পাইবেন, সেই রমণীয় দ্বারে প্রবেশ করিয়া শতধনু-পরিমিত পথ অতিক্রম করিলে আমলক-বন দেখিতে পাইবেন। সাধক দেবীকে নমস্কার করিয়া সেই আমলক-ফল ভক্ষণ করিবে। ৩৫-৩৮

সেই ফল খাইবামাত্র সাধকের বার্দ্ধক্যভাব দূর হইয়া সহস্র হস্তীর বল সঞ্চিত হইবে। ৩৯

তথা হইতেও শতধনু পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণময় অতি বিস্তৃত একটী রমণীয় মণ্ডপ দেখিতে পাইবেন। ৪০

১। পদ্যার্দ্ধমিদং বহুষু নাস্তি।

স্বয়ং তিষ্ঠতি তত্রৈব মহাকালগণাধিপৌ।
সাধকঞ্চাগতং দৃষ্ট্বা স্বাগতন্ত বদত্যসৌ ॥ ৪২
অথ নন্দী বদেদ্বাক্যমুপবেশায় সাধকম্।
পৃচ্ছামি অম্বিকাং যাবৎ তাবৎ তিষ্ঠ মহাতপঃ ॥ ৪৩
ততঃ শীঘ্রং গতো নন্দী সুনন্দনায়াঃ সমীপতঃ ॥ ৪৪

নন্দ্যুবাচ—

আগতা মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিংস্তব পার্শ্বে মহেশ্বরি ॥ ৪৫

সুনন্দোবাচ—

আগচ্ছন্তু মহানন্দী মম ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪৬
দেব্যায়া বচনং শ্রুত্বা ততো নন্দী সমাগতঃ।
সাধকস্য ইদং বাক্যং বদেন্নন্দী সুভাষিতম্ ॥ ৪৭
ধন্যোঽসি ভো মহাবীর এহি গচ্ছাম সাধক ॥ ৪৮
অর্ঘ্যং পাদ্যং ততো গৃহ্য কন্যা নির্গত্য বেশ্মনি।
কেয়ূরাভরণৈর্দিব্যৈর্মণিকুণ্ডলভূষিতাঃ ॥ ৪৯
চম্পকাকারবপুষঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামা নানালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৫১
সর্ব্বা যৌবনসম্পন্নাঃ সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ।
সর্ব্বাস্তাঃ কামরূপিণ্যঃ সর্ব্বাস্তাম্বৃতসম্ভবাঃ ॥ ৫২
যাশ্চান্যাশ্চাপ্সরাস্তত্র নির্গতাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৫৩

তাহার চারিটী দ্বার আছে এবং উহা স্ফটিকের স্তম্ভে সুশোভিত, পদ্মরাগ-মণি-খচিত ও পতাকাসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। ৪১

তথায় মহাকাল ও গণপতি অবস্থান করিতেছেন; তাঁহারা সাধককে সমাগত দেখিলে স্বাগত-প্রশ্ন করেন। ৪২

দ্বারপাল নন্দী সাধককে বসিতে আসন দেন এবং 'অম্বিকাকে তোমার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া আসিতেছি, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর,' ইহা বলিয়া সুনন্দা-সন্নিধানে শীঘ্র গমন করিয়া বলেন, —হে মহেশ্বরি! মর্ত্ত্যলোক হইতে আপনার নিকট সাধক আসিয়াছেন। ৪৩-৪৫

সুনন্দা কহিলেন,—হে নন্দিন্! মদীয় ভক্তদিগকে আসিতে দাও। ৪৬

নন্দী দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধক-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, —হে মহাবীর! সাধক! তুমিই ধন্য, যেহেতু দেবী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন; তুমি আমার সহিত আইস। ৪৭-৪৮

তখন তত্রত্য দেব-কন্যাগণ পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইল। সেই চম্পক-সদৃশ গৌরবর্ণা কন্যারা সকলেই দিব্য-মণিময় কেয়ূর ও কুণ্ডলে বিভূষিতা, তাহাদের নয়ন-যুগল কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তন্মধ্যে কেহ বা নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণা, কেহ বা রক্তবস্ত্র, কেহ শুক্লবস্ত্র, কেহ বা পীতাম্বর পরিধান করিয়াছে। সকলেরই বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। ৪৯-৫১

স্তনযুগল অতি স্থূল এবং কামরূপিণী কন্যা সকলেই যুবতী ও দেবগণ হইতেই সম্ভূতা হইয়াছে এবং তৎকালে অপর যে সকল অপ্সরাগণ চারি দিক্

গেয়ৈশ্চ মধুরৈর্দিব্যৈর্মঙ্গলৈশ্চ মনোরমৈঃ।
চামরৈঃ কনকদণ্ডৈশ্চ মণিরত্নময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৫৪
চামরহস্তা তথা কাচিৎ পুষ্পহস্তা তথাপরাঃ।
মদার্ত্তা মুদিতাঃ সর্ব্বা ঈক্ষন্তেঽনিমিষেক্ষণাঃ ॥ ৫৫
পূজ্যন্তে সাধকাস্তত্র অর্ঘ্যপাদ্যৈশ্চ মঙ্গলৈঃ।
হৃষ্টতুষ্টমনাঃ সর্ব্বা অবগূহনতৎপরাঃ ॥ ৫৬
ততস্তু সাধকং গৃহ্য প্রবেশয়ন্তি তৎপুরম্ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বা দেবীপুরে দেবীং প্রণিপত্য চ সাধকঃ।
বিজ্ঞাপয়েৎ ততো ভক্ত্যা ত্বং গতিঃ শরণং মম ॥ ৫৮
ততো দেবী বদেদ্বাক্যং প্রসন্নবদনোজ্জ্বলা ॥ ৫৯।

দেব্যুবাচ—

স্বাগতং তে মহাবীর সাধকস্ত্বং কৃতো ময়া ॥ ৬০
এবং সম্ভাষিতা দেব্যা সাধকাস্তু মহাত্মনঃ।
তৎক্ষণাদেব জায়ন্তে সাধকা দিব্যরূপিণঃ ॥ ৬১
ইয়ং দিব্যপুরী বৎস চন্দ্রবত্যা সমন্বিতঃ।
ক্রীড়স্ব মৎপ্রসাদেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬২
তদন্তে ভবতে মোক্ষো মৎপ্রসাদেন পুত্রক ॥ ৬৩
দেবানান্তু যথা রুদ্র অতিরস্কৃতশাসনঃ।
তথৈব ভবনৈর্মহ্যং ক্রীড়য় ত্বং যথাসুখম্ ॥ ৬৪

হইতে আসিল, তাহাদিগের কেহ সুমধুর মঙ্গলময় দিব্য গান করিতে লাগিল; কেহ বা মণি-রত্ন-খচিত সুদৃঢ় সুবর্ণ দণ্ডযুক্ত চামর লইয়া ব্যজন করিতেছিল। ৫২-৫৪

কেহ বা পুষ্পরাশি হস্তে লইয়া আসিয়াছে; সকলেই মদান্ধা হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে সাধককে দেখিতে লাগিল। ৫৫

এবং অর্ঘ্যপাদ্যাদি উপচারে সাধকদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিতে লাগিল। ৫৬

তৎপরে সাধকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তখন সাধকগণ দেবীর দর্শন পাইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তিসহকারে জানাইলেন—হে দেবি! আপনি একমাত্র আমাদিগের উপায়, অন্য কিছুই নাই। ৫৭-৫৮

তখন দেবীর বদন প্রসন্ন হওয়ায় সমধিক উজ্জ্বল হইল, তিনি কহিলেন, —হে মহাবীর! তুমি সুখে আসিয়াছ ত? তোমাকে আমার সাধকশ্রেণীভুক্ত করিলাম। ৫৯-৬০

মহাত্মা সাধক দেবী কর্তৃক এইরূপে সম্ভাষিত হইবামাত্র দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। ৬১

তদ্দর্শনে পুনরায় দেবী বলিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার অনুগ্রহে চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত এই দিব্যপুরীতে থাকিয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া কর। ৬২

হে পুত্র! পরে আমার প্রসাদেই তুমি মুক্ত হইবে। ৬৩

যেমন দেবতাদিগের মধ্যে মহাত্মা রুদ্রের আজ্ঞা অবহেলিতা হয় না, তদ্রূপ তুমিও এই স্থানে যথেচ্ছ আদেশ প্রতিপালন করাইয়া যথাসুখে বিহার কর। ৬৪

এবং দত্ত্বা বরং দেবী সাধকস্য সুরেশ্বরি।
নমস্কৃত্বা ততো মন্ত্রী প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ৬৫
মঙ্গলৈঃ স্তূয়মানস্তু গীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ।
চামরৈর্বীজ্যমানস্তু স্কন্দতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৬৬
পুষ্পযানং সমারুহ্য ক্রীড়তে ভবনোত্তমে ॥ ৬৭
যোজনানাং সহস্রস্তু ভবনস্য তু বিস্তরঃ।
সহস্রকোটিকন্যানাং সমন্তাৎ পূরিতং পুরম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে সুনন্দাপ্রবেশবিধির্নাম
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

হে সুরেশ্বরি। সাধক দেবী সুনন্দার নিকটে এরূপ বর লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৬৫

তথায় যাইয়া কার্ত্তিকের মত পরাক্রান্ত হইলেন এবং সর্ব্বদা মনোহর মাঙ্গলিক গীতবাদ্যে অভিনন্দিত ও চামরে বীজিত হইয়া কখন বা পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ৬৬-৬৭

ঐ সুনন্দাপুরের বিস্তার সহস্রযোজন এবং সর্ব্বদাই উহা সহস্রকোটি দেব-কন্যায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ৬৮

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

উমোবাচ—

সুনন্দায়াঃ পুরং রম্যং শ্রুতং মে পরমেশ্বর।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কন্যকায়াঃ কথং প্রভো॥ ১
কন্যকায়াঃ পথং দেবি কথয়ামি সমাসতঃ।
শাকযাবকপয়োবায়ুলঘ্বাহারো অথাপি বা॥ ২
হোময়েল্লক্ষমেকন্তু পদ্মবিল্বমখণ্ডিতম্।
ততো গচ্ছেন্মহাবীরঃ পূর্ব্বোক্তেন পথেন তু॥ ৩
অতো মন্ত্রপদানি ভবন্তি।
ওঁ নন্দ নিনন্দ কিলি কিলি স্বাহা (১)॥ ৫
ইমাং বিদ্যাং জপং কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন মুদ্রা নিত্যং (২) প্রকল্পয়েৎ।
ততস্তু কারয়েদ্ধোমং গুড়িকৈর্গুগ্গুলস্য তু॥ ৬
অযুতমেকং মহাদেবি ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৭
পূর্ব্বমেব ত্রয়ো লক্ষান্ জপ্ত্বা হোমং প্রকল্পয়েৎ।
হোমান্তে দর্শনং রাত্রৌ সিদ্ধিস্তস্য প্রজায়তে॥ ৮
ততো গচ্ছেত মেধাবী সাধকৈঃ সহিতঃ পথি।
দেব্যাশ্রমপদং প্রাপ্য চরুং তত্র প্রসাধয়েৎ॥ ৯
ভাগং চতুষ্টয়ং কৃত্বা দেবি অগ্নিশিবাত্মনি।
আত্মভাগং ততো মন্ত্রী সাধকৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ॥ ১০

উমা কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপনার নিকট সুনন্দাপুরীর রমণীয়তা শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো! এক্ষণে কনকাপুর কীদৃশ, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ১

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! কনকাপুরের পথের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি; শ্রবণ কর। সিদ্ধিকাম ব্যক্তি প্রথমে শাক কিংবা যবচূর্ণ কি বায়ুমাত্র কিংবা দুগ্ধ বা যা কিছু স্বল্প আহার করিয়া পদ্মপত্র বা বিল্বপত্র দ্বারা এক লক্ষ হোম করিবেন পরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিবেন। ২-৩

এক্ষণে হোম ও জপের মন্ত্র বলিতেছি। "ওঁ নন্দ নিনন্দ কিলি কিলি স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে কিংবা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া গুগ্গুলের গুঁড়ি দ্বারা এক অযুত হোম করিবে; তাহাতেও সিদ্ধিলাভ হয়। ৪-৭

কিন্তু হোম করিবার পূর্ব্বে তিন লক্ষবার জপ করিতে হইবে। হোমাবসানে নিশাকালে দেবীকে সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্ধ হইবেন। ৮

তৎপরে সাধকগণের সহিত দেবীপুরাভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং দেবীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চরু প্রস্তুত করিবেন। ৯

সেই চরু চারি ভাগ করিয়া দেবী, অগ্নি ও শিবকে তিন ভাগ দিয়া, চতুর্থ ভাগ সাধকগণের সহিত স্বয়ং ভক্ষণ করিবেন। ১০

১। ওঁ নন্দিনি কিরণ স্বাহা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। অঙ্গানি তু ইতি পাঠান্তরম্।

বিজ্ঞাপয়েৎ ততো দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
অহং দুঃখান্তরে ভীতস্ত্বামেব শরণং গতঃ ॥ ১১
দেহি মে ত্বং পথং দেবি অবিঘ্নেন মহেশ্বরি ॥ ১২
এবং বিজ্ঞাপ্য দেবেশীং স গচ্ছেদুত্তরাং দিশম্।
শরক্ষেপত্রয়ং গত্বা দৃশ্যতে শৈলমুত্তমম্ ॥ ১৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা প্রতিমা তত্র তিষ্ঠতি।
নমস্কৃত্বা তু গন্তব্যমৈশান্যাং দিশি সংস্থিতম্ ॥ ১৪
ধন্বন্তরশতং গত্বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ শিলা।
তত্র মাতৃগৃহঞ্চৈব উত্তরাদিশি তিষ্ঠতি ॥ ১৫
নমস্কৃত্বা তু গন্তব্যং যাবদ্দৃশ্যেন্নভঃস্থলম্ ॥ ১৬
করবীরবনং তত্র হৈমপুষ্পং সুগন্ধি চ।
ষট্পদারাবরম্যাঢ্যা দিব্যভূম্যা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭
প্রতিমারূপধরা সা দিব্যহেমময়ী শুভা।
নানারত্নোজ্জ্বলা রম্যা সাধকানাং ফলপ্রদা ॥ ১৮
তস্যাঃ পূর্ব্বোত্তরে ভাগে বনং গীর্ব্বাণপাদপম্।
অশোকবকুলৈশ্চৈব শুভৈস্তিলকচম্পকৈঃ ॥ ১৯
প্রিয়ঙ্গুনাগপুন্নাগৈর্নানাপাদপসঙ্কুলৈঃ।
নানাগুল্মলতাকীর্ণং নানাবল্লীসমাকুলম্ ॥ ২০
সদাপুষ্পফলোপেতং সদাষট্পদনাদিতম্।
কোকিলারাবরম্যন্ত নানাপক্ষিনিষেবিতম্ ॥ ২১

পরে দেবীকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া জানাইবেন,—হে মহেশ্বরি! আমি সংসার-দুঃখে ভীত হইয়া, আপনার শরণ লইয়াছি, এক্ষণে আমার পথের বিঘ্ন বিনাশ করুন। ১১-১২

এই কথা বলিয়া উত্তর দিকে গমন করিবেন। পর পর নিক্ষিপ্ত তিনটী বাণের পথ অতিবাহিত হইলেই একটী পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইবে; উহাতে বিশুদ্ধ-স্ফটিক-নির্ম্মিতা দেবীর প্রতিমা রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উত্তরাভিমুখে একশত ধনুপরিমিত পথ অতিক্রম করিবে। তথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা দ্বারা নির্ম্মিত মাতৃভবন আছে। ১৩-১৫

সেই স্থানে মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া, যে পর্য্যন্ত আকাশ লক্ষিত হইবে, ততদূর গমন করিবে। ১৬

তথায় কাঞ্চন-কুসুমে সুশোভিত করবীর-কানন ও তৎসন্নিধানে ভ্রমর-নিচয়ের মধুর গুঞ্জনে রমণীয় স্থান দেখিতে পাইবে। ১৭

ঐ স্থানে দেবীর নানা রত্নে দীপ্যমানা সুবর্ণ-প্রতিমা আছে, যাহাকে দেখিলে ভক্তগণ অভীষ্টফল প্রাপ্ত হন। ১৮

তথা হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণে পারিজাত-বন। উহা অশোক, বকুল, তিলক, চম্পক, প্রিয়ঙ্গু, নাগ, পুন্নাগ প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর বৃক্ষে পরিপূর্ণ বিবিধ লতা, গুল্ম ও বল্লীতে সমাকুল; পুষ্প ও ফলে পরিব্যাপ্ত, এবং অবিরত ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের কুহুরবে শব্দিত এবং বিবিধ পক্ষি-সমূহে পরিপূর্ণ আছে। ১৯-২১

অস্য মধ্যে মহাদেবি দেব্যা ভবনমুত্তমম্[১]।
নানারত্নৈস্তু বিন্যস্তং নানাধ্বজসমাকুলম্ ॥ ২২
নানালীলাবতী রম্যা নূপুরারাবনিস্বনা ॥ ২৩
দীর্ঘিকাভিঃ সুরম্যাভিঃ শোভিতানি সরোরুহৈঃ।
তত্র দানবকন্যাস্তু দেব্যাঃ পাদাব্জপূজকাঃ ॥ ২৪
যক্ষিণ্যঃ কামরূপাস্তু গন্ধর্ব্বী কিন্নরী তথা ॥ ২৫
বিদ্যাধর্য্যঃ সুরূপাস্তু দেবীমারাধয়ন্তি তাম্ ॥ ২৬
কামার্ত্তা বিহ্বলা নিত্যং ভর্ত্তারং প্রার্থয়ন্তি তাঃ ॥ ২৭
অনেকসিদ্ধিসঙ্কীর্ণং দেব্যায়াঃ স্থানমুত্তমম্ ॥ ২৮
দেব্যা বিমানমারুহ্য আগতা কনকেশ্বরী।
জটামুকুটরত্নাঢ্যা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহা ॥ ২৯
পঞ্চমুদ্রাসমোপেতা নানারত্নবিভূষিতা।
মহাব্রতধরা দেবী আগতা যত্র সাধকাঃ ॥ ৩০

দেব্যুবাচ—

স্বাগতং তে মহারাজ বীরসত্ত্বা মহাতপঃ।
মদীয়ং ভবনং বৎস নানাসিদ্ধিসমাকুলম্ ॥ ৩১
বিচিত্রমণিনাকীর্ণং[২] দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩২
যদি তিষ্ঠসি অত্রৈব দিব্যৈশ্বর্য্যসমাকুলে।
পাতালযোষিতো গৃহ্য যক্ষিণীং বাথ রূপিণীম্ ॥ ৩৩
কিন্নরীমথবা গৃহ্য বিদ্যাধরীমথাপি বা ॥ ৩৪
খড়্গং বা রোচনাং বাপি গুড়িকাং বাপি পাদুকে।
অষ্টধা দিব্যসিদ্ধীনাম্ত্বেকাং গৃহ্য যথেপ্সয়া ॥ ৩৫

সেই বনের মধ্যে কনকা-দেবীর সুন্দর ভবন রহিয়াছে। তাহা বিবিধ রত্নে খচিত ও অসংখ্য পতাকায় পরিব্যাপ্ত আছে। ২২

তত্রত্য দীর্ঘিকাসকল প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে বড়ই শোভিত হইয়াছে। তথায় দেবীর চরণ-সেবিকা দৈত্য-কন্যাগণ এবং কামরূপা যক্ষিণী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী ও সুন্দর বিদ্যাধরীগণ দেবীর আরাধনা করিতেছে। ২৩-২৬

সকলেই কামাবেশে বিহ্বলা হইয়া দেবীর নিকট সর্ব্বদা পতিবর প্রার্থনা করিতেছে। ২৭

সেই সর্ব্বসিদ্ধিময় অনুপম দেবীপুরে প্রবেশ করিলে, দেবী কনকেশ্বরী বিমানে আরোহণ করিয়া সাধক-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৮

সেই মহাব্রতধারিণী দেবী জটামুকুটে বিভূষিতা, নানা রত্নে অলঙ্কৃতা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মানুলিপ্তা হইয়া পঞ্চ মুদ্রার সহিত সাধক-সমীপে আসিয়া কহিলেন,—হে বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তুমি সুখে আসিয়াছ ত? হে বৎস! এই মণি-রত্নে খচিত মদীয় ভবনে অশেষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং এই স্থান দেবগণেরও সুলভ নহে। ২৯-৩২

যদি তুমি এই দিব্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরে অবস্থান করিয়া পাতালকন্যা, সুন্দরী

১। মহাদেবা চ দেব্যাশ্চ সর্ব্বাভরণমুত্তমমিতি পাঠঃ কচিৎ।
২। বিচিত্রগণিকাকীর্ণমিতি বা পাঠঃ।

ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগান্ পশ্চান্মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
এবং দত্ত্বা বরং দেব্যা সাধকস্য তু সুন্দরি।
গতা বিমানমারুহ্য স্বকীয়ং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৩৭
চন্দ্রকান্তিময়ীং নন্দাং প্রতিমারূপধারিণীম্।
পূজয়ন্তি কৃশোদর্য্যঃ কান্তার্থিন্যো গৃহে গৃহে ॥ ৩৮
মুক্তাফলময়ীং দেবীং সুনন্দায়াঃ পুরে প্রিয়ে ॥ ৩৯
গন্ধধূপৈঃ সুপুষ্পাদ্যৈস্ত্রিকালং পূজয়ন্তি তাঃ ॥ ৪০
স্ফাটিকাং শুভ্ররূপাস্ত কনকাখ্যাঞ্চ কামিনীঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সদাকালং মথিতা মন্মথেন তু ॥ ৪১
স্বকীয়ৈর্ভুবনৈর্দিব্যৈঃ পূজাং কুর্ব্বন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২
প্রলয়ে তু সমুৎপন্নে দেব্যাঃ পুরবরৈঃ সহ।
বিদ্যতে দ্বে মহাদেবি তদা লীয়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৪৩
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সখায়ানাস্ত লক্ষণম্।
ধর্ম্মশীলাস্তপোযুক্তাঃ সত্যবাদিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৪
মাৎসর্য্যেণ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতাঃ।
প্রিয়বাদিনঃ সোৎসাহা মর্ত্ত্যলোকজুগুপ্সকাঃ ॥ ৪৫
পরস্পরসুসন্তুষ্টা অনুকূলা সাধকস্য তু।
ঈদৃশৈঃ সাধনং কুর্য্যাৎ সুসখায়ৈঃ সহৈব তু ॥ ৪৬

ব্রহ্মোবাচ—

যা নন্দা সা শিবঃ সাক্ষান্নন্দারূপধরঃ শিবঃ ॥ ৪৭
উভয়োরন্তরং নাস্তি নন্দায়াস্ত শিবস্য চ ॥ ৪৮

যক্ষিণী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, খড়্গ, রোচনা, গুড়িকা ও দেবী-পাদুকা এই অষ্ট দিব্য-সিদ্ধির যে কোন একটীকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে যথেচ্ছায় বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবে। ৩৩-৩৬

হে সুন্দরি! দেবী সাধককে এইরূপ বর দিয়া বিমানে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৭

ঐ স্থানে প্রত্যেক গৃহেই ক্ষীণমধ্যা নারীরা পতিপ্রার্থিনী হইয়া, জ্যোৎস্নার মত শুভ্রবর্ণা নন্দা-প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং হে প্রিয়ে! সুনন্দাপুরে যেমন মুক্তাফলে বিজড়িতা সুনন্দাদেবীকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি উপচার দ্বারা ত্রিকালে পূজা করিয়া থাকে, সেই মত এস্থানে কামার্ত্তা কামিনীগণ স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণা কনকাদেবীকে সর্ব্বকালেই অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৩৮-৪২

মহাপ্রলয়ের সময় দুই মহাদেবী ও তাঁহাদের দিব্যপুর মাত্র থাকিবেন, তখন অন্য দেবতা সকলেই লয় পাইবেন। ৪৩

অতঃপর সখিগণের লক্ষণ বলিতেছি,—ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনুষ্ঠায়ী, মাৎসর্য্যশূন্য, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবান্, প্রিয়বাদী, উৎসাহ-সম্পন্ন, মর্ত্ত্যলোকের নিন্দাকারী ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরে সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণই সাধকের সিদ্ধিলাভের অনুকূল হইয়া থাকেন, সুতরাং সাধক এবংবিধ সুহৃদগণের সহিত মন্ত্র সাধন করিবেন। ৪৪-৪৬

ব্রহ্মা কহিলেন,—যিনি নন্দা, তিনিই শিব। সাক্ষাৎ মহাদেবই নন্দারূপ ধারণ করিয়াছেন। নন্দা ও শিব উভয়ের কোন প্রভেদ নাই। ৪৭-৪৮

ন নন্দাপরমং জ্ঞানং ন নন্দাপরমং তপঃ।
ন নন্দাপরমং তীর্থং শিবঃ সাক্ষাৎ প্রভাষতে ॥ ৪৯
লেখ্যেঽপি তিষ্ঠতে যস্য ইদং জ্ঞানং মহাতপঃ।
তস্যাপি প্রীয়তে দেবী কিং পুনর্মন্ত্রপূজিতা ॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

নাস্তিকায় ন দাতব্যং ন শম্ভুগুরুনিন্দকে।
পিশুনায় ন দাতব্যং দেব্যা ভক্তিবিবর্জ্জিতে ॥ ৫১
গুরুদ্বিজদেববিষ্ণু-কন্যাগোনিন্দকে ন চ ॥ ৫২
দাতব্যস্তু মহাদেবি দেব্যা ভক্তিরতস্য চ।
অন্যথা তু বরারোহে হীয়তে শাস্ত্রসন্ততিঃ ॥ ৫৩
স্নেহাল্লোভাৎ প্রদানেন নরকং যান্তি রৌরবম্ ॥ ৫৪
ত্রিসন্ধ্যং পঠতে যস্তু নন্দাভক্তিপরায়ণঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন সিদ্ধিমিষ্টাং লভেন্নরঃ ॥ ৫৫
যথোক্তঞ্চৈব কর্ত্তব্যমাজ্ঞেষা পরমেশ্বরি।
শ্রবণাদ্ভাবযুক্তস্য সর্ব্বকামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৫৬
দশানাং রাজসূয়ানামগ্নিষ্টোমশতস্য চ।
ভাবিতঃ ফলমাপ্নোতি কোটিকোটিগুণোত্তরম্ ॥ ৫৭
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনভাগ্‌ভবেৎ।
মুচ্যতে বন্ধনাদ্বদ্ধো রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৮

শিব মিলিত নন্দা পরম-জ্ঞান-স্বরূপিণী, শিব-মিলিত নন্দা পরম তপস্যা ও শিব-নন্দাই পরম তীর্থ, এই কথা মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন। হে তপোধন! যাহার এই জ্ঞান মাত্রও আছে, দেবী তাহার প্রতিও প্রসন্না হন। তাহার আর মন্ত্রপ্রয়োগে পূজার প্রয়োজন হয় না। ৪৯-৫০

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! নাস্তিক, খল কিম্বা দেবী-ভক্তি-বিহীন অথবা শিব-নিন্দক বা গুরু-নিন্দকের নিকট এই নন্দামাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে না এবং যাহারা দেব, দ্বিজ, বিষ্ণু, কন্যা ও গরুর নিন্দা করে, তাহাদিগকেও নন্দা-মহিমা বলিবে না। ৫১-৫২

হে মহাদেবি! নন্দাভক্তজনকেই তদীয় মাহাত্ম্য প্রকাশক গ্রন্থ প্রদান করিবে। হে সুন্দরি! অভক্তজনকে দান করিলে, শাস্ত্রের পরম্পরা বিলুপ্তা হয়। ৫৩

যদি কেহ স্নেহ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশজনে প্রদান করে সে রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। ৫৪

যে ব্যক্তি নন্দাদেবীতে ভক্তিমান্ হইয়া তদীয় মাহাত্ম্য ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করেন, তিনি অতি শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। ৫৫

হে পরমেশ্বরি! এই শিবের আদেশ সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলেও হৃদয় পবিত্র হয় ও সকল অভীষ্ট পাওয়া যায়। ৫৬

অধিক কি শত রাজসূয় ও শত অগ্নিষ্টোম যাগের কোটি কোটী গুণ ফল লাভ হয়। ৫৭

পুত্রার্থীদের পুত্র হয়, ধনার্থী প্রচুর ধন পাইয়া থাকে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে ও রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। ৫৮

যান্ যান্ কামান্ নরো ভক্ত্যা পূজয়ন্নভিকাঙ্ক্ষতে।
তাংস্তান্ স লভতে শক্র ইত্যেবং শিব অব্রবীৎ ॥ ৫৯
দেবেন কথিতং দেব্যা শক্রস্য তু পিতামহাৎ।
ময়া তব নৃপব্যাঘ্র কিং ভূয়ঃ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৬০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নন্দামহাভাগ্যসমাপ্তির্নাম
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

হে ইন্দ্র! মানব ভক্তি সহকারে দেবীকে পূজা করিয়া, যে যে অভীষ্টই প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। এই কথা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন। ৫৯

এই নন্দামাহাত্ম্য প্রথমে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলেন, পরে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আমি এক্ষণে তোমায় বলিলাম। অপর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বল। ৬০

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

কেন কেন প্রকারেণ দেব্যা বর্ণাশ্রমৈর্বিভো।
পূজনীয়া স্ববৃত্তস্থৈরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

সাধু রাজন্ যথা পৃষ্টং বর্ণাশ্রমবিভাগতঃ।
পালনং পূজনং দেব্যাঃ প্রবক্ষ্যামি হ্যশেষতঃ ॥ ২
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরং পরঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টার্থমিচ্ছদ্ভিঃ সেবনীয়ঃ সদা দ্বিজৈঃ ॥ ৩
মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধিঃ পঞ্চসপ্তস্তথা দ্বিজঃ।
সংস্কারৈর্গর্ভধারী চ তদা তস্য ক্রিয়া ততঃ ॥ ৪
যথা হি মদ্যভাণ্ডস্য শুদ্ধিঃ কেনাপি বিদ্যতে।
পঞ্চগব্যং ন তদ্যাতি এবংপ্রায়ং শ্রুতেঃ ক্রিয়া ॥ ৫
জাতিসংস্কারহীনস্য দ্রব্যসঙ্করকারিণঃ।
শূদ্রান্নভোজিনো রাজন্ ন বেদো দদতে ফলম্ ॥ ৬
শূদ্রস্য অন্নমশিত্বা বেদং যদি উদীরতে।
উচ্ছিষ্টভোজী বর্ণানাং নরকে পর্য্যুপাসতে ॥ ৭
চাণ্ডাল-চণ্ডকর্ম্মে চ বৃষলীপতিসন্নিধৌ।
যদি উদীরতে বেদং তদা বিপ্রোঽপি তৎসমঃ। ৮

নৃপবাহন কহিলেন,—হে বিভো! সদাচারযুক্ত বর্ণাশ্রমিগণ কোন্ কোন্ বিধানে দেবীর পূজা করিবেন তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে, আপনি বলুন। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি যে বর্ণ ও আশ্রম ভেদে দেবীর পূজাপরিপাটীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা অতি উত্তম কথা; আমি তদ্বিষয়ে সবিশেষ বলিতেছি। ২

বেদ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কর্ত্তৃকই অনুশীলিত হইয়া কল্যাণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহকালের ও পরকালের শুভার্থী দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদাই বেদশাস্ত্রের সেবা করিবেন। ৩-৪

যাঁহার মাতামহকুলে উর্দ্ধতন পঞ্চম ও পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ বেদোক্ত বিধানে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন তাঁহাকেই পবিত্র ও বেদাধিকারী জানিবে। ৪

যেমন মদ্যভাণ্ড কোনরূপে পবিত্র হইয়া পঞ্চগব্যের পাত্র হয় না, সেইমত যাহার বংশানুক্রমে জাতি সংস্কার হয় নাই ও যে দ্বিজাতি হইয়াও শূদ্রান্ন ভোজন করে, কিংবা দ্রব্যসঙ্কর অর্থাৎ একদ্রব্য সংযোগে অন্য দ্রব্যের রূপান্তর করে, হে মহারাজ! বেদশাস্ত্র তাহাদিগের কোন ফল প্রদান করেন না। ৫-৬

যদি কেহ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিয়া বেদ উচ্চারণ করে, বর্ণমাত্রেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যে নরক হইয়া থাকে, সে তথায় নিপতিত হয়। ৭

বেদমন্ত্রান্ যদা বিপ্রঃ শূদ্রদ্রব্যেণ তর্পতে।
সর্পিষা যবগোধূম্‌তিলপিষ্টকশালিভিঃ ॥ ৯
যাবতী তস্য দ্রব্যস্য রজোরেণুর্বিধীয়তে।
তাবতীশ্চ মহাঘোরে নরকে পর্য্যুপাসতে ॥ ১০
ন হি বেদং সমাসাদ্য বিধিং জহ্যাৎ দ্বিজোত্তমঃ।
তস্য এব হি সাজ্ঞা ন লঙ্ঘনীয়া কদাচন ॥ ১১
চক্রবৃত্তিধরা বিপ্রা উঞ্ছকাপোতবৃত্তিনঃ।
দন্তোলূখলিকাহারা বেদানাং লভতে ফলম্ ॥ ১২
নদীসঙ্গমগোষ্ঠেষু বিচিত্রেষু তটেষু চ।
বিচিত্রভূমিদেশেষু দর্ভদূর্ব্বাবৃতেষু চ ॥ ১৩
গৃহেষু শুভলিপ্তেষু বিষ্ণুসূর্য্যগৃহেষু চ।
পঠিতব্যঃ সদা বেদঃ স্বরবর্ণসুলক্ষিতঃ ॥ ১৪
প্লুতদীর্ঘক্রমহ্রস্ব সানুস্বারসুলক্ষিতাম্।
ঋচমুচ্চারয়েৎ প্রাজ্ঞো ন দ্রুতাং ন বিলম্বিতাম্ ॥ ১৫
তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে মুনির্মূলফলাশনঃ।
ঋচমেকাঞ্চ যোঽধীতে তচ্ছতানি চ তৎসমম্ ॥ ১৬
অপরশ্চ মহাদোষঃ শ্রূয়তে ঋষিভাষিতঃ।
ইন্দ্রো হিনস্তি বজ্রেণ অপশব্দং সমুচ্চরন্ ॥ ১৭

যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অপবিত্র কর্ণে বেদ শ্রবণ করায় কিংবা শূদ্র-সমীপে বেদ উচ্চারণ করে, তবে সেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮

যদি ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রস্বামিক যব, গোধূম, তিল, পিষ্টক, শালিধান্য বা ঘৃত দ্বারা বেদমন্ত্র-প্রয়োগে নিজ পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করে, তবে সেই দ্রব্য-সমুদয়ের যাবৎসংখ্যক রেণু থাকিবে, তৎসংখ্যক কাল সে অতি ভীষণ নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ৯-১০

বেদ অবগত হইয়া তাহার বিধিবাক্য পরিত্যাগ করিবে না। যেহেতু বিধি বেদের আজ্ঞাবাক্য, উহা কোনরূপে অতিক্রম করিবে না। ১১

যে সকল ব্রাহ্মণ চক্রের বৃত্তি ধরিয়াছেন কিংবা যাহারা উঞ্ছবৃত্তি কি কাপোত বৃত্তি হইয়াছেন, অথবা যাহারা দণ্ডের বা উলুখলের বৃত্তি ধরিয়াছেন, তাঁহারা বেদচর্চ্চাহীন হইলেও তত্ত্বদ্বেদী ব্রাহ্মণ বলিয়াই বেদের ফল প্রাপ্ত হইবেন। ১২

নদীসঙ্গমস্থানে, গোষ্ঠে, বিচিত্র নদীতটে কিংবা কুশ ও দুর্ব্বাযুক্ত পবিত্র প্রদেশে অথবা গোময়লিপ্ত পবিত্র ভবনে, কি বিষ্ণুমন্দির ও সূর্য্যমন্দিরে বসিয়া সর্ব্বদা বেদ পাঠ করিবে। বেদপাঠকালে কোনরূপে একটীও স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণ পড়িয়া না যায়। ১৩-১৪

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতক্রমে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। দ্রুত কি বিলম্বে পাঠ করিবে না। ১৫

যে মুনি অরণ্যে ফলমূল মাত্রে জীবন ধারণ করিয়া তপস্যার আচরণ করেন আর যিনি একটিমাত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শত মুনির সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির তুলনা হয়। ১৬

অপর এ বিষয়ে ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত মহান্ দোষ শ্রবণ করা যায়,—যদি

যজ্ঞকালে কিলশর্ম্মা ঋচাশুদ্ধামুদীরিতঃ।
হতো রুদ্রেণ শক্রেণ সরাষ্ট্রবলবাহনঃ ॥ ১৮
তস্মচ্ছুদ্ধঃ ক্রিয়াজাতি-দ্রব্যসম্পত্তিলক্ষণৈঃ।
বেদো বেদনশীলস্য দদাতি দিবিজং ফলম্ ॥ ১৯
অগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞো বৈ বেদশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
সিধ্যতে নাত্র সন্দেহ ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥ ২০
গর্ভধারিত্রসংস্কারৈর্যদা বিপ্রো ব্রতং লভেৎ।
তদা চাধ্যয়নং কুর্য্যাদ্বেদস্য বিধিনা শৃণু ॥ ২১
ন সঙ্কীর্ণে জলে কুর্য্যাৎ ন চ তস্করসন্নিধৌ।
ন শ্বানশূকরকাক-কুকরাভ্যঃ সমাবৃতঃ ॥ ২২
সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাত-রজোদাহতমোবৃতে।
নেহতে মৃতনষ্টেষু রাজ্ঞাং সংগ্রামবিপ্লবে ॥ ২৩
শ্রাদ্ধভুঙ্ ন চ বান্তস্ত[১] নাজীর্ণী ন চ কামিতঃ।
নাষ্টম্যাং ন চ নন্দাহে ন পৌর্ণী ন চ পার্ব্বণে ॥ ২৪
ন শেষে ন চ ইন্দ্রোত্থে ন সংক্রান্তৌ তথা পরে ॥ ২৫
ন রাহোরুপরাগেষু ন চ কেতূপদর্শনে।
নোৎপাতে চ পঠেদ্বেদং যদীচ্ছেৎ শ্রেয় সর্ব্বসু ॥ ২৬

কাহারও বেদপাঠ করিবার সময় বর্ণাদি পড়িয়া যায়, তাহাকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বিনাশ করেন। ১৭

তাহার প্রমাণ পূর্ব্বকালে কিলশর্ম্মা যজ্ঞ করিবার সময় অশুদ্ধ বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য-বল-বাহনাদির সহিত বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৮

সুতরাং বিশুদ্ধ জাতি, অনুষ্ঠান ও দ্রব্যসমূহসম্পন্ন ব্যক্তিই বেদশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে স্বর্গফল প্রাপ্ত হন। ১৯

এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যাগের ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পর বেদে অধিকারী হওয়া যায়। ২০

যৎকালে বিপ্র গর্ভবাস-কালাবধি বিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনীত হইবেন, তদবধি যে নিয়মে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২১

অপরিষ্কৃত স্থানে, জলমধ্যে ও তস্করসন্নিধানে কিংবা অশ্ব, শূকর, কাক, কুকরাদি অশুচি প্রাণিগণে পরিবৃত হইয়া বেদপাঠ করিবে না। ২২

সন্ধ্যাগর্জ্জন, বজ্রপাত, দিগ্‌দাহ হইলে এবং রাত্রিকালে কিংবা কাহারও মৃত্যু হইলে, রাজাদের সংগ্রাম জন্য রাজ্যের পরিবর্ত্তনভাব উপস্থিত হইলে বেদ পাঠ করিবে না এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা, শ্রাদ্ধান্নভোজী, অজীর্ণরোগী ও কামুক, ইহারাও বেদপাঠের অনধিকারী এবং অষ্টমী, প্রতিপদ, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে, সংক্রান্তিদিনে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে, কেতুদর্শনে ও অন্যান্য উৎপাত উপস্থিত হইলে, আত্মশুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষ বেদালোচনা করিবেন না। ২৩-২৬

১। শ্রান্তস্তু ইতি বা পাঠঃ।

উপাধ্যায়ং সমাশ্রিত্য তস্য চাজ্ঞাকরো ভবেৎ।
এবং সংবর্ত্ততো বৎস ফলন্তে বৈদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বেদানুষঙ্গো নাম
ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

হে বৎস! এতদিতরকালে গুরুসন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে এবং তাহারই বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় ফল প্রদান করেন। ২৭

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শক্র উবাচ—

গোমেধো অশ্বমেধশ্চ পশুমেধাদয়ো মখাঃ।
তেষু প্রাণিবধস্তাত তে চ স্বর্গাদিসাধনাঃ॥ ১
এবং পূর্ব্বাপরার্থেষু বিরোধঃ সুমহান্ ভবেৎ।
ছিন্ধি মে সংশয়ং নাথ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞেষ্বেষাং বধঃ স্মৃতঃ।
অন্যত্র ঘাতনাদ্দোষো বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥ ৩
দেবার্থে পিতৃকার্য্যেষু মনুষ্যার্থে পুরন্দর।
বধয়ন্ ন ভবেদেন অন্যথা মহাকিল্বিষী॥ ৪
নবকৃষরপূপাণি পায়সং মধুসর্পিষী।
বৃথামাংসঞ্চ নাশ্নীয়াদ্দেবপিতৃ অহোমিতম্॥ ৫
ন বৃথা চেষ্টয়েৎ কিঞ্চিৎ ত্রিবর্গস্য বিরোধয়া।
ন চ বাচং বদেদ্দুষ্টাং ন দীনাং ন চ কর্কশাম্॥ ৬
নাসহায়ো ব্রজেদ্রাত্রৌ ন পঙ্কে ন চতুষ্পথে।
ন শূন্যাগারে তিষ্ঠেত ন চ পর্ব্বতমস্তকে॥ ৭
ন শ্মশানে ন দেবস্য প্রাসাদেষু কদাচন।
ন চ গবি প্রসূতায়াং বিশ্বসেৎ স্ত্রীজনেষু চ॥ ৮

শক্র কহিলেন,—হে নাথ! গোমেধ, অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিত্য প্রাণিবধ হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফল লাভ হয় এ বিষয়ে পূর্ব্বাপর বড়ই বিরোধ দেখিতেছি। ১

হে নাথ! আপনি সকল শাস্ত্রের পারদর্শী, সুতরাং আমার এ বিষয়ের সন্দেহ দূর করুন। ২

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে শক্র! যজ্ঞার্থেই পশুর সৃষ্টি ; যজ্ঞেই তাহাদের বধ বিহিত আছে, যজ্ঞের কার্য্যে বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্ম ইহার অন্যতম দ্বারা ঘাত করিলে দোষ হয়। ৩

দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে ও প্রসিদ্ধ মনুষ্যকৃত্যে পশুবধ করিলে পাপ হয় না; ইহার বিপরীত করিলে, পাপ হইয়া থাকে। ৪

দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া নূতন কৃষর, পূপ, পায়স, মধু, ঘৃত ও বৃথামাংস ভক্ষণ করিবে না। ৫

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিরুদ্ধ বৃথা কোন প্রকার চেষ্টা করিবে না। দোষযুক্ত বা কর্কশ কিংবা মৃদুভাবে বাক্য প্রয়োগ করিবে না। ৬

একাকী রাত্রিকালে কিংবা পঙ্কের উপর দিয়া অথবা চতুষ্পথে গমন করিবে না। নির্জ্জন গৃহে ও পর্ব্বতমস্তকে অবস্থান করিবে না। ৭

শ্মশানে বা দেবালয়ে অধিক বাস করিবে না। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীকে ও সাধারণ স্ত্রীজনের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। ৮

ন বৃক্ষারোহণং কুর্য্যাৎ ন চ কূপাবলোকনম্ ।
ন গোদ্বিজহুতাশানাং মধ্যেন গমনং ক্বচিৎ ॥ ৯
ন বহ্নৌ তাপয়েৎ পাদং ন চ তমভিলঙ্ঘয়েৎ ।
ন সূর্য্যমবলোকেত উদয়াস্তমনে ক্বচিৎ ॥ ১০
ন মুখেন ধমেদগ্নিং ন চ খড়্গান্ত লঙ্ঘয়েৎ ।
তথা চৈবায়ুধান্ সর্ব্বান্ যত্রোপস্করমার্জ্জনীঃ ॥ ১১
ন প্রমত্তজনাকীর্ণে ন চ স্ত্রীবালসেবিতে ।
গৃহে বাসগমং কুর্য্যান্ন চ বিশ্বাসক্রীড়নম্ ॥ ১২
ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ভুজঙ্গৈশ্চ ক্রীড়য়েৎ ।
ন গুরুদ্বিজবেদাংশ্চ নিন্দয়েন্ন চ আক্ষিপেৎ ॥ ১৩
সর্ব্বং ভদ্রং শুভং ব্রূয়াৎ সর্ব্বকালং শুভাননঃ ।
শুক্লবাসাঃ শুচিঃ স্রগ্বী ন চ কেশনখঃ সুখী ॥ ১৪
শুক্লমাল্যধরো নিত্যং সুগন্ধঃ সুখবাসসঃ ।
নেত্রাঞ্জনং নিষেবেত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫
ঋজুপথে সদাচারো ঋজুসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পঠনাজপনাসক্তো লিখনা শ্রবণা তথা ॥ ১৬
নিত্যং দৈবতপূজায়ামৌষধাধ্যয়নেষু চ ।
জপহোমার্চ্চনে সক্তো বিন্দতে সুখমুত্তমম্ ॥ ১৭
ন গচ্ছেন্মৈথুনং পর্ব্বে ন দেবগুরুসন্নিধৌ ।
ন কুর্য্যাজ্জলে বাদন্ত ন বৈদ্যৈর্ন চ বাৎসরৈঃ ॥ ১৮

বৃক্ষে আরোহণ ও কূপদর্শন করিবে না। গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নির মধ্য দিয়া কদাচ গমন করিবে না। ৯

অগ্নিতে চরণ উত্তপ্ত করিবে না ও অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না। উদয়কালে বা অস্তগমনকালে সূর্য্যকে অবলোকন করিবে না। ১০

ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উজ্জ্বল করিবে না। খড়্গ, অন্যান্য অস্ত্র ও মার্জনী প্রভৃতি লঙ্ঘন করিবে না। যে গৃহে উন্মত্ত কি স্ত্রীলোক বা বালক বাস করে, তথায় বাস বা গমন কিংবা বিশ্বস্ত ক্রীড়া করিবে না। ১১-১২

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষপান করিবে না; সর্প লইয়া ক্রীড়া করিবে না; বেদ, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের নিন্দা করিবে না; কোন বিষয়ে আক্ষেপ করিবে না। ১৩

সকল সময়েই প্রফুল্লমুখে পবিত্র মঙ্গলবাক্য প্রয়োগ করিবেন; সর্ব্বদা শুচি থাকিবেন; নখকেশাদি কর্ত্তন করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করত সুগন্ধি শুভ্রপুষ্পের মাল্য ধারণ করিবেন। প্রত্যহ দন্তধাবন করিবেন; নয়নে অঞ্জন দিবেন। ১৪-১৫

সদাচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সরলপথে থাকিয়া সরল উপায়েরই অনুসরণ করিবেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, লিখন ও শ্রবণ করিবেন; ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। ১৬

প্রত্যহ দেবার্চ্চনা হোম ও জপকার্য্যে আসক্ত থাকিবেন ও কিছু কিছু বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। ১৭

পর্ব্বকালে এবং দেবতা ও গুরুজনের নিকটে মৈথুন করিবে না ও জলে

ন প্রধানজনবাদং নৃপাক্ষেপং কদাচন।
নৃপবন্ধুগুর্ব্বমাত্যভিষগ্‌জ্যোতিঃপুরোহিতৈঃ॥ ১৯
বিরোধানীহ দুঃখানি সুখং প্রীত্যা অবাপ্নুয়াৎ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আচারকীর্ত্তনং নাম
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭

অবস্থানকালে কাহারও সহিত বিতণ্ডা করিবে না এবং রাজা, চিকিৎসক, হিংসক ও মহাত্মাদিগের সহিত তর্ক বা কলহ করিবে না; কারণ রাজা, বন্ধু, গুরু, সূর্য্য, বৈদ্য, জ্যোতিষিক ও পুরোহিতের সহিত বিবাদ করিলে পদে পদে দুঃখভোগ হয় এবং ইহাদের সহিত সম্প্রীতি করিলে সুখে কালযাপন করা যায়। ১৮-২০

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

এবমাচারযুক্তাত্মা সততং চর্চ্চিকারতঃ।
আপ্নুয়াৎ সর্ব্বকামাংস্তু যথেপ্সিতমনোঽনুগান্ ॥ ১

শক্র উবাচ—

নিত্যং যে ভগবতীভক্তাস্তৈর্নরৈর্দ্বিজসত্তম।
কিং কার্য্যং কিংবা নো কার্য্যং তদ্বদ পৃচ্ছতো মম ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বা সর্ব্বগতা দেবী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
যষ্টব্যা শুদ্ধভাবেন ন ভিন্না পৃথগেব সা ॥ ৩
নামভেদাস্তবেত্তিন্না ন ভিন্না পরমার্থতঃ ॥ ৪
শিবা নারায়ণী গৌরী চর্চ্চিকা বিমলা উমা।
তারা শ্বেতা মহাশ্বেতা অম্বিকা শিবশাসনাৎ ॥ ৫
যাবন্তব্যং ভবেদহং তাবদ্দেবী ব্যবস্থিতা ॥ ৬
সা বন্দ্যা পূজনীয়া চ সততং নন্দভাবিতৈঃ।
বিজয়ার্থং নৃপৈঃ খড়্গে চ্ছুরিকাপাদুকে পটে ॥ ৭
চামুণ্ডা চিত্ররূপা বা লিখিতা বাথ পুস্তকে।
ধ্বজে বা কারয়েচ্ছক্র স নৃপো বিজয়েদ্ দ্বিষম্ ॥ ৮
বিশেষাচ্ছ্রাবণারভ্য তস্যাঃ পূজাস্তু কারয়েৎ ॥ ৯
পবিত্রারোহণং বৎস সর্ব্বশাস্ত্রেষু গীয়তে।
অগ্নের্ব্রহ্মস্য পার্ব্বত্যা গজবক্ত্রমহোরগাম্ ॥ ১০

ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ বেদোক্ত আচারে থাকিয়া চর্চ্চিকাদেবীর ভক্ত হইলে যথাভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১

শক্র কহিলেন,—হে প্রভো! যাহারা নিত্য সেই ভগবতী-ভক্ত সেই মানবগণের কর্ত্তব্য কি আর কি বা অকর্ত্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। ২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! সেই সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বদেব-পূজিতা সর্ব্বস্বরূপিণী ভগবতীকে শুদ্ধচিত্তে অর্চ্চনা করিবে। তিনি এক হইয়াও পৃথক্ হইয়াছেন। ৩

শিবের আদেশে শিবা, নারায়ণী, গৌরী, চর্চ্চিকা, বিমলা, উমা, তারা, শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও অম্বিকা এই কয়টী পৃথক্ নামেই পৃথক্ হইয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি ভিন্না নহেন। ৪-৫

সংসারে কিছু মঙ্গলদ্রব্য আছে, সকলেতেই দেবী অবস্থিত আছেন। ৬

রাজগণ সংগ্রামে বিজয়-লাভের জন্য খড়্গে, ছুরিকায়, পাদুকায়, পুস্তকে অথবা চিত্রপটে অঙ্কিতা সেই চামুণ্ডা দেবীকে সতত পূজা করিয়া থাকেন। হে ইন্দ্র! নৃপতিগণ ধ্বজে তাঁহার পূজা করিয়াও শত্রুজয় করিয়া থাকেন। ৭-৮

হে বৎস! শ্রাবণাদিতে তাঁহার বিশেষরূপে পূজা-বিধান আছে এবং সকল শাস্ত্রেই পবিত্রারোহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি, ব্রহ্মা, পার্ব্বতী,

স্কন্দভানুগণামাতৃ-দুর্গাধর্ম্মেশগোবৃষাম্ ।
বিষ্ণোঃ কামস্য দেবস্য শক্রস্য চ দিনাংশগাম্ ॥ ১১
পূজনীয়া তু চামুণ্ডা চণ্ডপাপবিনাশনী ।
সর্ব্বকার্য্যাদিনা দত্তা এভির্নামৈঃ পুরন্দর ॥ ১২
অথবাষাঢ়মাসে তু শ্রাবণে বাপি কারয়েৎ ।
সপ্তম্যাং বা ত্রয়োদশ্যামধিবাসং সুরাধিপ ॥ ১৩
সর্ব্বোপহারসম্পন্নং নন্দায়া ভক্তিমাস্থিতঃ ।
শুক্লতন্তুময়ং কার্য্যং পবিত্রং বহুতন্তুভিঃ ॥ ১৪
গ্রন্থিভিঃ সুবিচিত্রাভি রচিতঞ্চৈব মৌক্তিকৈঃ ।
সুধৌতং বন্ধয়েৎ ভন্তুং রোচনাশশিকুঙ্কুমৈঃ ॥ ১৫
তথা সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি পুষ্পগন্ধফলানি চ ।
নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ১৬
হেমতারময়ান্ পুষ্পান্ কুশানি মৃদবস্তথা ।
সুস্নাতো মন্ত্রবিধিনা অগ্নিকার্য্যং তথা কুরু ॥ ১৭
তথা চ পূজয়েদ্দেবীং প্রতিমাস্থণ্ডিলেঽপি বা ॥ ১৮
পাদুকে বাথ খড়্গে চ ছুরিকাধনুষোস্তথা ।
দন্তধাবনপূর্ব্বন্তু পঞ্চগব্যং চরুং কুরু ॥ ১৯
দত্ত্বা দিশাং বলিং বৎস তথা কুর্য্যধিবাসনম্ ।
সদশৈর্বস্ত্রপত্রৈর্ব্বা ছাদয়েৎ তৎ পবিত্রকম্ ॥ ২০
কৃত্বা সত্রাভিমন্ত্রাঢ্যং[১] তথা দেব্যা নিবেদয়েৎ ।
রাত্রৌ তু জাগরং কুর্য্যাৎ সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্ ॥ ২১

গণেশ, অনন্ত, কার্ত্তিক, সূর্য্য, প্রমথগণ, মাতৃগণ, ধর্ম্ম, গো, বৃষ, বিষ্ণু, কামদেব, শক্র ও দিক্‌পালদিগকে চামুণ্ডা দেবীর সহিত পূজা করিলে অতি গুরুপাপেরও ধ্বংস হইয়া থাকে। হে দেবরাজ! সকল কালের সর্ব্বক্ষণেই এই সকল নামে পূজা করিবে। ৯-১২

অথবা আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসের সপ্তমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে সাধক ভক্তি সহকারে নন্দাদেবীর অধিবাস করিবে। অধিবাসকালে দেবতার হস্তে শুক্ল, ধৌত ও বহুগ্রন্থিযুক্ত কতকগুলি সূত্র দ্বারা পবিত্র বন্ধন করিবে। উহার প্রতি গ্রন্থিতেই বিচিত্র মুক্তা, রোচনা ও কুঙ্কুম নিবদ্ধ থাকিবে। ১৩-১৫

গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার, নানা ফল, প্রচুর নৈবেদ্য ও কোমল কুশপত্র প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে এবং অধিবাসের পূর্ব্বে দন্তধাবন-পূর্ব্বক স্নান করিয়া যথোক্ত মন্ত্র প্রয়োগে অগ্নিস্থাপন করিবে। ১৬-১৭

পরে সেই অগ্নিতে পঞ্চগব্য দ্বারা চরু প্রস্তুত করিবে। তৎপরে প্রতিমায়, স্থণ্ডিলে কি দেবীপাদুকায়, খড়্গে, ছুরিকা বা ধনুর উপরি দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ১৮-১৯

হে বৎস! প্রথমে একবার পূজা করিয়া দিক্‌পালদিগকে বলি প্রদান করত পূর্ব্বোক্ত অধিবাস করিবে। অধিবাসাঙ্গ যে পবিত্রবন্ধন করিতে হইবে, তাহাতে দেবীবীজ শতবার জপ করিয়া দশাযুক্ত বস্ত্র কিংবা যে কোন পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তবে দেবীঅঙ্গে স্থাপন করিবে। ২০-২১

১। শতাভিমন্ত্রাঢ্যমিতি পাঠান্তরম্।

নটনর্ত্তকবেশ্যানাং সজ্ঘানি মুদিতানি চ।
তিষ্ঠন্তে বাদ্যগীতাভি-নিরতানি পুরন্দর ॥ ২২
প্রভাতসময়ে বৎস প্রাপ্তে দদ্যাৎ পুনর্বলিম্ ॥ ২৩
প্রত্যুষে বিধিবৎ স্নাত্বা তথা দেবীং হুতাশনম্।
জপ্ত্বা হুত্বাথ কন্যাশ্চ স্ত্রিয়ো ভোজ্যা দ্বিজাস্তথা ॥ ২৪
পবিত্রারোহণে বৃত্তে দক্ষিণামুপপাদয়েৎ।
যথা শক্ত্যা ভবেচ্ছক্র নিয়মং কার্য্যকারণে ॥ ২৫
রাজ্ঞা নানাবিধাসক্তিরক্ষক্রীড়া মৃগাবধম্।
দ্বিজাচার্য্যৈশ্চ স্বাধ্যায়ং ন কার্য্যং কৃষিগোবৃষৈঃ ॥ ২৬
বালগ্ভির্ন চ আত্মীয়ং দিনানি দশ পঞ্চ বা।
অথবা ত্রীণি একং সা দিনং যামার্দ্ধমেব বা ॥ ২৭
দেব্যা ব্যাপারণাসক্তিঃ কর্ত্তব্যা সততং হরে।
তথা সংপূর্ণকর্ত্তব্যে পুনঃ কুর্য্যাৎ পবিত্রকম্[১] ॥ ২৮
এবং যঃ কারয়েদ্বৎস তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বযজ্ঞব্রতদান-সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্ ॥ ২৯
প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো যস্মাৎ সর্ব্বগতা শিবা ॥ ৩০
নাধয়ো ন চ দুঃখানি ন চ পীড়া ন ব্যাধয়ঃ।
ন ভয়ং শত্রুজং তস্য ন গ্রহৈঃ পীড্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩১
সিধ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি অপি যানি মহান্ত্যপি।
নাতঃ পরতবং বৎস মন্যে পুণ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩২

হে ইন্দ্র! সেই রাত্রি নট, নর্ত্তক ও বেশ্যাদিগের সহিত মিলিয়া দেবী-সম্মুখে পরমানন্দে গানবাদ্য করিয়া জাগরণ করিবে। ২২

প্রভাত হইলে যথাবিধানে স্নান করিয়া পুনরায় দশদিক্‌কে বলি প্রদান করত দেবীর ও অগ্নির পূজা করিবে এবং যথাশক্তি তন্মন্ত্র জপ ও তন্মন্ত্রে হোম করিয়া কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ২৩-২৪

এইরূপে পবিত্রবন্ধন সুসম্পন্ন হইলে, যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। হে দেবরাজ! তৎপরে কিঞ্চিৎ নিয়ম পালন করিতে হয়। ২৫

রাজাদির অক্ষক্রীড়া মৃগয়া নিষিদ্ধ। দ্বিজগণের স্বাধ্যায় নিষিদ্ধ। বৈশ্য-গণের কৃষিকর্ম্মাদি নিষিদ্ধ, বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। ২৬

এই নিষেধ-পালন দশ দিন, পাঁচ দিন, তিন দিন, একদিন বা যামার্দ্ধ (দিনার্দ্ধ?)। ২৭-২৮

যে ব্যক্তি এই বিধির অনুষ্ঠান করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর। বিবিধ যজ্ঞ, ব্রত, দান ও সকল তীর্থে অবগাহন করিলে যে ফল হয়, সর্ব্ব-স্বরূপিণী ভগবতী তাহাকে তাদৃশ ফলই প্রদান করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৯-৩০

তাহার কোন প্রকার ব্যাধি, দুঃখ বা মনঃপীড়া হয় না, শত্রুর ভয় থাকে না ও গ্রহগণ কখন তাহাকে কষ্ট দেয় না। ৩১

যে কোন অভীষ্ট কার্য্য অতি গুরুতর হইলেও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। হে বৎস! ইহা অপেক্ষা পুণ্যবর্দ্ধক কর্ম্ম আর নাই। ৩২

১। দেব্যা ইত্যাদিঃ শ্লোকোঽয়ং সর্ব্বত্র নাস্তি।

নরাণাঞ্চ নৃপানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ।
সৌভাগ্যজননং বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥ ৩৩
ময়াপি তে নৃপশ্রেষ্ঠ যথাবদুপপাদিতম্।
শ্রবণাদপি পুণ্যায় কিং পুনঃ করণাদ্বিভো ॥ ৩৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পবিত্রারোহণং
নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

ইহার অনুষ্ঠানে সাধারণ মনুষ্যেরই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ও রাজগণের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। হে মহারাজ! ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রতি স্নেহ করিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিকটে তাহাই বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলেও পুণ্য হইয়া থাকে, অনুষ্ঠানের কথা অধিক কি বলিব। ৩৩-৩৪

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বাভ্যুদয়বর্দ্ধনম্ ।
যৎ কৃত্বা ভবতে রাজন্ সর্ব্ববর্ণোঽপি চানঘঃ ॥ ১
নভোমাসে তু সম্প্রাপ্তে নক্তাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রাতঃস্নায়ী সদাধ্যায়ী অগ্নিকার্য্য-পরায়ণঃ ॥ ২
দেবীং সংপূজয়েদ্বৎস বিল্বপুন্নাগচম্পকৈঃ ।
ধূপস্তু গুগ্গুলং দদ্যান্নৈবেদ্যং ঘৃতপাচিতম্ ॥ ৩
ক্ষীরান্নং দধিভক্তঞ্চ অথবা শাকযাবকম্ ॥ ৪
জপং কুর্য্যাৎ তু মন্ত্রস্য সহস্রং শতমেব বা ।
দেব্যায়াস্তং সমর্পেত যাবৎ পূর্ণব্রতো ভবেৎ ॥ ৫
পূর্ণে ব্রতে ততো বৎস কন্যাচার্য্যদ্বিজান্ স্ত্রিয়ঃ ।
ভোজয়েৎ পূজয়েচ্ছক্ত্যা হেমভূবস্ত্রগোবৃষৈঃ ॥ ৬
অভাবান্মন্ত্রজাপস্তু নিত্যং কার্য্যং নৃপোত্তম ।
যঃ কুর্য্যাৎ সততং ভক্ত্যা সোঽপি তৎফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
ন চ ব্যাধির্জ্জরা মৃত্যুর্ন ভয়ঞ্চারিসম্ভবম্ ।
ভবতে নন্দভক্তস্য অন্তে চ পদমব্যয়ম্ ॥ ৮
অত্র মন্ত্রপদানি ভবন্তি ।
ওঁ নন্দে নন্দিনী সর্ব্বার্থসাধনী ॥ ৯
মূলবিদ্যা ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—অতঃপর সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয় সম্পাদক ব্রতের কথা বলিতেছি ; সকল বর্ণেরাই যাহার অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকে। ১

হে বৎস ! শ্রাবণমাসে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান; নিত্য হোম, নক্তাহার ও বেদ পাঠ করিয়া বিল্ব, পুন্নাগ, চম্পক প্রভৃতি পুষ্প, গুগ্গুল্, ধূপ দ্বারা পূজা করিবেন এবং নানাবিধ নৈবেদ্য, ঘৃত-পক্ব, ক্ষীরান্ন, দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়সান্ন প্রভৃতি বিবিধ অন্ন নিবেদন করিবেন এবং সহস্র বা শত সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিয়া দেবীর অঙ্গে জপ সমর্পণ করিবেন। ২-৫

সম্পূর্ণ মাস এইরূপ করিয়া ব্রত পূর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, কুমারীজন ও পুরোহিতকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি সুবর্ণ, ভূমি, বস্ত্র, গো ও বৃষ প্রদান করিয়া পূজা করিবেন। ৬

ইহাতে অসমর্থ হইলে প্রত্যহ পূজান্তে ইহার অনুকল্প মন্ত্র জপ করিবেন। যিনি যাহা কামনা করিয়া ভক্তিসহকারে এই ব্রতের আচরণ করিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। ৭

কোনরূপ ব্যাধি কি মনঃপীড়া ও কোন ভয় থাকিবে না এবং অকালে মৃত্যু হয় না ও অকালে জরা আসিয়া আক্রমণ করে না। দেহান্তে দেবীলোকে নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮

এ বিষয়ে মন্ত্রপদ বলিতেছি। "ওঁ নন্দে নন্দিনী সর্ব্বার্থসাধনী।" ইহারই নাম মূলবিদ্যা। "ওঁ নন্দে হৃদয়ম্। ওঁ নন্দি শিরঃ। ওঁ সর্ব্ব শিখা। ওঁ

ওঁ নন্দে হৃদয়ম্ । ওঁ নন্দি শিরঃ ।
ওঁ সর্ব্ব শিখা । ওঁ অর্থসাধিনী কবচম্ ॥ ১০
ওঁ ওঁ নেত্রম্ । ওঁ নমঃ হুং ফট্ অস্ত্রম্ ।
নন্দিনী উপচারহৃদয়ম্ ॥ ১১
তৃতীয়ামথ পঞ্চম্যাং চতুর্থ্যামষ্টমীষু চ ।
নবম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশীম্ ॥ ১২
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব তু বিদ্বৈষা পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ১৩
নন্দামুদ্দিশ্য যো দদ্যাচ্ছ্রাবণে গোবৃষং সিতম্ ।
স লভেদিষ্টকামানি অন্তে লোকঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৪
নবম্যাং যা সমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং পি বা ।
স ব্রজেদ্ধূতপাপস্তু নন্দালোকং তনুক্ষয়ে ॥ ১৫
আশ্বিনে নব রাত্রাণি উপবাস-অযাচিতৈঃ ।
কৃত্বা দেবীং প্রপূজ্যেত অষ্টম্যামপরেঽহনি ॥ ১৬
হেমপুষ্পমণিবস্ত্র-নানাচিত্রবিভূষণৈঃ ।
দানঞ্চ কাঞ্চনং দেয়ং নন্দাশাস্ত্রার্থপারগে ॥ ১৭
স ধূতপাপসঙ্ঘাতঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ।
বিমানে চামরোৎক্ষিপ্তে চারু চাপ্সরশোভিতে ॥ ১৮
গচ্ছতে নন্দালোকন্তু যত্র দেবী সুরারিহা ।
রমতে কন্যাকোটীভিরপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ১৯
তদন্তে আগতশ্চাত্র পৃথিব্যানেকরাড়্ভবেৎ ।
নন্দাভক্তঃ শিবে ভক্তো নন্দাযাত্রৈকতৎপরঃ ॥ ২০
কার্ত্তিকে পূজয়িত্বা তু দেবীং জাতী-গজাহ্বয়ৈঃ ।
অন্নদানং দদদ্বিপ্রে কন্যায়াং স্ত্রীজনেষু চ ॥ ২১

অর্থসাধিনী কবচম্ । ওঁ ওঁ নেত্রম্ । ওঁ নমঃ হুং ফট্ অস্ত্রম্ । নন্দিনী উপচারহৃদয়ম্ ।" ৯-১১

তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, পূর্ণিমা, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে বিশেষরূপে এই সকল মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে । ১২-১৩

যে ব্যক্তি শ্রাবণ মাসে নন্দাদেবীর প্রীত্যর্থে শুক্ল গোবৃষ প্রদান করেন, তিনি ইহলোকে যাবদভীষ্ট লাভ করিয়া পরে নিত্যধামে বাস করেন; তিনি নিষ্পাপ হইয়া দেহান্তে নন্দালোকে গমন করিয়া থাকেন । ১৪

যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে উপবাস ও অযাচিতভক্ষণে নবরাত্র করিয়া সুবর্ণ, পুষ্প, মণি ও বিবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণাদি উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করেন এবং প্রত্যহ নন্দাশাস্ত্র পারদর্শী ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ প্রদান করেন, তাঁহার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ ও সকল পাপ ধ্বংস হয় এবং যে স্থানে দানবদলনী দেবী বিরাজ করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত পূজক চামরধারিণী-অপ্সরোগণের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া সেই নন্দালোকে গমন করেন । ১৫-১৮

তথায় অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া কোটি কন্যাদিগের সহিত পরমসুখে ক্রীড়া করেন এবং তত্রত্য ভোগের অবসানে পৃথিবীতে আসিয়া নন্দা ও শিবে একান্ত ভক্তিমান্ এবং নন্দা-মহোৎসবকারী সম্রাট্ হইয়া থাকেন, এবং যিনি

শ্বেতানি চৈব বস্ত্রাণি তথা দেয়ানি দক্ষিণা ॥ ২২
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু জন্মান্তরকৃতৈরপি।
ইহাত্রৈব ভবেদ্‌যোগী পরত্র পদমব্যয়ম্ ॥ ২৩
মার্গস্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবীং পূজয় কুঙ্কুমৈঃ।
নৈবেদ্যং পুষ্পপূর্ণাশ্চ দেয়াঃ কন্যাশ্চ ব্রাহ্মণে ॥ ২৪
ভোজয়েদ্ভক্ষয়েদ্বৎস বস্ত্রৈঃ কীটকুলোদ্ভবৈঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বকামানি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৫
পৌষে দেবীং সমাধায় পূজয়েজ্জরজৈঃ স্রজৈঃ।
নৈবেদ্যং শালিভক্তঞ্চ কন্যা ভোজয় ভক্ষয়েৎ ॥ ২৬
পীতবস্ত্রৈস্তথা দেয়া শয্যা দেব্যা তুলোদ্ভবা।
অনেন বিধিনা বৎস সাক্ষাদ্দেবী প্রসীদতি ॥ ২৭
দদতে কামিকান্ ভোগানন্তে চ স্বপুরং নয়েৎ ॥ ২৮
মাঘে তু পূজয়েদ্দেবীং কুন্দজৈর্বিধিবৎ স্রজৈঃ।
কুঙ্কুমেন সদর্ভেণ তথা সমুপলেপিতাম্ ॥ ২৯
স্নাপিতাং বিধিবৎ পূর্ব্বং ততঃ কন্যাস্তু ভোজয়েৎ ॥ ৩০
দ্বিজাংশ্চ নন্দিনীভক্তান্ বিধিনা ঘৃতপায়সৈঃ।
দক্ষিণাং তিলহোমঞ্চ যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ ॥ ৩১
বিধূতপাপকলিলঃ সর্ব্বভোগধনান্বিতঃ।
বিশত্রুর্বহুপুত্রশ্চ ভবতে নরসত্তমঃ ॥ ৩২
দেহান্তে নন্দিনীলোকং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
ব্রজতে নাত্র সন্দেহো অনেন বিধিনা নৃপ ॥ ৩৩

কার্ত্তিক মাসে জাতীকুসুমাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ, স্ত্রীলোক ও কুমারীদিগকে প্রচুর অন্ন, শুক্লবস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি জন্মান্তরীণ পাপ হইতেও বিমুক্ত হইয়া এই জন্মেই যোগী হন ও জন্মান্তরে নিত্যধামে গমন করেন। ১৯-২৩

হে বৎস! ঐরূপ যিনি অগ্রহায়ণ মাসে নিত্য যথা-বিধানে স্নান করিয়া কুঙ্কুম ও নানাবিধ নৈবেদ্য দিয়া দেবীর পূজা করেন এবং কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে কীটসম্ভূত অর্থাৎ গরদ-বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কুসুম-মাল্যে বিভূষিত করিয়া ভোজন করান, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। ২৪-২৫

ঐরূপ যদি কেহ পৌষমাসে দেবীকে স্থাপন করিয়া জরজ-পুষ্পের মাল্য, বিবিধ নৈবেদ্য ও শালিতণ্ডুলের অন্ন দিয়া পূজা করেন এবং কন্যাদিগকে ভোজন করান, পীতবসন ও তুলার শয্যা প্রদান করেন, হে বৎস! ভগবতী তাঁহার প্রতি অতীব প্রসন্না হইয়া তাঁহার ঐহিক কামনা পূরণ করিয়া অন্তকালে স্বস্থানে লইয়া যান। ২৬-২৮

যে ব্যক্তি মাঘ মাসে কুন্দপুষ্পের মাল্য দিয়া দেবীকে যথাশাস্ত্র পূজা করেন ও কুমারীকে স্নান করাইয়া তদঙ্গে কুশ দ্বারা কুঙ্কুম মাখাইয়া ভোজন করান এবং নন্দাভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও পায়সাদি ভোজন করাইয়া যথা-শক্তি তিলহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করেন, তাঁহার সকল পাপ দূর হয় এবং তিনি বিশিষ্ট ধনবান্, পুত্রবান্ ও শত্রুহীন হইয়া সংসারে যথেষ্ট

ফাল্গুন্যাং পূজয়েদ্দেবীং সহকারস্রজৈঃ শুভৈঃ।
তথা নৈবেদ্যভক্ষ্যাণি শর্করামধুনা সহ ॥ ৩৪
ভোজয়েৎ কন্যকা বিপ্রান্ দক্ষিণা সিতবাসসী।
অনেন বিধিনা ভোগী দেবীলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৫
সম্প্রাপ্তে চৈত্রমাসে তু দেবীমিজ্যেদ্ দমনকৈঃ।
নৈবেদ্যং লড্ডুকা দেয়াস্তথা কন্যাশ্চ ভোজয়েৎ ॥ ৩৬
স্ত্রিয়শ্চ রক্তবস্ত্রৈশ্চ ভক্ষিতব্যা যথাবিধি।
অনেন সর্ব্বকামানি প্রাপ্নুয়াদবিচারণাৎ ॥ ৩৭
দেবীলোকং ব্রজেদ্বৎস যত্র ভোগা নিরন্তরাঃ ॥ ৩৮
বৈশাখে পূজয়েদ্দেবীং কর্ণিকারস্রজৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৯
নৈবেদ্যং শক্তবং খণ্ডং কন্যাশ্চৈব তু ভোজয়েৎ।
শুভানি হেমবস্ত্রাণি দেয়ানি দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৪০
দেবীসুপ্রীতয়ে বৎস সর্ব্বদেবমনূত্তমৈঃ।
কৃতবাংস্তু বিধিরেষ তথা গন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ৪১
জ্যৈষ্ঠে তু শঙ্করী পূজ্যা রক্তাশোককুরুণ্টকৈঃ।
তথা দেয়ঞ্চ নৈবেদ্যং ঘৃতপূর্ণঞ্চ কন্যকাঃ ॥ ৪২
ভোজনীয়াস্তথা দক্ষেদ্গোভূদানহিরণ্যতঃ ॥ ৪৩
তথা দেয়া জলকুম্ভাঃ সম্পূর্ণা বাসিতাঃ শুভাঃ।
অনেন বারুণান্ ভোগান্ দেবী ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৪
আষাঢ়ে পূজয়েদ্দেবীং পদ্মনীলোৎপলৈর্দলৈঃ।
নৈবেদ্যং শর্করাভক্তং সদধিভক্তপায়সম্ ॥ ৪৫

ভোগ করেন। পরে দেহান্তে দেবগণ-পূজিত নন্দিনী লোকে গমন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৯-৩৩

ঐরূপ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সুন্দর চূতমঞ্জরীর মালা এবং শর্করা ও মধু-মিশ্রিত নানাবিধ নৈবেদ্য দিয়া যিনি দেবীর পূজা করেন এবং পূজান্তে দ্বিজগণ ও কুমারীদিগের ভোজন করাইয়া শুক্লবস্ত্র-সমূহ দক্ষিণারূপে প্রদান করেন, তিনি এ স্থানে নানারূপ ভোগ করিয়া শেষে দেবীলোকে গমন করেন। ৩৪-৩৫

চৈত্র মাস উপস্থিত দেখিয়া যে ভক্ত নানা উপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া কুমারী ও অন্যান্য স্ত্রীজনকে রক্তবস্ত্র পরিধান করাইয়া লড্ডুক (লাড়ু) ভোজন করান, তিনি এই পুণ্যবলে নির্ব্বিবাদে এ স্থানের সকল ভোগ করিয়া ভোগভূমি দেবীধামে যাইয়া নিত্য বাস করেন। ৩৬-৩৮

হে বৎস। যিনি বৈশাখ মাসে বিশেষ উপচার, কর্ণিকারকুসুমের মালা ও শক্তুর নৈবেদ্য দিয়া দেবীর পূজা করেন এবং কন্যাগণকে বিশুদ্ধ কাঞ্চন-বসন পরিধান করাইয়া সেই নিবেদিত বস্তু ভোজন করান, দেবী তাঁহার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই এই ব্রত করিয়াছিলেন। ৩৯-৪১

এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসে রক্তাশোক ও কুরুণ্টক কুসুম দ্বারা শঙ্করীকে পূজা করিয়া ঘৃতপূরিত বহু নৈবেদ্য প্রদান করিলে এবং কন্যাদিগকে ভোজন করাইয়া গো, ভূমি, হিরণ্য ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিলে, দেবী সেই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র তাহাকে বারুণলোকে লইয়া যান। ৪২-৪৪

কন্যা দ্বিজাঃ স্ত্রিয়ো ভোজ্যা দক্ষয়েচ্চ তথা চ তান্ ॥ ৪৬
নানাহেমাম্বরগাব-তিলভূ-অশ্ব-মৌক্তিকৈঃ।
পূজ্যা ভগবতী ভক্ত্যা সর্ব্ববর্ণপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৪৭
নন্দা সুনন্দা কনকা উমা দুর্গা ক্ষমাবতী।
গৌরী যোগেশ্বরী শ্বেতা নারায়ণী সুতারকা ॥ ৪৮
অম্বিকা চেতি নামানি শ্রাবণাদেরনুক্রমাৎ ॥ ৪৯
যে চ কীর্ত্তন্তি উত্থায় তে নরা ধূতকল্মষাঃ।
ভবন্তি নৃপশার্দ্দূলাঃ পৃথিব্যাং ধনসঙ্কুলাঃ ॥ ৫০
এতানি পথি সংগ্রামবৃদ্ধিপীড়াসু নিত্যশঃ।
স্মরংস্তরতি ঘোরাণি চর্চ্চিকেতি যদুত্তমম্ ॥ ৫১
ব্রতানাং প্রবরং বৎস সমা অর্দ্ধন্তু পাদতঃ।
মাসং বাপি প্রকর্ত্তব্যং শ্রবণাদিক্রমেণ তু ॥ ৫২
নাপুণ্যৈঃ প্রাপ্যতে বৎস নরৈর্নৃপবরৈস্তথা।
প্রাপ্যতে ভবতীভাবাদ্ যস্য তুষ্টা তু নন্দিনী ॥ ৫৩

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নন্দাব্রতং নাম
নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যিনি আষাঢ়মাসে পূর্ব্বোক্তনিয়মে প্রত্যহ নীলপদ্ম দিয়া দেবীর পূজা করেন এবং শর্করাযুক্ত ও দধিযুক্ত অন্ন, পায়সান্ন প্রদান করিয়া কুমারী, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীগণকে ভোজন করাইয়া নিজের অনুকূলে রাখেন এবং তাহাদিগকে কাঞ্চন, বসন, গো, তিল, ভূমি, অশ্ব ও মুক্তারাশি প্রদানে সন্তুষ্ট করেন, তাঁহার প্রতি দেবী প্রসন্না হন। বর্ণমাত্রেই সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবতীকে ভক্তিসহকারে এই নিয়মে পূজা করিবেন। ৪৫-৪৬

শ্রাবণাদি দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে নন্দা, সুনন্দা, কনকা, উমা, দুর্গা, ক্ষমাবতী, গৌরী, যোগেশ্বরী, শ্বেতা, নারায়ণী, সুতারকা ও অম্বিকা এই দ্বাদশটী নাম উল্লেখে পূজা করিতে হইবে। ৪৮-৪৯

যাঁহারা প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রত্যহ ঐ নাম কয়টী কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের দেহে কোন পাপ স্পর্শ করে না এবং তাঁহারা জন্মান্তরে পৃথিবীতে আসিয়া ধনশালী রাজা হইয়া থাকেন। ৫০

পথিমধ্যে, যুদ্ধকালে, পীড়াদিসময়ে এই নাম কয়টী স্মরণ করিলেও কোন বিপদ হয় না। ৫১

হে বৎস, আমি যে বর্ষব্যাপী অর্চ্চনার বিধি বলিলাম, উহা সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ব্রত শ্রাবণ মাস হইতে এক বৎসর করিবার বিধি বলিলাম। উহাতে অশক্ত হইলে শ্রাবণাদি ছয় মাস কিংবা তিন মাস অথবা কেবল শ্রাবণ মাসেও করিলে সিদ্ধি হইবে। ৫২

হে বৎস! বহু পুণ্য ব্যতীত কোন নৃপতি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না; কিন্তু দেবী নন্দা যাঁহার চিত্তের ভক্তিভাবে সন্তুষ্টা হন; তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। ৫৩

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

সর্ব্বেষাঞ্চৈব পাত্রাণাং দেবী পাত্রন্তু শঙ্করী।
তান্তু পূজয় বিদ্যৈষা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রদায়িকা ॥ ১
ব্রহ্মণাস্য বিধিঃ শক্রে কথিতা বিজয়াবহা।
শক্রেতি পৌর্ণিমা তাত শ্রাবণস্য শুভাবহা ॥ ২

শক্র উবাচ—

বিজয়া যা সমাখ্যাতা সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ সুরসত্তম ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পুত্রার্থং রাজ্যবিদ্যার্থং যশঃসৌভাগ্যতোঽপি বা।
বিজয়ারোগ্যকামায় বিজয়াং কুর্ব্বীত পৌর্ণিমাম্ ॥ ৪
হেমং বা রজতং তৈক্ষ্ণ্যং খড়্গাঞ্চৈবাথ পাদুকে।
প্রতিমাং বাপি কুর্ব্বীত সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৫
তামাদায় শুভে ঋক্ষে শুক্লবস্ত্রবিভূষিতাম্।
যবশাল্যঙ্কুরোপেতামাম্রপত্রবিভূষিতাম্ ॥ ৬
দেবীং সুশোভনাং বস্ত্রৈঃ কল্পয়েৎ তত্র তাং ন্যসেৎ।
হুত্বা হুতাশনং মন্ত্রৈস্ততো দেবীন্তু বিন্যসেৎ ॥ ৭
রোচনাচন্দনচন্দ্রৈরুপলিপ্য প্রপূজয়েৎ।
নানাপুষ্পবিশেষৈস্তু ধূপগন্ধান্নভোজনৈঃ ॥ ৮

অগস্ত্য কহিলেন,—হে মহারাজ! সমুদয় পূজাপাত্রের মধ্যে দেবী শঙ্করীই প্রধান পাত্র; সেই শুভাশুভপ্রদায়িনী ভগবতীকে যথাবিধানে পূজা করিবে। ১

হে বৎস! ব্রহ্মা ইন্দ্রকে শ্রাবণী পূর্ণিমায় যে বিজয়া-পূজার বিধি বলিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রাবণমাসের ঐ তিথি শক্রপূর্ণিমা নামে খ্যাত এবং উহাতে দেবীর অর্চ্চনা করিলে বিজয় ও কল্যাণ লাভ হয়। এক্ষণে ব্রহ্মেন্দ্র-সংবাদ বলিতেছি। ২

শক্র কহিলেন,—হে সুরবর! বিজয়া নামে যে পূর্ণিমা আছে, যাহাতে দেবীর অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহার বিষয়ে সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি বলুন। ৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! সাধক, পুত্র, রাজ্য, বিদ্যা, যশ; সৌভাগ্য, বিজয় ও আরোগ্য কামনা করিয়া বিজয়া-পূর্ণিমার অনুষ্ঠান করিবেন। ৪

সুবর্ণ বা রজতে নির্ম্মিতা সুলক্ষণা দেবীপ্রতিমা কিংবা তীক্ষ্ণ খড়্গ অথবা দেবীর পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া শুভ নক্ষত্রে শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া চতুর্দ্দিকে আম্র-পল্লব ও যবাঙ্কুর বা ধান্যের অঙ্কুর ছড়াইয়া তদুপরি তাহা স্থাপন করিবেন এবং দেবীমন্ত্রে অগ্নিমুখে হোম করিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং রোচনা ও চন্দন দ্বারা দেবীর অনুলেপন করিয়া নানাজাতীয় পুষ্প, ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ অন্ন প্রদানে যথাবিধি দেবীকে পূজা করিবেন। ৫-৮

পূজয়েদ্বিধিবদ্ দেবীং তথা বীজানি আহরেৎ।
যবগোধূমমুদ্গানি শালিষষ্টিক-আঢ়কী ॥ ৯
তিলমাষাঃ প্রসাতী চ শ্যামাকা নববালকা ॥ ১০
বিল্বাম্রদাড়িমাচোচু-মোচকাপিত্থনাগরান্।
বদরান্ বীজপূরাংশ্চ উডুম্বর অথাটকান্।
দাপয়েচ্চৈব ভক্ত্যা বৈ নৈবেদ্যান্যপরাণি চ ॥ ১১
ফলার্থন্তু ফলা দেয়া জয়ার্থং যব-অঙ্কুরান্।
পুষ্পং সৌভাগ্যকামায় রত্নান্যায়ুধনায় চ ॥ ১২
ধনুঃ শত্রুবিনাশায় প্রিয়মিচ্ছায় তং ভবান্।
অন্নং সর্ব্বার্থকামায় যথালাভন্তু দাপয়েৎ ॥ ১৩
ততঃ ক্ষমাপয়েদ্দেবীং বিদ্যাং গৃহ্যেব প্রাবিতাম্।
পুত্রার্থং ভোজয়েদ্বালান্ বিজয়ায় স্ত্রিয়ো দ্বিজান্।
ধর্ম্মার্থঞ্চৈব ভোজ্যেত অনয়া বিদ্যয়াভিমন্ত্রিতম্ ॥ ১৪
দক্ষিণাং (১) গুরু-আচার্য্য কন্যকা ব্রাহ্মণেষু চ।
দাপয়েদ্ যাবচ্ছক্ত্যা তু তথা তমনুগৃহ্য চ ॥ ১৫
ভোজ্যাগ্রং পুত্রকামেন গ্রাসং বিদ্যাভিমন্ত্রিতম্।
ভোক্তব্যং পৃথক্‌পাত্রেণ ন চ কুর্ব্বীত সঙ্করম্।
অনয়াবধিপূর্ব্বন্তু মন্ত্রমত্রৈব লিখ্যতে ॥ ১৬
ওঁ যঃ পৃথিব্যাং রেতস্তাং মেহ দদতু যো মাং মক্ষিতানি।
বিদ্যা প্রযচ্ছন্ অষ্টৌ পুত্রান্ জনয়তি বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১৭
যোঽধীত্য ন প্রযচ্ছত্যপুত্রপুত্রকো ভবতি ॥ ১৮
অহং বীর্য্যেণাহং বলেন ওঁ নমো ভগবতে
অক্ষীণরেতসে স্বাহা ॥ ১৯

পরে নানাবীজ সংগ্রহ করিয়া ষষ্টি আঢ়ক পরিমাণে যব, গোধূম, মুদ্গ ও ধান্য, প্রসৃতি পরিমাণে তিল, মাষ ও শ্যামাকতৃণ প্রদান করিবে এবং বিল্ব, আম্র, দাড়িম, মোচক, কপিত্থ, নাগর, বদর, বীজপূর, উডুম্বর ও অটক প্রভৃতি ফল প্রত্যেকটী আঢ়কপরিমাণে প্রদান করিবে। ৯-১১

কর্ম্মের ফললাভ করিবার জন্য ফল ও বিজয় লাভার্থে যবাঙ্কুরাদি, সৌভাগ্য কামনা করিয়া পুষ্প, যুদ্ধে জয়-কামনায় বিবিধরত্ন এবং শত্রু-বিনাশার্থে ধনু প্রদান করিবে এবং সর্ব্ব সিদ্ধিকামনায় যথোপস্থিত অন্নাদি প্রদান করিয়া দেবী-সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর পুত্রকামনায় বালকদিগকে, বিজয়কামনায় স্ত্রীজনকে, ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বোক্ত দেবীমন্ত্রে পরিপূত অন্নাদি প্রদান করিবে। ১২-১৪

পরে গুরু, আচার্য্য, কন্যা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে এবং স্বয়ং পুত্রকাম হইলে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরিপূত নিবেদিত অন্ন ভোজন করিবে। ১৫

এক্ষণে মন্ত্রের কথা বলিতেছি, যথা ;—"ওঁ যঃ পৃথিব্যাং রেতস্ত্বাং মেহ দদতু যো মাং মক্ষিতানি বিদ্যা প্রযচ্ছন্ অষ্টৌ পুত্রান্ জনয়তি বেদবেদাঙ্গপারগান্। যোঽধীত্য ন প্রযচ্ছত্যপুত্রপুত্রকো ভবতি অহং বীর্য্যেণাহং বলেন ওঁ নমো ভগবতে অক্ষীণরেতসে স্বাহা।" ১৬-১৯

১। অত্র দিশেত্যধিকং ক্বচিৎ।

রতিকালে বা চিন্তয়েদ্ দৈবতং ত্রিদশেশ্বরম্।
যস্য চেতো ন লোকোঽয়ং ভূষিতঃ পাবনো ভুবি॥ ২০
ওঁ রেতো মহারেতায় সর্ব্ববীর্য্যং মহামতে।
কামায় কামদেবায় মম কামান্ প্রযচ্ছতু ঠঠ॥ ২১
অনয়াভিমন্ত্রিতং শয়নং ভজেৎ।
প্রযচ্ছত্যষ্টৌ পুত্রান্ যদি মোহং ন গচ্ছতি॥ ২২
এবং বিদ্যাং গৃহীত্বা তু দেবীং নিত্যং প্রপূজয়েৎ।
ভবতে সর্ব্বকামানাং সিদ্ধিমিষ্টাং পরাজিতাম্॥ ২৩
যানীহ ফলপুষ্পাণি উৎপদ্যন্তে তু প্রাবৃষি।
দেব্যা বিপ্রায় কন্যায়াং গুরবে অপি দাপয়েৎ॥ ২৪
যথালাভর্ত্তুকং বৎস দেয়ং পুষ্পং ফলানি চ॥ ২৫
শ্রাবণে নবমী যা সা আশ্বিনী কার্ত্তিকী পি বা।
স্নাতব্যমনেন বিধিনা অবশ্যং সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ২৬
হোমেন ব্রতচর্য্যেণ চরুমন্ত্রপ্রসাধনাৎ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনং সৌভাগ্যজীবিতম্॥ ২৭
অথবা অনয়া বিদ্যা লক্ষণা বৃহতী সিতা॥ ২৮
রাজপুরকবীজানি বচস্বর্গানিবারণাৎ॥ ২৯
নাগকেশরপুষ্পাণি ঋত্বন্তে লভতে ফলম্।
ফলসর্পিযজলপানাৎ ফলং প্রাপ্নোতি বিদ্যপ।
অজয়ো ভবতে লোকে বিদ্যাধর-ধরাধিপঃ॥ ৩০

এবং রতিকালেও এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিবে,—যস্য চেতো ন লোকোঽয়ং ভূষিতঃ পাবনো ভুবি। ওঁ রেতো মহারেতায় সর্ব্ববীর্য্যং মহামতে। কামায় কামদেবায় মম কামান্ প্রযচ্ছতু ঠঠ। ২১

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন করিবে এবং পুরুষ যদি কামমোহে বিভোর না হন, তবে আটটী সন্তান প্রাপ্ত হন। ২২

এই বিদ্যাসহযোগে প্রত্যহ দেবীর অর্চ্চনা করিলে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে যে সকল পূজার্হ পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দেবীকে, কন্যাদিগকে ও গুরুকে পূজা করিবেন। ২৩-২৪

হে বৎস! শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের নবমী-দিনে সিদ্ধিকাম সাধক এই নিয়মে দেবীর স্থাপন করিয়া যথোপস্থিত পুষ্প ফলাদি প্রদানে দেবীর অর্চ্চনা করিবেন এবং ব্রহ্মচারী হইয়া হোম করিবেন ও হোমাগ্নিতে চরু প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পরিপূত করিয়া ভক্ষণ করিলে পুত্রহীনের পুত্র হয় এবং প্রচুর ধন-সৌভাগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ২৫-২৭

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃহতী বা বীজপূরকের অঙ্কুর অথবা নাগকেশর কুসুম ভক্ষণ করিলে স্বাভীষ্ট পূর্ণ হয় এবং যিনি এই বিদ্যার দ্বারা পরিপ্লুত করিয়া যে কোন ফল বা ঘৃত ভোজন কিংবা সামান্য বারিমাত্র পান করেন; তিনি ইহ সংসারে সকলের অজেয় হইয়া পরলোকে বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হন। ২৮-৩০

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং বিজয়াখ্যং ব্রতোত্তমম্ ।
সিদ্ধিদং সর্ব্বলোকানাং বিধিনা উপসেবনাৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেব্যবতারে বিজয়াব্রতং
নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

হে বৎস ! এই তোমাকে বিজয়াখ্য ব্রতের কথা সকলই বলিলাম ; যথাবিধানে যাহার অনুষ্ঠান করিলে সকল লোকেরই অভীষ্টসিদ্ধি হয় । ৩১

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রূপসৌভাগ্যকারকম্ ।
নক্ষত্রবিধিনা বৎস যথা তুষ্যতি শঙ্করী ॥ ১
মার্গাদারভ্য মূলেন পাদৌ জাতিময়ৈঃ স্রজৈঃ ।
পূজয়েৎ সোপবাসস্তু নক্ষত্রান্তে তু পারণম্ ॥ ২
যবান্নং হবিষা সিদ্ধং ব্রাহ্মে জঙ্ঘে প্রপূজয়েৎ ।
কহ্লারৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ তিলমাষান্নভোজনম্ ॥ ৩
তেনৈব প্রথমং বিপ্রা অশ্বিন্যাং জানুনী জয়েৎ ।
কুন্দৈঃ সুশীতপুষ্পৈশ্চ ভোজনং দধিশর্করা ॥ ৪
আষাঢ়াদ্বয়েঽপি তাং দেবীং বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
নক্ষত্রান্তে চ ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণান্ তচ্চ পারণম্ ॥ ৫
যুগ্মং ফাল্গুন্য গুহ্যন্তু পারয়ন্ত্যা প্রপূজয়েৎ ।
দধিভক্তন্তু নৈবেদ্যং কটিঞ্চ কৃত্তিকৈর্যজেৎ ।
দমনৈঃ সিতপুষ্পৈশ্চ লড্ডুকা দিবি ভোজনে ॥ ৬
ভাদ্রপদে দ্বৌ চ পার্শ্বে পূজয়েৎ কুসুমৈঃ সিতৈঃ ।
ক্ষীরান্নং দেবীবিপ্রাণাং নক্ষত্রান্তে তু ভোজনম্ ॥ ৭

মনু কহিলেন,—হে বৎস ! অতঃপর যে সকল বিশেষ নক্ষত্রে দেবীর অর্চনা করিলে অর্চ্চকের রূপ ও সৌভাগ্যের উদয় হয় এবং শঙ্করী যাহাতে সন্তুষ্টা হন, তাহা বলিতেছি। ১

এই ব্রতের আরম্ভকাল অগ্রহায়ণ মাস। সাধক মূলানক্ষত্রে উপবাসী থাকিয়া জাতিপুষ্পের দ্বারা দেবীর চরণযুগল অর্চ্চনা করিবেন এবং নক্ষত্র অতীত হইলেই ঘৃতপক্ব যবান্ন পারণ করিবেন।

রোহিণীনক্ষত্রে কহ্লার ও ভৃঙ্গরাজ পুষ্পে দেবীর জঙ্ঘাদ্বয়ের অর্চ্চনা করিয়া তিল ও মাষান্ন ভোজন করিবে এবং অশ্বিনীনক্ষত্রে শীতঋতুসমুদ্ভূত কুন্দপুষ্প দ্বারা দেবীর জানুদ্বয়ের পূজা করিয়া শর্করামিশ্রিত দধিমাত্র পারণ করিবেন। ৩-৪

পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই নক্ষত্রে যথাবিধানে বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া নক্ষত্রের সমাপ্তি হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। ৫

পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী দুই নক্ষত্রে দেবীর গুহ্যস্থানের পূজা করিয়া নিবেদিত দধিমিশ্রিতান্ন দ্বারা পারণ করিবেন। কৃত্তিকানক্ষত্রে শুক্ল দমনক পুষ্প দ্বারা দেবীর কটিস্থান পূজা করিবেন এবং নক্ষত্রান্তে লাড়ু খাইয়া পারণ করিবেন। ৬

পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শুক্ল কুসুম দ্বারা দেবীর দুইটী পার্শ্বদেশের অর্চ্চনা করিবেন ও ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষীরান্ন ভোজন করাইয়া স্বয়ং নক্ষত্রের অবসানে ভোজন করিবেন। ৭

পৌষ্ণ্যা কুক্ষিগতা দেব্যা সহকারস্রজৈর্যজেৎ।
ক্ষীরপিষ্টং সান্নভোজ্যমনুরাধা উরো যজেৎ ॥ ৮
কর্ণিকারস্রজৈঃ পীতৈর্ভোজনং ঘৃতপাচিতম্।
পৃষ্ঠদেশং ধনিষ্ঠাসু হেমপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯
কর্ণপত্রঞ্চ নৈবেদ্যং দোর্বিশাখাসু পূজয়েৎ।
মরুপত্রৈঃ সুগন্ধৈশ্চ দেয়ং ভোজ্যন্তু পায়সম্ ॥ ১০
করৌ করেণ পূজ্যেত উশীরতগরাদিভিঃ।
গুড়ক্ষীরন্তু নৈবেদ্যমঙ্গুল্যশ্চ পুনর্ব্বসৌ ॥ ১১
কুঙ্কুমেন প্রপূজ্যেত দেয়ং ভোজ্যন্তু পট্টকম্[১] ॥
নখান্ ভুজঙ্গদৈবত্যে পুন্নাগাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১২
ভোজ্যন্তু মার্জ্জিতা দেয়া গ্রীবাং জ্যেষ্ঠাসু পূজয়েৎ।
সিতমালাভির্দেব্যায়া দেয়ং ভোজ্যং ঘৃতাদিকম্ ॥ ১৩
রম্ভাপুষ্পদলৈঃ কর্ণৌ পূজয়েদ্ ভোজয়েদ্ধবিঃ।
পুষ্যে মুখন্তু পদ্মাদ্যৈঃ শর্করান্নন্তু ভোজয়েৎ ॥ ১৪
দশনান্ স্বাতিনা দেব্যা সুরক্তৈঃ কুট্মলৈর্যজেৎ।
আস্যন্তু শতভিষেজ্যা নাগকেশরচন্দনৈঃ ॥ ১৫
খর্জ্জুরশর্করাভোজ্যং নাসিকাসু মঘাং যজেৎ।
জবাপুষ্পৈস্তথা ভোজ্যং গোধূমকৃতিসংস্কৃতম্ ॥ ১৬

রেবতীনক্ষত্রে চূতমঞ্জরীর মালা দ্বারা দেবীর কুক্ষি পূজা করিয়া ক্ষীর, পিষ্টক ও অন্নাদি স্বয়ং ভোজন করিবেন। ৮

অনুরাধা নক্ষত্রে পীত কর্ণিকার-পুষ্পের মাল্য দ্বারা দেবীর বক্ষঃস্থলের অর্চ্চনা করিয়া পারণ-দিনে ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করিবেন। ৯

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে কাঞ্চনকুসুম দিয়া দেবীর পৃষ্ঠদেশ পূজা করিয়া যথাকালে পারণ করিবেন। বিশাখাতে সুগন্ধ মরুপত্র দ্বারা দেবীর বাহুদ্বয়ের পূজা করিয়া পায়সান্ন নিবেদন করিবেন। ১০

হস্তানক্ষত্রে তগর ফুল ও ব্যানার মূল দ্বারা দেবীর করদ্বয়ের অর্চ্চনা করিয়া গুড় ক্ষীর নৈবেদ্য দিবেন। ১১

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে কুঙ্কুম দ্বারা দেবীর অঙ্গুলি-সমুদয়ের পূজা করিয়া ষষ্টিক নৈবেদ্য দিবেন। ১২

অশ্লেষাতে পুন্নাগ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা দেবীর গ্রীবার পূজা করিয়া, সঘৃত ভোজ্য নিবেদন করিবেন। ১৩

স্বাতী নক্ষত্রে কদলীপুষ্প দিয়া দেবীর কর্ণদ্বয়ের পূজা করিবেন এবং হবি অর্পণ করিবেন। পুষ্যাতে পদ্মদল দ্বারা দেবীর মুখকমলের অর্চ্চনা করিয়া, শর্করানৈবেদ্য নিবেদন করিবেন। ১৪

স্বাতীনক্ষত্রে রক্তপদ্মকলিকা দ্বারা দেবীর দন্তপঙ্‌ক্তির অর্চ্চনা করিবেন এবং শতভিষানক্ষত্রে সচন্দন নাগকেশর পুষ্প দিয়া দেবীর মুখমণ্ডল এবং মঘা নক্ষত্রে জবা পুষ্পের দ্বারা দেবীর নাসারন্ধ্রের অর্চ্চনা করিয়া, শর্করা মিশ্রিত খর্জ্জুরনিচয় ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকাদি নিবেদন করিবেন ॥ ১৫-১৬

১। ষষ্টিকমিতি পাঠান্তরম্।

মৃগনেত্রে তু দেব্যায়াঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্যজেৎ।
চিত্রাচিত্রস্রজৈ[১] র্দেব্যা ললাটং চিত্রভোজনম্। ১৭
ভরণী শিরসা দেব্যাশ্চম্পকাদিস্রজৈর্যজেৎ।
ক্ষীরান্নভোজনং দেয়মার্দ্রে কেশান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮
জাত্যাদিকুসুমৈর্দেব্যাঃ সর্ব্বাত্মানি চ ভোজনম্।
নক্ষত্রমাতরা হ্যেষা রূপপুত্রার্থিভিঃ সদা ॥ ১৯
শম্ভুং বাপ্যথবা বিষ্ণুং ঘৃতহোমান্নদক্ষিণা।
দেয়ং বস্ত্রযুগং বিপ্রে সপত্নীকজিতেন্দ্রিয়ে।
দেব্যা শাস্ত্রার্থকুশলে শিবজ্ঞানবিশারদে ॥ ২০
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা।
শোভনা দশনা শুভ্রা কর্ণৌ চাপি সমাংসলৌ।
ষট্পদোদরনিভৈঃ কেশৈস্তথা কোকিলনাদিনী ॥ ২১
তাম্রোষ্ঠী পদ্মপত্রাক্ষী সুহস্তা ললনামিতা।
নাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তা রম্ভাদলনিভোরু চ ॥ ২২
সুশ্রোণী মৃদুমধ্যা চ সুশ্লিষ্টাঙ্গুলিশোভনা।
প্রমদা সুভগা ভর্ত্তুর্মনুষ্যোঽপি মহাভুজঃ ॥ ২৩
পীনবক্ষাঃ পৃথুভাবঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সিতদন্তো গজগামী মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৪

মৃগশিরাতে সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা দেবীর ললাটস্থান অর্চ্চনা করিয়া, নক্ষত্রান্তে নানাবিধ অন্ন ভোজন করিবেন ও বিবিধ বর্ণের ধ্বজা রোপণ করিবেন। ১৭

ভরণীনক্ষত্রে চম্পকাদিপুষ্পের মাল্য প্রদানে দেবীর মস্তকের পূজা ও মন্ত্রাধিপদিগের পূজা করিয়া, দ্বিজগণকে ক্ষীরান্ন প্রদান করিবেন। ১৮

রূপার্থী ও পুত্রকাম ব্যক্তিরা ব্রতান্তে জাতি প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা দেবী, নক্ষত্রমাতৃগণ, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া অতি তৃপ্তিসহকারে স্বয়ং ভোজন করিবেন। ১৯

পত্নীযুক্ত এবং দেবীশাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ, শিবশাস্ত্রে সুনিপুণ, সস্ত্রীক ও জিতেন্দ্রিয় কোন ব্রাহ্মণকে বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবেন। ২০

যে নারী এই ব্রত করেন, তাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখশ্রী হয়; পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নযুগল হয়; দন্ত সকল অতি সুন্দর হয়; কর্ণযুগল মাংসল হয় এবং তদীয় কেশনিচয় ভ্রমরোদরের ন্যায় কান্তি ধারণ করে; কণ্ঠস্বর কোকিলের মত মধুর হয়। ২১

ওষ্ঠদ্বয় লোহিত ও হস্তদ্বয় পদ্মের ন্যায় কোমল হয় এবং নাভি দক্ষিণাবর্ত্তে গভীর হয়; উরুযুগলের গঠন কদলীবৃক্ষের ন্যায় হয়। ২২

অঙ্গুলিসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায় বড়ই সুন্দর হয়; নিতম্ব বিশাল ও মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় এবং সেই প্রমদা স্বামীর প্রেয়সী হন। ২৩

পুরুষে এই ব্রত করিলে, তাহারও মুখশ্রী চন্দ্রের ন্যায় হয়; বক্ষঃস্থল বিশাল হয়; বাহুদ্বয় জানুপর্য্যন্ত লম্বমান হয়; নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও সুশোভন হয়; তদীয় দন্তপঙ্ক্তি অতি শুভ্র হয় এবং গমনে গজের মত মৃদুমন্দ ভাব হয়; শরীরে অসামান্য বল হইয়া থাকে। ২৪

১। চিত্রধ্বজৈরিতি বা পাঠঃ।

প্রিয়ঃ সর্ব্বস্য লোকস্য পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
মৃদুবাগ্‌হাস্যযুক্তশ্চ স্ত্রীণাঞ্চ মনোহারকঃ।
কামতুল্যো মহাবিজ্ঞো ব্রতেনানেন জায়তে ॥ ২৫
নারিযোগশ্চ ইষ্টানামর্থানাঞ্চ শুভাগমঃ।
নক্ষত্রাখ্যং মহাপুণ্যং ব্রতানাস্তু ব্রতোত্তমম্ ॥ ২৬
আপৎস্বপি ন ভেদস্তু স্ত্রিয়ৈঃ কার্য্যং যদুচ্যতাম্।
অপি দোষাত্মকৈর্ভাবৈর্ন ত্যাজ্যং মুনিসত্তম ॥ ২৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে নক্ষত্রব্রতং নামৈকাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

তিনি মৃদুভাবে ও মৃদু হাসিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন ; সংসারে সকলেরই প্রিয় হন ; বিশেষতঃ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ হইয়া স্ত্রীজনের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। ২৫

এই নক্ষত্রব্রত সকলব্রতের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং অতি পবিত্র বলিয়া ইহার অনুষ্ঠানে ইষ্টলাভ ও প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে*। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বিপদ্‌কালেও নারীগণের ত্যাগ করা উচিত নহে। হে মুনিসত্তম! দোষযুক্ত ভাবেও ইহা ত্যাগ করা উচিত নহে। ২৬-২৭

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১

* মূলে পাঠভ্রম আছে।

দ্ব্যধিকশপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

আষাঢ়ে তোয়ধেনুং যো ঘৃতং ভাদ্রপদে তথা।
মাঘে তু তিলধেনুঃ স্যাৎ স দাতা[১] লভতে হিতম্ ॥ ১

বিদ্যাধর উবাচ—

কানি দানানি দেব্যায়া দেয়ানি মুনিসত্তম।
কানি পাত্রাণি দেশং বা কালং দ্রব্যবিধিশ্চ কঃ।
তান্যহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ২

অগস্ত্য উবাচ—

ন্যায়তো যানি প্রাপ্তানি শাকান্যপি নৃপোত্তম।
তানি দেয়ানি দেব্যায়াঃ কন্যকা যোষিতস্তথা ॥ ৩
তদ্ভক্তেষু চ বিপ্রেষু অপরেষু চ নিত্যশঃ।
বিশেষাৎ প্রাবৃষি বৎস দেবী কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৪
দেশং নন্দাগয়াশৈলং গঙ্গানর্ম্মদপুষ্করম্।
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং জম্বুকেশ্বরম্ ॥ ৫
কেদারং ভীমদানঞ্চ দণ্ডকং পুষ্পরাহ্বয়ম্।
সোমেশ্বরং মহাপুণ্যং তথা অমরকণ্টকম্[২] ॥ ৬
কালঞ্জরং তথা বিন্ধ্যং যত্র বাসং গুহস্য তু।
দ্রব্যং ভূহেমগোধান্যং তিলবস্ত্রঘৃতাদিকম্ ॥ ৭

অগস্ত্য বলিলেন,—যিনি আষাঢ় মাসে জল-ধেনু, ভাদ্র মাসে ঘৃত-ধেনু ও মাঘ মাসে তিলধেনু প্রদান করেন, সেই দাতা কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। ১

বিদ্যাধর কহিলেন,—হে মুনিবর! দেবীর উদ্দেশে কি কি দান প্রশস্ত এবং কিরূপ পাত্রে, কোন্ কালে, কোন্ দেশে, কি কি দ্রব্য যথাবিধানে প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ২

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ! ন্যায়ার্জ্জিত হইলে সামান্য বস্তু শাকও দেবীপ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণ, কুমারী ও সাধারণ স্ত্রীজনকে এবং অন্য যে কোন দেবী-ভক্তকে সকল সময়েই প্রদান করিতে পারেন। ৩

হে বৎস! বিশেষতঃ বর্ষাকালে দেবীর প্রীতির জন্য দান করিলে, দেবী সকল অভীষ্ট প্রদান করেন এবং দান করিবার স্থান নন্দাতীর্থ, গয়াধাম, গঙ্গার তীর, নর্ম্মদা, পুষ্কর, কাশীধাম, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, জম্বুকেশ্বর, কেদার, দণ্ডকারণ্য, ভীমদান, পরমপবিত্র সোমেশ্বর, অমরমণ্ডপ, কালঞ্জর ও বিন্ধ্যাচল, যথায় কার্ত্তিক অবস্থান করেন। ৪-৭

দাতা যথাবিধানে উপবাসী থাকিয়া অথবা নক্ত বা একবার-মাত্র ভোজন করিয়া সত্যবাক্ ক্ষমী ও অতিপবিত্র হইয়া ভূমি, সুবর্ণ, ধেনু, ধান্য, তিল, বস্ত্র

১। সদায় ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
২। অমরমণ্ডপমিতি পাঠান্তরম্।

বিধিনা উপবাসেন একান্ননক্তভোজনম্।
শুচিনা ভাবপূতেন ক্ষান্তিসত্যব্রতাদিনা।
অপি সর্ষপমাত্রোঽপি দাতারং তারয়েদ্দদৎ ॥ ৮
যঃ পুনর্বিধিনা বৎস দেবীমুদ্দিশ্য প্রাবৃষি।
বিপ্রেষু বিপ্রকন্যাসু তিলাদীন্ সংপ্রযচ্ছতি।
তস্য সন্তুষ্যতে দেবী অচিরেণ তু বিদ্মপ ॥ ৯
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি নন্দাদেব্যাঃ পদব্রতম্।
যেন সংপ্রীয়তে বৎস অচিরেণ মহাত্মনা ॥ ১০
হোমাচ্চ পাদুকে কার্য্যে যথাশক্ত্যা তু ভাবিতঃ।
আম্রদূর্ব্বাক্ষতবিল্বপত্রৈঃ পূজিতমন্ত্রতঃ ॥ ১১
দেবীং সংপূজয়িত্বা তু স্থণ্ডিলে প্রতিমাথবা।
তদ্ভক্তায় চ বিপ্রায় কন্যাসু চ নিবেদয়েৎ।। ১২
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো দুর্গালোকঞ্চ গচ্ছতি।
তন্নুক্ষয়ে মহাপ্রাজ্ঞো বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ ।। ১৩
কালেন চ ইহায়াতঃ পৃথিব্যাং নৃপসত্তমঃ।
ভবতে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মণা ইদং ভাষিতম্।
প্রজাপতের্বশিষ্ঠেন কশ্যপস্য চ দক্ষয়োঃ ॥ ১৪
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কুরু চেদং পদব্রতম্।
মহদৈশ্বর্য্যকাঙ্ক্ষায় দেবীপ্রত্যক্ষকারিণে ॥ ১৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পদব্রতং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

ও ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য প্রদান করিবেন। সর্ষপের ন্যায় অতি স্বল্প প্রদান করিলেও দেবী দাতাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। ৭-৮

হে বৎস! যিনি বর্ষাকালে দেবীর প্রীতিকামনায় শাস্ত্রবিধানে ব্রাহ্মণ ও বিপ্রকন্যাদিগকে এই সকল বস্তু দান করেন, দেবী তাহার প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্টা হন। ৯

অতঃপর নন্দাদেবীর পদব্রত বলিতেছি, হে বৎস! যাহার অনুষ্ঠান করিলে, শীঘ্রই দেবী প্রীতা হন। ১০

প্রথমে দেবীর হোম করিয়া, নিজশক্তি অনুসারে দেবীর পাদুকাদ্বয় নির্ম্মাণ করিবেন এবং স্থণ্ডিলে বা প্রতিমাতে ও সেই পাদুকাতে আম্রপল্লব, দূর্ব্বা, অক্ষত ও বিল্বপত্রাদি উপচারে যথোক্ত মন্ত্রে দেবীর পূজা করিয়া, দেবীভক্ত ব্রাহ্মণকে ও কুমারীদিগকে পূজিত দ্রব্য সকল ও পাদুকাদ্বয় প্রদান করিবেন। ১১-১২

ইহা করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং দেহান্তে দুর্গালোকে গমন করিয়া বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইয়া বাস করেন। ১৩

তথাকার ভোগের অবসান হইলে, পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মলাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা বসিষ্ঠকে এই ব্রতের কথা বলিয়াছিলেন, বসিষ্ঠও প্রজাপতি দক্ষ ও কশ্যপকে বলিয়াছিলেন। ১৪

হে মহারাজ! আমি তোমাকে বলিলাম, তুমি এই পদব্রত কর। ইহা করিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য হয়, অধিক কি, দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ১৫

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তব দানমনুত্তমম্।
যেন তুষ্টা পুরা দেবী শক্রস্য তু মহাত্মনঃ॥ ১
নীলাং বা যদি বা শ্বেতাং পাটলাং কপিলাং পি বা।
সুদুগ্ধাং বৎসবালাঞ্চ সুখদোহাং গবীং নৃপ॥ ২
আদায় বিধিবদ্দেবীং পূজয়েৎ স্রজপঙ্কজৈঃ।
ধূপঞ্চ পঞ্চনির্য্যাসং সতুরুষ্কাগুরুচন্দনম্॥ ৩
দুগ্ধপূর্ণন্ত দেবীঞ্চ নৈবেদ্যমুপকল্পয়েৎ।
পায়সং ঘৃতসংযুক্তং ক্ষমাপয়েৎ তথা তু তাম্॥ ৪
দ্বিজায় শিবভক্তায় নিবেদয়েৎ সবৎস-গাম্।
সহেমবস্ত্রকাংস্যাঞ্চ মহৎ পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫
যাবৎ তদ্রোমসংখ্যানং তাবদ্দেব্যাঃ পুরে বসেৎ।
ইহত্র বিগতপাপো জায়তে নৃপসত্তমঃ॥ ৬
যমুনায়া বিধিং কৃত্বা প্রাপ্তং লোকমনুত্তমম্॥ ৭
অহং তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যথাবিধি।
শুভাং হেমময়ীং গাবীং কারয়েদ্রজতঃ খুরাম্॥ ৮
তাং বস্ত্রপ্রাবৃতাং কৃত্বা পূজয়েদ্ গন্ধদর্পহাম্।
বিচিত্রচিত্রপুষ্পৈশ্চ গন্ধধূপনিবেদনৈঃ।
তথা ক্ষমাপয়েদ্দেবীং তাং গাং তত্রৈবমানয়েৎ॥ ৯

অগস্ত্য বলিলেন,—অতঃপর একটী দানের কথা বলিতেছি, পূর্ব্বে মহাত্মা ইন্দ্র যাহা করিয়া দেবীকে সন্তুষ্টা করিয়াছিলেন। ১

হে রাজন্! প্রথমে নীলা, শ্বেতা বা পাটলা কিংবা দুগ্ধবতী সবৎসা গো সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে পদ্মমালা দিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিবে এবং পাঁচটি বৃক্ষের নির্য্যাসে ও তুরষ্ক, অগুরু, চন্দন দ্বারা প্রস্তুত ধূপ নিবেদন করিবে। ২-৩

সদুগ্ধ নৈবেদ্য ও সঘৃত পায়সান্ন প্রদান করিবে ও পূজান্তে দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ৪

সুবর্ণ কাংস্য ও বস্ত্রের সহিত সেই পূজিত সবৎসা ধেনুটি কোন শৈব ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, তাহাতে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় হয়। ৫

ধেনু-দেহের যত সংখ্যায় রোম থাকিবে, তাবৎকাল তিনি দেবীপুরে বাস করিয়া শেষে পৃথিবীতে পাপসংসর্গশূন্য রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৬

হে মহারাজ! এইরূপে যমুনায় গো দান করিলেও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭

উহার শাস্ত্রীয় বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণ দ্বারা গো নির্ম্মাণ করিবে, তাহার খুরসকল রৌপ্যনির্ম্মিত হইবে। ৮

তাহাকে বিচিত্র বস্ত্রে আবৃতা করিয়া; গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া, তথায় সেই কৃত্রিম গোরুটি আনয়ন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ৯

দেবি ত্বদীয় আদেশাৎ তব ভক্তেষু দীয়তে।
পুনস্তং বিপ্ররাজায় দাপয়েৎ শিবভাবিতে ॥ ১০
অক্ষয়-ফলকামেন প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধয়ে।
মনুনা চীর্ণমাসীচ্চ ব্রতমন্যৈর্নৃপোত্তমৈঃ ॥ ১১
সা তু পূর্ব্বাপরান্ বংশানপি কিল্বিষসংস্থিতান্।
উদ্ধৃত্য নয়তে বৎস দেবীলোকমনুত্তমম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হেমগোব্রতং নাম
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

হে দেবি! আপনার আদেশেই শিবভক্তকে এই গোরু প্রদান করিতেছি। ১০

এই কথা বলিয়া পাপক্ষয় ও অক্ষয়ফল কামনা করিয়া পরমশৈব-ব্রাহ্মণকে সেই গোরুটি প্রদান করিবে। এই ব্রত প্রথমে মনু করেন, পরে অন্যান্য রাজারা করিয়াছিলেন। ১১

হে বৎস! এইরূপ গো প্রদান করিলে, সেই গো-দাতার পূর্ব্বাপর-বংশ-সম্ভূত পুরুষদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেবীলোকে বাস করান। ১২

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

মার্গে রসোত্তমং দদ্যাদ্ ঘৃতং পৌষে মহাফলম্।
তিলা মাঘে মুনিশ্রেষ্ঠ ধান্যাঃ শস্তাথ ফাল্গুনে ॥ ১
বিচিত্রাণি চ বস্ত্রাণি চৈত্রে দদ্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
বৈশাখে যবগোধূমান্ জ্যৈষ্ঠে তোয়ভৃতান্ ঘটান্ ॥ ২
আষাঢ়ে চন্দনং দেয়ং কর্পূরঞ্চ মহাফলম্।
নবনীতং নভোমাসি চ্ছত্রং প্রোষ্ঠপদে মতম্ ॥ ৩
গুড়শর্করখণ্ডাদ্যাল্লড্ডুকানাশ্বিনে মুনে।
দীপদানং মহাপুণ্যং কার্ত্তিকে যঃ প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি ক্রমান্মার্গাত্বদাহৃতান্ ॥ ৪
ধেনুং পৌষে ঘৃতাং দদ্যান্মাঘে তিলময়ীং তথা।
জ্যৈষ্ঠে তোয়ময়ীং দদ্যাদ্ ঘৃতবৎসাং মহাফলাম্ ॥ ৫
সুরূপাং শ্রাবণে দদ্যাদ্ গাং মহাফলদায়িকাম্ ॥ ৬
সর্ব্বা হেমময়ৈঃ শৃঙ্গৈ রৌপ্যপাদৈরুদাহৃতাঃ।
কাংস্যপাত্রাঃ সঘণ্টাস্তু কিঙ্কিণী-উপশোভিতাঃ ॥ ৭
সযুগাঃ সস্রজা বৎস দাতব্যা বিধিনানয়া ॥ ৮
দেবীব্রহ্মেশসূর্য্যং বা বিষ্ণুং বাথ যথাবিধি।
সুভাববিত্তসম্পত্তৌ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমে ॥ ৯

মনু কহিলেন,—হে মুনিবর! অগ্রহায়ণ মাসে পুষ্প-ফলাদির রস, পৌষে ঘৃত, মাঘে তিল ও ফাল্গুনে ধান্য প্রদান করিলে অক্ষয়ফল পাওয়া যায়। ১

হে দ্বিজবর! চৈত্র মাসে বিচিত্র বস্ত্র প্রদান করিবে, বৈশাখে যব ও গোধূম, জ্যৈষ্ঠ মাসে জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিবে। ২

আষাঢ়ে চন্দন ও কর্পূর দান করিলে অক্ষয় ফল হয়, শ্রাবণে নবনীত, ভাদ্র মাসে ছত্র দান করিবে। ৩

হে মুনে! আশ্বিনমাসে গুড়বিকার শর্করাখণ্ড ও লড্ডুকাদি প্রদান করিলে এবং কার্ত্তিক মাসে দীপ দান করিলে মহৎ পুণ্য লাভ হয়। এই অগ্রহায়ণাবধি প্রতি মাসে বিহিত দান করিলে সকল অভীষ্ট লাভ হয়। ৪

পৌষ মাসে ঘৃতধেনু, মাঘে তিলধেনু এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘৃতবৎসা তোয়ধেনু দান করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ৫

শ্রাবণ মাসে ষোড়শ গাভী দান করিলে অক্ষয় ফল হয়। ৬

ঐ গাভী সকলের শৃঙ্গ সুবর্ণে ও খুর চারিটি রৌপ্যে ঘটিত থাকিবে এবং কাংস্যপাত্র, ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীতে সেই গো সুশোভিত থাকিবে। ৭

যদি ধনসঙ্কুলন থাকে, তবে প্রথমে দেবী, ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণুকে যথাবিধি পূজা করিয়া ঐ গরুটি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৮-৯

দাতব্যা বীতরাগে তু কামক্রোধ-বিবর্জ্জিতে।
অযাচকে সদাচারে বিনীতে নিয়মান্বিতে।
গোপ্রদাতা লভেৎ কামান্ শ্রেষ্ঠে লোকে মনোরমান্ ॥ ১০

অগস্ত্য উবাচ—

তিলধেনুং প্রবক্ষ্যামি দুর্গা যেন প্রসীদতি।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাপি যাং দত্ত্বা নিঋর্ণো ভবেৎ ॥ ১১
প্রত্যক্ষা যেন দেবী তু রাজপুত্র সুখাবহা।
ভবতে ত্বচিরেণৈব তাং শৃণুষ্ব নৃপোত্তম ॥ ১২
দেবদেবীমনুজ্ঞাপ্য স্নাত্বা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পূজয়েৎ পুষ্পগন্ধান্নধূপদীপপবিত্রকৈঃ ॥ ১৩
হুত্বা হুতাশনে দেবীং তথা দ্রোণময়ীং কুরু।
আঢ়কেন ভবেদ্ বৎস সর্ব্বরত্ন-বিভূষিতাম্ ॥ ১৪
হেমশৃঙ্গীং শফৈ রৌপ্যৈর্গন্ধঘ্রাণাং সুশোভনাম্।
মুখং গুড়ময়ং কার্য্যং জিহ্বামন্নময়ীং তথা ॥ ১৫
কম্বলং শুক্লসূত্রন্তু পাদা ইক্ষুময়াস্তথা।
তাম্রং পৃষ্ঠং ভবেৎ তস্য ঈক্ষণং মণিমৌক্তিকৈঃ ॥ ১৬
চারুপত্রময়ৌ কর্ণৌ দন্তৈঃ ফলময়ৈঃ শুভৈঃ।
নবনীতস্তনাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমালাময়ং কুরু ॥ ১৭
পুচ্ছঞ্চ মণিমুক্তৈশ্চ ফলৈস্তাঞ্চ সমর্পয়েৎ।
শুভ্রবস্ত্রযুগচ্ছন্নাং চারুচ্ছত্রবিভূষিতাম্ ॥ ১৮

যাহার কাম, ক্রোধ বা বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি নাই এবং যিনি কাহারও নিকটে যাজ্ঞা করেন না এবং বিনীত ও শাস্ত্রীয়নিয়মের প্রতিপালন করেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পুণ্যধামে গমন করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ১০

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ! অতঃপর তিলধেনুর কথা বলিতেছি, যাহা দান করিলে দেবী দুর্গা প্রসন্না হইয়া দাতাকে শীঘ্র দর্শন দিয়া থাকেন এবং দাতা অকার্য্য-শীল হইলেও দেহান্তে মুক্তি লাভ করেন। ১১-১২

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রথমে স্নাত হইয়া দেবতাদিগের অনুজ্ঞা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গন্ধ, পুষ্প, কুশ, ধূপ-দীপাদি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। ১৩

অগ্নিতে হোম করিবেন এবং দ্রোণ অথবা আঢ়ক পরিমাণে তিল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটি ধেনুর আকার গঠন করিয়া বিবিধ রত্নে বিভূষিতা করিবেন। ১৪

উহার শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণে ও চারিটি খুর রৌপ্যে নির্ম্মিত করিবে। উহার নাসিকা চন্দনে, মুখমণ্ডল গুড়ে ও জিহ্বা অন্ন দ্বারা প্রস্তুত করিবেন। ১৫

শুক্ল কম্বলসূত্রে রোমাবলী করিবেন এবং ইক্ষুদণ্ডে চরণচতুষ্টয় করিয়া তামার পাতে পৃষ্ঠদেশ নির্ম্মাণ করিবে এবং উহার চক্ষুর্দ্বয় মণিমুক্তায় হইবে। ১৬

দন্তাবলি ফল দ্বারা প্রস্তুত করিয়া কর্ণযুগল পলাশপত্র দ্বারা করিবে এবং নবনীতের স্তন করিয়া পুষ্পমালায় বিভূষিত রাখিবে। ১৭

ঈদৃক্‌সংস্থানসম্পন্নাং কৃত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
কাংস্যোপদোহনং দদ্যাদ্ দেব্যা মে প্রীয়তামিতি ॥ ১৯
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তদ্ভক্তায় নিবেদয়েৎ ॥ ২০
যাবন্তি তিলবস্ত্রাণি ধাতুমূলফলস্য চ ॥ ২১
বিদ্যন্তে রজরেণূংষি তাবৎ স্বর্গে বসেন্নরঃ ॥ ২২
পিতৄন্ বিগতপাপানি কৃত্বা ধেনুগতামপি।
প্রাপ্য দেব্যাঃ শুভং লোকং স্থাপয়েদবিচারণাৎ ॥ ২৩
তস্মিন্ স রমতে বৎস যাবদাচন্দ্রতারকম্।
তথা কালাদিহায়াতো জায়তে পৃথিবীপতিঃ।
নির্ব্বৈরস্তেজঃসম্পন্নো বহুপুত্রঃ সুখান্বিতঃ ॥ ২৪
পুনর্দেব্যা রতো নিত্যং পূজনে বিধিবত্তথা।
প্রাপ্য যোগময়ৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি পদমব্যয়ম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে তিলধনুর্নাম
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

মণি ও মুক্তাফল দ্বারা লাঙ্গুল হইবে এবং সর্ব্বাবয়ব শুক্লবস্ত্র-যুগলে আবৃত রাখিয়া মস্তকে সুন্দর ছত্র ধরিয়া রাখিবে। ১৮

এইরূপে তিলধেনু করিয়া, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক "দেবী আমার প্রতি প্রীতা হউন" বলিয়া, কাংস্যের দুগ্ধদোহন-পাত্রের সহিত দেবী-ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ১৯-২০

সেই ধেনুতে যে সংখ্যায় তিল, বস্ত্র এবং ধাতু, মূল ও ফল সমুদায়ের যাবৎ-সংখ্যক রেণু থাকিবে তিনি তাবৎ সংখ্যক কাল স্বর্গে বাস করিবেন। ২১-২২

সেই দানপুণ্যে নিজ পিতৃগণকে নিষ্পাপ করিয়া দেবীলোকে বাস করান। ২৩

স্বয়ংও তথায় চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত সুখে ক্রীড়া করেন। পরে ভোগাবসানে পৃথিবীতে বহুপুত্র, তেজস্বী, পরমসুখী, শত্রুশূন্য রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ২৪

রাজা হইয়াও নিত্য যথাবিধানে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এই দেহেতেই যোগময় ঐশ্বর্য্য পাইয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন। ২৫

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

তিলাভাবে প্রদাতব্যা সর্পির্ধেনুর্বিজানতা।
স্নাপয়িত্বা ভবানীন্তু ঘৃতক্ষীরৈর্যথাবিধি ॥ ১
পূজয়েৎ স্রঙ্মালাভির্নৈবেদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ।
আহরেৎ সর্ব্বদ্রব্যাণি উপকল্পেত তত্র তান্ ॥ ২
গব্যে সর্পিষি কুম্ভে তু পুষ্পমালাবিভূষিতে।
কাংস্যপাত্রং তথা বস্ত্রৈশ্ছাদয়ীত বিজানতা ॥ ৩
হিরণ্যগর্ভসহিতং মণিবিদ্রুমমৌক্তিকৈঃ।
পাদানিক্ষুময়ান্ কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্রৌপ্যাংস্তথা শফান্ ॥ ৪
হেমচক্ষুস্তথা শৃঙ্গে কৃষ্ণাগুরুময়ে শুভে।
সপ্তধান্যানি তৎপার্শ্বে পত্রোর্ণেন চ কম্বলম্ ॥ ৫
ঘ্রাণৌ তগরকর্পূরৌ স্তনাঃ ফলময়াঃ শুভাঃ।
মুখঞ্চ গুড়ক্ষীরেণ সিতাং জিহ্বাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬
পুচ্ছং ক্ষৌমময়ং কার্য্যং রোমাণি সিতসর্ষপৈঃ।
তাম্রং পৃষ্ঠং বিচিত্রন্তু ঈদৃগ্রূপা মনোরমা ॥ ৭
বিধিনা ঘৃতরত্নঞ্চ কুর্য্যাল্লক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ৮
এতৌ কৃত্বা তথা নন্দাং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
তদ্ভক্তায় প্রদাতব্যা মঙ্গলাশাস্ত্রপারগে ॥ ৯
মাত্রে মমোপকারায় গৃহ্ণ মেঽনুগ্রহায় চ।
প্রীয়তাং নন্দিনীদেবী মঙ্গলা চর্চ্চিকা উমা ॥ ১০

অগস্ত্য বলিলেন,—যদি তিল সংগ্রহ না হয়, তবে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঘৃতধেনু করিবেন। প্রথমে ভগবতীকে শাস্ত্রবিধানে ঘৃত ও ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইবে। ১

পুষ্প-মাল্য ও বিবিধ নৈবেদ্য প্রদানে পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবেন। ২

প্রথমে গব্যঘৃতে পরিপূর্ণ একটি কলস পুষ্প-মালায় বিভূষিত করিয়া তন্মধ্যে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা ও প্রবাল নিক্ষেপ করিয়া মুখে কাংস্যপাত্র এবং ইক্ষুদণ্ডে চরণচতুষ্টয়, রৌপ্যে খুর ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ৩-৪

সুবর্ণে চক্ষু ও কৃষ্ণাগুরু দ্বারা শৃঙ্গদ্বয় কল্পনা করিবেন। কর্পূরবাসিত তগরপুষ্পে নাসিকাদ্বয়, গুড় দ্বারা মুখমণ্ডল, ক্ষীর দ্বারা শুক্লজিহ্বা, ফলসমূহে স্তন-চতুষ্টয়, ক্ষৌম-বস্ত্রে পুচ্ছ ও শ্বেত-সর্ষপে লোমাবলি কল্পনা করিয়া, পৃষ্ঠদেশ বিচিত্র তাম্রপট্টে গঠন করিবেন। ৫-৭

এবংবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত মনোরম ধেনু প্রস্তুত করিয়া শাস্ত্রবিধানে নন্দা দেবীর পূজা করত শাস্ত্রজ্ঞ নন্দাভক্তকে সেই মঙ্গলা গো প্রদান করিবেন। ৮-৯

"হে বিপ্র! আমাকে দয়ার পাত্র বুঝিয়া আমার উপকারার্থে এই ধেনু গ্রহণ করুন এবং এই ধেনু দানে নন্দিনী চর্চ্চিকা, মঙ্গলা, উমাদেবী আমার প্রতি প্রীতা হউন"। ১০

ইত্যুক্ত্বা অর্পয়েদ্ধেনুং কৃত্বা নন্দামনোঽনুগাম্ ॥ ১১
অনেন বিধিনা দেয়া যবশালীক্ষুকল্পিতা।
হেমরত্নান্নবস্ত্রা বা দেয়া গৌর্বিধিনানয়া ॥ ১২
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩
যত্র ক্ষীরমহানদ্যো যত্র সর্পির্ব্বহা হ্রদাঃ।
পয়সা কর্দ্দমা যত্র তস্মিন্ লোকে মহীয়তে ॥ ১৪
তেষাং স্বামিত্বমাপ্নোতি মুদয়া পরয়া যুতঃ ॥ ১৫
দশ পূর্ব্বা পরাস্তত্র আত্মনস্ত্বেকবিংশতিঃ।
ভূয়ঃ পৃথ্বীগতামেতি ইহ লোকে সমাগতঃ ॥ ১৬
সকামানামিয়ঞ্চেষ্টিস্তুতস্তাবদ্যদাহৃতা।
দেব্যা লোকমবাপ্নোতি নিষ্কামো ঘৃতধেনুভিঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ঘৃতধেনুর্নাম
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

এই কথা বলিয়া সেই ধেনুকে নন্দাদেবীর অনুকূলা করিয়া দান করিবেন। ১১

ইহার সহিত অপর একটি ধেনু ও সুবর্ণ, বস্ত্র, অন্ন, যব,শালি, ইক্ষু প্রভৃতি বস্তু প্রদান করেন। ১২

তাহাতে দাতা নিস্পাপ হইয়া অভীষ্ট ফললাভ করেন। ১৩

যে স্থানে ঘৃত-নদী ও ক্ষীর-নদী প্রবাহিতা আছে ও দুগ্ধ সম্পর্কে কর্দ্দমক্লিন্ন হইয়াছে, সেই লোকের প্রভু ও সকলের পূজ্য হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। ১৪-১৫

তাঁহার সেই পুণ্যে তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকেন। পুনরায় তিনি পৃথিবীতে আসিয়া রাজা হন। ১৬

হে বৎস! কামনা করিয়া ঘৃত-ধেনু দানের ফল তোমাকে বলিলাম; নিষ্কাম হইয়া উহা করিলে, দেবীলোকে অবস্থান করেন। ১৭

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

তোয়ধেনুং শৃণু বৎস যথা দেবী প্রসীদতি।
কুম্ভং তোয়সমাপূর্ণং রত্নবস্ত্রযুগান্বিতম্ ॥ ১
সমস্তবীজ[১] সংযুক্তং দূর্ব্বাপল্লবশোভিতম্।
মুরাবালকমুশীর-কুষ্ঠামলকচন্দনৈঃ ॥ ২
মাল্যাচ্ছত্রমুপানহং তিলপত্রৈশ্চতুর্যুতম্।
দধিক্ষৌদ্রঘৃতং পাত্রং বিধানমুপকল্পয়েৎ ॥ ৩
বৎসকং পূজয়েদ্বৎস কৃতং হবির্ময়ং বুধঃ ॥ ৪
দেবীমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ সোপবাসোঽথ নক্তবান্।
দেব্যা ভক্তে প্রদাতব্যং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
জয়ারিসূদনী দেবী দেবানাং ভয়নাশিনী।
বেদমাতে বরে দুর্গে সর্ব্বগে শুভদে নমঃ ॥ ৬
অনেন বৎস মন্ত্রেণ তাং দানায়াভিমন্ত্রয়েৎ।
দেবী মে প্রীয়তাং নিত্যং রথে হিতফলা শিবা ॥ ৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে জলধেনুর্নাম
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৬

অগস্ত্য বলিলেন,—হে বৎস! তোয়ধেনুর বিধান শ্রবণ কর, যাহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া থাকেন। জলপূর্ণ কুম্ভমধ্যে বিবিধ বীজ, দূর্ব্বা পল্লব ও রত্ন নিহিত রাখিয়া উহার মুখ বস্ত্রযুগলে বাঁধিবে এবং মুরা, বালক, উশীর, কুষ্ঠ, আমলক, চন্দন, মাল্য, ছত্র, উপানৎ এবং দধি, মধু ও ঘৃতের পাত্র স্থাপন করিয়া নারায়ণের উপর বৎসের অর্চ্চনা করিবেন। ১-৪

স্বয়ং উপবাসী অথবা নক্তব্রত করিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিয়া দেবীভক্তকে সেই সকল দ্রব্যের সহিত জল ধেনুটি প্রদান করিবেন; তাহাতে সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হয়। ৫

"হে শুভদায়িনি সর্ব্বব্যাপিনি দুর্গে! আপনি বেদের জননী এবং দানব সংহার করিয়া দেবতাদিগের ভয় দূর করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার"। ৬

প্রথমে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং "সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী শিবাদেবী আমার প্রতি নিত্য-সন্তুষ্টা থাকুন" বলিয়া দানবাক্য প্রয়োগ করিবেন। ৭

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১০৬

১। দ্রব্যেতি পাঠান্তরম্।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

স্বয়ম্ভূরেষ ভগবান্ বেদোদ্গীতঃ পুরা ত্বয়া।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ ॥ ১
কথং মাতা ভবেদ্দেবী এতৎ কৌতূহলং মম ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়া ধেনুর্দেব্যা রূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মাতৃকা জ্ঞানশক্তিস্তু ক্রিয়া সা তমরূপিণী ॥ ৩
বামাদ্যা সা ত্রিধা ভূত্বা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রা ঋজুস্থিতা।
কুণ্ডলী ত্রিকটাকারা দ্বৌ দ্বৌ বিন্দুসমন্বিতা ॥ ৪
সা প্রসূতাষ্টবর্গাণি স্বরা বর্ণা দ্বিধা পুনঃ ॥ ৫
অনুনাসাংশ্চ[১] ঘোষাংশ্চ একোনাশতমর্দ্দিতান্।
মাতরা তস্য বর্গস্থা দ্রষ্টব্যাঃ প্রথমঃ শিবঃ ॥ ৬
ষোড়শান্তবিভক্তস্তু অকারে মধ্যবস্থিতঃ।
অকারে[২] ব্রহ্মরূপেণ শিবরূপেণ চাপরে ॥ ৭
বিষ্ণুস্কন্দযমশক্র-চর্চ্চিকান্তরসংস্থিতা।
বিন্দৌ চন্দ্রার্কসূর্য্যৌ তু ততঃ সা শতধা মতা ॥ ৮

মনু কহিলেন,—হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি বেদকে অনাদি বলিয়াছেন এবং শিব হইতে অন্যান্য ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই ইহাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, ইহাঁরা বেদরচক নহেন। ১

তবে কিরূপে দেবীকে বেদমাতা বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, আপনি বলুন। ২

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া ও ধেনু এই কয়েকটি দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ। মাতৃকাদেবীকে জ্ঞানশক্তি বলে ও ক্রিয়া দেবী তমোরূপিণী। ৩

সেই ত্রিগুণময়ী কুণ্ডলী পুনরায় জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রা ও ঋজু নামে মূর্ত্তিত্রয়ে আরাধিতা হন। ৪

তিনি অষ্টবর্গের স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বিবিধ বর্ণ প্রসব করিয়াছেন। ৫

সেই বর্ণের অনুস্বারযুক্ত ও অনুস্বারহীন দুই প্রকারে একোনশত সংখ্যা হইয়াছে। মাতৃকাদেবী প্রতিবর্ণেরই অধিষ্ঠাত্রী। ৬

মহাদেব ষোড়শটি স্বরের উপরে বর্ণাকারে অবস্থিত আছেন। অকারে ব্রহ্মা ও অপর বর্ণসমুদয়ে মহাদেব। ৭

বিষ্ণু, কার্ত্তিক, যম, ইন্দ্র ও চর্চ্চিকাদেবী অবস্থান করিতেছেন। বিন্দুতে সূর্য্য-চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন। ৮

১। ক্বচিৎ অনুস্বারাংশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

২। ককারে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ক্রিয়ারূপা ভবেদ্দেবী দেবমাতা শৃণুষ্বত।
ওঁকারপ্রভবা দেবী গায়ত্রী বেদসম্ভবা ॥ ৯
ষড়ঙ্গান্তে সমাখ্যাতা উপাঙ্গাশ্চতুরোঽপরে।
ছন্দোলক্ষণসংযুক্তা মাতৃকাগর্ভকা বিদুঃ ॥ ১০

মনুরুবাচ—

কিং বেদো রূপমানেন উপাঙ্গং সাংখ্যভেদতঃ।
উক্তং কিং বেদরূপস্তু তন্মে ব্রূহি সমাসতঃ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

এক এব ভবেদ্বেদশ্চতুর্ভেদঃ পুনঃ কৃতঃ।
শাখার্থমল্পসত্ত্বানাং গ্রহণায়াতিবিস্তরাৎ ॥ ১২
সংবিভক্তো ময়া বৎস ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণঃ।
অত্র ভেদাস্তু ঋগ্বেদা দশ চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩
আশ্লেষাঃ সংখ্যাশ্চর্চ্চাশ্চ যাবকাশ্চর্চ্চিকাস্তথা।
শ্রাবণীয়া চক্রমা পুটক্রমবটক্রমাঃ ॥ ১৪
দণ্ডশ্চেতি সমাসেন পুনরেকৈব পারগা।
শাখাশ্চ ত্রিবিধা ভূয়ঃ শাকলাব্রহ্মমাণ্ডূকাঃ ॥ ১৫
তেষামধ্যয়নং প্রোক্তং মণ্ডলাশ্চতুঃষষ্টিকাঃ[১]।
বর্গাণাং পরিসংখ্যাতং চতুর্ব্বিংশশতানি চ ॥ ১৬
ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
মানমশীতিপাদশ্চ তত্র পারণমুচ্যতে ॥ ১৭

সেই ক্রিয়ারূপিণী দেবীই দেবগণের জননী; কারণ ওঙ্কার হইতে দেবতাদের উৎপত্তি। বেদ হইতে গায়ত্রীর প্রকাশ হইয়াছে। ৯

ঐ বেদের ছন্দোলক্ষণের সহিত ছয়টি অঙ্গ ও চারিটি উপাঙ্গ আছে। ১০

মনু কহিলেন,—হে প্রভো! বেদের রূপ কিপ্রকার ও পরিমাণ কত? উপাঙ্গ কাহার নাম, তাহা সংক্ষেপে আমাকে বলুন। ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! মূল বেদ এক; কেবল উহা অতি বিস্তৃত বলিয়া হীনশক্তিগণ সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। ১২

আমিই ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; পুনরায় প্রত্যেকের শাখা বিভাগ করিয়াছি। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের আশ্লেষা, সংখ্যা, চর্চ্চা, যাবকা, চর্চ্চিকা, শ্রাবণীয়া, ক্রমা, পুটক্রমা, বটক্রমা ও দণ্ডা এই দশটি শাখা হইয়াছে। ১৩-১৪

প্রতি শাখার শাকল, ব্রহ্ম ও মাণ্ডূক এই তিনটি করিয়া ভাগ আছে। ১৫

উহারই অধ্যয়ন হইয়া থাকে এবং ঐ ঋগ্বেদে চুয়াত্তরটি মণ্ডল ও একশত চব্বিশটি বর্গ আছে। ১৬

দশ হাজার পাঁচশত ঋক্‌মন্ত্র ও অশীতিসংখ্যক পাদ-বিভাগ আছে। ১৭

১। চতুঃসপ্ততিরিতি পাঠান্তরম্।

ঋগ্বেদে তু ভবেৎ সংখ্যা যজুর্ব্বেদস্য শ্রূয়তাম্ ।
ষড়শীতিবিভেদেন ময়া ভিন্নং শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৮
দশধা চরকা তত্র কারকা বিভ্রধিযয়া[১] ।
কঠাঃ প্রাচ্যকঠাশ্চৈব কপিষ্ঠলকঠাস্তথা ॥ ২০
চারণীয়াঃ শ্বেতাশ্চ শ্বেততারা মৈত্রায়ণীতি ।
পুনঃ সপ্ততির্ভেদেন মৈত্রায়ণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২১
মানবড়ুণ্ডুভবারাহাশ্ছাগেয়া হারিদ্রবীয়া ।
সমায়া মায়নীয়াশ্চ তেষামধ্যয়নমুচ্যতে ॥ ২২
অষ্টাদশ সহস্রাণি পঠন্ শাখাবিদো ভবেৎ ।
দ্বিগুণং পদপাঠী যস্ত্রিগুণং ক্রমপারগঃ ॥ ২৩
ষড়ঙ্গানি যদাধীত্য ষড়ঙ্গশ্চ বিমুচ্যতে ।
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোষিতম্ ॥ ২৪
ষড়ঙ্গানি ভবন্ত্যেতে তান্যুপাঙ্গানি শৃণু কথ্যতাম্ ।
প্রতিপদমনুপদং ছন্দো ভাষা মীমাংসা চ ॥ ২৫
ন্যায়তর্কসমাযুক্তা উপাঙ্গাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
পরিশিষ্টাশ্চ সংখ্যাতা অষ্টাদশ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২৬
যূপলক্ষণপ্রতিষ্ঠা তু বাক্যং সংখ্যাশ্চরণব্যূহঃ ।
শ্রাদ্ধকল্পশ্চ শুল্কানি পারিষদমৃগ্যজুশ্চ ॥ ২৭
অষ্টকাপূরণঞ্চৈব প্রবরাধ্যায়োঽঙ্গশাস্ত্রম্ ।
ক্রতুসংখ্যা নিগমা যজ্ঞপার্শ্বান্তহৌত্রিকম্ ॥ ২৮
ব্রতঞ্চ পশবো হোমং কূর্ম্মলক্ষণসংযুতাঃ ।
কথিতাঃ পরিশিষ্টাস্তু ঊনবিংশা মহামুনে ॥ ২৯

ঋগ্বেদের সংখ্যা এইরূপ। যজুর্ব্বেদের সংখ্যা শ্রবণ কর। আমি শিবের আজ্ঞাক্রমে ৮৬ ভাগে যজুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়াছি। ১৮

চরক নামক যজুর্ব্বেদাংশ দশধা ভিন্ন। ১৯

তাহার এক অংশ কঠ, প্রাচ্যকঠ, মৈত্রায়ণী ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। * মৈত্রায়ণী নামক বেদাংশের সপ্ততি (৭০ রকম) ভেদ। ২০-২১

তাহার অধ্যয়ন নানাসংজ্ঞায় অভিহিত। ২২

অষ্টাদশ সহস্র যজুর্ম্মন্ত্র পাঠ করিলে শাখাবেত্তা হয়। তদ্দ্বিগুণ পাঠে পদপারগামী, ত্রিগুণ পাঠে ক্রমপারগ হয়। ২৩

ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করিলে, 'ষড়ঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ। ২৪

প্রতিপদ, অনুপদ, ছন্দোবাক্য, মীমাংসা, ন্যায় এবং তর্ক উপাঙ্গ নামে অভিহিত। ২৫-২৬

যূপলক্ষণপ্রতিষ্ঠা-বাক্য-সংখ্যা, চরণব্যূহ, শ্রাদ্ধকল্প, অষ্টকাপূরণ, প্রবরাধ্যায়, সামুদ্রিক-শাস্ত্র, অঙ্গশাস্ত্র, ব্রতপদ্ধতি, পশুশাস্ত্র এবং কূর্ম্মলক্ষণাদিশাস্ত্র পরিশিষ্ট। ২৭-২৯

১। কারকাহারিদ্রধীয়য়া ইতি পাঠান্তরম্।

* সর্ব্বপুস্তকেই পাঠের অশুদ্ধি বশতঃ সকল নামগুলি স্পষ্ট লিখিত হইতে পারিল না। অন্যত্রও এইরূপ বোধ্য।

কঠানাঞ্চ যূপান্যাহুশ্চত্বারিংশচ্চতুত্তরা।
প্রাচ্যোদীচ্যনিরুক্তঞ্চ বাজসনেয়পঞ্চ চ[১] ॥ ৩০
দশভেদবিভিন্নাস্তু দ্রষ্টব্যা মুনিপুঙ্গব।
জাবালা বৌধেয়াঃ কাণ্ব মাধ্যন্দিনাশ্চ শাখেয়াঃ ॥ ৩১
মুপায়িনা কপালাখ্যা পৌণ্ডরবৎস-
বাটকাপরমবটিকাঃ পরাশরা ॥ ৩২
দ্বে সহস্রে শতন্যূনে বেদে বাজসনেয়কে।
ঋগ্‌গণঃ পরিসংখ্যাতস্ততোঽন্যানি যজূংষি চ ॥ ৩৩
অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টাশীতিরন্যত্রাধিকা যজূংশ্চ।
তৎপ্রমাণানি যজুষাদি কেবলম্ ॥ ৩৪
স্বস্বক্রিয়ং পরিসংখ্যা অথ ব্রাহ্মণম্।
চতুর্গুণস্তু বিজানীয়াৎ তে ত্রিবিধা পুনঃ ॥ ৩৫
ঔতেয়াঃ খণ্ডিকেয়া বণ্ডিকাঃ পঞ্চধা পুনঃ।
কালেয়া রৌদ্রায়ণীয়া হিরণ্যকেশ্যাস্তথাপরে ॥ ৩৬
ভারদ্বাজাপস্তম্বাশ্চ তেষাং ভেদেন কীর্ত্তিতাঃ।
অধ্যয়নং সৌপ্তিকঞ্চৈব প্রবচনীয়ং তথাপরম্ ॥ ৩৭
সামভেদস্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রভেদৈঃ স পুরা।
অনধ্যায়েষ্বধীয়ন্তে তদা ইন্দ্রেণ ধীমতা।
বজ্রেণ নিহতাঃ শেষান্ বক্ষ্যামি শৃণু ভো দ্বিজ ॥ ৩৮
নারায়ণী কৌণিয়াস্তত্র ভেদান্ পুনঃ শৃণু।
নারায়ণীয়াঃ সপ্তৈবমুগ্রাদ্যা নয়নানবকা
নরয়াবলাঙ্গনা বৈদ্যেতাঃ।
কৌম্বয়ানামপি সপ্ত অসুরা বাদরায়ণা ॥ ৩৯

কঠদিগের যূপ চতুশ্চত্বারিংশৎ। (তারপর সম্ভবতঃ শুক্লযজুঃশাখার কথা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু মূলের পাঠ নিতান্ত অপরিশুদ্ধ।) ৩০-৩২

মাধ্যন্দিনী প্রভৃতি কতিপয় শাখায় বিভক্ত বাজসনেয় অর্থাৎ শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতায় ১৯ শত ঋক্ বা মন্ত্র আছে। ৩৩

অপর যজুর্ম্মন্ত্রের সংখ্যা আট সহস্র, আট শত অষ্টাশীতি। যজ্ঞ বিশেষে এতদতিরিক্ত যজুর্ম্মন্ত্রও পাওয়া যায়। সে মন্ত্রের প্রমাণ তত্তৎ ক্রিয়াতেই জানিবে। ৩৪

অথ ব্রাহ্মণ মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগ চতুর্গুণ। ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ। ৩৫

ঔতেয় এবং খণ্ডিক। খণ্ডিক পাঁচ প্রকার। যথা—কালেয়, রৌদ্রায়ণীয় (বৌধায়নীয় ?), হিরণ্যকেশ্য, ভারদ্বাজ এবং আপস্তম্ব। ৩৬

অধ্যয়ন, সৌপ্তিক এবং প্রবচনীয় এই নাম ব্রাহ্মণ পরিচ্ছেদে আছে। ৩৭

সামবেদ সহস্র ভাগে বিভক্ত ছিল। অনধ্যায়ে অধীত হওয়াতে পূর্ব্বকালে কতকগুলি অংশ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্রাঘাতে বিনাশিত হয়। ৩৮

অবশিষ্ট অংশের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নারায়ণী প্রভৃতি কতিপয় সামশাখা। নারায়ণী শাখার সপ্তভেদ। ৩৯

১। পঞ্চধা ইতি পাঠান্তরম্।

বৈনেয়া বৌধেয়া অযোধেয়াশ্চ তেষামধ্যয়নানি চ।
প্রাঞ্জলাদ্বৈনভৃতাশ্চ প্রাচনাযোগ্যনীকায়না অধ্যয়নমপি তেষাস্তু।
অষ্টৌ সামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ ॥ ৪০
অষ্টৌ শতানি নবতির্দ্দশ সহস্রাণি বালিখিল্যাঃ।
সম্পূর্ণাশ্চ প্রৈষ্যাশ্চ এতৎ সামগণং স্মৃতম্ ॥ ৪১
অথ অথর্ব্ববেদস্য নব ভেদা ভবন্তি হ।
পিপ্পলাদ ভৌদা সৌদা চ ভূতাপনীয়া চ তথা ॥ ৪২
যাহনো ব্রহ্মবলা চ শৌনকী কুনখী তথা।
বেদদর্শিশ্চাপি বিদ্যাস্তেষামধ্যয়নং শৃণু ॥ ৪৩
পঞ্চকল্পা ভবন্তি।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানশ্চ সংহিতাবিধিঃ আঙ্গিরসম্।
শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চৈতে অথর্ব্বস্য ভবন্তি হ ॥ ৪৪
সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদান্ শৃণুষ্ব ত।
ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদো যজুর্ব্বেদে ধনুস্তথা ॥ ৪৫
সামবেদস্য গান্ধর্ব্ব অর্থশাস্ত্রাপ্যথর্ব্বণে।
ঋগ্বেদস্যাত্রেয়ং গোত্রং সোমদেবং বিদুর্মুনে ॥ ৪৬
কাশ্যপং যজুর্ব্বেদস্ত রুদ্রদেবস্ত তৎ স্মৃতম্।
সামবেদোঽপি গোত্রেণ ভরদ্বাজঃ পুরন্দরম্ ॥ ৪৭
অধিদেবং বিজানীয়াদ্ বৈতালস্ত অথর্ব্বণে।
ব্রহ্মদেবং বিজানীয়াদ্রূপাণ্যস্মাচ্ছৃণুষ্ব ত ॥ ৪৮
ঋগ্বেদঃ পদ্মপত্রায়তাক্ষঃ প্রলম্বজঠরঃ সুবিভক্তগ্রীবঃ।
কুঞ্চিতকেশশ্মশ্রুঃ প্রমাণেনাপি বিতস্তিপঞ্চ ॥ ৪৯

অষ্ট সহস্র এবং চতুর্দ্দশ সামগীতের সংখ্যা। ৪০

দশ সহস্র, অষ্টশত নবতি বালখিল্য, সুপর্ণ এবং প্রৈষ্য নামক সামগীত। সমুদায় সামসমূহ এই। ৪১

অথর্ব্ববেদে নয় শাখা। শাখার নাম পিপ্পলাদ, শৌনকী, কুনখী প্রভৃতি। ৪২-৪৩

অথর্ব্ববেদে পঞ্চকল্প ;—নক্ষত্রকল্প, বৈতালকল্প, সংহিতাবিধি, আঙ্গিরস এবং শান্তিকল্প। ৪৪

সকল বেদেরই উপবেদ আছে, তাহা শ্রবণ কর। ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের ধনুর্ব্বেদ। ৪৫

সামবেদের গান্ধর্ব্বশাস্ত্র এবং অথর্ব্ববেদের অর্থশাস্ত্র উপবেদ। ঋগ্বেদের আত্রেয় গোত্র, সামবেদ ('সোমদেবং' পাঠ অর্থাৎ চন্দ্র ইঁহার অধিদেবতা)। ৪৬

যজুর্ব্বেদের গোত্র কাশ্যপ, অধিদেবতা রুদ্র। সামবেদের গোত্র ভরদ্বাজ; অধিদেবতা ইন্দ্র। ৪৭

অথর্ব্ববেদের গোত্র বৈতাল* অধিদেবতা ব্রহ্মা। এই বেদ চতুষ্টয়ের মূর্ত্তি শ্রবণ কর। ৪৮

ঋগ্বেদ—পদ্মপত্রায়তলোচন, লম্বোদর, সুবিভক্তগ্রীব, আকুঞ্চিত-কেশশ্মশ্রু এবং পঞ্চবিতস্তি প্রমাণ। ৪৯

---

* পঞ্চ কল্পা ভবন্তি। পাঠ অশুদ্ধ।

স রাজতে মৌক্তিরজেঽথ পূজ্যো
বরপ্রদো ভক্তিযুতে দ্বিজায়।
যজুর্ব্বেদঃ পিঙ্গলাক্ষঃ কৃশমধ্যঃ
স্থূলগলকপোলস্তাম্রায়তবর্ণঃ কৃষ্ণচরণঃ ॥ ৫০
প্রাদেশান্ ষড়্দার্ঘত্বেন চিত্রে লিঙ্গেঽথবা পূজ্য
সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
সামবেদো নিত্যং স্রগ্বী সুব্রতঃ শুচিবাসাঃ।
ক্ষমী দান্তশ্চর্ম্মী দণ্ডী কাঞ্চননয়নঃ।
আদিত্যবর্ণো বর্ণেন ষড়রত্নির্মাত্রা।
তাম্রেঽথ মণি ইন্দ্রাখ্যে পূজয়ন্ শুভদো ভবেৎ ॥ ৫২
অথর্ব্ববেদস্তীক্ষ্ণশ্চণ্ডঃ ক্ষামকায়রূপী বিশ্বাত্মা বিশ্বকৃৎ।
ক্রূর উর্দ্ধজ্বালাবান্ ক্ষুদ্রকর্ম্মা চ শাস্ত্রকৃতোন্নামী[১]।
নীলোৎপলবর্ণো বর্ণেন স্বদারতুষ্টঃ পরস্ত্রিয়ালুশ্চ ॥ ৫৩
সৌবর্ণে পদ্মরাগে বা রুদ্রাক্ষে পূজয়েন্মুনে।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি অথর্ব্ববিহিতানি চ ॥ ৫৪
বেদানাঞ্চৈব উৎপত্তিঃ স্বরবর্ণসমুদ্ভবা।
শিবশক্তিসমাযোগাৎ তবাখ্যাতা মহামুনে ॥ ৫৫
যো দেবনামরূপস্তু গোত্রং বেদপ্রমাণজম্।
বর্ণং বর্ণয়তে তাত তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫৬
যাবন্তি বেদগীতানি পুণ্যযজ্ঞব্রতানি চ।
তাবন্তি শ্রবণাদস্য প্রাপ্নুয়াদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫৭

রজতে বা মুক্তাচূর্ণে এই বেদ ভক্তি সহকারে পূজিত হইলে, পূজক দ্বিজকে বর দান করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদ—পিঙ্গললোচন, ক্ষীণমধ্য, স্থূল-কপোল-কণ্ঠ, তাম্রবর্ণ কৃষ্ণপাদ দৈর্ঘ্য ছয় প্রাদেশ (বিতস্তি-বিশেষ)। ৫০

চিত্রে বা শিবলিঙ্গে ইহাঁর পূজা করিলে, সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ হয়। ৫১

সামবেদ সতত মাল্যধারী, সুব্রত, শুদ্ধবস্ত্র, ক্ষমী, দান্ত, কবচধারী, দণ্ডধারী, সুবর্ণচক্ষু, সূর্য্য-সমপ্রভ এবং পরিমাণে ছয় অরত্নি অর্থাৎ ৫ হস্ত। তাম্রপট্টে অথবা ইন্দ্রনীলমণিতে ইহার পূজা করিলে মঙ্গল হয়। ৫২

অথর্ব্বেদ—তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড, ক্ষীণদেহ, রূপবান্, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকৃৎ, ক্রূর, উর্দ্ধশিখ, ক্ষুদ্রকর্ম্মা, নীলোৎপলবর্ণ, স্বদারতুষ্ট এবং পণ্ডিত। ৫৩

ইহাঁকে সুবর্ণে, পদ্মরাগে বা রুদ্রাক্ষে পূজা করিলে, অথর্ব্ববেদোক্ত সর্ব্ব-প্রকার অভীষ্ট লাভ হয়। ৫৪

স্বরবর্ণ-সম্ভব বেদের উৎপত্তি শিবশক্তি যোগেই হইয়াছে ; হে মহামুনে ! এ সব বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৫৫

যে ব্যক্তি বেদসকলের অধিদেবতা, নাম, রূপ, গোত্র, বেদ-প্রমাণানুসারে বর্ণনা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৫৬

বেদোক্ত পুণ্য যজ্ঞ-ব্রত যত আছে, তৎসমুদয় অনুষ্ঠানের ফল তাহার হয় ; ভক্তিভাবে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলেও সেই ফল হয়। ৫৭

১। কৃতোখাগ্নীতি পাঠান্তরম্।

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।
অবিদ্বান্ বিদ্যাং প্রাপ্নোতি দুঃখাদ্দুঃখী প্রমুচ্যতে ॥ ৫৮
পঠিত্বা সর্ব্বদেবানাং সম্মতো দ্বিজবল্লভঃ ।
ভবতে নাত্র সন্দেহো দেবী চ বরদা সদা[১] ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বেদোৎপত্তিস্মরণীয়চরণব্যূহ-
সমাপ্তির্নাম সপ্তাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অপুত্র ব্যক্তির পুত্রলাভ, ধনার্থীর ধনলাভ, বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ এবং দুঃখীর দুঃখমোচন হয় । ৫৮

ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বদেবের ও দ্বিজাতির প্রীতিভাজন হয় এবং দেবীও তৎপ্রতি সতত বরদায়িনী হন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৫৯

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭

১। অধ্যায়োঽয়ং বিশেষতোঽশুদ্ধঃ ।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

ষড়ঙ্গানীহ বেদানাং ময়া জ্ঞাতানি পূর্ব্বশঃ।
চতুর্ব্বর্ণহিতার্থায় উপাঙ্গং মম কথ্যতাম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

উপাঙ্গানাঞ্চ অঙ্গানামায়ুর্ব্বেদং পরং বিদুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স চাপি ফলদায়কঃ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রং দ্বিতীয়ন্তু দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধকম্।
তস্মাৎ তদুচ্যতে বিপ্র সংক্ষেপাদবধারয় ॥ ২
পুরা কৈলাসশিখরে ভগবন্তং পুনর্ব্বসুম্।
উপাসতাং মহর্ষীণাং প্রাদুরাসীদিয়ং কথা ॥ ৩
আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং যোঽয়ং পুরুষসংজ্ঞকঃ।
রাশিরস্যাময়ানাঞ্চ প্রাগুৎপত্তিবিনিশ্চয়ে ॥ ৪
তদনন্তরং কাশিপতির্বামকো বাক্যমর্থবৎ।
ব্যাজহারর্ষিসমিতিমভিসৃত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৫
কিংনু ভোঃ পুরুষো যজ্জস্তজ্জাস্তস্যাময়াঃ স্মৃতাঃ।
ন বেত্ত্যুক্তে নরেন্দ্রেণ প্রোবাচর্ষীন্ পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৬
সর্ব্ব এবামিতজ্ঞানা জ্ঞানবিচ্ছিন্নসংশয়াঃ।
ভবন্তশ্ছেত্তুমর্হন্তি কাশিরাজস্য সংশয়ম্ ॥ ৭
পারীক্ষিস্তৎ পরীক্ষ্যাগ্রে মৌদ্গল্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮

মনু বলিলেন,—বেদের ষড়ঙ্গ পূর্ব্বে আমি জ্ঞাত হইয়াছি। চতুর্বর্ণহিতার্থ উপাঙ্গের বিষয় বলুন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—উপাঙ্গ ও অঙ্গের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চতুর্বর্গের ফলদায়ক।

তার পরেই উল্লেখ্য জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞান জন্মে। অতএব আয়ুর্ব্বেদই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে, অবধারণ কর। ২

পূর্ব্বকালে কৈলাসশিখরে ভগবান্ পুনর্ব্বসুর পরিচর্য্যা পরায়ণ মহর্ষিগণের মধ্যে এই কথা উঠিল;—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং দেহ এই সমষ্টি পুরুষ নামে অভিহিত। এই পুরুষের রোগোৎপত্তির কারণ কি?—ইহা নির্ণেতব্য। ৩-৪

অনন্তর কাশিরাজ অগ্রসর হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ঋষিকে বলিলেন,—পুরুষ যাহা হইতে উৎপন্ন, তদীয় রোগের উৎপত্তিও কি সেই পদার্থ হইতে? অথবা তা নয়? ৫-৬

কাশিরাজ বামক এই কথা বলিলে, ঋষি পুনর্ব্বসু বলিলেন,—আপনারা সকলেই অমিত-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং জ্ঞানপ্রভাবে ছিন্নসংশয়; কাশিরাজের সন্দেহ ভঞ্জন করা আপনাদের কর্ত্তব্য। ৭

আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ ॥ ৯
স চিনোত্যুপভুঙ্‌ক্তে চ কর্ম্ম কর্ম্মফলানি চ ।
ন হৃতে চেতনাধাতোঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১০
শরলোমা তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মাত্মানমাত্মনা ।
যোজয়েদ্ব্যাধিভির্দুঃখৈর্দুঃখদ্বেষী কদাচন ॥ ১১
রজস্তমোভ্যাস্তু মনঃ পরীতং সত্ত্বসংজ্ঞকম্ ।
শরীরস্য সমুৎপত্তৌ বিকারাণাঞ্চ কারণম্ ॥ ১২
বার্য্যোবিদস্তু নেত্যাহ ন হ্যেকং কারণং মনঃ ।
নর্ত্তে শরীরাচ্ছারীরা রোগাণাং মনসঃ স্থিতিঃ ॥ ১৩
রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ ।
আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নির্ব্বৃত্তিহেতবঃ ॥ ১৪
হিরণ্যাখ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মা রসজঃ স্মৃতঃ ।
নাতীন্দ্রিয়ং মনঃ সন্তি রোগাঃ শব্দাদিজাস্তথা ॥ ১৫
ষড়্‌ধাতুজস্তু পুরুষো রোগাঃ ষড়্‌ধাতুজাস্তথা ।
রাশিঃ ষড়্‌ধাতুজো হ্যেষ সাঙ্খ্যৈরাদ্যৈঃ পরীক্ষিতঃ ॥ ১৬
তথা ব্রুবাণং কুশিকমাহ তন্নেতি শৌনকঃ ।
কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড়্‌ধাতুজো ভবেৎ ॥ ১৭

তখন পরীক্ষতনয় মৌদ্গল্য ঋষি কহিলেন যে আত্মা হইতেই পুরুষ ও রোগ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মাই এস্থলে কারণ। ৮-৯

আত্মাই কর্ম্মসঞ্চয় ও কর্ম্মফল ভোগ করে। সেই চৈতন্য পদার্থ ব্যতিরেকে সুখ ও দুঃখের আগমন হয় না। ১০

তখন শরলোমা ঋষি কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতই দুঃখদ্বেষী; তিনি আপনাকে কখনই দুঃখজনক রোগসমূহ দ্বারা ক্লেশিত করিতে চান না। ১১

মনই রজঃ ও তমোগুণের পরবশ হইয়া শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। ১২

তখন বার্য্যোবিদ কহিলেন যে, তাহা কখনই হইতে পারে না। মনই একাকী কারণ হইতে পারে না, শরীর ব্যতিরেকে শারীর রোগসমূহ ও মনের স্থিতিই সম্ভবে না। ১৩

আমার মতে ভূতগণ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধিগণ রস হইতে উৎপন্ন হয়। আর রসবত্তাহেতু জলই উহাদের উৎপত্তির মূল। ১৪

তখন হিরণ্যাক্ষ ঋষি কহিলেন যে, আত্মা কখনই রস হইতে উৎপন্ন হয় না। আর মন অতীন্দ্রিয় তাহাই বা রস হইতে উৎপন্ন হইবে কেন? শব্দ প্রভৃতি হইতেও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ১৫

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা এই ষড়্‌ধাতু হইতে পুরুষ ও রোগসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন সাংখ্য ঋষিরা পুরুষকে ষড়্‌ধাতুজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬

কুশিক (হিরণ্যাক্ষ) ঋষি এইরূপ বলিলে শৌনক কহিলেন যে, পিতা মাতা বিনা ষড়্‌ধাতু হইতে কিরূপে পুরুষের জন্ম সম্ভব হয়। ১৭

পুরুষঃ পুরুষাদ্গোর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে।
পৈত্র্যা মেহাদয়শ্চোক্তা রোগাস্তা এব কারণম্ ॥ ১৮
ভদ্রকাপ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যন্ধোঽন্ধাৎ প্রজায়তে।
মাতাপিত্রোশ্চ তে পূর্ব্বমুৎপত্তির্নোপপদ্যতে ॥ ১৯
কর্ম্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্ম্মজাস্তস্য চাময়াঃ।
ন হ্যৃতে কর্ম্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য চ ॥ ২০
ভরদ্বাজস্তু নেত্যাহ কর্ত্তা পূর্ব্বং হি কর্ম্মণঃ।
দৃষ্টং ন চাকৃতং কর্ম্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম্ ॥ ২১
ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ।
খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোঽন্তানাং যথৈব হি ॥ ২২
কাঙ্কায়নস্তু নেত্যাহ ন হ্যারম্ভঃ ফলং ভবেৎ।
ভবেৎ স্বভাবাদ্ভাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা ॥ ২৩
স্রষ্টা ত্বামতিসঙ্কল্পো ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ।
চেতনাচেতনস্যাস্য জগতঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৪
তন্নেতি ভিক্ষুরাত্রেয়ো ন হ্যপত্যং প্রজাপতিঃ।
প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখে যুঞ্জ্যাদসাধুবৎ ॥ ২৫

যেহেতু পুরুষ হইতে পুরুষের, গো হইতে গো ও অশ্ব হইতে অশ্বের জন্ম হইয়া থাকে এবং পৈত্রিক মেহাদি রোগ পিতা হইতে জন্মিয়া থাকে। অতএব পিতামাতাই শরীর ও রোগের উৎপত্তির কারণ। ১৮

তখন ভদ্রকাপ্য কহিলেন যে তাহা হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তির পুত্র অন্ধ হয় না; অতএব মাতা ও পিতা পুরুষ ও রোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থির হয় না। ১৯

জীবের ব্যাধিগণ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় কথিত আছে। কর্ম্ম ব্যতিরেকে রোগ ও পুরুষের জন্ম হইতে পারে না। ২০

তখন কুমারশিরা ভরদ্বাজ কহিলেন যে তাহা হইতে পারে না। কারণ কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, উহার কর্ত্তা অপেক্ষা করে। আর এরূপ অকৃত কর্ম্ম দেখা যায় নাই যাহা হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। (অর্থাৎ আগে পুরুষ, পরে কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্ম পুরুষের কারণ হইতে পারে না)। ২১

স্বভাবই দ্রব্যদিগের উৎপত্তিহেতু এবং স্বভাবই পুরুষ ও রোগদিগের জন্মের হেতু। যেমন পঞ্চভূতের খরত্ব, চলত্ব, উষ্ণত্ব তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, পুরুষেও সেইরূপ রোগসকল স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। ২২

তখন কাঙ্কায়ন ঋষি কহিলেন তাহা হইতে পারে না। কারণ, আরম্ভ কখন ফল হইতে অর্থাৎ কর্মের ফল হইতে পারে না। আর শুভাশুভকর্ম্ম জন্মরূপ কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। আর স্বভাব হইতে পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। বহুসংকল্পবিশিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মাই চেতনাচেতন জগৎ ও সুখ দুঃখের হেতু। ২৩-২৪

তখন ভিক্ষু আত্রেয় ঋষি কহিলেন যে, তাহা হইতে পারে না প্রজাহিতৈষী প্রজাপতি কুটিলতাপূর্ব্বক প্রজাদিগকে দুঃখযুক্ত করিতে পারেন না। ২৫

১। স্রষ্টারমতিসঙ্কল্প ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ।
জগৎ কালবশং সর্ব্বং কালঃ সর্ব্বত্র কারণম্ ।। ২৬
তথর্ষীণাং বিবদতামুবাচেদং পুনর্ব্বসুঃ।
মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপ্যং পক্ষসংশ্রয়াৎ ॥ ২৭
বাদান্ সপ্রতিবাদাংশ্চ বদন্তো নিশ্চিতানিব।
পক্ষান্তং নৈব গচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্গতৌ ॥ ২৮
মুক্ত্বৈনং বাদসঙ্ঘট্টমধ্যাত্মমনুচিন্ত্যতাম্।
নাবিধূতে তমস্কন্ধে জ্ঞেয়ে জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ২৯
কর্ম্ম বাচেতনোঽমূর্ত্তঃ প্রকৃত্যমূর্ত্তাপ্যচেতনা।
পুরুষোঽচেতনোঽমূর্ত্তো রসাদ্যাঃ স্যুরচেতনাঃ ॥ ৩০
কালো নিত্যোদিতোঽমূর্ত্তঃ স চ হেতুঃ কথং ভবেৎ।
ন হি আত্মানং দুঃখাদ্যৈঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বং সমাচরেৎ ।। ৩১
শকটৈর্বলিবর্দ্দশ্চ স্বতো গত্বা ন যুজ্যতে।
তথা প্রধানপুংসাভ্যামন্যো যোক্তা বিধীয়তে ।। ৩২
স চ শক্তিঃ শিবস্যোক্তা চর্চ্চিকাদ্যা মহামুনে।
দ্রষ্টব্যা সর্ব্ববিদ্যাসু শৃণু বেদবিদাং বর ।। ৩৩
যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪

অথাত্রেয়স্য ভগবতো বচনমনুনিশম্য পুনরেব বামকঃ কাশিপতিরুবাচ ভগবন্তমাত্রেয়ম্—ভগবন্ সম্পন্নিমিত্তজস্য পুরুষস্য বিপন্নিমিত্তজানাঞ্চ রোগাণাং কিমভিবৃদ্ধিকারণমিতি। ৩৫

আমার মতে পুরুষ কাল হইতে উৎপন্ন হয় এবং রোগসমূহও কাল হইতে উৎপন্ন হয়। সমস্ত জগৎই কালের বশ; অতএব কালই সর্ব্বত্র কারণ। ২৬

ঋষিরা এইরূপ বিবদমান হইলে, পুনর্ব্বসু কহিলেন যে আপনারা এরূপ বিবাদ করিবেন না। ২৭

এক পক্ষ অবলম্বন করিলে সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে না। যেমন ঘানিগাছের উপরিস্থ ব্যক্তি ক্রমাগত ঘুরিয়াও সীমা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বাদ ও প্রতিবাদ ক্রমাগত করিতে থাকিলে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হয় না। অন্ধকার দূরীভূত না হইলে জ্ঞেয় বিষয়ে দৃষ্টি চলে না। ২৮-২৯

কর্ম্ম অচেতন এবং অমূর্ত্ত; প্রকৃতিও অচেতন ও অমূর্ত্ত। আত্মা চেতন হইলেও অমূর্ত্ত, আর রসাদি অচেতন। কাল নিত্য, কিন্তু অমূর্ত্ত; অতএব তিনি হেতু হইতে পারেন না। চেতন পদার্থ ইচ্ছা করিয়া আপনাকে দুঃখযুক্ত করে না। ৩০-৩১

শকট স্বয়ং গিয়া বলীবর্দ্দকেও নিযুক্ত করে না; অর্থাৎ জড় পদার্থেরও কর্ত্তৃত্ব নাই। ৩২

প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত নিযোক্তা অবশ্যই কেহ আছেন। সেই নিযোক্তা শিব এবং তাঁহারই শক্তি চর্চ্চিকাদি সর্ব্ববিদ্যাতেই দ্রষ্টব্য। ৩৩

যে সকল দ্রব্যের সংযোগে মানুষের সুখসম্পদ্ ঘটিয়া থাকে, তাহাদেরই অব্যবহার বশতঃ রোগের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ৩৪

ভগবান্ আত্রেয়ের বাক্য শুনিয়া বামকনামা কাশিরাজ পুনর্ব্বার কহিলেন যে, সুখজাত পুরুষের বিপজ্জাত ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির কারণ কি ? ৩৫

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ—হিতাহারোপযোগ এব পুরুষস্যাভিবৃদ্ধিকরো ভবতি অহিতাহারোপযোগঃ পুনর্ব্যাধিনিমিত্তমিতি ॥ ৩৬

এবংবাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—কথমিহ ভগবন্ হিতাহিতানামাহারজাতানাং লক্ষণমনপবাদমভিজানীয়[১] হিতসমাখ্যাতানাঞ্চৈবাহারজাতানামহিতসমাখ্যানাঞ্চ মাত্রাকালক্রিয়াভূমিদেহদোষপুরুষাবস্থান্তরেষু বিপরীতকারিত্বমুপলভাম ইতি ॥ ৩৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আয়ুর্ব্বেদোপোদ্ঘাতো
নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

আত্রেয় কহিলেন,—হিতাহারই পুরুষের সুখবৃদ্ধিকারণ এবং অহিতাহারই রোগের কারণ। ৩৬

ইহা শুনিয়া অগ্নিবেশ কহিলেন,—হিতকর ও অহিতকর আহারসমূহের নির্দ্দোষ লক্ষণ কিরূপে জানিয়া অহিতকর আহারসমূহের মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, দেশ, দেহ দোষ ও পুরুষের অবস্থা ভেদে বিপরীতকারিত্ব বুঝিতে পারিব ? ৩৭

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮

১। অভিজানীমঃ ইতি বা পাঠঃ।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

এবং পৃষ্টস্তু শিষ্যেণ উবাচ ভগবান্ কবিঃ।
সর্ব্বেষামৃষিমুখ্যানাং প্রবরো অত্রিনন্দনঃ ॥ ১
তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ—

যদাহারজাতমগ্নিবেশ সমাংশ্চৈব শরীরধাতূন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি বিষমাংশ্চ সমীকরোত্যেতদ্ধিতং বিদ্ধি, বিপরীতন্ত্বহিতমিত্যেতদ্ধি হিতাহিতলক্ষণমনপবাদং ভবতি ॥ ২

এবংবাদিনঞ্চ ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—

ভগবন্ ন ত্বেতদেবমুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি ॥ ৩

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ—

যেষাং বিদিতমাহারতত্ত্বমগ্নিবেশ গুণতো দ্রব্যতঃ কর্ম্মতঃ সর্ব্বাবয়বতো মাত্রাদয়শ্চ ভাবাস্ত এতদেবমুপদিষ্টং বিজ্ঞাতুমুৎসহেরন্।

যথা তু খল্বেতদুপদিষ্টং ভূয়িষ্ঠকল্পাঃ সর্ব্বভিষজো বিজ্ঞাস্যন্তি, তথৈতদুপদেক্ষ্যামো মাত্রাদীন্ ভাবানুদাহরন্তঃ।

তেষাং হি বহুধা বিকল্পা ভবতি।

আহারবিধিবিশেষাংস্তু খলু লক্ষণতশ্চাবয়বতশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪

তদ্‌যথা—আহারত্বমাহারস্যৈকবিধমর্থাভেদাৎ। স পুনর্দ্বিযোনিঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকত্বাৎ ॥ ৫

দ্বিবিধঃ প্রভাবো হিতাহিতোদর্কবিশেষাৎ। চতুর্ব্বিধ উপযোগঃ পানাশনভক্ষ্যলেহ্যোপযোগাৎ। ষড়াস্বাদো রসভেদতঃ ষড়্‌বিধত্বাৎ। বিংশতিগুণো গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষমন্দতীক্ষ্ণস্থিরসরমৃদুকঠিন-বিষদপিচ্ছিলশ্লক্ষ্ণখর-সূক্ষ্মস্থূল-সান্দ্রদ্রবানুগমাৎ ॥ ৬

অগস্ত্য বলিলেন,—সর্ব্বঋষি-শ্রেষ্ঠ প্রবর ভগবান্ অত্রিনন্দন কবি পুনর্ব্বসু শিষ্য কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত কাশিরাজকে কহিলেন, যে সকল আহার সমতাপন্ন শারীর ধাতুদিগকে প্রকৃতিস্থ রাখে এবং বিষমভাবাপন্ন ধাতুদিগকে সমতাপন্ন করে, তাহারাই হিতকর। বিপরীত হইলে অহিতকর কহিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত হিতাহিত লক্ষণ জানিবে। ১-২

ভগবান আত্রেয় এইরূপ কহিলে অগ্নিবেশ কহিলেন,—এই প্রকার সংক্ষিপ্ত উপদেশ সকল বৈদ্যে বুঝিতে পারিবে না। ৩

তখন ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, গুণ, দ্রব্য, কর্ম্ম, সর্ব্বাবয়ব ও মাত্রাভেদে আহারতত্ত্ব যাঁহাদের পরিজ্ঞাত আছে, এইরূপ সংক্ষিপ্ত উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বোধগম্য বটে। অতএব সাধারণ চিকিৎসকদিকের বোধ জন্য মাত্রা প্রভৃতির উপদেশ দিতেছি। মাত্রা প্রভৃতির অনেক প্রকার বিকল্প আছে। বিশেষ বিশেষ আহারবিধির লক্ষণ ও বিভাগসমস্ত বলা হইতেছে। ৪

যথা;—অর্থের অভেদ বশতঃ আহার মাত্রেরই আহারত্ব এক। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে উহার যোনি (উৎপত্তির কারণ) দুই প্রকার। ৫

উহার প্রভাব দুই প্রকার,—হিতকর ও অহিতকর। উহার সেবন চারি-

অপরিসংখ্যেয়বিকল্পো দ্রব্যসংযোগকরণবাহুল্যাৎ তস্য যে যে বিকারাবয়বা-ভূয়িষ্ঠমুপযুজ্যন্তে ভূয়িষ্ঠকল্পনাশ্চ মনুষ্যাণাং প্রকৃত্যৈব হিততমাশ্চাহিততমাশ্চ-তাংস্তান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে শিষ্যসম্বোধনং নাম
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

প্রকারে সম্পন্ন হয়, যথা ;—পান, ভোজন, চর্ব্বণ ও লেহন। রস ষড়্বিধ বলিয়া তাহাদের আস্বাদও ষড়্বিধ। আহারের গুণ বিংশতি, যথা ;—গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, সূক্ষ্ম, স্থূল, ঘন এবং দ্রব। ৬

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ বশতঃ আহার অসংখ্য প্রকার হয়। তন্মধ্যে যে সকল বিকল্প সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষরূপে হিত বা অহিতকর হয়, তাহাই সম্প্রতি ব্যাখ্যা করিতেছি। ৭

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

আত্রেয় উবাচ—

তদ্‌যথা—লোহিতশালয়ঃ শূকধান্যানাং পথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতমা ভবন্তি। মুদ্গাঃ শমীধান্যানাম্, আন্তরীক্ষমুদকানাং, সৈন্ধবং লবণানাং, জীবন্তীশাকং শাকানাম্, ঐণেয়ং মৃগমাংসানাম্, লাবঃ পক্ষিণাং, গোধা বিলেশয়ানাং, গো-ক্ষীরং ক্ষীরাণাং, তিলতৈলং স্থাবরস্নেহানাং, বরাহবসা অনূপমৃগবসানাং, চুলুকীবসা মৎস্যবসানাং, রাজহংসবসা জলচরবিহঙ্গবসানাং, কুক্কুটবসা বিষ্কির-শকুনিবসানাম্, অজামেদঃ শাখাদমেদসাম্ (১), শৃঙ্গবেরং কন্দানাং, মৃদ্বীকা ফলানাং, শর্করেক্ষুবিকারামিতি প্রকৃত্যৈব হিততমানামাহারবিকারাণাং প্রাধা-ন্যতো দ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি ॥ ১

অহিততমানামপ্যুপদেক্ষ্যামঃ।

যবকাঃ শূকধান্যানামপথ্যত্বে নিকৃষ্টতমা (২) ভবন্তি, মাষাঃ শমীধান্যানাং, বর্ষা নাদেয়মুদকানাম্, ঔষরং লবণানাং, সার্ষপশাকং শাকানাং, গোমাংসং মৃগমাংসানাং, কালকপোতঃ পক্ষিণাং, ভেকো বিলেশয়ানাং, চিলিচিমো মৎস্যানাম্, আবিকং সর্পিঃ সর্পিষাম্, অবিক্ষীরং ক্ষীরাণাং, কুসুম্ভস্নেহঃ স্থাবর-স্নেহানাং, মহিষবসানূপমৃগবসানাং, কুম্ভীরবসা মৎস্যবসানাং, কাকমদ্গুবসা জলচরবিহঙ্গবসানাং, চটকবসা বিষ্কিরশকুনিবসানাং, হস্তিমেদঃ শাখাদমৃগমেদ-সাং, মূলকং কন্দানাং, লকুচং ফলানাং, ফণিতমিক্ষু বিকারাণামিতি প্রকৃত্যৈব অহিততমানামাহারবিকারাণাং নিকৃষ্টতমানি দ্রব্যাণি ব্যাখ্যাতানি ভবন্তি ॥ ২

আত্রেয় বলিলেন,—হিতকর ও অহিতকর আহার যথা;—শূকধান্যদিগের মধ্যে রক্তশালি সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠতম। এইরূপ শমীধান্যাদির মধ্যে মুদ্গ; জলসমূহের মধ্যে অন্তরীক্ষজল, লবণাদির মধ্যে সৈন্ধব; শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক উৎকৃষ্ট। মৃগমাংসের মধ্যে এণ-হরিণের মাংস; পক্ষীদিগের মধ্যে লাব, বিলেশয়দিগের মধ্যে গো-সাপ; মৎসদিগের মধ্যে রোহিত; ঘৃতদিগের মধ্যে গোঘৃত; দুগ্ধদিগের মধ্যে গোদুগ্ধ; স্থাবর স্নেহদিগের মধ্যে তিলতৈল্য; আনূপজন্তুদিগের বসার মধ্যে শূকরের বসা; মৎস্যবসার মধ্যে চুলুকীর বসা এবং জলচর পক্ষীদিগের বসার মধ্যে রাজহংসের বসা উৎকৃষ্ট। বিষ্করপক্ষীদের বসার মধ্যে কুক্কুটের এবং শাখাপত্রভোজীদের মধ্যে ছাগলের বসা উৎকৃষ্ট। মূলসমূহের মধ্যে আদা; ফলের মধ্যে কিসমিস; ইক্ষুজের মধ্যে চিনি উৎকৃষ্ট। এইরূপে স্বভাবতঃ হিতকর আহারদিগের বিষয় কথিত হইল। ১

যে সমস্ত আহার স্বভাবতঃ অহিত, তাহা বলা হইতেছে। যথা,—শূক-ধান্যের মধ্যে যবক (ক্ষুদ্রযব) অতিশয় অপকারী বলিয়া নিকৃষ্ট। শমীধান্যের মধ্যে মাষকলায়; জলের মধ্যে বর্ষকালের নদী-জল; লবণসমূহের মধ্যে ক্ষার-মৃত্তিকা এবং শাকের মধ্যে সর্ষপশাক সর্ব্বনিকৃষ্ট। পশুমাংসের মধ্যে গোমাংস; পক্ষীদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-কপোত-মাংস; বিলেশয় জন্তুদিগের মধ্যে ভেকমাংস;

১। সর্ব্বমেদসামিতি পাঠান্তরম্।

২। অত্র অপ্রকৃষ্টতমা ইতি, পরত্র চ নিকৃষ্টতমানীত্যত্র প্রকৃষ্টতমানীতি পাঠান্তরম্।

হিতাহিতাবয়বমাহারবিকারাণামতো ভূয়ঃ কর্ম্মৌষধানাঞ্চ প্রাধান্যতঃ সানুবন্ধানি দ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

তদ্‌যথা—(১) শিবানুশরণং ভূতজ্বরাপহরাণাং, মাতরো বালগ্রহাণাং, চামুণ্ডা ডাকিনীনাং, বিষ্ণুঃ কুণ্ডগ্রহাণাং, ব্রহ্মা সত্যগ্রহাণাং; দুর্গা মহাগ্রহাণাং, উমা প্রীতিকরাণাম্; স্কন্দঃ সর্ব্বগ্রহাণাম্; বিনায়কো বিঘ্নগ্রহাণাম্, আদিত্যঃ কুষ্ঠোপশমনানাং, সোম ওষধীনাং, দক্ষাশ্বিনৌ আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধানাং, মন্ত্রস্নানং সর্ব্বস্নানং, প্রাতর্হবনং শান্তীনাং, রোচনা দধিসর্পির্মঙ্গল্যানাং, তিথিশ্রবণং সর্ব্বদুঃস্বপ্নাপহানাং, তিলদানং গ্রহোপশমনীয়ানাং, গোস্পর্শনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনানাং, নগ্নকষায়দর্শনমনায়ুষ্যাণাং, সততাধ্যয়নং বুদ্ধিমেধাকরাণাং, পুংস্ত্বমেব বংশবৃদ্ধিকরাণাম্, অন্নং বৃত্তিকরাণাং শ্রেষ্ঠম্, উদকমাশ্বাসকরাণাং, সুরা শ্রমহরাণাং, ক্ষীরং জীবনীয়ানাং, মাংসং বৃংহণীয়ানাং, লবণমন্নদ্রব্যরুচিকরাণাম্, অম্লং হৃদ্যানাং, কুক্কুটো বল্যানাং, নক্ররেতো বৃষ্যাণাং, মধু শ্লেষ্মপিত্তপ্রশমনানাং, সর্পির্বাতপিত্তপ্রশমনানাং, তৈলং বাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাং (২), বমনং শ্লেষ্মহরাণাং,

মৎস্যের মধ্যে চিলচিম মৎস্য, ঘৃতের মধ্যে মেষ ঘৃত এবং দুগ্ধের মধ্যে মেষদুগ্ধ সর্ব্বনিকৃষ্ট। উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে কুসুম্ভবীজের তৈল নিকৃষ্ট। আনূপজন্তুর বসার মধ্যে মহিষের বসা; মৎস্যবসার মধ্যে কুম্ভীরের বসা; জলচর পক্ষীগণের মধ্যে পাণকৌটির বসা নিকৃষ্ট। বিষ্কির পক্ষীদিগের মধ্যে চটকের বসা; শাখা-পত্র-ভোজী জন্তুদিগের মধ্যে হস্তিবসা নিকৃষ্ট। কন্দের মধ্যে পাকা মূলো; ফলের মধ্যে লকুচ (মাদার); ইক্ষুজ দ্রব্যাদির মধ্যে ফাণিত (মাতগুড়) সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সমস্ত আহার স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের বিষয় বলা হইল। ২

হিতকর ও অহিতকর আহারের বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক সম্প্রতি কর্ম্ম ও ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টসমূহের ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা—ভূতজ্বর নাশ যাহাতে যাহাতে হয়, তন্মধ্যে প্রধান কার্য্য শিবের অনুসরণ, বালগ্রহের প্রধান মাতৃগণ, ডাকিনীগণের প্রধান চামুণ্ডা, কুণ্ডগ্রহের প্রধান বিষ্ণু, সত্যগ্রহের প্রধান ব্রহ্মা, মহাগ্রহের প্রধান দুর্গা, প্রীতিকারিণীগণের মধ্যে উমা; সর্ব্বগ্রহের প্রধান স্কন্দ, বিঘ্নগ্রহগণের প্রধান বিনায়ক, কুষ্ঠনাশকগণের মধ্যে সূর্য্য প্রধান, ওষধির মধ্যে চন্দ্র, আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধগণের মধ্যে দক্ষ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রধান। শান্তিকর্ম্মের মধ্যে মন্ত্রস্নান, সর্ব্বৌষধিস্নান ও প্রাতর্হোম প্রধান। গোরোচনা, দধি, ঘৃত মাঙ্গল্যদ্রব্যের প্রধান, দুঃস্বপ্ননাশকগণের মধ্যে তিথি-শ্রবণ প্রধান, গ্রহশান্তি-উপায়ের মধ্যে তিলদান প্রধান, আয়ুষ্করের মধ্যে গোস্পর্শ, অনায়ুষ্য বস্তুর মধ্যে নগ্নাদিদর্শন, মেধাবৃদ্ধি হেতুর মধ্যে সতত অধ্যয়ন; আর বংশবৃদ্ধি হেতুর মধ্যে পুংস্ত্বই প্রধান। জীবননির্ব্বাহক পদার্থের মধ্যে অন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তৃষ্ণানাশক পদার্থের মধ্যে জল, শ্রান্তিহরদিগের মধ্যে সুরা; জীবনীয়দিগের মধ্যে দুগ্ধ; বৃংহণীয়দিগের মধ্যে মাংস; অন্নে রুচিকারক পদার্থসমূহের মধ্যে লবণ এবং হৃদ্য (হৃদয়ের মধ্যে হিতকর) পদার্থসমূহের মধ্যে অম্ল শ্রেষ্ঠ; বলকর দ্রব্যের মধ্যে কুক্কুট-মাংস; বৃষ্যদিগের মধ্যে কুম্ভীরের শুক্র; পিত্তশ্লেষ্মনাশকদিগের মধ্যে মধু, বাতপিত্তনাশকদিগের মধ্যে ঘৃত; বাত-

১। শিবানুসরণমিত্যাদি বংশবৃদ্ধিকরাণামিত্যন্তং সর্ব্বত্র ন লভ্যতে।
২। কটুতৈলমিতি পাঠান্তরম্।

প্রাণসংজ্ঞাপ্রধানহেতূনাম্, অগ্নিরামস্তম্ভশীতশূলোদ্বেপনপ্রশমনানাং, জলং স্তম্ভনীয়ানাং, মৃদ্ভৃষ্টলোষ্ট্রনির্ব্বাপিতমুদকং তৃষ্ণাতিযোগপ্রশমনানাম্, অতিমাত্রাশনমামপ্রদোষহেতুনাং, যথাগ্ন্যভ্যবহারোঽগ্নিসন্ধুক্ষণানাং, যথাসাত্ম্যং চেষ্টাভ্যবহারশ্চ সেব্যানাং, কালভোজনমারোগ্যকরাণাং, বেগসন্ধারণমনারোগ্যকরাণাং, তৃপ্তিরাহারগুণানাং, মদ্যং সৌমনস্যজননানাম্, মদ্যাক্ষেপো ধীধৃতি-স্মৃতিহরাণাং, গুরুভোজনং দুর্বিপাকানাম্, একভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীম্বতিপ্রসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্রবেগনিগ্রহঃ ষাণ্ড্যকরাণাং, পরাদ্যতনমন্নমশ্রদ্ধাজননানাম্, অনশনমায়ুষো হ্রাসকরাণাং, প্রমিতাশনং কর্শনীয়ানাম্, অজীর্ণাধ্যশনং গ্রহণীদূষণানাং, বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধবীর্য্যাশনং নিন্দিতব্যাধিকরাণাং প্রশমঃ পথ্যানাম্, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাং, মিথ্যাযোগো ব্যাধিমুখানাং, রজস্বলাভিগমনমলক্ষ্মীমুখানাং, ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যকরাণাং, সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্যমবৃষ্যাণাম্, অযথাবলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং, বিষাদো রোগবর্দ্ধনানাং, স্নানং শ্রমহরাণাং, হর্ষঃ প্রীণানানাং, শোকঃ শোষণানাং, নির্ব্বৃত্তিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্নকরাণাম্, স্বপ্নস্তন্দ্রাকরাণাং, সর্ব্বরসাভ্যাসো বলকরাণাম্, একরসাভ্যাসো দৌর্ব্বল্যকরাণাং, গর্ভশল্যক-

---

কণ্ঠহিত বর্ণহিতকর, বিরজনীয় ও রোপণীয় (ক্ষতযোজক) দ্রব্যের মধ্যে যষ্টিমধু, বল ও চৈতন্যকারক দ্রব্যের মধ্যে বায়ু ; আম, স্তম্ভ, শীত, শূল ও কম্পনাশক দ্রব্যের মধ্যে অগ্নি ; স্তম্ভনীয় দ্রব্যের মধ্যে জল ; অতিশয় তৃষ্ণানাশক দ্রব্যের যে জলে দগ্ধ মৃন্ময় লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাপণ করা হইয়াছে সেই জল ; আমদোষকারকদিগের মধ্যে অতিমাত্র ভোজন ; অগ্নিদীপক আহারদিগের মধ্যে যথাগ্নি ভোজন ; সেবনীয়দিগের মধ্যে অভ্যাসানুরূপ কার্য্য (অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমাদি না করা) ; আরোগ্যকর উপায়দিগের মধ্যে যথাকালে ভোজন ; ব্যাধিকরদিগের মধ্যে মলমূত্রাদির বেগধারণ ; আহারগুণের মধ্যে তৃপ্তি, প্রফুল্লতাকারকদিগের মধ্যে এবং ধৃতি-স্মৃতি-নাশকদিগের মধ্যে মদ্যবিকার প্রধান।

দুষ্পরিপাকদিগের মধ্যে গুরুভোজন ; উত্তমরূপে জীর্ণকরদিগের মধ্যে একাহার ; যক্ষ্মকারকদিগের মধ্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গ ; ক্লীবতাকারকদিগের মধ্যে শুক্রবেগ ধারণ ; অন্নে ঘৃণাজনকদিগের মধ্যে পরাদ্যতন (বাসী) অন্ন, আয়ুর্হ্রাসকারকদিগের মধ্যে উপবাস ; কৃশতাকারকদিগের মধ্যে ক্ষুধাবশেষ ভোজন ; গ্রহণীদোষকারকদিগের মধ্যে অজীর্ণ থাকিতে পুনর্ভোজন। অগ্নিবৈষম্যকারকদিগের মধ্যে বিষমভোজন (অসময়ে অধিক বা অল্প আহার) ; কুষ্ঠাদি-নিন্দিতব্যাধিকারকদিগের মধ্যে দুগ্ধমাংসাদি বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহের একত্র ভোজন, হিতকরদিগের মধ্যে শান্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অপথ্যের মধ্যে আয়াস (অতিরিক্ত পরিশ্রম) প্রধান। ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে আহারবিহারাদির মিথ্যাযোগ ; অলক্ষ্মীজনকদিগের মধ্যে রজস্বলাগমন ; আয়ুর্ব্বর্দ্ধকদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, বৃষ্যদিগের মধ্যে সঙ্কল্পসাধন। অবৃষ্যদিগের মধ্যে মনের অস্ফূর্ত্তি ; প্রাণহন্তারকদিগের মধ্যে বলের অধিক কার্য্যকরণ ; রোগবর্দ্ধনদিগের মধ্যে বিষাদ ; শ্রমহরদিগের মধ্যে স্নান ; প্রীতিকারকদিগের মধ্যে হর্ষ ; শোষণকারকদিগের মধ্যে শোক ; পুষ্টিকরদিগের মধ্যে সন্তোষ ; নিদ্রাকরদিগের মধ্যে পুষ্টি এবং তন্দ্রাকারকদিগের মধ্যে নিদ্রা উত্তম। বলকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বরসাভ্যাস (অর্থাৎ অম্ল-মধুরাদি সর্ব্বদ্রব্য ভোজন) ; দৌর্ব্বল্যকারকদিগের মধ্যে এক

মহার্ঘ্যাণাম্, অজীর্ণমুদ্ধার্য্যাণাং[১] বালো মৃদুভেষজীয়ানাং, বৃদ্ধো যাপ্যানাং, গর্ভিণী তীক্ষ্ণৌষধব্যায়ামবর্জ্জনীয়ানাং, সৌমনস্যং গর্ভধারকাণাং, সন্নিপাতো দুশ্চিকিৎস্যানাম্, আমো বিষমচিকিৎসানাং, জ্বরো রোগাণাং, কুষ্ঠং দীর্ঘরোগাণাং, রাজযক্ষ্মা রোগসমূহানাং, জলৌকসোঽনুশস্ত্রাণাং, হিমবান্ ঔষধভূমীনাং, শিবো মন্ত্রসিদ্ধীনাং, দুর্গারাধনং বিজয়ানাং, সমাধী রসায়নানাং, নাস্তিকো বর্জ্জ্যানাং, লৌল্যং ক্লেশকরাণাং, বহুতন্ত্রাবলোকনং বিমলীকরাণাং, তদ্বিদ্যসম্ভাষা বুদ্ধিবর্দ্ধনানাং আয়ুর্ব্বেদোঽমৃতানাং সন্তোষঃ সুখানামিতি।। ৩

সর্ব্বেষাং সাধনে হেতুরারোগ্যং সমুদাহৃতম্।
তস্মাৎ প্রযত্নতো বৎস প্রথমেদং সমভ্যসেৎ ॥ ৪
বেদাঙ্গানাং তথা জ্যোতির্বরিষ্ঠং মুনিসত্তম।
উপাঙ্গানাং তথা চৈতদায়ুর্ব্বেদো বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
কপিলো হেমকুক্ষিশ্চ বরুণো জলদাধিপঃ।
মেখলা নিষঠে[২] রুদ্রো দুন্দুভিঃ পুলহো হরিঃ ॥ ৬
যজনঃ সামকশ্চেন্দুঃ কাশিকো জনকো বপুঃ।
হেমঃ সুমালী দীপ্তিশ্চ ভানুঃ কর্ণঃ প্রভাকপিঃ ॥ ৭
সুষেণো মহিমা পিঙ্গো ব্রহ্মা দক্ষপ্রজাপতিঃ।
আশ্বিনৌ বৃত্রহা অত্রিরেতে বেদবিদাং বরাঃ।
আয়ুর্ব্বেদার্থকুশলা অমরত্বং গতা মুনে ॥ ৮

রসাভ্যাস; অনাকর্ষণীয়দিগের মধ্যে গর্ভশল্য (গর্ভপ্রসব না হইয়া গর্ভাশয়ে আটকাইয়া গেলে তাহাকে গর্ভশল্য কহে), বমনীয়দিগের মধ্যে অজীর্ণ; মৃদু ঔষধযোগে চিকিৎসনীয়দিগের মধ্যে বালক; যাপ্যদিগের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তির রোগ; তীক্ষ্ণ ঔষধ, ব্যায়াম ও পুরুষসংসর্গবির্জ্জনীয়াদিগের মধ্যে গর্ভিণী; গর্ভধারকদিগের মধ্যে প্রসন্নতা; দুশ্চিকিৎস্যদিগের মধ্যে সন্নিপাত; বিরুদ্ধ চিকিৎসার মধ্যে আমচিকিৎসা। রোগদিগের মধ্যে জ্বর; দীর্ঘকালস্থায়ী রোগদিগের মধ্যে কুষ্ঠ; সকল দুশ্চিকিৎস্য রোগের মধ্যে রাজযক্ষ্মা; উপশস্ত্রের মধ্যে জলৌকা, যাবৎ ঔষধাকরের মধ্যে হিমালয়, মন্ত্রসিদ্ধির মধ্যে শিবসাক্ষাৎকার, জয়সাধনপ্রক্রিয়ার মধ্যে ভগবতী দুর্গার আরাধনা; রসায়নবিধির মধ্যে সমাধি অতি প্রশস্ত এবং নিন্দনীয়দিগের মধ্যে নাস্তিক ব্যক্তি ও ক্লেশকরের মধ্যে লোলতা অতি নিন্দনীয়। মনঃপ্রসাদকর কার্য্যের মধ্যে নানা তন্ত্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা-সম্পাদক উপায়ের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়ই প্রশস্ত এবং আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় জীবিতদিগের স্থায়ি-সুখকর ও সন্তোষজনক কিছু নাই। ৩

যেহেতু আরোগ্যই সকল কার্য্য-সিদ্ধির প্রধান কারণরূপে উক্ত হয়; হে বৎস। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে অতি যত্নে আয়ুর্ব্বেদ অভ্যাস করিবে। ৪

বেদের অঙ্গশাস্ত্রের মধ্যে যেমন জ্যোতিঃশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ উপাঙ্গ সকলের মধ্যেও প্রত্যক্ষ-ফলদায়ী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রথম হইয়াছে। ৫

হে মুনিবর। কপিল, হেমকুক্ষি, জলরাজ বরুণ, মেখলা, নিষধ, রুদ্র, দুন্দুভি, পুলহ, হরি, যজন, সামক, ইন্দু, কাশিক, জনক, বপু, হেম, সুমালী, দীপ্তি, ভানু, কর্ণ, প্রভাকপি, সুষেণ, মহিমা, পিঙ্গ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, বৃত্রহা

১। রোগহেতূনামিত্যপি পাঠঃ।
২। নিষধ ইতি পাঠান্তরম্।

মিত্রাণামুপকারায় অপকারায় শত্রবে।
হিতাহিতস্য বেত্তারো দৃষ্টাদৃষ্টপ্রসাধনম্ ॥ ৯
স্বহিতপরপ্রীতিনা শিবেন পরমাত্মনা।
খট্বাঙ্গজিঘাংসতা বৎস আয়ুর্ব্বেদঃ প্রকাশিতঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে আয়ুর্ব্বেদনির্ব্বেদসমাপ্তির্নাম
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০

ও অত্রি এই বেদবিদ্ মহাত্মগণ সকলেই আয়ুর্ব্বেদের পরমার্থ অবগত হইয়াই অমর হইয়াছেন। ৬-৮

এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে, মিত্রগণের উপকার ও শত্রুদিগের অপকার করা যায় এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হিত ও অহিত সকল জ্ঞাত হওয়া যায়। ৯

পরমাত্মা শিব নিজ হিত ও পরের সন্তোষ কামনা করিয়া খট্বাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ১০

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০

একাদশাধিকশতমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

কথং খট্বাসুরশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদং প্রকাশিতম্ ।
নিহতো দেবদেবেন তন্মে ব্রূহি সনাতন ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

গজরূপো মহাদেবো অটন্ মালব্য-পর্ব্বতে ।
খং বিভাগে স্থিতো বিষ্ণুঃ পথমার্গং নিবারতে ॥ ২
তয়োঃ সংরব্ধরোষাণাং মহাযুদ্ধং মহাত্মনোঃ ।
উৎপন্নো বিশ্বরূপাত্মা মহারূপো মহাবলঃ ॥ ৩
অনন্ততেজাঃ পিঙ্গাক্ষো বহুমায়াগুণাত্মকঃ ।
ভান্বাযুতসহস্রাভঃ কালানলসমপ্রভঃ ॥ ৪
সূর্য্যসোমেক্ষণশ্চণ্ডঃ পাতালাঙ্ঘ্রিনখাঙ্গুলিঃ ।
নানা নাগাঃ সুরাঃ সর্ব্বে জঙ্ঘে ভূধরজানুনী ॥ ৫
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং নাভিশ্চ মহর্বক্ষসম্ ।
জনং গ্রীবা তপো বক্ত্রং শিরঃ সত্যময়ং বপুঃ ॥ ৬
বিষ্ণোস্তপস্যাবিঘ্নং স নির্ব্বাণং গচ্ছতস্ততঃ ।
অসুরাঙ্গং সমাস্থায় বিষ্ণুর্যোধিতবাংস্তদা ॥ ৭
কৃত্বা বপুর্মহাসূক্ষ্মং বহুমায়ো মহাবলঃ ।
ঘাতিতো বিষ্ণুরুদ্রাভ্যাং ভূয়োভূয়ো বিবর্দ্ধতে ॥ ৮

মনু কহিলেন,—হে সনাতন! মহাদেব আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া কি প্রকারে খট্বাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন । ১

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহাদেব গজরূপ ধারণ করিয়া, মালব্য পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে বিষ্ণু আকাশ-পথে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন । ২

তাহাতে সেই মহাত্মদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৩

তাঁহাদের ক্রোধ হইতে অতি তেজস্বী রূপবান্ মহাবলিষ্ঠ মায়াবী পিঙ্গল নেত্র একটি পুরুষ উৎপন্ন হইল । ৪

দেখিলে তাহাকে প্রলয়বহ্নিরূপে প্রতীয়মান হয় । অযুতভাবযুক্ত সেই প্রচণ্ড পুরুষের চন্দ্র সূর্য্য নয়ন স্থানীয় হইলেন । চরণাঙ্গুলিসমুদয় পাতালকে স্পর্শ করিল । দেবতা ও নাগগণ জঙ্ঘাস্থান, পর্ব্বতসমুদয় জানুস্থান প্রাপ্ত হইলেন । ৫

ভূর্লোক ও ভুবর্লোক নাভি হইল । মহর্লোক বক্ষঃস্থল, জনলোক গ্রীবা, তপলোক মুখ এবং সত্যলোক মস্তক হইল । এইরূপে তাহার শরীর প্রকাশিত হইল । ৬

তখন সেই অসুর মোক্ষরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর তপস্যার বিঘ্ন করিতে লাগিল । তখন বিষ্ণুও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তখন বিষ্ণু ও শিব উভয়ে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, সেই মায়াবী অসুরকে যতই প্রহার করিতে লাগিলেন, ততই

শর শক্তিগদাদণ্ডপরশ্বায়ুধঘাতজান্ ।
পদ্মং পদ্মসহস্রাণাং বিসৃষ্ট আত্মবিগ্রহাৎ ॥ ৯
তৈঃ সমায়া সমুদ্ধূতৈঃ খট্বাদেহসমুদ্ভবৈঃ ।
বেষ্টিতৌ বিষ্ণুবিঘ্নেশৌ যুধ্যমানৌ মহাবলৌ ॥ ১০
নিঃস্পন্দং বিষ্ণুং কৃত্বা তু বিঘ্নেশঞ্চ মহাবলম্ ।
ইন্দ্রাদীন্ স সুরান্ বৎস যোধনায় সমুদ্যতঃ ॥ ১১
ইন্দ্রচন্দ্রবসুব্রহ্মযমরক্ষোদিবাকরান্ ।
স জিত্বা চৈব দেবাংশ্চ পাতালানভিবিদ্রবৎ ॥ ১২
এবং দেবাসুরান্ নাগান্ পূর্ব্বমার্গব্যবস্থিতান্ ।
নির্জ্জিত্য স্ববশে কৃত্বা পুনশ্চৈব নিবেশ্য তান্ ॥ ১৩
ততঃ সমারভেত্তোগ্রং কণভুক্ সলিলাশনঃ ॥ ১৪
গোমূত্রগোময়াহারো বায্বাহারোঽথবা পুনঃ ।
অবাঙ্মুখো ধূমভুজো অর্ব্বুদন্ত সমাস্থিতঃ ॥ ১৫
ততস্তস্যাভবদ্দেবো বরদানে সমুৎসুকঃ ।
ত্রিমূর্ত্তির্বিশ্বরূপাত্মা শশাঙ্কাঙ্কিতশেখরঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে খট্বাসুরোৎপত্তির্নামৈক-
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

সে দ্বিগুণ বল ধারণ পূর্ব্বক মায়াবলে শর, শক্তি, গদা, দণ্ড, পরশু, আয়ুধ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিজ দেহ হইতে প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মহাবলপরাক্রান্ত বিষ্ণু ও মহাদেব সেই খট্বাসুরের দেহসম্ভূত অস্ত্রনিচয়ে বেষ্টিত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭-৯

হে বৎস! খট্বাসুর ক্ষণকালমধ্যে বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে নিশ্চেষ্ট করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত যুদ্ধ-কামনায় অগ্রসর হইল এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু, ব্রহ্মা, যম, রাক্ষস, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণকে পরাভূত করিয়া পাতালাভিমুখে ধাবমান হইল। ১০-১২

এইরূপে দেবতা, দানব ও নাগদিগকে পরাজিত করিয়া নিজের অধীনে আনিয়া, পুনরায় স্ব স্ব অধিকারে স্থাপন করিল। পরে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ১৩-১৪

কখন বা গোময়, গোমূত্র, কখন কণামাত্র বারিপান, কখন বা অধোমুখ হইয়া ধূমমাত্র পান করিতে লাগিল। ১৫

এইরূপে এক অর্ব্বুদ কাল তপস্যা করিলে, ত্রিগুণময় বিশ্বরূপ ভগবান্ শশিশেখর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানে ব্যগ্র হইলেন। ১৬

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বশিষ্ঠ উবাচ—

কোঽসৌ গজাননো দেবঃ কথং বা সমগচ্ছত।
কথং নিবারয়েদ্ বিষ্ণুমেতদিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ১

মনুরুবাচ—

যথাহি তস্য দণ্ডে চ হেমজং ক্ষিতিভূষণম্।
লোকালোকঃ সমাখ্যাতং তস্য পূর্ব্বেণ ভূধরঃ॥২
মালব্যো নাম বিখ্যাত ঋষিদেবনিষেবিতঃ।
সিদ্ধকিন্নরগন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণসেবিতঃ॥ ৩
নানাদ্রুমলতাকীর্ণঃ ফলপুষ্পসমাবৃতঃ।
সরিৎসরোবরাকীর্ণো দীর্ঘিকানদমালিতঃ॥ ৪
হংসকারণ্ডবচক্র-জীবঞ্জীবকনাদিতঃ।
বহুপক্ষিসদাঘুষ্টো অভিরম্য-মনোহরঃ॥ ৫
তস্মিন্ পর্ব্বতরাজেন্দ্রে পীতবাসা জগৎপতিঃ।
সত্ত্বাত্মকো মহমায়ো জগতঃ পতিঃ কেশবঃ॥ ৬
স্থিত্যর্থমভিমাস্থায় স্থিতো বিগ্রহরূপিণঃ।
সদারতিমুদাযুক্তঃ ক্রীড়মানঃ শ্রিয়া সহ॥ ৭
তাবৎ তত্র ক্রিয়াশক্তি র্হ্যজস্ত প্রভবো মহান্॥ ৮
বিগ্রহীভূতদেবাদ্যা সমাযযুস্তপং প্রতি।
সা বিদ্যা বেদভাবেন মহত্তপঃসমাস্থিতা॥ ৯

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ! গজানন কোন দেবতা, কিরূপেই বা তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল? কেনই বা তিনি বিষ্ণুকে নিবারণ করিয়াছিলেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা বলুন। ১

মনু কহিলেন,—পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ মেরু নামক একটি সুবর্ণময় পর্ব্বত আছে। তাহার পূর্ব্বভাগে মালব্যনামে পর্ব্বত আছে। ২

উহাতে দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধ, কিন্নর,গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিত্য বাস করেন। ৩

ঐ পর্ব্বত পুষ্পফলে পরিপূর্ণ, বিবিধ বৃক্ষ-লতা নিচয়ে ও অসংখ্য নদ, নদী, দীর্ঘিকা ও সরোবরসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৪

হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক প্রভৃতি বহুতর পক্ষিগণের অস্ফুট নিনাদে সমধিক মনোহর ও রমণীয় হইয়াছে। ৫

সেই পর্ব্বতরাজ মালব্যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মায়াময় জগদীশ পীতাম্বর কেশব এই সৃষ্ট সংসারের স্থিতিজন্য শরীর ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর সহিত সানুরাগে পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। ৬-৭

অন্যান্য দেবতারা সেই অনন্তদেবের ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া তথায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ৮

বিদ্যাদেবীও বেদস্বরূপে প্রকাশ পাইলেন। ৯

বিষ্ণুনা চ সমাস্থায় প্রকৃত্যৈবং ব্যবস্থিতা।
তদা তস্যাভবদ্ভাবো রাজসঃ পরমেচ্ছয়া॥ ১০
পাণৌ সংমথয়িত্বা তু নরকায় গজাননম্।
সত্ত্বোদ্রিক্তং সৃজেদেবং সর্ব্বদেবময়ং বিভুম্॥ ১১
চন্দ্রাদিত্যানলা নেত্রা ব্রহ্মা চৈব শিরো বভুঃ।
কেশা বনস্পতিস্তস্য রুদ্রা গ্রীবাসমাশ্রিতাঃ॥ ১২
দশনা গ্রহনক্ষত্রা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তু ওষ্ঠয়োঃ।
জিহ্বা সরস্বতী তস্যাঃ শ্রোত্রে চৈব দিশো দশ॥ ১৩
ইন্দ্রো নাসাগতস্তস্য ভবোর্মধ্যে হরঃ স্মৃতঃ।
সাগরা জঠরং তস্য ঋষয়ো রোমকূপগাঃ॥ ১৪
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ পিশাচা দানুরাক্ষসাঃ।
উদরস্থা তু দেবস্য নদ্যো বাহৌ সমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
অঙ্গুল্যো ভুজগস্তস্য নখাস্তারাগণাঃ স্মৃতাঃ।
হৃদয়স্থা শ্রিয়াদেবী মেরুঃ পৃষ্ঠগতোরভূৎ॥ ১৬
যমো ধর্ম্মশ্চ নাভৌ তু কট্যাস্তু পৃথিবী স্থিতা।
লিঙ্গে সৃষ্টিং বিজানীয়াদশ্বিনৌ জানুনি স্থিতৌ॥ ১৭
পর্ব্বতাশ্চোরুদেশস্থাঃ পাতালাননকৌ স্মৃতাঃ।
নারকা ভুবনাস্তস্য পাদস্থা মুনিসত্তম॥ ১৮
কালাগ্নিশ্চ স্বয়ং রুদ্রঃ পাদাঙ্গুষ্ঠসমাশ্রিতঃ।
বেদাশ্চ মনবঃ কল্পা দিনাঃ কাষ্ঠা কলা লবাঃ।
সর্ব্বে তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ॥ ১৯

বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবানের নিত্য ইচ্ছার প্রকাশে একটি রাজস ভাব উপস্থিত হইল। ১০

তাহাতে তিনি নিজ পাণিতল মন্থন করিয়া, সর্ব্বদেবময় প্রভু গজাননের সৃষ্টি করিলেন। ১১

চন্দ্র, সূর্য্য ও অনল ইঁহারা তাঁহার নয়ন হইলেন। ব্রহ্মা মস্তক হইলেন, বৃক্ষশ্রেণী কেশনিচয়, একাদশ রুদ্র গ্রীবাদেশ। ১২

গ্রহনক্ষত্রাদি দন্তপঙ্‌ক্তি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ওষ্ঠদ্বয় এবং স্বয়ং সরস্বতী জিহ্বা এবং দশদিক্ কর্ণদ্বয় হইলেন। ১৩

দেবরাজ নাসিকা-স্থান অধিকার করিলেন। স্বয়ং মহাদেব ভ্রূমধ্যে অবস্থিত হইলেন। সপ্তসাগর জঠর হইল ও ঋষিগণ প্রতি লোম-কূপে অবস্থান করিলেন। ১৪

যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও পিশাচ ইহারা সেই দেবের উদরমধ্যে অবস্থিত হইল। নদীগণ বাহুদ্বয়ে আশ্রয় লইল। ১৫

সর্পেরা অঙ্গুলি ও তারাগণ নখরাজি হইলেন এবং মেরুশিখরচারিণী আদিদেবী তাঁহার হৃন্মর্ম্ম অধিকার করিলেন। ১৬

ধর্ম্ম ও যম নাভিতে, পৃথিবী কটিদেশে, লিঙ্গে সৃষ্টিদেবী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জানুদ্বয়ে। ১৭

পর্ব্বতেরা উরুদেশে, পাতালবাসীরা অলকে, মনুষ্যলোক চরণদ্বয়ে অবস্থান করিলেন। ১৮

এবং সর্ব্বাত্মকং দৃষ্ট্বা গজবক্ত্রস্তু বিষ্ণুনা।
প্রণম্যো মুদিতো ভক্ত্যা তুতোষ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিনায়কোৎপত্তির্নাম
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

তদীয় চরণের অঙ্গুষ্ঠে স্বয়ং রুদ্র প্রলয়াগ্নি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহাতে যুগ, মনু, কল্প, দিন, কাষ্ঠা, কলা ও লব প্রভৃতি বিভক্ত কালাবয়ব সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৯

বিষ্ণু সেই গজাননকে এইরূপ সর্ব্বময় অবলোকন করিয়া পরমানন্দে প্রণাম করত ভক্তিযোগে নানা স্তব করিয়া সন্তোষ করিতে লাগিলেন। ২০

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বিষ্ণুরুবাচ—

স্তোষ্যে সুরারিদমনং রিপূণাং
বৈরিহাণ গজবক্ত্র সুদন্তশোভনম্ ।
তং ভাতি কুন্দহিমশঙ্খশশাঙ্কদন্তং
তাম্রাভকান্তিবপুষং রুচিরারুণাভম্ ॥ ১
তং ভাতি অর্পিতজগচ্ছশিসূর্য্যমার্গং
গাং গচ্ছতীতি ইব মেরু সুরারিহন্তম্ ॥ ২
তং ত্বং নমামি ভগবন্ প্রমথেশজাতং ।
তর্জ্জন্ সুরারিভয়দং দনুদর্পহন্তম্ ॥ ৩
তারাভমৌক্তিককৃতবনমালগ্রীবং
বারাহবক্ত্র দৃঢ়দংষ্ট্র ইবাংশুশোভম্ ।
ভৃঙ্গোপগীতমদগণ্ডসুসেব্যমানং
তং ত্বং নমামি বরদং বরদায়কং তম্ ॥ ৪
তারারিণং প্রমথভ্রাতৃবরং সুরেশং
শম্ভোর্দ্বিতীয় ইব মূর্ত্তিসুচারুবেশম্ ।
নানাবিচিত্ররূপশোভিতচারুহারং
জম্ভকান্ত ইব মহাপ্রমাণম্ ॥ ৫
নাগেন্দ্রভোগকৃতশেখরমূর্দ্ধি মানং
লম্বন্ত চারুচমরং রণকার্য্যবীরম্ ।
স্তম্ভন্ত শক্রবনকান্তমহান্তমন্তং
তং মাতৃযোগিগণমর্চ্চিতমুষ্টমিষ্টম্ ॥ ৬

বিষ্ণু কহিলেন,—হে গজানন ! আপনাকে স্তব করিতেছি, আপনি দেবতাদিগের শত্রু বিনাশ করুন। আমার দন্তাবলি কুন্দ, হিম ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ও সুন্দর। দেহকান্তি তাম্রবর্ণ হওয়ায় বড়ই মনোহর হইয়াছে। ১

হে ভগবন্ দৈত্যদর্পনাশন ! আপনি স্বদেহে সূর্য্যের পথ রোধ করিয়াছেন ও দেহভারে সুমেরুকে ভূমধ্যে সমধিক নিহিত করিতেছেন। ২

তর্জ্জন দ্বারা দানবদিগের ভয় উৎপাদন করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। ৩

নক্ষত্রের ন্যায় সুশোভন মুক্তা-নিচয়ে রচিত বনমালায় গ্রীবাদেশ অতি সুশোভিত হইয়াছে এবং মুখমণ্ডল দৃঢ়দন্তের কিরণে শোভমান রহিয়াছে এবং মদস্রাবী গণ্ডস্থল ভৃঙ্গগণে উপগীত হইতেছে। হে বরদ দেব আপনাকে নমস্কার। ৪

আপনি দেবতাদিগের প্রথম ভ্রাতা এবং আপনাকে মহাদেবের দ্বিতীয়-মূর্ত্তির ন্যায় বোধ হইতেছে ; হে সুবেশধারিণ্ ! আপনাকে নমস্কার। ৫

আপনার গলদেশে বিচিত্র সুন্দর হার শোভা পাইতেছে। হে রণকুশল দেব ! আপনার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ এবং সর্পনিচয় শিরোভূষণ হইয়াছে ! হে শত্রুবল-বিনাশক ! যোগিনীগণ আপনার নিত্য সেবা করিতেছে। ৬

হুঙ্কারকারবরনাদিতঘণ্টাশব্দং
দংষ্ট্রাগ্রলগ্নদনুদন্তিঘটাকলাপম্
পঙ্কাকরেণু রজপঙ্কজকর্ণং
চামীকরখচিতমরকতসংসেব্যমানম্ ॥ ৭
লম্বন্ত কর্ণপর্ণশঙ্খশ্চ সুচারুচামরং
রক্তান্তনেত্রকর্ণায়তচারুতুঙ্গম্ ।
গম্ভীরগর্জ্জিতমহারবমেঘশব্দং
দণ্ডাঙ্কুশপরশুমেখলসূত্রধারম্ ॥ ৮
ববাজাতে সকলপর্ব্বতসানুকণ্ঠং
চণ্ডাতিনূপুরধ্বনিমুখরং বিশ্রান্তম্ ।
তস্মৈ নমামি সততং জগতো হিতায়
বিঘ্নেশ্বরায় বরদায় বরপ্রদায় ॥ ৯
বামৈকহস্তসততং কৃতলড্ডুকায়
সিদ্ধার্থসুবভিগন্ধবিলেপনায় ।
ব্রহ্মেন্দ্রচন্দ্রবসুশঙ্করসংস্তুতায়
গঙ্গাজলৌঘ ইব দানমহাপ্রদায় ॥ ১০
ইচ্ছার্থ-ঈহিতফলপ্রদায় শিবায়
সম্পূজয়স্ব মম দেবশুভং শুভায় ।
বিঘ্নং বিনাশয় প্রভো সুরসিদ্ধশত্রুং
শক্রস্য ব্যাধিতদিবস্য শুভং প্রযচ্ছ ॥ ১১
স্তুত্বা তু শক্তিতনয়ং প্রযতেন বিষ্ণো
স্তুষ্টঃ সমীহিতবরং দদতে চ তস্য ।
বিষ্ণোস্তবার্থমিদং শৈলবরং হরেণ
সংপ্রেষিতো রিপুহরায় পুরন্দরস্য ॥ ১২

আপনার হুঙ্কার-রব ঘণ্টাশব্দের অনুকারী এবং দন্তের অগ্রভাগে রিপু-হস্তিগণ সংলগ্ন আছে। বেণুরজ ও পঙ্কজের ন্যায় আপনার বর্ণ। সুবর্ণখচিত মরকত-মণিময় সুচারু চামরে আপনার ব্যজন হইতেছে। ৭

পলাশপত্রের ন্যায় বিশাল ও শঙ্খের ন্যায় আবর্ত্তযুক্ত কর্ণকুহরে ও রক্তবর্ণ কর্ণান্ত-বিস্তৃত সুন্দর নয়নদ্বয়ে আপনি সুশোভিত আছেন। মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর শব্দ করিতেছেন এবং দণ্ড, অঙ্কুশ, পরশু, মেখলা ও সূত্রধারণপূর্ব্বক ভীষণ নূপুর-নিনাদে এই পর্ব্বতসানুদেশে মুখরিত করিয়া শোভা পাইতেছেন। হে বিঘ্নেশ্বর! বরদ দেব! আপনি জগতের মঙ্গলার্থে আবির্ভূত হইয়াছেন। আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করি। ৮-৯

আপনি এক হস্তে লড্ডুক, অপর হস্তে সিদ্ধার্থ ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতেছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু, শঙ্কর ও রাক্ষসাদি আপনাকে স্তব করিতেছে। গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় আপনার মদধারা নির্গতা হইতেছে। ১০

হে প্রভো! আপনি ভক্তের অভীষ্ট প্রদান করেন বলিয়া আপনার পূজা করিতেছি। আমার কল্যাণ করুন এবং দেবতা ও সিদ্ধগণের শত্রু বিঘ্নাসুরকে বিনাশ করিয়া, ইন্দ্রের ব্যাকুলতা দূর করত শুভ প্রদান করুন। ১১

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু, সেই শক্তি-সম্ভূত পুরুষের পরমাগ্রহে স্তব করিলে

ময়োচ্যতাং বদ ভবান্ কিমহং করোমি
ত্রৈলোক্যনির্জ্জিতরিপুং ত্বহং দদামি ॥ ১৩
এবং স্তুত্বা তদা দেবং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
তুতুষ্ট বরদীভূত বিঘ্নস্য নিধনায় চ ॥ ১৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিনায়কস্তবো নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন। হে বিষ্ণো! তোমার সন্তোষার্থ ও দেবরাজের শত্রু সংহার করিবার জন্য মহাদেব আমাকে এই পর্ব্বতে পাঠাইয়াছেন। ১২

এক্ষণে বল, আমাকে কি করিতে হইবে? আমি নিমেষমধ্যে ত্রৈলোক্যের শত্রুকে পরাজয় করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি। ১৩

বিনায়ক জগদীশ্বর বিষ্ণুর এবংবিধ নানা স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিঘ্ন-বিনাশের জন্য স্বীকৃত হইলেন। ১৪

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

মনুরুবাচ—

দত্তে বিষ্ণৌ বরে ব্রহ্মন্ পতিপন্নে চ বেদনে।
আযযুর্হরব্রহ্মাণৌ বাসবাদিত্যচন্দ্রমাঃ ॥ ১
তুতোষ বিধিবদ্ ভক্ত্যা পূজয়িত্বা যথাক্রমম্।
ঈশ্বরো দদতে পূর্ব্বমর্দ্ধচন্দ্রং মহোদয়ম্ ॥ ২
ব্রহ্মণা মেখলা শুভ্রা ভানুনা চারু বিক্রমম্।
বিষ্ণুনা শঙ্খশারঙ্গৌ বাসবো বজ্রমুত্তমম্ ॥ ৩
যমো দণ্ডং বিচিত্রন্তু গদাং ধনদপাম্পতা।
অঙ্কুশং পাশখড়্গঞ্চ রক্ষেন্দ্রো গমনং পুনঃ॥ ৪
দিগ্‌গজানথ নাগেশ্চ কূটংকাকটিসূত্রকে।
নক্ষত্রা গেণ্ডুমালাদি মাতর আত্মতুল্যতাম্ ॥ ৫
উমা দেবী তু বিজ্ঞানং শঙ্করো যোগমুত্তমম্।
ওজস্তেজশ্চ সিদ্ধিশ্চ যোগিভিঃ প্রতিপাদিতা ॥ ৬
ঋষিভির্নদশৈলৈশ্চ সমুদ্রৈশ্চ তথা পুনঃ।
তরপ্লবৌ চ গাম্ভীর্য্যং বিধিবৎ প্রতিপাদিতম্ ॥ ৭
এবং কৃত্বা ততস্তস্য শঙ্করাদি মহাপ্রভাম্।
দত্তানি দিব্য চাস্ত্রাণি সমন্ত্রাণি ব্রতানি চ ॥ ৮

মনু কহিলেন,—এইরূপে বিনায়ক বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইলেন। ১

যথাবিধি ভক্তিযোগে তাঁহাকে পূজা ও উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর প্রথমেই নিত্যোদিত অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন। ২

ব্রহ্মা শ্বেতমেখলা, সূর্য্য বিক্রম এবং বিষ্ণু দিলেন শঙ্খ ও ধনু। ইন্দ্র দিলেন উত্তম বজ্র। ৩

যম বিচিত্র দণ্ড এবং বরুণ গদা, অঙ্কুশ ও পাশ প্রদান করিলেন। ৪

রাক্ষসরাজ গমনপরিপাটী, ত্রিকূটাচল, কটিসূত্র, নক্ষত্রগণ গেণ্ডুমালা। ৫

উমাদেবী বিজ্ঞান, মহাদেব যোগ-পরিপাটী, যোগিগণ তেজ, বল ও সিদ্ধি প্রদান করিলেন। ৬

ঋষিগণ, পর্ব্বতেরা ও নদ সমুদয় স্ব স্ব প্রিয় দ্রব্য উপহার দিলেন। সমুদ্রেরা যথাবিধানে নিজ গাম্ভীর্য্য প্রদান করিলেন। ৭

এইরূপে শিবাদি দেবতারা মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র সকল ও ব্রত সমুদয় প্রদান করিলেন। ৮

অভিষিক্তঃ শিবেনাস্য সর্ব্বেষাং নায়কো ভবান্।
ভবিতা সর্ব্বকার্য্যেষু ত্বঞ্চ দেব অনায়কঃ।
বিনায়কেতি দেবানাং লোকে খ্যাতিং ব্রজিষ্যতি ॥ ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিনায়কাভিষেকবরদানং
নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

দেবদেব তাঁহাকে সকল দেবতার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—হে দেব! তুমি অদ্যাবধি সংসারে বিনায়ক দেব নামে বিখ্যাত হইয়া সকল কার্য্যেই সর্ব্বাগ্রে পূজনীয় হইবে। ৯

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বসিষ্ঠ উবাচ—

তুষ্টে বিনায়কে বিষ্ণৌ হ্যভিষিক্তে গজাননে।
কিং কুর্ব্বন্ দেবরাজেন্দ্রঃ কিংবা শঙ্করকেশবৌ ॥ ১

মনুরুবাচ—

পুরস্কৃত্য তদা দেবং গজবক্ত্রং মহাবলম্।
বিঘ্নস্য ঘাতনার্থায় প্রযযাবুদয়াচলম্ ॥ ২
যত্রাসৌ দনুশার্দ্দূলসর্ব্বদেবভয়াবহঃ।
অযুতচ্ছ্রয়মানেন যোজনাপাদবিস্তরম্ ॥ ৩
দশাংশেন চ পাদস্তাং পদ্মানি নব সপ্ত চ।
কৃত্বা তু তাং তথা যোধান্ সংগ্রামমভবন্মহৎ ॥ ৪
দানবৈর্নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে বিঘ্নজৈর্গজবাহিনী।
দেবাঃ পশ্যন্তি সন্ত্রস্তা যদি ভগ্নো বিনায়কঃ।
তদা ন জানীমঃ কস্মাদ্রক্ষা শক্রস্য সঙ্গরে ॥ ৫
দেবেন শূলিনা তস্মাদ্বজ্রিণা চক্রিণা তথা।
মুক্তানি দিব্যান্যস্ত্রাণি তথা তেনৈব শাসিতঃ ॥ ৬
বিবৃদ্ধমন্যুঃ সংরব্ধো গজেন্দ্রঃ পুনরুদ্যতঃ।
তথা বিনায়কঃ ক্রুদ্ধো গৃহীত্বা শঙ্করায়ুধম্ ॥ ৭
বিঘ্নস্য চিচ্ছেদে কণ্ঠং বিঘ্নান্ পাপান্ নিবারয়েৎ।
বিঘ্নান্যাসেন রোধিত্বা সর্ব্বাংস্তানভিঘাতয়েৎ ॥ ৮

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ! বিষ্ণু বিনায়কের স্তব করিলে, মহাদেব তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু তখন ইন্দ্র এবং মহাদেব ও কেশবই বা আর কি করিলেন, তাহা বলুন। ১

মনু বলিলেন,—তখন তাঁহারা মহাবলিষ্ঠ দেব গজাননকে অগ্রসর করিয়া বিঘ্নবিনাশের জন্য উদয়াচলে গমন করিলেন। ২

তথায় সেই দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর, গগনস্পর্শী ও যোজনবিস্তৃত দানবরাজ নবসপ্ততি সেনার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ৩-৪

তাহাতে বিঘ্নপক্ষীয় দানবগণ কর্তৃক গজসৈন্যকে পরাজিত হইতে দেখিয়া দেবতারা বিনায়কের রণে পরাঙ্মুখ হইবার আশঙ্কায় ভীত হইলেন ও তৎকালে ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র স্ব স্ব দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিলেন। ৫-৬

তদ্দর্শনে বিনায়ক দ্বিগুণ বলধারণপূর্ব্বক সমধিক কুপিত হইয়া রুদ্রাস্ত্র-প্রয়োগে বিঘ্নাসুরের কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া পাপময় বিঘ্ন দেহ হইতে অপসারিত করিলেন ও অপর যে সকল বিঘ্নসৈন্য প্রতিকূলতাচরণ করিল, তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিলেন। ৭-৮

এবং হত্বা মহাবীর্য্যং তপশ্ছিদ্রসমুদ্ভবম্ ।
ইন্দ্রস্য চ রিপুং রাজ্যং প্রদদাবভয়ং সুরান্ ॥ ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বিঘ্নবধো নাম
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

মহাবলিষ্ঠ বিনায়ক সেই তপশ্ছিদ্রসম্ভূত ইন্দ্রশত্রু বিঘ্নকে এইরূপে বিনাশ করিয়া দেবগণকে অভয় দান করত ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন। ৯

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বসিষ্ঠ উবাচ—

কস্য চ্ছিদ্রং ভবেদ্‌ব্রহ্মন্ তপস্য চরতো বিভো।
যস্মিন্ বিঘ্নঃ সমুৎপন্নঃ সর্ব্বদেবভয়াবহঃ ॥ ১

মনুরুবাচ—

ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্য যুগাদৌ চরতস্তপঃ।
তপস্য অনুচিত্রস্য মহামোহঃ প্রজায়তে ॥ ২
তস্য মোহাৎ তু মুগ্ধস্য নষ্টসত্ত্বস্য ভো দ্বিজ।
অবজ্ঞাং শিববিষ্ণুনাং কৃত্বাহমিতি দেবতা। ৩
কর্ত্তা অহঞ্চ ভোক্তা চ নান্যোঽস্তীতি স চাব্রবীৎ।
ততো হংসসুরেশানো যাম্যবক্ত্রেণ দারুণম্ ॥ ৪
তস্য জ্বালা সমুৎপন্না তস্মিন্ ঘোরমহাবলঃ।
কৃষ্ণাঞ্জননিভাকারো রক্তভ্রূ রক্তলোচনঃ ॥ ৫
চক্রপাণিস্ত্রিশূলী চ তর্জ্জমানঃ পিতামহম্।
ভয়ং জগ্মুঃ সুরাণাঞ্চ দানবানাং সুখাবহঃ ॥ ৬
তয়োর্য্যুদ্ধং সহস্রন্তু বর্ষাণাং ব্রহ্মদৈত্যয়োঃ।
ন নির্জ্জিতো যদা সোঽহরির্ব্রহ্মণা সত্ত্বরূপিণা ॥ ৭
তদা নারায়ণো জগ্মুর্যত্র দেব উমাপতিঃ।
খট্বারিনাশহেত্বর্থে সৃজমানো মহাবলম্ ॥ ৮
দেবীং ত্রিশূলিনীং ভদ্রাং মহারৌদ্রীং কপলিনীম্।
পিঙ্গাক্ষীং ভাবিনীং জম্ভাং সুজম্ভাং বিকৃতাননাম্।
স্বাগতেতি তদা দৃষ্ট্বা ভক্তং দেবং জনার্দ্দনম্।
শিবস্য গতিমাবিশ্য[১] গান্ধর্ব্বং গীতমুদ্যতঃ ॥ ৯

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেব! ব্রহ্মার তপোনুষ্ঠানসময়ে কিরূপ ছিদ্র উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে সেই দেবগণের ভয়োৎপাদক বিঘ্নাসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। ১

মনু কহিলেন,—যুগারম্ভ কালে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় তপস্যা করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার এরূপ মহামোহ উপস্থিত হইল, যাহাতে তিনি চেতনা হারাইলেন ও মুগ্ধ হইয়া আমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা, অন্য কেহ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শিব ও বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২-৪

তাহাতে তাঁহার বদন-দক্ষিণভাগ হইতে ভীষণ বহ্নি-শিখার প্রকাশ হইল, তাহা হইতে এক ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি হইল। সেই অসুর উৎপন্ন হইয়াই, ক্রোধে নয়নযুগল ও ভ্রূমণ্ডল রক্তবর্ণ করিয়া, হস্তে চক্র ও ত্রিশূল ধারণ করত ব্রহ্মাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবতারা ভীত ও দৈত্যেরা আনন্দিত হইল এবং তাহার সহিত ব্রহ্মার সহস্র বর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু ব্রহ্মা কোনরূপেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ৫-৭

---

[১] মতিমাস্থায়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বিষ্ণুরুবাচ—

ওঙ্কারমূর্ত্তিসংস্থস্ত মাত্রাত্রয়বিভূষিতম্ ।
কালাতীতং বরদং বরেণ্যং গোপেন্দ্রকসংস্তুতং বন্দে ॥ ১০
ঋঞ ঋবং ঋবং জগতি পরাঞ বারং বারং বলিতক ঋঞ ঋবম্ ।
ওঙ্কারময়ং ঋক্সামময়ং মন্ত্রার্থতত্ত্বসু বিদিতপরমম্ ॥ ১১
সুশ্রুম বচনং সুসোমযুজং যজ্ঞপরিপঠিতম্ ।
হবির্হব্য-হোমকুশচরুমঙ্গলম্ ।
যজমানময়ং যজ্ঞাধিপতিং নমামি শিবম্ ॥ ১২
সৌম্যকান্তিং শশিকুন্দধবলপশ্চিমবদনম্ ।
সিতবৃষভগমনং সিততনুরুদ্রাং ত্রিশূলজটিলাং
ত্রিনয়নসৌম্যাং বরুণেন তাম্ ॥ ১৩
ত্রিভুবনব্যাপীং ত্রৈলোক্যনমিতং ক্ষিতিজলপবনহুতাশননিলয়ম্ ।
অনেকরূপমনেকবাচং পিনাকপাণিং শিবায় নমামি ॥ ১৪
সৌম্যমুখম্ উত্তর আশ্রয়সংস্থিতবদনং সুভ্রূকটাক্ষম্ ।
গৌরমুখং দর্পণবলয়বিভূষিতবাহুং পীতার্চ্চিবপুঃ ।
মুকুটমণিকুণ্ডলার্চ্চিতকায়া বিবিধকুসুমোপচর্চ্চিত ।
মুকুটসুরচিতবরদা রুদ্রা পাতু সদা ॥ ১৫

ইহা দেখিয়া নারায়ণ, দেব উমাপতির সন্নিধানে গমন করিলেন, যিনি খট্বাসুরের বিনাশার্থ দেব মহাবল, ত্রিশূলনী, ভদ্রা, মহারৌদ্রা, কপালিনী, পিঙ্গাক্ষী, ভাবিনী, জম্ভা, বিকৃতমুখী ও সুজম্ভা ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহাদেব নিজভক্ত জনার্দ্দনকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলে পর, নারায়ণও তাঁহার অন্তরের ভাব অবগত হইয়া, গান্ধর্ব্ব-বিধানে গান যোগে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮-৯

বিষ্ণু কহিলেন,—হে বরদ দেব! আপনি ওঙ্কার মূর্ত্তিতে মাত্রাত্রয়ে ভূষিত হইয়া অবস্থিত আছেন। হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! হে কালাতীত। হে গোপেন্দ্রক-সংস্তুত! আপনাকে প্রণাম করি। ১০

হে ওঙ্কারময়! হে ঋক্সামরূপিন্! আপনি বেদমন্ত্রের সম্যক্ অর্থ অবগত আছেন ও যজ্ঞে হবি, হব্য, হোম, কুশ, চরু প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যরূপে অবস্থান করেন। হে শিব! আপনিই যজমান ও যজ্ঞপতি, আপনাকে প্রণাম করি। ১১-১২

হে সৌম্যমূর্ত্তি! আপনার পশ্চিমবদন শশী ও কুন্দের ন্যায় ধবল। আপনি শুভ্রবর্ণা ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না সৌম্যমূর্ত্তি রুদ্রাণীর সহিত শুক্লবৃষ-বাহনে গমন করিয়া থাকেন। ১৩

হে দেব! আপনি ক্ষিতি, জল, বায়ু, ও তেজোরূপে ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া ত্রিলোকবাসী সকলেই আপনাকে প্রণাম করে। হে পিনাক-পাণে শিব! আপনি বহুবার বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। ১৪

হে প্রভো! আপনার পীতাভ দেহে উত্তরাভিমুখে অবস্থিত কুঞ্চিত ভ্রূশালী সৌম্য মুখমণ্ডল সমধিক শুভ্র এবং হস্তদ্বয় দর্পণ ও স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত

ঋগ্‌জ ওঁ বেদং সৌম্যমুখং পূর্ব্ববদনম্।
হুতকনকসদৃশরবিবিম্বনিভম্ ॥ ১৬
রক্তকায়া রক্তোষ্ঠী যা বিকটমুকুটা রক্তান্তনয়না রক্তাম্বরধারিণী রুদ্রা।
ত্রিশূলপরশুমুদ্রাং মুদ্গরভুষুণ্ডি অসিচক্রধরং প্রণতোঽস্মি সদা ॥ ১৭
রথগমনা প্রাদ্দিশব্যাপী অনেরূপা, কুণ্ডল-
কটকবিভূষিতকায়া রূপধারিণঃ সর্ব্বে জগতায়
হিতায়। হিতায় প্রমথবৃন্দপরিসংস্তুতা ভূত-
সংঘপরিবারিতা সিদ্ধযক্ষপরিবন্দিতা ॥ ১৮
রুদ্রং নিত্যং ত্রিদিবং কৃষ্ণমুখং পিঙ্গলকেশং দংষ্ট্রাবিষমম্ অঘোরবজ্রম্।
ভ্রূকুটীতটং ভীষনাদং জিহ্বাকরালজ্বলিতমুখম্।
রুদ্রা ভীমা উগ্ররূপা ঘনতিমিরনিভা জ্বলিতনয়না
উদ্যতত্রিশূলা বিকৃতারাবা বিকৃতগমনা প্রণতোঽস্মি সদা ॥ ১৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

ঋঞ্জং জগতি য ঋঞ্জং বলিতক ঋঞ্জং আদ্যম্।
দেবম্ আদ্যমনুপমং পাতু শিবম্।
পরম আদিভবং আতু প্রণতোঽস্মি শিবম্ ॥ ১
ঋঞ্জং তু জগতি যবনিকদিশিনিশি ঋঞ্জম্মহাকপালম্।
প্রণতমনোদ্ভূতনিরুপমসিদ্ধিদভাস্বররূপম্ ॥ ২

রহিয়াছে। আপনার ক্রোড়স্থিতা, বিচিত্র পুষ্পভূষিত মুকুটে ও মণিময় কুণ্ডলে সুশোভিতা, বরদায়িনী রুদ্রাদেবীও আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৫

ঋক্‌মন্ত্র—যিনি পূর্ব্বাভিমুখে প্রশান্তমুখে ত্রিশূল, পরশু, মুদ্রা, মুদ্গর, ভুষুণ্ডি, অসি, চক্র ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন এবং অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ও সূর্য্য-প্রতিবিম্বের সমান যাঁহার বর্ণ সেই দেবকে ও যিনি রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা, রক্তোষ্ঠী, রক্তবসন ও উজ্জ্বল মুকুট পরিধান করিতেছেন, সেই দেবীকে প্রণাম করি এবং যিনি কটককুণ্ডলাদিভূষণে বিভূষিতা হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সিদ্ধগণে বন্দিতা ও ভূতগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, ত্রিজগতের হিতার্থে পূর্ব্বদিকে নানা-রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই ভগবতীকে প্রণাম করি এবং ত্রিদিব, কৃষ্ণমুখ, পিঙ্গলকেশ, দ্রংষ্ট্রাবিষম, অঘোরবজ্র, ভ্রূকুটিতট, ভীষণনাদ, জিহ্বাকরাল ও জ্বলিতমুখ এই কয় রুদ্ররূপকে এবং রুদ্রা, ভীমা, উগ্ররূপা, ঘনতিমিরমুখী, জ্বলিতনয়না, উদ্যতত্রিশূলা, বিকৃতবারা ও বিকৃত-গমনা এই কয় রুদ্রারূপকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি। ১৬-১৯

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

জগতের আদিভূত অনুপম পরমদেব শিবকে প্রণাম করি। ১

যে মহাকপালধারী সকল দিকেই ভাস্বররূপে অবস্থান করিয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন এবং যে মহাগজেন্দ্রগামী, ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র সিদ্ধিদাতা, জগদ্বাসী মাত্রেই যাহার মহিমা অবগত আছেন, দানবগণ ও

খঞ্জং তু মহাগজেন্দ্রত্রিগতিস্ত্রিভুবনসিদ্ধিপ্রবর।
ত্রিশূলভাস্বরকরং সংঘাতৈস্ত্রৈলোক্যবিদিতনিজমহিমানম্ ॥ ৩
খন্দ্রং রক্ষা পিশাচদানবসংঘৈঃ প্রণমিতশাসনমতিক্রান্তম্।
জলনিধে নাদমহাবলভীষণ পরমেষ্ঠিভাবম্ ॥ ৪
খন্দ্রং তু হারীতকৃতাহিভোগমণিকিরণবিচ্ছুরিতপৃথুল।
হৃদয়বরকণ্ঠসিতভস্মদেহব্রহ্মাদিবেদপরিপঠিতগুণম্ ॥ ৫
খন্দ্রং তু দিব্যবিলেপনভূষিতশরীরম্।
দিব্যবরদকুসুমবাসিতমুকুট দিব্যনিষেবিত-
নিজচিত্রবেশদিব্যাভরণম্ ॥ ৬
দিগ্নে তু শশিকান্তিধরং হর বিবিধরূপপরিগত।
বঞ্জিতবর বধানি জতি সর্ব্বত্র সুরবর
নিরতিশয়বিবিধগুণশতনিলয়ম্ ॥ ৭
ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ (১৮)
দেবাতিদেব বেদাঙ্গপঠিত সূর্য্যশশিমার্গবর্ত্তিততেজম্ ॥ ৮
খন্দ্রং তু নাট্যাভিরতং জগতং সুখসুখদমহাবল-
শক্তিসুরসৈন্যাবলভীষণায়কসর্ব্বমহাবললব্ধছায়ম্
খন্দ্রং ওঁ একাক্ষরাক্ষপরমজিতমনুসর্ব্বকৃতান্ত।
জ্ঞানাপ্রশ্রুভবং নানাকারয়ন্তি যথা সুজটাক্রীড়াভিরচিতম্ ॥ ১০
খন্দ্রং ওঁ দংষ্ট্রাকরালভীমাতিবদনং
ঘোরাট্টহাসকম্পিতভুবনং চন্দ্রার্দ্ধধরম্।
ইচ্ছাবিরচিতরূপমচিন্ত্যং তিথিশ্বণখন্দ্রং
দুষ্টবিনায়কবিঘ্নিতসিদ্ধিং সর্ব্বজনানবহ বাঞ্ছিতসিদ্ধিম্ ॥ ১১

পিশাচগণ প্রণতি-সহকারে যাহার আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার হস্ত ত্রিশূলধারণে ভাস্বর হইয়াছে, তাঁহাকে নমস্কার। ২

সমুদ্রের ন্যায় সুগম্ভীর স্বরে, প্রভূত সামর্থ্যে ও ভীষণভাবে যাঁহার ঈশ্বর-ভাব লক্ষিত হয়, যাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ হরিদ্বর্ণ সর্পশিরোমণির কান্তিতে সুন্দর হইয়াছে, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে ও দিব্য চন্দনাদি দ্বারা লিপ্ত, ব্রহ্মাদি দেবগণ বেদবাক্যে যাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, যিনি বিচিত্র কুসুমদামে বিভূষিত, দিব্য মুকুট এবং অন্যান্য দিব্য বেশ ও দিব্যাভরণ পরিধান করিয়াছেন, যিনি অশেষ গুণরাশির একমাত্র আলয় ও জগতের বাঞ্ছিত, সেই বহুরূপধারী শশিশেখর হরকে প্রণাম করি। ৩-৭

হে দেবাদিদেব! পুরাণে বলে, সূর্য্যের ও চন্দ্রের গগনমার্গে আপনার তেজই প্রকাশিত হয়। ৮

আপনি নাট্যকর্ম্মে নিপুণ, জগতের একমাত্র সুখদাতা এবং দেবসেনার অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাবলবান্ ভয়ঙ্কর নায়ক। অন্য শক্তিমানেরা আপনার বলেই বলী হইয়া থাকে। আপনার একাক্ষর পরম মন্ত্রই সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। ৯-১০

আপনার মুখমণ্ডল করাল-দংষ্ট্রাসম্পর্কে অতি ভীষণ হইয়াছে। হে অর্দ্ধচন্দ্রধর! আপনার অট্টহাস্যে ভুবনত্রয় কম্পিত হয়। আপনি ভক্তের সৌভাগ্য, কান্তি, বল, পুষ্টি ও বাহুবল প্রদান করেন। ১১

সৌভাগ্যকান্তিবলপুষ্টিকরম্ বাহুবলকরম্ ।
অজগজবরভুজপিতৃবননিলয়ম্ ।
কিম্পুরুষগীতশোভিতভুবনম্ ॥ ১২
সুক্ষ্মা তু বরমুখনয়নে সুরপ্রবতিচারুচামরবিধূতম্ ।
ঋদ্রং জগতি যবনিতকদিশিনিশি ॥ ১৩
মন্ত্রং আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ
আ আ আ আ আ আ আ আ (১৮)
দিব্যশরীরং সর্ব্বসুবেশম্ ।
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ
আ আ আ আ আ আ (১৮) অনুপমশিরসং
বরদং নমামি সিদ্ধিকরম্ ॥ ১৪

ইতি গোপেন্দ্রকবিষ্ণুগীতং সমাপ্তম্ ।

মনুরুবাচ—

এবং গান্ধর্ব্ববিধিনা গায়তে মধুসূদনঃ ।
তুতোষ শঙ্করস্তস্য কামং কামানুবদ্ধবান্ ॥ ১
বরং ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণো তুষ্টস্তবানঘ ।
কান্তোঽসি মম ভক্তোঽসি কিং করাম বদস্ব নঃ ॥ ২

বিষ্ণুরুবাচ—

যোঽসাবুৎপাদিতো দেব ব্রহ্মস্য সৃজতঃ প্রজাঃ ।
তং ঘাতয় মহাদেব সর্ব্বদেবারিকণ্টকম্ ॥ ৩

হে অজ! আপনার বাহু করিশুণ্ডের ন্যায় শোভমান আছে। শশ্মানই আপনার বাসভূমি! আপনি জগৎকে সুশোভিত রাখিয়াছেন বলিয়া, কিম্পুরুষেরা আপনাকে গান করে। ১২

আপনার সুন্দর মুখে মনোজ্ঞ নয়নযুগল শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আপনি সমস্ত দেবতার প্রভু বলিয়া, দেবতারা মনোজ্ঞ চামরে আপনার ব্যজন করিয়া থাকেন। ১৩

আপনার মস্তক বড়ই সুন্দর। ভক্তগণ আপনার নিকটেই অভীষ্ট বর ও সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। ১৪

গোপেন্দ্রকবিষ্ণুগীত সমাপ্ত ॥

মনু কহিলেন,—মধুসূদন গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্রানুসারে গান করিলে পর বরদাতা শঙ্কর তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণো! তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার প্রিয়ভক্ত; কি করিতে হইবে, তাহা বল। ১-২

বিষ্ণু বলিলেন,—হে মহাদেব! প্রজাপতি সৃষ্টিকালে যে অসুরকে সৃষ্ট করিয়াছেন, সকল দেবগণের কণ্টকস্বরূপ সেই অসুরকে বিনাশ করুন। ৩

দেবদেব উবাচ—

মম ক্রোধাৎ সমুৎপন্নঃ পারার্দ্ধং যাচ কেশব।
ন বিনাশো ভবেৎ তস্য কিন্তু শৈলোত্তমে স্থিতঃ॥ ৪
ভাবনীয়ামৃতা গাবো যাঃ শশাঙ্কপরিস্রবাঃ।
তাস্তেষাং প্রীণনং বৎস বিধাস্যন্তি যুগে যুগে॥ ৫
তেন তৃপ্তা ন বাধ্যন্তে ব্রহ্মজা ব্রহ্মণস্তথা।
যা চ দেবী মহাভাগা তব ভূধরপৃষ্ঠতঃ॥ ৬
লক্ষ্মী সহায়েনাগত্য মমতেজঃসমুদ্ভবঃ।
উৎপত্তিবিঘ্ননাশায় বিঘ্নেশং সা বিধাস্যতি॥ ৭
তদা লব্ধবরো বিষ্ণুর্ভূয়ঃ পৃচ্ছতি শঙ্করম্।
কিয়ন্তং পর্ব্বতে দেব ময়া কালং সুরোত্তম।
স্থাতব্যং কিঞ্চ সা দেব্যা তত্ত্বরূপা ভবিষ্যতি॥ ৮

দেবদেব উবাচ—

মালব্যে পর্ব্বতে বিষ্ণো ত্বয়া লক্ষ্মীযুতেন চ॥ ৯
দেব্যাং শৈবীং মনে কৃত্বা নাম্না বৈ সর্ব্বমঙ্গলাম্।
স্থাতব্যমেকরাত্রস্তু মদীয়ং সুরসত্তম॥ ১০
তদা আগত্য সা দেবী সর্ব্বকারণকারণা।
হসমানস্য তে বৎস বিধাস্যতি ময়া সমম্॥ ১১
গজবক্ত্রং নরকায়ং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
সর্ব্বদেবময়ং দেবং ভবিষ্যতি সুরোত্তমম্॥ ১২
নায়কং সর্ব্বদেবানামনায়কস্বয়ম্ভুবম্।
মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থং মম তুন্দুরুরূপিণে।
ছন্দানুবর্ত্তিনং পুত্রং তব ধন্যং ভবিষ্যতি॥ ১৩

দেবদেব কহিলেন,—হে কেশব! আমার ক্রোধ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার বিনাশ নাই; অন্য বর প্রার্থনা কর। ৪

তবে উহারা পর্ব্বতে অবস্থান করিবে এবং গোগণের দুগ্ধ ও চন্দ্রকিরণ উহাদের যুগে যুগে শান্তিদায়ক হইবে। ৫

ইহা পান করিয়া উহারা তৃপ্ত হইবে, অন্য কোন প্রজাকে পীড়ন করিবে না এবং তুমি মহাভাগা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পর্ব্বতোপরি আগমন করিবে। ৬

তথায় সেই দেবী সৃষ্টির বিঘ্নভূত বিঘ্নাসুরের বিনাশার্থ বিঘ্নেশকে সৃষ্টি করিবেন। ৭

এইরূপে বিষ্ণু বরলাভ করিয়া পুনরায় মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! আমি কত কাল পর্ব্বতে থাকিব এবং সেই দেবীর বা কি প্রকারে সমাগম হইবে? ৮

দেব কহিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বমঙ্গলা শিবাদেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া লক্ষ্মীর সহিত মালব্য পর্ব্বতে যাইবে। ৯

তথায় একরাত্র মাত্র অতিবাহন করিলেই জগতের মূলকারণস্বরূপিণী দেবী তোমার নিকটে আসিবেন। ১০

হে বৎস! তিনি লক্ষ্মীর সহিত তোমার গাঢ় মিলন ঘটাইবেন। ১১

কৃপায়িতং তদা দৃষ্টা স্তোতব্যং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ।
নিয়ামকঞ্চ বিঘ্নস্য গৃহ্ণেদং গদমায়ুধম্ ॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা বিঘ্নদৈত্যস্তু সমং যাস্যতি ভূধরম্।
গজাননোঽপি মালব্যে বিঘ্নং হত্বা ব্রজিষ্যতি ॥ ১৫
জম্ভাসুরবিনাশায় হত্বা দৈত্যং সুলোমকম্।
পুনঃ পাদাতিকং বৎস আগমিষ্যতি বিঘ্নজে ॥ ১৬
তত্রাগ্রজেন স্থাতব্যং বিঘ্নেশস্য জনার্দ্দন।
সুলোমং জম্ভমায়োত্থা যে বিঘ্নেশশরীরজাঃ।
তে ভূয়োঽপি বিবর্দ্ধন্তে যাবন্নাগমনং প্রতি ॥ ১৭

মনুরুবাচ—

এবং দত্ত্বা বরং দেবং কেশবস্য যথেপ্সিতম্।
তাং বিদ্যামঙ্কগাং কৃত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮
এতদ্ বিনায়কোৎপত্তির্বিঘ্নসম্ভবহানিজা।
স্তবং দেব্যাবতারঞ্চ বিষ্ণুগীতঞ্চ রূপকম্।
কথিতং মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৯
যস্তু ভক্ত্যা সমুত্থায় প্রাতঃ কীর্ত্তয়তে নরঃ।
ন তস্য ভবতে বিঘ্নং ধর্ম্মকামার্থশান্তিষু ॥ ২০
যঃ স্তবং বিঘ্ননাশস্য পঠিষ্যতি মনূত্তমম্।
বিঘ্নরোগবিনির্ম্মুক্তো দিব্যান্ কামাল্লভিষ্যতি ॥ ২১
গোপেন্দ্রকঞ্চ যো দেবম্ ঋষিসিদ্ধনরোঽবলা।
পঠতে লক্ষণোপেতং কণ্ঠতালৈস্তু গায়তি ॥ ২২

তাহাতে সর্ব্বদেবময়, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, নরদেহধারী, সর্ব্বদেবগণের নায়ক, স্বয়ম্ভূ-দেব গজাননের উৎপত্তি হইবে। তিনি যদিও মাতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তোমার পুত্ররূপে আসিবেন, তথাপি তোমার তিনি পূজার পাত্র বলিয়া ও তাঁহাকে দয়াময় দেখিয়া তুমি তাঁহাকে নানারূপে স্তব করিবে, আর এই বিঘ্ন-বিনাশন গদা ও আয়ুধ গ্রহণ কর। ১২-১৪

ইহার দর্শনমাত্রেই বিঘ্নের বল হ্রাস হইবে। গজানন মালব্যপর্ব্বতে বিঘ্নকে বিনাশ করিয়া জম্ভাসুরের নিধনার্থে গমন করিবেন। ১৫

তথায় জম্ভাসুরের মায়াকল্পিত সুলোমাসুর আসিবে। হে কেশব! সুলোমও বিঘ্নেশের সম্মুখে অধিককাল থাকিবে না। ১৬-১৭

মনু কহিলেন,—হে মুনিবর! মহাদেব এইরূপে কেশবের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া সেই বিদ্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ১৮

এই বিনায়কের উৎপত্তি ও বিঘ্নাসুরের বিনাশোপায়, বিষ্ণুকৃত স্তব, দেবীর অবতার-কথা সকলই বর্ণন করিলাম। ১৯

যে মানব প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিসহকারে ইহা কীর্ত্তন করে, তাহার ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ ত্রিবর্গের শান্তি হয়; কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ২০

যে ব্যক্তি বিঘ্ননিধনোপায় মাত্র পাঠ করে, সে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেবীলোকে গমন করে। ২১

যে ঋষি, সিদ্ধ কি মানব কেবল এই বিষ্ণুগীত ঈশ্বরস্তব পাঠ করেন বা তাললয়যোগে গান করেন। ২২

ন তস্য পুনর্বদ্ধস্তু ভবতে ধর্ম্মজা তনুঃ।
মোদতে শিবলোকে তু যত্র দেবঃ সহোময়া ॥ ২৩
সংবৎসরকৃতং পাপং সকৃচ্ছ্রুত্বা ব্যপোহতি।
ত্রিঃ শ্রুত্বা দ্বিজহত্যাদি আকামসু ব্রতস্য চ।
শমতে নাত্র সন্দেহঃ সততং শ্রবণাচ্ছিবঃ ॥ ২৪
এবং পূর্ব্বং মহাবাহো পৃচ্ছতো ব্রহ্মদক্ষয়োঃ।
কথিতং বিষ্ণুনা আসীৎ তথা চ ঋষিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২৫
মন্বাদিভিঃ শ্রুতং তেভ্যো ময়া বাসিষ্ঠকাশ্যপাৎ।
প্রাপ্তং হে নৃপশার্দ্দূল তথা তে কথিতং ময়া ॥ ২৬

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং খট্বাসুরো ব্রহ্মংস্তপস্তাপ্যাৎ সুদারুণম্।
যেন ব্রহ্মাদয়ো দেবা বশং কৃত্বা সুশাসনে ॥ ২৭
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মহাকৌতূহলং মম।
কথ্যতামৃষিমুখ্যানাং পৃচ্ছতাং সংশয়াপহম্ ॥ ২৮

মনুরুবাচ—

যা দেবী সা পুরা বিষ্ণোর্বরং দত্ত্বা দিবং প্রতি।
ইন্দ্রায় কৃতবান্ সখ্যং সা শিবেন মহাত্মনা।
ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্য প্রেষিতা স্থিতিকারিণী ॥ ২৯

তাঁহার সংসারবন্ধন মুক্ত হয় ও তিনি ধর্ম্মময় দেহ ধারণপূর্ব্বক যে স্থানে দেবীর সহিত ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন, সেই শিবলোকে পরমানন্দ ভোগ করেন। ২৩

ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করিলে সংবৎসরের সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়; তিনবার শ্রবণে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপরাশি প্রশমিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৪

হে মহাবাহো! পূর্ব্বে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও দক্ষের নিকট ইহা বলিয়াছেন; তাঁহারা ঋষিগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। ২৫

মনু প্রভৃতি মহাত্মারা তাঁহাদিগের নিকটেই শ্রবণ করিয়াছেন। হে মুনিবর বসিষ্ঠ! আমি কশ্যপের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তোমাকে তাহাই কহিলাম। ২৬

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ! খট্বাসুর কি প্রকারে দারুণ তপস্যা করিয়াছিল, যাহাতে ব্রহ্মাদি-দেবগণকেও নিজের অধীনে আনিয়াছিল। ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২৭

আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে; আপনি ইহার যাথার্থ্য বলিয়া এই পৃচ্ছমান ঋষিগণের সংশয় দূর করুন। ২৮

মনু কহিলেন,—পূর্ব্বেই সেই দেবী বিষ্ণুকে বর দান করিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিলেন। মহাদেব সৃষ্টিকাম প্রজাপতির সৃষ্ট সংসারের রক্ষার জন্য তাঁহাকে পাঠাইলেন। ২৯

তাং দৃষ্ট্বা মোহসম্পন্নাঃ সর্ব্বে দনুবরোত্তমাঃ।
তপশ্চ তপতে খট্বা দিব্যারাধনকাম্যয়া ॥ ৩০

বসিষ্ঠ উবাচ—

যদি খট্বাসুরো ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদি বিঘ্নতে সদা।
কথং দেব্যাস্তু তোষায় তপস্তপ্যেদ্ দ্বিজোত্তম ॥ ৩১

মনুরুবাচ—

সর্ব্বেষামেব দেবানাং দানবানামনুত্তমা।
দেবী বন্দ্যা চ পূজ্যা চ সর্ব্বকামার্থমোক্ষদা ॥ ৩২
বিধিনা পূজিতা বিপ্র অচিরাদ্দদতে শিবা।
তেন খট্বাসুরো ব্রহ্মন্ জপতে সততং শিবাম্ ॥ ৩৩

বসিষ্ঠ উবাচ—

তপতস্তস্য দেবর্ষে দনুনাথস্য শম্ভুনা।
কিং বা কৃতঃ বিঘ্নস্তস্য মাণ্ডব্যো রক্ষিতঃ কথম্ ॥ ৩৪
কথং বা দেবদেবস্য তু তুষ্টা সহসা শিবা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি যথাবন্মম কথ্যতাম্ ॥ ৩৫

মনুরুবাচ—

অতীব তপসা তস্য অসুরস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বদেবা ভয়ং জগ্মুর্দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৬
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
শিবায় ভাবমাস্থায় দেব্যারাধনকাম্যয়া ॥ ৩৭

দানবেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মুগ্ধ হইল, কেবল খট্বাসুর দেবতাদের পীড়া দিবার জন্য তাঁহার তপস্যা করিতে লাগিল। ৩৩

বসিষ্ঠ কহিলেন, হে দেব। যদি খট্বাসুর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের বিঘ্ন করিত; তবে আবার কেন দেবীর সন্তোষার্থ তপস্যা করিয়াছিল? ৩১

মনু কহিলেন,—হে দ্বিজবর। শিবাদেবী সমস্ত দেবতা ও দানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং সকলের পূজনীয় ও বন্দনীয়। ৩২

ভক্তগণের সকল অভীষ্টসিদ্ধি ও মুক্তি প্রদান করেন। তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করিলে অচিরকাল মধ্যে অভীষ্ট লাভ করে। ইহা দেখিয়া খট্বাসুর সেই শিবাদেবীকে সর্ব্বদা জপ করিতে লাগিল। ৩৩

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেবর্ষে! দানবরাজের তপস্যা দর্শন করিয়া মহাদেব কিরূপ বিঘ্ন করিলেন ও মাণ্ডব্যকেই বা কেমনে রক্ষা করিলেন এবং কেমনেই বা শিবা মহাদেবের প্রতি সহসা সন্তুষ্টা হইলেন, তাহা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি আমার নিকট যথার্থ বর্ণন করুন। ৩৪-৩৫

মনু কহিলেন,—সেই মহামতি অসুরের ঘোর তপস্যা ও ভাস্বর দেহশ্রী অবলোকন করিয়া দেবতারা সকলেই ভীত হইলেন। ৩৬

ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুকে অগ্রসর করিয়া দেবীর আরাধনা করিবার জন্য প্রথমে মহাদেবকে স্মরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মুখস্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ

বৃহস্পতির্মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং প্রশ্রয়ানুগতাং শিবাম্ ॥ ৩৮

বৃহস্পতিরুবাচ—

ভগবন্ সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
ত্রায়তাং সুররাজেন্দ্রং নিমগ্নং রিপুসঙ্কটে ॥ ৩৯
যথা খট্বাসুরং দেব হত্বা সুরবরারিণম্।
দিবমিন্দ্রস্য সুখদং ভবতে তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৪০
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা গ্রহরাজস্য হে নৃপ।
মা ভৈষীর্বদতে দেবো দেব্যাস্তোত্রং নৃশঙ্কিতম্ ॥ ৪১

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং খট্বাদয়ো যুদ্ধে দনুজা বলদর্পিতাঃ।
বহুমায়া মহাবীর্য্যাঃ শঙ্করেণ নিপাতিতাঃ ॥ ৪২
কথং বা হরিশ্চন্দ্রস্য অপমৃত্যাবুপস্থিতে।
মাণ্ডব্যা সময়াঘোরং রাষ্ট্রভঙ্গ উপস্থিতঃ ॥ ৪৩

বৃহস্পতিরুবাচ—

মহাভয়ে তদা ঘোরে নরকেক্ষ্ণক্ষয়ঙ্করে।[১]
মাণ্ডব্যো ঋষিশার্দ্দূলঃ শঙ্কয়া চাবনীং গতঃ ॥ ৪৪
সোমেশ-নামতীর্থস্তু সরস্বত্যাস্তটে শুভম্।
অম্বিকা তত্র রুদ্রাণী চামুণ্ডা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ॥ ৪৫
মাতরঃ পঞ্চকং তত্র সান্নিধ্যং ব্রহ্মপূজিতঃ।
পূজয়ামাসুর্দেবর্ষের্দিনান্তে তং সুভাষিতম্ ॥ ৪৬

ধীমান্ বৃহস্পতি অতি বিনীতভাবে সুমধুর বাক্যে কহিল,—হে ভগবন্ সর্ব্ব-দেবপতে। আপনাকে এই সকল দেবতারা প্রণাম করিতেছেন; আপনি এই শত্রুসঙ্কটে নিমগ্ন দেবরাজকে রক্ষা করুন। ৩৭-৩৯

যাহাতে দেবশত্রু খট্বাসুর নিহত হয় ও ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হয়, তাহা করুন। ৪০

গ্রহরাজ বৃহস্পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব বলিলেন,—তোমরা ভীত হইও না। ৪১

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ। খট্বা প্রভৃতি মহাবলিষ্ঠ মায়াবী বলদর্পিত অসুরগণকে শঙ্কর কিরূপে যুদ্ধে সংহার করিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের অপমৃত্যু উপস্থিত হইলে রাজ্যের ভীষণ ভগ্নদশা দর্শন করিয়া মাণ্ডব্য ঋষিই বা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ৪২-৪৩

বৃহস্পতি বলিলেন,—সেই মহাভয়ঙ্কর সময়ে মুনিবর মাণ্ডব্য রাজ্যে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পৃথিবীতে আসিয়া সরস্বতীর তটে সোমেশ নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ৪৪

তথায় অম্বিকা, রুদ্রাণী, চামুণ্ডা, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী এই মাতৃপঞ্চক ব্রহ্মা-

---

১। নরকেঽনন্তসংক্ষয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তুষ্টা মহাভাগাঃ স্বাং শক্তিং সন্নিবেশিরে।
বরং ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ যৎ তে হৃদি ব্যবস্থিতম্ ॥ ৪৭
ততঃ স অবনীং গত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ।
রক্ষ্যতাং হরিশ্চন্দ্রস্তু যদি তুষ্টা মমাম্বিকে ॥ ৪৮

কৌমার্য্যুবাচ—

সম্পূর্ণং মণ্ডলং ব্রহ্ম নিত্যমানং শিবাত্মকম্।
বিন্ধ্যাদ্রৌ তিষ্ঠতে নিত্যং তস্মিন্ রক্ষা নৃপে তব ॥ ৪৯
অপমৃত্যুঃ পুরা দক্ষে যজ্ঞকর্ম্মণি ভূমিপ।
অত্যদ্ভুতং বলঞ্চাসীৎ তদা রুদ্রস্য বিষ্ণুনা ॥ ৫০
রাষ্ট্রভঙ্গে সমুৎপন্নে অবৃষ্টৌ দ্বাদশাব্দিকে।
মাতৃচক্রং মহাভাগং বিষ্ণুনা সন্নিবেশিতম্ ॥ ৫১
তাং পূজয় মুনিশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রসুখপ্রদাম্।
দিনাদৌ মধ্যসন্ধ্যাসু রুদ্রাদিষু ক্ষণেষু চ।
পূর্ব্বাৎ তু যা বিপ্রেন্দ্র পূজিতা সুখদা শিবা ॥ ৫২
সুভক্ত্যা গন্ধপুষ্পৈশ্চ বিল্বাদিশাদ্বলৈর্দলৈঃ।
দীপধূপোপহারৈশ্চ সুগন্ধৈঃ পূজিতাদিভিঃ ॥ ৫৩
পূজিতা সা মুনিব্যাঘ্র ভবিষ্যতি ততঃ শুভা।
মৃত্যুপসর্গশমনা গ্রহদুঃখনিবারিকা।
মাংসাদ্যৈর্বলিদানৈশ্চ পৃথিবীং পাতি সা শিবা ॥ ৫৪
এবং সা পঞ্চকাদেশাৎ কৌমারীমতভাবিতঃ ॥ ৫৫

কর্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থান করিতেছেন মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে নিত্য যথাবিধানে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৪৫-৪৬

তাহাতে মাতৃগণ প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন ও বলিলেন,—হে মুনিবর! তোমার অভীষ্ট কি আছে, সেই বর প্রার্থনা কর। ৪৭

তখন মুনিবর ভূতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—হে অম্বিকে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হরিশ্চন্দ্রকে রক্ষা করুন। ৪৮

কৌমারী কহিলেন,—হে মুনে! বিন্ধ্যাচলে নিত্য সন্নিহিত শিবস্বরূপ সম্পূর্ণ মণ্ডল-ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। তৎসন্নিধানে বিষ্ণুকর্তৃক নিহিত মাতৃমণ্ডল আছেন, তাহা হইতেই তোমার রাজার রক্ষণোপায় হইবে। ৪৯

পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতি যজ্ঞকার্য্যে রুদ্র ও বিষ্ণুর লোকাতিশায়িবলে অপমৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ অপমৃত্যুতে, রাষ্ট্রভঙ্গে ও দ্বাদশবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইলে, তাঁহার অর্চ্চনায় শান্তি হয়। ৫০-৫১

সুতরাং হে মুনিবর! তাঁহার পূজাতেই হরিশ্চন্দ্রের সুখশান্তি হইবে। হে বিপ্র! প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও রুদ্রাদি ক্ষণ-সমুদয়ে সেই শিবার পূজা করিলে সুখ লাভ হয় এবং ভক্তি সহকারে গন্ধ, পুষ্প, বিল্ব, নবতৃণ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি নানা উপচার প্রদানে পূজা করিলে ততোধিক কল্যাণ লাভ করা যায় এবং মাংসাদি প্রদানে ও বলি-প্রদানে যদি পূজিতা হন, তাহা হইলে মৃত্যুর নানা উপসর্গ ও গ্রহদুঃখ দূর করিয়া জগৎকে রক্ষা করেন। ৫২-৫৪

মাণ্ডব্য ঋষি এইরূপে কৌমারী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই পঞ্চক দেশ

গত্বা বিন্ধ্যাদ্রিশিখরং নৰ্ম্মদাতোয়গূহিতে।
পূজয়ামাস তাং দেবীং হরিশ্চন্দ্রায় প্রাণদাম্ ॥ ৫৬
একভক্তেন নক্তেন উপবাস অযাচিতৈঃ।
সপ্তাহাদ্বরদা দেব্যা মুনে ভূতা তদা দ্বিজ ॥ ৫৭
বরঞ্চ সৰ্ব্বদর্শিত্বং বিমলজ্যোতিদর্শনম্।
দ্বাসপ্ততিসহস্রৈস্তু প্রাপ্তবাংস্তপসা তদা ॥ ৫৮

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হরিশ্চন্দ্ররক্ষণং নাম
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

হইতে নৰ্ম্মদাসলিলে পরিপূত বিন্ধ্যশিখরে গমন করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাণরক্ষার্থ দেবীকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৫৫-৫৬

তাঁহার একভক্ত, নক্তভোজন, একান্তরোপবাস ও অযাচিত ভোজন এই রূপে সপ্তাহ অতীত হইলেই দেবী অভীষ্ট বর দান করিলে, ক্রমশঃ মাণ্ডব্য তথায় দ্বিসপ্ততিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া দেবীর অনুগ্রহে সৰ্ব্বদর্শিত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ বিমলজ্যোতিঃদর্শনে সমর্থ হইলেন। ৫৭-৫৮

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বসিষ্ঠ উবাচ—

অন্যেঽপি যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বিজা রাজ্যবিশোঽবলাঃ।
শূদ্রা বা ভক্তিমাস্থায় পূজয়িষ্যন্তি মাতরঃ।
ন তেষাং বিপ্র রাষ্ট্রেষু ভয়ং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১
গাবশ্চ ভূরিপয়সো দ্বিজা যজ্ঞসমাকুলাঃ।
নিবৃত্তবৈরা ভূপালা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং পর্জ্জন্যঃ কামবৃষ্টিদঃ।
ভবতে শস্যনিষ্পত্তির্মাতরাপূজনাৎ সদা ॥ ৩
চিরন্তনাস্তু যা দেব্যা গিরিদুর্গেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪
তাঃ পূজয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ নৃপরাষ্ট্রবিবৃদ্ধিদাঃ ॥ ৫
অনাথা মলিনা দীনা বলিমাল্যৈর্বিবর্জ্জিতাঃ।
সকৃৎ সংপূজিতা বিপ্র সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৬
একাহমপি ভক্ত্যা চ কন্যাসংস্থে দিবাকরে।
পূজয়িত্বা শিবাচক্রং দ্বীপান্ সম্বোধয়ন্তি চ।
তে লভন্তে শুভান্ ভোগানায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥ ৭
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে পূজয়িত্বা তু মাতরঃ।
যে দদন্তি ঘৃতদীপান্ উৎকরং পললান্বিতম্।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে মুনিসত্তম ॥ ৮
রুদ্রো ব্রহ্মা তথা ঈশঃ স্কন্দো বিষ্ণুর্যমো হরিঃ।
পরা চ বিঘ্নসহিতা স্ত্রীরূপাঃ সপ্ত সংস্থিতাঃ ॥ ৯

বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে দ্বিজবর! অন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে যাহারাই ভক্তিযোগে মাতৃগণের পূজা করিবে, তাহাদের রাজ্যে কিছুই ভয় হইবে না। ১

গোসকল প্রচুর দুগ্ধবতী হইবে ও ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত থাকিবেন। ২

রাজগণ বৈরিতা পরিত্যাগ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, আরোগ্য ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে। পর্জ্জন্য প্রজার অভীষ্ট বৃষ্টি প্রদান করিবে এবং চিরন্তন গিরিদুর্গে অবস্থিত মাতৃগণের পূজাতেই পৃথিবীতে প্রচুর শস্য হইবে। ৩-৪

অতএব হে দ্বিজবর! নৃপতিদিগের রাজ্যবৃদ্ধিকারিণী মাতৃগণকে পূজা কর। ৫

তাঁহাকে উপচার ব্যতিরেকেও একবার মাত্র পূজা করিলে সকল অভীষ্ট লাভ হয়। ৬

যাঁহারা সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থানকালে ভক্তিসহকারে একদিন মাত্র তাঁহার পূজা করিয়া শিবাচক্রে দীপ দান করেন, তাঁহারা ইহলোকে আয়ু, আরোগ্য ও সম্পদ্ লাভ করিয়া বিবিধ ভোগ করিয়া থাকেন। ৭

যাঁহারা সন্ধ্যাসময়ে মাতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতদীপ প্রদান করেন, হে মুনিবর! তাঁহাদের কোন পাপই থাকে না। ৮

তথায় বিষ্ণু, রুদ্র, পরমেশ্বর, কার্ত্তিক, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি ইহাঁরা সাতটী স্ত্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ৯

মাতরাপূজনাদ্বিপ্র সর্ব্বদেবাশ্চ পূজিতাঃ ॥ ১০
ত্রিকালং ষষ্ঠকালং বা একপঞ্চমথাপি বা।
পূজয়েন্ন তু কন্যাস্থক্ষণং পূষাদি লঙ্ঘয়েৎ[1] ॥ ১১
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
যথা জীর্ণস্য সংস্কারাৎ তব রাজন্ শুভং ভুবি ॥ ১২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে মাতৃপূজা নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

মাতৃগণের পূজা করিলে সকলদেবতারাই পূজিত হন। ১০

কন্যার্কসময়ে ত্রৈকালীন, ষষ্ঠকালীন, পঞ্চবার বা একবারও পূজা করিবে[1], কদাচ কন্যাগত সূর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। ১১

ত্রিভুবনে ইহার পর কল্যাণকর কিছুই নাই। যেমন জীর্ণের সংস্কারে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ হে মহারাজ! মাতৃপূজায় সংসারে তোমার মঙ্গল হইবে। ১২

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭

১। অত্র যৎ ফলং সক্বদর্চ্চাসু ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বসিষ্ঠ উবাচ—

মাতরো ভৈরবীং দুর্গাং শীর্ণগেহসমাশ্রিতাম্ ।
চালয়িত্বা তু প্রাসাদং কুর্য্যাদ্ যস্তু দ্বিজোত্তম ॥ ১
পক্বেষ্টদারুশৈলং বা তস্য পুণ্যফলং শৃণু[১] ।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবিষ্ণূনাং সূর্য্যস্য চ দ্বিজোত্তম ॥ ২
নোত্তরং শস্যতে মার্গং মাতৃণাং ন চ ভৈরবে ।
দুর্গায়াঃ সর্ব্বকালস্তু চালনং মাতরাসু চ ॥ ৩
নব ভেদাঃ সমাখ্যাতা একমেব চ মাতরাঃ ।
তাসান্তু মাতৃকা দেবী চামুণ্ডা রুরুঘাতিনী ॥ ৪
তস্যাস্তু চালনং কার্য্যমঘোরাস্ত্রেণ হে দ্বিজ ।
কালিকা বজ্রঘোরাণাং দমনী বা ন রাক্ষসা[২] ।
চালনে বিহিতা বৎস হৃদয়ং মাতৃজং পি বা ॥ ৫
শতজপ্তেন তোয়েন স্নাপয়িত্বা বলিং ক্ষিপেৎ ।
বস্ত্ররক্তবিমিশ্রান্তমদ্যমাংসাক্ষতান্বিতাম্ ॥ ৬
দত্ত্বা দিক্ষু সমস্তাসু চালয়েচ্চর্চ্চিকাং তথা ।
আবিষ্টো হ্যথবা মন্ত্রী যদা চালয়তে শিবাম্ ॥ ৭
তদা ক্ষেমং বিজানীত রাজা পাতি বসুন্ধরাম্ ।
চালিতা দক্ষিণান্নেয়া চোত্তরাস্যান্তু স্থাপয়েৎ ॥ ৮
পূজ্যমানা সদা বৎস যাবৎপ্রাসাদনির্ণয়ম্ ।
নিষ্পন্নেষু মুহূর্ত্তেষু প্রতিষ্ঠাবিধিনা বিশেৎ ॥ ৯

বসিষ্ঠ বলিলেন,—জীর্ণ-মন্দিরস্থিত মাতৃগণ, ভৈরবী এবং দুর্গাকে স্থানান্তরিত করিয়া যে ব্যক্তি পক্ক ইষ্টক, কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করিবে। ১

হে দ্বিজোত্তম ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, মাতৃগণ এবং ভৈরবদিগের চালনে উত্তরায়ণ প্রশস্ত নহে। ২

দুর্গা-চালন সর্ব্বকালেই হইতে পারে। মাতৃগণের নবভেদ প্রসিদ্ধ। ৩

তন্মধ্যে একা মাতৃকা রুরুঘাতিনী, চামুণ্ডার চালন অঘোরমন্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য। বজ্রঘোরাদি-দমনী কালিকার চালন-মন্ত্র 'নমঃ' অথবা মাতৃকা। ৪-৫

শতবার উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলে কালিকাদেবীকে স্নান করাইয়া মদ্য, মাংস, রক্ত এবং অক্ষতাদি-মিশ্রিত বলি প্রদান করিবে। ৬

সমস্তদিকে এইরূপ বলি দিয়া চর্চ্চিকা দেবীর চালন করা বিধেয়। ৭

অথবা মন্ত্রী যখন শিবাচালন করিবেন, তখন মঙ্গল বুঝিবেন, আর রাজার রাজ্যরক্ষা হইবে। ৮

দেবতা চালন করিলে, দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরে লইয়া গিয়া স্থাপন করিবে। প্রাসাদনির্ণয় যাবৎ না হয়, তাবৎ তাঁহার পূজা করিবে। ৯

১। অত্র পতিতঃ পাঠো মৃগ্যঃ।
২। বলরাক্ষসেতি পাঠান্তরম্ ।

প্রতিমা বা যদা জীর্ণা পীঠিকা বাথ চালয়েৎ ।
হৃদয়ং হোময়িত্বা তু তদা সঞ্চালনং ভবেৎ ॥ ১০
হেমলাঙ্গলকং কৃত্বা সীরঞ্চান্যদ্বিপশ্চিতা ।
শণরজ্জ্বা[১] নিবদ্ধন্তু বৃষস্য ককুদৈর্দ্বিজ ॥ ১১
ক্ষীরবৃক্ষসমিদ্ধন্তু হুত্বা দার্ব্বীং দহেদ্বিভো ।
শৈলং মহাম্ভসি ক্ষিপ্ত্বা তদা চান্যৎ নিবেশয়েৎ ॥ ১২
প্রতিষ্ঠাবিধিমাশ্রিত্য সর্ব্বং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তম ।
স্বেন স্বেন বিধানেন মন্ত্রৈঃ সার্দ্ধং সমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৩
স্থাপয়েদ্দেবতা বৎস মাতৃণাং মাতৃকী বিধিঃ ।
শীর্ণদেব্যাথ প্রাসাদা যেন প্লুনঃ সংস্কৃতা দ্বিজ ॥ ১৪
অশোচ্যাস্তে বিজানীয়াদ্ধৃতপাপা মহাধিয়ঃ ॥
মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যমাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ ॥ ১৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণং পাল্যং বিপশ্চিতা ।
শূন্যং দেবালয়ং বৎস যস্মিন্ দেশেঽপি তিষ্ঠতি ॥ ১৬
ভয়ং তত্র বিজানীয়াদ্ দুর্ভিক্ষং ভয়পীড়নম্ ।
জীর্ণং দেহং যথা দেহী ত্যক্ত্বা চান্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৭
দেবতা জীর্ণপ্রাসাদং ত্যক্ত্বা অন্যত্র যান্তি হি ।
তস্মিন্ শূন্যে পিশাচাদ্যা আশ্রিতা ভয়দা নৃণাম্ ॥ ১৮

পরে শুভ মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রাসাদ প্রবেশ-বিধি অনুষ্ঠেয়। প্রতিমা বা পীঠিকা জীর্ণ হইলে, 'নমঃ' এই মন্ত্রে হোম করিয়া সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য। ১০

সুবর্ণময় লাঙ্গল বা অন্যবিধ লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা সঞ্চালন করিতে হয়। শণরজ্জু দ্বারা সেই জীর্ণমূর্ত্তি বৃষ ককুদে নিবদ্ধ করিয়া, ঐ মূর্ত্তি কাষ্ঠময় হইলে, ক্ষীর-বৃক্ষাগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। প্রস্তরময় হইলে গভীর জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে অন্য মূর্ত্তি তন্মন্দিরে স্থাপন করিবে। ১১-১২

হে দ্বিজোত্তম! তখন সকল কার্য্যই তত্তৎ দেবতার প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে কর্ত্তব্য। মন্ত্র সম্বন্ধেও এই নিয়ম। বলা বাহুল্য, মাতৃগণের প্লুনঃস্থাপনে মাতৃ-প্রতিষ্ঠার বিধিই গ্রাহ্য। ১৩

হে দ্বিজ! যাঁহারা জীর্ণপ্রাসাদের পুনঃসংস্করণ, জীর্ণ দেবতার স্থলে পুনরায় নব নির্ম্মিত তদ্দেবতার স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই মহামতিগণ নিষ্পাপ এবং অশোচ্য। ১৪

জীর্ণ-সংস্কারক মূলাপেক্ষা শতগুণ পুণ্যভাগী। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির জীর্ণ পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ১৫

বৎস! যে দেশে শূন্য দেবালয় থাকে, তথায় দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও বিবিধ ভীতি হয়। ১৬

দেহী যেমন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তদ্রূপ দেবতারাও জীর্ণ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। ১৭

তারপর সেই শূন্য দেব-মন্দিরে পিশাচাদি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মানুষের ভয়প্রদ হইয়া থাকে। ১৮

১। বালরজ্জ্বা ইতি পাঠান্তরম্।

উদ্বাসয়ন্তি তৎস্থানং কালং কুর্ব্বন্তি দারুণম্ ।
নিঃশোচ্যাস্তেঽভবন্ বৎস তৎস্থা লোকা ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
গ্রহোপসৃষ্টা বিদ্বিষ্টা যান্তি নাশং মহানপি ।
তস্মাৎ তৎ সংস্করেদ্বৎস পূজার্থং চান্যথা ন্যসেৎ ॥ ২০
দেবং দেবলয়ং বাপি জীর্ণাজীর্ণং নিযোজয়েৎ ।
যথা সদা ভবেৎ পূজা তথা কার্য্যা বিপশ্চিতা ॥ ২১
মূলমেবাপ্নুয়াৎ পুণ্যং দ্রব্যাংশেন মহামুনিঃ ।
কর্ত্তা শতাধিকং মূলাদাপ্নুয়াদবিচারণাৎ ।
রাজা ষষ্ঠংশমাপ্নোতি প্রজা রাষ্ট্রঞ্চ শুধ্যতি ॥ ২২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে জীর্ণদেবতাপ্রতীকারো
নাম অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

তাহারা বিবিধ উৎপাতে সেই স্থানকে বাসশূন্য করিয়া ফেলে। হে বৎস! তৎস্থানস্থ লোকেরা যে নিরতিশয় শোচনীয় হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯

গ্রহ-গৃহীত ব্যক্তি মহান হইলেও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব জীর্ণ দেবমন্দির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। যদি নিতান্ত সংস্কার কার্য্য হইয়া না উঠে, তাহা হইলে পূজার জন্য সেই দেবতাকে স্থাপন করিবে। ২০

দেবতা বা দেবালয় জীর্ণ হউক, অজীর্ণ হউক, এইরূপ ভাবে রাখিবে; যাহাতে সতত পূজা হইতে পারে। ২১

হে মহামুনে! জীর্ণ দেবালয় বা দেবতার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ব্যয় করিলেও মূল কর্ত্তার পুণ্য লাভ হয়। জীর্ণ সংস্কর্ত্তা মূলকর্ত্তা অপেক্ষা শত-গুণাধিক পুণ্য লাভ করিবে। রাজার ষষ্ঠাংশ পুণ্যলাভ হয়; প্রজা ও রাজ্য সুখে থাকে। ২২

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ইন্দ্র উবাচ—

মহাদেবেন ভো ব্রহ্মন্ মহাবলপরাক্রমঃ।
হতঃ খট্বাসুরেন্দ্রস্তু খট্বাঙ্গচরিতস্তু কিম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

ততো ব্রহ্মাদয়ো জিত্বা দনুনাথেন বাসব।
কৈলাসপর্ব্বতেন্দ্রস্তু গতো দেবায় শূলিনে ॥ ২
যোদ্ধুং সর্ব্ববলোপেতস্তথা রুদ্রেণ মন্যুনা।
আদায় তরসা শূলং ক্রীড়মানেন ঘাতিতঃ ॥ ৩
বিগতাসুস্তথা কৃত্বা মহাপশুসমুদ্ভবম্।
ধাবিতং বামসংস্থস্তু খট্বাঙ্গং দেবপূজনম্ ॥ ৪
কপালং যাম্যহস্তেন কমালাশিরসা তথা।
চন্দ্রার্দ্ধং জাহ্নবীমালাং মহাভূষণপন্নগঃ ॥ ৫
হারাদি কোটিসূত্রঞ্চ উপবীতং মহোরগম্।
অনন্তং বাসুকিং তক্ষং সর্ব্বনাগবিভূষিতম্ ॥ ৬
কৃত্বা রূপং মহাঘোরং দেবদেবং নমস্কৃতম্।
ভৈরবং সর্ব্বদেবানাং শমনং শত্রুনাশনম্ ॥ ৭
ততো ব্রহ্মাদয়ো বৎস ভীতা মোহবশং গতাঃ।
পৃচ্ছন্তি কো ভবান্ চাত্র ক্রীড়তে ভূতলে শুভম্।
ন বিদ্মো অপরং[১] কিঞ্চিৎ সময়ো দেবমুত্তমম্ ॥ ৮

ইন্দ্র বলিলেন,—ভো ব্রহ্মন্! যে মহাবল-পরাক্রম খট্বাসুর মহাদেবকর্ত্তৃক হত হয় সেই খট্বাসুর চরিত কি? ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র! দনুরাজ খট্বাঙ্গ ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বশক্তি সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার জন্য দেবদেব শূলীর উদ্দেশে পর্ব্বতরাজ কৈলাসে গমন করিল। ২

তখন রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রীড়াসহকারে শূলক্ষেপ করিয়া সেই পশুসম্ভূত অসুরকে বিনষ্ট করিলেন। ৩

তিনি বামহস্তে খট্বাঙ্গ ধারণ করিলেন, দক্ষিণ-হস্তে কপাল ধারণ করিলেন। ৪

মস্তকে নর-শিরোমাল্য ধারণ করিলেন। অর্দ্ধচন্দ্র, গঙ্গা, অন্যবিধ মাল্য, অনন্ত-বাসুকি-তক্ষক প্রভৃতি সর্ব্বনাগভূষণ, সর্প-উপবীত, হার, কটিসূত্র ইত্যাদি ধারণপূর্ব্বক মহাঘোর সর্ব্বদেব-ভৈরব সর্ব্ব শত্রুনাশক মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। ৫-৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনি কে, এই ভূতলে শুভ ক্রীড়া করিতেছেন? আমরা আর কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ৮

১। ন বিদ্মমপরমিতি কচিৎ পাঠঃ।

ততো বিহস্য দেবেশঃ শিরস্তে ব্রহ্ম যৎ পুরা।
কৃন্তিতং ম্রতকোটিস্ত নারায়ণতনূরুহৈঃ।
মালা নরশিরা ধেয়ং ধারয়ামি ভবোদ্ভবো[1] ॥ ৯

নৃপবাহন উবাচ—

কস্মিন্ কালে ব্রতং দেবো ধৃতবান্ ভৈরবং মহৎ।
কথং বিষ্ণুশিবং মালা[2] কপালং বিধৃতং প্রভো।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বতঃ কথ্যতাং বিভো ॥ ১০

অগস্ত্য উবাচ—

সর্ব্বদেবেশ্বরো দেবো ব্রহ্মা-বিষ্ণুতনূরুহৈঃ।
যথাবৎ ক্রিয়তে বৎস তথা তে কথয়াম্যহম্ ॥ ১১
বার্ত্তোত্তমং মহাপুণ্যং যন্ন জ্ঞাতং সুরৈরপি।
সম্ভবন্ত কপালস্য খট্বাঙ্গস্য চ সুব্রত ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ—

যথানাদিবরো দেবস্তথাহং বরবর্ণিনি।
সংসারোঽপি তত্বরস্থঃ পরমার্থেন বেদিতুম্ ॥ ১৩
তস্য দেবাতিদেবস্য কারণস্যামিতদ্যুতেঃ।
ইচ্ছাধিকারণঞ্চাহমিচ্ছা ত্বং তস্য ভাবিনি ॥ ১৪
ময়া চ জগতঃ স্রষ্টা ত্বঞ্চ সৃষ্টির্বরাননে।
ক্রিয়াখ্যা পঠ্যতে যেন তেন সৃজসি বাঙ্‌ময়ম্ ॥ ১৫
মূলপ্রকৃতিরূপেণ সৃষ্টিস্ত্বং পদ্মজন্মনঃ।
সোঽপি শতাংশভাগেন নিমেষস্য মম প্রিয়ে ॥ ১৬

অনন্তর দেব শিব হাস্য করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বপূর্ব্ব শরীরোৎপন্ন তোমারই কোটি মুণ্ড নারায়ণের লোমসজ্ঘে গ্রথিত হইয়া (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত) আমাতে বর্ত্তমান। এই নর-শিরোমালা তোমা হইতেই উদ্ভূত। ৯

নৃপবাহন বলিলেন,—শিব, বিষ্ণুশিরাদি-জড়িত ব্রহ্মমুণ্ডমালা ও কপাল ধারণ কিরূপে করিয়াছিলেন, হে প্রভো। তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, স্বরূপাখ্যান করুন। ১০

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ দেব; যেরূপে তাঁহাদের অঙ্গাদি দ্বারা শিব ক্রীড়া করেন, এই পরম বার্ত্তা (মূলে "ব্রতোত্তমং" আছে, তাহা প্রামাদিক, 'বার্ত্তোত্তমং' হইবে।) মহাপুণ্যজনক, এ বার্ত্তা দেবগণেরও জ্ঞাত নহে। (শিব পার্ব্বতীর নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, আমি তদনুসারে) হে সুব্রত। কপালের সম্ভব এবং খট্বাঙ্গের উৎপত্তি তোমাকে বলিতেছি। ১১-১২

শিব বলিয়াছিলেন,—হে বরবর্ণিনি! শিবে! পরম-ব্রহ্ম যেমন অনাদি, আমিও সেইরূপ অনাদি। ১৩

(সার্দ্ধশ্লোক প্রামাদিকপাঠভূয়িষ্ঠ।) হে বরাননে! আমি জগৎস্রষ্টা, তুমি সৃষ্টি। বাক্‌সৃষ্টিকারিণী বলিয়া তুমি ক্রিয়া নামেও অভিহিতা। ১৪-১৫

১। মালানাং শিরসা চৈবং তব শীর্ষসমুদ্ভবম্ ইতি পাঠান্তরম্ ক্বচিৎ।
২। বিষ্ণুশিরোমালা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

স্থিত্বা বিনাশমায়াতি পুনস্তত্রৈব লীয়তে
কপালং তস্য চাদায় ক্রীড়ামি বিপুলেঽধ্বনি ॥ ১৭
এবং কপালকোটিভির্মালা যেয়ং বিভাতি মে।
তস্য গাত্রৈরসংখ্যৈয়ৈ র্বৃত্তাস্তং বরবর্ণিনি ॥ ১৮
যদা মায়োদরং সর্ব্বং কালেন প্রলয়ং গতম্।
তথাহমীশ্বরে তত্ত্বে ভবানি রমিতঃ সুখী ॥ ১৯
ব্রহ্মণোঽণ্ডকপালৈস্তু ধৃত্বা মালাং সুভৈরবাম্।
অনন্তং ভৈরবং রূপং কালং দ্বাদশলোচনম্ ॥ ২০
অতিঘোরং সমাশ্রিত্য বিয়ত্যস্মিন্ রমাম্যহম্।
একাকী মাতৃভির্যুক্তঃ স্ববীর্য্যবলশালিভিঃ।
পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে ব্যতিক্রান্তে মহেশ্বরি ॥ ২১
ক্রীড়য়িত্বা সমস্তাভিঃ শক্তিভির্ঘোররূপিভিঃ।
ভাবভূতময়ং বিশ্বং স্বতত্ত্বং গহনাত্মকম্ ॥ ২২
কৃত্বোদরগতং সর্ব্বমন্নগ্রামমনন্তকম্।
বিনিকৃত্য সমারব্ধাং যোগনিদ্রাশ্রিতঃ সুখী ॥ ২৩
শয়ামি শক্তিপর্য্যঙ্কে বীরমাতে ততো হ্যহম্।
পুনর্নেত্রোদয়ে দিব্যে বিনষ্টে তমসাং চয়ে ॥ ২৪
স্বশক্তিসংপ্রবুদ্ধস্য বৃতাশ্চিত্রা[১] প্রজাপতে।
ভাবৈস্তত্ত্বৈস্তথা ভূতৈর্মালেয়ং ভুবনাত্মকী ॥ ২৫

তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টিকারিণী মূলপ্রকৃতি। হে প্রিয়ে! ব্রহ্মা আমার নিমেষের কতিপয়-ভাগৈকভাগ জীবিত থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং সেই মূল প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকেন। ১৬

আমি তদীয় কপাল গ্রহণ করিয়া অসীমপথে ক্রীড়া করিয়া থাকি। এইরূপ বহু কোটি ব্রহ্মকপালে আমার এই মালা নির্ম্মিত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি! বিষ্ণুর অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই মালার সঙ্গে গ্রথিত আছে। ১৭-১৮

যখন কালবশে সমস্ত জগৎই মায়ার ("মায়োদর" পাঠে; আমার—"মমোদর" পাঠে) উদরে বিলীন হয়, তখন হে ভবানি! আমি ঈশ্বরতত্ত্বে সুখে নিরত থাকি। ১৯

ব্রহ্মার কোটিমুণ্ডনির্ম্মিত সুভৈরবমালা ধারণ করিয়া দ্বাদশলোচন অনন্ত-ভৈরব মহাকাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ববীর্য্যশালী মাতৃগণ-যুক্ত হইয়া একাকী এই আকাশে ক্রীড়া করি। হে মহেশ্বরি! দ্বিপরার্দ্ধ-বর্ষাত্মক কাল (সৃষ্টিকাল) অতিক্রান্ত হইলে, ঘোররূপী শক্তিগণের সহিত ক্রীড়া সমাপন করিয়া ভাবভূত-ময় বিশ্ব অনন্ত ভক্ষ্যস্বরূপে উদরস্থ করিয়া যোগনিদ্রাবলম্বনে শক্তিপর্য্যঙ্কে শয়ন করি। ২০-২৩

অনন্তর পুনরায় দিব্যনেত্র উদিত হইলে ও তমোরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আমি স্বশক্তিপ্রবুদ্ধ হই, তৎপরে প্রজাপতি উৎপাদনে চিন্তা হয়। মায়া হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎই মদীয় যোগসম্ভূত। ২৪-২৫

১। কৃতাশ্চিত্রা ইতি পাঠান্তরম্।

মায়াদ্যবনিপর্য্যন্তং যুগপদ্ যোগজং মহৎ।
যং যত্র বিলয়ং যাতি মচ্ছরীরেঽখিলেশ্বরি।
তস্য তস্য তু তত্রৈব সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৬
স্বকায়াৎ স্বেদমুৎপাদ্য কৃত্বা তু করমধ্যতঃ।
সুশুদ্ধাশ্চাম্বুময়ঃ শীতলোঽম্ভস্ববতেজসঃ।
ময়াঙ্গুষ্ঠেন মথিতো যাবদন্তস্তু ভাগতঃ॥ ২৭
বুদ্বুদাকারসদৃশং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
বিভাতি করমধ্যস্থং মম তস্মিন্মহামুনে॥ ২৮
তেজেন কঠিনীভূতং হৈমভানুশতপ্রভম্।
তদণ্ডমিতি বিখ্যাতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি নিশ্চিতম্॥ ২৯
পরেচ্ছাক্ষোভ্যমব্যক্তাব্যক্তিহেতুকৃতং ময়া।
তত্রাস্তে সপ্ত লোকানি পাতালনরকাণি চ॥ ৩০
কালানলাবনির্যানি অনেকাকারলক্ষণম্।
বিশ্বরূপাণ্যহং কৃত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৩১
মমেচ্ছয়াপি সৃষ্টঃ স ব্রহ্মা পরগুরুর্মহৎ।
সত্ত্বস্থস্তিষ্ঠতে স্বস্থো ন পরং কিঞ্চ বিন্দতি॥ ৩২
যচ্ছেষা শঙ্করস্থং মে সত্ত্বস্থালিঙ্গিতস্ত তৎ।
বিষ্ণুস্তত্রাস্তি সুব্যক্তো অতিবীর্য্যো মমাত্মকঃ॥ ৩৩
রজেন উদয়ামাস তৎ সত্ত্বং ব্রহ্মজং প্রিয়ে।
বিক্ষুব্ধস্তু ততো ব্রহ্মা জ্বলিতঃ স্বেন তেজসা॥ ৩৪

হে ঈশ্বরি! আমার শরীরের যেখানে যেটি বিলীন হয়, আবার তথা হইতেই সেই বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৬

আমি নিজকায় হইতে স্নিগ্ধ, অমৃতময়, মহাতেজঃসম্পন্ন শীতল জল উৎপাদন করিয়া ও হস্তমধ্যে ধারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আমি তাহা মথন করি। ২৭

তাহাতে বুদ্বুদ্ জন্মিল। আমার তেজে সেই বুদ্বুদ্ কঠিন হইল। ২৮

তখন তাহার প্রভা হইল শতচন্দ্রের ন্যায়, তাহাই অণ্ড; সেই অণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড রূপে নির্ণীত। ২৯

আমি অব্যক্ত হইতে তাহা ইচ্ছা-বিক্ষুব্ধ করিয়া জগৎবিকাশের কারণ স্বরূপ করিলাম। সেই অণ্ডমধ্যে সপ্তলোক, পাতাল, নরক, কাল, অনল এবং পৃথিবী প্রভৃতি সমুদয় বর্ত্তমান থাকিল। এইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আমি সেই অণ্ডমধ্যেই অন্তর্হিত হইলাম। ৩০-৩১

পরম-গুরু সত্ত্বস্থিত ব্রহ্মা আমার ইচ্ছোৎপন্ন হইয়াও কিছু তত্ত্বলাভ করিতে পারিলেন না। ৩২

আমার হস্তে সেই অমৃত জলের যে শেষাংশ ছিল, যাহা লইয়া আমি অন্তর্হিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করিতেছিলাম, তাহাতে রজোগুণাত্মক বিষ্ণু আবির্ভূত হন। ৩৩

রজোগুণের সাহায্যে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত সত্ত্বগুণ বিক্ষুব্ধ হইল। ব্রহ্মা তখন স্বতেজে প্রজ্বলিত হইলেন। ৩৪

ময়া সঞ্চিন্ত্য মনসা রজোবৃদ্ধস্তরং ভৃশম্ ।
সোঽপি স্ববীর্য্যমুৎকৃষ্টস্ত ব্রাং জ্বালাং মুমোচতি ॥ ৩৫
সহস্রবাহুবদনা সহস্রচরণং শিরঃ ।
সর্ব্বায়ুধকরৌ দ্বৌ তু মর্দমাণৌ পরস্পরম্ ।
তৌ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তাঃ পুরাণপুরুষোত্তমাঃ ॥ ৩৬
ক্ষয়াম্বুদাঃ সমারব্ধা বর্দ্ধিতো গগনাম্বরে ।
ঘোরং রাবাঃ করালানি রুরোদন্তি দিশো দশ ॥ ৩৭
ক্ষয়ার্চ্চিবিবশা দীর্ঘা চকাসন্তি তড়িল্লতাঃ ।
প্রচণ্ডমারুতহতা ধারাঃ পতিতুমুদ্যতাঃ ॥ ৩৮
সমং ধরিত্রীং সকলাং দর্শয়ন্তি মহীতলম্ ।
বিস্তারিতজ্বলোদ্বেগং যান্তি সপ্তার্ণবে ভৃশম্ ॥ ৩৯
ধূমার্চ্চিঃ সকলাশ্চোচ্চৈঃ স্বরেণ চিত্তমুদ্যতাঃ ।
সুমর্য্যাদবিনির্ম্মুক্তা দিগ্মাতঙ্গাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ৪০
কঠোরাবং বিমুঞ্চন্তি করিণোঽপি মদাচ্যুতাঃ ।
গর্জ্জিতে চ মহত্তীব্রং ন তু পতিতুমিচ্ছতি ॥ ৪১
দুর্লক্ষং ভ্রমতেঽতীব চক্রবদ্ দণ্ডচোদিতম্ ।
পতন্ত্যা দিক্‌পালানি দনুপালানি কোটিশঃ ॥ ৪২
প্রদীপ্তাঙ্গারবৃষ্টিশ্চ সঞ্জাতা তীব্রভাস্বরা ।
স্থূলধারা বিমুঞ্চন্তি ঘনাগ্নিকনকানি তু ॥ ৪৩
সিংহবরা বিনশ্যন্তি বহ্নের্জ্বালা তু দারুণা ।
লেলিহানা ভ্রমন্ত্যন্যে ব্যালরূপার্চ্চিষা ঘনাঃ ॥ ৪৪
ক্ষয়ে চাগ্নিমুখৈর্ঘোরৈঃ শিবাভির্বিপ্লুতং জগৎ ।
কল্পন্তি গৃধ্রনিচিতং দেবি ভূমিদিগাননম্ ॥ ৪৫
বিলুপ্যমানং সকলং ভবানি ভয়বিক্রুতম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রৌঘাকুলং সর্ব্বং বায়ব্যৈঃ পার্থিবৈশ্চিতম্ ॥ ৪৬

তখন আমি বিবেচনা করিয়া রজোবৃদ্ধি করিয়া দিলাম। সহস্র-বাহু, সহস্র-মুখ, সহস্র-মস্তক বিষ্ণুও স্ববীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরে পরস্পরের গ্রহণে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া পুরাণপুরুষোত্তমগণ ভীত হইলেন। ৩৫-৩৬

প্রলয়মেঘমালা গগন-পথে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিক্ ভীমরূপে ঘোর-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৩৭

প্রলয়শিখা, ভীষণ বিদ্যুল্লতা খেলিতে লাগিল। প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগে পর্ব্বত-গণ পতনোন্মুখ হইল। ৩৮

ভূকম্প হইতে লাগিল, জলোচ্ছ্বাস বাড়িল, সমুদ্র সকল উদ্বেল হইতে লাগিল। ৩৯

ধূমকেতু উদিত হইল। দিগ-হস্তিগণ, ঘোরশব্দ, কম্প এবং মদস্রাব-সহকারে নিজ-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। ৪০

আকাশের তীব্র গর্জ্জন, দণ্ডঘূর্ণিত চক্রবৎ ভ্রমণ, পতনোন্মুখতা, কপালবর্ষণ, নির্ব্বাণ অঙ্গারবর্ষণ, প্রদীপ্ত-অঙ্গারবর্ষণ, স্থূলধার দারুণ বহ্নিশিখাবর্ষণ,

বারুণৈঃ প্লাব্যমানং বৈ করালানলতাপিতম্ ।
সর্ব্বমেতন্মহাদেবি বিপরীতং স্থিতং জগৎ[১] ॥ ৪৭
সদেবগণগন্ধর্ব্বং সকিন্নরমহোরগম্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাদ্যং স্থাবরাদ্যঞ্চ পার্ব্বতি ॥ ৪৮
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতঞ্চৈতদ্ যথান্যৎ স্থানমুত্তমম্ ।
বিনাশমুপগচ্ছন্তি দৃষ্ট্বা চৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৯
ততস্ত্বেকার্ণবে ঘোরে হব্যমানে মহোর্ম্মিভিঃ ।
বিস্ফূর্জ্জমানৌ সন্নদ্ধৌ তর্জ্জয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৫০
অহঙ্কারবশালিঙ্গৌ তমসাতীবভূরিণা ।
ঈরিতৌ নষ্টসংজ্ঞৌ চ বিহিতৌ বক্তিতেক্ষণৌ ॥ ৫১
ক্ষয়াস্ত্রাণি সমুদ্গম্য কোপাৎ সংরক্তলোচনৌ ।
বিবাদং প্রস্থিতৌ দ্বৌ তু মহাযুদ্ধঞ্চ পার্ব্বতি ॥ ৫২
মৎস্বরূপমজানন্তৌ মম মায়াবিমোহিতৌ ।
মাতৃত্বকারণার্থী চ প্রজ্ঞার্থী চ কৃতঃ স্তুতঃ ॥ ৫৩
তয়োঃ কার্য্যমিদং জ্ঞাত্বা প্রজেশানাং মহাত্মনে ।
দর্পোপশমনোপায় ইতি সঞ্চিন্তিতো ময়া ॥ ৫৪
কৃতিকারণকার্য্যার্থমুৎপত্তিনিধনং গতঃ ।
অতো বিরোধহেতুত্বং লিঙ্গরূপাতিতেজসা ॥ ৫৫
লেলিহানোঽর্চ্চিসজ্ঘেন অভিভূয়াত্ত সংস্থিতিঃ ।
বিদ্রুতা মহত্তেজেন ভীতাশ্চ বরবর্ণিনি ॥ ৫৬
মাঙ্গল্যঞ্চোর্দ্ধরূপং মে ন চ বিন্দন্তি মোহিতাঃ ।
ততঃ স্তুবন্তি মাং ভীতা ভক্তিমাস্থায় নিশ্চিতাঃ ॥ ৫৭
দিব্যং বর্ষং সহস্রন্তু ঋক্সামযজুষৈঃ স্তবৈঃ ।
ততস্তুষ্টস্তু বীরেণ স্বরূপং দর্শিতং ময়া ॥ ৫৮

ব্যালরূপী জ্যোতিঃসম্পন্ন লেলিহান মেঘমালার ভ্রমণ এবং উল্কামুখ শৃগালকুলের জগৎ-পরিবেষ্টন হইতে লাগিল। ৪১-৪৭

হে পার্ব্বতি। তখন তদ্দর্শনে দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদি-বাসভূমি জগৎ বিনাশোন্মুখ হইল। ৪৮

জগৎ ঘোর একার্ণব, সমুদ্রতরঙ্গ সর্ব্বতোভাবে আসিয়া তাড়না করিতেছে; —তখনও ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে সন্নদ্ধ, পরস্পর তর্জ্জন করিতেছেন। ৪৯-৫০

অতি প্রচুর তমোভাবে তাঁহারা তখন সংজ্ঞাহীন, ভ্রূকুটিপূর্ণ; ক্রোধে আরক্তলোচনে ক্ষয়াস্ত্র উদ্যত করিয়াছেন। ৫১-৫২

আমার স্বরূপ না জানাতেই আমার মায়া-বশে উভয়ে বিবাদপ্রবৃত্ত। ৫৩

আমি মহাত্মা প্রজাপতিদিগের কোপ উৎপাদন করিয়া, দর্পোপশমনের উপায় চিন্তা করিলাম। ৫৪

আমি তাঁহাদের মৎস্বরূপ জ্ঞানের জন্য লেলিহান শিখোজ্জ্বল লিঙ্গতেজে অভিভূত করিলাম। হে বরবর্ণিনি! তখন তাঁহারা মদীয় তেজে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। ৫৫-৫৬

কিন্তু মোহবশতঃ আমাকে জানিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু

১। কল্পান্ত ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ং পুস্তকান্তরে নাস্তি।

কপালমালিনং ভীমং খট্বাঙ্গকরভাস্বরম্।
সর্পৈর্দ্দন্তলম্বিতৈঃ কোটিবক্ত্রকরালিনম্ ॥ ৫৯
পশ্যন্তি ত্রস্তমনসঃ দংষ্ট্রাশ্চ চ্ছুরিতং মুখম্।
মা ভীষেদং ময়া চোক্তং পৃচ্ছন্তি ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৬০
কিমেতদদ্ভুতং রূপং কিমেতদ্ভূষণং বিভো।
কিমেতদ্ভ্রাজতে ব্যোম্নি ত্রিশিখং শূলমুজ্জ্বলম্ ॥ ৬১
উত্তমাঙ্গং শুভং কস্য যত্তে করতলে স্থিতম্।
ততোঽহং প্রত্যুবাচেদং তয়োর্দর্পহরং বচঃ ॥ ৬২
অনেকমুণ্ডকোটিভির্যেয়ং মালা বিভাতি চ।
তদীয়ৈস্তনুভির্ব্রহ্মা বিনষ্টস্য পুনঃপুনঃ ॥ ৬৩
যানি চান্যান্যনেকানি গ্রীবাহস্তকটিস্থিতাঃ।
নারায়ণস্য তনবো বিনষ্টস্য পুনঃপুনঃ ॥ ৬৪
উৎপন্নং দক্ষিণে হস্তে খট্বাঙ্গং নাম বিশ্রুতম্।
অস্যোৎপত্তিং বিধাস্যামি শৃণুষ্বৈকমনা বিভো ॥ ৬৫
অতীতে যুগকোট্যন্তে অহং যোগমুপাগতঃ।
চিন্তয়ামি শিবং দেবং যত্তৎ পরমকারণম্ ॥ ৬৬
যাবৎ তস্মিন্ সমুৎপন্নো যোগবিঘ্নোঽতিদারুণঃ।
ততো ময়া সুরুষ্টেন হুঙ্কারেণ নিপাতিতঃ ॥ ৬৭
উক্তশ্চ ত্বং মহাবাহো খং বিভাগে জনার্দ্দন।
বিঘ্নেশস্য মহাবিঘ্নং কৃত্বা মোক্ষং গমিষ্যসি ॥ ৬৮

সভয়ে ভক্তিভরে দিব্য-সহস্র-বর্ষ তপস্যা ও স্তব করিলেন। অনন্তর আমি তুষ্ট হইয়া, বীরভাবে স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ৫৭-৫৮

আমার সেই রূপ—কপালমাল্য, ভয়ানক, খট্বাঙ্গধারী, ভাস্বর, সর্পভূষিত এবং কোটিবক্ত্র ভীষণ। ৫৯

আমার মুখদংষ্ট্রা করাল। তাঁহারা সভয়ে আমাকে দর্শন করিলেন। আমি বলিলাম,—ভয় নাই। তখন তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬০

হে প্রভো! এরূপ অদ্ভুত রূপ কেন? কি এ ভূষণ? আর ব্যোমপথে এই যে, ত্রিশিখ শূল দীপ্তি পাইতেছে, ইহাই বা কি? ৬১

কার মস্তকই বা আপনার করতলে? তারপর আমি তাঁহাদের দর্পহর বাক্য বলিলাম। ৬২

হে ব্রহ্মন্! এই যে আমার বহুকোটি মুণ্ডময়ী মাল্য, তাহা পুনঃপুনঃ বিনষ্ট তোমারই মস্তক। ৬৩

আর যে সব মুণ্ড দেখিতেছ, তাহা পুনঃপুনঃ বিনষ্ট নারায়ণেরই জানিবে। ৬৪

আর আমার দক্ষিণ হস্তে এই যে খট্বাঙ্গ, ইহার উৎপত্তি-বিবরণ একমনে উভয়ে শুন। ৬৫

অতীত কল্পান্তে আমি যোগবান্ হইয়া, পরমকারণ শিবধ্যানে নিরত থাকি। ৬৬

তখন অতিদারুণ যোগবিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমি মহারোষে হুঙ্কারে তাহাকে নিপাতিত করি। ৬৭

খমটন্ খট্বানামা স হতশ্চ বলদর্পিতঃ।
কপালস্য সমুৎপত্তিঃ খট্বাঙ্গস্য চ সুন্দরি।
কথিতস্তু সমাসেন সর্ব্বপাপপ্রণাশনী[1] ॥ ৬৯

অগস্ত্য উবাচ—

সৃষ্টৌ পাদে পুরা বৎস ময়া খট্বাঙ্গলক্ষণম্।
অধিদৈবতবিন্যাসং কথিতস্তু নৃপোত্তম ॥ ৭০
শিরশ্ছিত্ত্বা তু ব্রহ্মস্য গন্ধবত্যাস্তটে নৃপ।
নারায়ণস্য ধারায়াং রক্তধারা চ যা কৃতা।
দেবী তত্র সমুৎপন্না স্তবরাজপ্রতোষিতা ॥ ৭১

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে খট্বাবধো নামৈকোন-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

বলি, এক্ষণে আকাশে গমন কর; পশ্চাৎ বিঘ্নেশ্বরের মহা বিঘ্ন করিয়া মোক্ষ লাভ করিবে। ৬৮

খ—আকাশ; তাহাতে অটন (ভ্রমণ) কারী বলিয়া সেই যোগবিঘ্নস্বরূপ অসুর খট্বা নামে অভিহিত। হে ভৈরবি! কপাল ও খট্বাঙ্গের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত সর্ব্বপাপনাশক; ইহা সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। ৬৯

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস। সৃষ্টিপাদে খট্বাঙ্গলক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে রাজসত্তম। অধিদেবতা-বিন্যাসও কথিত হইয়াছে। ৭০-৭১

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯

১। অগস্ত্য ইত্যারভ্য যাবদধ্যায়সমাপ্তি পাঠোঽয়ং বহুপুস্তকেষু নাস্তি।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

দেব্যুৎপত্তিবিধানঞ্চ ব্রতচর্য্যা পৃথগ্বিধা।
বিদিতং শ্রোতুমিচ্ছামি তনুশুদ্ধিং হুতাশনে॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

জপ্ত্বা তু চতুরষ্টস্তু অষ্টাবিংশমথাপি বা।
শুধ্যতে লক্ষমাত্রেণ যদি ব্রহ্মহনোঽপি ভূৎ॥ ২
শাকযাবকক্ষীরাশী কন্দমূলফলাশনঃ।
পদমালাং জপন্ বৎস তনুশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩
ত্রিতয়ং বা জপেন্মন্ত্রং গায়ত্রীং লক্ষসম্মিতাম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈস্তু জপ্ত্বা যমনিয়মোপসেবনাৎ॥ ৪
ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসা সত্যমাধুর্য্যং দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫
স্নানমৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
নিয়মা গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতা॥ ৬
কুশোদকন্তু গোঃ ক্ষীরং দধি মূত্রং শকৃদ্ ঘৃতম্।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্॥ ৭
পৃথক্ সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ॥ ৮
পর্ণোডুম্বররাজীব-বিল্বপত্রকুশোদকৈঃ।
প্রত্যেকং প্রত্যহাভ্যস্তৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥ ৯

নৃপবাহন বলিলেন,—দেব্যুৎপত্তি-বিধান ও ব্রতচর্য্যা জানিয়াছি, এক্ষণে দেহশুদ্ধি জানিতে ইচ্ছা করি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—পদমালামন্ত্র লক্ষজপে ব্রহ্মঘাতীরও শুদ্ধি হয়। ২

শাক-যাবক-দুগ্ধ-কন্দ-মূল-ফল-ভোজী হইয়া পদমালামন্ত্রজপে দেহশুদ্ধি হয়। ৩

লক্ষ গায়ত্রী জপে ও যম-নিয়ম-সেবাতেও সর্ব্বপাপ মুক্ত হওয়া যায়। ৪

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য এবং দম—যম নামে অভিহিত। ৫

স্নান, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ, গুরুসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ—নিয়ম। ৬

কুশোদক, গোদুগ্ধ, গব্যদধি, গোমূত্র, গোময় ও গব্যঘৃত এই পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া পরদিন উপবাস সান্তপন-ব্রত। ৭

কুশোদক প্রভৃতি সান্তপনের ছয়টি দ্রব্যের এক একটি এক এক দিনে ভোজন করিয়া ছয় দিন যাপন ও সপ্তম দিনে উপবাস—এই ব্রত মহা সান্তপন। ৮

পর্ণ, উড়ুম্বরপত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্র এবং কুশজল এই পাঁচটি বস্তুর এক একটি এক এক দিন সেবনে পঞ্চাহসাধ্য পর্ণকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। ৯

তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বূনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রস্ত পাবনম্ ॥ ১০
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈবায়ং পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ১১
যথা কথঞ্চিৎ ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনৈঃ ॥ ১২
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং পয়সা দিবসানেক-বিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৩
পিণ্যাকাচামতক্রাম্বু-শক্তূনাং প্রতিবাসরম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ১৪
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহ্নিকঃ ॥ ১৫
তিথিবৃদ্ধ্যাচরেৎ পিণ্ডাঞ্ছুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১৬
যথা কথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
মাসেন চোপযুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥ ১৭
কুর্য্যাৎ ত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ হৃন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতান্ ॥ ১৮

তপ্তদুগ্ধ, তপ্ত-ঘৃত ও তপ্ত-জল ইহার এক এক দ্রব্য এক এক দিন পান করিবে ; এইরূপ ক্রমে দ্বাদশদিনে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। ১০

একদিন এক ভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত এবং একদিন উপবাস ; এই চারি দিনে পাদকৃচ্ছ্র। ১১

যে কোনরূপে এই ব্রতের ত্রৈগুণ্য সম্পাদনে প্রাজাপত্য ব্রত। ভোজন করতলসম্মিত অন্ন দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে, এই দ্বাদশাহসাধ্য ব্রতই অতিকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত। ১২

একবিংশতি দিন পয়োমাত্র পান কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক। ১৩

পিণ্যাক, আচাম, তক্র, অম্বু এবং শক্তু এই কয় দ্রব্য একে একে পাঁচদিনে ভোজন ও একাহ উপবাস—সৌম্যকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত। ১৪

উক্ত পঞ্চ দ্রব্যের এক একটি তিন দিন তিন দিনে ভোজন করিলে পঞ্চদশাহ সাধ্য তুলাপুরুষব্রত হইয়া থাকে। ১৫

ময়ূরাণ্ড-পরিমিত-অন্নগ্রাস শুক্লপক্ষের তিথি বৃদ্ধি অনুসারে বাড়াইয়া ভোজন কৃষ্ণপক্ষে তিথি-হ্রাসানুসারে কমাইয়া ভোজন,—এইরূপে চান্দ্রায়ণ ব্রত হয়। (শুক্ল প্রতিপদে ১ গ্রাস, শুক্ল দ্বিতীয়ায় ২ গ্রাস—পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস ; কৃষ্ণ প্রতিপদে ১৪ গ্রাস ও অমাবস্যায় উপবাস চান্দ্রায়ণ)। ১৬

এক মাসে যে কোন প্রকারে দুইশত চল্লিশ গ্রাস ভোজনে অপরবিধ চান্দ্রায়ণ। ১৭

ত্রিকালস্নায়ী, পবিত্র-বেদমন্ত্রজপনিরত হইয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিতে হয়, তৎকালে অন্নগ্রাসে 'নমঃ' মন্ত্র জপ করিতেও হয়। ১৮

অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু।
ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চন্দ্রস্যেতি সলোকতাম্ ॥ ১৯
কৃচ্ছ্রং তদ্ধর্ম্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে।
যথাশাস্ত্রবিধানেন ফলং হোমাদবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে যমনিয়মশুদ্ধির্নাম
বিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

অনাদিষ্ট পাপে চান্দ্রায়ণ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। ধর্ম্মার্থ চান্দ্রায়ণ করিলে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। ১৯

ধর্ম্মার্থ অন্যবিধ ব্রত করিলেও মহতী শ্রী-প্রাপ্তি হয়। যথাশাস্ত্র-বিধানে হোম করিলেও ফললাভ হয়। ২০

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

বহ্নের্বিধানং পরমং সর্ব্বকামপ্রসাধকম্।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ নামভেদক্রিয়াদিভিঃ ॥ ১
অগ্নেঃ পরিগ্রহঃ কার্য্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদকৈঃ।
বাম-দক্ষিণ-সিদ্ধান্ত-বেদান্তগৃহ্যপারগৈঃ ॥ ২
কার্য্যঃ পরিগ্রহো বহ্নেঃ সর্ব্বসম্পত্তি-বেদিভিঃ।
অন্যথা অন্তরায়াস্তু ভবন্তি ধন-আয়ুষোঃ।
নিত্যং ব্যাধিরধন্যো বা সর্ব্বলোকবহিস্কৃতঃ।
অবিদিত্বা যদা বৎস জ্ঞাত্বা সর্ব্বং ভবেদ্বুধঃ ॥ ৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহুবিদ্যে ক্রিয়া মতা।
কুণ্ডাষ্টকং সমাখ্যাতং ত্রিভেদস্তু ময়া তব ॥ ৪
বহুবহ্নিবিধানস্তু একস্যৈবোপচারতঃ।
স্ত্রীবালবৃদ্ধশূদ্রৈস্তু হোতব্যং প্রত্যহং যথা।
মঠে মহানসে বাপি ন কুণ্ডেষু কদাচন ॥ ৫
সংস্কৃতৈর্নামভেদৈশ্চ রক্ষয়িত্বা হুতাশনম্।
মহাবিদ্যার্থবেত্তারৈ র্হোতব্যং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৬
শ্রূয়তে চ পুরা বৎস অবিদিত্বা বসোঃ সুতঃ।
সংস্কৃতে হবমানস্য রাজ্যভ্রংশমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
তথা বামনহোতারমচিরা[১] মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদস্থিরবহ্নৌ তু ন হোতব্যমবেদিনা।
বেদনন্তু প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে রাজশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-অভীষ্ট সাধক বহ্নিবিধান, নামভেদ ও ক্রিয়াবিধি কীর্ত্তন করিতেছি। ১

সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণের অগ্নিপরিগ্রহ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বাম দক্ষিণ-সিদ্ধান্ত বেদান্ত গৃহ্য-পারগামী সর্ব্বসম্পত্তিবেত্তা পণ্ডিতগণের অগ্নিপরিগ্রহ কর্ত্তব্য। ২

নচেৎ ধন ও আয়ু সম্বন্ধে হানি হইয়া থাকে। বৎস! অজ্ঞ ব্যক্তি এ কার্য্য করিলে, সতত ব্যাধিপীড়িত ও লোকে নিন্দিত হইয়া থাকে। আর অভিজ্ঞের পক্ষে এই কার্য্যে সর্ব্বসুখলাভ হয়। ৩

অতএব বহুবিদ্য ব্যক্তিরই সর্ব্বতোভাবে অগ্নিকার্য্য জ্ঞাতব্য। আমি তোমাকে অষ্টবিধ কুণ্ডের কথা বলিয়াছি, বহু বহ্নিবিধানও বলিয়াছি। ৪

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, শূদ্র – সকলেরই অগ্নিহোম কর্ত্তব্য। কিন্তু মহানসে কর্ত্তব্য, কুণ্ডাদিতে নহে। ৫

নামভেদ-সংস্কৃত বহ্নি মহানসে রাখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষী মহাবিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের তাহাতে হোম করা বিধি। ৬

বৎস! শুনা যায়, পূর্ব্বকালে বসুপুত্র না জানিয়া সংস্কৃতবহ্নিতে হোম করাতে রাজ্যভ্রষ্ট হন। ৭

১। তথা বীরগণোত্তমাচিরাদিতি পাঠান্তরম্।

বৃহস্পতিরুবাচ—

অগ্নিচক্রবিধিং পুণ্যং দেবতানাঞ্চ স্থাপনম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তাত কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ—

চতুষ্কোণে হ্যহং বৎস মণ্ডলে মধুসূদনঃ।
ধনুষাকৃতিকো রুদ্রঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ১০
চতুরস্রে ভবেদগ্নির্মণ্ডলে তু হুতাশনঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেঽনলো হ্যগ্নিরেবং যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১
দ্বিজানাং দেবতা সদ্য আচার্য্যো যোগবেদনম্।
উদকে বরুণো দেবো দর্ভেষু চ মহোরগাঃ ॥ ১২
শ্রুচায়াস্তু উমাদেবী শ্রুবো দেবস্ত্রিলোচনঃ।
তৎসংযোগপরো দেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ১৩
প্রণীতা পৃথিবী জ্ঞেয়া স্বাহাকারে মহামখাঃ।
পুষ্পেষু ঋতবো বিদ্ধি পাত্রেষু চ মহোদধিঃ।
বেদীমধ্যে তু গায়ত্রী সোমো অভ্যুক্ষণে স্থিতঃ ॥ ১৪
ইন্ধনে মণিভদ্রস্তু শিখাং বজ্রধরায়ুধঃ।
হোতারস্ত্বং বিজানীয়াশ্চমসাদিষু পর্ব্বতাঃ ॥ ১৫
উচ্ছ্রবৈ[১] দেবতা রুদ্রস্তালবৃন্তে তু বায়বঃ।
মন্ত্রণেষু গণাঃ সর্ব্বা ভস্মে ভূয়োঽপি শঙ্করঃ ॥ ১৬
লোকপালাস্তু কোণেষু ওঙ্কারে সর্ব্বদেবতাঃ।
মাতরো হোমভাগে তু পূতনা বিস্ফুলিঙ্গদা ॥ ১৭

অজ্ঞানকৃত হোমে মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। অতএব না জানিয়া অস্থির অগ্নিতে হোম করা বিধেয় নহে। যাহাতে জানিতে হয়, তাহা বলিতেছি—তাহাতেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৮

বৃহস্পতি বলিলেন,—পবিত্র অগ্নিচক্রবিধি ও দেবতাস্থাপন শুনিতে ইচ্ছা করি। হে তাত! প্রসন্ন হইয়া তাহা কীর্ত্তন করুন। ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চতুষ্কোণ অগ্নিচক্রে আমি, বর্ত্তুলাকার অগ্নিচক্রে বিষ্ণু এবং ধনুরাকৃতি অগ্নিচক্রে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত রুদ্র অধিষ্ঠিত। ১০

চতুরস্র অগ্নিচক্রস্থিত বহ্নি অগ্নিপদবাচ্য, বর্ত্তুলচক্রে হুতাশন-পদবাচ্য ও অর্দ্ধচন্দ্র বা ধনুরাকৃতি অগ্নিচক্রে অনলনামে অভিহিত, যজ্ঞ-প্রতিষ্ঠা এইরূপে হইয়া থাকে। ১১

দ্বিজগণে দেবতাধিষ্ঠান, আচার্য্যে যোগজ্ঞান, জলে বরুণ, কুশে মহাসর্পগণ, শ্রুচায় উমাদেবী, শ্রুবে শিব, শ্রুক্‌শ্রুব-সংযোগে সর্ব্বদেব নমস্কৃত পরমদেব। ১২-১৩

প্রণীতাপাত্রে পৃথিবী, স্বাহাকারে যজ্ঞ, পুষ্পে ছয় ঋতু, পাত্রে মহাসমুদ্র, বেদীমধ্যে গায়ত্রী, অভ্যুক্ষণে সোম, যজ্ঞীয় কাষ্ঠে মণিভদ্র, শিখায় বজ্র, চর্ম্মাদিতে পর্ব্বত, ভস্ত্রায় রুদ্র, তালবৃন্তে বায়ু, মন্ত্রে গণসমূহ, ভস্মে শঙ্কর, কোণে লোকপাল সকল, প্রণবে সকল দেবতা, হোমভাগে মাতৃগণ, বিস্ফুলিঙ্গে পূতনা, তেজে আদিত্যাদি এবং শিব অবস্থিত। ১৪-১৭

১। উষ্ট্রা চ ইতি পাঠান্তরম্।

আদিত্যাদিস্থিতা তেজে যো দেবোঽপরঃ পরঃ।
দেবানাং প্রতিহোমস্তু প্রহরার্দ্ধেন ভূতিদম্ ॥ ১৮
মধ্যাহ্নে তু মনুষ্যাণাং হোমহেতু ত্রিযামিকম্।
অপরাহ্নে পিতৃণাঞ্চ সন্ধ্যায়াং গ্রহভৌতিকম্ ॥ ১৯
রাত্রৌ পাপবিনাশার্থং দিব্যসিদ্ধিপ্রসাধনম্।
প্রহরার্দ্ধেন হোতব্যমর্দ্ধরাত্রে চ আয়ুধম্।
শেষে পুত্রপ্রদং বৎস উদয়ে সর্ব্বকামদম্ ॥ ২০
দক্ষিণা সর্ব্বকামেষু সর্ব্বপ্রাপ্তিপ্রদায়কম্।
ক্ষণাধিদেবতা দেয়া প্রথমাচরণাহুতিঃ।
অন্যথা বিফলং বিপ্র ভবতে হবনং সদা ॥ ২১
বার্ক্ষ্যমৃন্ময়তাম্রোত্থে রৌপ্যহেমময়োদ্ভবৈঃ।
দশধা পুণ্যবৃদ্ধিস্তু হবনস্থানভোজনৈঃ ॥ ২২
দেবাঙ্কৈঃ শূলপদ্মাঙ্কৈঃ শঙ্খচক্রহুতাশনৈঃ।
ঘৃতক্ষীরবসাদীনি গ্রহীতব্যানি বুদ্ধিমান্ ॥ ২৩
দেব্যাস্থাপনযজ্ঞিয়ৈর্বসোর্ধারাপ্রভাবিতৈঃ।
দ্রব্যৈর্হোমং প্রকর্ত্তব্যমন্যথা বা বিধানতঃ ॥ ২৪
আত্তবেদসু[১] সাংতৃপ্তিং পুষ্টা দাস্যন্তি দেবতাঃ।
বেলাহীনেষু সুরাণামধিদেবভুজং ফলম্।
এবং তে কথিতং বৎস সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ২৫
হোতারো মন্ত্রহীনাস্তু অশুচির্ভবতে সদা।
তস্মাদসংস্কৃতে বহ্নৌ ন হোতব্যমবেদকৈঃ ॥ ২৬

দেবগণের প্রাতর্হোম অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। মনুষ্যগণের হোম মধ্যাহ্নে, মোক্ষের জন্য হোম তৃতীয় প্রহরে, পিতৃহোম অপরাহ্নে, গ্রহভূতোদ্দেশে হোম সন্ধ্যায়। ১৮-১৯

আর পাপ বিনাশার্থ হোম রাত্রিতে কর্ত্তব্য। সিদ্ধি উদ্দেশে হোম প্রহরার্দ্ধে হয়, অর্দ্ধরাত্রে হোম আয়ুঃপ্রদ, রাত্রিশেষে হোম পুত্রপ্রদ, উদয়ে হোম সর্ব্বকামপ্রদ। ২০

দক্ষিণা সকল হোমেই দেয় এবং দক্ষিণা ইষ্টসাধিকা। আরম্ভক্ষণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উদ্দেশে প্রথমে আহুতি দেয়। অন্যথা হোম-কার্য্য বিফল হইয়া থাকে। ২১

দারুময়, মৃণ্ময়, তাম্রময়, রজতময় এবং সুবর্ণময় দেবাঙ্কিত বা শূলাদ্যঙ্কান্বিত হোমপাত্র দ্বারা ঘৃতাদি গ্রাহ্য; উক্ত পাত্রভেদে উত্তোরত্তর দশগুণ অধিক পুণ্যলাভ হয়। ২২-২৩

দেবীর স্নানীয়, যজ্ঞীয় অথবা বসুধারায় উক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম বিধেয়; অথবা বিধানানুসারে অন্য দ্রব্য দ্বারাও হোম কর্ত্তব্য। ২৪

হে বৎস, সকলের সুখকর বিধান তোমাকে বলিলাম। মন্ত্রহীন হোতারা সকল সময় অশুচি হয়। অতএব অসংস্কৃত বহ্নিতে অবেদজ্ঞ জন কখনও হোম করিবে না। ২৫-২৬

১। বেতি পাঠান্তরম্

মন্ত্রবিজ্ঞকহোতারো হ্যপ্যায়য়ন্তি দেবতাঃ[১]।
অবেদকাস্তু হোতারো নৈব প্রীণন্তি বৈ সুরান্ ॥ ২৭
হোমাৎ সর্ব্বফলাবাপ্তিঃ সর্ব্বেষামপি জায়তে।
তস্মান্মন্ত্রবিধানজ্ঞঃ প্রাতরেব শুভপ্রদঃ ॥ ২৮
পূর্ব্বাঙ্গে দেবতা বিষ্ণুর্দক্ষিণেন হরঃ স্থিতঃ।
পশ্চিমেন স্থিতো ব্রহ্মা এতে অগ্নেস্তু দেবতা ॥ ২৯
তেজে রুদ্রং বিজানীয়াজ্জ্বালায়াঞ্চাপি চর্চ্চিকা।
ক্রিয়ায়ুষে চ বিপ্রাণাং লক্ষ্মীস্তত্রাপি দেবতা ॥ ৩০
এবং প্রতিষ্ঠিতং হোমমগ্নয়শ্চ ত্রয়স্তথা।
ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ঃ কালাস্ত্রয়োঽগ্নিগুণমন্ত্রিতাঃ ॥ ৩১
গার্হপত্যং দক্ষিণাগ্নির্হবনীয়শ্চ তে ত্রয়ঃ।
একস্যৈব সমুৎপন্না বহুভেদা দ্বিজোত্তম ॥ ৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ত্রিরগ্নিবিধির্নাম
একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

বেদজ্ঞগণের হোমপুষ্ট দেবতাগণ তৃপ্তি সম্পাদন করেন। আর অজ্ঞহোতা দেবতাপ্রীণনে সমর্থ নহে। ২৭

সকলেরই সকল ফললাভ হোম হইতে হয়। অতএব মন্ত্র-বিধানজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমেই হোম করিবে। ২৮

পূর্ব্বভাগে বিষ্ণু দেবতা, দক্ষিণভাগে শিব দেবতা এবং পশ্চিমে ব্রহ্মা দেবতা—এই তিন দেবতা অগ্নিস্থিত। ২৯

তেজে রুদ্র, জ্বালায় চর্চ্চিকা, আর ক্রিয়ায় লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত। হোম এই-রূপে প্রতিষ্ঠিত; তিন অগ্নি, তিন দেব, তিন কাল, অগ্নি গুণ মন্ত্রাদিও ত্রিবিধ। ৩০-৩১

গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহবনীয় এই তিন অগ্নি, বস্তুতঃ এক অগ্নিরই বিবিধ ভেদ হইয়াছে। ৩২

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১

১। বেলাহানেরিত্যাদি সার্দ্ধদ্বিতয়ং পদ্যং পুস্তকান্তরেষু নাস্তি।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বৃহস্পতিরুবাচ—

একস্ত্রিগুণ আখ্যাতঃ সর্ব্বদেবসুখাবহঃ।
বহুধা তৎ কথং কর্ম্ম যোজয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১
দক্ষিণাগ্নিবিভাগস্তু প্রসূতির্বহুধা যথা।
নামভিঃ কর্ম্মভির্দেব কথয়স্ব সমাসতঃ ॥ ২
এবমুক্তস্তু গুরুণা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুষ্বাবহিতো দ্বিজ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পুরা কৃতযুগে বিপ্র এক এব হুতাশনঃ।
রুদ্রমূর্ত্তিঃ স্থিতো নিত্যং তেজো নাম মহাত্মনঃ ॥ ৪
ত্রেতায়াং দক্ষিণেশো বৈ যজ্ঞার্থে বিসৃজন্মহান্।
গার্হপত্যং ততো জাতং হবনীয়ং ততোঽভবৎ ॥ ৫
হবনীয়প্রসূতিস্তু ভরতাদ্যা মহৌজসঃ।
একপঞ্চাশতং নাম চরাচরবিধায়কাঃ।
তেষাং বৈ নাম কর্ম্মাণি বহুধা ব্রূহি ভো দ্বিজ ॥ ৬
সপ্ত সপ্ত বিভাগেন তেষাং সন্ততিজাতয়ঃ।
ভরতো বরমাঙ্গল্যৌ বিভুশ্চ বল অঙ্গিরাঃ ॥ ৭
সমুস্তবো জয়ো রুদ্রঃ সংযুগো ব্যালিকো ভবঃ।
সূর্য্যো জনঃ শশাঙ্কশ্চ বিশ্বদেবাঃ পরাবসুঃ ॥ ৮
কল্মাষঃ সংক্ষয়ো ঘোরো বড়বাগ্নিঃ পরান্তকঃ।
দক্ষো নিধীশ্বরঃ কামঃ কামান্তকপরান্তকৌ ॥ ৯

বৃহস্পতি বলিলেন,—এক অগ্নিই গুণত্রয়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদেবের সুখ-সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বহু প্রকার কর্ম্ম তাহাতে করেন কিরূপে? ১

নামতঃ ও কর্ম্মতঃ দক্ষিণাগ্নি বিভাগ, তথা তৎ-সন্ততির বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। ২

বৃহস্পতি এই কথা বলিলে ব্রহ্মা মধুর বাক্য বলিলেন,—হে দ্বিজ! এক মনে শ্রবণ কর। ৩

পূর্ব্বকালে সত্যযুগে রুদ্রমূর্ত্তি এক অগ্নিই ছিলেন, তাঁহার নাম তেজ। ৪

ত্রেতাযুগে যজ্ঞের জন্য দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অগ্নির সৃষ্টি হয়, তাহাই গার্হপত্য নামে অভিহিত। ৫

আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি তৎপরে হয়। ভরতাদি মহাতেজা,—আহবনীয় অগ্নির সন্ততি। তাঁহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ। *তাঁহারা চরাচরের বিধায়ক। ৬

তাঁহাদের নাম,—ভরত, চর, মঙ্গল, বিভু, বল, অঙ্গিরা, সমুস্তব, জয়, রুদ্র, সংযুগ, ব্যালিক, ভব, সূর্য্য, জল, শশাঙ্ক, বিশ্বদেব, পরাবসু†, কল্মাষ, সংক্ষয়,

---

* মূলে পূর্ব্বাপর পাঠের অনৈক্য আছে।

† পরে অনল উল্লেখও আছে; কিন্তু পরাবাসুর উল্লেখ নাই।

বীভৎসো বিজয়ো ধূম্রঃ কৃষ্ণবর্ম্মাথ হাটকঃ।
অজিতঃ শঙ্করঃ শঙ্খঃ শুদ্ধিদো জয়দো গুরুঃ ॥ ১০
অপরোঽপরাজিতঃ কণ্ঠঃ প্রতাপো বহুদঃ শুভঃ।
আরণ্যঃ সর্ব্বগঃ শম্ভুঃ কামিকো রিপুহা শিবঃ ॥ ১১
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈঃ স ভবেৎ সর্ব্বকামদঃ।
পরিগ্রহানুরূপেণ তথা হোমবশেন চ ॥ ১২
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধস্তু নিত্যহোতা প্রকীর্ত্তিতঃ।
কৃত্বা হুতাশনে পঞ্চ কর্ম্মাণি ভবতে সদা ॥ ১৩
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িত্বাদন্যথা হবনে চ সঃ ।
আধানে ভরতো হ্যগ্নির্বরঃ পুংসবনে স্মৃতঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম জাতকর্ম্মে বিভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
নামে বলঃ সমাখ্যাতঃ প্রাশনে অঙ্গিরা মতঃ।
চূড়ে সমুদ্ভবো বহ্নির্জয়ো ব্রতনিবন্ধনে ॥ ১৫
রুদ্রো গোদানিকো নাম বিবাহে সংযুগঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিশ্চ ব্যালিকো নাম অগ্নিহোত্রে বিধীয়তে।
আবসথে ভবো জ্ঞেয়ঃ পিতৃণাং বিশ্বদেবকঃ ॥ ১৬
অনলো জঠরো হ্যগ্নিঃ কল্মাষোঽমৃতভক্ষণে।
সূর্য্যো বহ্নির্মহাহোমে জলো জলনিবেশনে ॥ ১৭
শশাঙ্কঃ পূর্ণিমাহোমে ক্ষয়ে সংবর্ত্তকো মতঃ।
ঘোরঃ কাষ্ঠসমুত্থশ্চ পরান্তো বেণুসম্ভবঃ[১] ॥ ১৮
সমুদ্রে বড়বাগ্নিস্তু দক্ষঃ পাকবিধৌ মতঃ।
নিধীশো বসুধারায়াং কামদেবোঽথ ধূপজঃ ॥ ১৯
তুষজঃ কামহা ত্বগ্নী রথ্যায়ান্তু পরান্তকঃ।
বীভৎসুঃ ক্ষুৎকরো বহ্নির্বিজয়ো নৃপগেহজঃ ॥ ২০

ঘোর, বড়বাগ্নি, পরান্ত, (মূলে পাঠ 'পরান্তক') দক্ষ, নিরীশ্বর, কাম, কামান্তক; পরান্তক, বীভৎস, বিজয়, ধূম্র, কৃষ্ণবর্ম্মা, হাটক, অজিত, শঙ্কর, শঙ্খ, শুদ্ধিদ, জয়দ, গুরু, অপর, অপরাজিত, কণ্ঠ, প্রতাপ, বহুদ, আরণ্য, সর্ব্বগ, শম্ভু, কামুক, রিপুহা, শিব ও কামাগ্নি। ৭-১১

গর্ভাধানাদি সংস্কার বশে এই অগ্নি সর্ব্ব অভীষ্ট সাধক হন। পরিগ্রহাদি অনুসারে নিত্যহোতা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২

গর্ভাধানে অগ্নি ভরত, পুংসবনে বর, সীমন্তে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে বিভু, নামকরণে বল, অন্নপ্রাশনে অঙ্গিরা, চূড়াকরণে সমুদ্ভব, উপনয়নে জয়, গোদানে রুদ্র, বিবাহে সংযুগ, অগ্নিহোত্রে ব্যালিক, আবসথ্যকর্ম্মে ভব, পিতৃকর্ম্মে বিশ্বদেব, জঠরে অনল, অমৃতভক্ষণে কল্মাষ, মহাহোমে সূর্য, জল নিবেশনে জল, পূর্ণিমা-হোমে শশাঙ্ক এবং প্রলয়ে সংবর্ত্ত (সংক্ষয়) নাম অভিহিত। ১৩-১৮

কাষ্ঠসম্ভূত অগ্নির নাম ঘোর, বেণুসম্ভূত অগ্নির নাম পরান্ত, সমুদ্রে বড়বাগ্নি, পাককার্য্যে দক্ষ এবং বসুধারায় নিধীশ্বর নামে অগ্নির প্রসিদ্ধ। ১৯

ধূপজ অগ্নির নাম কাম, তুষসম্ভূত অগ্নির নাম কামহা, রথ্যাস্থিত অগ্নির

১। বেদসম্ভবঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধূম্রো বৃক্ষসমুত্থস্তু দীপে কৃষ্ণপথো মতঃ।
হেমং তাপে ভবেদ্বাদ্য অজিতো মাতৃবেশ্মজঃ ॥ ২১
সঙ্গরো ম্লেচ্ছলোকেষু শঙ্খো বৈ চেষ্টপাকজঃ।
দিত্যে শুদ্ধিং বিজানীয়াজ্জয়ঃ শুক্রনিবেশনে ॥ ২২
গুরুর্দীক্ষাবিধৌ বহ্নির্হ্যপরো তিন্তিলীষু চ।
কণ্ঠোঽনুকূলজো বিদ্ধি লক্ষহোমেঽপরাজিতঃ ॥ ২৩
প্রতাপো নৃপদীক্ষায়াং বহুদো টঙ্কশোণজঃ।
শুভো গ্রহবিধৌ হ্যগ্নিরারণ্যে অরণীভবঃ ॥ ২৪
সর্ব্বগো বৈদ্যুতো বহ্নিঃ শম্ভুর্মণিসমুদ্ভবঃ।
কামিকঃ সাধকাগ্নিস্তু রিপুহা অভিচারজঃ ॥ ২৫
কোটিহোমে শিবো বহ্নিঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ
শিবতেজোদ্ভবো বিপ্র কালাগ্নিঃ স চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬
একো বহুপ্রকারৈস্তু নামকর্ম্মৈর্যথা স্থিতঃ।
কথিতঃ পাবকো বৎস কিং ভূয়ঃ পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৭

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বহ্নিভেদো নাম
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

নাম পরান্তক, ক্ষুধাকর বহ্নি বীভৎসু, রাজ-গৃহসম্ভূত অগ্নি বিজয়, বৃক্ষসম্ভূত অগ্নি ধূম্র, দীপবহ্নি কৃষ্ণবর্ত্ম্া, সুবর্ণতাপকর বহ্নি হাটক, মাতৃগৃহজ বহ্নি অজিত, ম্লেচ্ছ-লোকস্থিত বহ্নি শঙ্কর, ইষ্টক-পাকজ বহ্নি শঙ্খ, চৈত্য বহ্নি শুদ্ধিদ এবং শুক্রস্থ বহ্নি জয়দ। ২০-২২

দীক্ষাবিধিতে যে বহ্নি, তাঁহার নাম গুরু। তিন্তিড়ী-বৃক্ষ সম্ভূত অগ্নি অপর, অনুকূল বহ্নি কণ্ঠ, লক্ষ হোমের বহ্নি অপরাজিত, রাজদীক্ষাগ্নি প্রতাপী, টঙ্কশৈল সম্ভূত অগ্নি বহুদ। ২৩

গ্র(গৃ)হ কার্য্যে অগ্নির নাম শুভ, অরণ্য কার্য্যে অগ্নির নাম আরণ্য, বৈদ্যুত বহ্নির নাম সর্ব্বগ, মণিসম্ভূত অগ্নির নাম শম্ভু, সাধকাগ্নির নাম কামিক, আভিচারিক বহ্নির নাম রিপুহা, কোটিহোমে বহ্নির নাম শিব এবং শিব-নেত্রোদ্ভূত বহ্নির নাম কালাগ্নি। ২৪-২৬

হে বৎস। কর্ম্মভেদে নামভেদে এক বহ্নি যে বহু প্রকারে অবস্থিত, ইহা তোমাকে বলিলাম, আর জিজ্ঞাস্য কি আছে? ২৭

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

বহ্নিকর্ম্মফলং বিপ্র কথিতঞ্চাবধারিতম্।
পুষ্পগন্ধবিশেষস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

পাত্রাণাং রৌপ্যহেমোত্থৌ যথা প্রোক্তৌ নৃপোত্তম।
ঘৃতহোমে বরং যদ্বৎ তিলাশ্চ মদলেপনে।
চন্দনাগুরুকর্পূরনখং ধূপে বরং মতম্॥ ২
মদকর্পূরকাশ্মীররোচনা চ চতুষ্টয়ম্।
এতেন লেপয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৩
জাতীকক্কোলপত্রৈলা-কুষ্ঠকুঙ্কুমপত্রিকা।
জাতীফলো লতাখ্যা চ স্নানগন্ধা মদাধরা॥ ৪
নাগকেশরকর্পূরমুরামাংসীঃ সবালকাঃ।
উদ্বর্ত্তনাঃ সমাখ্যাতাঃ সকলা মাতরপ্রিয়াঃ॥ ৫
ধূপং কল্যাণনাগস্তু নিত্যং দেব্যাঃ প্রিয়ং নৃপ।
চন্দ্রাখ্যং লেপনং দেয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ৬
মণিমৌক্তিকমালাশ্চ বিতানঞ্চ দুকূলজম্।
ঘণ্টাদি সর্ব্বদা দত্ত্বা হেমপুষ্পফলং লভেৎ॥ ৭
পুষ্পৈরারণ্যসম্ভূতৈঃ পত্রৈর্বা গিরিসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জ্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ॥ ৮

নৃপবাহন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বহ্নিকর্ম্মফল আপনি কীর্ত্তন করিলেন, আমিও অবধারণ করিলাম, এক্ষণে পুষ্প ও গন্ধবিশেষের বিষয় তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—হে রাজসত্তম! পাত্রের মধ্যে রজতময় এবং সুবর্ণময়-পাত্র ঘৃতহোমে যেমন প্রশস্ত ও তিল যেমন প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, লেপন বস্তুর মধ্যে মৃগনাভি তদ্রূপ প্রশস্ত। চন্দন, অগুরু, কর্পূর এবং নখী ধূপে প্রধান। ২

মৃগনাভি, কর্পূর, কুঙ্কুম এবং গোরোচনা এই চারি দ্রব্য দ্বারা দেবীর লেপন করিলে সর্ব্ব-অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়। ৩

জায়ফল, তেজপাত, এলাচ, কুড় ও কুঙ্কুমাদি স্নানগন্ধ, মৃগনাভি স্নানের পক্ষে অধম। ৪

নাগকেশর, কুঙ্কুম, কর্পূর, মুরামাংসী এবং বালা,—এই সকল উদ্বর্ত্তন দ্রব্য মাতৃগণের প্রিয়। ৫

হে রাজন্! ধূপ ও কল্যাণ নাগ দেবীর নিত্য প্রিয়, কর্পূর লেপন প্রদান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ৬

মণি-মুক্তামালা, বস্ত্রবিতান এবং ঘণ্টাদি সর্ব্বদা দান করিলে, সুবর্ণ-পুষ্প-দানের ফল হয়। ৭

আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবাম্ ।
পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥ ৯
তপঃশীলগুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে ।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং কুসুমেষু তৎ ।
মাতরাণাং সকৃদ্দত্ত্বা লভতে নৃপসত্তম ॥ ১০
তস্মাৎ পুষ্পান্ প্রবক্ষ্যামি পত্রাশ্চ সুরভীশ্চ যে ॥ ১১
কেতকীঞ্চাতিমুক্তঞ্চ বকবন্ধুবকুলা ঋষিঃ ।
কদম্বঃ কর্ণিকারশ্চ সিন্ধুবারঃ সমৃদ্ধয়ে ॥ ১২
পুন্নাগশ্চম্পকঃ কুন্দং যূথিকা নবমল্লিকা ।
দমনা মরুপত্রশ্চ শতধা পুণ্যবৃদ্ধয়ে ॥ ১৩
তগরার্জ্জুনমালতী বৃহতীশতপত্রিকাঃ ।
করবীরকুসুমকহ্লারবিল্বপাটলচামলকী ॥ ১৪
জবাবিটকিলাশোক-রক্তনীলোৎপলাঃ সিতাঃ ।
পঙ্কজঃ শতপত্রশ্চ দশধা পুণ্যবৃদ্ধয়ে[১] ॥
এতৈস্তু অর্চ্চয়েদ্দেবীমাশু সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ১৫
দ্রোণপুষ্পী শমী ক্ষীরী নীলাপামার্গপত্রিকা ।
সুরসা বর্ব্বরা ভদ্রা সুরভী কণমল্লিকা ॥ ১৬
কদম্বৈরর্চ্চয়েদ্রাত্রৌ মল্লিকা উভয়োঃ সমা ।
দিবাশেষাণি পুষ্পাণি যথালাভেন পূজয়েৎ ॥ ১৭
কীটকেশোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুসিতানি চ ।
মুকুলৈর্নার্চ্চয়েদ্দেব্যাঃ অপক্বং ন নিবেদয়েৎ ।
ফলং ক্বথিতবিদ্ধঞ্চ যত্নাৎ পক্বমপি ত্যজেৎ ॥ ১৮

অপর্য্যুষিত, ছিদ্রহীন, কীটাদি-বর্জ্জিত এবং প্রোক্ষিত আরণ্য পুষ্প, নিজ উদ্যানজাত পুষ্প এবং পর্ব্বতজাত পত্র দ্বারা ভবানী-পূজা করিবে। পুষ্প-বিশেষে পুণ্য-বিশেষ হইয়া থাকে। ৮-৯

তপস্যা, সুশীতলা এবং বিবিধ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বেদপারগ পাত্রে দশ সুবর্ণ (মুদ্রা-বিশেষ) দান করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, মাতৃগণকে একবার পুষ্পদান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ১০

অতএব সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র কীর্ত্তন করিতেছি,—কেতকী, বন্ধুক, বকুল, বক, কদম্ব, কর্ণিকার, সিন্ধুবার, পুন্নাগ, চম্পক, কুন্দ, যূথিকা, নবমল্লিকা, দমন, মরু-পত্র, অর্জ্জুন, মালতী, বৃহতী, শতপত্রী, করবীর, কহ্লার, পাটল, জবা, রক্ত-নীলাদি, বিবিধ অশোক, পদ্ম এবং দ্রোণপুষ্প, বিল্বপত্র, আমলকীপত্র, শমী-পত্র, নীল অপামার্গপত্র ইত্যাদির দ্বারা ভবানী পূজা করিবে। ১১-১৬

রাত্রিপূজা কদম্ব দ্বারা, দিবা রাত্রি উভয় সময়ে পূজা মল্লিকা দ্বারা এবং প্রাপ্তি অনুসারে অবশিষ্ট পুষ্প দ্বারা দিবা-পূজা কর্ত্তব্য। ১৭

কীটযুক্ত, কেশযুক্ত, শীর্ণ বা পর্য্যুষিত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য নহে। কলিকা দ্বারা দেবী পূজা করিবে না। অপক্ব ফল অর্পণ করিবে না। পক্ব ফলেরও যদি ক্বাথ নিঃসারণ করা হয় বা বিদ্ধতাদিদোষ হয় ত তাহাও পরিত্যাজ্য। ১৮

১। পুন্নাগ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ং পুস্তকান্তরে নাস্তি।

অলাভেন চ পুষ্পাণাং পত্রাণ্যপি নিবেদয়েৎ।
পত্রাণামপ্যলাভে তু ফলান্যপি নিবেদয়েৎ ॥ ১৯
ফলানামপ্যলাভে তু তৃণগুল্মৌষধান্যপি।
ওষধীনামলাভে তু ভক্ত্যা ভবতি পূজিতা ॥ ২০
প্রত্যেকমুক্তপুষ্পেষু দশসৌবর্ণিকং ফলম্।
সন্নিবদ্ধেষু তেষ্বেব দ্বিগুণং ফলমুচ্যতে ॥ ২১
যঃ সুগন্ধৈরুক্তপুষ্পৈঃ সম্যগ্দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মালাভির্বাপি সুমনৈঃ সোঽনন্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈর্যঃ সকৃল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
যঃ কুর্য্যাচ্চ শিবারামমাম্রবিল্বাদিশোভিতম্।
জাতীবিজয়সর্জ্জার্ক-করবীরাব্জকুব্জকৈঃ ॥ ২৪
পুন্নাগনাগবকুলৈরশোকোৎপলচম্পকৈঃ।
কদলীহেমপুষ্পাদ্যৈস্তস্য দানফলং শৃণু ॥ ২৫
যাবৎ তৎপত্রকুসুমবীজসূতিফলানি চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দেব্যা লোকে স মোদতে ॥ ২৬

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পুষ্পবিধির্নাম
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

পুষ্পালাভে পত্র দিবে, পত্রালাভে ফল দিবে, ফলাভাবে তৃণ-গুল্ম ওষধিও প্রদান করিবে। ওষধি-অভাবে কেবল ভক্তিবলেই দেবীর পূজা হয়। ১৯-২০

উক্ত পুষ্পসমূহের মধ্যে এক একটী পুষ্পদানে দশ সুবর্ণদানের ফল হয়। বহু পুষ্পদানে দ্বিগুণ ফল। ২১

যে ব্যক্তি উক্ত সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা অথবা উত্তম গ্রথিত মালাদ্বারা সম্যক্ পূজা করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। ২২

যে ব্যক্তি অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একবারও শিবপূজা করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে সৎকৃত হয়। ২৪

যে ব্যক্তি আম্র, বিল্ব, জাতী, পুন্নাগ, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত উদ্যান শিবের উদ্দেশে দান করেন, তাঁহার দানফল শ্রবণ কর ;—সেই উদ্যানের পত্র, কুসুম, বীজ, ফল এতৎ সমুদয়ের যত সংখ্যা, তত সহস্র বৎসর দেবীলোকে আনন্দ লাভ তাঁহার হয়। ২৫-২৬

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

সমস্তধর্ম্মকথনং তব বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্ !
শ্রুতং ভূয়োঽপি পৃচ্ছামি দেব্যা গুরুপ্রপূজনম্ ।। ১

অগস্ত্য উবাচ—

ভূগৃহে গৃহমধ্যে বা রঙ্কাস্যে গিরিকন্দরে ।
নদীনদসমুদ্রে বা একান্তে ক্রূরবর্জ্জিতে ॥ ২
সুভক্তজনসঙ্কীর্ণে শুভবাপ্যুপশব্দিতে ।
স্নাতা শাস্ত্রবিধানেন মনুপূর্ব্বং নৃপোত্তম ॥ ৩
দেব্যা মূলাঙ্গষট্কন্তু ন্যস্য শস্তাসনে স্থিতঃ ।
মৃদুচর্ম্মকৃতে শস্তে তুলকার্পাসপূরিতে ॥ ৪
এবংবিধে স্থিতো মন্ত্রী স্বধূপসিতবাসসঃ ।
বিতানধ্বজসংচ্ছন্নে কটবস্ত্রবিভূষিতে ॥ ৫
মনোরমে কৃতে স্থানে দেব্যাঃ স্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
কৃত্বা পূর্ব্ববিধানেন হেমরাজততাম্রজৈঃ ॥ ৬
কলসৈস্তোয়গন্ধাঢ্যৈঃ পৃথগ্‌ধূপসুধূপিতা ।
মদাভিলেপিতা দেব্যা দুকূলপরিবারিতা ॥ ৭
মুক্তাফলকৃতাহার-পদ্মরাগবিভূষিতা ।
খড়্গখেটকপাশাদি ছুরিকাদি নিবেশয়েৎ ।
ঘৃতমাংসানি পূর্ণানি নৈবেদ্য-মুপপাদয়েৎ ॥ ৮
পূর্ব্বোক্তবিধিনা বৎস পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
ধ্যাত্বা দেব্যাং শুভাং বৎস বিগ্রহামপরাপরাম্ ॥ ৯

নৃপবাহন বলিলেন,—আপনার মুখে সমস্ত ধর্ম্মকথাই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে দেবীপূজা ও গুরুপূজার কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—ভূগর্ভ-গৃহ, গৃহমধ্য, গিরিকন্দর, নদ-নদী, সমুদ্রতীর, ক্রূরবর্জ্জিত নির্জ্জনস্থান, উত্তম ভক্তজনপূর্ণ শুভবাপী শোভিত স্থানে মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাশাস্ত্র স্নান করিয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কোমলচর্ম্মাদিনির্ম্মিত প্রশস্ত আসনে সাধক উপবেশন করিবে, পূজাস্থান ধ্বজ চন্দ্রাতপাদিপরিবৃত, ধূপগন্ধামোদিত ও মনোরম হইবে। ২-৫

দেবীর মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া শুভাদেবীর ধ্যানাদি ও আপনার দেবী-রূপতা চিন্তা ইত্যাদি করিবার পর পূর্ব্ববিধানে গন্ধজলপূর্ণ সুবর্ণময়, রজতময় বা তাম্রময়কলসে দেবীকে স্নান করাইবে। মৃগনাভি প্রভৃতির অনুলেপন দিবে, বস্ত্র দিবে। ৬-৭

মুক্তা-পদ্মরাগাদি মণিময় আভরণ দিবে, খড়্গ খেটকাদি অস্ত্র দিবে, বিবিধ ধূপ প্রদান করিবে, ঘৃত-মাংসপূর্ণ নৈবেদ্য দিবে। ৮

বৎস। পূর্ব্বোক্ত বিধানেই পরমেশ্বরীর পূজা করিবে অর্থাৎ পুষ্পাদি উপ-চার দানাদি তদনুসারে করিবে। ৯

প্রণিপত্য তথা দেবীমাত্মানমপি তাদৃশম্ ।
কৃত্বা জপাদিকং কার্য্যং ত্রিবিধং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১০
ততো নিবেদয়িত্বা তু বহিঃকর্ম্ম সুরক্ষিতম্ ।
কার্য্যং পূর্ব্ববিধানেন শ্রুবশ্রুচ্যাদিরক্ষিতে ॥ ১১
কুণ্ডে সুলক্ষণোপেতে বসোর্দ্ধারাং প্রতিষ্ঠয়েৎ ।
প্রতিষ্ঠা রসপাত্রাণি হোমে সা চ বিধিঃ শুভা ॥ ১২
বলিদানং প্রকর্ত্তব্যং গৃহেষু বিবিধেষু চ ।
শুভানাং লোক-পালানাং নানাযজ্ঞবিনায়কান্ ॥ ১৩
কৃমিকীটপতঙ্গেভ্যো ভূমৌ তোয়ান্নকল্পনাম্ ।
কৃত্বা ক্ষমাপয়েদ্দেবীং গুরুপূজাং তথা কুরু ॥ ১৪

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে পূজাবিধির্নাম
চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

তৎপরে জপ প্রণামাদি করিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য হোমকার্য্য করিবে। এই হোমকার্য্যও পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। ১০

সেই প্রকার শ্রুক্ শ্রুব, সেই সুলক্ষণ কুণ্ড, সেই প্রকার বসুধারাদান এবং হোমের সকল বিধিই পূর্ব্ববৎ। ১১-১২

বলিদান, শুভ লোকপাল প্রভৃতির পূজা এবং কৃমি-কীট পতঙ্গাদি উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন-জল দান করিবে। অনন্তর দেবীর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করিবে। এইরূপ গুরু-পূজাও কর। ১৩-১৪

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ—

দেবাগ্নিগুরুবিদ্যায়াঃ পূজায়াঃ সদৃশং ফলম্ ।
গুরুস্তেষাং ভবেৎ পূজ্যঃ সর্ব্বকামপ্রসাধকঃ ॥ ১
বিদ্যাগ্নিদেবতানাঞ্চ বিশেষ ঔপদেশিকঃ ।
যথার্থন্যায়বাদী চ সন্দেহবিনিবর্ত্তকঃ ॥ ২
তস্যোক্তানি চ বাক্যানি শ্রদ্ধেয়ানি বিপশ্চিতা ।
যথার্থং পুণ্যাধ্যক্ষেষু তদশ্রদ্ধো ব্রজত্যধঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শিবং সংপূজয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৩
নৃভিঃ পরোপকারায় আত্মনশ্চ বিমুক্তয়ে ।
দেব্যা যাগবিধানেন তস্য পূজা বিধীয়তে ॥ ৪
হেমগোমণিভূম্যাদি-দানাদি বিনিবেদয়েৎ ।
গৃহমণ্ডপবিদ্যাদি শয্যাদণ্ডাসনাদিভিঃ ॥ ৫
দেয়ং গুরোর্বিশেষেণ যদ্‌যদিষ্টতমং ভুবি ।
তেন সর্ব্বমবাপ্নোতি তুষ্টেন নৃপসত্তম ॥ ৬
অশক্তেষু চ সর্ব্বেষু পাপে বিশ্লেষিতোঽপি বা ।
গুরোর্ভাবগতং বিত্তং মহদ্ভক্ত্যোপযোজয়েৎ ॥ ৭
দক্ষস্য যজ্ঞবিঘ্নে তু নলস্য কৃতবেদিনে ।
তথাপি ন চলদ্ভক্তিঃ পার্থস্য চ তপোধনে ॥ ৮
জনমেজয়স্য যজ্ঞে চ অন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
ভবন্তি বিঘ্নকর্ত্তারো ধৈর্য্যাৎ তেষু বরপ্রদাঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে গুরুদেবপূজাবিধির্নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

অগস্ত্য বলিলেন,—দেবতা, অগ্নি, গুরু এবং বিদ্যাপূজনে সমান ফল, কিন্তু তন্মধ্যে গুরু বিশেষতঃ পূজ্য ; গুরুই অভীষ্টের সাধক । ১

গুরু বিদ্যাদির উপদেষ্টা, গুরু যথার্থ ন্যায়বাদী ও সন্দেহ-নিবর্ত্তক । ২

তৎকথিত বাক্য বিচক্ষণের শ্রদ্ধেয় । গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা করিলে অধোগামী হয় । অতএব সর্ব্বতোভাবে শিবস্বরূপ গুরুর পূজা কর্ত্তব্য । ৩

পরোপকার ও আত্মমুক্তির উদ্দেশে দেবীপূজাক্রমে গুরুপূজা করা মানবের বিহিত । ৪

সুবর্ণ, গো, ভূমি, গৃহ, মণ্ডপ, শয্যা, আসন, বিদ্যা সমস্তই গুরুকে দিবে ; পৃথিবীতে যাহা খুব ভাল বস্তু তাহাই গুরুকে দেয় । হে রাজসত্তম ! গুরু-সন্তোষে সকলই পাওয়া যায় । ৫-৬

এই সব দানে অশক্তি হইলে, গুরুর অভিপ্রায়ানুযায়ী ধন ভক্তিসহকারে দান করিবে । ৭

দক্ষ, নল, পার্থ, জনমেজয় এবং অন্যান্য মহাত্মগণের গুরুভক্তি কিছুতেই অপগত হয় নাই । সেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবেই বিঘ্নকারীরাও শেষে বরদাতা হইয়াছেন । ৮-৯

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নৃপবাহন উবাচ—

জপাধ্যয়নযুক্তানামন্তরায়া ভবন্তি যে।
তেষাং প্রশমনং তাত শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ—

দেব্যায়াঃ স্মরণং বৎস সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
অনেকধা সমাখ্যাতং তথাপি কথয়ামি তে ॥ ২
জপেন চাত্মনঃ শুদ্ধিরগ্নিকার্য্যেণ সম্পদঃ।
সম্পদা চেহ কর্ম্মাণি সিধ্যন্তে মুক্তিদানি চ ॥ ৩
তস্মাজ্জপাদিসংশুদ্ধো অগ্নিকার্য্যং সমারভেৎ।
আশ্রয়ং সর্ব্বসিদ্ধীনামিহামুত্র ফলপ্রদম্ ॥ ৪
পূর্ব্বোক্তলক্ষণে কুণ্ডে পূর্ব্বনামে হুতাশনে।
শ্রুবদ্রব্যাদিসংভার-সম্পন্নস্তু ততো হুনেৎ ॥ ৫
প্রোক্ষয়িত্বা পুরা রাজ্ঞঃ কুণ্ডং মন্ত্রোদকেন তু।
ততস্তু বেষ্টয়েৎ পশ্চাৎ কবচেন যথাক্রমম্ ॥ ৬
পুনরুল্লেখনং কুর্য্যাদস্ত্রবীজেন ভো নৃপ।
দক্ষিণোত্তরবারুণ্যাং মধ্যে তিস্রস্তথোত্তরে ॥ ৭
পুনরভ্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ কবচেন বিধানবিৎ।
বিষ্টরং কুণ্ডমধ্যে তু প্রণবেন পুনর্ন্যসেৎ ॥ ৮
ততঃ শক্তিং ন্যসেৎ তস্মিন্ তড়িৎসহস্রসন্নিভাম্।
ঋতুমতীং বিশালাক্ষীং সততং যোনিমুদ্রয়া ॥ ৯
যুগকেশবসংভিন্নং দ্বিতীয়াস্রসমং স্থিতম্।
কেশবান্তর্হিতো দেবো দেবী এষা হুতাশনে ॥ ১০

নৃপবাহন বলিলেন,—জপ ও অধ্যয়নযুক্ত ব্যক্তির যে সব অন্তরায় উপস্থিত হয়, হে তাত! তৎসমুদায়ের শান্তির উপায় শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—বৎস! দেবীর স্মরণে যে সকল বিঘ্ন দূর হয়, তাহা অনেকবার বলিয়াছি; তথাপি অন্য উপায়ও বলিতেছি। ২

জপ দ্বারা আত্মশুদ্ধি, অগ্নিকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি-লাভ এবং সম্পত্তির ফলে মুক্তিজনক কর্ম্মও সিদ্ধ হয়। ৩

অতএব জপাদি-শুদ্ধ হইয়া অগ্নিকার্য্য আরম্ভ করিবে। অগ্নিকার্য্য—সর্ব্ব-বিধ সিদ্ধির (বিঘ্নশমনের) মূল ও ইহ-পরকালের শুভফলজনক। ৪

পূর্ব্বোক্তলক্ষণ কুণ্ডে, উক্ত-নামক অনলে শ্রুক্-শ্রুবা দ্রব্যসম্ভৃত হইয়া হোমারম্ভ করিবে। ৫

প্রথম মন্ত্রপূত-জলে কুণ্ডপ্রোক্ষণ, কবচ-মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভাগে অস্ত্রবীজ দ্বারা পুনরুল্লেখন, কবচমন্ত্র দ্বারা উত্তরদিকে পুনরভ্যুক্ষণ, কুণ্ডমধ্যে প্রণব দ্বারা বিষ্টর-ন্যাস, যোনিমুদ্রা দ্বারা সহস্রবিদ্যুৎ-

---

১। শিববাক্য-প্রকর্ত্তারং শিবত্বং পূজয়েদ্ গুরুমিতি বা পাঠঃ।

গন্ধপুষ্পার্চ্চিতং কৃত্বা অর্পয়িত্বা বিধানবিৎ।
দেব্যাঃ সন্তর্পণার্থায় ততো বহ্নিং প্রকল্পয়েৎ॥ ১১
তেনৈব স বিনির্ম্মুক্তো অবেষ্টঙ্গং নিয়োজিতঃ।
স এব পরসংজ্ঞস্তু বহ্নিঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥ ১২
তাম্রপাত্রে শরাবে বা আনয়িত্বা হুতাশনম্।
অস্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ তন্তু পূর্ব্ববীজং নিযোজয়েৎ॥ ১৩
ততস্ত্বাবেষ্টয়েৎ পশ্চাৎ কবচেন যথাবিধি।
ভ্রাময়িত্বা ত্রিধা কুণ্ডে যোনিমার্গেণ নিক্ষিপেৎ॥ ১৪
জয়াখ্যেন তু মন্ত্রে হৃদয়স্তু পুনর্যজেৎ।
গর্ভাধানং ভবত্যেবং জাতবেদস্য পার্থিবঃ॥ ১৫
শিরসাভার্চ্চয়িত্বা তু জয়াদেবীং ততো যজেৎ।
কৃতং পুংসবনং হ্যেবং সীমন্তোন্নয়নং শৃণু॥ ১৬
অজিতামর্চ্চয়েৎ পূর্ব্বং শিখাবীজং ততো যজেৎ।
সীমন্তকরণং বহ্নেঃ কৃতং ভবতি দৈবিকম্॥ ১৭
অস্ত্রেণ তু সমভ্যর্চ্চ্য যজেদ্দেব্যপরাজিতাম্।
জাতকর্ম্ম কৃতং হ্যেবং ততো নাম বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৮
বিঘ্নেশমর্চ্চয়িত্বা তু কবচস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
ততোঽস্য ধারয়েন্নাম দেব্যাগ্নিস্তু হুতাশনঃ॥ ১৯
নাদেব্যং দেব্যাঃ কর্ম্মাণি সাধয়ন্তি কদাচন।
তেন কার্য্যেণ রাজেন্দ্র কার্য্যো দেবাগ্নিপাবকঃ॥ ২০
জননৈব চ মুদ্রাস্য অভয়াখ্যা নিযোজনে।
বোধনে অঙ্কুশাখ্যা তু বীণাখ্যে সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ২১
এবং বহ্নিস্তু সংস্কৃত্য মুদ্রামন্ত্রৈর্যথাক্রমম্।
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ২২

সন্নিভা ঋতুমতী বিশালাক্ষী-শক্তিন্যাস, তদীয় পুরুষন্যাস, গন্ধপুষ্প দ্বারা তদুভয়ের পূজা, বহ্নিকল্পনা, তাম্রপাত্র বা শরাব-পাত্রে বহ্নি আনয়ন, অস্ত্রবীজ দ্বারা প্রোক্ষণ, পূর্ব্ববীজ প্রয়োগ, কবচমন্ত্রে আবেষ্টন, ত্রিধা কুণ্ডোপরি বহ্নি-ভ্রামণ, জয়মন্ত্রে যোনিপথে বহ্নিস্থাপন এবং নমোমন্ত্রে পূজা, হে পার্থিব! এইরূপে বহ্নির গর্ভাধান-কর্ম্ম হয়। ৬-১৫

শিরোমন্ত্র দ্বারা পূজা ও জয়-দেবতার পূজায় বহ্নির পুংসবন সমাহিত হয়। ১৬

অজিতাপূজা ও শিখাবীজ দ্বারা পূজায় বহ্নির সীমন্তোন্নয়ন সম্পাদিত হয়। ১৭

অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা পূজা ও অপরাজিতা দেবীর পূজায় বহ্নির জাতকর্ম্ম সম্পাদন হয়। ১৮

কবচমন্ত্র দ্বারা পূজা ও বিঘ্নেশপূজায় বহ্নির নামকরণ সম্পাদিত হয়। অগ্নিকে দেবীনামে অভিহিত করিতে হয়। ১৯

অদেবী অগ্নি দেবীকার্য্য-সাধনে সক্ষম হন না। ২০

জননে অভয়া মুদ্রা, নিয়োজনেও অভয়া মুদ্রা; বোধনে অঙ্কুশমুদ্রা ও সর্ব্বকর্ম্মেই বীণামুদ্রা জানিবে। ২১

হৃদ্বীজেনাস্তরেদ্দর্ভান্ পরিধীংশ্চ নিধাপয়েৎ।
প্রাগগ্রানুত্তরাগ্রাংশ্চ পুনর্দেবান্ প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মাণং শঙ্করং বিষ্ণুমনন্তেশং সমন্বিতম্ ॥ ২৩
পূর্ব্বাদারভ্য গায়ত্র্যা বিষ্টরস্থান্ যথাক্রমম্।
আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য আজ্যভাণ্ডন্তু তাপয়েৎ ॥ ২৪
অধিশ্রয়ণং পুরস্কৃত্বা পশ্চাদুৎপ্লবনাদিকম্।
প্রাদেশমাত্রকং দর্ভং প্রচ্ছিন্নে তু নখে ন তু ॥ ২৫
অঙ্গুষ্ঠানামিকৈর্গৃহ্য ঘৃতস্যোৎপ্লবনং কুরু।
ততঃ সংপ্লবনে মন্ত্রী সম্মুখং ঘৃতমুৎপুশঃ ॥ ২৬
দর্ভজূটিকয়া সম্যগ্যারণ্যোতং জ্বলন্তয়া।
নৈরাজনন্তু বাহ্যেন উদকেন স্পৃশেৎ ততঃ ॥ ২৭
শ্রুবশ্রুচাং প্রতাপ্যাগ্নৌ পরিমৃজ্য সমন্ততঃ।
সংস্পৃশ্য চ কুশৈ সর্ব্বানগ্রমধ্যানলৌকিকান্[১] ॥ ২৮
স্থাপয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে আজ্যাদীনি তথোত্তরে।
হৃদয়েন বিধানজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৯
ততোঽভিঘারয়েদ্বক্ত্রান্ দেব্যাভিস্ত্বনুপূর্ব্বশঃ।
পুনরুদ্ঘাটনং কুর্য্যাদস্ত্রীবীজেন পার্থিব ॥ ৩০
নিষ্কৃতিস্তু মহাস্ত্রেণ দত্ত্বা সর্পির্নিরূপয়েৎ।
শিবে সোমে তথা বহ্নৌ তৎ ত্রিধা পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩১
তর্পয়িত্বা ততো বহ্নিং দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ক্রমাৎ।
ততস্ত্বাসনবিন্যাসং প্রাগুক্তং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩২
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন গন্ধপুষ্পৈরনুক্রমাৎ।
পূজয়িত্বা মহাদেব্যাস্ততো হোমং সমারভেৎ ॥ ৩৩
বহুহব্যেন্ধনে শুদ্ধে সুসমিদ্ধে হুতাশনে।
বিধূমে লেলিহানে চ হুনতে যঃ স সিধ্যতি ॥ ৩৪

মুদ্রা ও মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে বহ্নিসংস্কার করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে হোম করিবে। ২২

হৃদয়বীজ দ্বারা দর্ভাস্তরণ, পরিধিস্থাপন, প্রাগগ্র উত্তরাগ্র বিষ্টরস্থ ব্রহ্মাদি-দেবগণের পূর্ব্বাদিক্রমে গায়ত্রীদ্বয়ের যথাক্রমে পূজা ও অগ্নিকোণে আজ্যভাণ্ড-তাপন করিবে। ২৩-২৪

প্রথমে অধিশ্রয়ণ, পরে উৎপ্লবনাদি কর্ত্তব্য। নখাচ্ছিন্ন প্রাদেশমাত্র কুশ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে গ্রহণ করিয়া ঘৃতের উৎপ্লবন করিতে হয়। ২৫-২৬

তারপর ঘৃতসংপ্লবন, জ্বলন্ত দর্ভজূটিকা দ্বারা নীরাজনা, উল্মুকস্পর্শ, অগ্নিতে শ্রুক্‌শ্রুবতাপন, মার্জ্জন, কুশ দ্বারা অগ্রমধ্যাদি-স্পর্শ এবং দক্ষিণপার্শ্বে, উত্তরপার্শ্বে আজ্যাদি-দ্রব্য যথাসম্ভব রাখিবে। হৃদয়মন্ত্রে সর্ব্বকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ২৭-২৯

অভিঘারণ, উদঘাটন, আজ্য-নিরূপণ, শিব সোম-বহ্নিকল্পনা, বহ্নিপ্রীণন, পূর্ণাহুতিদান, আসনবিন্যাস, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মহাদেবীর পূজা, তৎপরে দেবীহোম করিবে। ৩০-৩৩

১। নালানিকান্ ইতি পাঠান্তরম্।

মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন ক্ষীরহব্যে প্রপূজয়েৎ।
বিবিশুর্বিসদো বৎস দেবীনাং সম্মতোঽভবৎ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে হোমবিধির্নাম
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

বহু হব্য, বহু ইন্ধনযুক্ত, শুদ্ধ, সুসমিদ্ধ, বিধূম, লেলিহান হুতাশনে হোম করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ৩৪

মৃত্যুঞ্জয় বিধিক্রমে দুগ্ধহব্য দ্বারা পূজা করিলে দেবীগণের প্রীতিভাজন হয়। ৩৫

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

জগদ্ধিতায় নৃপতিং দেব্যা ধর্ম্মে নিযোজয়েৎ।
তন্নিয়োগাদয়ং লোকঃ শুচিঃ স্যাদ্ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ১
যং যং ধর্ম্মং নরশ্রেষ্ঠঃ সমাচরতি নিত্যশঃ।
তং তমাচরতে লোক-স্তৎপ্রামাণ্যাত্তয়েন চ ॥ ২
ধর্ম্মনিষ্ঠঃ কৃতে রাজা ধর্ম্মপাদৈকত্ত্রাসিতঃ।
যুগত্রয়ং স বিজ্ঞেয়স্তস্মাদ্রাজা চতুর্যুগম্ ॥ ৩
ধর্মজ্ঞঃ সততং রাজা প্রজা ন্যায়েন পালয়েৎ।
ন্যায়তঃ পাল্যমানাস্তা ধ্যায়ন্তি স্বামিনঃ শিবম্ ॥ ৪
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যদ্বান্যৎ প্রাপ্তুমিষ্যতে।
তত্তদাপ্নোত্যযত্নেন প্রজা ধর্ম্মেণ পলায়ন্ ॥ ৫
প্রজাসু ধর্ম্মযুক্তাসু চতুর্থাংশং ভজেন্নৃপঃ।
অধর্মিষ্ঠাস্বধর্ম্মস্য চতুর্থাংশেন লিপ্যতে ॥ ৬
তস্মাদধর্ম্মে মজ্জন্তং লোকং রাজা নিবারয়েৎ।
ধর্ম্মেণ যোজয়েন্নিত্যমুভয়ার্থং বিচক্ষণঃ ॥ ৭
ধর্ম্মশীলে নৃপে যস্মাৎ প্রজাঃ স্যুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ।
নৃপতিং বাধয়েৎ তস্মাৎ সর্ব্বলোকানুকম্পয়া ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নৃপতিকে দেবীর আরাধনাদি ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিবে; কারণ তাহা হইলেই সকল লোক পবিত্রাত্মা ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। ১

রাজা সর্ব্বদা যে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, সকলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া কিংবা রাজভয়ে ভীত হইয়া সেই সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ২

সত্যযুগে নৃপতি সম্পূর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ত্রেতাদি যুগত্রয়ে ক্রমে এক এক পাদ ধর্ম্মবিহীন হইয়া থাকে। তজ্জন্যই রাজাই যুগ-চতুষ্টয়ের মূল। ৩

রাজার ধর্ম্মে তৎপরতা রাখিয়া সর্ব্বদা যথাবিধি প্রজাগণকে পালন করা কর্ত্তব্য। প্রজাগণ, ন্যায়ানুসারে পালিত হইলেই রাজার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। ৪

নৃপতি, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং অন্য যাহা কিছু অভীষ্ট অনায়াসে সকলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫

প্রজাবর্গ ধাম্মিক হইলে রাজা তাহাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ এবং অধর্ম্মাচারী হইলে অধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করেন। ৬

এজন্য উভয়েরই কল্যাণার্থে অধর্ম্মাচারী লোককে অধর্ম্ম হইতে নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করা বিচক্ষণ নৃপতির কর্ত্তব্য। ৭

যেহেতু রাজা ধর্ম্মশীল হইলে প্রজাবর্গও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। ৮

উপায়েন ভয়াল্লোভান্মূর্খং ছন্দেন বোধয়েৎ।
মন্ত্রৌষধীক্রিয়াদ্যৈর্বা লব্ধং[১] ধর্ম্মং নিযোজয়েৎ।
স চেদন্যায়তঃ পৃচ্ছেন্ন তস্যোপদিশেদ্ গুরুঃ ॥ ৯
যঃ শৃণোতি শিবজ্ঞানং ন্যায়তশ্চ প্রবক্তি চ।
তৌ গচ্ছতঃ শিবস্থানং নরকং তদ্বিপর্য্যয়ে ॥ ১০
তস্মাদ্ ভক্তিং সমাস্থায় গুরুদেব্যাঃ প্রপূজনে[২]।
বিদ্যায়াঃ পরমো যত্নঃ কার্য্যঃ শাস্ত্রস্য বেদনে ॥ ১১
শ্রদ্ধাপূর্ব্বাঃ স্মৃতা ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধা মধ্যান্তসংস্থিতা।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২
শ্রুতিমাত্রগতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ।
শ্রদ্ধামাত্রেণ গৃহ্যন্তে ন তর্কে ন চ চক্ষুষা ১৩
কায়ক্লেশৈর্ন বহুভি র্ন চৈবার্থস্য রাশিভিঃ।
ধর্ম্মঃ সংপ্রাপ্যতে সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধাহীনৈঃ সুরৈরপি ॥ ১৪
শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হুতং তপঃ।
শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৫
সর্ব্বস্বং জীবিতঞ্চাপি দদ্যাদশ্রদ্ধয়া যদি।
নাপ্নুয়াৎ স ফলং কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধধানস্ততো ভবেৎ ॥ ১৬

সেইজন্য ভয় বা লোভপ্রদর্শন, কিংবা অনুবৃত্তি অথবা মন্ত্রৌষধিপ্রয়োগাদি যে কোন উপায়ে হউক, জনসমূহের মঙ্গলার্থ নৃপতিকে যেরূপে আনন্দোদয় হয়, এরূপভাবে শিক্ষাদান ও ধর্ম্মবিষয়ে নিযুক্ত করা গুরুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তিনি যদি অন্যায়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হন, তাহা হইলে গুরু তাহাকে উপদেশ দিবেন না। ৯

যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে মঙ্গলজনক জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা উভয়েই অন্তে শিবলোক প্রাপ্ত হন। আর উহার বিপরীত হইলে উভয়কেই নরকভাগী হইতে হয়। ১০

এই নিমিত্ত গুরু ও দেবীর পূজায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বিদ্যাসম্বন্ধী শাস্ত্র জানিতে পরম যত্নশীল হইবে। ১১

একমাত্র শ্রদ্ধাই সমুদয় ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের আধার এবং শ্রদ্ধাই প্রতিষ্ঠা; বস্তুতঃ বুধগণ শ্রদ্ধাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ১২

বেদোক্ত পরম সূক্ষ্ম প্রকৃতি-পুরুষ ঈশ্বরকে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা দ্বারাই সাক্ষাৎকার করা যায়, তর্ক বা চক্ষু দ্বারা হয় না। ১৩

শ্রদ্ধাবিহীন হইলে দেবগণও বহু কায়ক্লেশে ও অর্থ রাশি দ্বারাও সূক্ষ্মধর্ম্মকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। ১৪

শ্রদ্ধাই পরম সূক্ষ্মধর্ম্ম, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, শ্রদ্ধাই হোমকার্য্য, শ্রদ্ধাই তপস্যা, শ্রদ্ধাই স্বর্গ, শ্রদ্ধাই মোক্ষ এবং শ্রদ্ধাই এই পরিদৃশ্যমান অখিল জগৎ। ১৫

কেহ যদি অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অখিল সম্পত্তি, এমন কি, নিজজীবন পর্য্যন্ত

১। নৃপং ধর্ম্মে ইতি বা পাঠঃ।
২। গুরুদেবাগ্নিপূজনে ইতি বা পাঠঃ।

এবং শ্রদ্ধাং সমাস্থায় দেব্যা গুরুহুতাশনে।
পঠন্ স্তবোত্তমং বৎস সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
হিমবচ্ছিখরে রম্যে সিদ্ধচারণসেবিতে।
বসিষ্ঠো নাম ধর্ম্মাত্মা তপস্তপ্যংস্তপোধনঃ ॥ ১৮
অতিদীর্ঘস্য কালস্য পাবকস্য সুতো বলী[১]।
তমুবাচ মহাত্মানমৃষিং পরমধার্ম্মিকম্ ॥ ১৯
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
এবমুক্তঃ কুমারেণ বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ।
প্রত্যুবাচ তদা হৃষ্টো ভাবিতেনান্তরাত্মনা ॥ ২০

বশিষ্ঠ উবাচ—

যদ্যহং সমনুগ্রাহ্যস্তব দৈত্যনিসূদন।
সর্ব্বকামপ্রদং নিত্যং স্তবরাজং ব্রবীহি মে ॥ ২১
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন কুমারস্তু মহাতপাঃ।
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা প্রাঞ্জলির্নিয়তাশনঃ ॥ ২২
নমঃ সুরাধিপতয়ে ভবায় পরমাত্মনে।
নমস্কৃত্য তথা রুদ্রং দেবীঞ্চ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৩
অমৃতত্বং ভবেদ্ যেন তং ব্রবীমি মহামুনে।
সুখাসীনং মহাত্মানং মহাসেনং মহাদ্যুতিম্ ॥ ২৪
বিনয়েনোপসঙ্গম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
উপসংগৃহ্য চরণৌ বসিষ্ঠঃ পরিপৃচ্ছতি ॥ ২৫

অপরকে উৎসর্গ করেন, তথাপি তিনি তাহার ফল লাভ করিতে পারেন না; এজন্য সকলেরই শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। ১৬

হে বৎস! যে ব্যক্তি গুরু ও হুতাশনে এইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দেবী ভগবতীর স্তবরাজ পাঠ করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭

পূর্ব্বে সিদ্ধচারণ-সেবিত রমণীয় হিমালয় শিখরে বসিষ্ঠ নামক ধর্ম্মাত্মা তপোধন কার্ত্তিকেয়ের তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮

পরে বহুকাল গত হইলে ভগবান্ পাবকাত্মজ কার্ত্তিকেয় তুষ্ট হইয়া আগমনপূর্ব্বক সেই পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা ঋষিবরকে কহিলেন,—১৯

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তোমার কি বাসনা প্রকাশ কর। মহামুনি বসিষ্ঠ, কুমারকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া আনন্দার্দ্রহৃদয়ে কহিলেন,—২০

বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে দৈত্যনিসূদন! যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে আমার নিকট সর্ব্বকামপ্রদ দিব্য স্তবরাজের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ২১

মহাতপা ভগবান্ কুমারকে বসিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, তিনি আচমনপূর্ব্বক পবিত্রান্তঃকরণে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "নমঃ সুরাধিপতয়ে ভবায় পরমাত্মনে" এই বলিয়া রুদ্রকে ও দেবী পরমেশ্বরীকে নমস্কার করিলেন। ২২-২৩

কহিলেন,—হে মহামুনে! যাহাতে সকলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে,

১। তুষ্টস্য চ মহাবলীতি কচিৎ পাঠঃ।

দেব্যাশ্চৈব তু সংবাদং শিবস্য চ মহাত্মনঃ।
উৎপত্তিকারণং পৃষ্টঃ পার্ব্বত্যা কিল শঙ্করঃ ॥ ২৬
তন্মমাচক্ষ্ব নিখিলং ময়ূরবরবাহন।
এবং পৃষ্টস্তু ঋষিণা স্কন্দো বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭

স্কন্দ উবাচ—

শৃণুষ্বাবহিতো বিপ্র যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
মমাপি কথিতং পূর্ব্বং জ্বলনেন মহাত্মনা ॥ ২৮
পার্ব্বত্যা সহ সংবাদং শর্ব্বস্য চ মহাত্মনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি ত্বয়ি সর্ব্বং মহামুনে ॥ ২৯
কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তকাঞ্চনসম্প্রভে ॥ ৩০
বজ্রস্ফটিক-সোপানে চিত্রপট্টশিলাতলে।
জাম্বূনদময়ে দিব্যে নানারত্নবিভূষিতে ॥ ৩১
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে অপ্সরোগীতনাদিতে।
ক্রীড়তে ভগবাংস্তত্র সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ ॥ ৩২
স্তূয়মানো মহাতেজা দেবদানবকিন্নরৈঃ।
বিররাজ মহাদেবো রুদ্রৈরাত্মসমৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩

আমি সেই স্তবরাজের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তখন মহর্ষি বসিষ্ঠ, সেই সুখোপবিষ্ট মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাসেন-সমীপে বিনীতভাবে সমুপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলেন,—২৪-২৫

হে ময়ূরবরবাহন! পূর্ব্বে ভগবতী পার্ব্বতী যে শঙ্করকে স্বীয় উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে সেই হরপার্ব্বতীর সংবাদ সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ২৬

ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ঋষিবর বসিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পূর্ব্বে ভগবান্ অগ্নিদেব, আমার নিকট যে হরপার্ব্বতী-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমিও এক্ষণে তোমাকে তৎসমুদায় বলিতেছি। ২৭-২৯

নানাধাতুবিচিত্রিত রমণীয় কৈলাসশিখরে ভগবান্ বৃষধ্বজ, পত্নীর সহিত সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৩০

তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ঐ শিখর নিরীক্ষণ করিলে নবোদিত সূর্য্য-তুল্য বলিয়া বোধ হয়। ৩১

উহাতে আরোহণ করিবার সোপান সকল হীরক ও স্ফটিক-মণিময়। স্বর্ণময় ঐ শৃঙ্গ নানাবিধ রত্নে বিভূষিত এবং বিবিধপ্রকার বৃক্ষলতায় আকীর্ণ। উহার সমতল ক্ষেত্র সকল বিচিত্র শিলাপট্টময় এবং ঐ স্থানে সর্ব্বদা অপ্সরোগণের সঙ্গীতধ্বনিশ্রুত হয়। ৩২

সর্ব্বভূতগ্রহাশ্রয়, বরপ্রদ, শূলপাণি, মহাতেজা, ভগবান্ মহেশ্বর, আত্মতুল্য রুদ্রগণে পরিবৃত এবং দেবতা দানব ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সতত ঐ স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন। ৩৩

বরদঃ শূলধৃগ্ দেবঃ সর্ব্বভূতগ্রহাশ্রয়ঃ।
তমাসীনং মহাত্মানং দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪

দেব্যুবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রশ্নমেকং সুরেশ্বর।
তৎ সমাচক্ষ্ব দেবেশ অত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৩৫
উপপন্নাস্মি দেবেশ ব্রূহি তত্ত্বেন শঙ্কর।
দেব্যাশ্চ বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য সুচিরং প্রভুঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৩৬
অহং তে কথয়িষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি শোভনে।
বর্ত্তমানমতীতঞ্চ ভবিষ্যং বরবর্ণিনি ॥ ৩৭

দেব্যুবাচ—

কুতোঽহং কস্য বা দেব উৎপন্নাস্মি কথং প্রভো।
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চৈতৎ কুত এতদ্ ব্রবীহি মে ॥ ৩৮
মাতরং পিতরঞ্চৈব স্বজনান্ বান্ধবানপি।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ—

ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু সুন্দরি।
ত্রৈলোক্যজ্ঞানসম্পন্নে ত্বয়া জিজ্ঞাসিতো হ্যহম্ ॥ ৪০
অথবা শৃণু ধর্ম্মং তং পৃষ্টোঽহং যৎ ত্বয়া শুভে।
উৎপত্তিঞ্চ প্রভাবঞ্চ তব বক্ষ্যামি সুব্রতে ॥ ৪১

পূর্ব্বে একদা ঐ মহাত্মা মহেশ্বর তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে কহিলেন,—হে ভগবান্ সুরেশ্বর। আমার নিকট একটী প্রশ্ন আছে, আমি তদ্বিষয়ে মহাসন্দিহান হইয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অতএব হে শঙ্কর! হে দেবেশ! আপনি যথার্থরূপে আমার নিকট তদ্বিষয়ে প্রকাশ করুন। ৩৪-৩৫

ভগবান্ শঙ্কর, দেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বহুক্ষণ হাস্য করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—অয়ি শোভনে! আমাকে তোমার কি করিতে হইবে, বল। ৩৬

হে বরবর্ণিনি! তুমি বর্ত্তমান, অতীত বা ভবিষ্যদ্বিষয় যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহাই বলিব। ৩৭

তখন দেবী বলিলেন, হে দেব! আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? আমি কাহার? কিরূপেই বা উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য বা কিরূপে সংঘটিত হইল? আমায় বলুন॥ ৩৮

হে প্রভো মহেশ্বর। আমার পিতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৩৯

ভগবান্ বলিলেন,—অয়ি সুন্দরি! ত্রিলোক মধ্যে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, কারণ তুমি ত্রিলোকের জ্ঞানময়ী। ৪০

কিন্তু তথাপি হে শুভে। তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমি তোমাকে উৎপত্তি ও প্রভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪১

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৪২
ন দেবা দানবা বাপি ন ভূমির্নানিলোঽনলঃ ।
ন সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বাপি নাকাশং সলিলং তথা ॥ ৪৩
বিষ্ণুঃ প্রজাপতির্বাপি ব্রহ্মা নৈব তু জায়তে ।
তত্রাহং মনসাচিন্ত্য প্রজাকামো যশস্বিনি ॥ ৪৪
দক্ষিণাঙ্গেঽসৃজং বায়ুং ব্রহ্মাণং সহুতাশনম্ ।
বামপার্শ্বে তথা বিষ্ণুং চন্দ্রঞ্চৈব অপাম্পতিম্ ॥ ৪৫
সৃষ্ট্বৈতা দেবতা দেবি নাহং প্রীতিমুপাগতঃ ।
ততোঽহং চিন্তয়ন্ ভূয়ঃ স্বাং তনুং স্বেন তেজসা ॥ ৪৬
ততশ্চিন্তয়মানস্য প্রোদ্ভূতমর্চ্চিমণ্ডলম্ ।
প্রোদ্ভূতস্তু মম ধ্যানাদ্ ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৪৭
দুষ্প্রেক্ষ্যং ব্রহ্মবিষ্ণুভ্যামনিলানলয়োস্তথা ।
ততস্ত্বাং দেবদেবেশি জ্বালামালান্তরে স্থিতাম্ ॥ ৪৮
পশ্যামি পরয়া দৃষ্ট্যা জ্বলন্তীং স্বেন তেজসা ।
কালরাত্রিং মহামায়াং শক্তিশূলাসিধারিণীম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বায়ুধধরাং রৌদ্রীং খেটপট্টিশধারিণীম্ ।
করালদংষ্ট্রাং বিম্বোষ্ঠীং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৫০
সূর্য্যকোটিসহস্রেণ অযুতাযুতবর্চ্চসা ।
বিচিত্রাভরণোপেতাং দিব্যকাঞ্চনভূষিতাম্ ॥ ৫১

হে সুব্রতে। পূর্ব্বে এই নিখিল জগৎই অন্ধকারময় ছিল। ইহার কোন রূপ চিহ্নই ছিল না ও কেহই ইহার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল না। ইহা তর্কের অতীত এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রসুপ্তবৎ অবস্থিত ছিল। ৪২

তৎকালে দেব, দানব, ভূমি, অনল, অনিল কিছুই ছিল না। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি আকাশ, কি সলিল এবং কি বিষ্ণু, কি প্রজাপতি বা কি ব্রহ্মা, কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ৪৩-৪৪

হে যশস্বিনি। অনন্তর আমি প্রজা সৃষ্টি-বাসনায় মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া দক্ষিণাঙ্গ হইতে বায়ু ও হুতাশনের সহিত ব্রহ্মাকে এবং বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, চন্দ্র ও বরুণকে সৃজন করিলাম। ৪৫

কিন্তু হে দেবি। ঐ সকল দেবগণকে সৃজন করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় পুনরায় আমি স্বীয় তেজোময় শরীর চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে, আমার সেই ধ্যান হইতে ভয়ঙ্কর ভীষণমূর্ত্তি এক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইল। ৪৬-৪৭

তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অনিল ও অনলদেব উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। হে দেবদেবেশি! অনন্তর আমি জ্ঞানময় নেত্রে সেই জ্বালামালাকুল তেজোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতা, স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা, শক্তি, শূল, অসি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আয়ুধধারিণী, কালরাত্রি-স্বরূপা, ভীমমূর্ত্তি দেবী মহামায়াকে সন্দর্শন করিলাম। ৪৮-৪৯

দেখিলাম, তিনি সর্ব্বলক্ষণযুক্তা বিচিত্র অলঙ্কার-নিকরে অলঙ্কৃতা, দিব্য-কাঞ্চনে ভূষিতা ও দিব্যাম্বর-পরিধানা। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি অতি ভীষণ,

দিব্যাম্বরধরাং দীপ্তাং দীপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ীং দেবীং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্ ॥ ৫২
লীলাধারাং মহাকায়াং প্রেঙ্খৎকাঞ্চীগুণস্রজাম্।
খড়্গমেকেন হস্তেন করেণান্যেন খেটকম্ ॥ ৫৩
ধনুরেকেন হস্তেন শরমন্যেন বিভ্রতীম্।
তর্জ্জয়ন্তীং ত্রিশূলেন জ্বালামালাকৃতিপ্রভাম্ ॥ ৫৪
এতদ্রূপং তদা দৃষ্ট্বা ভবত্যা ভবনাশিনি।
সর্ব্বে সুরগণা ভীতা মাং তদা শরণং গতাঃ ॥ ৫৫
ন শক্নুবন্তি তাং দ্রষ্টুং নিমিষন্তোঽপি তে সুরাঃ।
তেজসা মোহিতাস্তুভ্যং জ্ঞানযোগবলেন চ ॥ ৫৬
অথ ত্বৈশ্বর্য্যমেতৎ তে তদাতীব ভয়াবহম্।
দৃষ্ট্বা ভীতং বিসংজ্ঞঞ্চ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৭
ততো মূঢ়া মহাত্মনো ব্রহ্মবিষ্ণ্বনিলানলাঃ।
তেজসা মোহিতাস্তুভ্যং ন প্রবেদন্তি তে সুরাঃ ॥ ৫৮
ততো ময়া মহাদেবি স্তবমেতদুদাহৃতম্।
দেবানাং হিতকামায় তবাপ্যারাধনায় চ।
অমৃতং জ্ঞানমুৎপাদ্য বুদ্ধিতেজোবলেন চ।
তেভ্যশ্চৈব প্রদত্তং মে স্তবমেতং তু শোভনে ॥ ৫৯
উত্তিষ্ঠধ্বং সুরেন্দ্রেশা গৃহ্যতাং স্তোত্ররাট্ ত্বিদম্।
যেন দ্রক্ষ্যথ দেবেশীং বরান্ শ্রেষ্ঠান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৬০

ওষ্ঠাধর পক্ববিম্বফলবৎ রক্তবর্ণ, দেহপ্রভা কোটি কোটি ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং শরীরকান্তি কাঞ্চনবৎ কমনীয়। তাঁহাকে দেখিলেই জ্ঞান হয়, যেন প্রকাশমান কালরাত্রি। ৫০-৫২

সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী দেবী, লীলার আধার ও মহাকায়। তিনি কটিতটে কাঞ্চীদাম, এক হস্তে খড়্গ, অন্য হস্তে খেটক, অপর হস্তে ধনু ও হস্তান্তরে শর ধারণ করিয়া আছেন এবং ত্রিশূল দ্বারা তর্জ্জন করিতেছেন। তদীয় দেহ-প্রভা জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৫৩-৫৪

হে ভবনাশিনি! তৎকালে তোমার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করত সমুদয় সুরগণ ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইলেন। ৫৫

জ্ঞানবল ও যোগবল সত্ত্বেও তাঁহারা ত্বদীয় তেজে মোহিত হইয়া তোমাকে অবলোকন বা নিমিষ পরিত্যাগ করিতেও সমর্থ হন নাই। ৫৬

তৎকালে তোমার এবংবিধ ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে সকলেই ভীত ও হতজ্ঞান হইয়াছিল। ৫৭

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনল ও অনিলদেব তোমার তেজে মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। তৎকালে আর সেই সুরগণ তোমাকে জানিতে সক্ষম হইলেন না। ৫৮

হে মহাদেবি! তৎপরে সেই সকল সুরগণের হিতার্থ ও তোমার আরাধনার্থ তদীয় স্তবরাজকে স্মরণ করিলাম। অয়ি শোভনে! পরে নিজ জ্ঞান ও তেজোবলে অমৃতময় জ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঐ স্তবরাজ প্রদান

তেষাং পুরা ময়া দত্তং স্তবরাজং মহাযশে ।
ব্রহ্মবিষ্ণুপুরস্কৃত্য সর্ব্বেষাং দেবতাস্তথা ॥ ৬১
ততস্তু প্রণতাঃ সর্ব্বে ময়া সার্দ্ধং বরাননে ।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ ॥ ৬২
প্রয়তা নিয়তাত্মানঃ সর্ব্বে চামিততেজসঃ ।
জপন্ স্তোত্রং বরং পুণ্যং যেন সর্ব্বসুখাস্তদা ॥ ৬৩

স্কন্দ উবাচ—

এবমুক্ত্বা সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ।
নমস্কৃত্য মহাদেবীং স্তবমেতমুদাহরৎ ॥ ৬৪
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্ত্তমানৈস্তথৈব চ ।
নামভিঃ কীর্ত্তিভিশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৫

ভগবানুবাচ—

নমোঽস্তু তে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি ।
সাংখ্যযোগোদ্ভবে বীরে বরদে দেবপূজিতে ॥ ৬৬
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী ।
কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয়করী ধ্রুবা ॥ ৬৭
জ্বলিতোল্কামুখী জ্বালা জ্বলিতার্চ্চির্মহাদ্যুতিঃ ।
জ্বালাভরণদীপ্তাঙ্গী জ্বালাজ্বলিতলোচনা ॥ ৬৮

করিলাম,—হে সুরেন্দ্রেশগণ। গাত্রোত্থান কর, এই স্তবরাজ গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে তোমরা মহেশ্বরীকে নিরীক্ষণ করিতে পারিবে, তিনি নিখিল দেববৃন্দকে যথাভিলষিত বরসকল প্রদান করিয়া থাকেন। ৫৯-৬০

আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্তবরাজ প্রদান করিলে, সেই সকল অমিততেজা সংযতাত্মা দেবগণ আমার সহিত প্রণত হইয়া বিনয়-সহকারে তোমার সম্মুখে গমন করত অবনত মস্তকে নমস্কারপূর্ব্বক ঐ পবিত্র স্তোত্রবর পাঠ করিতে লাগিলেন। ৬১

হে বরাননে। তৎকালে তাঁহারা ঐ স্তবপাঠে সর্ব্বপ্রকার সুখভাগী হইলেন। ৬২

স্কন্দ কহিলেন,—সুরবর মহেশ্বর, ঐরূপ কহিয়া সমুদয় সুরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহেশ্বরীকে প্রণামপূর্ব্বক এই স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৬৪

ইহাতে দেবীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নামনিচয় ও কীর্ত্তিসকল উল্লিখিত হইয়াছে। ৬৫

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—হে মহাবিদ্যে! হে অজিতে। তুমি নিজ তেজ দ্বারা সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাক। হে বীরে। হে বরদে। দেবপূজিতে। তুমি জ্ঞানযোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাক। অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৬৬

হে মহাভাগে! তুমি নিখিল জীবগণের আশ্রয়, তোমার রূপ অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত। তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, কালক্ষয়করী ও নিত্যা। ৬৭

ত্বদীয় মুখমণ্ডল প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় জাজ্বল্যমান, প্রদীপ্ত দেহপ্রভা

ভূতধাত্রী চ ভূতানামগতির্গতিরেব চ।
শরণ্যা সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯
নমোঽস্তু তে মহাভাগে মম ধ্যানাদ্বিনিঃসৃতে।
সূর্য্যকোটিসহস্রাভে অগ্নিজ্বালাসমপ্রভে ॥ ৭০
হেমদণ্ডধরে রৌদ্রি ত্রাহি ভক্তান্ সুরেশ্বরি।
হেমরত্নবিচিত্রাঙ্গী অসিতাসিতলোচনা ॥ ৭১
ত্বং হি ধাত্রী বিধাত্রী চ জননা ব্রহ্মণঃ শুভে।
বিষ্ণুমাতা মহাতেজাস্ত্বমেব পরিপঠ্যসে ॥ ৭২
নমোঽস্তু তে শতবক্ত্রে সহস্রচরণেক্ষণে।
চতুর্দ্দংষ্ট্রে মহাজিহ্বে হিমবচ্ছিখরালয়ে ॥ ৭৩
কৈলাসনিলয়ে দেবি মেরুমন্দরবাসিনি।
বিন্ধ্যে চ বসসে নিত্যং মলয়ে গন্ধমাদনে ॥ ৭৪
পূজ্যসে দেবদেবেশি ঋষিভির্দেবদানবৈঃ।
তেভ্যশ্চৈব বরং দিব্যং দেবি ত্বন্তু প্রযচ্ছসি ॥ ৭৫
সৃষ্টিরক্ষণসংহারং ত্বমেব পরিকুর্ব্বসি।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং পদং পরমং স্মৃতম্ ॥ ৭৬
অর্চ্চ্যসে স্তূয়সে চৈব দৈবতৈর্মৎপুরোগমৈঃ।
ত্বন্তু তুষ্টিঃ শ্রীর্হ্রীর্ধৃতির্লক্ষ্মীর্মেধা কান্তিঃ স্বধা স্তুতিঃ[১] ॥ ৭৭

জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল জ্বালা-মালাকুল আভরণ-নিচয়ে দেদীপ্যমান এবং লোচনত্রয় প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ প্রদীপ্ত তুমি ভূতধাত্রী এবং ভূতগণের আশ্রয়, কিন্তু তোমার কেহ আশ্রয় নাই। ৬৮-৬৯

তুমি মদীয় ধ্যান হইতে প্রকাশ পাইয়াছ এবং তুমিই ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের রক্ষাকর্ত্রী, অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার প্রণাম করি। ৭০

হে সুরেশ্বরি! ত্বদীয় প্রভা, প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা ও কোটি কোটি দিবাকরের তুল্য এবং তোমার করতলে হেমদণ্ড বিরাজিত। অতএব হে রৌদ্রি! তুমি ভক্তগণকে পরিত্রাণ কর। ৭১

হে শুভে! হেমরত্নময় ভূষণে ত্বদীয় অঙ্গ সকল সুশোভিত, সকলে তোমাকে ধাত্রী, বিধাত্রী, মহীতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জননী বলিয়া উল্লেখ করেন, তোমার শত শত মুখ এবং সহস্র সহস্র চরণ ও ঈক্ষণ, অতএব আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৭২-৭৩

হে দেবি! হে চতুর্দংষ্ট্রে! হে মহাজিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা হিমালয়শিখরে এবং কৈলাস, মেরু, মন্দর, বিন্ধ্য, মলয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে অধিষ্ঠিতা আছ। ৭৪

হে দেবদেবেশি! সুরাসুর ও ঋষিগণ, নিয়ত তোমার পূজা করিয়া থাকেন এবং তুমিও তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাক। ৭৫

হে দেবি! তোমা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য হইয়া থাকে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু সকলই তুমি এবং সকলে তোমাকেই পরমপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি সমুদয় দেবগণের সহিত সতত তোমাকে স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ৭৬

১। স্থিতিরিতি-পাঠান্তরম্।

ধৃতির্মতির্গতিশ্চৈব মোক্ষমার্গাবলম্বিনী।
বরদা চ প্রপন্নানামিষ্টমার্গানুসারিণী ॥ ৭৮
ঋদ্ধিবু'দ্ধিঃ পরা মূর্ত্তির্দ'ক্ষকন্যাপরাজিতা।
অনসূয়া ক্ষমা লজ্জা কীর্ত্তির্দীপ্তির্বপুঃপ্রিয়া ॥ ৭৯
শাশ্বতী ভূতমাতা চ লোকধাত্রী হ্যনিন্দিতা।
বিশিষ্টা বরদা মান্যা পবিত্রা লোকসম্মতা ॥ ৮০
শ্রুতিপ্রজ্ঞা শ্রুতির্ধীরা বিমলা হ্যনিলানলা।
অধৃষ্যা শাশ্বতী ধন্যা কৃষ্ণা শ্যামারুণা সিতা ॥ ৮১
প্রকৃতির্মহতী জ্যোতির্ধর্ম্মকামার্থসাধনী।
গণমাতাম্বিকা পুণ্যা বরা বাগীশ্বরী তথা ॥ ৮২
তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ শান্তিশ্চ শিবা চাক্ষরমালিনী।
দদাসি বিবিধান্ ভোগান্ প্রণতেষু বিশেষতঃ ॥ ৮৩
মূঢ়ান্ বোধয়সে নিত্যং যেষাং প্রীতাসি সুব্রতে।
নমোঽস্তু তে সুরাধ্যক্ষে ব্রহ্মাধ্যক্ষে বলাধিকে ॥ ৮৪
ত্বং দেবমাতা ব্রহ্মাণী ষষ্ঠী সাবিত্রীরেব চ।
রুদ্রাণী কৃষ্ণপিঙ্গা চ নীলকৌষেয়বাসসা ॥ ৮৫
যমস্য ভগিনী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা।
প্রদোষপ্রত্যুষভুজা অর্দ্ধরাত্রস্তনোদরা ॥ ৮৬

হে দেব। তুমিই হ্রী, তুমিই শ্রী, তুমিই লক্ষ্মী এবং তুমিই মেধা, কান্তি, স্বধা, স্তুতি, ধৃতি, মতি ও গতি। জগতের হিতের জন্য তুমি সতত মোক্ষমার্গে অবস্থিতা আছ। শরণাগত ব্যক্তিসকল তোমার নিকট যথেচ্ছ বর প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তুমি নিজ অভিলষিত মার্গে বিচরণ করিয়া থাক। ৭৭-৭৮

হে দেবি! তোমার মূর্ত্তি লোকাতীত এবং তোমাকেই সকলে ঋদ্ধি, বুদ্ধি, দক্ষকন্যা, অপরাজিতা, অনসূয়া, ক্ষমা, লজ্জা, কীর্ত্তি, দীপ্তি, বপুঃপ্রিয়া, শাশ্বতী, ভূতমাতা, লোকধাত্রী, অনিন্দিতা, বিশিষ্টা, বরদা, মান্যা, পবিত্রা, লোকসম্মতা, শ্রুতি, শ্রুতিপ্রজ্ঞা, ধীরা, বিমলা, অনিলা, অনলা, অধৃষ্যা, ধন্যা, কৃষ্ণা, অরুণ, শ্যামা, অসিতা, প্রকৃতি, মহতী, জ্যোতিঃ, ধর্ম্মকামার্থ সাধিনী, গণমাতা, অম্বিকা, পুণ্যা, বরা, বাগীশ্বরী, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, শিবা ও অক্ষরমালিকা বলিয়া কীর্ত্তন ক'রয়া থাকেন। হে সুব্রতে। তুমি প্রণতব্যক্তিগণকে বিশেষরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া থাক। ৭৯-৮৩

যাহাদিগের প্রতি প্রসন্না হও, তাহারা নিতান্ত মূঢ় হইলেও পরম জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়; অতএব হে ব্রহ্মাধ্যক্ষে। হে সুরাধ্যক্ষে। হে বলাধিকে। তোমাকে প্রণিপাত করি। ৮৪

হে দেবি! তুমিই দেবমাতা, তুমিই ব্রহ্মাণী; তুমিই ষষ্ঠী ও সাবিত্রী এবং তুমিই রুদ্রাণী। তোমার পরিধান—নীলকৌষেয় বসন। ৮৫

ত্বদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নক্ষত্রনিচয়ে অলঙ্কৃত। তুমি যমরাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং কৃষ্ণ-পিঙ্গা নামে প্রসিদ্ধা; প্রদোষ ও প্রত্যুষকাল তোমার ভুজদ্বয় এবং অর্দ্ধরাত্র স্তনোদর স্বরূপ। ৮৬

কৃত্তিকাকৃতবেণী চ রোহিণীমুখপদ্মিকা।
মৃগশীর্ষসুখস্নানা আর্দ্রাগন্ধানুলেপনা ॥ ৮৭
পুনর্ব্বসুঃ কৃতা পাণ্যোঃ পুষ্যাশ্লেষা চ বৈ শ্রুতী।
মঘাবিমলকেয়ূরে উভে ফাল্গুনিকুণ্ডলে ॥ ৮৮
হস্তা হস্ততলে তুভ্যং চিত্রাভরণভূষিতা।
স্বাতীশ্রীকীর্ত্তিসম্পন্না বিশাখাকৃতমেখলা ॥ ৮৯
অনুরাধামুক্তাদামা জ্যেষ্ঠামূলে স্তনান্তরে।
আষাঢ়াশ্রবণোপেতে ধনিষ্ঠাঙ্গুলিমুদ্রিকা ॥ ৯০
শতভিষা মেখলাদাম ভাদ্রপাদৌ চ হারকম্।
রেবতী তিলকং দেবি অশ্বিনী কর্ণপূরিকৌ ॥ ৯১
ভরণী নূপুরৌ তুভ্যং তথৈব রজনী স্মৃতা।
শুক্রো দক্ষিণহস্তেষু বামহস্তে বৃহস্পতিঃ ॥ ৯২
ললাটে চন্দ্রমা ভাতি নাভ্যাস্তু বুধ উচ্যতে।
অঙ্গারকস্তু ভাষায়াং শনির্বিলাস উচ্যতে ॥ ৯৩
দিবাকরঃ প্রভা তুভ্যং রাহুর্বৈ বলমুচ্যতে।
কেতুঃ পরাক্রমে দেবি গ্রহনক্ষত্রশোভিতে ॥ ৯৪
স্কন্দস্য জননী মাতা রুদ্রাণী ধাত্রীরেব চ।
মাতা মরুদ্গণানাঞ্চ বৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্তথৈব চ ॥ ৯৫
তপনী ভদ্রকালী চ বিষ্ণুমাতা[১] বহুশ্রুতা।
গায়ত্রী চ বরেণ্যা চ তথৈব চ সরস্বতী ॥ ৯৬
ক্রান্তাস্তে কৃৎস্নতো দেশাঃ কথ্যমানান্ নিবোধ তান্।
নৈমিষে দৃশ্যসে দেবি কুরুক্ষেত্রে চ দৃশ্যসে ॥ ৯৭

কৃত্তিকানক্ষত্র তোমার বেণী, রোহিণী মুখপদ্ম। মৃগশীর্ষা সুখস্নান ও আর্দ্রা গন্ধানুলেপনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। ৮৭

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র ত্বদীয় পাণিদ্বয়ে বিরাজমান। অশ্লেষা ও মঘা, তোমার বিমল কেয়ূরযুগল। পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী কুণ্ডলযুগ্ম। ৮৮

ত্বদীয় হস্ততলে হস্তা এবং চিত্রানক্ষত্ররূপ আভরণে বিভূষিতা। স্বাতীনক্ষত্র তোমার শ্রী ও কীর্ত্তিস্বরূপ। বিশাখা মেখলা, অনুরাধা মুক্তামালা এবং স্তনমধ্যে জ্যেষ্ঠা ও মূলা। কর্ণদ্বয়ে পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ও অঙ্গুলিনিচয়ে ধনিষ্ঠানক্ষত্র বিরাজিত হইতেছে। ৮৯-৯০

হে দেবি! শতভিষা তোমার মেখলা। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ হার, রেবতী তিলক, অশ্বিনী কর্ণপূরক। ৯১

ভরণী নক্ষত্র নূপুর স্বরূপ। দেবি! তুমিই রজনী বলিয়া উল্লিখিতা। শুক্রগ্রহ ত্বদীয় দক্ষিণ হস্তে, বৃহস্পতি বামহস্তে, চন্দ্র ললাটদেশে, বুধগ্রহ নাভিতে, মঙ্গল ভাষায়, শনৈশ্চর বিলাসে, দিবাকর প্রভায়, রাহু বলে এবং পরাক্রমে কেতু বিরাজমান। হে দেবি! তুমি এইরূপে গ্রহ ও নক্ষত্রনিচয়ে সুশোভিতা। ৯২-৯৪

তুমি স্কন্দ, মরুদ্গণ ও বিষ্ণুজননী। তুমিই রুদ্রাণী, ধাত্রী, বৃষ্টি, সৃষ্টি, তপনী, ভদ্রকালী, গায়ত্রী ও সরস্বতী। ৯৫-৯৬

১। বিষ্ণুসুতেতি কচিৎ পাঠঃ।

ত্বয়া ক্রান্তাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রিরূপেণ ন সংশয়ঃ।
আগ্নিহোত্রে কুলে পুণ্যে সিদ্ধচারণসেবিতে ॥ ৯৮
অগ্নেঃ কোপে সুরাবর্ত্তে সোমস্যৈব চ লক্ষণে।
ত্রৈলোক্যধারিণী দেবি ত্বং হি বিন্ধ্যনিবাসিনী ॥ ৯৯
ত্বন্তু মন্দাকিনী পুণ্যা ময়া চ শিরসা ধৃতা।
অষ্টাশীতিসহস্রৈস্তু ঋষিভিরূর্দ্ধতেজসৈঃ ॥ ১০০
স্তূয়সে সততং দেবি তপঃসিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
পাদৌ তে পৃথিবী দেবি রোমাণ্যোষধিগুল্মকাঃ ॥ ১০১
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যং ত্বং হি ত্রৈলোক্যসঙ্গমে।
দ্বৌ ভুজৌ ভদ্রবান্ শৈলো দ্বীপাঃ প্রত্যন্তবর্ত্তিনঃ ॥ ১০২
সমুদ্রাঃ সরিতশ্চৈব সিন্ধুনদ্যস্তথাম্বিকে।
সুরূপে সুভুজে সুভ্রু সুজঙ্ঘে শূলপাণিনি ॥ ১০৩
বালার্কসমবর্ণেন পূর্ব্বায়ান্তু প্রদৃশ্যসে।
জীমূতাঞ্জনবর্ণেন দক্ষিণায়ান্তু দৃশ্যসে ॥ ১০৪
শঙ্খকুন্দেন্দুবর্ণেন পশ্চিমায়ান্তু দৃশ্যসে।
বৈদূর্য্যস্য তু বর্ণেন উত্তরায়ান্তু দৃশ্যসে। ১০৫
পর্ব্বতে মলয়পৃষ্ঠে চিত্রকূটে তথা ভবে।
অগ্নিজিহ্বে দর্ভরোমে ব্রহ্মশীর্ষে মহোদরি ॥ ১০৬

হে দেবি! তুমি নিখিল দেশেই বিরাজমান, তন্মধ্যে কতিপয় দেশের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। নৈমিষে ও কুরুক্ষেত্রে তুমি দৃষ্ট হইয়া থাক। ৯৭

হে দেবি! তুমি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছ। অগ্নিহোত্রে, পবিত্রকুলে, সিদ্ধচারণ সেবিত স্থানে বিরাজমান আছ। ৯৮

অগ্নিকোপে, সুরাবর্ত্তে ও চন্দ্রে বিরাজমান আছ। হে দেবি! তুমি ত্রৈলোক্যধারিণী, বিন্ধ্যগিরিতে তোমার অবস্থিতি আছে। ৯৯

তুমিই পবিত্র মন্দাকিনী এবং আমিও ত্বদীয় গঙ্গামূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করিতেছি। হে দেবি! অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতাঃ তপঃসিদ্ধ তপোধন ঋষিগণ, সর্ব্বদা তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। পৃথিবী তোমার চরণদ্বয় এবং ওষধি ও গুল্ম সকল রোমাবলিস্বরূপ। ১০০-১০১

যে স্থানে ত্রৈলোক্যের সঙ্গম আছে, ঈদৃশ গঙ্গাযমুনার যে মধ্যস্থল, তাহাও তুমি। হে অম্বিকে! ভদ্রবান্ শৈল তোমার ভুজযুগলস্বরূপ এবং তুমিই সমুদয় দ্বীপ, প্রত্যন্ত পর্ব্বত। ১০২

তুমিই সমুদ্র ও নদ-নদীরূপে বিরাজ করিতেছ। হে শূলধারিণি! ত্বদীয় ভুজদ্বয়, ভ্রূযুগ্ম, জঙ্ঘাদ্বয় ও রূপ অতি মনোহর। ১০৩

পূর্ব্বদিকে তুমি বালার্কের ন্যায় লোহিতবর্ণা, দক্ষিণে জলধর ও অঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণা। ১০৪

পশ্চিমে শঙ্খ ও ইন্দুতুল্য শুভ্রবর্ণা এবং উত্তরদিকে বৈদূর্য্যমণির সমানবর্ণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১০৫

হে মহোদরি! মলয় ও চিত্রকূট পর্ব্বতে এবং অগ্নিজিহ্বা, দর্ভরোম ও ব্রহ্মশীর্ষে তুমি বিরাজমান আছ। ১০৬

উৎকৃষ্টব্রতনিরতে শরণ্যে ব্রহ্মণঃ প্রিয়ে।
ত্বং হি নারায়ণী দেবি চীরবল্কলধারিণী ॥ ১০৭
দুর্গে দুর্গে তথা দেবি তপস্তপ্যাসি সুব্রতে।
দিশাজঙ্ঘে দিশাবাহু সুরূপে অমৃতপ্রিয়ে ॥ ১০৮
নিশুম্ভ-অন্ধকাদীনামসুরাণাং ভয়ঙ্করী।
ওঙ্কারনিত্যে সাবিত্রি চতুর্ব্বেদস্মৃতে যুগে ॥ ১০৯
কংসাদীনাং বধার্থায় উৎপন্না লোকপাবনী।
শরবর্ষবরৈশ্চাপি পুলিন্দৈশ্চাপি পূজ্যসে ॥ ১১০
বিন্ধ্যবাসিনী বাসোঘে অমোঘে অম্বিকে শুভে।
অষ্টাদশভুজৈশ্চৈব নিত্যং গগনচারিণি ॥ ১১১
ঋগ্‌যজুঃসামবেদৈশ্চ তথা চাথর্ব্ববেদগৈঃ।
স্তূয়সে সততং দেবি তপঃসিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ ॥ ১১২
ভীমবক্ত্রা মহাবক্ত্রা অনলা কৃষ্ণপিঙ্গলা।
কৃষ্ণমূর্দ্ধা মহামূর্দ্ধা ঘোরমূর্দ্ধা ভয়াননা ॥ ১১৩
ঘোরবক্ত্রা মহাজিহ্বা ঘোরবেগা মহাব্রতা।
দীপ্তাস্যা দীপ্তনেত্রা চ চণ্ডপ্রহরণোদ্যতা ॥ ১১৪
সুরভী সৌরভেয়া চ উমা দুর্গা তথৈব চ।
সর্ব্ববাদিত্রহস্তা চ সর্ব্বপ্রহরণোদ্যতা ॥ ১১৫
কৃষ্ণাম্বরধরা কৃষ্ণা শার্ঙ্গায়ুধধনুর্দ্ধরা।
ত্রাসনী মোহনী চৈব মৃত্যুরূপা ভয়াবহা ॥ ১১৬
ভীষণা দানবেন্দ্রাণাং তথা চৈব ভয়ঙ্করী।
অভয়া সর্ব্বদেবানাং পিতৄণাং মানুষামপি ॥ ১১৭

হে দেবি! হে শরণ্যে! হে ব্রহ্মপ্রিয়ে! তুমি পরম ব্রতনিরতা এবং চীরবল্কলধারিণী হইয়া সতত তপোনুষ্ঠানে নিমগ্নচিত্তা। ১০৭

হে সুব্রতে দুর্গে! সকলে তোমাকেই নারায়ণী বলিয়া থাকেন। হে অমৃতপ্রিয়ে! হে সুরূপে! দিকই তোমার জঙ্ঘা ও বাহুস্বরূপ। ১০৮

হে সাবিত্রি! তুমিই প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী, বেদ-চতুষ্টয় তোমারই অনুসন্ধান করিতেছে, তুমিই নিশুম্ভ ও অন্ধকাদি অসুরগণের সংহারকর্ত্রী। ১০৯

তুমিই কংসাদির বধার্থ দ্বাপরযুগে উৎপন্না হইবে। তুমিই জনগণকে পবিত্র করিতেছ এবং শর, বর্ষবর ও পুলিন্দগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাক। ১১০

হে অমোঘে! হে অম্বিকে! হে শুভে! তুমি সতত বিন্ধ্যবাসিনী এবং নিখিল বামাগণের স্বরূপ। হে দেবি! তুমি অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তিতে সতত গগনমণ্ডলমধ্যে বিচরণ করিয়া থাক। ১১১

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ, তপঃসিদ্ধ ও তপোধনগণ নিরন্তর তোমারই স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। ১১২

বুধগণ তোমাকে ভীমবক্ত্রা, মহাবক্ত্রা, অনলা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, কৃষ্ণমূর্দ্ধা, মহামূর্দ্ধা, ঘোরমূর্দ্ধা, ভয়াননা, ঘোরবক্ত্রা, মহা-জিহ্বা, ঘোরবেগা, মহাব্রতা, দীপ্তাস্যা, দীপ্তনেত্রা, চণ্ডপ্রহরণোদ্যতা, সুরভি, সৌরভেয়ী, উমা, দুর্গা, সর্ব্ব-বাদিত্রহস্তা, সর্ব্বপ্রহরণোদ্যতা, কৃষ্ণাম্বরধরা, কৃষ্ণা, শার্ঙ্গায়ুধধনুর্দ্ধরা, ত্রাসনী, মোহিনী, মৃত্যুরূপা ও ভয়াবহা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১১৩-১১৬

পৃথিবী কেশিনী সাধ্বী মৃত্যুদেহজরাদিকা।
রক্ষা পবিত্রা অক্ষোভ্যা হ্লাদিনী মেখলা তথা।
কন্যাদেবী সুরাদেবী ভীমাদেবী চ কীর্ত্ত্যসে ॥ ১১৮
শাকম্ভরী মহাশ্বেতা ধূম্রা ধূম্রেশ্বরী তথা।
বীরভদ্রা সুভদ্রা চ মম দেহাদ্বিঃনিঃসৃতা[১] ॥ ১১৯
শ্মশানে বসসে নিত্যং প্রদীপ্তচিতিসঙ্কুলে।
কপালহস্তা খট্বাঙ্গী সর্ব্বলোকভয়াবহা ॥ ১২০
কান্তারবাসিনী দেবী বিমানে চারুশোভনে।
শ্রীঃ পদ্মা যোগমাতা চ যোগমার্গানুসারিণী ॥ ১২১
ধূমকেতুর্মহাহাসা কৃতমেব যুগক্ষয়ে।
ধূমবর্ত্তিস্তথা জ্বালা অঙ্গারিণ্যাস্তথোচ্যসে ॥ ১২২
বেতালী ব্রহ্মবেতালী মহাবেতালীরেব চ।
বিদ্যারাজ্ঞী বরাঙ্গী চ তথা মাহেশ্বরী মতা ॥ ১২৩
ব্রহ্মণ্যা চ শরণ্যা চ ভক্তানাং ভক্তবৎসলা।
ত্বমেব মাতরঃ সর্ব্বা ভূতমাতা তথৈব চ।
পর্ব্বতেষু সমুদ্রেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥ ১২৪
চৌরেষু চৈব রক্ষঃসু তরক্ষূণাং ভয়েষু চ।
ব্যালেভ্যো দুষ্টচিত্তেভ্যঃ সর্ব্বতঃ পরিরক্ষসি ॥ ১২৫

হে দেবি! তুমি দানবেন্দ্রগণকে ভয় এবং দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যদিগকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। ১১৭

তুমি পৃথিবী, কেশিনী ও সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাতা। মৃত্যু ও দেহ-জরাদি যাহা কিছু, সকলই তুমি। তুমি রক্ষা, পবিত্রা, অক্ষোভ্যা, হ্লাদিনী, মেখলা, কন্যাদেবী ও সুরাদেবী। ১১৮

শাকম্ভরী, মহাশ্বেতা, ধূম্রা, ধূম্রেশ্বরী, বীরভদ্রা ও সুভদ্রা নামে কথিতা আছ। ১১৯

মদীয় হৃদয়ক্ষেত্র এবং প্রজ্বলিত চিতা-সঙ্কুল শ্মশানভূমিতে তুমি নিরন্তর বাস করিয়া থাক। ত্বদীয় হস্তে নৃকপাল ও খট্বাঙ্গ বিরাজমান। তুমি সর্ব্বলোকের ভয়নাশিনী। ১২০

কি দুর্গম মার্গ, কি বিচিত্র বিমান, তুমি সর্ব্বত্রই অবস্থিতা আছ। তুমিই শ্রী, তুমিই পদ্মা এবং তুমিই যোগমার্গানুসারিণী যোগমাতা। ১২১

তুমিই ধূমকেতু ও যুগক্ষয়ে সত্যযুগস্বরূপ। বুধগণ তোমাকে মহাহাসা, ধূমবর্ত্তি, জ্বালা, অঙ্গারিণী বলিয়া থাকেন। ১২২

তোমাকে বেতালী, ব্রহ্মবেতালী, মহাবেতালী, বিদ্যা, রাজ্ঞী, বরাঙ্গী, মাহেশ্বরী ও ব্রহ্মণ্যা বলিয়া থাকেন। ১২৩

তুমি ভক্তগণের আশ্রয়দায়িনী ও ভক্তবৎসলা। হে দেবি! তুমিই মাতৃকাগণ এবং ভূতমাতা নামে প্রসিদ্ধা। পর্ব্বত ও সমুদ্র মধ্যে দুর্গ ও বিষম স্থানে দস্যু, রাক্ষস, দুষ্টমতি লোকসকল, ব্যাঘ্র ও যাবতীয় হিংস্র জন্তুগণ হইতে সর্ব্বদা তুমিই সকলকে রক্ষা করিতেছ। ১২৪-২৫

১। মম হৃৎপদ্ম-বাসিনীতি পাঠান্তরম্।

সিংহব্যাঘ্রভয়ে চৈব সমে নিম্নোন্নতে তথা।
ত্বং হি নঃ সর্ব্বকার্য্যেষু দদাস্যভয়দক্ষিণাম্।
বজ্রাশনিনিপাতেষু তথা সমরসঙ্কটে ॥ ১২৬
গজেন্দ্রদশনপ্রোতো দষ্টো হ্যাশীবিষেণ বা।
শৃঙ্খলাবেষ্টিতগ্রীবঃ পাদয়োরুভয়োরপি ॥ ১২৭
বদ্ধো বা কালপাশেন মৃত্যোর্বা বশমাগতঃ।
কীর্ত্তনাৎ তব দেবেশি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সাংখ্যযোগস্তথৈব চ।
অধ্যাত্মঞ্চাধিভূতঞ্চ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২৯
ত্বং দিশো বিদিশশ্চৈব অদিতির্দিতিরেব চ।
চণ্ডিকা চণ্ডকারী চ চণ্ডরূপা চ কীর্ত্ত্যসে ॥ ১৩০
ঘণ্টারবা বিরূপাক্ষী শিখিপিচ্ছধ্বজপ্রিয়া।
শঙ্খশূলগদাহস্তা মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ১৩১
মাতঙ্গী মত্তমাতঙ্গী কৌশিকী ব্রহ্মবাদিনী।
জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রতেজা মহাবলা ॥ ১৩২
জয়া চ বিজয়া চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ ১৩৩
ধাত্রী বিধাত্রী বিক্রান্তী ইচ্ছা মূর্চ্ছা চ মূর্চ্ছনী।
দমনী দামনী চৈব চ্ছেদনী ভেদনী তথা ॥ ১৩৪
বন্দনী বন্দিনী চৈব অমৃতা সত্যবাদিনী।
মানসী মন্যমানা চ মাতৃণাং জননী শুভা ॥ ১৩৫
অঘোরা ঘোররূপা চ ঘোরা ঘোরতরা তথা।
মৃতসঞ্জীবনী চৈব বিশল্যকরণী তথা ॥ ১৩৬

সিংহ ও ব্যাঘ্রভয় উপস্থিত হইলে, সম ও নিম্নোন্নত ভূমিতে, বজ্রপাত সময়ে, বিষম সমরক্ষেত্রে, অধিক কি, সমুদয় কার্য্যেই তুমি আমাদিগকে অভয়-দক্ষিণা দিয়া থাক। ১২৬

হে দেবেশি! যে ব্যক্তি মাতঙ্গরাজের দন্তমধ্যে পতিত কিংবা ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট, যাহার গ্রীবা ও চরণদ্বয় শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ। ১২৭

যে কালপাশে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াছে, সেও তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১২৮

কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, কি সাংখ্য যোগ, কি অধ্যাত্ম ও কি অধিভূত নিখিল পদার্থই তোমাতে অবস্থিত। ১২৯

সমুদয় দিক্ ও বিদিক্ তুমি, তুমিই দিতি, তুমিই অদিতি। সকলে তোমাকে চণ্ডিকা, চণ্ডকারী, চণ্ডরূপা, ঘণ্টারবা ও বিরূপাক্ষী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১৩০

ময়ূরপুচ্ছধ্বজ তোমার পরম প্রিয় এবং ত্বদীয় ভুজনিকরে শঙ্খ শূল ও গদা শোভা পাইতেছে। তুমি মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ১৩১

তুমি সিদ্ধসেনজননী; তোমার তেজ অতি উগ্র ও বল অতি মহৎ। তোমাকেই সকলে মাতঙ্গী, মত্তমাতঙ্গী কৌশিকী, ব্রহ্মবাদিনী জয়া, বিজয়া, বিনতা, কদ্রু, ধাত্রী, বিধাত্রী, বিক্রান্তী, ইচ্ছা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছনী, দমনী, দামনী, ছেদনী, ভেদনী, বন্ধ, অমৃতা, সত্যবাদিনী, মানসী, মন্যমানা, মাতৃজননী, অঘোরা

সঞ্জীবনী হ্যোষধী চ ত্বমেব পরিপঠ্যসে।
সন্ধ্যা চৈব মহাসন্ধ্যা ত্বং দেবি পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৭
হরণী হারণী চৈব ধরণী ধারণী তথা।
দিব্যমূর্ত্তির্মহামূর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমূর্ত্তিরুচ্যসে ॥ ১৩৮
পাশহস্তা মহাহস্তা কুমারী কলহপ্রিয়া।
সন্ধিনী বিসন্ধিনী চৈব মেনকা উর্ব্বশী তথা ॥ ১৩৯
মায়াদেবী সুরাণাঞ্চ ত্বং দেবী পরিকীর্ত্তিতা।
পুরা সুরগণাঃ সর্ব্বে অসুরেন্দ্রভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১৪০
ত্বাং জগ্মুঃ শরণং সর্ব্বে মৎপুরোগা বরাননে।
ততস্ত্বাং ক্রোধসন্তপ্তাং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভাম্ ॥ ১৪১
দেবানাং তেজসাবৃত্ত্যে সৃজদ্বিশ্বেশ্বরীং তনুম্।
মহিষস্য বধার্থায় জ্বালামালেতি বিশ্রুতা ॥ ১৪২
হত্বাসুররিপূন্ সর্ব্বান্ শক্রো রাজ্যে নিয়োজিতঃ।
বিষ্ণুনা চ পুরা দেবীং ত্বামারাধ্যেহ সুব্রতে ॥ ১৪৩
দানবা নিহতাঃ সর্ব্বে ত্বয়া মায়াবিমোহিতাঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পুত্রো বৈ কালনেমিনঃ।
কংসশ্চ নিহতো দৈত্য উগ্রসেনসুতো বলী ॥ ১৪৪
ত্বং দেবি সর্ব্বভূতানাং শরণ্যা ভক্তিবৎসলা।
অভয়া সর্ব্বলোকস্য বুদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ পঠ্যসে ॥ ১৪৫
ছন্দসাঞ্চৈব গায়ত্রী অনুষ্টপ্ ত্রিষ্টুবেব চ।
পঙ্‌ক্তিশ্চৈব যতিশ্চৈব শঙ্কুর্যষ্টিস্তথৈব চ ॥ ১৪৬

ঘোররূপা, ঘোরঘোরতরা মৃতসঞ্জীবনী, ওষধী, সন্ধ্যা, মহাসন্ধ্যা, হরণী, হারিণী ধরণী, ধারণী, দিব্যমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি, পাশহস্তা, মহাহস্তা, কুমারী, কলহপ্রিয়া, সন্ধিনী, বিষন্ধিণী, মেনকা ও উর্ব্বশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩২-১৩৯

হে দেবি! তুমিই সুরগণের মায়াদেবী নামে কীর্ত্তিতা আছ। হে বরাননে! পূর্ব্বে সমুদয় সুরগণ, অসুরেন্দ্র মহিষাসুরের ভয়ে ভীত হইয়াছিল। ১৪০

সুরগণ আমার সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলে তুমি মহিষাসুরের সংহারার্থ দেবগণের তেজে পরিবৃত হইয়া বিশ্বেশ্বরী মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক জ্বালামালা নামে প্রসিদ্ধা হও। ১৪১-১৪২

পরে নিখিল অসুরগণকে নিধনপূর্ব্বক পুনরায় দেবরাজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। হে সুব্রতে! পূর্ব্বে বিষ্ণুও তোমাকে আরাধনা করিয়া ত্বদীয় মায়ায় বিমোহিত সমুদয় দানবগণকে সংহার করেন এবং পরে সর্ব্ব-ভূতের অবধ্য, কালনেমির পুত্র ও উগ্রসেনাত্মজ মহাবলসম্পন্ন কংসাসুরকে নিহত করিয়াছেন। ১৪৩-১৪৪

হে দেবি! তুমি ভক্তি-বৎসলা এবং সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্রী ও অভয়দাত্রী! সকলে তোমাকেই বুদ্ধি ও শুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১৪৫

তুমিই গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি নামক ছন্দ, তুমিই যতি, তুমিই শঙ্কু ও তুমিই যষ্টি নামে প্রসিদ্ধা। ১৪৬

ত্বং দেবি সর্ব্বভূতানাং হৃদি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রাহি ত্রাহি সুরান্ সর্ব্বান্ দৈত্যভূতান্ সমানুষান্ ॥ ১৪৭
জ্যোতিষাং ত্বং পরজ্যোতিঃ সুব্রতানাং গতিঃ শুভা।
যোগিনাং যোগসিদ্ধিশ্চ ত্বমেব পরিকীর্ত্ত্যসে ॥ ১৪৮
ত্বং কৃতজ্ঞা বিধিজ্ঞা চ সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্ববিত্তমা।
ভূতবিদ্ব্রহ্মবিজ্জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণিরেব চ ॥ ১৪৯
নিদ্রা মোহস্তথাজ্ঞানং ক্ষুৎপিপাসা তথৈব চ।
ধর্ম্মোঽধর্ম্মঃ সুখং দুঃখমলক্ষ্মীর্লক্ষ্মীরেব চ ॥ ১৫০
রেবতী কালকর্ণী চ তথা দুষ্টগ্রহাশ্চ যে।
তৃষ্ণা চ তৃপ্তিঃ কামশ্চ তয়া হ্যুৎপাদিতা পুরা ॥ ১৫১
হিরণ্যবর্ণে দেবেশি নমস্তে স্কন্দপূজিতে।
তরণী তারণী গুপ্তে চলনী চালনা শুভে ॥ ১৫২
কিঙ্কিণী চণ্ডনির্ঘোষে ক্রন্দনী ক্রন্দনপ্রিয়া।
তাড়নী কৃন্তনী রৌদ্রী গোপ্ত্রী ধাত্রী ধনেশ্বরী ॥ ১৫৩
খড়্গিনী খড়্গঘোষা চ পূর্ণমাত্রা বিশোষণী।
নারায়ণী চ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রমদা প্রিয়া ॥ ১৫৪
সংক্রোধনী ক্রোধহরা নিক্রোধা ক্রোধচারিণী।
কল্যাণী দুর্ম্মদা চৈব সুমুখা দীনবৎসলা ॥ ১৫৫
বিরজা জননী ভদ্রা ক্ষমা ক্ষান্তা বরপ্রদা।
শিবা শান্তির্দয়া দান্তা সত্যা চৈব তু বিশ্রুতা ॥ ১৫৬
ক্রোধেশ্বরী মহাবীর্য্যা কালনিদ্রা গণেশ্বরী।
পদ্মাক্ষী পদ্মগর্ভা চ পদ্মখণ্ডনিবাসিনী ॥ ১৫৭

হে দেবি। তুমি অখিল জীবগণের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিতা আছ; অতএব সমস্ত দেবগণ দৈত্যগণ, মানবনিচয় ও অন্যান্য যাবতীয় ভূতগণকে পরিত্রাণ কর। ১৪৭

তুমিই যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থদিগের পরম জ্যোতি, সদাচার সম্পন্ন জীবগণের শুভগতি এবং যোগিগণের যোগসিদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাক। ১৪৮

তোমাকে সকলে কৃতজ্ঞা, বিধিজ্ঞা, জ্যেষ্ঠা, কন্যা, কল্যাণী, রেবতী ও কালকর্ণী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১৪৯

পূর্ব্বে তুমিই নিদ্রা, মোহ, অজ্ঞান. ক্ষুধা, পিপাসা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, কাম এবং দুষ্টগ্রহগণকে উৎপাদন করিয়াছ। ১৫০

হে স্কন্দপূজিতে! হে হিরণ্যবর্ণে। তুমি দেবগণের ঈশ্বরী, অতএব আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ১৫১

হে শুভে। হে গুপ্তে! ত্বদীয় হস্তস্থিত কিঙ্কিণী প্রচণ্ডরবে বাদিত হইয়া থাকে। ১৫২

সকলে তোমাকে তরণী, তারণী, চলনী, চালনী, ক্রন্দনী, ক্রন্দনপ্রিয়া. তাড়নী, কৃন্তনী, রৌদ্রী, গোপ্ত্রী, ধাত্রী, ধনেশ্বরী, খড়্গিনী, খড়্গঘোষা, পূর্ণমাত্রা, বিশোষণী, নারায়ণী, প্রণিগণের প্রাণদা, প্রিয়া, সংক্রোধী, ক্রোধহরা, নিক্রোধা, ক্রোধচারিণী, কল্যাণী, দুর্ম্মদা, সুমুখা, দীনবৎসলা, বিরজা, জননী, ভদ্রা, ক্ষমা,

ভৃগুশী ত্বং মহাভাগে ভৃগুবংশসদাপ্রিয়ে।
তপস্বিব্রহ্মচারিণ্যো ঋষিকন্যে জিতেন্দ্রিয়ে ॥ ১৫৮
জিতদ্বন্দ্বে জিতক্রোধে মহতী ভক্তবৎসলে।
স্মৃতিশ্চ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব হি শুভাননে ॥ ১৫৯
আহুতিশ্চ হুতিশ্চৈব ত্বং দেবি পরিকীর্ত্ত্যসে।
কৃষ্ণা চ কৃষ্ণরূপা চ কৃষ্ণপক্ষস্য চোৎসবা ॥ ১৬০
চতুর্থী পঞ্চমী চৈব নবম্যেকাদশী তথা।
ব্রহ্মরূপা সুরূপা চ কামদা কামরূপিণী ॥ ১৬১
কামদেবপ্রণাশী চ বিশ্বরূপা শুচিব্রতা।
একাক্ষী চ শতাক্ষী চ নরনারায়ণী তথা ॥ ১৬২
গোমুখী সুমুখী চৈব দক্ষযজ্ঞক্ষয়ঙ্করী।
খেচরী গোচরী ক্ষান্তির্ভগনেত্রাপহারিণী ॥ ১৬৩
যোগযোগী মহাযোগী যোগিনাং যোগমুত্তমম্।
মহামারী চ বিঘ্নঘ্না সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৬৪
বিশালাক্ষী সমৃদ্ধিশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মচারিণী।
অজিতা পূজিতা পুণ্যা পূষ্ণো দন্তবিনাশিনী ॥ ১৬৫
অপ্রসন্না চ প্রসন্না চ তৃপ্তা প্রীতা প্রিয়ম্বদা।
জটিলা লক্ষণা লক্ষ্মীরনন্তা সনকেশ্বরী ॥ ১৬৬
ত্বং স্মৃতিঃ সর্ব্বভূতানামচলা লোকনাশিনী।
তুষ্টিঃ কান্তিস্তথা শোভা শোভনা কমলোদ্ভবা ॥ ১৬৭
ভ্রমণী ভ্রামণী চৈব তরণীস্তম্ভনী তথা ॥
জম্ভনী স্তম্ভনী চৈব কালী গান্ধারী এব চ ॥ ১৬৮

ক্ষান্তা, বরপ্রদা, শিবা, শান্তি, দয়া, দান্তা, সত্যা, ক্রোধেশ্বরী, মহাবীর্য্যা, কালনিদ্রা, গণেশ্বরী, পদ্মাক্ষী, পদ্মগর্ভা এবং পদ্মনিবাসিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ১৫৩-৫৭

হে মহাভাগে! হে ভক্তবৎসলে! তুমি সর্ব্বদা ভৃগুবংশপ্রিয়া এবং ভৃগুশী; তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী, ঋষিকন্যা, জিতেন্দ্রিয়া, জিতদ্বন্দ্বা জিতক্রোধা, মহতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। ১৫৮

হে শুভাননে! তুমিই সর্ব্বভূতের স্মৃতি; হে দেবি! তোমাকেই আহুতি, হুতি, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপা, কৃষ্ণপক্ষোৎসবা, চতুর্থী, পঞ্চমী, নবমী, একাদশী, ব্রহ্মরূপা, সুরূপা, কামদা, কামরূপিণী, কামদেবপ্রণাশী, বিশ্বরূপা, শুচিব্রতা, একাক্ষী, শতাক্ষী, নরনারায়ণী, গোমুখী, সুমুখী, দক্ষযজ্ঞক্ষয়ঙ্করী, খেচরী, গোচরী, ক্ষান্তি, ভগনেত্রাপহারিণী, যোগযোগী, মহাযোগী, যোগগণের উৎকৃষ্টযোগ, মহামারী, বিঘ্নঘ্না, সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী, বিশালাক্ষী, সমৃদ্ধি, ধর্ম্মিষ্ঠা, অজিতা, পূজিতা, পুণ্যা, পুষ্ণা, দৈত্যবিনাশিনী, অপ্রসন্না, প্রসন্না, তৃপ্তা, প্রীতা, প্রিয়ম্বদা, জটিলা, লক্ষণা, লক্ষ্মী, অনন্তা, সনকেশ্বরী, অচলা ও লোকনাশিনী নামে সকলে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ১৫৮-৬৬

তুমিই জীবগণের তুষ্টি, কান্তি ও শোভা। তোমার নাম, শোভনা, কমলোদ্ভবা, ভ্রমণী, ভ্রামণী, তরণী, স্তম্ভনী, জম্ভনী, কালী, গান্ধারী, মহারূপা,

মহারূপা মহাতেজা বিষ্ণুবক্ষোদ্ভবা শুভা।
বিরোচনী তথা ত্বাষ্ট্রী বিরজা কৈটভেশ্বরী ॥ ১৬৯
হেমবর্ণা সুবর্ণা চ শ্যামা দীপ্তায়তেক্ষণা।
রতিঃ প্রীতিঃ কমলাক্ষী দক্ষিণামূর্ত্তিরিষ্যতে ॥ ১৭০
সুকন্যা দহতী চৈব শালঙ্কায়নিরেব চ।
করালী বিকরালী চ সকলা নিকলা তথা ॥ ১৭১
সিনিবালী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতী তথা।
তাপনী বর্ষণা চৈব বিদ্যুজ্জিহ্বানলোদ্ভবা ॥ ১৭২
দেবদেবী মহাদেবী হিমবচ্ছৈলরাট্সুতে।
অবিদ্যা সর্ববিদ্যানাং সিদ্ধীনাং সিদ্ধিরুত্তমা।
অপ্রমেয়াসি ভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
দেবদানবমর্ত্ত্যেষু তির্য্যগ্যোনিগতেষু চ।
ন তৎ পশ্যামি দেবেশি যৎ ত্বয়া রহিতং ভবেৎ ॥ ১৭৩
অহং তব পিতা দেবী ত্বন্তু মাতা মম স্মৃতা ॥ ১৭৪
অহং ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ বন্ধুর্গোপ্তা তথৈব চ।
ত্বন্তু মে ভগিনী দেবি পত্নী চ পরিকীর্ত্ত্যসে ॥ ১৭৫
অহমিষ্টো মহাযজ্ঞঃ পূর্ত্তযজ্ঞস্ত্বমুচ্যসে ॥ ১৭৬
অহমগ্নিশ্চ হোতা চ যজমানস্তথৈব চ।
স্বাহা স্বধা চ সুশ্রোণি ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭৭
অহং বিষ্ণুর্মহাযজ্ঞো যজ্ঞমূর্ত্তিস্ত্বমুচ্যসে।
পুরুষোঽহং বরারোহে প্রকৃতিশ্চ ত্বমুচ্যসে ॥ ১৭৮

মহাতেজা, বিষ্ণুবক্ষোদ্ভবা, বিরোধনী, ত্বাষ্ট্রী, বিরজা, কৈটভেশ্বরী, হেমবর্ণা, সুবর্ণা, শ্যামা, দীপ্তা, আয়তেক্ষণা, রতি, প্রীতি, কমলাক্ষী, দক্ষিণামূর্ত্তি, সুকন্যা, শালঙ্কায়নি, করালী, বিকরালী, সকলা, নিষ্কলা, সিনীবালী, কুহু, রাকা, অনুমতী, তাপনী, বর্ষণী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, অনলোদ্ভবা, দেবদেবী ও হিমালয়সুতা। ১৬৭-৭২

হে দেবি! আমি জানি, তুমিই নিখিল-বিদ্যাগণের মধ্যে অবিদ্যা নামে বিখ্যাতা। তুমিই সমুদয় সিদ্ধির মধ্যে উত্তমা সিদ্ধি। হে অমিতে। তুমি ভূতগণের অপ্রমেয়া। হে দেবেশি। দেবতা, দানব, মানব ও তির্য্যক্জাতির মধ্যে এমত কেহই নাই যাহাতে তোমার অধিষ্ঠান না আছে। ১৭৩

হে দেবি। আমি তোমার হৃদয়স্বরূপ এবং সতত তুমি মদীয় হৃদয়মধ্যে অবস্থিতা আছ। আমি তোমার পিতা এবং তুমিও আমার মাতাস্বরূপ। ১৭৪

আমাকে তোমার ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধু, ও রক্ষক এবং তোমাকে আমার ভগিনী, দেবী ও পত্নী বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করেন। ১৭৫

বুধগণ আমাকে মহাযজ্ঞ এবং তোমাকে পূর্ত্তযজ্ঞরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭৬

আমি অগ্নি, হোতা ও যজমান এবং তুমি স্বাহা ও স্বধাস্বরূপ। হে সুশ্রোণি। সকল বস্তু তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। ১৭৭

হে বরারোহে। আমিই বিষ্ণুস্বরূপ মহাযজ্ঞ এবং তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি বলিয়া কথিতা আছ। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। ১৭৮

অহং গ্রহপতিশ্চন্দ্রস্ত্বন্তু নক্ষত্রমণ্ডলম্ ।
সূর্য্যশ্চাহং মহাদেবি ত্বং প্রভা পরমেশ্বরী ॥ ১৭৯
অহং সাগরমক্ষোভ্যস্ত্বন্তু বেলোর্ম্মিরেব চ ।
অহং ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ সাবিত্রী ত্বং নিগদ্যসে ॥ ১৮০
অহং বিষ্ণুর্মহাবীর্য্যস্ত্বং লক্ষ্মীর্লোকভাবিনী ।
অহমিন্দ্রো মহাতেজাস্ত্বং শচী পরমেশ্বরী ॥ ১৮১
অহং ভৃগুর্বসিষ্ঠশ্চ জমদগ্নিস্তথৈব চ ।
ত্বং বিদ্যা রেণুকা চৈব অরুন্ধতী পতিব্রতা ॥ ১৮২
দিবসোঽহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে ।
দিবসোঽহং মুহূর্ত্তশ্চ ত্বং সন্ধ্যাকাল এব চ ॥ ১৮৩
অহং তেজোঽধিকঃ সূর্য্যস্ত্বং সুষুম্না নিগদ্যসে ।
বরুণোঽহং মহাতেজাস্ত্বন্তু গৌরী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮৪
অহং বৈশ্রবণো রাজা যক্ষেশো লোকপূজিতঃ ।
ত্বঞ্চ ঋদ্ধির্মহাভাগা উপমা চাপ্যনুত্তমা ॥ ১৮৫
অহং সেনাপতিঃ স্কন্দো দেবসেনা ত্বমুচ্যসে ।
অহং বীজবরং শ্রেষ্ঠস্ত্বন্তু ক্ষেত্রবরা স্মৃতা ॥ ১৮৬
অহং বৃক্ষপতিঃ সূক্ষ্মস্ত্বং বনস্পতিরুচ্যসে ।
শেষমূর্ত্তিরহং ভদ্রে কণীশপরিবেষ্টিতে ॥ ১৮৭
রেবতী ত্বং বিশালাক্ষি মদবিভ্রান্তলোচনে । ১৮৮

আমি গ্রহপতি চন্দ্র, তুমি নক্ষত্রমণ্ডল। হে মহাদেবি। আমি সূর্য্য, তুমি প্রভা। ১৭৯

আমি অক্ষোভ্য সাগর, তুমি বেলা ও উর্ম্মি। আমাকেই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও তোমাকে সকলে সাবিত্রী বলিয়া থাকেন। ১৮০

আমিই মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণু, তুমিই লোকভাবিনী লক্ষ্মী। আমি মহাতেজা ইন্দ্র, তুমি পরমেশ্বরী শচী। ১৮১

আমিই ভৃগু, বসিষ্ঠ ও জমদগ্নি এবং তুমিই বিদ্যা, পতিব্রতা অরুন্ধতী ও রেণুকা। ১৮২

হে বরারোহে! আমিই দিবস ও মুহূর্ত্ত এবং তুমিই রজনী ও সন্ধ্যা। আমিই তেজোধিক সূর্য্য এবং তুমিই সুষুম্না নামে কীর্ত্তিতা। আমি মহাতেজা বরুণ, তুমি গৌরী নামে প্রসিদ্ধা। ১৮৩-৮৪

আমি বৈশ্রবণ নামক লোক পূজিত যক্ষেশ্বর, তুমি মহাভাগা ঋদ্ধি ও অনুত্তমা উপমা। ১৮৫

আমি সেনাপতি স্কন্দ এবং তুমি দেবসেনা বলিয়া কথিত হও। সকলে আমাকে উৎকৃষ্ট বীজ, তোমাকে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র বলে। ১৮৬

আমাকে সূক্ষ্ম বৃক্ষপতি ও তোমাকে বনস্পতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে ভদ্রে! হে ভুজঙ্গবেষ্টিতে! আমিই সর্পরাজ অনন্ত। ১৮৭

হে বিশালাক্ষি! হে মদবিভ্রান্তলোচনে! তুমিই তদীয় পত্নী রেবতী। ১৮৮

মোক্ষোঽহং ত্রিদশশ্রেষ্ঠে ত্বং দেবি পরমা গতিঃ
অপাং পতিরহং ভদ্রে ত্বং দেবি সরিতাং বরা।
বড়বাগ্নিরহং সুভ্রূ ত্বন্তু দীপ্তিরনেকশঃ।
প্রজাপতিরহং স্রষ্টা ত্বং প্রজাসৃষ্টিরেব চ ॥ ১৮৯
নাগানামধিপশ্চাহং পাতালতলবাসিনাম্।
নাগিনী নাগকন্যা ত্বং ফণাচ্ছত্রবিভূষিতা ॥ ১৯০
নিশাচরপতিশ্চাহং ত্বং শ্রেষ্ঠা রজনী স্মৃতা।
কামোঽহং কামদেবী ত্বং ত্বং রতিঃ প্রীতিরেব চ ॥ ১৯১
দুর্ব্বারশ্চাপ্যহং ক্রোধস্ত্বং ক্ষমা মম ধারিণী।
লোভমোহতমশ্চাহং ত্বং কৃষ্ণা তমসি স্মৃতা ॥ ১৯২
তাপসশ্চাপ্যহং দেবী ত্বং তপস্বিতপস্বিনা।
ককুদ্মান্ বৃষভশ্চাহং ত্বন্তু গৌঃ ক্ষীরধারিণী ॥ ১৯৩
বায়ুরপ্যহমগ্নিশ্চ ত্বং গতির্মন্ত্রসূচনী।
অহং সঞ্চয়িতা লোকে নির্ম্মমা ত্বং যশস্বিনী ॥ ১৯৪
নয়োঽহং সর্ব্বকার্য্যেষু নীতিস্ত্বং কমলেক্ষণে।
অহমন্নঞ্চ ভোক্তা চ ওষধী ত্বং নিগদ্যসে ॥ ১৯৫
অহমগ্নিশ্চ ধূমশ্চ ত্বমুষ্ণাজ্বালামেব চ।
অহং সংবর্ত্তকো মেঘস্ত্বন্ত ধারা হ্যনেকশঃ ॥ ১৯৬
অহং সংহারকর্ত্তা চ ত্বং সৃষ্টিঃ সর্ব্বদা শুভে।
অহং শুষ্কঃ স্থিরশ্চৈব ত্বমার্দ্রা চলমেব চ ॥ ১৯৭

হে দেবি ত্রিদশশ্রেষ্ঠে! আমিই মোক্ষ, তুমি পরমা গতি। হে দেবি! আমিই জলপতি সমুদ্র, তুমি সরিদ্বরা। হে সুভ্রু! আমি বড়বাগ্নি, তুমি দীপ্তি, আমি স্রষ্টা প্রজাপতি, তুমিই প্রজাসৃষ্টি। ১৮৯

আমিই পাতালবাসী নাগগণের অধীশ্বর, তুমিই ফণারূপ ছত্র-বিভূষিতা নাগিনা ও নাগকন্যা। ১৯০

আমি নিশাচরপতি, তুমি রজনী। আমি কামদেব, তুমি কামদেবী রতি ও প্রীতি। ১৯১

আমিই দুর্ব্বার ক্রোধ, তুমি মদীয় শান্তিদায়িনী ক্ষমা। আমিই লোভ-মোহজন্য তমঃ এবং তুমিই কৃষ্ণা অর্থাৎ তমঃস্থিত কৃষ্ণা নামে প্রসিদ্ধা। ১৯২

হে দেবি! আমি তপস্বী, তুমি তপস্বিনী। আমি ককুদ্মান্ বৃষভ, তুমি দুগ্ধবতী গো। ১৯৩

আমি বায়ু ও অগ্নি এবং তুমি গতি ও মন্ত্রসূচনী। জগতে আমিই সঞ্চয়িতা, তুমি যশস্বিনী নির্ম্মমা। ১৯৪

হে কমলেক্ষণে! সকল কার্য্যে আমিই নয় এবং তুমি নীতিস্বরূপা। জনগণ, আমাকেই অন্ন ও ভোক্তা এবং তোমাকেই ওষধি বলিয়া কীর্ত্তন করে। ১৯৫

আমি অগ্নি ও ধূম এবং তুমি উষ্ণতা ও জ্বালা। আমি সংবর্ত্তনামক মেঘ, তুমি ধারা। হে শুভে! আমি সংহারকর্ত্তা, তুমি সৃষ্টি। আমি শুষ্ক ও স্থির, তুমি আর্দ্রা ও চলা। ১৯৬-৯৭

স্রষ্টাহং তব দেবেশি ত্বং ভূতানসৃজঃ সদা।
শরীর্য্যহং শরীরস্থস্ত্বন্তু বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৯৮
অহং ভোক্তা মহাদেবি ত্বন্তু ভোজ্যং ন সংশয়ঃ।
পর্জ্জন্যোঽহং মহাতেজাস্ত্বন্তু বিদ্যুন্মহাবলা ॥ ১৯৯
অহং কৃতযুগো ধর্ম্মস্ত্রেতা ত্বং পরিকীর্ত্ত্যসে।
যুগোঽহং দ্বাপরঃ শ্রীমান্ ত্বং কলিঃ পরমেশ্বরি ॥ ২০০
আকাশশ্চাপ্যহং ভদ্রে পৃথিবী ত্বং নিগদ্যসে।
অহমদৃশ্যমূর্ত্তিশ্চ দৃশ্যাদৃশ্যস্ত্বমুচ্যসে ॥ ২০১
বিরাজোঽহং মহাভাগে শস্ত্রাভক্তে অনিন্দিতে।
বাক্‌পতিশ্চাপ্যহং কৃষ্ণে ত্বং বাগ্মী ঋষিভিঃ স্তুতা ॥ ২০২
অহং স্রষ্টা চ ভর্ত্তা চ ত্বন্তু মৃত্যুঃ সদানঘে।
অহং রসয়িতা ঘ্রাতা ত্বং রসো ঘ্রাণ এব চ ॥ ২০৩
অহং স্পর্শয়িতা কর্ত্তা স্পর্শস্ত্বং কর্ম্ম এব চ।
অহং বক্তা চ ভোক্তা চ ত্বং বুদ্ধির্গতিরেব চ।
অহং সর্ব্বমিতং ভূতং ত্বঞ্চ দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ২০৪
ত্বয়া ময়া চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ।
একধা বহুধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ২০৫
দেবদানবমর্ত্ত্যেষু সকলেষু বিশেষতঃ।
নিষ্কলেষু চ সর্ব্বেষু অবুধেষু বুধেষু চ ॥ ২০৬
অহং ত্বঞ্চ বিশালাক্ষি সততং সুপ্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ২০৭

হে দেবেশি। আমি তোমার স্রষ্টা এবং তুমি ভূতগণের স্রষ্ট্রী। আমি শরীরস্থিত শরীরী নামে প্রসিদ্ধ এবং তুমি শরীরস্থ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-নিচয়স্বরূপ। ১৯৮

হে মহাদেবি! আমি ভোক্তা এবং তুমিই যে ভোজ্য, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমিই মহাতেজা জলধর এবং তুমি মহাবলা বিদ্যুৎ। ১৯৯

হে পরমেশ্বরি। সকলে আমাকে সত্য, তোমাকে ত্রেতা এবং আমাকে দ্বাপর ও তোমাকে কলিযুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ২০০

হে ভদ্রে! আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমি অদৃশ্য, তুমি দৃশ্যাদৃশ্য বলিয়া কথিত আছ। ২০১

হে মহাভাগে! হে অনিন্দিতে! হে ভক্তে! ঋষিগণ, আমাকে বিরাজ, তোমাকে সম্রাট্ এবং হে কৃষ্ণে। আমাকে বাক্‌পতি, তোমাকে বাগ্মী বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন। ২০২

হে অনঘে! আমি স্রষ্টা ও ভর্ত্তা এবং তুমি মৃত্যুরূপিণী। আমি রসসংগ্রহ-কর্ত্তা ও ঘ্রাণকর্ত্তা এবং তুমি রস ও ঘ্রাণস্বরূপা। ২০৩

আমি স্পর্শকারী ও কর্ম্মকর্ত্তা এবং তুমি স্পর্শ ও কর্ম্মরূপিণী। হে দেবি! আমি বক্তা ও ভোক্তা, আর তুমি শুদ্ধি ও গতিস্বরূপা। ২০৪

অধিক কি বলিব, এই অখিল জগত-ই তোমা দ্বারা ও আমা দ্বারা একধা, বহুধা ও শতসহস্রধা ওত-প্রোতরূপে আবদ্ধ আছে। ২০৫

হে বিশালাক্ষি। দেবতা, দানব ও মানবদিগের মধ্যে কি শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত-

ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্নৌ সর্ব্বপ্রাণিষ্ববস্থিতৌ ॥ ২০৮
ক্রীড়ামি সততং দেবি ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।
মেরুমন্দরপৃষ্ঠে চ হিমবৎকন্দরেষু চ ॥ ২০৯

স্কন্দ উবাচ—

এবং স্তুতা তদা দেবী শিবেন পরমাত্মনা।
গুহ্যৈস্তু নামভির্দিব্যৈঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরী ॥ ২১০
এতদ্ধি সর্ব্বমাখ্যাতং নিরুক্তং পাপনাশনম্ ॥ ২১১
য ইদং ধারয়েৎ স্তোত্রং পবিত্রং লোকসম্মতম্।
স জিত্বা সর্ব্বলোকানি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২১২
দেব্যাশ্চৈব ভবেৎ পুত্রো দীপ্তকুণ্ডলভূষিতঃ।
বরদঃ সর্ব্বদেবানাং দেবদানবদর্পহা ॥ ২১৩
অজিতঃ সর্ব্বলোকেষু দুর্নিরীক্ষ্যো ভয়াবহঃ।
অক্ষয়ঃ কামরূপশ্চ রুদ্রসূনুর্মহাবলঃ।
পূজ্যতে সর্ব্বলোকেষু শূলপাণির্যথা শিবঃ ॥ ২১৪
যঃ পঠেৎ শ্লোকমেকন্তু পঞ্চ ষট্ সপ্ত এব বা ॥ ২১৫
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো ন ভূয়ো জন্ম আপ্নুয়াৎ ॥ ২১৬
ইষ্টাংশ্চ লভতে কামান্ যঃ পঠেচ্চ শৃণোতি চ।
শুচিস্তু প্রযতো ভূত্বা দেবীদেবপরায়ণঃ ॥ ২১৭

কি শৌর্য্যাদিহীন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকল ব্যক্তিতেই তুমি ও আমি সর্ব্বদা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি। ২০৬-২০৭

আমরা নিজ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে প্রাণিমাত্রেও অধিষ্ঠান করিতেছি। ২০৮

হে দেবি বরাননে! মেরু মন্দরগিরিপৃষ্ঠে এবং হিমালয়-কন্দরে আমি নিরন্তর তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি। ২০৯

স্কন্দ কহিলেন,—তৎকালে সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরী দেবী ভগবতীকে পরমাত্মা শঙ্কর, পূর্ব্বোক্ত গুহ্য নামনিচয়ে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন। ২১০

এই আমি তোমার নিকট পাপনাশন দেবীর নামাত্মক স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম। ২১১

যে মানব, সকলের আদরণীয় এই পবিত্র স্তোত্র লিখিয়া ধারণ করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকে। ২১২

সে পরিণামে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত, দেবগণের বরপ্রদ, সুরাসুরদিগের দর্পহারী, ত্রিলোকের অজেয়, দুর্নিরীক্ষ্য ও ভয়াবহ, অক্ষয় ইচ্ছানুরূপ রূপধারণে সমর্থ রুদ্রপুত্র নামে বিখ্যাত, মহাবলসম্পন্ন এবং শূলপাণি শঙ্করের ন্যায় সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইয়া দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। ২১৩-১৪

যে ব্যক্তি, এই স্তোত্রের সপ্তসংখ্যক, ষট্‌সংখ্যক, কিম্বা পঞ্চসংখ্যক অথবা কেবলমাত্র একটী শ্লোক পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; তাহাকে আর পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ২১৫-১৬

যে ব্যক্তি পবিত্র সংযতচিত্ত এবং শঙ্কর ও শঙ্করীর প্রতি অচলভক্তিপরায়ণ হইয়া এই স্তবরাজ পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারেন, তাহার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লব্ধ হইয়া থাকে। ২১৭

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং পরং পরমশোভনম্।
সিদ্ধিকামোঽপ্যবাপ্নোতি সিদ্ধিমিষ্টাং ন সংশয়ঃ ॥ ২১৮
অর্থকামো লভেদর্থং পুত্রকামো বহূন্ সুতান্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং জয়কামো লভেজ্জয়ম্ ॥ ২১৯
যান্ যান্ কামান্ প্রার্থয়তে মানবঃ শংসিতব্রতঃ।
জপন্ স্তোত্রবরং পুণ্যং সর্ব্বমাপ্নোতি নিশ্চয়াৎ ॥ ২২০
বিদিতঃ সর্ব্বদেবানাং মাসস্যাভ্যন্তরেণ বৈ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছতে পরমাং গতিম্ ॥ ২২১
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং সাংখ্যযোগসমন্বিতম্।
পঠেদ্বৈ শ্রদ্ধয়া যুক্তো অনন্তং ফলমশ্নুতে ॥ ২২২
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
ফলং লভেত ধর্ম্মাত্মা যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়া দ্বিজঃ ॥ ২২৩
দশানাং রাজসূয়ানামগ্নিষ্টোমশতস্য চ।
কীর্ত্তনাৎ ফলমাপ্নোতি ইত্যাহ ভগবাঞ্ছিবঃ ॥ ২২৪
যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদীনাং দ্বিজোত্তম।
জপতঃ সর্ব্বমাপ্নোতি প্রাপ্তো ধর্ম্মফলানি তু ॥ ২২৫
অধৃষ্যঃ সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং ন সংশয়ঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রং যঃ পঠেৎ সততং শুচিঃ ॥ ২২৬
গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
শরণাগতঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ ॥ ২২৭
দুষ্টকর্ম্মসমাচারো মাতৃহা পিতৃহা তথা।
সকৃদাবর্ত্তয়ংস্তোত্রং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥ ২২৮

মোক্ষার্থী হইলে পরম মোক্ষ, সিদ্ধিকাম হইলে পরমসিদ্ধি, অর্থপ্রার্থী হইলে বিপুল অর্থ, পুত্রাভিলাষী হইলে বহুপুত্র, বিদ্যার্থী হইলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা এবং জয়েচ্ছু হইলে জয় লাভ করিয়া থাকে। ২১৮-১৯

মানব নিয়মস্থ হইয়া যে যে ফলকামনায় এই স্তোত্রবর পাঠ করে, সে নিঃসন্দেহ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং মাস মধ্যেই নিষ্পাপ ও দেবগণের পরিজ্ঞাত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ২২০-২১

আধ্যাত্মিকজ্ঞান-যোগযুক্ত, আয়ুঃ ও যশঃপ্রদ, এই পবিত্র স্তোত্র শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করিলে, অনন্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২২২

বস্তুতঃ হে দ্বিজ! যে ধর্ম্মাত্মা, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের এবং যে কাহারও নিকট কার্ত্তন করে, তাহার দশসংখ্যক রাজসূয় ও শতসংখ্যক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে, ইহা স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন। ২২৩-২২৪

হে দ্বিজোত্তম! গঙ্গাদি যাবতীয় তীর্থে নিয়মিত জপ করিলে যে পুণ্য হয়, পবিত্র হইয়া সতত এই স্তোত্র পাঠ করিতে পারিলেও সম্পূর্ণ তাদৃশ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ২২৫

সেই পাঠক কর্ম্মফললাভে যে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণেরও অধৃষ্য হইয়া শতাধিক বর্ষ জীবন লাভ করে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ২২৬

অধিক কি কহিব, এই স্তোত্র একবার মাত্র পাঠ করিলে, সে যদি গোহত্যা-

দ্বিরধীত দহেদ্দোষান্ সপ্তজন্মকৃতানপি।
ত্রিরাবর্ত্তয়তে যস্তু গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২৯
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ শংসিতব্রতঃ।
সংবৎসরেণ মুক্তাত্মা যোগসিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৩০
শিবেন ব্রহ্মণে প্রোক্তং ব্রহ্মা প্রোবাচ বিষ্ণবে।
বিষ্ণুঃ প্রোবাচ সোমায় সোমঃ প্রোবাচ বায়বে ॥ ২৩১
বায়ুশ্চৈব হুতাশায় হুতাশাচ্চ ময়া গতম্।
ময়াপি কথিতং তুভ্যং নিরুক্তং পাপনাশনম্।
পুরাণং পাবনং দিব্যং দেবদেবেন ভাষিতম্ ॥ ২৩২

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবদেবীসংবাদে দেবীস্তবরাজো নাম
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

কারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রঘাতী, বিশ্বাস-ঘাতক, সতত কুকার্য্যাসক্ত, কিম্বা পিতৃমাতৃহত্যাকারী হয়, তথাপি সে স্তোত্র পাঠফলে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। ২২৭-২৮

দুইবার ইহা পাঠ করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশিও বিদূরিত হইয়া যায়। যে মানব বারত্রয় ইহা পাঠ করিতে পারে, সে পরিণামে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। ২২৯

ষণ্মাস মধ্যে সিদ্ধি লাভ করত সংবৎসরান্তে পরম যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২৩০

পূর্ব্বে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর ব্রহ্মার নিকট, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট, বিষ্ণু চন্দ্রের নিকট, চন্দ্র অনিলদেবের নিকট, অনিলদেব অনলদেবের সমীপে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আমিও অনলদেব হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই পবিত্রতম পুরাতন পাপনাশন শঙ্করকথিত দিব্য নামাত্মক স্তোত্ররাজ ব্যক্ত করিলাম। ২৩১-৩২

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বার্থসাধকং শাস্ত্রং ব্রহ্মবক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্ ।
ইন্দ্রেণ বিধিনা প্রাপ্তমগস্ত্যেন তথাগতম্ ।
তেনাপি নৃপশার্দ্দূলে কীর্ত্তিতং নৃপবাহনে ॥ ১
দশলক্ষপ্রমাণন্তু শিবো ব্রহ্মণি প্রোক্তবান্ ।
লক্ষং শক্রস্য লোকস্য বিদ্যাদেবেন ভাষিতম্ ॥ ২
ঘোরোৎপত্তিবধাদীনি দেব্যারাধনমুত্তমম্ ।
কর্ম্মযোগঞ্চ যোগঞ্চ চতুর্ব্বর্গপ্রসাধকম্ ॥ ৩
আদ্যং দেব্যবতারঞ্চ বাচয়েদ্ যঃ শৃণোতি বা ।
স সংসারাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৪
বিদ্যাসিংহাসনে মধ্যে বস্ত্রপুষ্পাদিশোভিতে ।
পূজয়িত্বা শিবং জ্ঞানং শৃণুয়াদ্‌বাচয়েত বা ॥ ৫
শ্রীমৎকুণ্ডাসনং বাপি কৃত্বা হৈমং সুশোভনম্ ।
হেমপট্টপরিচ্ছন্নং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৬
রাজতং তাম্রকাংস্যং বা ব্রহ্মবার্য্যাদিনির্ম্মিতম্ ।
তরুসারসমুদ্ভূতং শৃঙ্গবংশাদিসম্ভবম্ ॥ ৭
রত্নহেমসমাযুক্তং শঙ্খস্ফটিকমৌক্তিভিঃ[১] ।
যথাসম্ভবসম্ভূতৈরধশ্চোর্দ্ধং বিভূষিতম্ ।
সমুৎকীর্ণং বিচিত্রন্তু সূত্রচ্ছন্নং[২] নিবন্ধনম্ ॥ ৮
দ্বিগুণোর্দ্ধং প্রমাণেষু পূর্ণচন্দ্রনিভেষু চ ।
চিত্রোৎকীর্ণসুবর্ণেষু প্রতিপাদেষু সংস্থিতম্ ॥ ৯

ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মবক্ত্রবিনির্গত সর্ব্বার্থসাধক দেবীবিষয়ক শাস্ত্র প্রাপ্ত হন, পরে ইন্দ্র হইতে অগস্ত্য নৃপবর নৃপবাহনের নিকট উহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১

প্রথমে ভগবান্ শঙ্কর দশ লক্ষ শ্লোক ব্রহ্মাকে বলেন, পরে ব্রহ্মা ইন্দ্রনিকটে উহার এক লক্ষ শ্লোক কীর্ত্তন করেন। ২

ঐ লক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবীর লোমহর্ষণকর উৎপত্তি, অসুরাদি বধ, দেবীর সাধনা প্রকার এবং চতুর্ব্বর্গসাধক কর্ম্মযোগ ও যোগের বিষয় উল্লেখ আছে। ৩

উহার মধ্যে দেবীর উদ্ভববিষয়ক আদ্য অংশ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪

বিদ্যাদিগের বস্ত্রালঙ্কারাদি-শোভিত সিংহাসন মধ্যে ভগবান্ শঙ্করকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক জ্ঞানোদ্দীপক এই পুস্তক স্থাপন করিয়া পাঠ ও শ্রবণ করিবে। ৫

স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময়, কাংস্যময় কিংবা বৃক্ষের সারাংশ, শৃঙ্গ বা বংশাদি-গঠিত, হেমপট্টাচ্ছাদিত, নানাবিধ রত্ন, সুবর্ণ. শঙ্খ, স্ফটিক ও মৌক্তিকাদিতে বিভূষিত, সুন্দররূপে সূত্রবেষ্টিত, বিবিধপ্রকার ক্ষোদিত কারুকার্য্যে

১। দন্তিভিরিতি পাঠান্তরম্ ।
২। চিত্রামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দুকূলপট্টদেবাঙ্গং চিত্রপট্টাদিশোভিতম্।
বিদ্ধং[1] কুসুম্ভরক্তং বা প্রাকারশিখরান্বিতম্ ॥ ১০
চতুর্ভিশ্চন্দ্রকৈর্যুক্তং পঞ্চবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ।
কিঙ্কিণীবরকোপেতৈশ্চতুষ্কোণসমাশ্রিতৈঃ ॥ ১১
গিরিপ্রাকারশিখরৈঃ সুশুক্লৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ।
সর্ব্ববস্ত্রসমুদ্ভূতৈঃ কন্দুকৈশ্চ প্রলম্বিভিঃ ॥ ১২
ইত্থমাস্তরণং কৃত্বা বিন্যসেদ্ধ্রুকাসনম্।
তস্যোপরি মহাশাস্ত্রং দেব্যাখ্যং স্থাপ্য পূজয়েৎ[2] ॥ ১৩
বিদ্যাদানোপহারেণ শোভাং কৃত্বা প্রযত্নতঃ[3]।
গন্ধাধিবাসিতকরঃ শ্রীমদাসনসংস্থিতঃ ॥ ১৪
ভাবয়িত্বা শিবং দেব্যাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরমেশ্বরম্।
স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবেশি পতিং দেবনমস্কৃতম্ ॥ ১৫
স্বকায়তনতীর্থেষু নরেন্দ্রভবনেষু চ।
ভাগীরথ্যান্তু কাশ্যাং বা তথা কামপুরেষু চ ॥ ১৬
শ্রোতারশ্চ গুরুজ্ঞানং শিবং ধ্যাত্বা যথাবিধি।
গন্ধপুষ্পৈশ্চ সম্ভারৈঃ প্রত্যহন্ত সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৭
পূজয়িত্বা নমিত্বা চ কৃতাঞ্জলিপুটা স্থিতাঃ।
সর্ব্বে নীচাসনাঃ শান্তাঃ যথাবৃদ্ধং ক্রমানুগাঃ।
ধর্ম্মতঃ শ্রোতুর্মর্হন্তি কথান্তরবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৮

অলঙ্কৃত এবং যাহার পাদচতুষ্টয়, উর্দ্ধে দ্বিগুণপ্রমাণ পূর্ণচন্দ্রনিভ ও সুবর্ণচিত্রিত; এবংবিধ কুণ্ডাসন নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি বিচিত্র পট্টাদিশোভিত, কুসুম্ভকুসুম-রঞ্জিত ও বিশুদ্ধ এবং যাহার দুকূলপট্টে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও পঞ্চরঙ্গে চিত্রিত অতি শুভ্র গিরি, শিখর, প্রাকারাদি অঙ্কিত, চতুষ্কোণে পঞ্চবর্ণের সুশোভন চন্দ্রকচতুষ্টয়, তাহাতে চারিটি উৎকৃষ্ট কিঙ্কিণী এবং চারিধারে নানা রঙ্গের বস্ত্র দ্বারা রচিত লম্বমান কুন্দুক (থোপনা) সকল দোদুল্যমান, ঈদৃশ আস্তরণ আস্তৃত করিয়া তদুপরি দেবীসম্বন্ধীয় এই মহাপুরাণ স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিবে। ৬-১৩

এইরূপে পাঠ করিলে পাঠক পরিণামে দেবীর পুত্র হইয়া থাকে। পাঠক বিদ্যাদানের উপযুক্ত বসনাদি দ্বারা স্বীয় শরীর শোভা সম্পাদনপূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা করতলদ্বয় সুবাসিত করিয়া উত্তম আসনে উপবেশনান্তে এই দেবীশাস্ত্রে পরমেশ্বর শঙ্কর ও সর্ব্বদেবারাধ্যা দেবী স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত পাঠ করিবে। ১৪-১৫

নিজগৃহে, রাজভবনে এবং ভাগীরথী, কাশী ও কামাখ্যাদি তীর্থে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ১৬

শ্রোতৃগণও প্রত্যহ পরম জ্ঞানময় মহেশ্বরকে যথাবিধি ধ্যানান্তে সুগন্ধি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা ও প্রণামপূর্ব্বক বৃদ্ধানুক্রমে নীচাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কথান্তররহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রবণ করিবে। ১৭-১৮

১। বদ্ধমিতি ক্বচিৎ, ক্বচিচ্চ শুদ্ধমিতি।
২। সোপাচারেণ শোভিতমিতি পাঠান্তরম্।
৩। এতৎপদ্যার্দ্ধস্থানীয়ম্ "এবং কৃত্বা প্রযত্নেন দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্" ইতি পাঠান্তরং ক্বাপি দৃশ্যতে।

জ্ঞানারম্ভে সমাপ্তৌ চ শ্রোতৃভির্বাচকেন চ।
দেব্যা মন্ত্রং শিবাখ্যঞ্চ উচ্চার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৯
আনয়েদ্ধূপপুষ্পাদ্যমেকৈকঃ শ্রাবকঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বসাধুজনার্থায় জ্ঞানমন্ত্রপ্রদোঽপি বা ॥ ২০
আচান্তেভ্যঃ করে দদ্যাদ্ বাচকঃ কুসুমত্রয়ম্।
তেঽপি তৈরাদিমধ্যান্তে কুর্য্যুঃ পূজাঞ্চ পুস্তকে ॥ ২১
ইতি শক্ত্যা চ ভক্ত্যা চ পূজাং কৃত্বা সদক্ষিণাম্।
প্রবর্ত্তয়তি যঃ কশ্চিদ্ দেব্যাঃ পুস্তকবাচনম্।
সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় আত্মনশ্চ বিমুক্তয়ে।
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শ্রোতৃণাং বাচকস্য চ ॥ ২২
ধনমায়ুঃ প্রজাঃ কীর্ত্তিং প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং সুখম্।
ইহ সম্প্রাপ্য বিপুলং দেহান্তে শান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
সম্পূজ্য চ মহাজ্ঞানং প্রদেশে চাপ্যসংস্কৃতে।
বাচয়ন্ নরকং যাতি তস্মাৎ সংস্কৃত্য বাচয়েৎ। ২৪
অসম্পূজ্য তথা[১] বাচ্যং দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ।
মুনে ধর্ম্মপ্রবাহস্য উপকারায় বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫
যথা প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো অধর্ম্মঞ্চ পরিত্যজেৎ।
লোভাত্ত্বয়ান্ন বাচ্যেদং দেব্যাঃ শাস্ত্রং শিবাত্মকম্।
বাচনান্তে জগচ্ছান্তিরবধার্য্যা দিনে দিনে।
গচ্ছেয়ুঃ কুশপুষ্পার্থং শিবোমাপূজনায় চ ॥ ২৬

পাঠ আরম্ভ ও সমাপ্তিকালে শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকের শিবাখ্য দেবীমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। ১৯

শ্রোতৃবর্গ ও পাঠক সকলেরই সাধুলোকের জন্য এক এক করিয়া পুষ্প ধূপাদি আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ২০

পাঠক শ্রোতৃগণকে আচমন করাইয়া প্রত্যেকের হস্তে ক্রমে এক একটি পুষ্প দিবেন এবং তাঁহারাও সেই পুষ্প দ্বারা পুস্তকের আদি, মধ্য ও অন্তে ক্রমান্বয়ে পূজা করিবেন। ২১

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এইরূপে যথাশক্তি সদক্ষিণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর উপকার ও আপনার মুক্তির জন্য দেবীপুরাণ পাঠ করান, তাঁহার এবং শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকের যেরূপ পুণ্যফল হয়, ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২২

যিনি পাঠ করান, তিনি ইহজীবনে বিপুল ধন, আয়ুঃ, সন্তানসন্ততি, যশঃ, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও সুখসম্পৎ লাভ করিয়া দেহান্তে পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩

যথাবিধি পূজা না করিয়া এবং অপবিত্র স্থানে পাঠ করাইলে নরকগমন হয়, এজন্য পবিত্রস্থানে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পাঠ করাইবে। ২৪

হে মুনে! বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ধর্ম্মপ্রবাহের উপকারার্থ দেবতা, অগ্নি ও গুরু-সন্নিধানে পূজা না করাইয়াও পাঠ করাইতে পারেন। ২৫

যাহাতে, সকলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে বিরত হয়, এই নিমিত্ত

১। অসম্পৃক্তমপীত পাঠান্তরম্।

ততঃ শাস্ত্রং সমাপ্যান্তে পূজাং কৃত্বা বিশেষতঃ।
দেব্যা বিদ্যাগুরূণাঞ্চ ভক্ত্যা তু শিবযোগিনাম্ ॥ ২৭
কন্যকাদ্বিজবন্ধূনামন্যেষামপি বুদ্ধিমান্।
ভোজনং কল্পয়েচ্চৈষাং দীনানাঞ্চাথ সর্ব্বতঃ।
মিত্রস্বকুলসাধূনামন্ত্যভৃত্যজনস্য চ ॥ ২৮
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছিবং গোমিথুনং শুভম্।
বস্ত্রযুগ্মাঙ্গুরীয়ঞ্চ ঘৃতপূর্ণঞ্চ ভোজনম্ ॥ ২৯
বাচকায় প্রদাতব্যা দক্ষিণা পূর্ব্বভাষিতা।
অভাষিতস্য দাতব্যা গুরোরর্দ্ধেন দক্ষিণা ॥ ৩০
শেষাণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দক্ষিণাং শিবযোগিনাম্।
দদ্যাৎ প্রবোধয়েৎ পশ্চাৎ প্রদাপাষ্টশতং[১] বুধঃ ॥ ৩১
বিতানঞ্চ ধ্বজং দেয়ং দেবীদেবস্য শোভনম্ ॥ ৩২
যথাসম্ভবতঃ কার্য্যা পূজা শাঠ্যবিবর্জ্জিতা।
নিবেদয়েচ্ছিবে দেব্যৈ অশেষং পুষ্পবারিণাম্ ॥ ৩৩
জ্ঞানং পুণ্যং মহাশান্তিং শ্রবণান্নাত্র সংশয়ঃ।
স্বদেহপতিতং কৃত্বা দেব্যাঃ শাস্ত্রস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৪
শিবাদীপপ্রদাতা স প্রণষ্টতমসঞ্চয়ঃ[২]।
বিধূতপাপকলিলো বিশুধ্যেত ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

পাঠ করাইবে; নতুবা কোন লোভ বা ভয়বশতঃ এই শিবস্বরূপ দেবীশাস্ত্র পাঠ করান কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে পাঠসমাপ্তি হইলে দিন দিন জগতের মঙ্গল হইয়া থাকে জানিবে। শঙ্কর ও শঙ্করীর পূজার জন্য কুশ পুষ্প আহরণ করিতে সকলেরই গমন করা বিধেয়। ২৬

এইরূপে পাঠসমাপনান্তে দেবী, বিদ্যা, গুরু ও শিবযোগীদিগকে ভক্তি-সহকারে বিশেষরূপে পূজা করিয়া বহুল কুমারী, ব্রাহ্মণ, বন্ধু, মিত্র, সাধু, দরিদ্র, অন্ত্যজাতি ও ভৃত্য প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে ভোজন করাইবে। ২৭-২৮

অনন্তর গুরু ও পাঠককে উৎকৃষ্ট গোমিথুন, যুগ্মবস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও ঘৃতপূর্ণ ভোজ্য দক্ষিণা দিবে। ২৯

ধারককে উহার অর্দ্ধেক, আর সদস্যদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া দেবীর সন্তোষার্থ অষ্টাধিক শত প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। ৩০-৩১

দেবী ও মহেশ্বরের প্রীত্যর্থে মনোহর চন্দ্রাতপ ও ধ্বজ দান করা কর্ত্তব্য। ৩২

বিত্তশাঠ্য ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব দেব ও দেবীর পূজা করিবে। ঐ পূজায় উভয়কে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও বারি প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৩৩

যে ব্যক্তি, স্বদেহপাত করত ভক্তিসহকারে দেবীপুরাণ শ্রবণ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞান, পুণ্য ও পরমশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৪

দেবীর প্রীত্যর্থে দীপ দান করিলে মানব, পাপরূপ গহন হইতে মুক্ত ও অজ্ঞানান্ধকারশূন্য হইয়া যে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৩৫

১। পদং মাষ্টশতামতি পাঠঃ ক্বচিৎ।
২। বিশুদ্ধতনুসঞ্চয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।

ভবন্তি সর্ব্বলোকাস্তু ভাবিতা দেবিদেবয়োঃ।
অশেষপাপনির্ম্মুক্তঃ শৃণু যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
কুলত্রিংশকমুদ্ধৃত্য ভার্য্যাপুত্রাদিসংযুতঃ।
তথৈব স্বজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ভৃত্যদাসসমাশ্রিতৈঃ ॥ ৩৭
ইত্যেভিঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ শ্রীমচ্ছিবপুরং ব্রজেৎ।
মহাবিমানৈরারূঢ়ঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ॥ ৩৮
তত্র ভুক্ত্বা মহদ্ভোগং যাবদাচন্দ্রতারকম্।
ততো দেব্যাঃ প্রসাদেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯
যস্মাদবগতং কুর্য্যাৎ দেব্যাঃ পুস্তকবাচনম্।
ভোগাপবর্গফলদং শিবভক্ত্যা দিনে দিনে ॥ ৪০
ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষম্ ন রক্ষাংসি ন ব্যাধয়ঃ।
নাকালে ম্রিয়তে সোঽপি হন্যতে ন চ শত্রুভিঃ ॥ ৪১
শৃণোতি যশ্চ সততং শিবধর্ম্মং নরাধিপঃ।
শ্রুত্বা সকৃন্নিগদতো ক্ষণাযোগান্নরাধিপঃ।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে তস্য শত্রুক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪২
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ পরিবারেণ স নৃপঃ।
অন্তে দেব্যাঃ পুরবরে শিবেন বিষ্ণুনা সহ।
ক্রীড়তে বিপুলৈর্ভোগৈর্যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৪৩
বসন্তে তুষ্যতে দেবা উমা সর্ব্বসুখপ্রদা।
নিদাঘে ব্রহ্মলোকস্তু সর্ব্বকামসমন্বিতম্।
তস্মিন্ ভোগান্ মহান্ ভুক্ত্বা দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৪৪

তদীয় সমুদয় আত্মীয়বর্গই দেবদেবীর প্রিয় হইয়া থাকে। উক্ত দীপদাতা, অশেষ পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পরিণামে যেরূপ ফললাভ করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৬

সে কুলত্রয় উদ্ধার করত ভার্য্যা, পুত্র, স্বজন, ভৃত্য ও দাসদাসীগণের সহিত সমুদয় ভোগ্যবস্তুপূর্ণ মহা-বিমানে আরূঢ় হইয়া পরম সুন্দর শিবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় চন্দ্র ও তারকানিকরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মহাভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিয়া অবশেষে নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৭-৩৯

যে স্থানে প্রতিদিন শঙ্করের প্রতি ভক্তিসহকারে ভোগমোক্ষপ্রদ দেবীপুরাণ পাঠ শ্রবণ করা যায়, সে স্থলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও রাক্ষসাদি হইতে কোন ভয় থাকে না। যে নরাধিপ সতত শিবধর্ম্ম শ্রবণ করে, সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না এবং শত্রুগণ তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। ৪০-৪১

একবার মাত্রও আনন্দোৎসবের সহিত শ্রবণ করিলে তদ্দিনেই তাহার শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সে পরিবারবর্গের সহিত ইহকালে অখিল ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া পরিণামে দেবীলোকেও বিপুল ভোগ্য উপভোগ করত যতদিন চন্দ্র ও তারকাদি বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল ভগবান্ শঙ্কর ও বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করিবে। ৪২-৪৩

বসন্তকালে শ্রবণ করিলে সর্ব্বসুখদায়িনী দেবী উমা পরম পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে শ্রবণের ফলে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বিপুল

প্রাবৃট্‌কালে চ শ্রুত্বৈবং ভক্ত্যা পরমপার্থিবঃ।
শরৎ সর্ব্বানবাপ্নোতি কামান্‌ বাচ্য নৃপোত্তমঃ ॥ ৪৫
ত্রিং শ্রুত্বা ভক্তিমাস্থায় মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
বিশুদ্ধশ্চ ভবেদ্বংশঃ সর্ব্বকামফলাবহঃ।
তস্য ভাগ্যং বন্দয়িতুং বাণ্যা বাণী ন শক্নুয়াৎ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা তদন্তে শিবলোকতঃ ॥ ৪৬
খট্বাবধং তথা শ্রুত্বা বিনায়কস্য জন্ম চ।
মাতৃলোকমবাপ্নোতি ক্রীড়তে চ চিরং সুখী ॥ ৪৭
দেবীং সম্পূজয়িত্বা তু বিধিনা নৃপসত্তম।
প্রসাদঞ্চ প্রকুর্ব্বীত প্রত্যক্ষা ভবতে শিবা ॥ ৪৮
সদাচারঃ শুভাচারঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বাচয়ন্‌ পুরাণমেতত্তু সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে বাচনবিধি-
র্নামাষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

ভোগ্য ভোগ করিয়া পরিণামে দেবীলোকে পরমসুখে বাস করিতে পারা যায়। ৪৪

হে নৃপোত্তম! প্রাবৃট্‌কালে ভক্তিপুরঃসর শ্রবণ করিতে পারিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে এবং শরৎকালে শ্রবণ করিলে বাক্য দ্বারাই অখিল অভিলষিত বিষয় লাভ করা যায়। ৪৫

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বারত্রয় শ্রবণ করে, সে যাবতীয় কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হয় এবং তদীয় বংশ পবিত্র ও অখিল অভীষ্টলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। ফল কথা, দেবী সরস্বতীও বাক্যে তদীয় শুভাদৃষ্ট বর্ণন করিতে সমর্থা নহেন। সে ইহলোকে অপরিসীম সুখভোগ করিয়া দেহান্তে শিবপুরে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৪৬

খট্বাবধ ও গণেশের জন্মকথা শ্রবণ করিলে চিরকাল পরমসুখে মাতৃলোকে ক্রীড়া করিতে পারে। ৪৭

হে নৃপসত্তম! যথাবিধি দেবীকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, দেবী শিবানী প্রত্যক্ষা হইয়া অনুগ্রহ করেন। ৪৮

সদাচারসম্পন্ন ও সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া এই পুরাণ পাঠ করিলে নিখিল অভীষ্টই সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৯

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮

॥ সম্পূর্ণমিদং দেবীপুরাণম্‌ ॥

॥ শ্রীঃ ॥

॥ নবভারত তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

সম্পাদনা চলিতেছে

আগমসার	পৌষ্করাগম্
আনন্দ-লহরী	ফেৎকারিণীতন্ত্র
উড্ডামেশ্বর	বর্ণবীজকোষ
উড্ডীশতন্ত্র	বিশ্বসারতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র	বীজকোষ
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র	বীজ নির্ঘণ্টু
কামধেনুতন্ত্র	বৃহন্নীলতন্ত্র
কামকলাবিলাস	ভৈরবযামল
কামাখ্যাতন্ত্র	মন্ত্রার্থাভিধান
কালীবিলাসতন্ত্র	মহাকাল-সংহিতা
কৈলাসতন্ত্র	মন্ত্রকোষ
কুব্জিকাতন্ত্র	মাতৃকাভেদতন্ত্র
কুলার্চ্চন চন্দ্রিকা	মন্ত্রমহোদধি
কুলামৃততন্ত্র	মায়াতন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র	মুণ্ডমালাতন্ত্র
ক্রমোড্ডীশতন্ত্র	মুদ্রানির্ঘণ্টু
গন্ধর্বতন্ত্র	যোগিনীতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র	যোগিনীহৃদয়
গৌতমীয়তন্ত্র	যোগতারাবলী
তন্ত্রসার	রুদ্রযামল
তন্ত্ররাজতন্ত্র	শক্তিযামাল
তন্ত্রাভিধান	শারদাতিলক
তারারহস্য	শ্যামারহস্য
নিত্যাষোড়শিকার্ণবতন্ত্র	শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
নির্বাণতন্ত্র	সনৎকুমারতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র	সময়াচারতন্ত্র
নীলতন্ত্র	সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র

পরশুরাম কল্পসূত্র ও নিত্যোৎসবতন্ত্র

॥ নবভারত তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

(মূল সংস্কৃত, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদসহ)

প্রকাশিত হয়েছে :

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ॥ ২৫·০০

ভূতডামরতন্ত্র —রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ৬·০০

কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্র কুমার দাস সম্পাদিত ॥ ৩০·০০

তোড়লতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ৬·০০

সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ ॥ ৩·০০

ষট্‌চক্রনিরূপণ ॥ ৪·০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সম্পাদিত ॥ ৫·০০

অন্নদাকল্পতন্ত্র ॥ ৬·০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ সম্পাদিত ॥ ৪·০০

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯